310.5
.005
P29303

এডুকেশনগেজেট

৫৮ বর্ষ

৩৯শ] শনিবার, ১৯শে বৈশাখ-১৩৩১, ২৭শে ও ৩০শে মে ১৯২৪ [৩৫ সংখ্যা

আর্থিক বিপ্লবের বিকাশধারা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(আর্থিক-সমাজতন্ত্রবিৎ এডোল্ফ্ প্রণীত গ্রন্থের এক অধ্যায়)

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

—•○:○•—

এই ভেদনীতিসূচক বিধিতে সাধক ধনিক-শ্রেণীর ও বিধি। ইহারা দুই দিক দিয়া ভেদনীতির আশ্রয় লইয়া প্রলেতারিয়েতকে সাধারণ অধিকার হইতে আলাদা করিয়া রাখে। ইহারাই সেই কলঙ্কের মাল দুনিয়ার উপর বিশেষে বিনিময়ের পাতাইয়া নিয়েছেরকে সমাজের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানশালী করিয়া তুলে।

ইহাদের ভেদনীতি কথাবার্ত্তা। বৃদ্ধির তারা সঙ্গেও এই সাধারণ ব্যবস্থাগুলির ভেদনীতির দিকটা চক্ষু হারে তাদের ধরা থাকে। এইজন্যে "বিদ্যাসুন্দর" সমস্ত অধিকারী ও বিদ্যের বুদ্ধি যোগী করিতে করিতে সমাজের কলঙ্কটা টাকে থাকে যদি বিদ্যা ফুরাইতে সুরু হয়।

কলঙ্ক। শিল্পকারখানায়-কাজ করেন প্রত্যেক কারক ও পণ্য পাবে এমন মনোযোগ আছে। তুলে এই "পরের সোনায়" আশ্রয়ের মূলিত। উৎপন্নের মূলের আর্থিক মূল্যের ভিতর এই সব মূল্যযোগ একটা কথা। এই ও আধুনিকতম তাদের চক্ষে বিকাশ পাইতে থাকে।

উৎপন্নের মূলের প্রথম প্রথম ধনিকশ্রেণী সবে যাচ্ছিল মাত্র। তখন তাহারা আর্থিকের পরিণতির খাপ খরচও আদিতে পারিত না। কিন্তু সেই তাহারা নিজ অবস্থা খাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিল বেশ। সেই সময় বাস্তুর মূল্য প্রথম ঠেকে যেন। এ এক অদ্ভুত "টাকা"। সকল ব্যবসার মেরুদণ্ড এই মূল্য অনেকটা মানুষের মস্তক কাজ করিত। যাহাতে মূল্য বাড়ুক না কেন, সে অন্যান্য সকল লোকের মতের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকারী। তবু বলিয়া এই বস্তু দেশী দুনিয়াতে খাটির ধনিক আদিত পেরিয়ার।

মূল্যের মালিক ধনিকেরা অন্যান্য মতের প্রতিনিধিকে নিজ মূল্যের ভিতরে রাখিতেছিল। মূল্যের মান মূল্যের পুরুষ মূল্যের সেবা অন্যান্য "ধনী"দের পক্ষে একটা বিকাশ পরিণত হইয়াছিল। কেন না মাল না বেচিলে তাহাদের অন্যান্য নাই। ধনিক শ্রেণী এই অবস্থা কেন দুনিয়ার "ধনী"দিগকে মালের মূল্যে চোখের মূল্যে মূল্যবান করে।

মাল বেচাকেনাই মূল্যের একমাত্র কাজ নয়। মূল্য কে প্রকৃত কর্জ দেওয়া ও লওয়ার মধ্যেও মধ্যবর্তী লোকের মাঝারি বেওয়াজ। তাহাই সুদের ব্যবসায় ও ধনিকমহলে একটা মোটা মাসহারা হইয়া দিয়াছিল। সুদখোরের কবলে অন্যান্য ধনবানের কিরূপ নিষ্পেষণ সহ্য তাহা প্রাচীনকাল হইতে এবং মোসাহেব কালমে বাহার বাহার লিখিত আছে। উৎপন্নের মূল্য এইজন্যেই সমাজে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

বাসভূমি—ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল—ছিল বন্যজন্তুর মতই। তারপর কখন কবে ও কোথায় মানুষ বন্যজন্তুকে পোষ মানাতে শিখেছে তা আজ আর কারও জানবার উপায় নেই। এই ঘটনাটি মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ কুকুরকে পোষ মানিয়ে তাকে শিকারে সাহায্য করতে বাধ্য করেছিল। সেই প্রাচীনই আজও কুকুর মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে আছে।

মানুষের কৃষিসভ্যতার ইতিহাসের মূলে এক বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। ঘোড়া বা মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। মানুষ যেখানে যখনই কৃষিকাজ শুরু করেছে সেখানেই তখনই ঘোড়া তার সঙ্গী হয়েছে। ঘোড়া ছাড়া কৃষিসভ্যতা কল্পনা করা যায় না। ঘোড়া ও মানুষ দুজনে মিলে পৃথিবীর বুকে সভ্যতার যে ইতিহাস রচনা করেছে তার তুলনা নেই।

এমনি করে সেই ঘোড়ার সঙ্গে মানুষের (এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষীরও) একটা অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক কিছুদিন কেবল মরদানীর সঙ্গে জমানা বিরোধের হইত। কিন্তু ক্রমিকের সময় হইতে মানুষ ও ঘোড়ামাত্রেই বর্তমান ক্রমিকের হইতে সুরু হইল। ঘোড়া হইতে মানুষের মাংস ও দুধ এবং মানুষ হইতে মানুষের লাভ করা হইয়া মানুষের পক্ষে একদমে ঘটিয়াছে। দুইটি উৎকর্ষের মূলের আবিষ্কার হয়।

মুক্তার প্রকারে ক্রমিকের সহজসাধ্য ছিল। কর্ম মুক্তার মরদানী সঙ্গে সঙ্গে ক্রমিক ব্যবহারের এবং মানুষ মানুষের মানুষের ছিল। আবেদনের মধ্যে ক্রমিক মানুষের মানুষের। ক্রমিকের মানুষের সঙ্গে করার মরদানী এক পত্নীপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মেয়ের মেয়ের এবং মেয়াদবৃদ্ধি মানুষের মূলেই মেয়া বিয়ারে, ঘোড়া হইতে এবং ক্রমিক হইতে মানুষের হইয়ামাত্রেই ক্রমিক স্ত্রীরা মানুষ সুরু করিয়াছে। তাহারই এক মূলে ক্রমিক মানুষ।

মানুষের মানুষ হইতে থাকিল। আর মানুষের মানুষের ক্রমিক আসিয়া মানুষ হইতে লাগিল একটা ছোট মানুষ। মানুষ মানুষের মানুষে। এই ছোট মানুষ মানুষ মানুষ মানুষ ঘোড়া মানুষের মানুষের মানুষের

ধরণের আমাদের প্রদান চালাইতে অভ্যস্ত ছিল। এই সকল নব জীবনের সংঘর্ষে অন্ধ নব নব সমাজ ক্ষেত্রের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। এই কথার সঙ্গে পূর্বাপর যোগের সম্বন্ধ না থাকাই স্বাভাবিক।

গোষ্ঠির অধিকে নবীন নবীন জীবনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবার অর্থ এই যে গোষ্ঠি বাহার পরিকল্পনা মানব সমাজে চালাইতে গেল। এই সকল ক্ষেত্রে নবী মিউনের সমস্যা বীমারোগ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা বীমারোগ ইত্যাদি গোষ্ঠি ধরণের অন্যান্য নতুন ধরণের সমস্যাগুলার বীমারোগ সম্ভবপর হইত। এই সকল ক্ষেত্রেই "অজ্ঞাত কুলশীল" বিদেশীদের অধিকার এক এধরিয়ার ভোগের ক্ষেত্রও সৃষ্টির।

গোষ্ঠি ছিল সাম্য ধর্মের প্রতিমূর্তি। সমস্যাটী পরস্পর এই প্রতিষ্ঠানের সাম্যরক্ষা। কিন্তু এখন সমাজে পরস্পরাধানের প্রভাব, বিদেশীদের প্রভাব ইত্যাদি নতুন নতুন দেখা দিয়াছে। তাহার উপর ভোগের স্বাধীন প্রকাশও আছেই। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্নতার পরস্পর বিবাদ ও আত্মরক্ষা স্বাধীন নিবারণ করিতে পারে কে? এমন একটা শক্তি যাহা প্রত্যেক শ্রেণীর উপরে থাকিয়া প্রত্যেকের প্রতিই নিরপেক্ষ বিচার চালাইতে সমর্থ। সেই শক্তির নামই রাষ্ট্রশক্তি বা গভর্নমেন্ট।

সর্বত্রই দেখা যায় যে গোষ্ঠির ভিন্নাকারের উপর রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এই অবস্থাটা সমধিক ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছিল।

আথেন্সের সমাজে গোষ্ঠির ভিন্নত্ব শ্রেণীবিভাগ এক হয়। সেই শ্রেণীগুলা হইতেই রাষ্ট্র মাথা তুলিয়াছিল।

রোমান সমাজে বিদেশী "প্লেব্স্" শ্রেণী গোষ্ঠির ভিন্নত্ব গ্রহণ করিবার এবং গোষ্ঠিসমূহের অধিকার ভোগ করিবার জন্য লড়াই সুরু করে। এই দুয়ের—শ্রেণী বিদেশীর—সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় রাষ্ট্র যাহার আওতায় গোষ্ঠি সমাজ এবং প্লেব্স্ সমাজ দুই-ই কালে হইয়া যায়।

আর্যদের সমাজে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল আদালতের সুবিধার ভোগের অবসর বন্টন করিবার ফলে। গোষ্ঠি ধর্মের দ্বারা বিভিন্ন সমাজগুলা পাশের জন্য সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই একটা নতুন জীবন ক্ষেত্রের উৎপত্তি অত্যন্তরারী হইয়াছিল। তবে এই অবস্থায় বিভিন্ন বিভিন্ন সমাজের আর্থিক জীবন প্রায় এক ধরণেরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কারণে আর্যদের গোষ্ঠির ভোগের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমাজে সাধারণ গোষ্ঠির নিয়মের অনেক কাল বাঁচিয়া রহিয়াছিল। "মার্ক" বা পল্লী সমাজের আকারেই গোষ্ঠি ধর্মের জীবনলীলা নির্বাহ করিতে রহিল। অধিকন্তু অধিকার, ভূসীম বা পারিবারিক ধর্মে গোষ্ঠিনৈতিক পরম্পরার দেখা মিলিয়াছিল। এই পূর্বজীবনের ছিল এখন কি ভিন্নরূপ সমাজের মেরিতে পাই। "ভিন্নধারিয়া" নামক প্রতিষ্ঠান ভিন্নরূপ পরিবারে গোষ্ঠি জীবনের সাক্ষী।

এইবার আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান একটা অতি-কিছু, "স্বাধী ভোক্তা" নয়। আর্যদের সার্বজনিক ভোগের এই জীবনক্ষেত্রকে "নীতি বা ধর্মের চরম পরিণতি" এবং "জ্ঞানকাণ্ড বা বুদ্ধিশক্তির সার্বভৌম রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠিত" ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনা সার্বজনিক ব্যাপারের অতীন্দ্রিয়বাদি বা আধ্যাত্মিকতাদির কথা মাত্র। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে আমরা রাষ্ট্রের উপর চালাইয়া যেরূপ একটা শক্তিরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে না।

মানুষ বিজ্ঞান সৃষ্টি করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে তখন এই ক্ষেত্র দেখিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমাজে ভেদাভেদ, আর্থিক বিষয় আধিপত্য ব্যবস্থাদি এবং অন্যান্য বাধা বাধি (আওতায়) বাড়িয়াযাওয়ার দরুণ কালের জীবন ক্ষেত্রের সাহায্যে ওজার "কিনারা" করা সম্ভবপর ছিল না। পার্টি, [illegible] এবং সামাজিক ঐক্য পুনরায় গড়িয়া তুলিবার জন্য "ভেদ-বিভাজিত," সমাজ নিরপেক্ষ এবং সমাজাতিরিক্ত বা "অতি"-সামাজিক একটা অথচ আবশ্যক হইয়াছিল। সমাজের শাসক এবং সমাজ হইতে পৃথক অথচ সমাজ হইতেই উৎপন্ন যে সর্বশক্তি মানবের ইতিহাসে দেখা দিল তাহাকেই বলে রাষ্ট্র।

গোষ্ঠি-ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি বন্টনের করিয়া [illegible] দিয়াছে। রাষ্ট্রের বিধানে অনেক সময় বন্টন করে যে

যাবে। তাহা এই কেন্দ্রে সাম্প্রতিক ইতিহাস পুড়িল। সময় বেশী থাকুক বা কম, ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ প্রতিভা অনুসারে কেন্দ্রের সাধারণ বর্ণনা লেখা করিতে থাকে। পরীক্ষকরা যা কিছু লেখা হইতে বাদ দিতে বলেন। এই নিয়ম আজকালকার ছাত্রছাত্রীর পক্ষে একটা বাড়তি কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য, কি ভোরে এই নিয়ম জারি হইতে মাত্র কাটাকাটির সংখ্যা কমিয়াছিল। অন্যের চাপে সাম্প্রতিক বর্ণনা-অভিজ্ঞতার স্বপক্ষে এর সম্বন্ধে পরীক্ষার ফীতার কমে যাই।

ছাত্রের আর একটা বড় কথা এই যে, অন্যের অবস্থা একটা নতুন কেন্দ্রের অধীন। যে লোকের কাজের ভোগে সম্পূর্ণ আলাদা। ভোগির আগের সময় সব ছাত্রীই ছিল বেশের পুরুষাধিকারে এবং বেশকারী অধিকারী কিন্তু পরে তোহার দেখা যেত। আগেরের ১২,০০০ ছাত্রীর স্থানে ৪৫,০০০,০০০ মেয়েদের ভর্তি। এই অবস্থায় ভোগি সমস্ত শিক্ষিকদের না সন্তুষ্ট হইতেই পারে না। কাজেই একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া তোলা দরকার হইয়াছিল। তাহার জন্য তোমাদের-ওলাকে বাছিয়া লওয়া চলিত। তাহা সত্ত্বে স্বাধীন-মনস্কতার ভিতরই পুরুষ ও নারি জাতের কথা সহজ হইত। মেয়েদের ইতিহাস প্রতিষ্ঠানে এই ধরণ বক্তৃতাবাদী প্রতিমূর্তি। ভোগির আগের এই ভাবের বক্তৃতার হইত না।

বক্তৃতাবাদের কেন্দ্রকে কোথাও কখনো ছোট করিতে দেখিতে পাই। কোথাও বা ইহার আকার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বড়। যেখানে সেখানে শ্রেণীবিভাগ, ঘন কাজকারবার এবং বিদেশী ভাষাদের আওতা কম, সেখানে বক্তৃতার কোনো কোনো অঙ্গে,—সেখানে ছাত্রের বক্তৃতের বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান ইউরোপে দেখিতে পাই বিপরীত অবস্থা। আন্তর্জাতিক লড়াই এবং আন্তর্জাতীয় বিষয় ইতিহাসের যাই জীবনে এত বেশী যে এখানকার মেয়েদের পুলিশ পর্যন্তই ছাত্রের বর্ণনাদেশের বড় কথা। সমাজতন্ত্রই সকল দেশে ছাত্রীর বক্তৃতাবাদ ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

"সমাজে" ও "ছাত্রে" যে সকল প্রভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের আলোচনে সে সব লক্ষ্য করা অসম্ভব। তেমন কি সে সমস্যার সমাধানে নয়। বস্তুতঃ তাহা করাও যায়। আর একটা প্রভেদও অধিবাসী। ছাত্রীর অবস্থাকালীনে অবস্থা অধিবাস অত্যন্ত বড় করে সময় আবশ্যক। এই "ছাত্র-ভোগ" হয় অবসরের দিকটা হইতে ছাত্রদের বা ছাত্রদের আকারে। "ছাত্রবর্গের" মধ্যে যেমন যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, তেমন তেমন এই সব আবারের সীমানাও বাড়িয়া চলিয়াছে। অবশ্য ছাত্রা মাত্রে আর সমাজ নাই। অধিকাংশ সমাজের উপর ছাত্রিনী ছাত্রাইয়েও বর্তমান সমাজ বিশিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ছাত্রা সরকারী এবং সাধারণ অবস্থা হইয়াছে। কি ছাত্রদের কি তেমন এই সব ভোগিবর্গের অধিকার।

ছাত্রী সমাজ হইতে নানা উপায় এবং ছাত্রীদের ভরণ হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রী সমাজে পার্থক্যটা লোক-চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে করিয়া তুলিবার জন্য ছাত্রী একটা বিশিষ্ট ছুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। ভোগির আগমে ছিল সাধারণিক জীবন-কেন্দ্রগুলা সমাজীর অন্তরায় পায়। লোকে লোকে উনিশ বিশ তফা করতার হইত না। কিন্তু ছাত্রীর আগমে সরকারী কর্মচারীরা বর্তমানে হিসাবে সমাজের নিম্নে বিশিষ্টভাবে সমাজ পাইবার ভোগা বিশেষিত হয়। মুক্তরাষ্ট্রে সমাপত্তিক অন্তরায় সরকারী কর্মচারী হইতে অধিবাসীর বেশী পুরাযোগ্য বলে ঠেকন হইয়াছে। এমন কি ছাত্রীর সরকারী বিভাগে পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ পোষায় যে ও বরঞ্চ যে ও ভোগি-সমাজের সকল সমাজ-কেন্দ্রেরসম্বিলিত অবস্থা অপেক্ষা বেশী এড়িয়াই ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু অবশ্য কথা এই যে, ভোগি-কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ অবস্থাবহও আজকালকার উচ্চতম সরকারী কর্মচারী বা রাজপুরুষ অপেক্ষা সমাজের আন্তরিক ভক্তি বেশী পাইত। ভোগির কর্মচারীরা ছিল "সমাজের" নিজস্বতার, সমাজের "আপন" লোক। আর ছাত্রীর কর্মচারীরা সমাজের বাহিরের, সমাজের উপরের পারাপারের বিশেষ। (ক্রমশঃ)

ত্যাগে

(গল্প)

বর্ধমান যাত্রীর ভোগা বর্ধমান ! আমি যখন ছেলে এত, অতি ক্ষুদ্র—দৃষ্টিহারা হইয়াও বিশাল পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের প্রাণে বিশ্বের বিচিত্র মহিমা আমি লভ, আমার জন্ম হল, মনের মত আমি—আমার স্বার্থ, আমার সুখ পরিপূরণ করা আমার একার পক্ষে অসাধ্য। বলের সাহায্য, মনের শক্তি আমার সুখে নিরোজিত না হইলে আমি যে শক্তিহীন হেয় দৃষ্টি সে দৃষ্টি। মনের মতই আমি চলী—দশের মূলমন্ত্রে আমার মনে শক্তিশালী। বাহির সমষ্টির অনুসরণে একতোভাবে অন্তর মিলিয়া দইয়াই এই [illegible] শ্রীবৃদ্ধির সমাধান। অসম্ভব তার বর্ধমান ; আমি পুষ্ট বিশ্বের নীতিতে ;—শক্তি আমার আলাদা-প্রকাশে ; উন্মাদনা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বড় কাজের বড় মূলের বড় কথা, স্বার্থহীন আপনার একমাত্র বাহ্যোপায়ার স্বার্থ—সমাজের অতি ছোট সুবাদাদ—অসহায়-দুর্বিষহের সাহায্যের মূলেও এই বর্ধমান—অর্জন করিতে হইলেই চাই সংসার বন্ধন। আমি তা ; আমার 'আমি' বলিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বলিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়—'আমি' ; কিন্তু আপনার ভোগ আমার উপর আরও ভোগ আমা স্বার্থ আমের ভোগে—অন্ত মন আর বলিতে চায় না—'বিশে'—তার পরিবর্তে এই 'আমি' ; মূলে যাই আসুক, কিন্তু করিতে যদাপি দিবে না ; অসহ যাতনার পূর্ণ অতল, হতাশার —যে পাশের প্রাচুর্য্যের অমর নরক, আত্মহারি, হতাশ্বাসের ভোগে চির বিলয় !

আত্মরক্ষা করিতে হইলে—বিশেষতঃ সমাজে—পর ভোগ করিলেও বর্ধমান নীতির হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। এক বর্ধমানেই জীবন—না হয় মরণ,—অন্য পথ নাই। এই মূলের এক ধাক্কা দিয়া সকলাইকেই সরাইবে ; পরিপূরণের জন্য টানের সাথে, আমার ইহার দৃষ্টান্ত, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—আমেরের মধ্যে আমি ইহার মূলভোগী—'আমি আমি তার আমি' মূল। আমের এই সংসার নীতিতে আজ আমরা বন্ধ স্থির—সমাজপতী শ্রেণের ভোগী।

আমার, আমার সমাজ, আমার জাতি—আমার সৌকিক মনের মধ্যে মূল নীতি বুঝিয়া দিয়া ছোট আমার প্রাণপণায় ! অন্তঃসারশূন্য হইব না ভেদ আমি, মনের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া স্বার্থ মনন ! বর্ধমান যাত্রীর বর্ধমান—ভোগ আমার যাত্রীর ? অসাধ্য (!) অন্যের ? অন্য মানুষের করিবে কে ? সে শক্তি একার আমার কোথা ? একা যে আমি মরণা—কুদ্রতম হইতেও যে অনুবাচীর ক্ষুদ্র—আমার আমার শক্তি !

অধিক ভোগে—উচ্ছৃঙ্খলতা আসে মনে—অন্যায়ে অন্ত আপনাতে শক্তির অন্তরা। অন্যায়—পরিণাম তার চিরমরণি !

আশিতাহিল যে পরকে সাহায্য করিবে এই অহিমায়—শক্তি স্থিরে বলিয়া—স্বার্থের আশ্রয়ে শক্তি হারানোর—পরিমাণের অন্ত আশ্রয়ে অন্যায়ের ধারণা—সেই মুক্তির সন্ধীকে কেন দৃষ্টির করিয়া জমাইয়াছিল ও প্রশ্নায় অন্তরে ছিল না তার বর্ধমান—অন্তর তার বর্ধমানীর অর্জন—তাই না এই হাহাকার !

আত্মত্যাগ আত্মপ্রতিষ্ঠা—মনের নীতির মূল সূত্র—বিশ্বের প্রকাশের মন্ত্র—জীবন যাহাতে ভরে ভরা আশ্রয় হয়—এমন চাই সেই অনুভূতি—সেই শিক্ষা আমি আমার, আমি মনের, আমার যাহাতে আমার স্বার্থ-আমি মনের স্বার্থ লক্ষ্য করিতে আত্মস্বার্থ বর্ধমানে প্রস্তুত এমার, এ ধারণা আর প্রকাশের শক্তি আশ্রয় না হইলে লক্ষ্য হইবে মিছে ?

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—যে জাতি যে দেশে আছে যাহারা আসিয়া বিশ্বেশ্বরের পদপ্রান্তে,—মানবের দর্শন কর কি ব্যবস্থিতন নীতিতে মহাকাল মুহূর্ত্ত সাধন-সরোবর করিতেছেন—এ বিশ্বাস মনের ; আর বিশ্বাসীর তাঁর সৃষ্টি,—এ অর্জন—শক্তির আমার তাই আমার !

[পরিচারিকা]

পশ্চিম ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভাবতন মুখোপাধ্যায়]

কল্যাণ ও মহীসুর

বিশ্রামের জন্য কল্যাণে আমরা মাত্র একটি দিনই উপস্থিত হইলাম। এইটি অঞ্চলের মিলন-প্রধান স্থান বলিয়া আমরা একটী বাসা। এই প্রদেশ কুদ্র কুদ্র আরও দুইটী বাসা ইহার নিকটে আছে। এই স্থানকে বিজাপুর বলে। ইহারই ঐতিহাসিক উপর মহারাজ সকলের রাজধানী ছিল। স্থান ও প্রাচীন এখনও বর্ত্তমান। তবে যে কুদ্র অট্টালিকা আছে, তাহা বোধ হয় আধুনিক। প্রাচীনটী খুব বড় নয়। সেই সময়ের এক বিদ্যা জমি হইবে কি না সন্দেহ। আমরা এই প্রাচীনে প্রবেশ করিলাম। এই প্রাচীনেই মারি রাজারা নিজ-সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজধানী এবং রাজার উপযুক্ত স্থানই এই। বিজাপুর নামা বর্ণের প্রস্তর খণ্ডের উপর বিদ্যা বড়ার সুন্দর প্রস্তর-কলক সেখে করিয়া রাখিতেছে। রাজাদের প্রাসাদের একটী মসজিদ। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি দুর দেখা গেল। এই শিব মহারাজ রাজের স্থাপিত। ইহার লোক মসজিদের ভিতর যাইয়া কুল বিল্বপত্র ও পুষ্পাদিতে শিবের অর্চ্চনা করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই প্রাচীনের নিকটেই একটী ছোট মেজীর ঘর ঘাসের উপর নির্ম্মিত। এই মেজীর অর্থাৎ পরিধির উচ্চ এগার হাত। দশ ফীট, পাঁচ ফুট প্রস্থও হইবে। এই স্থানের নাম সহীসুক। কথিত আছে, সতী বীর পত্নি শিবের নিন্দা শ্রবণ করিয়া এই স্থানে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্থান-মর্যাদার এই কথা সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তাহার যা সত্য, তাহা চিরস্থায়ী ও অনাদর। সতীর দেহত্যাগ স্থান যদি কল্পিত হইত, তবে তাহার নাম আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইত না। আজও নিজেকে সতীর আদর্শে গড়িয়া তুলিতে ভারতের এক সম্প্রদায়ের তাঁহাকে সতীর স্থান হইবার জন্যই আশীর্ব্বাদ করে। সহীসুক হিন্দুর্থে আমরা পদ্মাসন ও সাধনা করিয়াছিলাম। আমরা এই আশ্রমটির অর্থ বুঝিতে পারি বা বটে, কিন্তু যদি আমরা মহিলাসমাজে নীরব আত্ম-বলিদান, সহজ ইন্দ্রিয়ের বর্জ্জনের উদ্দীপনার বিষয় চিন্তা করি, তখন সতীর স্বামী নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ সমস্ত আমার সমস্যাকুলের উপর স্বামীভক্তির উদ্দীপনার বিষয় চিন্তা করি, তখন আমরা আমাদের আত্ম-বলিদানের নিকট ঐতিহাসিকের সাহায্যে তাঁহার মহিমায় প্রত্যেকেই সাহায্য হইয়াছে বিবেচনা করি এবং সেবাসমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণে সাধন-গ্রহণ-নিপাত্র মনে মুসলমান ইতিহাসে চিন্তা করি, তখন আমরা বুঝিতে পারি আত্ম-বলিদান কি। কর্ম্মযোগের নিত্য আত্ম-বলিদান। অতি সাধারণ আমার আত্ম-বলিদানের অর্থ "স্বার্থত্যাগ।" স্বার্থত্যাগ না করিলে কার্য্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

এই মেজীর অভ্যন্তরে একস্থলে দীর্ঘ, একস্থলে পরিধির সমান একটী কূপ রহিয়াছে। লোকে এই কূপের পূজা ও সম্মানার্থ নিক্ষেপ করিতেছে এবং ইহা হইতে জল লইয়া মস্তকে স্পর্শ করিতেছে। মন্দের মাহাত্ম্যের এখন আর কিছুই নাই। এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই মন যেন এক অপূর্ব্বপূর্ব্ব বিষাদভাবে আচ্ছন্ন হইল।

সাধুদের আড্ডা

এখান হইতে পদ্মার তীরে এই ছোট বাসাটীর নিকট আসিলাম। নিকটে সাধুদের কয়েকটী আড্ডা রহিয়াছে। আমরা দেখিবার জন্য এখানে আগমন করিলাম। এক একটী আড্ডায় পরাধিক করিয়া সন্ন্যাসী। এই সকল সাধু কুম্ভ-মেলার উপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছেন। প্রায় সকলেরই সম্মুখে এক একটী ধুনি জ্বলে আছে। সকলেই সর্ব্ব অঙ্গে ভস্ম মাখিয়া বেহ বা পরিধান করেন, কেহ বা সন্ধ্যা-বন্দনাদিতে নিযুক্ত। আমরা এরূপ একটী আড্ডায় একজন মেজীর উপর দুধিষ্ঠিত সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহার শরীর ও উচ্চ দুধিশাল, মস্তকে দীর্ঘ

উঠিল। ইহার মেরুদণ্ড চারিদিক হইতে সমান ঠেকে। দুইজন সাধু দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই হাতের তালুর দ্বারা ইহাকে মর্দ্দন করিতেছে। ইহা কি পরিমিত আহার, তাহার জানা যায় নাই,—তবে দেহ ও উদরের আয়তন দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য ভোগৈকসর্ব্বস্ব কাহাকে কি বুঝিলাম না। এখানে বিষয়ে আরও একটী আশ্চর্য্য দেখিলাম। সকল আলায়ই বিষয় প্রায় একরূপ। ইহাদের অধিকাংশ অনুরাগই নাথা বা উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের। ইহার মধ্যে কাহাকেও প্রকৃত প্রস্তাবে অনুরাগের ন্যায় সৌন্দর্য্যের মুগ্ধীভূত অথচ এমন কাহাকেও দেখিলাম না, যাহাকে দেখিয়া প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়। বলিতে পারি না, হয় ত ইহার মধ্যে এমন কেহ থাকিতেও পারেন, কেন না সকলের হৃদয়ের ত আর আমাদের দেখা হয় নাই।

অনন্তর এখানকার উপর দিয়া যে তিনটী ধাক্কা গিয়াছে, আমরা তাহা পার হইয়া গুহায় যাইবার কল্পনা করিলাম। এই সকল বাধার জলের গভীরতা এক হাতের অধিক হইবে না। দুই একটী স্রোত পার হইয়া যাইতেছে দেখিলাম। আমি জলের মধ্যে একবার প্রস্তরে পদক্ষেপ করিতেই পা পড়িয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। জলের নীচের পাথরগুলি যে এত পিচ্ছিল, তাহা জানিতাম না। সঙ্গে যে ছিপটী একখানি ছড় ছিল, তাহাও ভিজিয়া গেল; পায়েও খুব আঘাত পাইলাম। যাহা হউক আমরা আর এখানে পার না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং এই ধারাটির তীরদেশ দিয়া যাইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া তীরদেশে একটী উদ্যান ও বাড়ী দেখা গেল। আমরা সেই দিয়া এই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ, তন্মধ্যে আম্রবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। এই গাছগুলি চার পাঁচ হস্ত পরিমিত উচ্চ ও ঝোপের ন্যায়। পাতাগুলি করবীর পিচুর পাতার ন্যায়। গাছগুলির অবয়ব ছায়াবহুল। বাগানের মালী চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আম্রবৃক্ষের গাছের মূলই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ছায়াবহুল ও মনোরম বলিয়া বোধ হইল। আমাদের দেশের বড় লোকেরা নিজ নিজ বৃক্ষ-বাটিকায় ছাই ভস্মের ধার না ধারিয়া যদি আম্র রোপণের গাছের মূল প্রস্তুত করেন, তবে তাঁহারা ইহাই, বাজারে ছায়া ও ফল যথাক্রমে উভয়ই ভোগ করিতে পারেন। কিয়দ্দূর দিয়ে কয়েকখানা ঘর দেখিলাম। তন্মধ্যে এই উদ্যানটী অনুরক্তদের কোন রাজার ধর্ম্মপ্রিয় উদ্যান-বাটিকা। অনন্তর আমরা এখান হইতে বাহির হইয়া পুনরায় তীরদেশ দিয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী মন্দির দেখা গেল। বিস্তর ভক্তবৃন্দ তথায় যাতায়াত করিতেছে। কিয়দ্দূর প্রবেশ করিয়া আরও দুইটী মন্দির দেখা গেল। একটী মন্দিরের মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর মূর্ত্তি, অপর দুইটী মন্দিরে শিব ও অন্যান্য দেব-দেবী। আমরা এখান হইতে তীরদেশ ছাড়িয়া জলমধ্যের নূতন রাস্তার দিকে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিলাম। একজন শিখ সোডাওয়ালা সন্ধ্যার একখানা বিজ্ঞাপন দিয়া গেল। বিজ্ঞাপনখানি ইংরাজীতে লিখিত। ইহাতে কোন্ স্থানে এবং কখন এ সম্বন্ধে সভা ও বক্তৃতা হইবে তাহাই লেখা ছিল। ইহাদের উদ্যোগ দেখিলে আমাদের ন্যায় যাবতীয় বাঙ্গালীর প্রাণও বেশ ধরণাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে।

ছুঁচের পাঙ্ক

তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দিয়া আসিতে একটী দোকানে এক ব্যক্তিকে ছুঁচের জড়া, টিনি ও আটা মিশ্রিত করিয়া এক অদ্ভুত পাঙ্ক প্রস্তুত করিতে দেখিলাম। ছুঁচগুলি ভাল করিয়া তাহার সহিত টিনি ও আটা মাখাইয়া প্রথমে সে একটী ছাঁচে পাকাইয়া তাহা হইতে ছোট ছোট পাঙ্ক প্রস্তুত করিয়া পুনরায় তাহার মধ্যে টিনি মাখাইয়া রাখিয়া দিতেছে। ছবিখানে সমাগত লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে পড়ুয়ার অঙ্ক পরিচারকের অভাব নাই। ছবিখানে ভূত দেখার সময়ে যে জলাটায়ার আবশ্যক হয়—তাহার এইরূপ নানা কারণ বর্ত্তমান। পুলিশ যাত্রীদলের অঙ্গ জলধারার দিকে ঝুঁকিয়া ঝুঁকি মারিতেছে, এদিকে কিন্তু সরকারের আয়ের ঝুঁকি নাই।

ঠিকে ভুল

(গল্প)

[শ্রীপ্রমথমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়]

যে অনেকদিনের কথা, প্রেসিডেন্সীতে পড়ার সময় একটি একটি করিয়া সেদা বরিতে শিখিতেছিলাম। প্রোফি ঈশান স্কুলে এক আষাঢ়ে আমরকম পাইয়া বাহির হইতেই অমনি কেমন করিয়া উঠিল। বেলার লাকরোটীর এক কোণে দাঁড়াইয়া সিগারেটটী ধরাইয়াছি, এমন কালে আমার ঠিকানার স্পর্শ অনুভব করিয়া কিরিয়া দাঁড়াইলাম।

"কালিদা যেলে, কুল পালিয়ে কিসাকে খাকতে হবে!" যে অনেকক্ষণ আর করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার বৈশিষ্ট আলাপ না থাকিলেও মুখ চেনা ছিল বোধ হইল। ছোটখাটো পরা আমরকম কাটকাটী চেহারা, বেলার মুখমণ্ডী কেমন বিকৃত হইলেন করিয়া আমায় করিয়া লইলাম।

চোখাচোখি হইতেই ভাবটাকে আর একবার সাজাইয়া নিয়া বলিলেন—"বলা বাহুল্য, আমার চোখ ভুলে চাকরা নয়!" এই বলিয়া তিনি বাঁ করিয়া আমার পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিলেন। নিমেষ মধ্যে সিগারেটের বাক্স তাঁহার মুঠ পকেট অনুভব হইয়া গেল দেখিয়া নিমেষমধ্যের মধ্যে তিনি যে পরেকটা মাচাইয়া: বন্ধ করিয়া দিয়েছেন হাত বলিলাম। নিরীহস্বরে বলিলাম—"আমে ফটিয়াখানি বন্ধ এই হাতেরটা নিন,—"

হায়! সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী নিজ প্রকাশের একটী চেষ্টা! আমাকে বাধা দিয়া উঠিল, হাতের সিগারেটটা পড়িয়া গেল,—কিন্তু তাহা হইল না—মাষ্টার মহাশয় সেই নিবিড় নিরাশে দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম, হাসিতে লাগিলাম।

পাশ্চাত্যে যখন আমার তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া নিয়া আমারও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। চলিতে চলিতে অনেকগুলি ছেলে আমাদিগকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, আমার ছেলে আমার হাত ধরিয়া যাইতে লাগিল। ছেলের পালনে উঠিয়া মাষ্টার মহাশয় হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে যে ঘরে লইয়া গেলেন, সেটা ফেলিয়াম, থার্ড ক্লাস। সেখানে একবার আমাদিগকে দাঁড়া দিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"তোর নাম ও অবিনাশ?"

অবিনাশ হাতের খাতা তখনও সম্পূর্ণ নামে নাই। বলিল—"আজ্ঞে, না মহাশয়।"

অমনোযোগ বালার একটা দাঁড়া মারিয়া বলিলেন—"আমার সুকোচ হচ্ছে, তোকির কলম ধরে হাতের!"

ছেলের ঘর ছেলের উপর উঠিলাম। তখন টিফিনের ছুটী, ছাত্রেরা অনেকেই ঘরে ছিল না, কেবল একজন কৌতূহলী বালক বাপার দেখিয়া বসিবার কাছে অগ্রসর হইয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় নিশ্চিন্তচিত্তে আমার সাহায্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে এক এক বার আশিস্ত শিরোপাও করিতেছিলেন।

একটি পরেই ক্লাস আরম্ভ হইল, ছাত্রেরা অনেকে আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু কোন উপদ্রব না করিয়া পড়িতে বসিল। আমি বলিলাম—"মাষ্টার মশাই, এইবার আমায় ছেড়ে দিন। ক্লাসে যেতে হবে।"

মাষ্টার মহাশয় মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"এমন তোমার শিক্ষা হয়নি, আমি ছেলে মাষ্টারের কাজ তোমার নামে রিপোর্ট করব।"

আমি বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিলাম—"শিক্ষা অনেক হয়েছে মাষ্টার মশাই, এইবার আমি যাব।" বলার সাথে সাথেই এক ভীষণ লম্ফ! মাষ্টার মহাশয় চেয়ার উল্টাইয়া প্রায় উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। আমি ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতাম, কিন্তু এরকম অদ্ভুত পলায় দেখিবার জন্য যেখানে ছাত্র সমবেত হইল। তখন মাষ্টার, বলিল কর্ণে কিছি বলা অনুচিত বলায় এবার আমি কর্ণটাই আগাইয়া দিতে হইল। আমিলাম ও কথার কর্ণপাত।

বেশীদূর যাইতে হইল না, বেঞ্চ মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়িতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল, তিনি আমাদের

পুরুষটীর অবাধ্য ভাব দেখে কথা কহিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি আরম্ভ হইল। ডাঃ—আমার দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন—"কি যে ?"

মাইর মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন—"এই ছেলেরা বিদেশেই থাকে।" আমার একটী কথা হঠাৎ মনে পড়িল, "বিদেশ মানুষটি।" আর চেষ্টা করিলাম।

ডাঃ প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝে বলিলেন—"হাঁ হাঁ, তুমি বিদেশেই যাও, কাজ আমরা ত দেখিনি। যা যা,—এখানে কাজ নেই।"

মেজমাইর মহাশয় একজন আমার সুখ্যাতি করিতেছিলেন, বলিলেন—"ওকে ত দেখেছি ওর মন ভাল আছে।"

মাইর মহাশয় বলিলেন—"আমরি বিদেশে থাকে ও অবিনয়ী, ও'কে এখানে পাঠান।"

ডাঃ—সন্দেহভাবে বলিলেন—"আচ্ছা ওকে আমার কিছু ইহাদের দ্বারা প্রকাশ পায় বলেই জানি।"

মাইর মহাশয় বলিলেন—"আপনি ভুল করছেন।"

ডাঃ—বলিলেন—"ভুলটা আপনারাই করা সম্ভব—ওকে বিদেশে পাঠাই কিসে। তা যাই হোক্ আজকের মিটিং ভেঙ্গে দিন, আর অন্যের এমন কাজ করে না।"

মেজ মাইর মহাশয় বলিলেন—"ও আপনি ওকে বিদেশে এনেছেন ? ছি, ছি !" মাইর মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন—"আপনি কিছু মনে করেন নি বোধ হয় ?" আমার অন্য কথা বলা হয় নাই, মাইরদের বলিয়া দিলাম, সাহেব ও করিয়া বলিলাম—"এমন কমিটিই বা কি করে বলি, ও আপনারা ছেলের বিদ্যেটা কেমন দিলে ভাল হয় তার একটা ব্যবস্থা হলে হয়। আর বিদ্যেটাওত পরকার করেন—তা না হয় ওঁরই হাতে ছাড়ুন।"

মাইর মহাশয় তুষ্টিভাবে বলিলেন—"তাই বড় হয়ে গেছে।—ডাঃ—ডাঃ—বলিলে বিদেশে অভিজ্ঞতা দিয়েই ছেলেটী বাড়ির করিয়া দিলেন। আমিও বিদায়ে আমি বাড়ির করিয়াছি। করিয়া তাঁহার পকেটে পুরিয়া দিলাম। —

পারিবারিক প্রবন্ধ ও হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী]

ফরীদী-প্রবাস পুরুষের মুখে শোনা যায় মহাপুরুষ পারিবারিক প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। অনেক বিষয় ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর হইলেও ইহা যে ত্রুটিশূন্য তাহা নহে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান ইহাতে এরূপ ভাবে করা আছে যে, সুধী ব্যক্তিরা কখনই তাহার পরম শ্রেয়ঃ হইতে পারেন না। তবে যাহারা বুদ্ধিহীন অন্ধ তর্ক করিবে, তাহাদের সঙ্গে পারিবার উপায় আমাদের নাই।

এই হিন্দু পরিবারের সম্পূর্ণ বিকলীয় পুস্তকখানি ইংরিজিতে অনুসরণী অবলম্বনে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। বাঙ্গালির কোন্ আর না কোন্ অনাবশ্যক আধুনিক প্রে কুমারীদের বিবাহে অনুপযোগী দোষে দোষী হইল, আমি পাইলে বিশেষ বাধিত হইতাম। অবশ্য এই দোষারো কার্য্যটী কোন বিদেশী বিদ্যালয়ের দ্বারায় হয় নাই, ও বিদ্যালয়ের বলা যায়। আমার অবশ্যই কোন উচ্চমনা বুদ্ধিমতী মহিলাবৃন্দ সহিত হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারীয়ক এই বিষয় উপলব্ধিতে হইবে, তাঁহার পরিচয় পাইবে। করুন। যাই হোক, তাঁহার কারণ প্রকাশ করা হয়।

প্রবন্ধে বিবাহ এই যে, পারিবারিক প্রবন্ধ কি কারণে স্ত্রীশিক্ষার অনুপযোগী প্রমাণিত হইল ?

১। পারিবারিক প্রবন্ধে বাল্য-বিবাহের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখনো প্রৌঢ়া বিবাহে (বাঙালীর মেয়ে যুবতী পর্যন্ত বুড়ি হয়, ইহা অবশ্য করিবেন অবশ্যই দরকার, প্রমাণ অবশ্য আছে) কার উপকার হয়? ইহা কি উহাদের সহায় অবোধ্য হইয়া ছে?

পারিবারিক প্রবন্ধে নারীর সতীত্বকে নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গ্রহণ করিয়া সতীত্বপ্রথার অশেষ জয়গান করিয়াছেন, এখনো নারীর সতীত্বের বাজার দর যাহাতে একেবারেই পড়িয়া গিয়াছে ও উহা পুরাতন ঢঙের কথা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া অতীতের জন্য করুণার উদ্রেক করিতেছে, সাহেব মেমরা পুরাতন সমাজ পড়া মানের আবার আদরণী করিতে বিলিতি ফেলে, সেই অবধি কি উহাকে 'বরণ্ডা' করা হইয়াছে?

৩। অবশ্য উচ্চ শ্রেণীর পুরুষদিগের স্ত্রী-পুরুষের সমান শিক্ষা ও বৈবাহিক সাম্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে, আজি কালিকার অধিকাংশ মেয়েরাই সমান হবেন, বিবাহ করিবেন, সমাজে বাহির হইবেন, পুরুষদিগের সঙ্গেই মেশা এ সকলের উপায়ের পরিবর্তে যদি পুরাতন ঢঙের মেয়ে সমাজে ফিরে সাহে কিন্তু করিয়া বসে, সেই অবধি কি হিন্দু-শিক্ষালয়ে অভিভাবকের মত পাইয়া অবশ্য পুরুষদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘণ্টী-দ্বারা করিতেছেন?

পারিবারিক প্রবন্ধের আমাদের কি ঠিক আমরা তাহা নহে বলিয়া হয়ত ইহার বিচারিত হওয়া অসম্ভব নহে। কতকগুলি চামচিকার মধ্যে একজন ভদ্রলোকের কথা বলিতে গেলে, তাহা যেরকম হাস্যকর হইবে, আমি কি? পারিবারিক প্রবন্ধের লেখক নিজেও এই পুস্তক পাঠ করিয়া, ইহার আগে সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইহার মধ্যে পদ্ধতি সকলেরই বোধগম্য" যাহা "সকলেরই বোধগম্য" তাহার যদি মেয়েদের বোধগম্য না হয়, তবে আর কোন্ লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহারা পুরুষের সহিত একে শিক্ষালয়ালয় কলেজে ঢুকিতেছেন? মেয়ে পুরুষের সমান অধিকারের দাবী কুক্ষিত হইতেছেন না?

হিন্দু-পরিবারের জীবনযাত্রার উপযোগী এই আদর্শ পুস্তককে হিন্দু মেয়েদের (ব্রাহ্মদের আমরা অ-হিন্দু মনে করি না, সতীত্ব, সাম্য, বৈবাহিকের পক্ষে উহাদের সঙ্গেও উপযোগী বলিয়া মনে করি, উহাদেরও যে অনেকে তাহা আছেন, ইহাও আমরা জানিতে পারি) শিক্ষার অনুপযুক্ত বলা সাহাই যদি এই সকল আধুনিক মেয়ে-ভুলানো বিদেশী বলিয়াই স্থির করা হইয়া থাকে, তবে সেইজন্য হইতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টার নামের সঙ্গে আর যে কোনও সঙ্গই যোজনা করা যেতে না কেন, "হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়" নাম ধারণ করিবার উহার কোনই অধিকার নাই। (অসমাপ্ত)

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব বিদ্যালয়ের যাহা করণীয় ছিল সমস্ত সুসম্পন্ন হইলেই আশু বলিতেন। উকিলের ব্যবসায়ে, উকিলের বক্তৃতায় হাইকোর্টের জিজ্ঞাসিত্বে পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, উকিলই শেষটা ছিলেন। জীবনে যেমন তাঁহারা বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন, তেমনি মৃত্যুর পরেও উকিলে একত্র সমবায়ী হইলেন। তবে উকিলের প্রাণে কতকটা পার্থক্য দেখা যায়। নাম আশুতোষ চৌধুরী দীর্ঘকাল হইতে অসুস্থ ছিলেন। তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য জলহাওয়ায় গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতে থাকে, এমন আশঙ্কা বন্ধু সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব না হইলেও খুবই কঠিন। কিন্তু নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমাদের কুদ্র বিশ্বাসের মহাসাগরের ন্যায় একেবারেই অতলস্পর্শী ও অক্ষিতলীয়

পাঠান; সকলকে বিনীত, ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়াছে। গত তিনের মাসে হাইকোর্টের অধিকাংশ হইতে অনেক প্রশ্ন করিয়া তিনি পুরুষের ওকালতী করিতেছিলেন। গত সাতদিনকাল ধরিয়া তিনি [illegible] রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। ডাক্তারেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তবে তিনি কাহারও কথা শুনিবার লোক ছিলেন না। বৃহস্পতিবারও তিনি পাইলার হাইকোর্টে উপস্থিত ছিলেন; তখনও প্রাতঃকালের অভ্যাসমত প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার দিন যে ফুরাইয়া আসিতেছে কেহ জানে নাই, জানিবারও কোন উপায় ছিল না। তাঁহার স্বাস্থ্য অন্যান্য দিনের মতই ছিল, কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় নাই। সহসা উদরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাকে যে আক্রমণে বলিষ্ঠ তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই—সেদিন পাইলা হইতে খবর পাঠান হইল—Sir Ashutosh was unable to attend Court owing to illness today. দিন যত বাড়িতে লাগিল, আক্রমণের প্রকোপ তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন কলিকাতা হইতে ডাক্তার যাইবার জন্য টেলিগ্রাম আসিল। ডাক্তার পরিবারে প্রাতে পাইলায় পৌঁছিলেন এবং রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রাত্রি বলিয়াছিলেন, আশঙ্কার সম্ভব নাই। সারা দিন যন্ত্রণা ভোগের পর সন্ধ্যা সাতটার সময় আশুবাবু ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার জন্য একটা পুরা হইতেই তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল।

রবিবার সন্ধ্যার ট্রেণে আশুবাবুর পত্নী পাইলা রওনা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহা পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে খবর দিয়া ট্রেণ হইতে নামাইয়া লওয়া হয়।

ইতিমধ্যে আশুবাবুর পরিজনবর্গ তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার সাধের কলিকাতায় [illegible] করিবার জন্য লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তদনুসারে কলিকাতায় সংবাদ দেওয়া হয়। তখন সোমবার সন্ধ্যা হইয়াছে, তখন সেই সংবাদের পাইলা হইতে সেখানে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। জনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষের শেষ বিদায়ের প্রতি তাহা দেখাইতে, পাইলার অধিবাসীরা সন্তাপশূন্য হয় নাই।

সোমবার সকালে কলিকাতায় সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সংবাদপত্র বুলিয়া সারা কলিকাতার [illegible] দেখিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, চেতন যেন লুপ্ত হইয়া যাইতে। অনেকেই নিজ নিজ স্নায়ুমণ্ডলীকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, অনেকেই সংবাদপত্রের ঘোষণাটী অসত্য বলিয়া মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাহার যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে—আশঙ্কার অতীত হইয়াছে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র—একদিনের জন্য তাহাকেও যে তাহারা নীরবে আত্মীয় বন্ধু হইতে দূরে রেখেছে, এ কথা কি কেহ কখনও কল্পনা করিয়াছিল? তাই যখন এই সংবাদের সত্যতা সুনিশ্চিত করিয়া বোঝা গিল, তখন কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

আশুবাবুর নিকট প্রতিনিধি পাঠাইবার পূর্ব্বেই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তখন হইতেই লোক সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। তখনও হাওড়ার পুল খোলা হয় নাই। প্রায় ঘণ্টার পর পুল খুলিয়া দেওয়া হয়—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লোকের ও গাড়ীর ভীড়ে বহু সময় লোক সমাগম হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ হাওড়াষ্টেশনের প্রাঙ্গণের তথা বাহিরের সমস্তই লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল এবং কলিকাতার সকল সম্প্রদায়ের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

বেলা দশটার সময় স্পেশাল হাওড়া পৌঁছিল। পূর্ব্ব হইতেই পুষ্পাদিতে সজ্জিত করিয়া একখানি থার্ড ক্লাসকে রাখা ছিল। সেখানার মধ্য তাঁহার দেহ কলিকাতা সংবাদদাতা স্বজন বন্ধুবান্ধবকে দেখাইবার নিমিত্ত খাটের উপর রাখা হয়। আশুবাবু যে সকলের কিরূপ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাহা তাঁহার পরাক্রমের দৃশ্য হইতে

...ভাষাকে রাজভাষা পদে অভিষিক্ত করা, কিরূপ আয়াস-সাধ্য হইয়াছিল। তাহা বর্ণোচ্চারণের ঠিক একটিমাত্র উচ্চারণ-বিধায় শ্রীযুক্তবাবু বঙ্গ ও হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ সেশাল উচ্চারণের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতে অধিক আয়াসসাধ্য বুঝিয়া পরে তাহা রহিত করেন।

তাহার পর হাজিরা ঘোষ ও তদন্তের ভার দিয়া পরবর্ত্তী সেসন হাউসে আসামী করেন। তখায় সেসনের জজ আসামীর পক্ষসমর্থন করিলেন। যে দিন তাঁহার বক্তব্যের দিন, সুধীর জিন তখন বলিয়া তিনি যে ইউনিভার্সিটির ডক্টর উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এজলাসে দাড়াইয়াছেন যে সেসন হাউস এমন তাঁহার জন্য গভীর দুঃখে মগ্নিত হইয়াছিল, সেখানে তিনি সকলের নিকট পরিচিত ও সেসন হাউসে আসামী সেসনের জজ হইয়া আসিবেন বলিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে দিন আজ ত্রিশবৎসরের পরই কথা, সে উজ্জ্বল দিন আজ সুদূর অতীতের কাহিনীর মূর্ত্তি; সে জেল আজ ভগ্নাবশেষ, মুসলমানের, কবরে। এ দুঃখ সহ করিতে না পারিয়া উপরিস্থ কর্ম্মচারীরা অনেকেই অন্যত্র বদলি করিয়াছিলেন।

আসামী অনাবৃত্তে সেসন্সজজের সম্মুখে যাহা বলা আবশ্যক তাহার সকলে দিয়া উপস্থিত হইলেন। আসামীকে সেসনের ঘর দেখিবার জন্য বোধ হয় অন্যান্য কুর্সি হইতে বক্তব্যটী সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সেসনের বসিবার স্থানে উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গান ছিল তাহার কোন চিহ্ন নাই হইল। অনেক দিন পূর্ব্বে ঐ ঘরে জজ একজন বক্তব্যের অনুরোধে সেই দণ্ড করিয়াছিলেন। "তিনি সেসনের অধিবেশনকাল। চিত্তের অতি-সংযোগ করা হইল। দেখিতে দেখিতে সেসনের জজ ত্রিশিয়া সর্ব্বসুদ্ধ আসামীকে সেই বিচারের গ্রাসে অধিকার। বাদি চাঁহার মতো গণ সেন হইয়া গেল।"

---

* এজলাসটী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আসামীর ত্রিশবর্ষি "অধিবেশন" বিচারের সেসন্স জজ।

আত্ম পত্র

খুলনা কায়স্থ-সম্মেলন।

বান্ধব—

শ্রীযুক্ত "প্রফুল্লকমল সেনগুপ্ত"

সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

মহাশয়!

বিগত ২৭শে এপ্রেল তারিখের "[illegible]বাবুর পরিবার" ও ২৯শে বৈশাখ তারিখের "আনন্দবাজার পরিবার" "খুলনায় কায়স্থ-সম্মিলন" শীর্ষক যে সংবাদ-দ্বারায় প্রকৃত প্রস্তাবে হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ, আপত্তিকর ও প্রকৃত ঘটনার অনুরূপ বিবেচনায় ঐ সম্মেলনে আমি আহ্বায়ক উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহার একটি বিবরণ সংবাদপত্র সংবাদের প্রকাশ করিলাম। আশা করি মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিবরণটী আপনার পত্রিকার সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন করিবেন।

এই সভা যে সম্মেলনকে "নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মিলন" রূপে ঘোষিত করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সভায় এত লোক আসুক, ইহাতে সমগ্র খুলনা-জেলার সংবাদপত্রে আশাও করা যাইতে পারে না। [illegible] প্রবেশ নথর, গ্রাম ও পল্লী [illegible] উপস্থিত হইবার জন্য কার্যকরী [illegible] ও সুযোগ অধিকাংশই হয় নাই, এবং খুলনার সংবাদ-সমাজ, [illegible]-সমাজপতি ও সেই সময়ের

বলপতি, সংঘপতি ও পরিচালকবর্গকে যথারীতি আমন্ত্রণ করা হয় নাই।

সভায় উপস্থিত অনুমোদের অধিকাংশই পুলনা জিলা ও তলিকাতা নিবাসী এবং কায়স্থ-সভা, কায়স্থ-সমাজ ও আর্যসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা কায়স্থের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ও উপবীত ধারণের বিরোধ-মীমাংসে এবার পুলনায় সমবেত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তই এখানে পণ্ডিত কুলপতি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অধিকাংশ বিষয়ই অধিকারে নিযন্ত্রিত হইয়াছিল।

সভায় মোট ১৮টী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, ৪টি সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। তন্মধ্যে পণ্ডিত বিশ্বপতি কাব্যতীর্থ মহাশয় একটীর সংশোধনে প্রস্তাব করেন এবং তাহা সেইরূপ সংশোধিতভাবেই পৃহীত হয়। অবশিষ্ট চারিটী প্রস্তাব অধিকাংশের মতানুসারে সংশোধন প্রস্তাবাদির পূর্বেই মূল প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাবে কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-সমাজ নামক দুইটী প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিত করিয়া নিখিলবঙ্গীয় কায়স্থগণের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি স্বরূপে পরিণত করা হয়। ইহাতে পণ্ডিত কুলপতি কাব্যতীর্থ মহাশয় বিশেষ সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন, সম্মিলিত অধিবেশনে কায়স্থগণের মুখপাত্র ও প্রতিনিধিস্বরূপ সভা আহ্বানের একটী যথা যথা সময় ও আবশ্যক। তদনুসারে এই অধিবেশন হইতে বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর সকল কায়স্থ-সমাজ ও সেই সেই সমাজের সমাজপতি, বলপতি, পরিচালক ও [redacted] বর্গের তালিকা সংগ্রহ পূর্বক তাহাদের ও বঙ্গের [redacted]-প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে ঐরূপ একটী প্রতিষ্ঠান সং[redacted] হউক।" কিন্তু অধিকাংশের মতে সংশোধন প্রস্তা[redacted] ও মূল প্রস্ত[redacted] পরিগৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে [redacted] বিবাহগণের অধিকার নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও নিম্ন কায়স্থ-সমাজগণ কর্তৃক উপনয়নাদি সংস্কার ও আচার প্রভৃতি না করায় ছয় প্রকার পৃথক্ ভাবে কয় সম্মেলনের মত সম্বন্ধে অনুমোদন করা হয়। পণ্ডিত বিশ্বপতি কাব্যতীর্থ এই প্রস্তাবের একটী সংশোধন [redacted] উপস্থিত করেন, তাহা এইরূপ

"কায়স্থগণের কুলিন মৌলিক প্রভৃতি সমাজ-বিভাগ আদৌ প্রতিপন্ন হয় নাই, কোন দেশের কোন কুলিন বা মৌলিক মূল শাস্ত্রগ্রন্থে কায়স্থের যথাধিকারিত্বের কোন প্রমাণই, প্রত্যুত শাস্ত্রগ্রন্থ নাই যে, কায়স্থের তিন প্রকারের আচার, সংস্কার ও বৃত্তির সহিত অধিকারের আচার সংস্কার ও বৃত্তির কোন সামঞ্জস্য নাই। অথচ কায়স্থের তিন শ্রেণীর আচার ও সংস্কার পবিত্র ও বিশুদ্ধ বলিয়া চিরদিন সমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে, এ অবস্থায় শাস্ত্রানুযোদিত সেই তিনপ্রকারের আচার ও সংস্কার যাহাতে সর্বাবস্থায় রক্ষিত হয় এবং অন্যথায় বিনাশিত হয়, তজ্জন্য এই সভা পরিকল্প অনুরোধ করিতেছেন।"

"বর্তমান সময়ে সমাজের অধিকার ও উপবীত ধারণের অনুকূল ও প্রতিকূল নানাবিধ মতামতের প্রচার ও শাস্ত্র-প্রমাণসহ সেই সেই মত মতান্তরের ঘোর সংঘর্ষ সকলই অবগত আছেন এবং সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি ও পণ্ডিতের পাতি মতের সমর্থন করিতেছেন, ইহাতে অনেক কায়স্থ-সমাজ ও সামাজিক কায়স্থবর্গ বিভ্রান্ত, বিপথগত ও দিগ্‌ভ্রান্তবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছেন, মূল বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে সংস্কার আচার ও ব্যবহারের অনাবশ্যকতানিত বিবাদ-বিসম্বাদ, দলাদলি ও মনোমালিন্য প্রভৃতি অনিষ্টের সৃষ্টি হইতেছে, -এই অবস্থায় বহুল অনিষ্ট নিবারণকল্পে এই সভা স্থির করিতেছেন যে, উক্ত সকল প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তি ও সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধি ও তাঁহাদের পক্ষসমর্থক পণ্ডিতগণকে একত্র সম্মিলিত করিয়া সকল পক্ষের অকাট্য নিরপেক্ষ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ-পদ্ধতির যথাযথরূপ যথোচিত বিচারমীমাংসা দ্বারা একত্র হয় ও যথার্থ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হউক এবং তাহা নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত এতদ্‌সম্বন্ধীয় সমস্ত বিতণ্ডার ও বাদ বৃদ্ধির বন্ধ থাকা হউক। সুখের বিষয় এই সংশোধন-প্রস্তাব দুইটী সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাবে বিদ্যালয়ের কর ও ছাত্রের বৃত্তির জন্য চাঁদিলোর ও তন্মধ্যে নিম্ন কায়স্থ-সমাজের নিম্নস্থ বালক বালিকা সুকলের উন্নতির জন্য অন্য সমাজের যেরূপ সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যলাভের জন্য অনুরোধের

হইয়া অন্যান্য জাতির সহযোগিতায় সাধনের ও মূল্য নির্ণয়ের ভার গ্রহণার্থে অনুরোধ করা হয়। এই প্রস্তাবিত সভা হইতে পণ্ডিত ঈশানি কবিরাজ কেন্দ্রে 'অখিল ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব' এই নামটী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। উক্ত নামটী তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী পরিবর্জিত হয় এবং সেই সংস্থাটি প্রত্নতত্ত্ব-সংস্কৃতির পরিপূরক হয়।

উক্ত কার্যকরী সভার প্রথম দিনে চট্টগ্রামের ভাষাতত্ত্বের বিষয়ে ও প্রত্নতত্ত্বানুসারে ভাষাতত্ত্বের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত প্রকাশ করিতে তাঁহাকে সভার সভাপতি ও নবম প্রস্তাবের প্রস্তাবক এবং সংস্থার পরিচালক নির্বাচিত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহা পরিপূরীত না হইয়া উক্ত মূল প্রস্তাবের অধিকাংশের সমর্থনে পরিপূরীত হয়।

অবশিষ্ট চারিটী প্রস্তাব ভাষাতত্ত্বের আর্থিক অবস্থার চিন্তিনাথন, বিষয়ে পর্যালোচনা বিষয়ক, ভাষাতত্ত্ব-বাদবাদিনী-সংঘের সাধারণ ও বলাধিক্যাদি বিষয়ক ব্যবস্থা ও উপায়-প্রকাশ, ভবিষ্যতে রাইফোটের ন্যায় ভাষাতত্ত্বের সুদক্ষ-নির্ণায়কের কবিরাজ সম্বন্ধোপলব্ধিকরণ পরিপূরীত হয়, এবং তাঁহারই সভাপতিত্ব ও তাঁহাদের সহযোগিতাগণ উহা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন।

সভায় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলের সংখ্যা ২৫০ হইতে ৩০০ পর্যন্ত হইবে, তন্মধ্যে ভাষাতত্ত্বাতীত অন্য-জাতীয় দর্শকের সংখ্যা ৫০।৬০ জন ছিলেন। বাঙ্গের ও উপরন্তাতীয় ভাষাতত্ত্বপ্রেমীর মধ্যে একমাত্র মাননীয় সভাপতি মহোদয় ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখা যায় নাই। অন্য-ভাষাতত্ত্বের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। বঙ্গের অধিকাংশ জেলা হইতে প্রতিনিধি-স্থানীয় কোন ব্যক্তিকেই দেখা যায় নাই।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায় চৌধুরী
চাটন শ্রীপুর, (খুলনা)।

অসীম

(শ্রীসুধাংশু চট্টোপাধ্যায়)

অসীম—অসীম ওই নিরাট অম্বর,
নিরাকার নিলয়ে ওই অম্বর নীলিমা,
অসীম মেদিনী- মাঝি নিত্য নিরন্তর,
নিয়ে তার সীমাহারা সৌন্দর্য্য মহীমা !

এইখানে কুল—তত দূর ধরি,
আকাশ মিলিয়া আছে ধরণীর সনে ;
যত দূর দূর আশা বিস্তারি
মেদিনী বিছান দূর আসমান সনে !

কে বুঝিবে তাহাদের দূর আলাপন,
পীড়িপূর্ণ নিয়মের অন্তরাকাশ ,
নিরাকার নীরব ভাষা [illegible] উন্মোচন
অন্তর প্রাণের মূল [illegible] উচ্ছ্বাস।

অসীম কুলের আমি ধরণীর ভাষা,
অসীম সে ধরণীর দূর ভালোবাসা।

সাপ্তাহিক সংবাদ

শ্রীযুক্ত বাবুর বিবাহ মহোৎসব—বিবাহের "ইংলিশম্যান" পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর বাবু মুখুর্জ্জ শীঘ্রই প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কন্ভোকেশন—শীঘ্রই লিভারপুলে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এক কন্ভোকেশন হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিম্নলিখিত সাত জনকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। মিঃ এ, সে, কমরুদ্দিন, এম, এ আফ্‌গান যুবাজী, এম বীরেশ্বর সরকার, অনারেবল ডেবিড্‌ সেসুন আর্‌ মিঃ।

নূতন ডি, এল্‌:- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালকে এ বৎসর ডি, এল উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পাল পরীক্ষায় যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত বর্ত্তমান বৎসরে এই উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পাল দিন দিন উন্নতি লাভ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বৈজনাথপীঠ—আলোচ্য বিষয়—বৈজনাথপীঠ কালেজসম্বন্ধে যে প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ লেখককে ১০০৲ শত টাকা বলদ ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন বৈজনাথ পীঠের একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবেন। তজ্জন্য বলদার যে ইট বৈজনাথপীঠের অবাক্ মহাশয়ের নিকট ১০আনা টিকিটের আবেদন করিলে প্রবন্ধাদি বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

সংকর্ম্ম।—কলিকাতার সোণারপুরা মহল্লা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় গত ৮ই পৌষ বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিব প্রতিষ্ঠা ও গোপাল মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই বালকাতি গোপাল মূর্ত্তিটী শিল্পকারের চাতুর্য্যে এরূপ সুন্দর হইয়াছে যে যাহাকে দেখিলেই কোলে করিতে ইচ্ছা হয়। দিন দিবস যত লোক বাড়িতে লাগিল উৎসব প্রায় এক হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতার হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী সকলেই গমন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যবহারের বার্ষিক উৎসব—এই পরম যশীয়হাট অনুকূল মুখুর্জ্জ মহাশয়ের সন্তানগণ সন্তান একাদশ বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান গত ১৮ই বৈশাখে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা খোড়ার ঘাটের পরিব্রাজকাচার্য্য নিগুণ স্বামী শ্রীযুক্তি প্রবীণবর্ষীয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনগর প্রচারক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মসমাজ উপস্থিত হইয়া "সমাজসংস্কার" সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দানে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারেও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, পরিবেশন প্রভৃতি কার্য্য এবারকার উৎসবের জন্য পুষ্ট করিয়াছিলেন। পরিবার হেতু ভাণ্ডার বিভাগের লাভের বিতরণালয়ের মোট ৩৯৫৲ টাকা পুরস্কার স্বরূপ ভাণ্ডার হইতে ছাত্রদিগকে একপত্র টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়া উৎসাহিত করা হয়—বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতেই এই আদর্শের পরিচিত প্রতিষ্ঠান দেখিতে কখন দেখিতে পাইব।

আমান।—কর্ণেলগঞ্জের অন্তর্গত আমনা গ্রাম হইবাসী বিদ্যালয়ের ছাত্র কলাপতি দাঁ এ বৎসর আমনা স্কুল হইতে মধ্যইংরাজী পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আই, সি, এস মহোদয় উক্ত ছাত্রকে একটী রৌপ্য পদক পারিতোষিক দিয়াছেন।

হিমালয় অভিযান—কলিকাতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কাপ্তেন এচ কিওর ওয়াট এবং আর্ল কতক হিমালয়ের আরোহণ উপত্যকায় ডেরায় নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। উহাদিগের নিকট হইতে শেষ এই সংবাদ পাওয়া গেল। আগামী মার্চ্চমাসে পুনরায় অবতরণ করিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে না। কাপ্তেন ওয়াট এবং আর্ল কতক আরোহি-

[illegible] হইতে কিনিয়া আনিয়া উহা-দিগকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে নানা রোগ নিবারণী এবং বিষেষক ঔষধ অভিজ্ঞ চিকিৎসা আরোগ্যের পেটিকা আনিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন, ঐ স্থানে সব এখন গ্রাম প্রায়ই দেখা যায় না, তবে ঐ স্থানে কেবল প্রকৃতির পত্র এবং অন্যান্য বহু পশু দেখিতে পাওয়া যায়।

বিমানপথে ডাক প্রেরণ—বৃটিশ বৈমানিক সমিতিসমূহ বিভিন্ন উড়োজাহাজ কোম্পানীগুলিকে লইয়া যাত্রী বহনের উপরও উড়োজাহাজে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লণ্ডন হইতে ম্যাঞ্চেস্টার ১০ ঘণ্টায়, লণ্ডন হইতে এডিনবরায় ১৪ ঘণ্টায় যাওয়া যাইবে। লণ্ডন হইতে ৯ দিনে ভারতে ও ১০ দিনে অষ্ট্রেলিয়ায় যাওয়া যাইবে। ঐ ডাকে চার পাউণ্ডের ওজনের চিঠি পাঠান যাইবে। উড়োজাহাজ বিমানঘাঁটি উড়িয়া, কাজেই সময়ের ভুল হইবে না। অবশ্য ডাকে বিশেষ কিছু আটকাইবে না।

আবহাওয়া আফিসের ধুয়া—ঢাকা বিমানঘাঁটি হইতে আকাশে উড়িয়া আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। আকাশে উঠিয়া বিমান পরীক্ষা করিয়া ও ঘণ্টাকাল বিমান পরিচালনা করিয়া ফিরিবেন।

আবহাওয়া ডাক প্রেরণ—আকাশ পোতাশ্রয়ে আবহাওয়া ডাক প্রেরণের আবশ্যক-সরঞ্জাম আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ডিঃ আবহাওয়া ডাকঘরে জানাইয়াছেন যে, যদি কাহারও কিছু পাঠাইবার থাকে, তাহা হইলে পাঠানী ১৫ই জুনের মধ্যে তাঁহাকে জানাইতে হইবে।

ডাক টিকিট-প্রদর্শনী, পরিদর্শন—আগামী ২৭শে মে বাঙ্গলা পরিষদে নবম ডাক্তার ইন্স ট্রেনিং ফোর্স কেন্দ্র কিশোরী সঙ্ঘে আয়োজন উপলক্ষে একটি ডাক টিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন করিবেন এবং পরে সপ্তাহে উক্ত টিকিট পরিষদে আবেদনার্থ উপস্থিত করা হইবে।

ঘড়ি রক্ষকের বিবাহ—গত ১২ই বৈশাখ তারিখে ঘড়িঘরের ঘড়ি রক্ষক শেখ ফাটিয়া শ্রীযুক্তী বিবিজান শেখ তনয়া কন্যা শ্রীমতী রহমতুন্নেসা ওরফে আমেনার সহিত শুভ পরিণয় কার্য সমাধা হইয়াছে। ঈশানের বিবাহ ইসলামাচারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষা-সপ্তাহ—গত সোমবার নারায়ণগঞ্জে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ওয়াজেদ মিয়া ও বাঙ্গলার সহকারী ইন্সপেক্টর মিঃ ওয়াইজ নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে যে স্থানে প্রথম প্রেরণ করেন হাজি—করিমের কন্যা হইয়াছে, তাঁহারা সেই বাসটি পরিদর্শন করেন। অবশ্যই তাহাদের কয়েকজন পথ যাত্র বাসীর লোক তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

রাজকুমারের নির্বাসন—ইটালির ডিপ্লোমেট কন্যা আদরের রাজকুমার যুবরাজ ফুয়ুদের পাঁচজনের প্রতি রাজ্য হইতে নির্বাসন-দণ্ড ঘোষণা হইয়াছে। রাজকুমারকে বলা হইয়াছে যে, যদি তাহাদের কোন বিটিশ ইটালিয়ান কর্মচারী তাঁহার পক্ষ হইতে বিদায় নেন, তাহা হইলে এই আদেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মার্কিনি সম্মান—গত সপ্তাহে মার্কিনি হেরল্ড আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় মার্কিনিদের সম্মান বলিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট

৬৮ বর্ষ

শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্যকল্পে । শিক্ষা-প্রচার-কল্পে বিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণে ।

দুঃখীর দুঃখিনী সম্পাদকের সহ বিনামূল্যে । সকল ভারতি সম্পাদক ও অফিস ব্যবস্থাপকের ।

প্রত্যেক বঙ্গ ভাষা ১৯ আনার পরে পাইবে । ইহা ফেরোদ্বিবিজিটীকে বিক্রয়ে অবস্থাপন ।

৫৭ বর্ষ] শুক্রবার, ২৩শে বৈশাখ—১৫ই আষাঢ়, ১৩৩১, ৮—২৭শে জুন, ১৯২৪ [৮—১১ সংখ্যা

আর্থিক বিপ্লবের বিকাশধারা

(পূর্বানুবৃত্তি)

(আর্থিক-সমাজতন্ত্রবিদ্ এডেলফ্ ব্রহ্মর ইংরেজী গ্রন্থের ভূমিকা অবলম্বনে)

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

—○:○—

(১)

যন্ত্রশিল্প, মেশিন-বিদ্যার প্রচারের ইতিহাসে যাহারা কর্ম-নায়ক ছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রায় একই সময়ে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ইহার কর্ম করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা সমাজের সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(২)

যন্ত্রশিল্প, মেশিন-বিদ্যার প্রচারের ইতিহাসে যাহারা কর্ম-নায়ক ছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রায় একই সময়ে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ইহার কর্ম করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা সমাজের সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(৩)

যন্ত্রশিল্প, মেশিন-বিদ্যার প্রচারের ইতিহাসে যাহারা কর্ম-নায়ক ছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রায় একই সময়ে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ইহার কর্ম করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা সমাজের সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

[illegible] "প্রোফেসরিয়াল" এই দুই শ্রেণীর [illegible]

[illegible]

[illegible] বাহ্যিকভাবে মনে হয় [illegible]

[illegible] ছবিতে যেমন [illegible] ছোট ছোট [illegible] ছবিতে [illegible] ছোট ছোট [illegible] ছবিতে [illegible] ছোট ছোট [illegible] ছবিতে

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

(৩) গ্রামের সকলেই জলনিকাশের পথ বা নালাগুলি পরিষ্কার এবং ব্যবহারযোগ্য করিয়া রাখে।

(৪) ছোট ছোট খাল, যাহা গ্রীষ্মকালে জলশূন্য হইয়া যায়, সেগুলি বর্ষাকালে জল আবদ্ধ করিয়া রাখে, এইগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(৫) পুকুরের সকলেই বড় বড় পুকুরে কই, মৌরলা, পুঁটি, চুনা প্রভৃতি মৎস্যশূন্য মাছের চাষ করা এবং পুরাতন প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ তুলিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার রাখা।

(৬) ছোট ছোট জেলেরা, যাহারা মাছধরা ব্যবসায়ী পরিবার নহে তাহাদিগকে ডাকিয়া উহাদের ব্যবসায়ী পরিবারের কথা।

(৭) পল্লীবাসীরা জালে বাঁধিয়াছিলে, বড় বড় মাছের ডোবাগুলি এবং আবাদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত ডোবা ব্যতীত অন্যান্য মাছের আবাদ যাহাতে বন্ধ হইয়া না যায়, তাহার চেষ্টা করা।

(৮) পুকুরের চারিপাশে আবাদ বন্ধ করা এবং বর্ষাকালে যে আবাদে বাড়তি পুকুর হয়, তখনি উহাদের মধ্যে পরিষ্কার আবদ্ধ জলে মাছ মাছে ডোবোলিয়া দেখা।

(৯) বড় বড় পুকুরিণীগুলির মধ্যে মধ্যে পাড়াবাসীর কাঁচা পায়ীর জলের ব্যবস্থা করা।

আমরা উপরিউক্ত উপায়গুলি গ্রহণ করিতে গ্রামের পল্লীবাসিদিগকে উপদেশ দিই। ইহার দ্বারা আমরা ডোবা জমাট কাঁচা ঘোরালো আঁধার করিয়াছিলে ভবি বাড়ান চলিবে, মাছের চাষ বাড়াইতে বর্তমান অবস্থারও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবে এবং উহাতে আমাদের একটা নূতন আয়ের পথ খোলা হইবে, আর ছোট ছোট জলজন্তু পরিষ্কার উদ্ভিদের 'কুচিয়োলা' জাতীয় বৃদ্ধি এবং মাছের অধিকতর অনেকটা হ্রাস হইবে। মাছের কোঁচে পল্লীবাসীদিগের আধার জল করিয়া রাখা বিবাহের আগে পরিষ্কারের অবস্থা, জাল হইবে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

কিরূপ উপায় হইতেছে, এইগুলি করিতে যে সকল বাধা ও অসুবিধা আসে, তাহা নিবারণের উপায় কি ও আমাদের পল্লীবাসিদিগকে ও করিয়া তুলিতে এবং শিক্ষিতেরা যাহাতে পল্লীর পক্ষি—সেই করিয়াও এবং অধীনস্থ ও পল্লীবাসী আপনাদিগের সকলেরই প্রেম করিয়া লইতেছে; অথচ উহাদের পরিত্রাণ বাস্তু না ছিটার জন্য করিয়া পল্লীবাসিদিগের পরিবার করিয়া লইয়া যাইবার করিবার অধিকার-বাই। ইহিবিধ পরিষি উদ্ভব কি সাধারণ করিতে পারেন আমরা প্রকাশ করিয়া পরে প্রকাশ।

'সাধারণ-পরিষি' গঠন খুব প্রয়োজনীয়, এবং আমাদের পল্লীবাসীদিগকে উহা করিতে উপদেশ দিই। উপজেলা পরিষি থাকা করিয়া 'ইউনিয়ন-মাদ্রাসিয়া-মিলাদী-সমবায় পরিষি' সমবায় দিয়ে তাঁহারা প্রয়োজন পল্লী-পরিষিগুলির সাহায্যে সাধারণ ও উপজেলা মাঝে উহাদের উপদিষ্ট সমবায় হইবেন। অনিবার্য, ১৯৪৯ সর্বকালীন ইহা উক্ত কেন্দ্রীয় পরিষির কার্যালয়।

সমবায়ের মূল্য সংখ্যা ও ছোট জলাধারের হার এবং প্রত্যেক ছোট মূল্যের হার হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক প্রতি ১২ মিলিট অন্তর একজন করিয়া অধিবাসী আমেরিকার

১	মিউনিসিপাল
৪	ওলাউঠায়
৫	আমাশয়ে
৪	জলবসন্তে
	পরিষ্কারে
	পরিষ্কারে
১০	ওলাউঠায়

মরিতেছে। এবং সমস্ত একজন করিয়া মরিতেছে, অর্থে মূল্য মূল্যে পরিণত হইতেছে।

দেশের এ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পল্লীর আমরা শিহরিয়া উঠি, সুতরাং আমাদের যে এবার প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

[ক্রমশ।]

০০৭৩৪৭

পশ্চিম-ভ্রমণ

(পুনরুল্লেখ)

[শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়]

স্বামীজীর সন্ন্যাসীদের স্বামী আত্মবোধ ও শিষ্য অক্ষয়চৈতন্য।

অক্ষয়চৈতন্য আমার সঙ্গে একই গাড়ীতে বসে ছিলেন। প্রথম-শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্টে তাঁরা দুটী মাত্র ছিলাম। এই ট্রেণটিতে উঠিবার স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের উঠিবার সময়ে যে বহুলোক ভিড় করিয়াছিল, আমরা ট্রেণখানা ছাড়িবার সময়ও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এখানকার অধিকাংশ লোকের মুখের ভিতরকার ভাব। ইহাদের অধিকাংশ উচ্চ। ইহাদের কেহ না কেহ অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, কেহ বা সমুদয় জীবনটা এখানে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয় ও আত্মার পূর্ণতা হইয়াছে। অন্যান্য আগন্তুকদিগের অপেক্ষা এই আগন্তুকটি বিদ্বান ও ভাবাপন্ন বলিয়া অনুমান হইতেছে। ইহার লম্বা-চৌড়া শরীরের গঠনপ্রণালীর মধ্যে একটা সুকুমার ভাব আছে। ইহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। ইহার মুখে প্রায় সর্ব্বদাই একটা সুন্দর হাসি লাগিয়া আছে। এই সকল সন্ন্যাসীদের বিশেষ কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক, সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহারা যেন কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী। তবে ইহাদের মধ্যে কাহারও যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে, এরূপ বলা যায় না। তবে ইহাদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখিয়া বুঝিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। অক্ষয়চৈতন্য আমার গুরুভাব-পূর্ণ প্রবেশ করিলেন। ইনিও শিষ্য-আচার্য্য গুরুতর পাঠ করিতেছিলেন। শ্রোতাগণ সকলেই স্থিরভাবে ইহা শ্রবণ করিতেছিলেন। শিষ্য-আচার্য্যের কেহ কেহ একটু উচ্চ এবং সুশিক্ষিত। প্রায়ই উচ্চশ্রেণীর বাবু। আমরা এই গ্রন্থের সার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তবে স্বামীজী শিষ্য-শ্রোতাদিগের অবস্থা এবং শক্তি দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে, এই গ্রন্থই সমস্ত শিষ্য জাতিকে একপ্রাণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বক্তৃতাকালে অক্ষয়চৈতন্য যখন একস্থানে একটির হইয়া যাইতেন, তখন আর কোথাও হয় না। সমাজসংস্কারের কথাই হউক, অথবা কোন বিষয় আলোচনা মীমাংসার কথাই হউক, সকলেই মিলিয়া ১০০ জন শ্রোতাকে একটির করিতে আমাদের কখনই পারে নাই। কিন্তু আজ একি দেখি,—ট্রেণ আমাদের ১০০ অপরিচিত লোক পরম হরিষের সহিত পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত। কেহই আসিতে কোনরূপ কলিকের কারণ দেখা যাই। সুবিধীর আর কোন দেশে-আর কোন ইতিহাসে এরূপ ঘটিয়াছে কিনা জানি না। ট্রেণ অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা সকলে এখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সুরীর বক্তৃতা

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া কতকগুলি লোক শিষ্য অক্ষয়চৈতন্যের বক্তৃতা শুনিবার জন্য বক্তৃতা দিতেছিলেন। সেখানে লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ দাঁড়াইয়া ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। আমরাও এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম। ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া উক্ত ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ আশ্রমী?" "গৃহীদিগকে উপদেশ দিবার তোমার কি অধিকার আছে?" "তুমি নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ মনে করিয়াছ?" "তোমার কথায় লোকে কি ব্রহ্মজ্ঞ অবলম্বন করিবে?" "তোমার নিজের ব্রহ্মজ্ঞান কি আছে যে তোমার কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে?" এইরূপ ভাবে তর্ক বাধিয়া গেল। এই নবাগত বৃদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানীর মুখমণ্ডলে যে জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাহা বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। মুখটী নিতান্ত অমায়িক। আমরা দেখিলাম ব্রহ্মজ্ঞানীর হারাই জিত। কারণ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান নাই, লোকে তাঁহার কথা কিছুতেই ধারণা করিবে না। এবং তর্কে প্রবৃত্ত হইবে, অথবা

শিক্ষা-সংক্রান্ত

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা

নবদ্বীপবঙ্গবিবুধ জননী সভা।

বিভিন্ন স্থানের ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিচালিত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নাম স্থানের নাম পরে অন্যান্যের নাম ও ঠিকানা প্রদত্ত হইল।

(অন্যান্য)

নবা ন্যায় ২য় শ্রে:।

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চন্দ্রিমোহন ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র, বর্দ্ধমান।

প্রাচীন ন্যায় ২য় শ্রে:।

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী—বনমালীকুমার চক্রবর্তী, নবদ্বীপ, নদীয়া।

(তৃতীয় বিভাগ)

নবদ্বীপ, নদীয়া, অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র।

(সাংখ্যপাতঞ্জল ২য় শ্রে:)

সুধাংশু কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টপল্লী, নদীয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় ইং, ভট্টপল্লী।

(২য় শ্রে:)

বিনোদ ভট্টাচার্য, [illegible] ইং, বর্দ্ধমান।

(বৈ পরীক্ষা:)

চূড়ীকান্ত ভট্টাচার্য, [illegible] চূড়ীকান্ত।

(তৃতীয় বিভাগ)

অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] পাঞ্চিপুর, নদীয়া।

(পূর্ণাঙ্গ ১৯ দিন)

ভবানীপুর, অধিকৃত পরিচয়, নবদ্বীপ। প্রথম পূজার পুরোহিতগণের নাম পরিচয় পরিচয়, দিন ৩টি, ৫৭টী।

(তৃতীয় প্রথম দিন)

ঘূর্ণায়মান চক্রবর্তী, মুখোপাধ্যায় বাগচীর্ণ, কলিকাতা, ৬৯৯৯।

(দ্বিতীয় দিন)

কবিরাজ মুখোপাধ্যায়, পরিচয়ের বিবরণ, ব্রহ্মচারী পরিচয়ের।

(তৃতীয় ১৯ দিন)

ভূবনেশ্বর ঘোষাল, অধিকারের পরিচয়ীর্ণ, নবদ্বীপ রাজধানী। বিবাহের পর্ব, প্রথম বিবাহোপলক্ষে, কলিকাতা। ব্রহ্মচারী মুখোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ ব্রাহ্মণ, কলিকাতা। প্রথমে দল, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ। ব্রহ্মচারী ঘোষাল, অধিকৃত পরিচয় ই।

(দ্বিতীয় বিভাগ)

ব্রহ্মচারী পর্ব, বিবাহের পরিচয়ীর্ণ, নবদ্বীপ।

(তৃতীয় বিভাগ)

ঘোষাইল দিন, ভবীন্দ্র ভবীর্ণ, নবদ্বীপ। যোগিনীমোহন চক্রবর্তী, বিবাহের পরিচয়ীর্ণ ই। ব্রাহ্মণের চক্রবর্তী, অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণীর্ণ ই। ব্রাহ্মণীমোহন ঘোষাল, বিবাহের পরিচয়ীর্ণ ই। উপেন্দ্র দিন, বিবাহ ভবীর্ণ ই। ব্রহ্মচারী ঘোষ, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ই। বিবাহ পর্ব, ব্রাহ্মণোপাধ্যায় ভবীর্ণ ই।

সম্পাদক - শ্রীঅধিকৃত ব্রাহ্মণীর পরিচয়।

১৮-৪-৭৬

কাশী আয়ুর্বেদ-সম্মিলনী পরিগৃহীত ১৩৩০ সনের পরীক্ষার ফল।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রি পরীক্ষা।

(ফলাফলের)

প্রথম বিভাগ।

১। বীরেন্দ্র পর্ব, ৺কাশী নীলকমল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, ৺ কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ বাচস্পতি।

২। ব্রহ্মচারী পর্ব, বৈদ্যনাথপুরী, ভবীন্দ্র ভবীর্ণ ই ব্রাহ্মণ, ৺ কোকনদি আয়ুর্বেদাচার্য।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। রামপ্রসাদ মিশ্র, ভবীন্দ্র আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, ৺ কোকনদি আয়ুর্বেদাচার্য।

২। ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য, ৺কাশী নীলকমল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, ৺ কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ বাচস্পতি।

৩। জ্যোতিপ্রসাদ পর্ব, ৺কাশী আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, ৺ কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ ব্রহ্মচারী পরীক্ষা।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রি পরীক্ষা

দ্বিতীয় বিভাগে।

১। ব্রহ্মচারী পর্ব, ভবীন্দ্র ৺ ৺ কোকনদি আয়ুর্বেদাচার্য।

[illegible] পর্ব—

[illegible] ব্রহ্মচারী।

(ফলাফলের)

প্রথম বিভাগে।

১। শ্রীমধুসূদন কাব্যতীর্থ, বাসিন্দা—আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, ৺ কবিরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ-কুমারাচার্য।

বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৺কাশী নীলকমল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, ৺ শ্রীবৈদ্যনাথ বা [illegible]

২। ব্রহ্মচারী ঘোষ, বাসিন্দা আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, ৺ উপেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ আয়ুর্বেদাচার্য।

মধ্যপরীক্ষা।

প্রথম বিভাগে।

১। ব্রহ্মচারী রাম প্রসাদ পাণ্ডেয়, ৺কাশী-স্থিত আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়। ৺ কবিরাজ শ্রীবিশ্বনাথ বৈদ্যরাজী। ব্রহ্মচারী চক্রবর্তী, ৺কাশী আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদাচার্য।

দ্বিতীয় বিভাগে।

১। ব্রহ্মচারী পর্ব, ৺কাশী প্রথম আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, ৺ কবিরাজ শ্রীবিশ্বনাথ বিদ্যাবাচস্পতি।

১। নরীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ঐ—৫।১
আসেন্স শ্যা— ঐ—৫।১

ঐ
আম পয়াক্ষা।
(ওপারাদের)
প্রথম বিভাগ।

১। শ্রীমতী অমোবমা দেবী, ৮কাশী আশ্রম মহিলা বিদ্যালয়।

২। শ্রীমতী নিশ্বনাবালা বসু ঐ।

। বিতীয় বিভাগ।

১। মুখবাস, ৮কাশী প্রাম্য অন্তর্জাতিবিদ্যালয়।

৩ কবিতার শ্রীবিনিবাস ঐ ঐ।

৩ ঐ ঐ ঐ

বলা :—এ যে দিবা প্রভাত। সমাজের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লোকাচার! কি বিপদ! আমি বিমর্ষ ভাবে এধারে পাশ ফেরাইতেছি। ইহা দেখিয়া আমার অভ্যন্ত ঘাবড়াইয়া—কারণ সখে এরকম সুখ দেখিতে পাই নাই।

গৃহিণী প্রীতোকেরা আমার দিকে চাহিয়া ঘরে পরিহাস করিতেছিলেন। আমি তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম যে, আমাদের উপহাসের পক্ষ হইয়াই আছি। সলিলীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"উহারা কি বলিতেছে?"

উত্তর পাইলাম,—"উহারা বলে যে, আপনি বড়লোক সুখলাভাপন্ন।"

"সুখলাভাপন্ন! ইহার মানে কি?"

"ইহার অর্থ এই যে, আপনাকে সুকুমের মত ভীরু ও লজ্জাশীল দেখায়।"

"সুকুমের মত লজ্জাশীল!" এবার চটিলাম। এরূপ উপহাসে ত কখন ভয় নাই। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার গৃহিণী যে বাঙ্গালি পত্নী তাহা সাহা বলেন,—ইহাকে আর কখনও দেখি নাই! অহো! আমি কেমন বোকা—এতক্ষণ অপরিচিতার সহিত হাসিয়া গলিয়া আলিঙ্গন দেওয়া একটু বিসদৃশ ও উহার অভিমানের কারণ হইয়াছে। আমার লজ্জায় চোখমুখ ও কর্ণ লোহিত বর্ণ হইল। উহারা হাস্য করিয়া চলিয়াছিলেন কি না, তিনি আমার মনোভাব অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"আপনার কি হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে?"

এবারে বল পাওয়ায় আমি সুস্থির হইলাম। উত্তরচ্ছলে অভিমান বলিলাম, "আমার বোধ একটু সর্দ্দি বোধ হইতেছে। আমার পর্যবেক্ষণীয় স্ত্রীলোক, আমাদের দিবা অবরোধে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।"

"আপনার ভয় নাই—এখানে আপনি কোন পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এ দেশের নাম 'আরীয়ান'। এখানে স্ত্রী পুরুষ নারীবেশ ধারণ করেন।"

'এস্পেরান্তো' শব্দটির ইংরাজি অর্থ 'আশা' বলা হইল। ইহার ফরাসি 'এস্পোয়ার' হয়।

ক্রমে সমাজের কৃত্রিমতা দেখিয়া আমি অভ্যস্থ হইলাম। বাস্তবিক সমাজ উহা সার্থকতা দূর অতিশয় বর্ণনীয় ছিল। তখনও অবশ্য মনে হইল যেন ইতিপূর্ব্বে আর কখন এরূপ পরিস্থিতি আঁকাই দেখি নাই। একটী ফ্রেঞ্চ-আমেরিকান মেয়ের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হইতেছিল। তখন কালে আমার বোধ হইতেছিল, যেন কোথায় সমুদ্রের উপর বেড়াইতেছি,—চারিদিকে দৃষ্টপাত করিয়া দেখি, পশ্চাতে ও দিবিধ পুষ্প আছে। আমি তখন সাহসে বলিয়া উঠিলাম, "আহা! কি সুন্দর!"

গৃহিণী সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ ঘর সম্বন্ধে কিছু বলিলেন?" (আমি উহাদের 'গৃহিণী' বলিয়াই বলিতেছি, এবং তিনিও আমায় 'স্বামী' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

"হাঁ, এখন দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুম-গৃহে শয়ন করিতে চাই না।

"সে জন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনার শয়নের এ ঘরটির কোন ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিলাস মে মাসের ফুল, ইহা রাত্রিশেষেই কোপন করা হয়।

ইহাদের পুষ্পসুকুমারী সাহসেরী সম্বন্ধে আমার সোহাগ জোগাইয়া কেন আমায় অভ্যর্থনা করিতেছিল। ইহাদের কেতকী-সৌরভ বিষ পরিপূরিত ছিল। সে লোকেরা আমার গাত্র ঘর্ষণ করিতেছিল। আমি মৃদু স্বরে চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে বলিলাম, "আমার মনে হয়, এগুলি মৃদু-ঘরের মত দেখায়! কেন ইহা আমার শীতাবাস। আপনাদের উদারতা-বৈপুল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"

"আপনার ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পাগারে পরিণত করিতে পারেন।"

"ইহাদিগকে অনেক শুশ্রূষা করিতে হয়, ইহারা কেবল উপরের উত্তরিবস্ত্রে। কিন্তু সময় মত আমি তখন সব করিব।"

"ইহা ছাড়া তাহার আর কি বলিতে পারেন? আপনার অভিনয় বাস্তবিক হয়।"

আমার বড় আশ্চর্য্যবোধ হইতেছিল, সে দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? যাহাদের বর্ণনা

করিয়াছে, কিন্তু পুরুষ বলিতে একটি বালক পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। এবং মেয়েটির উপর তাহার কোন আকর্ষণ নাই। সে তখন জিজ্ঞাসা করিল, "পুরুষরা কোথায় ?"

উত্তর পাইলাম, "সেখানে তাহাদের খাদ্য উদ্ভিদ জন্মে থাকে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।"

জিজ্ঞাসা, "তাহাদের 'উপযুক্ত স্থান' আমরা কোথায় আকাশে না পাতালে ? পুরুষরা বলিয়াছে, "ঘরে ফিরিব, আপনার কথা তাহাদের বুঝিতে পারিয়াছি না। তাহাদের 'উপযুক্ত স্থানের' অর্থ কি ?"

"ওহো ! আমার কি ভুল !—আপনি আমাদের বিষয় অবগত আছেন মনে করিয়া আমার ভুলই হইয়াছে। এ দেশে পুরুষজাতি স্বভাবতঃ অরণ্যে থাকে।"

"কি ! যেমন আমরা অরণ্যচারী বলি, সেইরূপ তাহারাও থাকেন না কি ?"

"হাঁ, ঠিক তদ্রূপই।"

"বাঃ ! কি আশ্চর্য ব্যাপার !" বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিলাম। ভগিনী নিবারণ করিলেন। আমি প্রশ্নে বড় আরাম পাইলাম :—পৃথিবীতে অরণ্য; এখন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অরণ্যচারী থাকে। ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল।

তিনি বলিলেন, "তাহা যেমন অরণ্য, সে নিয়ম অনুযায়ী অরণ্যচারী থাকে, আর পুরুষেরা বৃক্ষ বাটনের ভোগ করে। কি বলেন, ভগিনী, আপনি ইহা অরণ্য মনে করেন না ?"

আমি আরও অরণ্যচারিণী, আমি এ দেশকে অরণ্য মনে করিব কিরূপে ? প্রকাশ্যে বলিলাম,—"অরণ্য নিশ্চয়ই; তবেই হইল, তাহাদের সঙ্গে অরণ্যচারিণীর থাকা নিরাপদ নহে।"

"হাঁ, নিরাপদ নহে সত্য,—তবুও পুরুষজাতি থাকিতে চায়। তা কোন রকম ভয় ভোগ একটা প্রাণে আসিয়া পড়িলেও ত সে স্ত্রীজাতি নিরাপদ থাকে। কি বলেন ?"

"হাঁ ঠিক ; নিজে একটা ভয় না পড়া পর্যন্ত পাখী নিরাপদ, ইহাই শুনিয়াছি।"

"তবে কথা—একটি পাখী যদি বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, আর তাহারা আসে, সবাই—এমন কি তাহার বাসস্থ প্রতিটি মানুষ প্রকার উপযুক্ত উপাদান আহরণ করে, তবে তাহাদের সেখানে কি করিবে ?"

"তবে তাহারা পাখনগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাসস্থানে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।"

"বেশ ! বুঝিলাম মোমাছি বাসস্থানে আবদ্ধ রাখিয়া মেয়ের সময় সাধনকে বুঝি মেয়রাণী বোধ হয় আপনি ছাড়া সকল মনে করেন না ?"

"অবশ্যই না। শত্রু নিয়ে মেয়েকে বন্দী করিয়া পাখনকে মুক্তি দিবে কে ?"

"ঠিক কথাই; আপনাদের মেয়ে আমরা ইহাই দেখিতে পাই। পুরুষেরা—যাহারা বাসা প্রকার ক্ষুধার্থী করে, বা অন্যান্য করিয়া সঞ্চয়, তাহারা নিয়া আহরিত ভোগ করে, আর নিয়ীর ভোগদাতী অবস্থান করিয়া থাকে; অধিকিত অবাধিতটি পুরুষেরা নিয়া পুনরায় বাসিবার উপযুক্ত হয়ে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন ?"

"আমরা, ভগিনী মারা ! সাময়িক বিশ্রামকালে উপর আমাদের ভোর হয়ে যাই। তাহাতে পুরুষজাতি শ্রেষ্ঠ,—তাহার সমুদয় পুষ্প পুষ্পিত ও প্রস্তুত আপনাদের জন্য হইয়া রহিয়া গেলিয়াছে, আর সকল অবস্থায় অরণ্যচারিণী শিশুরা আবদ্ধ থাকিয়াছে। উদ্ভিদে বিশ্রামের পুরুষেই আমাদের ডাক কাটিয়া দেওয়া হয়—অন্যান্য সাময়িক বীতিনীতির কথা পরে, এখন পুষ্প পাত্র সব ভরাইয়া যাবে।"

"তাই ত ! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়,—'তোর কায়, বন্দী হয়েছে ?' কিন্তু বলি, আপনারা এসব বিপদ এড়ান কেমন ?"

"এর পরিচয় করি কি ? তোর যা ভুলুক আর; যাহার ভুল বেশী, সেই তাহার উচিত ইহা অভিধান।"

"বেশ, সাময়িক আর বেশী হইলেই বেশের অনুভব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। নিজ কি এমন বিশেষ ভাববাদেশক শ্রেষ্ঠ নহে ? তাই বলিয়া কি বেশী মানব-

"তাহির উপর নেহাই করিবে। আমাদের এই [illegible] ছাড়া [illegible] নাই। ইংরাজেরা আমাদের উপর [illegible] ছাড়িয়া [illegible] আমাদের সহিত [illegible] করিতে [illegible]"

"[illegible] তাহারা [illegible] আমাদের সহিত [illegible] তবে [illegible]"

"[illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] উপকার [illegible] [illegible] করিতে [illegible]"

"[illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible]

মহারাণী রোগে আক্রান্ত হন না।—আর ঔষধের ব্যবস্থা ... ...

সাপ্তাহিক সংবাদ

[illegible] বিষয়ে [illegible] পরীক্ষায় [illegible] ছাত্রীর [illegible] বিষয়ে [illegible] বিষয়ে [illegible] ছাত্রীর [illegible] পরীক্ষায় [illegible] ছাত্রীর

সম্প্রতি ডাক্তার নরেন্দ্র চন্দ্রকে এক প্রতিভোজ দিলে, তাহাতে ৩৫ জন সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু, মুন্সিফ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ব্যবহারাজীব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বেথুন স্কুল।—আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এবার বেথুন স্কুলে ৭৩ জন ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছিল। তন্মধ্যে যে সময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হয়, সে সময়ে ৬৭ জন ছাত্রী উপস্থিত ছিল। এবারে অবশিষ্ট ৬ জন ছাত্রী ভালরকমই স্কুলে যাওয়া আসা করিত বলিয়া বোধ হয়। এই ৬ জন ছাত্রীর মধ্যে কেহ কেহ পীড়িতা হইয়াছিল, কাহারও কাহারও পীড়া গুরুতর হইয়াছিল। এই ছিদ্রান্বেষী জগতে কে কোন্ উপায়ে ধরিবে, তাহা কেহ জানিতে পারে না। তবে ধরিবার মধ্যে যাহা হউক, উহার ফল বিষময় হইয়াছে। সম্পূর্ণ নিরপরাধ লোকের প্রাণ বিনাশে, কেহ কেহ প্রাণে দুঃখিত হইয়াছে। বিনিময়ে ৬ জন ছাত্রী হইয়াছে, তাহাতে সরকারি কেহই আক্ষেপ বিবেচনা করেন নাই। তাঁহারা ছাত্রীর ঢালকদিগের উপর ক্রোধ করিয়া আবিষ্কার ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখ নাই। সুখের বিষয় এই যে সকলে ৬জনটি বিষয় বলিয়া বুঝিয়াছে, সুতরাং আর কোন গোলযোগ নাই।

পৌষোৎসব অধিবেশন—এবার পৌষোৎসবের উৎসব পূর্ব্বে আরম্ভের অধিবার ছোট বিদায়ের বড় বার হইল। বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য আচার্য্যগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন। বিদায় গ্রহণ করিতে একটী অন্তরায়ী হয় উৎসবের পূর্ব্ব হইতে ৮০০০ টাকা ঋণগ্রস্ত এবস্থাতে তাঁহা উঠান এবং তাহা হইতে উহার কিছু দিয়া যাওয়া করেন। পরদিন ১২ জন ট্রাস্টী পূর্ব্বোক্ত স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণকিশোর ও দুর্গাপ্রসাদ অধিবেশনকারীদিগকে আর অধিক হইতে দেখা যায়। বিদায়ের পরে ৩ জন ট্রাস্টী অবশিষ্ট বিদ্যালয় হইয়া পড়ে, তাহাদের একজনকে উহার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

অধিবেশনের বাহক কর্তৃপক্ষ ইহা জানাইয়াছেন যে, যদি আমরা এরা আর থাকে, তাহা হইলে বর্তমান বৎসরে আর একবার বিদ্যালয়ের উৎসব পূর্ব্বে উহার চেষ্টা করিবেন।

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ—ইহকালে ডাক্তার ব্রাহ্মের এক সভায় ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি ডাক্তারিদিগের প্রকৃত এবং অনুকরণ ব্যবসায়ের তফাৎ উল্লেখ করিয়া বলেন, আমরা পথ প্রস্তুত করিতেছি, আমাদের কোন স্বার্থ লোক কখনও চাই না। আমাদের ব্যবসায়ের দুর্বিধার ফলে অনেকেই আমাদের সম্পর্কে আসিতেছেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে না। তিনি বলেন, ইংরাজ ও ভারতে ঐক্যের পথ অনেক অংশে বর্তমান থাকিলেও পথ খোলসা আছে। কিন্তু চক্ষে অঙ্গুলি দিয়াদেও ঐ দেখাইতে প্রায় ৫ বৎসর ডাক্তার ব্রাহ্ম বিদায় হইয়া রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ দেখানে আহার-সভায়, প্রাতরাশিতেন ও "এশিয়া এসোসিয়েশনের ভক্ত" এই নাম বিষয় বক্তৃতা করেন।

অধিবেশনের সেক্রেটারী—অধিবেশনের সেক্রেটারী ও যৌথকারের আত্মার স্কুল ও আধুনিক অধিবেশনের সেক্রেটারীর বর্তমান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মজিক মহাশয় বক্তৃতা মহাশয়ের বিদায় হইতে উপস্থিতিকারী পদে এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত উহার যোগ সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে ছাত্র ও অধিবাসকগণের মধ্যে বিশেষ ভালবাসার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বর্তমান সেক্রেটারী। ইঁহাকে সহায় করিবার জন্য সেক্রেটারী মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অথচ এক বৎসর প্রবাসীর সহিত তাঁহা করায় তাঁহার এক বেতন বৃদ্ধি হয় এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের সময় তাঁহাকে বাধ্যতা করায় হয় যে, অন্ততঃ তাঁহাকে তিন বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতে হইবেন। কিন্তু ছোট আদালতের উকিল সেক্রেটারী প্রবাস তাঁহাকে উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ইস্তফা দিয়া অধিবাস কার্য্য ছাড়িতে হইবে। যোগিনী বাবু প্রতি এবারের সম্পাদনের জন্য অধিবাসক ও ছাত্রবৃন্দ বিশেষ বাধিত হইয়াছেন।

সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা

১২৮৪ সালের ৫ বৈশাখ হইতে ১৩০৪ সালের ৩১ চৈত্র পর্য্যন্ত

সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষার ফল।

পদানুসারে।

মধ্যমা। ২য় বিভাগ।

ছাত্রের নাম	অধ্যাপকের নাম	ছাত্রের নাম	অধ্যাপক
বৈদ্যনাথ বা	১৩শ্রেণীর পণ্ডা		
	নব্য ন্যায় (খ) অনুবাদ ১ম		প্রাচীন ন্যায় (খ)
	বিতীয় বিভাগ।		(বিতীয় বিভাগ)
জীবেন্দ্র ঘোষাল	অধিনেতা তর্কতীর্থ	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মহা: পাঞ্চানীতন্ত্র তর্কতীর্থ
	ম, ক ক্লিনেট		১৭।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হরগোপাল ভট্টাচার্য্য	চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্নতীর্থ কুঞ্জী হৌল	ক্ষেত্রনাথ মৈত্র	ন্যায়রত্ন তর্কতীর্থ অধ্যাপক পাণ্ডী বিদ্যালয়, কাশী
	পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ	মধুসূদন ভট্টাচার্য্য	মহামহোপাধ্যায় তর্কসাংখ্যতীর্থ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অমরেন্দ্র ভাদুড়ীর	মহা: মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি নবদ্বীপ		
বলাই ভট্টাচার্য্য	অধিনেতা তর্কতীর্থ ম, ম, সিলেট		
নিখিলানন্দ ব্রহ্মচারী	বেদান্ততীর্থ মহা: মাকুমোহন তর্কচূড়ামণি নবদ্বীপ		
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	চন্দ্রিকাচরণ মিত্র ১২, শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা		
	মধ্যমা। ৩য় বিভাগ।		(বিতীয় বিভাগ)
		ক্ষেমঙ্কর মৈত্র	জীবন্ত ন্যায়তীর্থ ইন্দোর
		গুরুপ্রসন্ন মৈত্র	মহাদেব মৈত্র সদর দি, দি,
		মদনলাল মৈত্র	জীবন্ত ন্যায়তীর্থ ইন্দোর
			উপস্থিত
			(বিতীয় বিভাগ)
		হরিপদ ভট্টাচার্য্য	কৃষ্ণবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত ম, ক, কলি
		অভিরাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য	মহামহোপাধ্যায় তর্করত্নতীর্থ নবদ্বীপ
		ভক্তদেবক শাস্ত্রী	বিশিষ্টপ্রসাদ ভক্তন ন্যায়রত্ন চূড়ি- রাজেন্দ্রদেব অলঙ্কার ধলি, কাশী
		নীলকান্ত বিদ্যারত্ন	ব্যাকরণ তর্কতীর্থ বিদ্যালয় পাঠ- শালা, কাশী
		নেহরু শাস্ত্রী	মহা: ভরতের মিশ্র ৩য়, শাস্ত্রী বিদ্যা- লয়, কাশী
		ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বাগীশ্বর তর্কতীর্থ বিদ্যালয় পাঠ- শালা, কাশী
		ভাগীরথী ভট্টাচার্য্য	মহা: মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি নবদ্বীপ
		অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ন্যায়রত্ন তর্কতীর্থ অধ্যাপক পাণ্ডী বিদ্যালয়, কাশী
			(বিতীয় বিভাগ)
		ভালীবিলাস মুখোপাধ্যায়	জীবন্ত ন্যায়তীর্থ এম, এ, ১৩ ভাটপাড়া
		কালীপদ ভট্টাচার্য্য	মহা: মুর্গাচরণ স্মৃতিরত্নতীর্থ আলমবাজার, কলিকাতা
		অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য	দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন পাণ্ডা ১৩

ছাত্রের নাম	অভিভাবকের নাম	টোল
প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়	আঃ ৺হরাচরণ বাবা বেতাম্বরীয়	ভাবনার চক্র, ভবানীপুর
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ঐ, বরিশাল
যোগেন্দ্রনাথ ভাগবতাচরণতীর্থ	যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-	কোন্নগরীয় ৺৺ শীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলি
কালিদাস ভট্টাচার্য্য	সুরেন্দ্রমোহন জ্যোতিস্তীর্থ	এম্ এ, ৺৺
অধিকারী কাব্যতীর্থ	সুধীরচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ	এম, এ,
		৮ শিবাজী ষ্ট্রীট কেন, কলি
ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য	কেবলচন্দ্র জ্যোতিস্তীর্থ	১ নং মিত্র লেন, কলি:
প্রফুল্লকুমার আশ	যোগীন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ	ঐ, ঐ, কলি:
জ্যোতিষচন্দ্র তালুকদার	হরিমোহন স্মৃতিতীর্থ কবিরত্ন-	কার ষ্ট্রীট, ৺৺ বাগবাজার

জ্যোতিষ

(দ্বিতীয় বিভাগ)

নগীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ	বি, এ,	৭১, নাড়ু বাগান ষ্ট্রীট, কলি:
বারেন্দ্রস্থিত মিশ্রাণী	ঠিকোন	নগরেশ্বর জ্যোতিষার্ণব
		শীতারামী ৺৺ঘোষপুর
চন্দ্রকান্ত কা	৺৺নন্দলাল চৌধুরী	৺৺ঘোষপুর ষ্ট্রীট, কলি:
যোগেশ্বর কা	৺৺নন্দের কা	কালিঘাট, বালিগঞ্জ
৺৺ঘোষপ্রসাদ কা	৺বিধীর জ্যোতিস্তীর্থ	৺৺ঘোষপাটী, ৺৺ঘোষ
৺৺নীলমণি কা	৺৺চন্দ্রকান্ত কা	বিদ্যানন্দ বিদ্যালয়, কলি:
৺৺নন্দগোপাল কা	ঐ	ঐ ঐ

(দ্বিতীয় বিভাগ)

পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস	৺৺নরেন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ	বাহির ঘোষনপুর, মেদিনীপুর
অনুকূলচন্দ্র গোস্বামী	মহঃ ৺৺ঘোষনাথ তর্কবাগীশ	৺৺ঘোষীল ৺৺ঘোষাল ভট্টাচার্য্য
কালীচরণ স্মৃতিরত্ন	৺৺ঘোষপাড়া।	সরস্বতী প্রসাদ উপাধ্যায়
ঘোষী কা	৺৺নন্দতীর্থ	বিদ্যানন্দ বিদ্যালয়, কলি:

প্রাণবল্লভ চট্টোপাধ্যায় বাগবাজার স্মৃতিভূষণ শিবপুর, হাওড়া

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসী কলেজ পুরাণতীর্থ মেছুয়া।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় বাগবাজার তর্কতীর্থ ১, অম্বরীটোলা, ৺৺ঘোষ

নন্দলালমোহন মিশ্র প্রাইভেট বারেন্দ্রভূমি, মুরুভ

বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধিরীভূষণ বিদ্যারত্ন বলেরীহাট

পলিতাক্ষ ভট্টাচার্য্য। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম্, এ, ভাটপাড়া

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধুরীয় মিত্রেরী বিদ্যানন্দ বিদ্যালয়, কলি:

রেবীপদ্ম ৺৺ঘোষাচরণ ভট্টাচার্য্য চৌধরি ই, ব, কালী

শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য ৺৺নরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ গৌরীপুর হৈ

কেশবনাথ মিত্র মধুরীয় মিত্রেরী ৺৺মিত্র লেন, কলি:

ছাত্রের নাম	অভিভাবকের নাম	টোল
ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৺৺নন্দলাল ভট্টাচার্য্য	কালী

হৈমবর্ণ্যন

(দ্বিতীয় বিভাগ)

৺৺নন্দজ্যোতিষ বাস	৺৺নন্দের ঘোষাণী	৺৺ঘোষপাড়ার

ছাত্রের নাম অধ্যাপকের নাম কলেজ

পদার্থবিদ্যা

(দ্বিতীয় বিভাগ)

মোঃ কামরুজ্জামান ডক্টর এম. এন. ব্যানার্জি

২২, বিডন রো, কলিকাতা

নরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সায়েন্স

কলেজ

বীরেন্দ্রচন্দ্র কাঞ্জিলাল ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র

৯৩, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা

কৃষ্ণকান্ত বাগচী কালীপদ মুখোপাধ্যায় পাঁচপাই, বাঁকুড়া,

মধুসূদন চক্রবর্তী নিত্যানন্দ বাড়ুজ্যে ম. ও, কলিকাতা

ফণীন্দ্র সেনগুপ্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম, ও, সিলেট

সৌরেন্দ্র বাগচীরায় চন্দ্রশেখর পাল্লী রাজাবাজার

বিজ্ঞানীবাড়ী, ঢাকা, আসাম

সত্যেন্দ্র সেন চৌধুরী হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম, ও, সিলেট

চণ্ডীচরণ কাঞ্জিলাল আশুতোষ বিদ্যার্ণব মোহনপুর,

সিলেট, কলিকাতা

ফুলেন্দ্রনাথ বাগচীরায় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফলীয়

সুধাকুমার ভট্টাচার্য ঐ ঐ

মোহিনীমোহন চক্রবর্তী ঐ ঐ

অমলীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য নিত্যানন্দ বাড়ুজ্যে ও অমলেন্দু

নিয়োগীলেন ম, ও, কলি

বিনয়েন্দ্র মোক্ষদাচরণ কাঞ্জি,

হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মোহিনীমোহন

মুখোপাধ্যায়

চৈতন্যচন্দ্র, কলিকাতা

প্রাচীন মুদ্রা বিদ্যা

(দ্বিতীয় বিভাগ)

হরিঃ কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার

১৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

(প্রথম বিভাগ)

নলিনমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিজীবাড় চৌধুরী, কলিকাতা

ছাত্রের নাম অধ্যাপকের নাম কলেজ

পদ্মলোচন চক্রবর্তী হরিদাস মুখোপাধ্যায় মুরারিপুর ম, ও,

প্রমথনাথ চক্রবর্তী নলিনমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিজীবাড় চৌধুরী, কলিকাতা

(দ্বিতীয় বিভাগ)

বাসিলাহরণ গোস্বামী পূর্ণচন্দ্র পাল্লী ম, ও, সিলেট

অমলেন্দু ভট্টাচার্য বিমলচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নবদ্বীপ

রেবতী মিত্র যোগেন্দ্রনাথ দত্ত কাটা, রাজমুক্তা

কৃষ্ণকুমার নাথ রেবতীমোহন মোহোপাধ্যায়

১, মদনমিত্রের লেন, কলিকাতা

চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী কালীপদ মুখোপাধ্যায় নাহিড়া পরিষদ কলি

মোহিনী চক্রবর্তী মোঃ মাহবুবের তর্কবত্ন ৪১ মুর্গাচরণ ব্যানী

সৌরেন্দ্রনাথ মোস্তোফী শচীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল

১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রজনীকান্ত নাথ বিমলাচরণ চক্রবর্তী ৪০, মে ষ্ট্রীট কলি

আশুতোষ চক্রবর্তী ঐ নলিনমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা

ধরণীধর বর্মা বৈদ্যনাথ বর্মা বুধি, রাজমুক্তা

রতনলাল ঘোষ রামনাথ কাঞ্জিলাল

পি এল এস কলেজ রাজমুক্তা

প্রফুল্লকুমার সুরকার রঞ্জনীকান্ত পাল্লী ইন্দোর

সুধীর কুমার সেন গুপ্ত আশুতোষ বিদ্যাভূষণ ও বসন্তকুমার

কাঞ্জিলাল বালিসাকোটা, ময়মনসিংহ

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাহুল নলিনমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা

শ্রীকান্তচন্দ্র সাহা অমরনাথ কাঞ্জিলাল

১,বেচারাম পাল্লী, মেছুয়াবাজার

ফজলুর রহমান প্রাইভেট মহাইমেনসিংহ

শ্রীপদ ভট্টাচার্য ঐ যোগেন্দ্র রাজমুক্তা

রাজকৃষ্ণ কাঞ্জিলাল ঐ নরেন্দ্র রায় রেবতী

বঙ্কু বেহারীলাল পাল্লী ঐ ধরণী ধরাচার্য

পূর্ণচন্দ্র মল্লিক বৈদ্যনাথ কাঞ্জিলাল মেছুয়াবাজার

হরিদাস চক্রবর্তী অমূল্যচরণ কাঞ্জিলাল নবদ্বীপ

ফেলারাম হাল্দার নলিনমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা

ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য হরিদাস মুখোপাধ্যায় ফলীয়োড় সংস্কৃত

বিচিত্র যোগাচার্য প্রমথনাথ কাঞ্জিলাল মুরিয়া

ছাত্রের নাম	অভিভাবকের নাম	ঠিকানা
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	স্বেচ্ছক স্কোয়ার্টার্স ১ নম্বর ফিল্ড হেল্থ, কলিকাতা	
পশ্চিম বেহারী	পূর্ণচন্দ্র পাত্রী	মালদহ জি
পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ পার্থি	রাম পাত্রী হৈম	নরসিং, বোম্ব
প্রবোধচন্দ্র আচার্য্য	আচার্য্যের প্রতিনিধি নূতন গ্রাম, ডাকঘর কর্ণলি	
বীরেন পাত্র	পুরুষোত্তম পাত্রী	আম
বসিরুদ্দিন ভট্টাচার্য্য	অধ্যক্ষক আবদ্ধ কিরণচার্য্য	নবদীপ
ভূবিণ চক্রবর্ত্তী	ভূবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ হীরাগ্রাম, অরঙ্গি, মেদিনীপুর	
বীরেন্দ্রযোহন ভট্টাচার্য্য	কালিপদ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যাচার্য্য ভবিষ্যৎ ভবনাথ কাব্যতীর্থ সাধক, খাদ্য, মেদিনীপুর	
	মধুসূদন কাব্যসাংখ্যতীর্থ ১৩১ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট কলি	
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	পঞ্চানন পাত্রী	গোপালনি, ফরা
ভূবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	নলিনযোহন কাব্যরত্ন	নবদীপ
শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বজ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	ভাটপাড়া
ভূবনমোহন পাত্র	ভাবরঞ্জন কাব্যতীর্থ গোড়া, বাজুড়া।	
সরসীলাল ভট্টাচার্য্য	হরিদেব কাব্য সাংখ্যতীর্থ ৯৮ হরিপুর গোড়, ঢাকা	
শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য	ভাবরঞ্জন স্মৃতিব্যাকরণতীর্থ বাদুড়, কলিকাপুর, গোবরাপি	
সুরেন্দ্র বিশ্বাস	বলাবাহন কাব্যতীর্থ ভূবেড়িয়া, মেদিনীপুর।	
ভবনাথ উপাধ্যায়-ন্যায়াচার্য্য-কাব্যসাংখ্যতীর্থ —১৪—১ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলি		
হরিদাসন ভট্টাচার্য্য	পূর্ণচন্দ্র পাত্রী ম, ব, বিদ্যে	
হরিপদ মাইতী	বিদ্যোদধিরাজী বেলাবাজার মুন্সাটিয়া,	

ছাত্রের নাম	অভিভাবকের নাম	ঠিকানা
ভবনীমোহন ভট্টাচার্য্য	স্বেচ্ছক স্কোয়ার্টার্স ১ নম্বর ফিল্ড হেল্থ কলি,	
মধুসূদনপতি স্বেচ্ছাচারী শুভেন্দ্র পাত্রী	নবদীপ স্কোয়ার্টার্স ১নিয়ের হেল্থ কলি,	
মনিলাল চক্রবর্ত্তী	নলিনযোহন স্মৃতিতীর্থ ভবনী	
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	রবীন্দ্র পাত্রী ৮১ নম্বর বেলতলা ষ্ট্রীট, কলি	
রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী	বিশ্বনাথ বিদ্যারত্ন নবদীপ	
হরিপদ পাত্র	পঞ্চানন কাব্যসাংখ্যতীর্থ বসন্তগ্রাম, বিরভূম	
হরিসাধন মা	নলিনযোহন স্মৃতিতীর্থ ভবনী	
হরিপদ চক্রবর্ত্তী	ঐ ঐ	
হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য	সাহিত্যতীর্থ কাব্যস্মৃতিতীর্থ বিদ্যে, কাঁকিনিয়া, বীরভূম	
	ভবেন্দ্রচন্দ্র সাংখ্যকাব্যতীর্থ বিদ্যে চন্দ্র বর্দ্ধমান	
হরিপদ মিত্র	ভবনিবারণ পাত্র।	সুবলবয়রি, পুরী
ভবেন্দ্রনারায়ণ ব,ং	স্বেচ্ছক স্কোয়ার্টার্স ১নম্বর ফিল্ড হেল্থ, কলি,	
গোবিন্দচন্দ্র বাল	ভবমোহন সাহিত্য সরাইকোলা, সিংভূম।	
বসুদেব গোড়া	প্রাইমেরী	বরদে, মহলপুর,
ভবেন্দ্র ঠাকুর	ঐ	বারাটিন, ভাগালপুর, মুঙ্গের,
মধুসূদন চক্রবর্ত্তী	ভবিভূষণ কাব্যতীর্থ	নবদীপ
ভাবরঞ্জন ব্যাকরণতীর্থ	ভাবিরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ ১৫ বীরচন্দ্র গোস্বামীর্লেন, কলি,	
বলদেব মা	স্কোয়ী মা ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যালয় বিদ্যালয়, বালি,	
	শ্রীনাথ পাত্রী	নবদ্বীপ বাজার, চন্দ্রীতলা, হটন,
হরিদাস পাত্র	হরিনাথ পাত্রী	পুরী, কৃষ্ণ নগর,

ছাত্রের নাম	অভিভাবকের নাম	শ্রেণি
অমিয়কুমার ঠাকুর	কালিপদ বিশ্বাস	১ম
	ছাত্রের মোহার, পলি,	
অটলচন্দ্র হালদার এম. এ.	হরেন্দ্রলাল মাহাতীর্থ	
	গাজনী, মাদারী	
	গ্রাইভেট	
	টাঙ্গাল, ফেঞ্চুগাছা, ঢাকা	
অযোধ্যানাথ আচার্য	কালীকান্ত শঙ্করীর্থ	ছাউনাড়া,
ইন্দ্রনাথ মিত্র	চন্দ্রশেখর পাণ্ডী	এবংহে, বাংলাদেশ,
অবনীন্দ্র প্রসাদ মিত্রেরী	সমরনাথ মিত্রেরী	মাদ্রিদিয়া,
	গাবচা,	
	কালিয়াক পর্বা	
	মৃত্যুঞ্জয়পুর মিত্রাপুর ১৪ পি,	
ইন্দ্রচন্দ্র পতি	বলভদ্রকুমার তাবাধাকরণতীর্থ	
	পাতরোল, মেদিনীপুর,	
ইন্দ্রনাথ ঘোষ পাধার	মৃত্যুঞ্জয় ঘটিচরণ	শঙ্কুরা
আহমদ মিয়াজী	বন্ধ্যাকান্ত তাবাতীর্থ ৯	মুখোপাধ্যায়
	মেদিনীপুর	
অভিনাথক আচার্য	হরিদাস মুটিতীর্থ	মুখোপাধ্যায় ২য় ক
অজয়কুমার পাইন	মেদিনীপুর মিত্র	উকালি, পলি,
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রাধাবল্লভ মুটিতীর্থ	ফাউনাড়া
অমরেন্দ্রকুমার পাল	প্রিয়নাথ তর্কতীর্থ	কালিপুর
	বাদামতলা, ২৪ পরগনা,	
অনিলযোগন সেনগুপ্ত	হরেন্দ্রনাথ তাবাতীর্থ	চৌধুরীপাড়া পলি,
ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	যোগেন্দ্রকুমার মুটিতীর্থ ৭	ম ক
	অক্ষয়কুমার তাবাধাকরণতীর্থ	মেদিনীপুর
কিরীণচন্দ্র ঘরকাল	উপেন্দ্রনাথ মুটিতীর্থ	চৌধুরীপুর
প্রফুল্লচন্দ্র পাল	আশুতোষ মিত্রাপুর ৭	মেদিনীপুর
	তাবাতীর্থ অধিকারী	তমিলুক,
নারায়ণি অধিকারী	প্রসিদ্ধান্ত তাবাতীর্থ	পাতরোল,
মেদিনীপুর পর্বা	নিত্যানন্দ মিত্র	বাজাপুর, পাইনা
ভাগচন্দ্র পর্বা	রমাপতি মিত্র	মেদিনীপুর মেদিনীপুর ম ক
	মুখোপাধ্যায় পাল	অমরনাথ তাবাতীর্থ পাতরোল
	মেদিনীপুর।	

ছাত্রের নাম	অভিভাবকের নাম	শ্রেণি
যোগেন্দ্র পাল মেদিনীপুর	অক্ষয়কুমার তাবাধাকরণতীর্থ	মেদিনীপুর
অনিলচন্দ্র চক্রবর্তী	ভক্তপ্রসাদ তাবাধিকারী	কুমিল্লা
অমরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুর	
নিবারণচন্দ্র পাইন	মেদিনীপুর মিত্র	উকালি, পলি,
অমিয়কুমার পাত্র	মেদিনীপুর মিত্রেরী	মেদিনীপুর
অমরেন্দ্রকুমার তাবাতীর্থ	মেদিনীপুর	
	১৪ মেদিনীপুর ট্রাঙ্ক,	
অমরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মুখোপাধ্যায় পঞ্চতীর্থ	মালিয়া,
বিশ্বনাথ পর্বা	ভোলানাথ তাবাতীর্থ	অমরনাথ পাত্র,
অমরেন্দ্র পাত্রোপাধ্যায়	৺ঈশান তাবাস্মৃতিতীর্থাবতীর্থ	
	১২ গ্রাম মৃত্যুঞ্জয় ঢাকুর ট্রাঙ্ক,	কলিকাতা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	অমরীকান্ত তাবাতীর্থ	ঢাউনা
বিশ্বনাথ এন্ড অমরেন্দ্র তাবাতীর্থ	মুখোপাধ্যায়	
	মেদিনীপুর।	
বিশ্বনাথ পর্বা	বিশ্বনাথ পাত্রী এম. এ.	ঘটিচরণ পাঠশালা
	ইত্যাদি	
অমিয়নাথ পাত্র মেদিনীপুর	ব্রাহ্মণী	অমরেন্দ্র স্মরণপুর
	নিবারণ বিশ্ব অমরীন বিশ্ব অমরী,	অমরীনপুর সাধারণ
অধিকাংশ পর্বা	ঘ্রিয়ন পাত্রী অমরাবতি, মেদিনী,	ইত্যাদি
অমরেন্দ্র পাত্র চক্রবর্তী	ভক্তপ্রসাদ তাবাতীর্থ	
	১৪, মেদিনীপুর ট্রাঙ্ক, কলি,	
অমিয়নাথ মিত্র অমরীন	মেদিনীপুর বিজ্ঞানাগর বিদ্যালয়,	
	কলি	
	পাণিনি ব্যাকরণ	
	প্রথম বিভাগ	
কৃষ্ণনারায়ণ কা	পত্তিত মুনি রা	২ মেদিনীপুর মেদ কলি
	২য় বিভাগ	
মুরলিধর মিত্র	চন্দ্রিকাবর মিত্র ২২ রাধামুকুর মেদ, কলি	
উপেন্দ্র কা অমরকান্ত রা প্রতাপ রাধাবল্লভ		মেদিনীপুর
কলিকাতাবাসী পর্বা	অমরীন মিত্রেরী	বিজ্ঞানাগর বিদ্যালয়,
	কলি,	
মহীন্দ্রনাথ কা	ঐ	২ মিত্র মেদ, কলি,
অমরেন্দ্র রা	অমরাবতি রা	মেদিনীপুর ম, ৬২ কালী

ছাত্রের নাম	অধ্যাপকের নাম	টোল
বৃন্দাবন বিশারী	৺হরিচরণ মিশ্র	১২নং পুকুর ষেন, কলি,

প্রোপর পাত্রী যদ্যা হরিহর কলাদ্ বিবেদি চক পাইয়া।

তথায় বাসকরণ।

২য় বিভাগ।

ব্রজেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	মহামহোপাধ্যায় তর্কশ্রীমণি	কাশিপুর, নিবেদিতা
কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তী	মহামহোপাধ্যায় তর্কশ্রীমণি	কাশিপুর নিবেদিতা
গৌরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	মহামহোপাধ্যায় তর্কশ্রীমণি	কাশিপুর নিবেদিতা
ব্রজ

১ম বিভাগ।

ছাত্রের নাম	অধ্যাপকের নাম	শ্রেণি
রবিরঞ্জন মিত্র	স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কীর্থ	২ মিত্র লেন কলি:
মহেশচন্দ্র	শ্রীযুক্ত দুর্গা বিদ্যারত্ন	ভবানীপুর বাঙ্গালা
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	অধিকাচরণ স্মৃতিরত্ন	বরাহনগর।
উকুলাল মুখোপাধ্যায়	স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কীর্থ	বিদ্যারত্ন
		কলি: কলিঃ
উমাকান্ত ঘা	বিশ্বনাথ মাতৃরত্ন	ঐ ঐ
রাধাবল্লভ মিত্র	জি, আর পণ্ডিতজী	রাজপুর জি, আই
যোগাচার্য লিঃ	যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ	ভবানীপুর
বিশ্বম্ভর আচার্য	অধ্যাত্মানন্দ তর্কবাগীশতীর্থ	বরাহনগর,
বলরাম পাইক	পল্লিবাসী, মিত্র ১২ কামাপুকুর লেন, কলি	
রাম শর্মা চৌধুরী	ধরণীধর ঘা সাংখ্যতীর্থ বেহালা, চব্বিশ	
রাজকীয় পাইক	স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কীর্থ বিদ্যারত্ন, কলি:	
বন্ধু কর পাইক	প্রসাদ ঘা, বৈদ্যবাটি হুগলি, জেলা	
রামনাথ বিশ্বাস	স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কীর্থ বিদ্যারত্ন বিদ্যালয়,	
	কলিকাতা।	
পীতাম্বর মিশ্র শর্মা	চণ্ডিকি পুরোহিত বর্ধা বাজপুরহাট	
রামদাসন মিত্র	বিশ্বনাথ বেদান্তরত্নালয় কাঁথি।	
বসন্তকুমার ঘা	মনোমোহন কাব্যব্যাকরণতীর্থ	
	প্রতাপ নারায়ণ দাস ঘা বাঁশবেড়িয়া হাওড়া।	
রাজেন্দ্র মিত্র	মহাদেব ঘা সাংখ্যতীর্থ বেহালা, চব্বিশ।	
রাজবিহারী পাণ্ডেয়া	নারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ	
	মহিষাদল, মেদিনীপুর,	
অবনীভূষণ দাস	বৈদ্যনাথপ্রসাদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ সাকিং,	
	কাঁথি।	
	অযোধ্যায় কাব্যব্যাকরণতীর্থ	
	সার্থকি সিমুল।	
উপেন্দ্র মিশ্র	তর্কাচার্য শেষ স্বামী বারাসাত, নবীন।	
হৃষিকেশ শর্মা	স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কীর্থ বিদ্যারত্ন বিদ্যালয়,	
	কলিকাতা।	
প্রীতম মিশ্রী	ঐ ঐ	
অবনীকুমার পাণ্ডারি	রাধেশ্যাম তর্কতীর্থ	
	পাইকপাড়া মেটিয়াবুরুজ, মেদিনীপুর।	
ভোলানাথ মিশ্র	মুক্তিনাথ মিশ্র	
	রাধেশ্যামপুর বিদ্যালয় বাহড়াগড়।	

২য় বিভাগ।

ছাত্রের নাম	অধ্যাপকের নাম
হরপ্রসাদ শর্মা	দুর্গাচরিত্র স্মৃতী
	চন্দননগর, বিদ্যালিপাড়া।
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ
	খোলীপুর খোয়াবপাড়া।
ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল	ঐ ঐ
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ঐ ঐ
অবনীমোহন ঘোষাল	পদ্মনাথ স্মৃতিতীর্থ
	বাঘাজারি, মাদ্রা, কলিকাতা।
	উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ
	২য় বিভাগ
ঘোষাল দাস	ব্রজগোপাল দাস মুকাবন, বর্ধমান

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ উপাধীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন

। বর্ণানুক্রমে)

নিত্যেশ্বর আচার্য	খাগড়া, মিহুম,
ভোলানাথ ভট্টাচার্য	ভোগরাই, মেদিনীপুর।
চন্দ্রশেখর পুরাণরত্ন	ইকোরে
পঞ্চানন চক্রবর্তী	নরিয়ার পাড়া, কৃষ্ণনগর।
প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী	আকন্দ, চাটগাঁ।
ভূপীলচন্দ্র চক্রবর্তী	হাটকালি, বরাহ
অক্ষয়চন্দ্র দাস	সাকং, কাঁথি
ব্রজেন্দ্রকুমার দাস	চুনাটাঁই, পঞ্চকান্দ, ভোগরাণি,
প্রাণকৃষ্ণদত্ত	পটি, হুগলি।
ধরণিমোহন ভোলানাথ	১৮১ বিশ্বনাথদত্ত লাহা লেন, কলি
ভূপীলকুমার ভোলানাথ	ধরণিমোহন, বরিশাল।
ষষ্ঠীচরণ ব্রাহ্মণ	মেদ্র, পাচলা, হাওড়া।
মোহন মিত্র	মোহনি
রাজেশ্বর মিত্র	অম্বিকেশ্বর, কাঁথি।
রামচন্দ্র দাস	বীরমণি রামচন্দ্র, পুরী।
গণেশ শর্মা	ভদ্রক।
যোগিন্দ্রনাথ শর্মা	ইকোরে।
উমাকান্ত শর্মা	মোহনপুর, বিরেশ্বর, কাশিয়ান।
আশুবাবু ত্রিপাঠী	সুবাচিবী, সুখদেড়িয়া, মেদিনীপুর।
সুরেন্দ্র ত্রিপাঠী	রাজপুর, খাগিরাজোক, মেদিনীপুর।
কলিকাতা	(বাকল) ৫, ৫৫, ফুবার্জি
৭ই জুন ১৯১৭	মেসোটোমী কলিকাতা ফাস্ট-লক্ষ।

প্রণাম

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়]

(১)

হে প্রভু! প্রণাম আমার!
অন্ধকারে দীপজ্যোতি, উত্তপ্তিনিত্য স্নেহভাতি,
উষ্ণ নয়ন তব অমিয়া বরণ;
অমর উল্লাসে ভরা, যখন পরশ করা,
কুসুম-পরাগে লিপ্ত হস্ত আশীর্বচন;
মম বাহু ধীর স্থির, অন্তর উচ্চশীর,
উৎকীর্ণ-প্রবাহ সাম অমর কথায়—
আজি বিশ্বাসের সাথে, অটল দৃঢ়তাতে,
হে প্রভু! হে দেব! প্রণাম আমার!

(২)

হে প্রভু! প্রণাম আমার!
কুসুমিত প্রান্তরে, স্নেহোষ্ণ মাধুরী করে,
আমার নয়নে তব স্নেহাকুলতার;
শিহরে বক্ষের নীড়ে, আশিষের অশ্রু দিয়ে,
তোমার করুণাকরে হাত আজিকার;
বাক্য স্তব্ধ অন্তরে, প্রণমিনু প্রণয়ের,
সরলতা প্রেম ভক্তি—তুমি দেবতারে—
তোমার নিকট সুখ, সকলি বিস্মৃতি দুখ,
হে প্রভু! হে আজি প্রণাম আমার!

(৩)

হে প্রভু! প্রণাম আমার!
ঘনাট-বৃত্তে যবে, তুমি ঈশ্বরের ঘরে,
নিভৃতের নিকেতনে ধীরমান্ত ধ্যান;
নদীর তীরেতে তুমি, আসিছ আমার তুমি,
ভক্তির অশ্রু পূত তুমি বিশ্বাস;
চরণের ধূলিতলে, করুণাতীরের জলে,
অমানতী চিত্তে তুমি পাদ্য দানিবে—
এ ভাবনে কোনজন্মে, কখনো যে কোনখানে,
বিস্মৃতি ঘটিবে! হে প্রভু! প্রণাম আমার!

(৪)

হে দেব! প্রণাম আমার!
কিছু না ঘটিতে কভু, যা' করেছ দান প্রভু!
তোমা ছাড়া কবি নয় পরিচয় তার প্রাণে;
অন্তর-বীণার তারে আমি যার ঝঙ্কারে,
পরিপূর্ণ জীবনের বিশ্ব সঙ্গীতে;
নীলাম্বর-সাগর-তীরে, যে দেবতার পথে,
আমি আজ, আজ তাঁর উদ্দেশে পথের যাত্রী;
বিশ্বাসের আস্থাদান, আজি করে সমাধান,
হে প্রভু! হে দেব! প্রণাম আমার!

(৫)

হে প্রভু! প্রণাম আমার!
তুমি জান, তুমি বুঝি, তুমি আছি, তুমি বিধি,
অন্তর অন্তর-লিপি অন্তর কাব্য;
মোহীর মহিমাময়, তুমি আছি তুলনায়,
বাক্যের স্তব এই প্রভাত সজল;
প্রলিপ্তিত নীলেশ, তব কণ্ঠ ধরি শেষ,
শেষ তুমি মাঝে মোর যেই কথাটির;
অন্তরাত্মা-পূর্ণালোকে, সকলের সকলিকে,
হে প্রভু! অন্তরের প্রণাম আমার!

কৈফিয়ৎ

এই সংখ্যায় [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ—আমাদের মেশিনের গোলযোগ। [illegible] এরূপ [illegible] হয় নাই, তাহার জন্য আমরা বিশেষ দায়ী করিয়াছি; আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহিকাগণ আশীর্বাদ এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন। আর ইহাতে সন্দেহের কারণ আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে [illegible] দিয়ে সমর্থ হইব।

এডুকেশন গেজেট

৬ষ্ঠ বর্ষ

সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ। শাস্ত্রান্যভ্যাসযোগেন বিনা নার্থং প্রকাশয়ন্তি হি॥
সর্বেষাং সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥
আয়ুর্বেদ যশ আয়ুঃ সমাক্ তত্ত্বজ্ঞানোদয় শনৈঃ শনৈঃ। ইথং প্রেমোদ্ধিতিমীরৈঃ জিয়তে জ্ঞানসত্রম॥

৫ম খণ্ড] শুক্রবার, ২০শে ও ২৭শে আষাঢ়, ১৩৩১, ৬ষ্ঠ ও ১১ই জুলাই, ১৯২৪ [১২ ও ১৩ সংখ্যা

আর্থিক বিপ্লবের বিকাশধারা

(পূর্বানুবৃত্তি)

(আর্থিক-সমাজতন্ত্রবিৎ এডোল্ফ্ প্রীবর গ্রন্থের এক অধ্যায়)

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সংকলিত]

—•○•—

(১১)

আর্থিক সমাজ-তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অনেক যে রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্তই উহাঁরা এযাবৎ চালাইয়া আসিয়াছেন। উহাঁদেরই মধ্যে প্রেমোদ্ধিতিমীরগণ কোনো দিনই ছিলেন না। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই মত খণ্ডিত করিবার সপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি দেন নাই। তিনি প্রেমোদ্ধিতিমীরগণ বাস্তবিক। খাঁটি বিষয়ের মধ্যে উপর তর করিয়া পণ্ডিতগণ এতদিন উহাঁদের প্রথার "বাস্তবিক ভিত্তি" হইতে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিতেছিলেন। যাহা হউক উহাঁদের কথার সঙ্গতি রেখে উৎকর্ষের মূলের এক প্রবাহ কথনো।

আর্থিক সমাজে উহাঁদের কথা শুরু হয় পুরোহিতদের প্রয়োজনীয়। বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাতে নিজ নিজ সম্পত্তি "ভোগোত্তর" রূপে নির্দিষ্ট হারে দান করিয়া যাইতে পারে সেদিকে পণ্ডিতগণের লক্ষ্য বেশ তীক্ষ্ণই ছিল।

(১২)

উৎকর্ষের মূল প্রথম যাহাতে মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিচয় দিয়াছে। মানুষের সুপ্রবৃত্তি-জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া, ধর্মোদ্দিষ্ট এক নিজের সেই ভোগ করার দিকে উৎকর্ষ সমাজ সমস্যাগুলির চাপা করিয়া তুলিয়াছে। এই মূলের মূলধন প্রথম হইতে ১৫ পর্যন্ত এক :—সমভোগ, সমভোগ, সমভোগই ভোগের একমাত্র সার। আবার এই সমভোগের সমাজের, জাতির বা রাষ্ট্রের মূল্যের নয়, একমাত্র নিজস্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে। এই নিয়ে উৎকর্ষের মূল ভোগের চিন্তা করিতে পারে না।

আজ সমাজ ব্যাপক বিপ্লবের [illegible] বিকাশে মূল মূল ঘটিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু আমার কারণ এই যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রথমে আর্থিক

নিয়ন্ত্রণের এই ফল দিয়া বিজ্ঞানের সার্বজনিক ও স্থায়ি চরিত্র চাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সকলের জন্য সমানাধিকারের পক্ষে আন্তর্জাতিকতাই এক কৌশল বিশেষ।

অর্থোৎপাদনের প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক অধিকারাদির প্রভাবে অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। উৎকর্ষের মূলে এই অঘটনগুলা যাদৃশবিজ্ঞানের স্থায়ি উৎকট নিদর্শন। এই সব তথ্য বাস্তবজীবনে ইতিহাসে থাকে। কিন্তু এই সকল ইতিহাস আমরা কিভাবে দেখিতে পাই? অধুনীন বিশ্বাসির সমাজগুলি অধিকাংশ। সম্পত্তিশালীলোকেরাই ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়াছে। তাহারা শুধুমাত্র নয়। কিন্তু কোন কোন সমাজীর ক্রমশ এই ইতিহাসের উৎকর্ষের মূলে অন্যের আকার ধারণ করিয়াছে।

ফলতঃ এখনকার লোকের যেখানে "শ্রেষ্ঠত্বের" অর্থ শ্রেষ্ঠ লোকের পক্ষে সেখানে "সর্বনাশ"। এককে স্বাধীনতার অন্যের পরাধীনতা ঘুচিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক ইতিহাস সকল সময়ে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অবনতির মধ্য করিয়া গিয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতি কালের হইবার ফলে অন্যের অবলম্বন প্রভৃত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। মানবজীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা বাড়াইবার উপায় অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু সমাজের অতি অল্প সংখ্যক লোকই সেই সকল সুবন্দোবস্তের ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছে। একথা কাহাকেও বুঝানো যায় না।

ব্যবসায়-সম্প্রদায়ে অর্থের ও অধিকার যাহাদের হাতে সকল কাজ নিয়ন্ত্রণী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হিল না। উৎকর্ষ সম্প্রদায়ের বিনাশে এই দুই দল সমান ফলে ভোগ দিয়াছে। কিন্তু কর্তৃত্বভার ফুরাইয়াছে এক শ্রেণীর লোকের হাতে আর অধিকার ভোগ করিতেছে আর এক শ্রেণীর লোকে। ভোগে আসাড়ি লোকও এই প্রভেদ মর্মে মর্মে বুঝিতেছে।

কিন্তু এই সকল প্রভেদের কথা সাধারণে বুঝিতে চায় না। পাশ্চাত্যসমাজে 'অর্থনীতি-শ্রেণী', অর্থাৎকে 'ধন' বা "ধন লোকের শ্রেণীকে", ইত্যাদির পক্ষে যারা অনেকের, তাহারা ভোগী শ্রেণীর পক্ষে বা ধনিক পক্ষের অনেকের এই ধারণার মত প্রচার করা যাইতেছে বলিয়া। বাঁটি দল ভোগ পুষিয়া রেখিবার সাধন, আর লোকেরা নাই।

উৎকর্ষ-সম্প্রদায় যেমন যেমন বাড়িতেছে, তেমন তেমন এবং মুক্তকারকলার তেমন তেমন প্রসার লাভ করিতেছে। এ মুক্তকারকলার "মু" কথা হয় কিছু কিছু ধনে ব্যবহারিত সাহায্যে ব্যয় চাপা দিয়া চাকিয়া যায়। হইতেছে, অথচ বর্তমান অনেক লোকে প্রকার অত্যাচার, দুর্নীতি, পরাধিনীত্ব, ঘোলাজলিবাদের বা অধিকারিনীত্ব চলিতেছেই যা. এইরূপ বুঝিবার এবং বুঝাইবার লোকের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পরাধীন, ঘোলায় ও অন্যান্য বিশ্বাসির সমাজীবিদের মধ্যেই পাসক সম্প্রদায়, লোকক সম্প্রদায়, পুঁজিপতি সম্প্রদায়, ধনিক সম্প্রদায় তাহাদের পালন-পোষণনীতি চালাইতেছে, এই সব পণ্ডিত মহলে এবং রাষ্ট্র সমাজে এই প্রকার ম, অ, ব, ব স্বরূপ। এই অবস্থায় যদি পরাধীন, ঘোলায় এবং অন্যান্য বিশ্বাসির জাতিরা বিদ্রোহী হইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে শ্রীমকরাজায়, অরাজক ইত্যাদি রূপে গালি দেওয়া সকল ভদ্রলোক এবং পাসক সম্প্রদায়ীর স্বধর্ম।

(১২)

অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবিৎ দুনিয়ে উৎকর্ষ সম্প্রদায়ের মূল-তত্ত্বের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যতগুলা যুক্তি এবং তার্কিকের ফলের সঙ্গে মিলাইয়া আলোচনা করিলে অর্থাৎ প্রভৃতি বিশ্বাসগুলা আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে। তাঁহার কথায় উৎকর্ষ-সম্প্রদায়ের নির্দিষ্টের বিরুদ্ধে বলীয় লড়াই প্রধান, যথা। এই মূলে এক-পাশী পরিবারের পরিবার এবং অধিকারের বিরুদ্ধে প্রথম যাবত সমাজের বিশেষত্ব। পরিবারগুলাকে পরস্পর স্বাধীন এবং ঘ ঘ প্রধানে অধিক নিয়া যাবত সমাজ ভদ্রতে চেষ্টাবিবাহ, অবরণের (প্রাচ্য প্রায়) পাওয়া যাওয়ি দূরী করিয়াছে। স্ত্রীধনকেন্দ্র অনেক এরূপ অর্থ ঘটানো বৈশিষ্ট্যসম্পন্নিমূলক ব্যক্তির সম্প্রদায় বাহের বিশেষত্ব।

এইবার অর্থাৎনের কথায় এক শেষ কথা বলিব। অর্থাৎ বলিয়াছেন,—"উৎকর্ষের মূল সূত্র হওয়ায় অবধি সম্পত্তি বিশ্লেষণের হইয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্পত্তির বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা বাড়িয়া গিয়াছে। অবশেষে নিত্যে-

মেঘ আর্থে মনোযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে অভিধার সঙ্গে অনুক্ত ক্রিয়ার যোগ দেখাইয়াছে। ফলতঃ অনুধাবন এই শব্দটির ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। মনস্তত্ত্বটি তাহাতিন্ন পরীক্ষা সম্বন্ধে বিষয়ে হওয়ায় বেশিতে পারা হইয়াছে।

শিশুর মনোবৃত্তির উপর মনোযোগের প্রভাব চিরকাল এইরূপ থাকিবে না। মানুষ নিজ বুদ্ধি খাটাইয়া মনোযোগকে স্বতন্ত্র আনিতে সমর্থ হইবে। মনোযোগসম্পাদনে মানুষ কি কি উপায়ে কাজ করিবে, মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সমাজের প্রতি কোন্ কোন্ বিষয়ে বলী এই সকল কথা আলোচনা করিয়া বাহির করা মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা এই কথা মনে রাখিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় মানব-চিন্তা কার্যকরী হইবে।

"সম্প্রতি ভোগের জীবনযাত্রাই মানব জীবনের চরম কথা নহে। অতীতে মানব সমাজ যে সকল উন্নতি দেখাইয়াছে, সেই সকল উন্নতিই যদি ভবিষ্যতের মানবকে খুঁজিতে হয়, তাহা হইলে সম্প্রতি ভোগের অতিরিক্ত আরও কিছু মানব আজিকে দেখাইতেই হইবে। সেই খুঁজ আসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত হইতে আজ পর্যন্ত মানব সমাজের যে কয় পতাকা উড়িয়া গিয়াছে, তাহা মানব-ইতিহাসের প্রাচীন কালের মুল্যবান অতি কথা। অতিমাত্রে যে সকল মূল আসিয়ে তাহার মুল্যবান এই পতাকাগুলির সঙ্গে সমাজে ভগবানে যাক।

"সম্প্রতি ভোগোন্মুখ সমাজের সমাধানে তাহাদের দিকে লইয়া যাইতেছে। মানবজীবন এক উচ্চতর ভোগের পথ নির্ণয় করে প্রস্তুত হইতেছে। সেই ভোগের দেখা দিবে শান্তির মধ্যে, সমাজে আসুক, বড়ো হওয়ার সমস্যা, এক শিক্ষার সার্বজনীন অধিকারের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানবুদ্ধি, এবং জ্ঞান বিজ্ঞান বিকাশের ফলে মানবজাতি এই যে এক সুযোগ পাইয়া বসিয়াছে, সেই সুযোগের প্রেরণায় সমাজে যাবতীয় সমস্যার মেইপ্রাচীনকালের স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব এক উচ্চতর আকারে দেখিতে পাইব।"

• • •

যৌবনের-মুখ বুঝি কেবলই মেঘের লীলাভূমি করিয়া যায়। সর্বদাই মনে হয়—কিসে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-সুবিধার জন্য বর্তমানকে ত্যাগ করিতে হইবে। পাওনা অর্জনের বিজ্ঞানবল, হিসাবিবাণীর অভিজ্ঞতা—সকলই যেন ব্যর্থ হইয়া যায়। একবার মনে—কিসেরই বা অভাব যৌবনের সম্মুখে অনধিগম্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়।

এবারের যে অভিযান যৌবনের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল—তাহার প্রারম্ভ হইয়াছে যেন অভিযাত্রীদলের উপর আকাশ, অভিশাপ পড়িয়াছিল। যাত্রা করিবার-পূর্বে কেরাসের ক্রস সাহেবের প্রথম ভাবে কাজ হইয়া যাওয়ায় প্রফুল্লচিত্তে ছিলেন। তাহার পর অভিযাত্রীদের পূর্ব উৎসাহে নিরাশার কালো ছায়া করিতে আরম্ভ করে। তখন তাঁহাদের যেন মনে হইতে লাগিল যে, তাঁহাদের যোগাযোগ উত্তর সমীরে হিমালয়ের তুষার কোলে মাথিয়া আসিতে হইবে।

পথে নানা বিপদ আপদ সহ্যকরিয়া অভিযাত্রীদল যখন তাহারা তুল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তুষের অতি নিকটবর্তী হইয়াছিলেন।

তাহাদের মন আলোকে এবং আশার ভাবে ভরিয়া, অভিযাত্রী যেন অভিযাত্রীর মনকে তুলি করে তাহার উচ্চ শিখরের জন্য প্রস্তুত পায়। এই ভোরেই তাঁহাদের প্রাণবিয়োগ হয়।

• • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস্‌সি, আই, এ, ও আই-টি-পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে।

আই, এস্‌সি পরীক্ষায় কলিকাতার অনেকগুলি কলেজের ১,৬৩১ জন ছাত্র পাশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৯৬৯ জন ছাত্রী কলেজ হইতে এবার পাশ করিয়াছে। ফলাফল হইতেই প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম, ষষ্ঠ, নবম এবং দশম স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ বিজ্ঞান এবং গণিতে, সেণ্টাল কলেজ একই স্থান অধিকার ও বহরমপুর কলেজ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

আই, এ, পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রথম, দ্বিতীয়

ফুর্ব. পঞ্চম. ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। মহাইল বলের দ্বিতীয় ও সপ্তম স্থান, জীরোলিয়ান বলের ষষ্ঠ (শেষে) এবং দশম স্থান অধিকার করিয়াছে। জীরোলিয়ানের দুইটী ছাত্রীর এই কৃতকার্য্যতায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাদের নাম ঘথাক্রমে শ্রীমতী সুধীরা রায় ও ইন্দিরা পাত্তি রায়।

* * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবার মফঃস্বলের কোন ছাত্রের সম্মুখে জন্য স্বর্ণ স্বারী মার্টিকুলেশন পাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র আটজনই জন্য স্বারী আছে। কোন ছাত্রীর জন্য ১ পয়সার জন্য স্বারী মার্টিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, ইহাতে আমরা কি বুঝিব?

সাহিত্যিক চীনি শ্রীযুক্ত অমিয় বা বাগচী স্ত্রী বিদ্যার প্রেমের মকলের জানা। গত দুইবৎসর যাবৎ নানা মাসিক পত্রে যত স্বারী লেখকলেখিকা এই বিষয় লইয়া তুমুল আলোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আমরাও দেখা দেখি, আলোচনাটী সাধ হইয়াছে। "শিক্ষা, শিক্ষা" করিয়া চীৎকার করিয়াছেন, কাঁদিয়াকেটে তাঁহাদের প্রেটোর কোন কথাই দেখা যায় না।

আলোচনা অবশ্য অনেক হইয়াছে—শতত কাজ-কিছুতে নামিবার কি এখনও সময় আসে নাই?

* * *

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জন্মদিনে সন্ধী সন্মিলনীগ্রামে চীন দেশে গমন করিয়াছেন, সে সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। সেখানকার অধীবাসীরা তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন, গত বই যে সেই বাড়ীতে কয়েকটি চীনদেশীয় পণ্ডিত সমবেত হইয়া চীনদেশে বুদ্ধ জন্মতিথি পালনের ব্যবস্থা করিবার জন্য সভা করেন। চীন দেশের কৃতপুর্ণ সন্ধাট সুয়ান টাং একটী শীতবর্ষের পরিচয় উপহার দিয়াছেন। গত বই যে গ্রাম শিক্ষিকের এক মাষ্টারকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্যার চীন বার্ষিক উৎসব হয়—যি সভাপতি হন হইয়া ছিলেন। তিনি নিজ রবীন্দ্রনাথের জন্য ঘোষণা করার পর যি লিয়াং নিজের নামকরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের নাম হইয়াছে "চু—তেন—টান"। ইহার অর্থ—বহু-গর্জন—গভীর—জ্যোতীয় প্রভাত।"

* * *

রাখীবন্ধন

[শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ভাগবতীর্থ বি, এ]

হিন্দুবিবাহের মধ্যে রাখীবন্ধন একটী উল্লেখযোগ্য পর্ব্ব। প্রতিবৎসর—সাধারণতঃ শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় দিন এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। হাতে রাখীর সূত্র বাঁধাই এ পর্ব্বের প্রধান অনুষ্ঠান। বাঙ্গালাদেশে এ পর্ব্বের ততদূর সমারোহ পরিলক্ষিত হয় না সত্য, তবে আমাদের প্রদেশে ব্রাহ্মী ও ব্রহ্মণীর মধ্যে এ পর্ব্বটীর মধ্যেই উৎসব ও আমোদের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

হিন্দুবিবাহের এই রাখীবন্ধন প্রথা কোন্ দিন হইতে এবং কি প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার বিষয় কোন উল্লেখ কোন পুরাণাদিতে আমরা কিন্তা বলিতে পারি না। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের দ্রৌপদীকে রাখী বাঁধার উল্লেখ আছে। রাখীবন্ধনের একটী মন্ত্র হইতে বুঝা যায়, বলি রাজাও রাখী বাঁধিয়াছিলেন। সে মন্ত্রটী এই:—

'যেন বদ্ধো বলি রাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বাং প্রতিবধ্নামি রক্ষে মাচল মাচল॥'

হিন্দুবিবাহের এ পর্ব্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য আখ্যান প্রচলিত না থাকিলেও এ সম্বন্ধে জৈন-পুরাণে একটী সুন্দর আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য একথা বোধ হয় এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই যে, হিন্দুবিবাহের মত জৈনবিবাহেও রাখীবন্ধন প্রথা প্রচলিত আছে। জৈনবিবাহে এই আখ্যান হইতে রাখীবন্ধন প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত ব্যক্ত আছে। এই একটী বিষয়

জানা যায়। তারা এই :— প্রথমতঃ যাহাদিগকে কিছু বলিয়া ছলনা করিতে যে কাহিনী বিশ্বাসিগের নিকট উপস্থিত, তাহার মৌল বিষয় এই আখ্যানের অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, বোধ হয়, এই আখ্যান বৈদেশবাসীর ইতিহাসের কোন এক বিশেষ ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—যেহেতু এত সেই ঘটনার পরিচয়-রক্ষা বৈদেশিদের জন্য এই আখ্যানটি প্রথম সৃষ্টি। যাহা হউক এ বিষয়ের আলোচনা প্রবন্ধের উপসংহারে করিব। এক্ষণে সংক্ষেপে এই আখ্যানটি বিবৃত করা যাইতেছে।

উজয়িনী নগরে প্রাচীনকালে শ্রীবর্মা নামে এক বৈদেশ রাজা ছিলেন। তাঁহার ধনি, বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান ও বহুশ্রুত এই চারিজন মন্ত্রী ছিল। মন্ত্রীরা সকলেই ভিন্ন স্বভাবের। একদিন সভামধ্যে বিদ্যাজনী অন্তঃপ্রাচারে নাচক এক বৈদেশ মুনি সাতশত শিষ্য মুনির সহিত আসিয়া সেই প্রদেশের বহির্ভাগে উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। সেই মুনি-সঙ্ঘের যিনি নেতা, তিনি সকলকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিলেন যে, যদি রাজা বা অন্য কেহ যদি সেখানে আসেন, তবে তবে সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন এবং কেহ যেন কোনও কথা না বলেন; কারণ তিনি অবধি-জ্ঞানের বলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহা না হইলে তাহার উপর অত্যাচার হইতে পারে।

শেষোক্তরা রাজা দেখিলেন—সকলের মস্তক মুণ্ডিত, কেবল কটির বস্ত্র ধারণ করা মাত্র লিঙ্গ ঢাকিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহারা এ সময় এখানে কোথা হইতে?' মন্ত্রীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সকলের মধ্যে এক বিশেষ মুনি আসিয়াছেন এবং সকলে তাঁহারই অর্চনার জন্য আসিয়াছে। তাহা শুনিয়া রাজাও সেই মুনিকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রাজা ও মন্ত্রীগণ সকলে যেখানে সেই মুনিগণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই অন্যান্য মুনিদিগকে পূজা করিতেছিল দেখিয়া রাজাও যথাবিধানে তাঁহাদিগকে নমস্কার ও পূজা করিলেন। কিন্তু তখন আদেশে তাঁহাদের মধ্যে কেহই কোন কথা বলিলেন না বা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন না।

মুনিদিগের এই আচরণে রাজার মনে বড়ই ক্ষোভ হইল। তিনি, বিস্ময়ের সহিত মন্ত্রীদিগকে বলিলেন—'ইহারা সব মূর্খের দল। কথা বলিতে পারে বিদ্যা বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ই সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া আছে।'

এই সময় রাজসভায় যাহে সেই দলের একজন মুনি ভিক্ষা করিয়া নগর হইতে ফলাদি লইয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চারিজন মন্ত্রীই রাজাকে বলিলেন, —'ঐই দেখুন একজন। ও বোধ হয় দুই-তিন দিনের ভিক্ষা আনিতেছে। এত ঐ মূর্খের দলের মধ্যে একজন।'

রাজাদের এই কথা শুনিয়া মুনিদলের মুখের উপর তাহাদের কথার যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া যেল। তখন মন্ত্রীরা যে তখন নিতান্ত সরল কথা খুলিয়া বলিলে ভাল বলিলেন—'তুমি বড়ই অন্যায় করিয়াছ। আমাদের এই সঙ্ঘের এখন গুরুতর বিপদ উপস্থিত। যাহা হউক, যাহা করিয়াছ তাহার আর কিছুই করা যাইবে না। তবে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে। যে স্থানে তুমি মন্ত্রীদিগের সহিত বিবাদ করিয়াছিলে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কায়োৎসর্গ ব্রতের* অনুষ্ঠান করিতে থাক এবং তোমার উপর যে সকল অত্যাচার অনাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সমে তাহা সহ্য করিবে। তখন আজ্ঞানুসারে জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া কায়োৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে রাত্রিকালে রাজার সেই চারিজন মন্ত্রী সভার সভার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য চলিয়া গেলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিধানে আসন্ন এক প্রবাসীকে দেখিয়া তাঁহারা চারিজনেই তাঁহাকে মারিবার জন্য চলিয়া উঠিলেন, কিন্তু দেবতার কৃপায় তাঁহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। প্রত্যুষেই তাঁহারা সেই স্থানে সেই ভাবে দাঁড়াইল

* কায়োৎসর্গ (কর্ম ক্ষয়ার্থং কায়স্য উৎসর্গঃ) অর্থাৎ দ্বারা অনেক প্রায়শ্চিত্তের হয়। যে ব্রতের অনুষ্ঠানে সময়ে যে দেহের উপর উপদ্রব হয় তাহাতে কোন প্রতিকার করে, তাহা হইলে কায়োৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়ে না ও ব্রত হয়।

হইলেন। প্রাতঃকালে এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাজা সেই চারিজনকেই নিজের সমক্ষে ডাকিয়া বেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন।

যে স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা হরিদাসপুরের রাজা পদ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারই নিকট প্রথম করিলেন। এই সময় কুসুমপুরের রাজা নিঃসন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য হস্তগত করিলেন। ইহাতে রাজা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কন্যা দিতে চাহিলেন। তিনি আবশ্যক মত ঐ কন্যা লইবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। রাজাও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই অন্তঃপুরবাসী তাঁহার নাম শুনিয়া হরিদাসপুরের রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া রাজার নিকট আসিয়া সেই পূর্ব প্রার্থিত বর প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন—'আমার মাত্র দান দান বিবেচনা করিয়া আপনাকে রাজস্বার ছাড়িয়া দিতে হইবে।' রাজা কি করিলেন—প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাজ্য পর্যবেক্ষণের উপর মুনিবর আত্মোৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি যাইয়া সেইখানে নিজের জন্য ঘাসর করিলেন। তাহার প্রভাবেই ঘাসটি সপ্তম ঘাস হেম ঘাসর হইয়া মুনিগণ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলেন—কেহ কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন—মুখে চারিদিক আগুন হইয়া পড়িল এবং সেই অগ্নি মুখে অনেকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল এবং চেতনা লোপ পাইল।

এই সময় বিদ্যার নিকটবর্তী এক বনে জয়ন্তপাল নামক ভূমি ওপস্যা করিতেছিলেন। তিনি নিজের অন্তর্দৃষ্টিবলে এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন—'মুনিবিদ্বের উপর অত্যাচার হইতেছে।' ইহা বলিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে উপস্থিত বিদ্যাধর কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—'প্রভু, কোথায় কোন্ মুনির উপর অত্যাচার হইতেছে?' এই প্রশ্নের উত্তরে মুনিবর কুসুমের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

কুসুম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু, এ উপদ্রব দূর করিবার কি কোনও উপায় নাই?' মুনিবর বিমুখ হিয়া করিয়া বলিলেন—'অবিমুখ পর্বতে বিষ্ণুকুমার নামক এক মুনি আছেন। তিনি বিক্রিয়া নামক ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে এই বিঘ্ন হইতে মুনিবিদ্বের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই কার্য করিতে অনুরোধ কর।'

মুনিবরের কথানুসারে কুসুম বিষ্ণুকুমারের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পদ্ম রাজার নিকট চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে মুনিবিদ্বের বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কি করিলেন—তিনি বলিলেন—'আমি কি করিব? প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আমি সাত দিনের জন্য বলির উপর রাজ্যভার ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন যে যাহা করিবে, তাহার উপর আমার কিছুই বলিবার বা করিবার অধিকার নাই।'

বিষ্ণুকুমার তখন অসহায় বলিয়া নিজেই গেলেন। যে যাহা চাহিত, বলি সাধ্যানুসারে তাহা দিতেন। তাই, বিষ্ণুকুমার বামন মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট ভূমির নির্দেশ করিবার জন্য তিন পরিমিত ভূমি চাহিলেন। বলি তখনই তাহা দিতে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণুকুমার বিক্রিয়া ঋদ্ধির বলে দূরে আকার ধারণ করিলেন এবং তাহার যে যে স্থানে পদ করে, পৃথিবী সেই সমস্ত স্থানই তিনি দুই পদের দ্বারা অধিকার করিলেন এবং তৃতীয় পদ রাখিবার জন্য স্থান না হওয়ায় ঐ পদ বলির পৃষ্ঠোপরি রাখিয়া তাহাকে বশীভূত করিলেন। তখন বলি মুনিবিদ্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম রাজা ও অন্য রাজারাও তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মুনিবর সকলকেই ক্ষমা করিলেন। দূরে মুনিবিদ্বের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সাধুদিগণ তাঁহাদের আহারের জন্য খীর প্রস্তুত করিল। [ক্রমশঃ]

* যে ঋদ্ধি দ্বারা সাধু পরীক্ষার অবস্থা ও রূপ ধারণ করা যায়, তাহার নাম বিক্রিয়া ঋদ্ধি।

অশ্রুজল

[শ্রীসুধাংশু চট্টোপাধ্যায়]

সুখ আশাহীন যারি দুখ সাথে,
পরাণের প্রান্ত দিয়া বহা বহি যায় ;
ছেয়েছি তবু ছেয়ি প্রতি তরে তরে
বিশ্বের মরম কোথে তোমার উদয়।

দীনাধীন শোকাতুর বেদনা-আতুর
অন্তর যখন কাঁদে গভীর নিশীথে ;
নিদ্রার মৃদু মন্ত্রে ধরি আলিঙ্গন
তুমি যেন এস তবে সান্ত্বনা বারিতে !

তব করু মোর ভাঙ্গা-হিয়াতে
বর্ষিয়া যায় যথা প্রেম বাসনা ,
তুমি যায় অন্তরে প্রেমার ফুটাতে,
দুঃখের মানবের অশান্তি যাতনা।

তবে সুখ, আসে তুমি, যেওনে উষাস,
মোরে পাশি, যাইবার পূর্ব পরকাশ।

—○○:—

শিখধর্ম্মের শিক্ষা

[শ্রীবিনোদবিহারী রায়চৌধুরী]

—:০:—

বিশ্বধর্ম্ম সিরি [illegible] বলেন, সেই লোকই বলিয়াছিলেন, "একলা যা মৈত্রীর অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর নাই।" মানব-জন্ম হইতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি-দূষিত দেখিয়াও তিনি কি চেষ্টাই না করিয়া গিয়াছেন! [illegible] জগতের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া গাছ পরিত ও সাধু জীবন অতিবাহিত করিবার উচ্চ আদর্শ তিনি দিয়া গিয়াছিলেন—বিশ্বের [illegible] সেই আদর্শকে মাথায় তুলিয়া নাচিয়াছিল।

কিন্তু কালক্রমে বিশ্বের সেই অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিল। যাহারা নৈতিক জীবনের চরমোৎকর্ষে অমরত্বের সহিত ছুরা করিত, তাহারাই যে আবার কি ভয়ানক লড়িয়া [illegible] হইয়া থাকিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল—সেই কথার আলোচনাই করিব।

পরিবর্ত্তন একদিনেই আসে না। বিশ্বনিয়মের যে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। শান্তিপ্রিয় শিখজাতির পরিবর্ত্তন—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সমর ঘটনার আলোচনা করিলে [illegible] অতিশয় দুরূহ হইয়া পড়ে—সময়ে মস্তক ঘুরিয়া যায়! সকল কথা আলোচনা করিবার অবসর নাই—সংক্ষেপে বলিব।

মানুষের সহের একটা সীমা আছে! সেই সীমা যখন অতিক্রম করে, তখন সে পাগল হইয়া উঠে—সাধারণ মানুষ

সেই পাখীটির ছোট চক্ষে বেদিনের তাহাই অবলেষ মুখে মুক্তির আনন্দ ফুটে ওঠে। শিবজীবনের তাই ঘটিল।

অন্ধকারের পর অন্ধকারে পড়িয়া তাহারা অধিকার হইয়া উঠিল। তাহাদের অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ করে হইয়া উঠিল। এ সময় তাহারা উৎসুক হইয়াছিল। পাখির সন্ধানে তাহারা প্রথম হইতেই ঘুরে ফিরে শিখিয়াছিল, কেন ইহাদের তাহারা বিভিন্ন হয় নাই। তাহার পর শিবধর্মের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল—শিবমন্দিরের সেবাধারীর ওপরও উপর পীড়নের সূত্রপাত হইল। শেষে এক অর্ধরাত্রে তাহারা আদেশে তাড়িত হইয়া অপর ওইকোণ ফিরে করিতে প্রাণভয়ে ধাবিলেন।

যাহা হউক—তাহাতে কোন ক্ষোভের কারণ নাই। কিন্তু সেই যখন যখন অন্তরাত্মিক ভাবে আসে, তখন প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে—ধৈর্যের বাঁধন ভাঙিয়া যায়। যা' হোক, এ যে তখন মৃত্যু ও যে ওকে শিবজন প্রাণের সেবাধারে প্রস্তুতি করিয়াছে—সেই ওর যখন তাহাদেরই সম্মুখে অন্ধকারময় মরণকে বরণ করিতে যাত্রা হইবেন, তখন তাহাদের মন আত্ম-গ্লানিতে ভরিয়া যেন। কেবল আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষকে শান্তি দিতে পারে কি না—সে বিষয়ে তাহাদের মনে সংশয় জাগিল। ওরা ব্রহ্মবাদিন শিবজাতির ওরা কথা বুঝিলেন—তখন গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন, "আত্মার কল্যাণের জন্য।"

মনোভাবের শিবধারি শক্তির ওরা আরম্ভ করিয়া দিল। সব অপমান তাহারা সহিতে পারে—কিন্তু ওরা অপমান সহে কি করিয়া? আধ্যাত্মিকতার আধিপত্য তাহাদের মনে যে ওরুর আনিয়া দিয়াছিল, ব্রহ্মবাদিনের সাধনার ও অর্থনের ওরুত্ব তাহা দূর হইল। শিবজাতি সেই দিন হইতে অন্তরের অন্তরে বুঝিল।—

"প্রভু! মোর তরি
চলিয়া চলেছ তবী।
কোথায় পৌঁছিব ঘাটে, কবে কবে পার,
সব তা'রই ভাবনায়।

ভাঁজিয়া বাহিতে হবে পাল,
আঁধারি রজনী হবে হাল;
ঝড় আর ঝড়
বহিয়া চলিতে হবে তরী।
ওগো হে আমার—
তরণীর ভার তব দেব!"

• • •

তাহার পর ব্রহ্মবাদিনের মৃত্যুর পর উপাস্য দেবতার অভাবে শিবজাতি কিছু কাল আত্মার অবসর হইয়া পড়ে। কিন্তু সে ঘোরও কাটিয়া গেল। ওরা মেধাবীরাই যেদিন আততায়ীর অত্যাচারে আত্মরক্ষি দিতে বাধ্য হইলেন, সেই দিনই শিবজাতির জড়তার ঘোর কাটিয়া গেল।

যবন যোদ্ধিকদিগের প্রেরণায় শিবধর্ম সম্বন্ধে কলঙ্কের রটিয়া উঠিল। ধর্মকে রক্ষাইবার জন্য শিবজাতির উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। ওরা যোদ্ধিকের সাধনা শিবধর্মকে নরিয়াধিক করিয়া তুলিল।

ধর্ম মানুষকে পরম হইতে রক্ষা করে—সত্যকে চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলে; সুতরাং সেই ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে, শিবজাতিকে শক্তির সাধনা করিতে হইবে। ধর্মের অপমান—শিবুপিতাদের সাধনার অপমান যদি মেনিতে হয়, তাহা হইলে শান্তি লইয়া কি করিব?

শিবজাতি সেই দিন হইতে "কৃপাণ" ব্যবহারে করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, "প্রাণ থাকিতে ধর্মের অবমাননা ঘটিতে দিব না।" ইহাকে পাপবিক বলিলে পার—ইহাকে প্রতিহিংসা বলিতে পার। কিন্তু ইহাকে রুদ্ধ করিতে পার না। এত দিনে যখন মানুষকে আক্রমণ করে, তখন সে যদি অহিংসার মন্ত্র জপিতে জপিতে পলায়ন করে, তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা তার থাকিলেও মনুষ্যত্ব যে কাঁদিয়া ওঠে সে কথা বলাই বাহুল্য। সে কথা শিবজাতি বুঝিয়াছিল—তাই আজও অকাতরে আত্মোৎসর্গ করিতেছে—আজও তাহাদের আবাল বাজার "ধর্ম রক্ষণীয়ে" ধ্বনিতে মিলিয়া উঠিতেছে। সেই দিন হইতেই ব্রাহ্মণের উপবীতের মত শিখের কৃপাণ ঝুলিতেছে।

"ধরার যে করে, আর ধরাতে যে মরে,
যম তারে ডরে বেন দূরেতে রহে।

বিশ্ব ইতিহাস আমাদের শিখাইতেছে যে শক্তির সাধনা ব্যতীত মনুষ্যত্ব অর্জন হয় না। আমাদিগকে এই শিক্ষা ভুলিলে চলিবে না, শক্তির সাধনা করিতে হইবে।

কবির এই বাণীকে মন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আজ সমস্ত বাঙ্গালার সন্তান পথ চলা করিতে হইবে।

[আহ্বান]

আদ্য পত্র

৺কাশীধাম বিন্দুসারদা মঠ।

প্রায় ১১২৮ বঙ্গাব্দ পূর্ব্বে, জগদ্গুরু ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের লীলাক্ষেত্রে পবিত্র ৺কাশীধামে এই বিন্দু-সারদা অম্বিকা পীঠ সাধনা মঠ স্থাপন করেন। প্রথমে অনেক বৎসর এই স্থানে ভগবান শঙ্করাচার্য্য দেব পূর্ব্ব মূর্ত্তি বিরাজ করত: সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া বেদোক্ত ধর্ম্ম এবং ভগবদ্ভাব বৌদ্ধদিগের হাতিত সাধারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দূর করত: ৺বিশ্বনাথ দেবের জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। তৎপরে যীয় চরণ-পাদুকাযুগল এই মঠে রক্ষা করত: ভারতের সর্ব্ব স্থানসমূহ ভাহাদের সর্ব্বত্র বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট মঠের ভগবদ্ভাব চারিদিকে চারিটী মঠ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে তাহা বিন্দু সারদা, যোশী মঠ জ্যোতীষ, গোবর্দ্ধন ও শ্রীশারদা, পুরুষোত্তমী ও পূর্ব্বদিকে। উহাদের প্রত্যেক এই চারি মঠের অধিষ্ঠাত্রী বিন্দুসারদা অর্থাৎ ভগবতীক্ষেত্র এই অম্বিমুক ৺কাশীধামী মঠের মূলে মঠের মূলের-বিন্দু মহা এই বিন্দু সারদা যা পার্শ্বে মূলের যীয় মঠে থাকে। তাহা ভগবান এই মঠে স্থাপন করেন। অপরদিকে ৺শঙ্করাচার্য্যের হাতে বিন্দু সারদা এবং এই ৺কাশীধামস্থ এই বিন্দু-ক্ষেত্র মঠের মূলের ভগবান বিন্দু সারদা যীয় মঠে। তৎপরে ভগবান শঙ্করের মহাপ্রয়াণের বিন্দুমঠে পূর্ব্বে উত্তরাখণ্ডবাসিত ভগবদ্ভাবী ক্ষেত্রে ভগবান হাতিত বেদান্তধর্ম্মী ৺শঙ্কর-ক্ষেত্রীর পার্শ্বে তাঁহার পবিত্র বপু ভগবদ্ভূমি তলে ভগবত: বেদান্ত ধর্ম্মের লীলা সংরক্ষণ করিয়া প্রধান ভাবে এখান ভাবে। অপরদিকে যীয় পরাচার্য্য স্বামীর শিষ্যসম্প্রদায় পরাপর, ঈশ্বরাশ্রম, প্রকাশেন্দ্র, ব্রহ্মানন্দেন্দ্র ও সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি ভগবদ্ভাবী কর্ত্তৃক ক্রমশ: চলিত হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান কালের দুষ্টিল চক্রান্তকে আজ এই মঠটী সংরক্ষণ-ভাবে নির্দ্দিষ্টির প্রায় হইয়া আসিতেছে। ৺পরম ভাক পাদুকাযুগল ভগবদি দিই মঠেই বিরাজমান রহিয়াছে এবং আচার্য্যদি ভগবদ্ভাবে হাতিত ৺বিশ্ব প্রাচীন পরম্পরা, যেন যোগ প্রতি মূর্ত্তি আবরণি বারা বিভূষিত আছে। এই ভগবদ্ মূর্ত্তি বর্ত্তমানে ভগবান দুষ্টিগোচর হয় না এবং ৺পরাচার্য্যের আজ পাদুকাযুগল এই ৺ মঠেই কুমারি—অন্য কোথাও যাই যাই, ইহাই এক সত্য। আজ ভগবদ্ভাব চরণ-পাদুকাযুগল এই ভৌম মঠ যীয় ভগবদ্ভাব ভাবে করত: বীরের নিজভাবের অতি আগ্রহে আজই যীয় পরমত্ব বিকাশ করিয়া ভগবদ্ ভাবে অবস্থান করিতেছে। আজ ভারতে অন্যান্য সাধনীয় আশ্রমের ও ভাগবদ্ধর্ম্ম বর্দ্ধমান থাকিতে মাত্র চারি পাঁচ হাজার টাকার অভাবে এই ভৌম মঠের মূলে ভগবদ্ভাবে যেন ৺পরম যীয় বিলুপ্ত হয় না। বিশেষত: এই মঠে ব্রাহ্মণবংশীয় সাধারণ মঠ, ভগবদ্ভাব কাশী অবলম্বে এই মঠের ভগবদ্ভাব বিরাজ। তাঁহারই সাহায্যে ভগবদ্ এই মঠের ভগবদ্ভাব কাশী পরিচালিত হইতেছে। অবশেষে আমরা আশা করি, কাশী অবলম্বে ভগবদ্ভাব ব্রাহ্মণ এবং ভাবে এই ভগবদ্ বিশ্বেশ্বরী প্রসাদ সিং এবং ভগবদ্ভাবী মাতা ভগবদ্ভাবের ভগবদ্ ব্রাহ্মণ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সে

মহাশয় কলিকাতার এই সমিতি প্রাচীন কীর্ত্তির রক্ষাকল্পে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিবে। এই ঘাটের বর্ত্তমান অবস্থা হয়রাণ একজন অভিজ্ঞ পথিক। একজন ঠাকুরের বাগোয়ান" গ্রন্থ-বিশেষে, অজয়ের আগমনবাসীন শ্রীযুত হয়রাণের চীর্ণ ঘাট-গুলিকে যাত্রীর মাথে ভি ;; পথের সহিত একাকীবাসী ঐক্য যাত্রীর মধ্যে সাহায্য প্রেরণ করুন। তবেই পথের পথিক এই ঘাটোদ্ধারের উপায়গুলি না দেখিয়া আর বাগোয়ের বন্ধুগণ সকলে উদ্ধারকর্ত্তার সকলে ফিরে আসিবে, যাহাতে যাত্রীর উদ্যোগে এই সকল অতিক্রম যাত্রীর উদ্ধারের অভাবগুলো পূর্ণ হয়, এই জীর্ণ ঘাট সংস্কৃত হইয়া আবার সুসজ্জিত হয়, তাহার উপযুক্ত বিধান করিয়া অতিরিক্ত ৮৬প্রবাসীবাহাদুর, তবেই পথযাত্রীগণ অজয়ের এক অতিরিক্ত সুবাসী, অজয়ারী এবং বিশ্রামীবৃন্দের সহিত সহিত অভাবাপীড়াগণ প্রণত হইবে।

নিবেদক—

কোঃ শ্রী উপেন্দ্রমোহন ঘটিকুল বেদান্তী।
অজয়ারী ভূমিবিদ্যা-পরিষদের সম্পাদক।

সুলতানার স্বপ্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[দ্বিতীয় প্রকাশ হইতে]

"আমাদের পুরোহিতা যদি মহারাণী,—আর কি কোন অভাব থাকিতে পারে? অবশ্যই অন্যান্য বিভিন্নদিকে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা প্রিন্সিপাল একটী অভিনব বেলুন নির্ম্মাণ করিলেন; এই বেলুনে কয়েকটি নর নারীর স্থান হইত। বেলুনটি পৃষ্ঠে দেহের উপর রাখিয়া বসা যেত,—বায়ুর আকর্ষণ ও বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল,—এইরূপে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা দৃষ্টিপথ করিবার করিলেন। বিজ্ঞানের লোকেরা দর্শন ঐ বেলুনের সাহায্যে জল গ্রহণ করিতে কি না, তাহা আর দেখিবার আকাশ আকর্ষণ হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী মেয়ে প্রিন্সিপাল প্রাকৃতিক কয়েকটি বিষয়ের করিলেন।"

"বটে! তাই আমাদের এখানে পথে কর্দম দেখিতে পাই না!" কিন্তু আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—বলের ভিতর বায়ু আকর্ষণ কিরূপে আকর্ষণ করিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব? তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি!—আমার বিজ্ঞান দোষের সহিত আমাদের (অর্থাৎ মেয়েদের সমাজের) কোন সম্পর্ক নাই! সুতরাং অধিক বলায় বাহুল্য বোধ করিয়া আমার যোগদান হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন:—

"বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় এই অদ্ভুত-বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল,—অধিবিদ্যালয় আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রিন্সিপাল বলিয়া করিলেন, যে এমন কিছু আবিষ্কার করা চাই, যাহাতে কার্ব্বনী-বিদ্যুৎ বিজ্ঞানকে পরাভূত করা যায়! তাঁহারা অবশ্যই এমন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন, যদ্দ্বারা সূর্য্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নয়,—তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামত কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারেন।"

"অবশেষে একদিন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানে মিলিত হইলেন, সুলতানা তখন বৈজ্ঞানিক বিভাগের একজন ছাত্রী ছিলেন। তখন মহামান্যগণ জানিতে পারিলেন, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ু হইতে জলগ্রহণ করিয়া এবং সূর্য্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাঁহারা জানিতেন তাবে জানিলেন। এখন কি তাঁহারা বিজ্ঞানের মহান কার্য্যপ্রণালীকে 'বন্ধ-বন্ধন' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।"

আমি বলিলাম, "আমাদের কার্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু এখন বলুন দেখি, আমাদের পুলকের কি প্রকারে অন্তঃপুরে স্থান হইবেন? কোনরূপ ঘটিয়া পাড়িয়াছিলেন না কি?"

ডাক্তারী বলিলেন, "না।"

"তাহারা যে বিবাহ করা কিছুতেই হইতে পারে না। মুক্ত স্বাধীনতার জলাঞ্জলি দিয়া কেহই চতুষ্পাঠীতে অন্তরালে স্থান হইবে কেন? তবে অবশ্য পুলকের কোনরূপে আমাদের বাড়ী পরাভূত হইয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাই বটে।"

"কে প্রকারে পুলকপ্রবরকে পরাভূত করিল,—সবলা? কটিপত্র মাতীমোক্ষা?"

"না, এদেশের পুলকদল বাহুবলে পরাস্ত হয় নাই।"

"হাঁ, ইহা অসম্ভব কথা, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্বল নহে। তবে?"

"অধিক ধনে।"

"তাহাদের মস্তিষ্কও ত প্রখর? তাহারা ধূলায় ধূসরিত ও নহে। বল?—কি বলেন?"

"মস্তিষ্ক থাকিলে কি? ধনীর মস্তিষ্ক ও মানবের তুলনায় দূরে এল আসী, তবু ও মানুষ ধনীকে পূজা করিতেছে।"

"সত্য বটে; কিন্তু কি প্রকারে কর্ত্রীরা বশী হইলেন, এ কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন—আর বিলম্ব সহে না।"

"স্ত্রীলোকের ভিক্ষিত পুরুষের অপেক্ষা বিপ্রকারী, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোন বিষয়ে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তি তর্কের সাহায্যে বিষয়টী বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনা চিন্তায় যাহা সেই বিষয়ে উপনীত হয়। যাহা হউক, এক বৎসর পূর্বে অন্য নৈমিক বিদ্যালয়ের কর্ত্রীগণীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক অধ্যেষণা ইয়াদিকে 'বন-ভোজন' করিয়া উপহার করিয়াছিলেন, তখন কটিপত্র স্বামী তথায় কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবী প্রিন্সিপালের বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা যাহারা উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য করিতে উত্তর দিও। উত্তর কর্ত্রীর এই উত্তর দিবার সুযোগের অন্ত স্বামীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

"স্বামী আসুন।" আমি অতি আগ্রহে বাধা দিতে না পারিয়া অধীরভাবে দিয়া বলিলাম, "এবং কটিপত্র অন্তঃপুরে বসিয়া 'বন-ভোজন' বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন।"

অধিনী লাগা বলিতে লাগিলেন,—

"কিছুদিন পরে অনেকগুলি বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদের কোন প্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা রাজ্যচ্যুত বা পুরিবারের সকলেরই ছিলেন না,—তিনি কেবল স্বাধীন ও অন্তরিক্ষ বিজয় প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সকলের মহারাণীকে ঐ আসামী করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাণী ত মহারাণী জননীর জাতি—সুতরাং তিনি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে মৃত্যুর মুখে পাঠাইতে নিষ্ঠুরতা দিতে পারিলেন না। প্রবল অন্তরাত্মা রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"আমাদের মনস্কাম প্রবল ছিল, সৈন্য সেনাপতিদের নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা বীরোচিত উৎসাহে সকল বন্দুকীন হইলেন। চতুর সংগ্রাম বাধিল। রক্ত গঙ্গায় দেশ ভাসিয়া গেল। প্রতিদিন যোদ্ধাদের আহার স্থানে পরস্পরে সমবেত হইয়া বিজয়ের বিষয় বলিতে লাগিল।

"কিন্তু সকলের অপেক্ষা প্রবল ছিল, তাহাদের পরিবারের কথা অন্তর হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে যুদ্ধবিগ্রহে যুদ্ধ করিয়াও শত্রু হইতে পরাজয়ী হইতে লাগিল, এবং পরিশেষে জয়লাভ করিল।

"যেদিন যোদ্ধজয়ী সেনা ফেরে, সেদিন উৎসব হয়—সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমন কি বৃদ্ধারাও বৃদ্ধ হইতে যোদ্ধপরীর বালক পর্যন্ত সকলেই চলিল। কটিপত্র প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন; অন্যান্য সেনা প্রাণ হারাইল; অবশিষ্ট যোদ্ধারা বিরাজিত হইয়া পুরপ্রবেশে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী

হইতে যায় নাই। এই দুই তারি বিষয়ে তুমুল গণ্ডগোল হইয়া রাজধানী আকুল করিবে।

"এই সময়ে মহারাণী প্রথমতঃ মুখ্যমন্ত্রী মহিলাকে ডাকিয়া পাঠান। তখন কি কথা, তাহা ইহারি মধ্যে আলোচ্য বিষয় ছিল।

"তেজ প্রস্তাব করিলেন যে, রাজিয়ার দুঃ করিতে যাইবে। মন্ত্র বলিলেন যে, ইহা অসম্ভব—তাহার ওজন ৩ অবলার সহস্রগুণেরও অধিক, তাহাকে আনার কৌশল, বোঝাইবার, বহন করিবার অসুবিধা। তৃতীয় দল বলিলেন যে, দুইজনেরা দুঃ করুক—মহারাণীর পারীরিক ক'ণে ই প্রস্তাব অসঙ্গত।

"মহারাণী বলিলেন, 'যদি আপনারা রাজিয়ার সেবা করিতে না পারেন, তবে অন্তিম কালে সেবা করার চেষ্টা করুন।'

"সকলে নিরুত্তর; সভাগৃহ নীরব। মহারাণী মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যদি সেবা ও যত্নে রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিজে আত্মহত্যা করিব।'

"এইবার তৃতীয় বিশ্বিদ্যালয়ের নেত্রী বিদুষিণী (যিনি সেবাধর্ম আরম্ভ করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন—এখন অতি ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে, বিষয় বাক্যের আশা করা যায় না,—সব প্রাণে পুরোহেন। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন—যদি এই উপায়ে রক্ষা পরিচালিত হয়, তবে ত সুখের বিষয়। এই উপায় ইতিপূর্বে আর কেহ অবলম্বন করেন নাই—তিনিই প্রথমে এই উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা—যদি ইহাতে কৃতকার্য হওয়া না যায়, তবে অন্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাকুল তুমুল প্রতিবাদ করিলেন, যে তাঁহারা কিছুতেই রাজিয়া-পৃথক পরিবেন না। সেই গভীর বিষাদ রজনীতে মহারাণীর মহাপ্রাণ অন্তঃপুরের প্রতিটি-অধিবাসীর পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অবোধিত উপায়ের কথা শুনিয়া, 'আত্মহত্যা করিব' যে কেহ অবোধিত ঘোষণাকে করে শুনিল, 'বিদেশীয় স্ত্রী-লোক স্পর্শ করিবে না!'

"মহারাণী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন, এবং সেনেটি প্রিন্সিপালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

"সেনেটি প্রিন্সিপাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, 'আমরা, মুখ্যমন্ত্রী-কথিত পূর্ণ পুরুষের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পর্দার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।' মহারাণী উত্তর করিলেন, 'অবশ্য। তাহা ত হইবেই।'

"পর দিন মহারাণীর আদেশমতে দেশের পুরুষদিগকে জানান করা হইল, যে অবলারা মুখ্যমন্ত্রী করিবেন, সে জন্য সকল সময়ে পর্দা করা উচিত। তখনো অনেক ও মাননীয়া মহিলার অনুরোধে পুরুষের অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে।

"অবলার মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, পরে জিজ্ঞাসিলেন, 'ব্যাপার কি?' তাঁহারা আহত এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন—মুখে আর হাসি ছিল না, কাজেই মহারাণীর এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত শুভ আশীর্বাদ মনে করিলেন। অন্তঃপুরকে অভিসম্পাতের সহায় করিয়া তাঁহারা কিরূপ ব্যবহারে অন্তঃপুরে আসন লইবেন! তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সেখানকার কোন আশা নাই—অন্ত কিছু পরাজয় নাই। দেশের অভিজাতী অন্তঃপুর সমরাঙ্গনে মুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের এ অধিক বাসনার আর কোনরূপ প্রয়োজন কি? সেটা কি হয়, দেশের দেশরক্ষা সমাজ পুরুষগণ আন্দোলন করিলেন।

"অবশেষে সেনেটি প্রিন্সিপাল দুই সহস্র মাননী পরিচালনার সকল প্রাণবায়ুকুলে যাত্রা করিলেন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "দেশের পুরুষদিগকে ও পর্দার অনুরোধে জেনানায় বন্দী করিলেন, মুখ্যমন্ত্রী পরিচালনের বিষয় পর্দার আয়োজন করিলেন কিরূপে? উহা প্রতীয়মান স্থির নিজ অধিকার করিয়াছিলেন, না কি?"

"না ভাই! সেটা ত পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে মিল না,—অন্তঃপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা থাকিলে তার বিচারালয়ে স্বামীর প্রয়োজন ছিল কি? আর সকল বিষয়ে পর্দার

অপরাধ করিবার আবশ্যক ছিল না—কেহ যাহাতে অনেক দূরে ছিল, বিশেষতঃ তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।"

আমি হাস্য করিয়া বলিলাম,—"যে দুর্ভেদ্য দূরবিনটী লৌহাধিনীদের প্রহরা বর্ণনে তাহাদের সহায় হইয়াছিল—"

"তাহাদের সহায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু লৌহাধিনীর প্রহরায় নয়,—অন্য কারণের প্রবল বিরুদ্ধে!"

"বটে! কি প্রকারে? আর আপনারা কিরূপ করে দুর্ভেদ্য করিলেন বিবরণে?"

"জাহাজের সঙ্গে সেই সূর্যালোক-সঞ্চারের যন্ত্র ছিল বলে। আপনি কখনও ইহাদের সার্চ লাইট (Search light) দেখিয়াছেন কি?"

"দেখিয়াছি।"

"তবে মনে করুন, আমাদের সঙ্গে অমন তিনটা সার্চ লাইট ছিল,—অবশ্য সে লাইটগুলি ঠিক সার্চ লাইটের মত নয়, তবে অনেকটা সদৃশ আছে; কেবল আলোকে ঘুরাইবার জন্য তাহাকে 'সার্চ লাইট' বলিতেছি। ইহাদের সার্চ লাইটে উত্তাপের প্রাবল্য থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চ লাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল। রাত্রিকাল যখন সেই সার্চ লাইটের তেজীয়ান উত্তাপ-রশ্মি পত্তন দিকে পরিচালিত করিতেন,—তখন আমরা যে ও আবিষ্কারিত, এই পার্শ্বাধিকারের জন্য সূর্য্য অবতীর্ণ; সে উত্তপ্ত উত্তাপ ও আলোকের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পত্তনগণ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। রাত্রীর মধ্যে একটী লোকেরও মৃত্যু হয় নাই—এমনকি, বয়োধিক্যের জন্যও কাহারও মৃত্যু হয় নাই—অথচ পক্ষ পরাজিত হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে পর আমাদের মনুষ্য ও পশু সুস্থশরীরে বন্দর ত্যাগ করে।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, "যদি তাদৃশ অবস্থায় আমরা দুর্বলা হইয়া আক্রমণের কোন অনিষ্ট হইত?"

"আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, আমরা বাস্তবিক ছিলাম অজেয়। আমরা রাজধানীতে থাকিয়াই সার্চ লাইটের তীব্র উত্তাপ প্রয়োগ করিতাম। তদ্ব্যতিরিক্ত দুর্ভেদ্যতার জন্য অনিষ্ট হইবার নহে।"

"তবুও আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা মহারাজা আমাদের প্রতি আক্রমণ করিতে আসেন নাই?"

"আর সে সুযোগ প্রবলেরা অজেয়দের বাহিরে আসিতে দেয়া করেন নাই কি?"

"হাঁ, তাঁহারা যুদ্ধি পাইবে তেমন অধিকারিতে। অতিথি পুলিশ অধিকারের ও জেলার মাজিষ্ট্রেট এই মর্মে মহারাণীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে যুদ্ধে অজেয়-কারণ কখনও কোন দেশে সমর বিভাগের কর্তৃত্বাধীনতা লোপী, তেমনি যাহাদিগকে বন্দী করা আবশ্যক হইয়াছে; কিন্তু অন্য রাজপুরুষের ও তথায় কর্তৃত্ব অবলম্বন করেন নাই, তবে তাঁহারা অজেয়পুর-কারাগারে বন্দী থাকিবেন কেবল তাঁহাদের পুনরায় যে যে কার্য্যে বিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হইবে।"

"অবশেষে তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যদি আমার কখনও আবশ্যকীয় তাঁহাদের সাহায্যের আবশ্যক হয়, তবে তাঁহাদিগকে অবাধিতে কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্যে প্রয়োজন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা সেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন।

"আমরা এই প্রকারে 'সেখানে' না বলিয়া 'স্বর্গে' বলি।"

আমি বলিলাম, "বেশ তা; কিন্তু এক কথা,—পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি ও 'স্বর্গবাস' আছেন, আর তুমি রাজাদিগের জন্য এবং রাজ্যরক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য অনাচারের বিচার করে কে?"

"অবধি 'মহারাজা' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তবধি এরূপে কোন প্রকার পাপ কিম্বা অন্যায় হয় নাই, সেই জন্য আমাদের সৈন্য রাখের সিপাহি আর পুলিসের প্রয়োজন হয় না,—লৌহাধিনী মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটেরও আবশ্যক নাই।"

"তাই ত আপনারা অক্ষ শয়তানকেই পুরস্কার করিয়াছেন, আর কোন শয়তানী থাকিবে কিরূপে! যদি কোন ব্যক্তি কখনও কোন বে-আইনী কাজ করে, তবে

আমাকে লক্ষ্যেই করা আপনাদের পক্ষে কঠিন নয়। তাঁহারা নিজ ছদ্মবেশে সুকৌশলে কি করিতে পারেন,—কখন ও কেমন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য সাধিবেন?"

অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্র মহাশয়! আপনি এইখানে আমার নিকট বসিবেন, না আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন?"

আমি সলজ্জে বলিলাম, "আপনার ব্যবহারটা যদিও বলিবার মত অপেক্ষা কোন অংশে বিচিত্র নয়! কিন্তু তথাপি আপনার ভার বহু করিয়া এখানে আমাদের বসা অন্যায়; আমি উঁহাদের যে কথা বলিয়াছি বলিয়া হয় ত তাঁহারা আমাকে গালি দিতেছেন!"

আমি ভগিনী লাভার বলিবার সময় ইচ্ছা-পূর্ব্বক উহাদের দৌলতী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম,—"আমার বন্ধুবান্ধবেরা আসী আসিবে, তখন আমি সেখে দিয়া নারীস্বাধীনতার কথা বলিব,—নবজাতমনুষ্য নারীস্বাধীনতার নারীর পূর্ণ আধিপত্য, বংশতালে পুরুষের অধিকার থাকিবে ছদ্ম করেন, শিশুদের খেলা দেন,—এক কথায় ঘরকন্নার তুলধারা করেন; আর ছদ্ম প্রণালী এমন সহজ ও সুবিধাজনক, যে সকলই অতীব আবোধজনক ব্যাপার! তাহাতে যে সকল দেখের খানদ প্রভৃতি বড় বড় অফিসে চুরিয়া সওদাগরী বিলীয়ার্ড খেলিতে চাহেন না, তাঁহারা এমন কেন্দ্রীভূত সৌকর্য্য পাইলে আর ছদ্ম কার্য্যে আপত্তি করিবেন না!"

"ডাক্তার মোকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সুবোজাল যাহাতে উপায় করিতে পারেন। বিশেষ একপ্রকার কাচ (Convex glass) দ্বারা চোখ ছবিকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বড় করা যায়, সেইরূপ কাচনির্ম্মিত বড় বিলাতি করিতে অধিক বুদ্ধি ও টাকা খরচ হইবে না।"

"আমার ভাগিনা লাল! তাহাদিগের বুদ্ধি সুখের চালিত হয় না—আর বিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের এক কাবোর দরাজি বড়ই—সিঁড় কাহাদি লাভে! কোন রোগ আপনা হইতে ভাল হয় না, তাহাকে ভাল করিতে হয়। নারীস্বাধীনতা কখনও স্বর্গস্থী হয় নাই,—ভিন্ন দোষাদের জন্যও ঘরিবুদ্ধা তালিয়া আইসে নাই।"

সিনি হাসিয়া বলিলেন, "না।"

"তবেই দেখুন, তিন বৎসরে আপনারা একটী বৎসর দেখিতে সুস্থ করিলেন,—না, প্রকৃত পক্ষে দশ বৎসরেই আপনারা এদেশের সর্ব্বাঙ্গীন পুনরুন্নতিতে পরিণত করিতে পারিবেন। আর আমরা একটী সুসভ্য ভদ্রলোক দেশকে অধঃ ভাবিব হুকের কথা,—যাঁর ক্রমশঃ তাহাকে নীরবতা পর্য্যায়ে পরিণত করিতে বসিয়াছি!"

"পুরুষের কার্য্যে ও কর্ম্মীর কার্য্যে এই প্রভেদ। আমি যে বলিয়াছিলাম, পুরুষেরা কোন ভাল কাজ সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত নয়, আপনি বোধ হয় এতক্ষণে সে কথাটা বুঝিতে পারিলেন?"

"হাঁ, এখন বুঝিলাম, নারী যাহা দশ বৎসরে করিতে পারে, পুরুষ তাহা পাঁচ বছর বয়সে করিতে অক্ষম; আচ্ছা ভগিনী লাভা, আপনারা বুঝিতেছেন তখন কার্য্য করেন কিরূপে?"

"আমরা বিদ্যা-নাহারে চায় করিয়া থাকি। তখন আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়,—তারী বোঝা উঠোলন ও অন্যের কার্য্যও সেই করে। আমাদের যাতায়াতও তাহারা চালিত হয়। দেখিতেছেন, এদেশে রেলবর্ত্ম বা পাকা রাস্তা বিশেষ নাই, কেবল পরস্পরে হাবেহ পথ আছে।"

সেই জন্য এদেশে রেলওয়ে দুর্ঘটনার ভয় নাই—রাজপথেও লোকে পাকী চড়ে দেখিতে পাই না। যে সব পথ আছে, তাহা ত ক্ষুদ্র-পথা বিশেষ! যদি, আপনারা কখন কখন আমাদের অতিথি রেল রোগ করেন কি?"

"বল এখান বয়স হইতে এদেশে আসিবার ভাড়া পাইতে হয় না। আপনি ঐ যে দূরে রেলের এঞ্জিন তাহাতে কতজন বসিতে পারে?—টাকা দ্বারা আমরা বড় টাকা বাহির করিতে পারি। আমাদের বড় লম্বা পথ-ক্ষেত্রে কখনও করা হয়। আমার কলাবাগানের আমরা ঈশ্বরকৃপায় ভাইভোগ করি না। ভাড়াগাড়ি এবং ভাড়াটেরও উপদ্রব নাই।"

"তবে ত এদেশ বড় সুখের স্থান। আচ্ছা মিত্র! ইহার নাম 'সুখধাম' হয় নাই কেন? আপনারা ভারতবাসীর

তার বন্দনা করতে কি? এখানে কেহ সুবিধামত পাইয়াছ হয় কি?"

"না ঠাকুরমি! আমাদের কোথায় কবিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সকল কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রত্যহ তাহার অনেক করিয়া নানা প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টা থাকি। অন্যদের কথা বলিতে সময় পাই—আমাদের সময় নাই। আমাদের অবশ্যই মহারাণীর নাম,—সময় পেলেটাকে একটি উদ্যানে পরিণত করিতেন।"

"রাণীর এ আকাঙ্ক্ষা অতি চমৎকার! আপনাদের প্রকাশ পায় কি?"

"হাঁ।"

"ভাল কথা, আপনারাই ত সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কি করেন?"

"বড় বড় কল কারখানার যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন। খাতা-পত্র রাখেন,—এক কথায় যদি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম অর্থাৎ যে কাজে কায়িক বলের প্রয়োজন, সেই সব কার্য্য করেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ওঃ! তাঁহারা কেবলই ভুতে বন্দুকের কাজ করিয়া থাকেন!"

"কিন্তু কেবলই ও শ্রমসাধ্য বলিলে ঠিক যাওয়া হয়, এমনের অনেকেরা ভাল মানুষ। তাঁহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষায় আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। আমরা এক কঠিন করিয়া লইয়াছি—তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা বুদ্ধিচালনা করি। আমরা যে সকল যন্ত্রের উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাঁহারা তাহা নির্ম্মাণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই সমান-ধর্ম্মের বিষয় অবগত,—সুতরাং পরীক্ষা, মহিলা!"

"বল কেন! কিন্তু আমাদের পুরুষেরা একথা শুনিলে অত্যন্ত রাগিবেন! তাঁহারা আমাদের একটি এক নম্বর—'ক্রীতদাস' মনে তাঁহারা ছিলেন। আমরা তাঁহাদের যাই দেখিলাম যত 'তাবেদার' মাত্র। আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনার শ্রীমুখে যাহা যত তাঁহা মানের বিষয় আমরা ত পুরীষাগারে অধিক যাই বলে করি।"

"আমাদেরও পুরীষাগার অভাব হয় না। তবে আমরা পিশাচী ভাবের ন্যায় জলাশয়ের কূপ প্রার্থনা করি না; এখানে কারিগরী আমাদের দেবিকা—যে আমাদের ইচ্ছানুসারে শীতল জোয়ার জলী দিক করিয়া দেয়। আবার শীতকালে সুখোত্তাপে গৃহগুলি ঈষৎ উষ্ণ রাখা হয়।"

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার আবাসগৃহ দেখাইলেন। এ কক্ষের ন্যায় যাহার চলার মত! ঘর দুনিয়া কেবিন ইত্যাদির পুরীষাগার আর বলা যায়। প্রত্যেকটি কক্ষপ্রকোষ্ঠে বেলুনের ন্যায় বৃহৎ জলাধার আছে,—আমি বেলুনের সহিত ঐ জলাধারগুলির যোগ আছে। আমি চুড়ান্তভাবে বলিলাম, "আপনার গৃহ! যদি প্রকৃতি আপনাদের সেবাদাসী, আর চাই কি? পার্থিব সম্পদে ত আপনারা অতিশয় ধনী; আপনাদের ধর্ম্মবিষয়ে কিরূপ—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমাদের ধর্ম্ম—প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, এবং প্রাণান্তেও সত্য ত্যাগ করিতে পারি না। যদি কালে কাহে কেহ মিথ্যা বলে—"

"তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়?"

"না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিসমূহের জীব হত্যায়—বিশেষতঃ মানব হত্যায় আমোদ বোধ করি না; কাহারও প্রাণনাশ করিতে অন্য প্রাণীর কি অধিকার? অপরাধীকে নির্ব্বাসিত করা হয়, এবং তাহাকে এদেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।"

"কোন মিথ্যাবাদীকে কখনও ক্ষমা করা হয় না কি?"

"যদি কেহ অকপট হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা যায়।"

"এ নিয়ম অতি উত্তম। এখানে যে দুষ্টই আসিয়া করিয়াছে। তাল, একবার মহারাণীকে দেখিতে পাইব কি? যিনি কল্পনাপ্রিয়া, নানা রঙের আবাস, তাঁহাকে দেখিলেও পুণ্য হয়।"

[ক্রমশঃ]

সাপ্তাহিক সংবাদ

হোমরার আক্রমণে ক্ষেত—হোমরের আক্রমণে সমস্ত আড়া অঞ্চলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এবার বিশেষ করিয়া অভিযোগ করিবার কারণ হইয়াছে এই যে, ইহারা ৪১ জন মুসলমান এবং তাহাদের মধ্যে যে মাতব্বর লোক ছিল, তাহারই কুমতী পরামর্শে আরম্ভ হইয়াছে। মামলা চলিতেছে।

আইনের অবতারণা—কার্জিভিয়েরে সমাজে প্রকাশ যে, ডিসেম্বর মাসে কোনোক্রমে বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরস্পরের সাহায্যার্থে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক আদান-প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে এডিনবরার পরিচিতিবিধান উপস্থিত থাকার জন্য আন্তর্জাতিক হইতে আইনের অবতারণা সম্বন্ধে বাহুল্যরূপে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

ব্রাজিলের রাজধানীর নূতন নাম—ব্রাজিলের রাজধানীর নাম রিওডিজেনিরো ছিল। আগামী ১৯২৫ খৃঃ ১লা জানুয়ারী হইতে উহার নাম আলুরা করি হইবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্বন্ধে যে সকল কংগ্রেসের আমেরিকার সভাপতির পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন স্থির করিয়াছেন।

মহারাজপুরে কলেজ—মহারাজপুরে একটী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ বাবদ ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হইবে। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র সরকার এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি বিতরণী সভা—গত শনিবার ডিসেম্বর সময় চ্যান্সেলার লর্ড লীভ হিলেট মূল অধিবেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণী সভার উদ্বোধন করেন। অসুস্থতা নিবন্ধন আইন্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত হুসেন-আলি বহু সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কেবল প্রথমবার আইন্ চ্যান্সেলারের কোন অভিভাষণ হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি, অন্যান্য এবং সাধারণ সভ্যগণ সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ছাত্রী সভার ডিনিটের সময় বিশেষকৌশল সভাপতি এবং রেজিষ্ট্রার মহাশয়কে সিঁড়ির পাদদেশ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। তৎপরে পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার কোয়েস্ট গার্ড আই আসন পরিগ্রহণ করেন। তাঁহাকে সভার কেন্দ্রস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। সভায় মাত্র পঞ্চাশ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে আরও দুই জন মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই সভার উদ্বোধন করিয়া উপাধি বিতরণ আরম্ভ করেন।

দুর্ঘটনার পরিণাম।—গত মঙ্গলবার দিন হালসী খাদানের কোনও বাষ্পচালীয় গাড়ীতে কোন ছুটে। গাড়ীর লোকজন ঠেস দিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহাকে তাড়া করিল ঠেস ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়ে। এই পতনেই উহার মৃত্যু হইয়াছে।

ডাকঘরের সমাচার—গত শুক্রবার ডাকঘরে ১৯ জন মহিলা বন্দী হইয়াছে। ফুলশিরার পর্যন্ত ডাকঘরে মোট ৮০০ জন বন্দী হইয়াছে। মঙ্গলবার দিনে ঐতিহাসিক অবরোধ তীব্র হওয়ায় বন্দী মহিলাদিগকে ঐ দিন ডাকঘরেই রাখিয়া দেওয়া হয়।

নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়—নিম্ন প্রাথমে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। স্বামী গোবিন্দানন্দ মহাশয় নির্বাচিত হইয়াছেন। শুক্রবার এই সভার প্রথম কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। স্থির করা হইয়াছে যে, আগামী বৎসর ১৫ নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইবে। বালকাঙ্গীতে সভাপতি করার চেষ্টা হইতেছে।

ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্কে চুরি—১১৩০০৲ টাকা ফাঁকি—কলিকাতার সি, আই, ডি পুলিস সম্প্রতি কলিকাতার ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্কের একটী প্রতারণা ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। জানায় যে, বিশ্বস্তির ব্যাঙ্ক কে বা কাহারা সম্প্রতি এম, সি, ডিক নামক ব্যাঙ্কের একজন গ্রাহকের নামে সমস্ত সমস্ত চেক কাটিয়া ১১৩০০৲ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটী অনুধাবন হইল মাত্র ধরা পড়িয়াছে। এস, সি, ডিক ব্যবসায়ীক কাজ হইতে সম্প্রতি গমন করিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট

৬ষ্ঠ বর্ষ

সর্বত্র সমবেক্ষেতাং বিদ্বিসং আত্মচক্ষুষা। শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান স্বধর্মে নিবিশেত বৈ॥
সর্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেৎ॥
আয়ুর্যজ্ঞঃ প্রজাঃ সত্যং ব্রহ্মাণোঽমৃতৈঃ সহ। ইমং ক্ষেমোঽধিতিষ্ঠতু শিবমস্মৈ সদাস্তু বঃ॥

৫৭ সংখ্যা] শুক্রবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৩১, ১৮ই জুলাই, ১৯২৪ [১৪ সংখ্যা

বাবু সমস্যা

—০—

এই আর সমস্যা, আর সমস্যা, অবাধ সমস্যা প্রভৃতির দিনে "বাবু সমস্যা" শুনিয়া কেহ কেহ চমকিয়া উঠিবেন। ইহা আমাদের দুঃখ না হইলেও অসুখের কারণ নহে। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আবেদনটী এ দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। কেবল মাত্র সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতিরা ও আমরা যোগেশচন্দ্র বাবু এই সমস্যার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। মাসিক পত্রের কোলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বা যোগেশচন্দ্র যে কি লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠক তাহার খবর রাখে না। অতএব এই সমস্যার জাতি যাইবে বলিয়াছে।

ইহারই দেশে একটী আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে দেখা শুনিতে পাই। অনেকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের 'লস্ত করিয়াছেন; অনেকে আপোষ্টিক্যাল্ বাধাবিঘ্নের সহিয়াছেন; কেহ কেহ সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছেন; কেহ শিক্ষা বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন; কেহ কেহ আর বাঙ্গের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে যে সমস্যা সমূহ সমিতি গঠিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা সামান্য নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে অনুষ্ঠান দল করিতেছে কি? বৈদ্যের সহিত উহার মিলে হয়, না। সমিতি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের লোক সংবদ্ধ হয় নাই, আদেশ দিলে মান্য নাই, বাণী নিবাচিত হইতেছে, বাণীর বাণীমত আসে নাই। চারিদিকে বর্ষার ধারা দুই হইতেছে। কেন?

এই 'কেন'র সমিতি উত্তর এই যে বাঙ্গালী 'বাবু' হইয়াছে। বাবুদের আর এক নাম শারীরিক সুখ ভোগ বা জড় উপাসনা। আমরা নিজের সুখ খুঁজিতেছি। এই সুখলিপ্সাই আমাদের জড় করিয়াছে। চিত্তের একত্বের মূলে সেবার পরিচয় নাই। তাহা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। সেবকে একাগ্রতা পরিবারভুক্ত ধারণা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদের অন্ত রাজ্য অন্তরে প্রাণ হারাইতেছে, কর্ম্ম কর্মীর প্রেরণায় আত্মহারা করিতেছে। দেশের বাণীর উপর কত পক্ষ অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। তাহারা যে আমাদেরই কর্মী এ বোধ আমাদের নাই। সেই আমরাই সভা ডাকিয়া ভুলাইয়া, বুক ফুলাইয়া 'বন্দে' 'বন্দে' করিয়া বক্তৃতা দিতেছি, চক্ষুমি ধারা বাহির পাইবার চেষ্টা করিতেছি। কপটাচরণ আমাদের এমনি অভ্যাসগত হইয়া গেছে যে, কেহ

লোকের নিকট আমরা সঙ্কুচিত হই না। ইহাই ত আমাদের অধিকাংশের স্বভাব। এমন লোকের বাবু সেলামারের অপেক্ষা রাখে না, তাঁহার আদর করে না। এই প্রকার আন্তরিক ভাব লইয়া আমরা বাহিরে একটা প্রলোভ দেখাইয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহা টিকিতে পারে না। যে আদেশিকতার ভাব পূর্ব্বে ছিল, তাহা কখনই দাসত্ব হইতে পারে না।

আমাদের বাবুগিরি যে কিরূপ বিষম হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। প্রথমে বলিয়াছি আমাদের চিত্ত জড় হইয়াছে। ইহার ফলে আমরা স্বাবলম্বন হারাইয়াছি। নতুন যেসব এই দুর্ব্বিপাকের সময়ে যেসব লোক কেরাণী গিরি কিম্বা মুদি ও পাকারদোকান করিয়া নিজেকে রক্ষিত করিয়াছে, তারা কোঁচা দুলাইয়া, ছড়ি ঘুরাইয়া বেড়াইতে পারে? 'যা আছে' 'যা রবে' ভাবে যখন দেশের বুদ্ধি পর্য্যন্ত ঘাটিয়া যাইতেছে, তখন কি পুরু-বস্ত্র-পরিধানের দৌর্ব্বল্য লাজলজ্জা ঘোচাইয়া দিবার সময়? এমনও স্বাধীন দেশে এমন পুরুষ অনিকেতনের ভোগ ঘটিয়াছিল যে, যতদিন না স্বরাজ লব্ধ হয়, ততদিন যেন তাঁহারা স্বাধীনতার গহনার হাতিই না যেন। মহিলাগণ গহনাকেই জীবনের চরম পরিপূর্ণতা বলিয়া জানিয়াছেন। কিন্তু অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নারীর পক্ষে ইহা মার্জ্জনীয় হইলেও ইন্দ্রিয়ের পুরুষ যখন চুল ফুলিয়া ফুলিয়া 'বাবু' সাজিয়া বেড়ায়, তখন নিকার ছবি দেখিয়া লজ্জায় অবনতমস্তক হইতে হয়।

বাবুগিরি না ছাড়িলে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে পারিব না। আমাদের স্বরাজ-অর্জ্জনের প্রথম সোপান ইহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের পাখা চাই, কোট প্যাণ্ট চাই, ছড়ি চাই, কেশ-বিন্যাসের ধারা সাজ সজ্জার চাই। এ অলিক ভাব আমাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে। অতএব আমরা 'চাই স্বরাজ' বলিয়া ঠিক বলিতেছি? কিন্তু আমাদের জাতীয়-জীবনে, নিত্য ব্যবহারে অনেকেরই। আমার সন্দেহ কিসে এই যে, আমরা ছুটির দিন বাবু সাজিয়া, মুখে Very good বলিয়া ছড়ি ঘুরাইয়া বাবুদের স্বাধীনতা করিতে পারি না। এমন ধারা কৌশলে অনেকেরই ধরা পড়িতে।

আমাদের অনেক বন্ধুই একটী ভারীর ভাবে ধরিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু বাবুগিরি যাহা কিছু বুদ্ধি তাহা করিয়া অথচ পরিতে পারিতেছেন কি? ধোতী পরিতে পারার লাইন আছে কি? বিলেটার বাহারের মেরিয়া, কোঁচা চড়িয়া, কোটের বাহিরে যে অর্দ্ধ হাত ঝুলিতেছেন, তাহাদের কিরূপে 'ধোতী ও আচকান' অভ্যাসের অভ্যাস করিতে কি প্রকৃত আছে? ইহার উত্তরে বাবুদের বলিতে চাই, অবশ্য ধোতী, পরম স্বাধী। "বাঙালীর যে কি অধোগতি হইয়াছে তাহা তাহাদের বাহিরের দৃষ্টিতেই প্রকাশ।" হায়, পরম বন্ধুর তাহা বলিবার সাহস আছে বাঙালীর নাই? কিন্তু অথচ পরিধানে কিরূপ অনেক বাঙালী বাবুকে দেখি, কোট, প্যাণ্ট, অথচ ধোতী, টুপি, ফোল্ড ইত্যাদির ভাব বজায় করিয়া সাহেব সাজিতে দেখিয়াছি? সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইতে তাঁহাদের ভাব লাগে না ইহা আশ্চর্য্য।

বাবুগিরির স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া আমরা যে কিরূপ হীনবল হইয়া পড়িতেছি তাহার পরিমাণ নাই। আমরা দৌর্ব্বল্য হইয়াছি, স্বল্প বস্ত্র পরিধান করিতেছি। বাজারের মাল আমরা ফুটা না, এমন লোককেও 'বাবু' সাজিতে দেখিয়াছি। এই পাঁচ প্রতিবেদের মধ্যেও বাবু হইতেছে। পরিণতি কিরূপ দাঁড়াইতে হইবে তাহা অনুমান করিতে পারেন। একটী বাজা যাইলে তিনি পড়িয়া যান, তিনি বাবু সাজিয়াছেন! নিজের স্ত্রী, কন্যা, মাতাকে অপমান হইতে রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, তিনিই বাবু হইয়া নিজেকে বড় মনে করিতেছেন! যার,যাইয়া যে বাবু গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলেন, 'ভগবান আছেন' অন্যায়ের বাধুতার প্রতি নিরাশ করিতে না এই ধূলাই।

সাহেবরা আমাদের অবজ্ঞা করিবার 'বাবু' বলিয়া উল্লেখ করে। এই বাবুগিরি আমাদের আমা ছাড়া কি না তাহা ভাবিয়া দেখার বিষয়। তাহাদের সম্মুখে আমরা কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু আড়ালে হেসে গালাগালির বিরাম নাই!

বাবু সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, আমরা

মানসিক ও দৈহিক ভাবে বিকল হইয়া পড়িয়াছি। মুখে মুক্তা আসর, অথচ আমরা চেঁড়ী কাটিয়া, ছুতার ডাকি, কবিয়া, কোঁড়া ঢালাইয়া বিলিতিয়ানায় পাকাপাকি করিতেছি; মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় না লইয়া মিলমুসলেনী হইয়া আছি। তথাপি আসিয়া আমাদের চিত্তির বীর বলিতেছে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত হইয়াছি, অথচ অন্যায়ে করিয়া জানাইতেছি যে, দেশোদ্ধারের জন্য যেন কোথায় বাহির পাকিয়া গেছি! মানুষের হারাইয়াছি, বাহিরে অনেকেরই মুখের বলিয়া মনে হইতেছি।

এই যেটি বাবু সাজিবার ইচ্ছায় আমরা আজ মনে বিলক্ষণ বিরাজি। অন্যের নিকট করিয়াছি, সকলের কাছে উপহাসীর হইয়া রহিয়াছি। তাহার ফলও খোলস করিয়া দিবারাত্র করিতেও রহিতেছে না।

এই ভেক দূর না করিলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। চরিত্রবল ব্যতা অন্যান্য বল ও নিজের সম্পত্তি অর্জন করা যায় না। [অসম্পূর্ণ]

বাঙ্গালী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

কোথা নাই কোথা নাই
যমদূতো বাঙ্গালী—
অমর দূত চাওয়া
অমর কাঙ্গালী?

ডিবাইয়ের জন্যে পোষাক সুখ সে,
বর্ষায় ছেলেদের বেড়াবার সুখ সে।
পেশোয়াজে আড়-ঘরে ঢুকাইতে কেরামী,
কোরেটায় বুলি যায় কি কঠিন সমাসই!
আসাটে ভাত খায়, পুরীতে পোলাও,
ডিনারে ছেলেদের যাই তার উপায়,
ইংরাজী বাড়ি যেন আমেরীতে পাকোয়ে,
বর্ষায় বর্ষায় ঘুমকাল হাতাড়ে!
কোথা নাই কোথা নাই
যমদূতো বাঙ্গালী—
অমর দূত চাওয়া
অমর কাঙ্গালী?

যবদ্বীপ কিনিলে মানবত্ব নিবেয়,
ভোগ করা দূরে নিজে ভোগ করা নিষেধে,
অমিতে সে বড় নয় বড় ঘরে বসীয়ে,
আর কাল না থাকুক সাথে কাল অমিতে।

থাইবারে কেল যাবে দেখে সাবে চাবনী,
পিণ্ডিতে পড়ে আছে খালীবাড়ী আঁধারি!
ঘরিয়ালে ঘুমি চড়ে যা'র আছ আমরা,
নিজ্ঞির মাথে ফেরে খাড়া করি বদনে!
কোথা নাই কোথা নাই
যমদূতো বাঙ্গালী—
অমর দূত চাওয়া
অমর কাঙ্গালী?

কোথা মেসোপোটামিয়া যোগাতে কোমাই,
সিন্ধুতে বাঙ্গলায় সেইখানে উঠায়ে!
ঝিলিমিলি কাজে আজ, কাজে আজ কেমিয়া,
বাবাদায় ছেলে আজ কেতে খেমিয়া!
সুবেদের জমাতেও যাত দিন যাবে সে,
জানবেকি ঔরে মোরে অমিদের আমিনে;
নিজামিতে উঠে, ছুটে আলুপের উপরে,
অযোধ্যার ছেলে ঘরে যাতি দিন দু'পরে।
কোথা নাই কোথা নাই
যমদূতো বাঙ্গালী—
মর সে গণা সে
আর নয় কাঙ্গালী!

ভাত করে রাঁধিবারে, মাছ করে ভোজনে,
বেচাতে বেসাত বাড়ি, মাল করে টোলানে!
হাড় দিয়া বেচিবারে, পাড় দিয়া বাপারে,
মর্ম্মে যে খাল কাটে, চড়ে উঁচা ঠাঁসানে।
পরিবারে মারে তার আছে বড় হুড়ালো,
ঘরীবের দুঃখ আছে, দুখে যেন চমালো।
দিনে আছে লিখ আছে রোজের খরিতে
গোপিতের হাল তার আছে ঐলাবন্দিতে!
কোথা নাই কোথা নাই
বঙ্গমুখো বাঙ্গালী—
যে পথা যে
আর নয় কাঙ্গালী!

শক্তির পূজা যেই আছি তার মহিমে,
ভাগ্যের, হায়, পথ পুছে তার তরিমে!
তারী তার কথা যত তত্ত্বের আড়ালে,
তারে মুই চাড়া যেন, দুখা মরাঠালে!
দর্শনে বিজ্ঞানে খাটো নয় কিছুতে—
আছে তার চলে যাওয়া পড়ে মুখে পিছুতে।
সেই মহাবিবের মন্ত্র বলাবে
প্রেমে মহামুক্তির ক্ষেত্র সেই বলাবে!
কোথা নাই কোথা নাই
বঙ্গমুখো বাঙ্গালী—
যত যে পথা যে
আর নয় কাঙ্গালী!

[বঙ্গবাণী]

ঈদুজ্জোহা বা চরম আত্মোৎসর্গ

পরাধীন পর পরাধী—কত যুগযুগান্ত চলিয়া গেল, কত জাতী তারী রাজ্য মহাপুরুষ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অপূর্ব্ব প্রভাবে রাজা হইয়া আসিয়াছেন, দুঃখ মনুষ্যজাতিকে কত আশা-ভরসার কথা শুনাইয়াছেন, মানবসমাজকে কত বিচিত্র-ভাবে পেঁচাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তু দুঃখ মানব আমরা, সমস্তকে কোনকালেই ধারণা করিতে পারি না, তথাপি মনুষ্যজীবন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, অতীত ইতিহাস যতই অসম্পূর্ণ হউক, যতই অস্পষ্ট হউক,—দুইটী বাণী প্রতিদিন আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিতেছে।

একদিকে দীন-দুর্বল-ভীত-আর্ত্ত-মানব কাঁদিয়া কাঁদিয়া অজানা দুঃখের দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ী উদ্বেল করিতেছে, অন্যদিকে মহাপ্রাণেরা আজ আজ বলিতেছেন, দুঃখ কোন অতি বিরাট্ বিশ্বে বিলীন নয়। দুঃখই মনুষ্যজীবনের সম্বল,—মানুষ সংসারে যাহা কিছু পায়, তাহা দুঃখ করিয়াই পায়; দুঃখই মহত্ত্বের মূল। এই দুঃখ দিয়াই ভগবান মানুষকে গড়া যায়,—যাহা পাইলে আর কোন দুঃখ, ক্ষোভ, অপূর্ণতা থাকে না। দুঃখকে পরিহার করিলে নয়, সাধনের সহিত গ্রহণ করার মধ্যেই মনুষ্যের জীবনের সার্থকতা।

কিন্তু হায় রে মনুষ্যের নিজের সম্বল—এতবড় করুণ আমরা আছি? দুঃখকে আমরা বাহিরের এক অনাবশ্যক উৎপাত বলিয়াই মনে করি এবং প্রতিপদে দুঃখকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করি। দুঃখকে ভয় করিয়া উহাকে আমরা দুর্ব্বার ও দুঃসহ করিয়া তুলি যাই। দুঃখীতি ঐকান্তিক হইয়া যখন আমাদিগকে একান্ত আত্মসর্ব্বস্ব করিয়া তোলে, তখনই আমরা মানব সাধনার ঐতিহাসিক ধারা ভুলিয়া যাই, যেন যেন প্রকাণ্ডের স্বার্থসাধনই আমাদের ধর্ম হইয়া উঠে। স্বার্থপরতা—এই মহাপাপ, এই পাপপ্রবৃত্তি মনুষ্য-সমাজকে কতভাবে পীড়ন করিতেছে!

যে জাতি যত দীন, যত দুর্বল, সে জাতি তত অধিক আত্মসর্ব্বস্ব ও স্বার্থপর!

এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে, হিন্দু-মুসলমান আমরা অতীতের কি গৌরবময় ইতিহাস পশ্চাতে ফেলিয়া আজ ঐহিকতার ন্যায় সমস্ত দেশের অঙ্গে বিচরণ করিতেছি, তাহা কি ভাবি? মূঢ়তা, ভণ্ডতা আসে। আমাদের ধর্ম আজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। দুর্বল আমরা, হানাহানির ভয়ে সর্বদা কাতর, কাজেই ধর্মকে অতি সাবধানে পোঁটলা-পুঁটলি করিয়াছি! আর অতি লোকের নিকট,

অতীতকালের পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণের নামের জোরেই তিনি সমস্ত জগতের পরিত্রাণ করিতেছি। ইহুদীরা যাহার নামেই জগতের যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল, আর আমরা মুখে ধর্ম্মের নাম লইয়াই আমাদের পাপাসক্ত দ্বারা মহাপুরুষদিগের প্রত্যাদিষ্ট আদর্শ চিরদিন কলঙ্কিত করিতেছি।

বহুকাল আর্য্যকে আজ আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট ভাবে পরিণত করিয়াছি। ধর্ম্ম করার ভার জগবানের, ধর্ম্ম পালন করিবার অধিকার আমাদের; কিন্তু মুখ, দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা, জগবানের অধিকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যেচ্ছাচারিতার আশ্রয়ে চারিদিকে নরক বিস্তারিত দেখিতেছি? তবে কি কোন আশা নাই,—ভরসা নাই?—দুর্গতির মাঝে মাঝে আমাদের কি অবচেতনের গর্ভে নিহিত অমৃতের মুদুর মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেই? নহে, নহে, কখনও নহে:—এই ভারতবর্ষে মানব-মহত্ত্ব জন্ম লইবেই। এখন বীরত্বের মধ্যে, এখন কর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যে, মানব আত্মোপলব্ধির অপরূপ ইঙ্গিত প্রাণীর মত নিজ-জীবন দান করিয়া বসুধা হইতে বিলুপ্ত হইবে—ইহা নিশ্চয়, ইহা অতীত-অঙ্কিত সুসত্য!

আজিকার ইঙ্গিতোৎসব যা তখন আত্মোপলব্ধির পুণ্যদিনে সেই বাণী, সেই চিরন্তন মহান্ সত্যকেই মনে করিয়া রাখিয়াছে, কেবল মুসলমান ভাইদের জন্য নহে—বিশ্বের জন্য। জগবানের আশীর্ব্বাদের নিম্নে ভারতবর্ষে যেই বড় হবে ভাইয়ের মিলন সার্থক করিতে হইবে—সেই পরম সত্যের মধ্য অর্জ্জন করিতে হইলে তখন আত্মোপলব্ধি আবশ্যক।

এই আত্মোপলব্ধির শক্তি কোথায়? শক্তির উৎস কোথায়? জাতি-ধর্ম্মনির্বিশেষে মানবসেবা। এই সেবাই শক্তির উৎস, আত্মোপলব্ধির বেদী। মানবসেবার মহীয়ান উপায় প্রেম জীবনে বলি চাই। নিজের বাসনা, সুখ, প্রতিষ্ঠা, স্বর্গ, অমরত্ব বলি চাই। আমাদের যাহা কিছু প্রিয়তম—তাহাই বলি দিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, প্রেমের মূল্যায়নের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি।

ইহা যেন কোন সাম্প্রদায়িক বাণী নয়, ইহা যে সার্ব্বভৌমিক সত্য? এই আত্মোপলব্ধির উৎসব যেন কেবল মুসলমান ভাইদের নয়, ইহা যে সর্ব্ব-মানবের জন্য!

বাঙ্গলার মুসলমান,—এই আত্মোপলব্ধির দিনে, হজরৎ ইব্রাহিমের পুত্র বলিদানের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া তুমি প্রস্তুত হও। হে বীর জাতি, যে ইস্লাম-পতাকাবাহী মহাজাতির আত্মবিস্মৃত বংশধরগণ, এই বাঙ্গলাদেশে, খোদার নামে কোরবানীর আদর্শ তুমি জীবন দিয়া রক্ষা কর। এই বুক ফুলে-ফোলা হাড়, এই সমাজের প্রাণশক্তির যেন-যেমন ধর্ম্ম ভাঙ্গাভাঙ্গি হইতে উঠে, আর উঠে বিশ্বের মঙ্গলবিধাতার প্রতি আজিকার প্রভাত-সূর্য্যকরস্পর্শে তোমার হৃদয় পদ্মের মত বিকসিত হউক। তাহার হাতে মনে মহান্ আত্মার সুর বাজিয়া উঠুক। তোমার কোরবানী—তোমার আত্মোপলব্ধি সার্থক হউক, ধন্য হউক, কৃতার্থ হউক!

রাখিবন্ধন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ভারতীর্থ বি, এ।

ঐ দিন শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। শ্রাবণ পড়ে বলিয়া সেদিন সকলেই ভগবান্ দর্শন করিবেন। আর সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় সিন্ধু মুনিদিগের কথা স্মরণ করিয়া সকলে রাখীবন্ধন নামক পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এখন পরের মুনিদিগের গুরু ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া ভৈরবগণ ভীষ্ম প্রস্তুত করিয়া নিজেরা উহা আহার করেন এবং মুনির প্রতিমূর্ত্তি হাতে ধরিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তির মুখেও ঐ ভীষ্ম দিয়া থাকেন।

এই ত গেল রাখীবন্ধনের উৎপত্তি সম্বন্ধে আখ্যায়িকা।

এখন এই আখ্যায়িকা পাঠের পর কি মনে হয় না যে, কোন ছিন্ন হস্ত বা ভগ্ন মূর্তিসম্বন্ধীয় কথা ভৈষ বর্ণের উপর আরোপ করা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা রাজপুরুষ আবাহন অভ্যর্থনা ও উপঢৌকন অবতারণা করিয়াছিলেন এবং কোন অলৌকিক ঘটনার ছোঁয়ার ফলে সে রাজা বা রাজপুরুষের সমস্ত ঘর বাড়ী হইয়াছিল ও ভৈষ বর্ণ সেখানে অতি সম্মান পাইয়াছিল। আর এই আখ্যায়িকার মূল অনুমিত হইলে যা কেন, ইহা হয় ত সৌভাগ্য ক্রমের ঘটনার কিম্বদন্তী আখ্যায়িকার আকারের মধ্য দিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়া দিতেছে। ইতিহাসে এরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ আছে কিনা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইতিহাসে উহার থাকুক আর নাই থাকুক, এরূপ ঘটনা অবলম্বন করিয়া এরূপ আখ্যায়িকা উচিত হওয়া অসম্ভব নহে। বিভিন্ন জাতির ও দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতির জীবনে এরূপ কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া এরূপ আখ্যায়িকা রচিত হওয়ার কথা এ ক্ষেত্রেই নূতন নহে। আর ভৈষ ধর্মের উপরও যে অনেক সময় অনেক অত্যাচার হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং সেই অত্যাচারের প্রতিরোধও যে সময় সময় হয় নাই, তাহাও বলা যায় না। অতএব, এ আখ্যায়িকাটিকে একেবারে উপেক্ষা না করিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল কতটা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রত্যেক ঐতিহাসিকের যত্নবান হওয়া উচিত। অবশ্য এ সকল বিষয়ে জোর করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে মনে হয়, এই সকল পৌরাণিক আখ্যানকে একেবারে উপেক্ষা না করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইতিহাসের অনেক তমসাচ্ছন্ন অংশ আলোকিত হইবে।

তারপর, বিষ্ণুর বামনাবতারে বলির ছলনের যে আখ্যান বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, তাহার এই ভৈষ বিষয়ক মূলানুসন্ধানের পক্ষে কোন না কোন উপকার নিশ্চয় আছে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে স্বয়ং বিষ্ণু (বিষ্ণুপুরাণে শ্রাবক মূর্তি নহে) বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিরোচনপুত্রের পরম ধার্মিক প্রহ্লাদের পৌত্র ত্রিভুবন বিজয়ী বলি রাজার (বলিরাজ রাজধানী নহে) অমরা বধ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে দেবরাজ্যের হারা উদ্ধার করিবার জন্য (তাঁহার হস্ত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য নহে) তাঁহার নিকট ত্রিপাদপরিমিত ভূমি চাহিয়া একপদে মর্ত্যলোক এবং অন্য পদে অন্তরীক্ষলোক আক্রমণ করিয়া তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান চাহিলেন; বলি-নিজের মাথা পাতিয়া দিলেন এবং বিষ্ণু তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ করিলেন; এইরূপে দেবরাজ্যের হারানোর উদ্ধার সাধন হইল। পণ্ডিতগণের মতে বিষ্ণুর দুই পৌরাণিক আখ্যানের সূচনা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রিশিখ সূক্তের সপ্তম ঋকে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির কথা আছে। সেই ঋকেই বলির আখ্যান কালক্রমে প্রথিত হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

সুলতানার স্বপ্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[মিসিস রকেয়া হোসেন]

"বেশ চলুন!" এই বলিয়া ভগিনী শয্যা ত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক পল অপেক্ষা করিয়া আমরা দু'জনা উঠিলাম। পরে তিনি কতকগুলি গোলাপ আনিলেন, গোলাপ কয়টি দেখিয়া যেন চন্দ্রকে ঈর্ষা; কোন্ যাদুমন্ত্রে গঠিত, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল উহারই রোশনি-বিশিষ্ট বলিয়া। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অজ্ঞান কয় কি? আমি জীবনে কখনও অজ্ঞান হই নাই, কাজেই নিজের অজ্ঞান অবস্থা আমার জানা ছিল না। ভগিনী বলিলেন,—"আসুন তবে আপনাকে অজ্ঞান করি। অজ্ঞানটা জানা প্রয়োজন।"

আমি ভাবিলাম, একি ব্যাপার! যারা ইহাকে এখানে আনিয়াছে তাহারা কি ইহার সঙ্গে কোন কথা বলিবে না? আমি ভাবিলাম, আমিই কথা বলিব।

তার পর দেখিলাম, ঐ চন্দ্রাতপের নীচে একটি বড় ছইটি সোফা এই উদ্দেশ্যে রাখা হইল। আমি পরে জানিয়াছিলাম, যে সোফা রাইজ্রোজের পূর্ব। তাহারই সাহায্যে আমরা পূর্বে উঠিব হইব। বিভিন্ন গ্রহের বহু উপনিবেশে বিভিন্ন ছোট বড় বিবিধ আকারের রাইজ্রোজের সোফা ব্যবহৃত হয়। এখন বুঝিলাম, এই জন্য আমার এখন অবতরণের প্রয়োজন ছিল। অবতরণ এই অবস্থায় বায়ুযানে ছইটি পাখার মত জন্য সংযুক্ত থাকে, তাহাকে ইহা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা উভয়ে আসনে উপবেশন করিলে পর তিনি ঐ পাখার জন্য টিপিলেন। তখনে আমাদের 'তখ্‌তে রওয়াঁ' খানি ধীরে ধীরে ৭৮ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া গেল, তার পর বায়ুতরে উড়িয়া চলিল। আমি ভাবিলাম, এখন বিভাজ্ঞ উহার নেতৃত্ব মহীয়সীকে দেখিতে পাইতেছি, যদি আমার কথা-বার্তায় তিনি আমাকে বিদ্যার মূর্খ জানেন—এবং সেই মত আমাদের দেশের বিদ্যুৎযানকে 'মূর্খযান' মনে করেন? কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না,—সহসা তখ্‌তে রওয়াঁ মৃদু হিল্লোলে আরম্ভ করিয়াছে, আর অমনই দেখি, আমরা চলমান-পরিষ্কার রাজধানীতে উপনীত! সেই বায়ুযানে বসিয়াই দেখিতে পাইলাম, মহীয়সী-সহচরীপরিবেষ্টিতা মহারানী তাঁহার চারি অঙ্গরক্ষক কন্যার হাত ধরিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। আহা রাজধানী যেন একটি বিরাট মুক্তমুক্ত বিশেষ! তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা এ জগতে নাই।

মহারাণী দূর হইতে তখ্‌তে রওয়াঁ খানিকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "ওঃ! আপনি এখানে!" মহীয়সী রাজা রাণীকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে তখ্‌তে রওয়াঁ অবতরণ করিলে আমরা অবতরণ করিলাম।

আমি মহারাণীর সহিত পরিচিতা হইলাম। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার যে আশঙ্কা ছিল, তিনি আমাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তখন সে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিবিধ আলাপ হইল। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, অন্যান্য গ্রহিকা তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু যে সকল দেশে রমণীকুল অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে সব দেশে নারী কেবল বিবিধ কলা কুশলে শিক্ষিতা হইয়া পুরুষিকার্য্যে জীবন যাপন করে,—সেখানে কোন কাজ করে না, তাহারা বাণিজ্যের বিবিধ নারীদ্বারে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজ কর্ম করিতে অক্ষম। এই কারণে অন্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে পারে না। পুরুষের নৈতিক জীবনে অনেকটা হীন বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোন প্রকার ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অন্যের রমণী-অপহরণ প্রভৃতি লোভ করিয়া দুই দল বিশ্ব-দুষ্মির মত যুদ্ধপাশে বদ্ধ নহি; অথবা এক দল নীতিহীন অন্যায় যুদ্ধ করি না,—যদিও তাহা ক্রোধেরই অপেক্ষা বড় ঘৃণ্য হয়; কিন্তু তাহারও সমূল-নিধনের কর্মনেও লিপ্ত নহি না। আমরা অন্য ব্যবসায়ে ডুবিয়া রহিতে চাহি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অন্তর ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহাই খোঁজ করি। তাহাতেই আমরা সমস্ত চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি, তাহাতেই আমরা সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে চাহি।

মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া আমি সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম, এবং কতিপয় অধ্যাপকের, ছাত্রাবাসের এবং ব্যায়ামাগার দেখিলাম।

উপরোক্ত লইয়া যানসমূহ পরিদর্শনের পর আমরা সেই বায়ুযানে আরোহণ করিলাম। কিন্তু সেই আরোহণ তখ্‌তে রওয়াঁ। আমি উহার মেঝের উপর উঠিয়া বসিলাম, আমি কি আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম,—সেই পলকে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি তখনও সেই খাঁচার কোণায় উপবিষ্ট।

শিক্ষা-সংক্রান্ত

কলিকাতা সংস্কৃত পরীক্ষিণী সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্, এ, মহোদয় এবং সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের অনুমোদনানুসারে ইংরাজী ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা সেনেট্ হলে গৃহীত উপাধি, মধ্য ও আদ্য পরীক্ষার ফল :—

(বর্ণানুক্রমে)

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যথাক্রমে বহুতে ভেদোচ্চিত, "ভাষাপাধ্যায়"—প্রাচীনন্যায় বিষয়ে, "তর্কোপাধ্যায়"—নব্যন্যায় বিষয়ে, "স্মৃত্যুপাধ্যায়"—স্মৃতিবিষয়ে, "ব্যাকরণোপাধ্যায়"—ব্যাকরণবিষয়ে, এবং "সাহিত্যোপাধ্যায়"—অলঙ্কারবিষয়ে, উপাধি পাইয়াছেন।

প্রাচীনন্যায়

প্রথম শ্রেণী

পুরাণপ্রকাশ বিদ্যা ব্যাকরণসাংখ্যতীর্থ কবিভোপাধ্যায় অধ্যাপক—ঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্যবেদান্তবেদতীর্থ পাণ্ডী ১৯ নং নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা।

নব্যন্যায়

দ্বিতীয় শ্রেণী

তারিণীকুমার তর্কতীর্থ অধ্যাপক—যোগেন্দ্রনাথ তর্কব্যাকরণতীর্থ ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মধ্যাদি

তৃতীয় শ্রেণী

কালীপদ বিদ্যাভূষণ (প্রাইভেট্) হাবড়া, বৈদ্যবাটী

স্মৃতিবোধ ব্যাকরণ

তৃতীয় শ্রেণী

যতেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরাণপ্রকাশবিদ্যাব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ কবিভোপাধ্যায় ১৮ নং যোহন বাগান লেন, কলি।

মধ্যাদি

দ্বিতীয় শ্রেণী

বিশ্বেশ্বর তর্কতীর্থ অধ্যাপক—নীলমণি শাস্ত্রালয় ১৪।২ নং মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট, সদর শাস্ত্রালয় টোল, কলি।

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক—নীলমণি শাস্ত্রালয়।

গোবিন্দচন্দ্র দাস বি, এ, (প্রাইভেট্) কাঁকুড়গেছে রোড্, কলিকাতা।

ধরণীধর আচার্য্য অধ্যাপক—নীলমণি শাস্ত্রালয়।

হরেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য অধ্যাপক—নীলমণি শাস্ত্রালয়।

রাজনারায়ণ আখড়ওয়ালা—অধ্যাপক নীলমণি শাস্ত্রালয়।

তৃতীয় শ্রেণী

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক—শ্রীনীলমণি শাস্ত্রালয়।

অলঙ্কার শাস্ত্র

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

দ্বিতীয় বিভাগ

ভালীচরণ কবি অধ্যাপক—পুরাণপ্রকাশ বিদ্যাব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ ১৫ নং যোহন বাগান লেন, কলিকাতা।

নিবারক রায় অধ্যাপক—পুরাণপ্রকাশ বিদ্যাব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ।

মুগ্ধ ব্যাকরণ

সুধাকুমার চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক—নীলমণি শাস্ত্রালয় ১৪।২ নং মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট, সদর শাস্ত্রালয় টোল, কলি।

অলঙ্কার

তৃতীয় বিভাগ

অরবিন্দ সেন অধ্যাপক—নীলমণি শাস্ত্রালয় ৫১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

হরিপদ ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক—নীলমণি শাস্ত্রালয় বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

আশু পরীক্ষার ফল

হাওড়া

দ্বিতীয় বিভাগ

কালীমোহন ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক—হেরম্ব কলেজিয়েট স্কুল, ডলিতলা।

১ম ফল বিহার স্কুল, ডলিতলা।

দুর্গাচরণ মাইতি

দ্বিতীয় বিভাগ

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল অধ্যাপক—হেরম্ব মেমোরিয়াল

১ম ফল বিহার স্কুল, ডলিতলা।

তৃতীয় বিভাগ

যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক—হেরম্ব মেমোরিয়াল

১ম ফল বিহার স্কুল, ডলিতলা।

বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক—পুরাধরপাল ভাগ্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ ১৪ নং মোহন বাগান লেন কলি।

হরিপ্রিয়া চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক—পুরাধরপাল ভাগ্যব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ।

মুগ্ধবোধ

প্রথম বিভাগ

অতিবলাল ওঝা অধ্যাপক—শ্রীশ্রীমণি শাস্ত্রালয় বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৭১ নং ছে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বিভাগ

অতিবলাল মিশ্র অধ্যাপক—শ্রীশ্রীমণি শাস্ত্রালয় সংস্কৃত শাস্ত্রালয় ষ্টোর ৭৯।১ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক—শ্রীশ্রীমণি শাস্ত্রালয় সংস্কৃত শাস্ত্রালয় ষ্টোর।

তৃতীয় বিভাগ

৩ শাস্ত্রালয় সংস্কৃত অধ্যাপক—শ্রীশ্রীমণি শাস্ত্রালয় বহুবাজার ষ্টোর্স কটন, কলিকাতা।

(মেদিনীপুর—বালিয়াই কেন্দ্র)

আদ্য পরীক্ষার ফল

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ

প্রথম বিভাগ

শিবপ্রসাদ পাত্র অধ্যাপক—ব্রাহ্মণীয় ভাগবতিতীর্থ মেদিনীপুর- বালিয়াই

দ্বিতীয় বিভাগে।

তৃতীয় বিভাগ

দুর্গাকিশোর পাত্র অধ্যাপক—ব্রহ্মচারক ভাগবত। মেদিনীপুর ধনি শ্রীরামপুর বাগবাজার চতুষ্পাঠী।

লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ

দ্বিতীয় বিভাগ

দীনবন্ধু ঘোষ অধ্যাপক—ব্রাহ্মণীয় ভাগবতিতীর্থ মেদিনীপুর, বালিয়াই, শ্রীরাম বিদ্যালয়

মুগ্ধবোধ

দ্বিতীয় বিভাগ

রাধেশ্বরনাথ রায় অধ্যাপক ব্রাহ্মণীয় ভাগবতিতীর্থ বালিয়াই, শ্রীরাম বিদ্যালয়

শ্রীশ্রীমণি শাস্ত্রালয়

কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তকবিক্রেতা সভার সদস্যক।

—:○:—

পশ্চিম ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য]

ভ্রমণ-কাহিনী একটি কলা। এই যেন আমাদের কথা,—ইহা যাহা এক জন লেখে আর এক জনকে পড়িয়া শুনাইয়া যাইতে পারে না। সেইরূপ একজনের ভ্রমণ আর একজন পুনরাবৃত্তিমাত্রের দ্বারা ভ্রমণকারী সন্তুষ্ট করিতে পারে না। যে "স্বর্গ পরিচয়" পড়া হইয়াছে, সে আর একজনকে কি প্রকারে "স্বর্গপরিচয়" পড়াইবে? ইহাতে দুইজনেরই উদ্দেশ্য

নিকট হইতে। উক্ত পাত্রাদী অনেকটা অন্যান্য পরিচ্ছদের সহিত মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর আমরা আর কিছু না করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম।

আর্য্য বিদ্যালয় পরিদর্শন

রবিবার সায়াহ্নে আর্য্যবিদ্যালয়ের কার্য্য দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম বলিয়া বোধ হইল। এ জন্য পাত্রাদী মহাশয়কে ধন্যবাদ করিয়া গৌরীকে লইয়া আমরা সেবাশ্রমে প্রবেশ করিলাম। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—সেবাশ্রমে অনাথের অভাব নাই, কিন্তু লোকসেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া বলিয়াছেন এই মুক্তকেশা পাত্রাদী ভদ্রমহিলার যাহাকে আর কোন আত্মীয় দেখিলাম না।

আমরা যাহা একখানি লোকানে আর্য্যবিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকাবলী বিক্রীত হইতেছে। এখানে অন্যূন ৫০০ প্রকারের পুস্তক আছে। সমস্ত পুস্তকই উৎকৃষ্টভাবে মুদ্রিত। ইহাদের প্রতিটি ও কার্য্যে আমরাও মনে নিরতিশয় আনন্দ উদয় হয়। সুদূর বঙ্গদেশে থাকিয়া মুসলমানের ন্যায় আমরা আমাদিগকেই সর্ব্বথাতি অপেক্ষা উচ্চ মনে করি।

সকল ভিক্ষুক

সৌভাগ্যে পার হইয়া রবিবারে উপস্থিত হইলাম। বিদ্যালয়ী আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানের কতকগুলি ভিক্ষুক দেখিলাম। একজন পায়ে ছেঁড়া, মলিন কাপড় জড়াইয়া পায়ের ক্ষতস্থানটী বাহির করিয়া পথে অবস্থান ভিক্ষা চাহিতেছে। ইহার পায়ের ক্ষতস্থানটী দেখিয়া প্রথমে একটু সন্দেহ হইল। নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, উহা বাস্তবিক ক্ষত নহে। হৈল ও ছোট শিশুর বিষ্ঠা করিয়া পায়ে মাখাইয়া তাহার উপর একটু ঘোলা ছড়াইয়া দিয়াছে। ইহাতে ঠিক যেন ক্ষতস্থানটী খুব বড় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লোকে প্রকৃত ক্ষতস্থান দেখে বলিয়াই হইয়া কিছু কিছু দিয়া যাইতেছে। আমরা তাহাকে এরূপভাবে নকল ক্ষত দেখাইয়া ভিক্ষে করিতে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকের নিকট ভিক্ষা পাইলেও যখন ভিক্ষা পাওয়া যায়, তখন ভিক্ষে করিতে থাকিবার এরূপ নকল ক্ষত দেখাইয়া এরূপ ঘুরাঘুরীর কারণ কি? অতঃপর সে স্বীকার করিল যে, তাহারা অধিক পাইবার জন্যই এরূপ করিয়াছে। ইহা যে ঘুরাঘুরীর লাঞ্ছিত মনস্তত্ত্ব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ভিক্ষুক যাহাই হউক না কেন, এইরূপ নকল ভিক্ষুক দেখিলাম। কাহারও পা ছাই দিয়া মাখা, কাহারও হাত ঢাকা দিয়া রাখা। দুই একজন অন্ধ ভিক্ষুকের মধ্যেও এইরূপ নকল আছে, তাহারা বাস্তবিক অন্ধ নহেন। ইহাদের মধ্যে যে প্রকৃত অন্ধ কেহ নাই, তাহা নহে। ইহারা সকলেই ভিক্ষা পায়, কিন্তু এইরূপ প্রবঞ্চনার চেষ্টাই ইহাদের নিকট বিরক্তিকর বোধ হয়। ঘাটে, পথে, বৃক্ষতলে সর্ব্বত্রই ভিক্ষুকের আধিপত্য। এরূপ শ্রেণীর লোক মুসলমান আদিয়া কেহ বা ভিক্ষা পায় কেহ বা ভিক্ষাপ্রাপ্তি হয়; কিন্তু কিছু উপার্জ্জন করিয়া যাইতেছে।

উলঙ্গ সন্ন্যাসী (নাগা)

পরিক্রমণ এই ঘাটসকলে কতকগুলি উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। ইহাদের সকলেরই উপার্জ্জনের দিকে দৃষ্টি। কেহ পয়সা দিলে ইহারা আশীর্ব্বাদ করিতেছে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে নানা সন্ন্যাসীর আগমন হইয়াছে।

এক পদে অবস্থিত সন্ন্যাসী

এক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ভাবে একটী বৃক্ষতলে এক পদে দণ্ডায়মান ছিলেন। ইনি বৃক্ষ হইতে একগাছি লম্বমান রজ্জু দুই হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে ছিলেন। ইনি মাঝে মাঝে বোধ হয় না বসিয়া থাকেন। তাহা না হইলে বহুদিনের অভ্যাসে অন্য পদখানি নিশ্চয়ই শীর্ণ হইয়া যাইত। একপদে দণ্ডায়মান হইয়া উপরোপরিস্থিত বিবৃত পুস্তকাদিতে প্রবন্ধ করিয়াছি—এই উপায়ে অনেক তপস্যা দ্বারা অনেকে অমরত্বের দাবি দাবি করিয়াছিলেন। তবে ইহার সহিত সেই সকল তপস্যা-প্রণালীর কোন আত্মীয় সম্বন্ধ পাওয়া গেল না। ভগবানের উপাসনার দ্বারায় ঐকান্তিক আগ্রহ, যিনি উপাসনা করেন, তিনি যেন মুক্তমনের উপলব্ধি করিবার আসন করিবেন। যাত্রীদিগের নিকট হইতে পয়সা প্রত্যেকেই যা তাঁরা প্রত্যেকে কি? বিশ্বনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে যত পাণ্ডার নিকট। প্রত্যেক পাণ্ডার কর্ত্তব্য অতি বহন। ইহা অতীব প্রত্যেক

অনুযায়ী যথীয় পরমাত্মা অনুসারে যে কর্ত্তব্য আছে, তাহার সাধনে যথীয় এবং সমাজীয় মহান সার্থকতা লাভ হয়। অবশ্য সমস্যা বিষম। এই যে বিশ্বব্যাপী সাধু এর পরে অন্তর্ধান করিয়াছেন, তাহাকে কিরূপ উপলব্ধি করা হইয়াছে? কিছুই নয়। অবিশ্বাসের কথাবার্তা একবারে থাকিতে পারে না। তবে ধর্ম্মের আবহাওয়ায় এরূপ জীবন যাপনের জন্য কি? ইহা অপেক্ষা সহজের অন্য পথা অবলম্বনে জীবন যাপন করত শ্রেষ্ঠ লাভে সার্থকতা লাভ হইবে।

হাইড্রোজীনের মূল্য।

বিংশটী মূলপদার্থের পরমাণুর ওজনে ইহা অন্য মূলক হাইড্রোজীনের মূল্য একক ধরিয়াছিল। কোন্ মূলের অণুর কিরূপ বিশ্লেষণ ও রূপান্তরাদিবিশ্লেষণে কুক্ষিত ও প্রকাশিত করিতে হয়, তাহাই ইহারা দেখাইতেছিল। কথা যাহারা ইহাদের চুম্বনের কেহই সহজে সম্ভাষণযুক্ত নহে। যেখানে একটম মূল্য ও ওজনতাদি সেখানেই ইহাদের উপজীবিকা। কোন্ মূল্য কিরূপভাবে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা ইহাদের অটি সুন্দরভাবে দেখাইতেছিল। ইহারা প্রত্যেক মূলের নাম লিখিয়া দিতেছিল। মূলগুলিকে বস্তু পরাধি এরূপভাবে আনুক্রমিক করিতে হয় এবং পরাধি অঙ্কের দিকে ও পৃষ্ঠের দিকে লইয়া যাইতে হয় যে, তাহাতে ইহাদের লিখার প্রক্রিয়া না করিয়া থাকা যায় না। ইহাদের দুই জনের লিখিত প্রায় ৯০।৯০ প্রকারের মূল ও প্রণালী দেখা গেল।

রক্তমুক্তে যাত্র

এখান হইতে পরাধ্যায় ঔষধের ও যাত্রার ব্যবস্থার যাত্রা দিয়া রক্তমুক্তে উপস্থিত হইলাম। মুক্তে নামিয়া প্রায় কম্প হইল। জল খুব শীতল। মুক্তের অবস্থিতি মধ্যদিন করিয়া অধিলাম। মুক্তের জলে এত লোক যে কোন স্থানে দাঁড়াইতে পারা যায় না, স্রোতে ঠেলিয়া লইয়া যায়। বিশেষতঃ জল এত শীতল যে অধিক সময় মুক্তের ভিতর থাকা কষ্টকর। মুক্তার ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের পরম বন্ধু করিয়া জলের উপর ভাসমান রহিয়া সন্তরণ দিতেছিলেন। আমরা শীঘ্রই স্নান করিয়া উঠিয়া সিঁড়িতে দাঁড়াইলাম। মুক্তের জলে যেরূপ লবণ মিশিয়া ঠিকুক ও পরস্পরা তাহা উঠিয়া গেছে। লবণ উঠিবার কৌশল এইরূপ—রবির তেজোদীপ্তি নিশির একবারি তালায় চালিবার পর বাঁধিয়া তাহা ঝুলাইয়া দিয়া পরদিন মুক্তের জলরাশির সহিত মিশাইয়া তাহাতে তুলিয়া উপরে উঠাইয়া তাহা হইতে লবণটি বাহির লইয়াছে। কিন্তু কি? চুনজীর উপর ঈষির লবণ প্রভৃতির সহিত মেগনেসিয়ার ক্লোরাইডের মত পদার্থগুলি কি? আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, এগুলি মৃত জন্তুদিগের অস্থি। বহু দূর দেশান্তর হইতে মৃত জন্তুদিগের অস্থি লইয়া এখানে আনিয়া রক্তমুক্তে নিক্ষেপ করে। কেহ বা ডাকযোগে পাঠাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেয়, পাঠায় উহা রক্তমুক্তে নিক্ষেপ করে। এইরূপে বহুদিন ধরিয়া এই সকল অস্থি সঞ্চিত হইতেছে এবং কালক্রমে উহা স্তূপাকার ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। হায় মানব মোহ ইহাই তোমার পরিণাম!

আমরা পার্শ্বদেশে সুবিস্তৃত প্রবাল রাজের সিঁড়ির উপর নিজবস্ত্র বিশুষ্ক করিয়া লইলাম। সম্মুখে বিশালবক্ষে তরঙ্গীবধূ তার তার খেলে বহিয়া যাইতেছে। বামদিকে বারীজনের রক্তমুক্তে যাত্রের তরঙ্গ, ঝিনুকসমূহের উপরের রাজার ন্যায় পরিশোভা রবি এবং চুম্বিতের "আও", "আও", "এস", শব্দে সমস্ত মুখরিত। মাতঃ বারীধি! জীবের সুখ নিবারণার্থ তরঙ্গীবধূর সাহায্যে তরঙ্গ প্রবাহিনী তুমি! তরঙ্গীবধূর এরূপ সাহায্য করা ও অন্যে তোমার দেখি নাই! জীবের সুখে তরঙ্গের সঙ্গে যোগ হয় বলে, আর সেই বারা হইতেই বুঝি তোমার উৎপত্তি! তবে তোমার জলে স্নান করিলে লোকের পাপ তাপ না যাইবে কেন! এই ত, এখনি মনে পড়িল আধিভৌতিক হইতেছে। মাতঃ! তুমি আমার লজ্জা ভাঙ্গিয়া লও, ভাঙ্গিকুল ভাঙ্গিয়া লও, আমার অহংজ্ঞানতা, পাপোপরতা দূর করিয়া দাও। দাও কেবল আমার ভক্তি। যে ভক্তিতে তরঙ্গের প্রবাহিনী বহিয়া যায়,—অন্তর কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় বিকম্পিত হয়,—নয়ন ভাসা নীর হইয়া যায়,—হৃদয়-পদ্মে আমার করুণাময়ীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে,—যাহা আমাকে দিবে কি? [ক্রমশঃ]

উপন্যাস

(শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

ঘরের ভাঙা দরজার বাহির হইতে শব্দ হইল, বারোটা এক সঙ্গে বিশ্রী ঠোকর কোঁপে মেরে ছোট বাটিটা। বালিকা জলের উপর দেহ নিঃচিন্তে ভাসাইয়া বলিল—"আমি পারিব না।"

বালক তাহার মেজ বোনের মুখের দিক, সে বাটীর উপর হইতে উদ্বেগের জিজ্ঞাসা করিল—"কি পারবি না?"

বালিকা ভয়ে ভয়ে চোখ মিলিয়া বলিল—"এই—এই ডুবতে।" পরক্ষণে মাথা তুলিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—"বাবে, আমার ভয় করে না বুঝি? মা যখন বাবুদের সাঁতার দিতে শেখে—তখন?"

বালক বলিল—"তখন আমি বুঝব। তুই ডুবতে পারিস?"

বালিকা বলিল—"না।" বালক বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—"ডুবতে না—কি,—তোর ঘাড় ডুববে। কথা বিকেলিলি কেন?"

বালিকা কোনো উত্তর দিল না। বাটীর সিঁড়ি হইতে পাক দিয়া বালিকা পূর্ব্বদিকের পাড় বাহিয়া ডুবিল। কিন্তু বেশীদূর যাইতে হইল না, কাঁটাবনের মধ্যে অগ্রসর হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল,—"কে আছ গো, শেগে যেয়ো।"

বালক ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল,—ভাঙা গলায় বলিল—"চুপ কর্ পোড়ারমুখী, কের চাঁচাবি ত গলা টিপে মেরে।"

বালিকা বলিল—"উঃ, ভারী আশ্চর্য্য, যাও না দেখি?"

বালক বলিল—"যেতেই ত, পারি না কেন? দেখ্‌বি?" কথার সঙ্গে সঙ্গে গলার হাত পড়ে দেখিয়া বালিকা বলিল—"কেন ও, আমি তোমার কি করিচি?"

বালক মুখ ভেঙাইয়া বলিল—"কি করিচি! জানিস, আমার ঘরে লাগাবার অমন কত মূল করেছে?"

বালিকা বলিল—"তারী বাহাদুরী করেছে—ফের যদি বলে ঢিল দিয়েছে। বীর পুরুষ!"

বালক বলিল—"আমি কি জন্যি বীর পুরুষ,—আমি ত পুরুষ হয়েই—"

"কেন,—বাবুর কি আর বাবুদের বাবার লোক খুঁজে পেলে না? ফেলে যাও বলচি,—পাজী মেয়ে!" বালক একটু উত্তেজিত হইয়াছিল,—এইবার ঘরের বালিকা সঙ্কুচিত হইয়া বাটীর দিকে যাইতে যাইতে বলিল—"খুব হ, তোর মনে যদি আর কখনো কথা কই ত আমার মাথা খেয়ো বাবু বল।" বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

কৈবর্ত্তদের মেয়েদের যখন তাহার বর্ণপরিচয় পিতার বিদ্যা-লব্ধি হাইকোর্টের হাইকোর্টের অসাধারণ অধ্যবসায়ের উপন্যাসখানি আদিবার বলিল,—তখন দেখানি পড়িয়া কি কল যায় এই চিন্তায় সে রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হয় নাই। পরদিন প্রত্যুষেই সে বাড়ুয্যেবাড়ীর খিড়কীর পুকুরপাড়ি হাজির হইয়া আসিল। বীরুকে বলিল—"হাঁটাজুড়ুয়া ছাতাপড়া জামে,—পাশের পড়া, ওবাবের আছে এনুয়েছে।" এই বাটীতে দুই দিন বালেই গ্রামের অভিজাত মিশিরজাবাবুর বাড়ী তাহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যোর বাজনো। হরসুন্দর ভট্টাচার্য্যের কন্যা বৌরী বাবলা বারবার পর বাড়ী ফিরিয়াছিল। মাথায় টানিয়া বেঁধিয়া চুল বাধা,হাতে মোলক ঝুলিতেছে। পরণে একখানা নূতন রেশমি সিল্কের কাপড়, ফুলের কিতা দেওয়া পাড়। তাহারই অভ্যর্থনার, গ্রামে যদি কেন—অভাবের ভিন ভাব ছুড়িয়া পুঁটি ও অভাবের একটী বৃহৎ হাট। বিজনের সঙ্গে বৌরীর পথে দেখা। সে তাহাকে কথার ছলে ঘাটের ধারে আনিয়া বলিল—"বৌরী ভাই, তোকে ঠিক রাজকন্যার মত দেখাচ্ছে।" বৌরী "দেখাচ্ছে" বলিয়া খিলিয়ে হেসে—বিজন তাহার পথরোধ করিয়া বলিল—"ভাই একটা কাজ আছে।"

"কি?"

"আমি একখানা বই লিখেছি—রাজকন্যা বকুলা পুষ্পমালার বাবে ফুল তুলতে এসে জলে পড়ে ডুবে যাচ্ছিলেন—এমন সময় রাজপুত্র পুরুষ এসে তাঁকে বাঁচালেন। সখিটী, তুই যদি রাণী হোস্ ত—"

আর একটু ডুবাইয়া বলিতেই বৌরী সরিয়া গেল। পরে

পুকুরের ঘাটে আসিয়া সে হর ক'টা সিঁড়ি অবতরণ করিয়া নামিয়া গেল। কিন্তু জলে না দিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া উত্তর এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্তরূপ ঘড়ঘড়ানির শব্দ হইল।

হাসির উপর হেমাঙ্গিনীর কী কী অধিকার আছে, বিজন মুখোপাধ্যায় তাহা জানিত না। সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিয়া, হাতটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিল, সঙ্গে একজন অপরিচিত যুবক। হেমাঙ্গিনী বিজনের হাত ধরিয়া বলিলেন—"তাইত বিজন বাবু!" জীবনে এই প্রথম 'বাবু' সম্বোধনে অভিহিত হওয়ার গর্বে এবং বিজনের আত্মসম্ভ্রম প্রকাশ হইয়া যাওয়ার নিদারুণ লজ্জায় বিজন ইতস্তত করিয়া বলিল—"আপনি তাহলে হর খেয়েছেন? কাকে খুঁজতে এসেছিলেন?"

যুবক বলিলেন, "অবশ্য খেয়েছি ব'লেই কি। খুঁজতে বাইতে আসিনি, একটু দরিদ্র ভাবে তবুও খেলিয়াছিলাম। এখন লোকটা বাড়ী আছে। যাবেন,—উপকারটা জন্মের মত খেয়ে আরী দুঃখিত হবেন। বাড়িটা আপনার বড় চীনু।"

বালক বালিকার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। খৌরী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল,—"যা যাই কি? আপনাকে যদি কেউ চুরিয়ে দিয়ে যায়?"

যুবক বলিলেন—"তাতে প্রাণভরে আশীর্বাদ করুন। যা লয় পড়েছে—"

"হেন, হেন, আপনাকে ত কেউ ধরে পড়ে ক'রে করতে বলেনি।" খৌরী চক্ষু ঘুরিয়া উঠিল আরও।

যুবক বলিলেন—"আচ্ছা বিজনবাবু, সেই রাজকন্যার কোঁচোতে কি পুঁথি লিখা আছে?"

বালিকা কৌতূহলী হইয়া উঠিল,—"কেমন ভাল হবে না কিন্তু।" সে রাগে বকুনি অভিমানে কাঁদিতে যাই ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

বিজন অপ্রতিভ। হেমের সহিত পরিচয় হইয়া গেল, তিনি বিনিকার বাবুর পুত্রের বন্ধু, নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। বিনিট দুই কথাবার্তার পর যুবক বলিলেন, "তাইত এখন উপন্যাসটা হয় যাই! আচ্ছা, আপনার সেই ছইয়ে রাজকন্যার আর কোন বিশেষের কথা নেই?"

"আছে, কিন্তু সে বলিতে চাহে না। আপনাকে একটা কোথা বাহাদুর রাজকন্যার দেখতে দেবে," বলিতে বলিতে সে মুখের পা টেনিয়া উঠাইল। সেই মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড কুকুর ঘাটের পাশ হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহার মুখ একটা ছায়া।

যুবক কুকুরটার মাথে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া বলিলেন—"তবে ঠিক হ'য়েছে, আপনি ছুটী এনিয়ে দিয়ে ঐ অশথ গাছের তলায় দাঁড়ান,—আমি খৌরীকে কুকুর দেখিয়ে দেব, আপনি হয়ত খোঁচর পড়ে তাকে ধরাবেন। দূর থেকে ছুটিয়ে পারবেন না এর সঙ্গে।"

বিজন বলিল "না—না, সে আমি কাছে থেকেও পারব না। যদি কামড়ে দেয়?" যুবক বলিলেন—"ও, ওই আপনার ভাবন, মেয়েটা যদি চুরে করে দেয়, তবে কি করে বাড়াবেন?"

"হাঁয়, ও আমার চুরবে! ও এমন ভিজটা কুকুর দাঁতের দেবে দেয়।"

"তাহ'লে সব আঁটঘাট বেঁধে রাজকন্যা সাজিয়েছিলেন কুকুর।" বিজন লজ্জায় লাল হইল। যুবক বলিলেন, "যাই হোক, আপনার কোন ভয় নেই। এই ছাতা নিন, কোথে কামড়ে দিতে পড়ে ত চট করে মাথায় খুলে ধরবেন। তার মধ্যেই আমি ডেকে কুকুর ফিরিয়ে নোব।"

বিজন কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত হইয়া বলিল—"আমি এখুনি ছাতা ফেরৎ দিয়ে যাচ্ছি।" যুবক বাধা দিয়া বলিলেন—"না,—না, তা হবেনা না, খৌরীকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে এলে উপন্যাস জমবে না। ছাতাটা নিয়ে বাড়ীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন, ফিরবেন—কাকোতে বাঘের ছাতা।" বিজন যেন আপনার পক্ষে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। বলিল, "আপনার নাম জানতে পারি?"

যুবক বলিল—"পারি না হ'লে আর ঐটুকু মেয়েকে কুকুর দেখিয়ে দি? যান, যান, দেরী যান!"

ঘাটের পথে খৌরী তখন অনেকটা দূর গিয়াছে, বিজনও একলোড়ে তাহার কাছাকাছি পথ অতিক্রম

করিয়া অবাক হইয়া গেল। সকলে প্রস্থান। চৌধুরীর দিকে আঙুল দেখাইয়া কুকুর বলিতেছে—"লিয়ে, লিয়ে।" সকলেই বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণে প্রতিধ্বনিত করিয়া কুকুর চলিল। চৌধুরী একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, পশ্চাতে বীরমূর্ত্তি সাহসের ভরে আসিতেছে, কিন্তুই আর অগ্রসর নাই! সে, "বাবারে বিজয়বাবো, খেয়ে ফেল্লেরে" বলিয়া উচ্চরোলে চেঁচাইল।

বিজয় এতক্ষণ হাসাইতেছিল। কুকুর আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া সে প্রাণপণে অগ্রসরহইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। সহসা মুখের সম্মুখে ছাতা খুলিয়া সাহেবসুলভ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বিকট আওয়াজ দিল—"বুঝ, ভেঙচে।" পরক্ষণেই এতক্ষণে ছাতা ছিঁড়িয়াছে দেখিয়া বিজয়-বিদ্রোহীকে পলায়নী করিল। আর এক সেকেণ্ড, তাহা হইলে সব শেষ হইয়া যায়, এমন সময় একটা তীব্র বংশী-ধ্বনি! প্রভুভক্ত সাহসের বেগম ফেলে আসিয়াছিল—তাহার বিপদসময় বোঝা ছাতটি লইয়া ফিরিয়া গেল।

বিজয় চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছিল—কুকুরটা বেশ জোরে,—এমন সময়ে মাথের ভাবে একটা জোরে স্পর্শ অনুভব করিয়া সিহরিয়া চক্ষু মেলিল।

চৌধুরী বলিল,—"তবু ভাল, আমার যা ভয় হয়েছে! ভাবলুম বুঝি মরেই গেল! কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে? হাঁগা, কুকুরটাকে তাড়ালে কি করে?" বিজয় উঠিয়া বসিয়া দেখিল—কুকুরের চিহ্ন নাই। সে বলিল,—"খুঁজী ছেড়ে।" "আর কুকুর ত কি?"

বিজয় গভীরভাবে সহিত বলিল, "কে জানে।"

চৌধুরী বলিল—"সত্যেসত্যে কুকুর নয়! তাগিস বুদ্ধি ছিলে। আচ্ছা সে বাবুটী গেলেন কোথা?"

"ঘিরে বাড়ী।"

"কুকুরটা ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছিল কেন গা?"

বিজয় এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, বলিল—"বজ্ঞ ভেল্কি মনে।" "হাঁ তাই, ওটা বুঝি কুকুরদের রাজা? তাই বলি,—এত জোরও কেন? ছাতা মাথায় দিয়ে যায় মামুষকে আসতে! উঃ, আমার এখনও বুকটা চিপ্‌চিপ্ করছে!" বিজয় সান্ত্বনে বলিল—"চল্, তোকে বাড়ী পৌঁছে দি।"

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া চৌধুরী যখন তাহাকে তাহার কুকুরভয়ারদিক বেশী যন্ত্রণা হইতে একটী সম্পূর্ণ সফেদ মাথি করিয়া যাইতে দিল, তখন সে মেটাকে আপন বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ উপন্যাসের নায়কের মতই সগর্ব্বে গ্রহণ করিল।

ফিরিবার পথে বেতনভোগের স্ত্রীর সহিত দেখা। সে এতক্ষণ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"পাশ পেলে বাবা?"

সাপ্তাহিক সংবাদ

পারিতোষিক বিতরণ—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঞ্চন-নগর গত ১৩ই চৈত্র তারিখে রায় সাহেব জানেন্দ্রনাথ সে মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত স্কুলের ছাত্রবিগের যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ—গরুপুর মুন্সিপালিটীর ভেটেরিনারীয়ান ইন্সপেক্টরের (ঘোড়ার ডাক্তার) অস্থায়ী ভেটেরিনারী সার্জন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঘোড়াবাজার আদালতে ফি এ, ফেল খাঁর এজলাসে ঐ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক মিস্টার যোগেশচন্দ্র বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারি করিয়া তলব করিয়াছেন। বাদীর প্রকাশ, ফরিয়াদী অত্যন্ত অসদ্ব্যবহারে আসামীকে তাহার বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য একটা স্থানে পড়াইতে বলেন। আসামী তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাকে গালাগালি দেন এবং মেরে প্রহার করেন। ফরিয়াদী আসামীর এই আচরণের প্রতি স্কুলের সেক্রেটারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি আসামীকে পদত্যাগ করিতে বলেন। ইহার পর ফরিয়াদী একদিন স্কুলের ছুটির পর যখন বাড়ী যাইতেছিলেন, তখন আসামী

কয়েকটি ছাত্র লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কয়েকটি লোক তাঁহাকে বাধা দেওয়ায় অভিযোগী তাঁহার কবল হইতে রক্ষা পাইয়া যান। অভিযুক্তদিগকে পুলিসে এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিতে হুকুম দিয়াছেন।

কলিকাতায় মৃত্যুসংখ্যা—২৮শে জুন পর্য্যন্ত কলিকাতায় এক সপ্তাহে ৩১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে যথাক্রমে ৩৩৬ এবং ৩০১ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দকে লইয়া বিশেষ এই ষ্টীমারে শিলাইদহ হইতে চড়িয়াছিলেন এবং গত ১৭ই জুলাই কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছেন।

নূতন জাইস-চান্সেলার—"অমৃতবাজার" পত্রে প্রকাশ যে, অধ্যাপক আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাইস-চান্সেলার হইবেন তাঁহারা এইরূপ অনুমান হইতেছিল।

বন বসন্তের টাকা দান—ঢাকার ঘাস রোগেক্ষুর যোগে যাহাতে তাঁহার সন্তান পাশ্চাত্যদিগের নিজের পুত্রের মানে একটী বাড়ী উহাদের স্থাপন করা হয় তজ্জন্য ঢাকা-ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটকে দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

উদয়পুরে রেলপথ—উদয়পুরের মহারাণা উদয়পুর হইতে ইষ্ট পর্য্যন্ত ১৫০ মাইল দীর্ঘ রেল লাইন নির্ম্মাণ করিতে স্থির করিয়াছেন। শীঘ্রই কার্য্যের কাজ আরম্ভ হইবে।

জার্ম্মাণীতে সমরসজ্জা উৎসব।—জার্ম্মাণীর জাতীয় দল ও পদস্থব্যক্তিদের প্রতিনিধিবর্গ এক সভায় সমবেত হইয়া স্থির করিয়াছেন, যুদ্ধ ঘোষণার দিনে বার্ষিক উৎসবের সময় সর্ব্বত্র জাতীয় পতাকা অর্দ্ধ উত্তোলিত হইবে। দুই মিনিট কাল সমস্ত কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ রাখা হইবে। তবে জাতীয় দল ও পদস্থব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞা নিতে না পারায় কোনও দল যোগদান করিতে পারিবে না। সভাস্থল ও আম বাগানে বিলিত হইবে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার যুদ্ধারম্ভ—আগামী বৎসরে ইংলণ্ডের যুবরাজ দক্ষিণ-আফ্রিকা ভ্রমণ করিতে যাইবেন। এজন্য দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ইটালীয় গ্রেস আইন—ইটালীর ভাটিয়া গবর্ণমেণ্ট গ্রেস আইনের সাহায্যে অন্যান্যদেশের ন্যায় নিজের রাজ্যে বাধা দিয়েছেন বলিয়া এখন চারুতা উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয় পক্ষ বৎসর একটী আইন পাশ হয়। কিন্তু তাহা কার্য্যকরী করা হয় নাই। এখন তাহা জারী করা হইয়াছে। এই নূতন আইনের ফলে ভাটিয়া হতের প্রবাস লোকের ভীষণ ক্ষতি হইয়া যাইতেছে। 'কুরিয়ার ডেলা' ও 'কুরিয়ার ইটালিয়ো' পত্র এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে।

পরলোকে আগমন—গত শুক্রবার চারিটার সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ে বন্দর পর্ব্বত সর্ব্ব সীটনের[illegible]পরলোকগত নাথ আগমনের মৃতদেহাধারের পৃষ্ঠিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মেসিনের আফিসে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। সভাতে ৩০ জন ব্যক্তি কলিকাতার বিভাগের লোক সকলেই উপস্থিত ছিলেন। অনেকে পরলোকগত নূতন পর্ব্বতের গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা দেন। সভাতে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ অর্থ সাহায্যের জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

সাহিত্য পরিষৎ—সাহিত্য-পরিষৎ চতুষ্পাঠীর জন্য ছাত্রের আবশ্যক, আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে, উপাধি পরিক্ষার্থি ছাত্রের অধ্যয়ন বিশেষ আবশ্যক হইবে। সভা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট আবেদনের শ্রীযুক্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত আহ্বান করুন।

সৌম্য সরল সুবচন—মহামহোপাধ্যায় ৺তারানাথের জ্ঞানগরিমময় মহাপুরুষের জীবনী লক্ষ্যে,লক্ষ্যে, বলে বা কিস্তি' আমার তিনি সংক্ষেপেই প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, উহাতে উক্ত মহাত্মার প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় "জননীর পত্র" নামক একটী সৌম্য-সরল প্রবন্ধ লিখিবেন। প্রবন্ধ আগামী মাঘ মাসের ১০ম সংখ্যা পাঠাইতে হইবে। প্রেরিত প্রবন্ধ সকলের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার বাহুল্য অনভিজ্ঞ পাঠকগণের উপযোগিতার মধ্যে বিবেচিত হইয়া যিনি পদক প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। কিন্তু জানিতে হইবে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়, দুইটী অঙ্ক, কাহিনীর এই উপহার জানিতে পারিবেন।

মডেল কলেজের পরিণতি বন্ধি ও এসোসিয়েশন। কলিকাতা মডেল কলেজের পরিণতি বন্ধির ও কলিকাতা মডেল এসোসিয়েশনের মহাসমিতি নির্বাচন উপলক্ষে মুদুল আন্দোলন চলিতেছে। কলিকাতার সমাজের ধর্ম্মনিষ্ঠ সভ্য সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্যগণ সকলেই একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহাশয়ই উক্ত দুই সভারই সভাপতি হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি বহু গুণই তাঁহার উচ্চ পদের যোগ্যতার কারণ।

শিক্ষার ধারা। বেতন না লইয়া বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়াই এদেশের চিরন্তন পদ্ধতি। বেতন প্রথার সৃষ্টি ত বহুদিন, পর ব্যবসায় আমদানি করিয়া আমাদের ঘোলাইয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়াই এদেশের আদর্শের প্রথা বলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এখনও এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইলেও একবারে অন্তর্হিত হয় নাই; তবে প্রায়শঃ সকল শিক্ষা দান এখন বিনা বেতনেই এ ব্যবস্থা। এদেশের সৌম্য সরল পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তনে এই বিনা বেতনমূলক সকল শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে, আর তাহা ইংরেজী শিক্ষার ত কথাই নাই—বেতনাদি বাদ দিয়া সকল পরিবর্ত্তে দাঁড়াইয়াছে। পরন্তু বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজী শিক্ষার যে ধারা ছিল, এখন তাহার প্রায় চতুর্থাংশ বাদ দিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অথচ, এই ইংরেজী শিক্ষায় এদেশের লোকে যতোধিক ব্যয় করিতে না পারিলে সমাজের অধীর নিরাশ হইয়া পড়িয়া থাকেন। এই ইংরেজী শিক্ষালাভের দুর্নিবার জন্য যতো যতো এদেশের লক্ষ লক্ষ অর্থরাশি ব্যয় করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উড়িষ্যা-অনুসন্ধানের ব্যাপার, কটকের মাদ্রাসা কলেজের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আমাদের মতে সকল শিক্ষা এবং মাতৃভাষার শিক্ষা প্রসারের জন্য এদেশীয় মনোযোগ প্রবর্ণন একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে শিক্ষা এদেশের প্রকৃতিগত সমাজের পদ্ধতি,—যে শিক্ষা এদেশের ধর্ম্মের এবং প্রকৃতির প্রতিকূল নহে, এদেশে সেই শিক্ষার পুনরুদ্ধার প্রবর্ত্তন আবার করিতে হইবে। [বঙ্গবাসী]

আরোগ্য—মাদ্রাজ হিন্দুর আরোগ্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় রাজলক্ষ্মী কবিরাজের স্ত্রী আইসেন যেমন করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি আশির ঘরে এবং বেলা ১১টার সময় তাঁহার কৃপা হয়। ডাক্তারী চিকিৎসার ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। প্রকাশ যে, স্বামীর রোগ সংবাদ শ্রবণ মাত্র তিনি আরোগ্য করিয়াছেন।

ইহার পরদিন মহামহোপাধ্যায় মাদুরার মাতাজী উমেশকে আরোগ্য করিয়াছেন। তাহার তিনি উমেশকে আরোগ্য করেন। সকালে সকলে এই আরোগ্যের সংবাদ অবগত হন। প্রকাশ, মনোযোগে তিনি আরোগ্য করিয়াছেন।

তুতুকুড়ির মালাই নিবাসী শ্রীও উমেশকে আরোগ্য করিয়াছে। প্রকাশ, মনোযোগেই এই আরোগ্যের কারণ।

(মাদ্রাজ মিত্রবর্ত্তী)

এডুকেশন গেজেট

৬ষ বর্ষ

সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ। শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বয়মেব বিবেচয়েৎ॥
সর্বেষাং তুল্যমেবেদং ফলং সর্বে লভন্তে যৎ। সর্বে তুল্যাপি পুরুষা যথা কল্পতরুং প্রতি॥
আচারেণ ফলং সম্যগ্ যথা ভবতি ভোক্তৃতে। তথৈব শ্রোত্রিয়ো বিদ্বানীহতে ফলমগ্রতঃ॥

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৩১, ২৪শে জুলাই, ১৯২৪ [১৪ সংখ্যা

"হা জল—হা জল!"

[শ্রীহরিপ্রসন্ন মিত্র]

—০৪৪০—

এই বিশাল বঙ্গদেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতি গ্রীষ্মে উচ্চারণ "হা-জল"—"হা-জল" করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর শত শত লোক উহ্য পানীয় জলের অভাবে আক্রান্ত হইয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা দেখিয়া দেশের সাধনকর্ত্তারা ও নেতৃবৃন্দ কি করিতেছেন?

সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র মাননীয় মন্ত্রী মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের মন্ত্রণাধীনে মফস্বলের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রতিনিধিবর্গের এক পরামর্শ-সভা হইয়াছিল। তাহাতে মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মফস্বলের পানীয় জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে খুব জল্পনা করা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙ্গলার জলকষ্ট নিবারণ করা এক কঠিন সমস্যা; মেয়রগণ এ বিষয়ে উদাসীন আছেন, বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ মেয়রগণ ইহার প্রতিকারের জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কিন্তু এই অধিবাস প্রদেশের কোটি কোটি লোকের জন্য জল খুঁড়া সহজসাধ্য নয়, তাহাতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন। মেয়রগণ ও টাকা যোগাড় করিতে সর্ব্ব সময়ে, সে জন্য স্থানীয় লোকের সাহায্য আবশ্যক।

কিন্তু মেয়রগণের এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন দেখা যাক। প্রথমতঃ মেয়রগণের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সমূহকে যে সকল গ্রামে জলাভাব আছে, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে বলেন, আর প্রতি বৎসর নূতন ও ভগ্ন কূপ খনন জন্য ৫০০০৲ টাকা করিয়া দেওয়ার জন্য প্রত্যেক জেলা বোর্ডকে উপদেশ দেন। কিন্তু সে উপদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তখন বলা হয়, এক একটা জেলায় জলাভাব দূর করিবার সঙ্গে ৫০০০৲ টাকা ত কিছুই নয়—সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটী! সুতরাং আরও টাকার দরকার। সে টাকা কে দিবে? তখন মেয়রগণের বলিলেন—আচ্ছা, তোমরা জেলা বোর্ড হইতে যদি একটা নূতন কাজের জন্য এক তৃতীয়াংশ দেও, আর স্থানীয় লোকেরা যদি টাকা তুলিয়া এক-তৃতীয়াংশ দেয়, তবে মেয়রগণ হইতে বাকী এক-তৃতীয়াংশ টাকা দেওয়া যাইবে। এইরূপে মেয়রগণ প্রত্যেক জেলার জন্য ৩০০০৲ টাকা ও সমস্ত বাকী দেশের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই বিষয়ে ১৯১৭ সন পর্য্যন্ত কিছু কিছু কাজ হইয়াছিল; কিন্তু স্থানীয় লোকের টাকা দেওয়ার অভাবে বেশী কাজ হইতে পারে

নাই। ইহার পরে গবর্ণমেণ্ট লক্ষ পার্বণিক ওয়ার্কস্ ফণ্ডের টাকা জেলা বোর্ডের হাতে দিয়া বলিলেন, তোমরা এই টাকায় রাস্তা—পুকুর কাটাও। এ টাকার কম নাই, কিন্তু জেলা বোর্ডের কর্ত্তারা এই টাকা দিয়া কি করিবেন? তাঁহারা দেখিলেন, মফস্বলের যাহিরা ও গ্রাম অঞ্চলের রাস্তা সকল অযত্নে অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের টাকা থেরামতে তাহা আর চলে না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে এই টাকাটা হাতে পাইয়া বসিয়া রহিলেন। পল্লীগ্রামের লোকেরা জলাভাবে মরিয়া যায় যায়,—কিন্তু রাস্তা মেরামত না করিলেই নয়। জেলা বোর্ডগুলির গবর্ণমেণ্টের টাকা পাইয়া লাভবানের রাস্তা মেরামত করিতে বসিলেন। তবে গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কোন কোন জেলা বোর্ড বৎসর বৎসর কিছু কিছু টাকা জলাশয় খননে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। লর্ড কার্মাইকেল জেলা বোর্ডের মেম্বরদিগকে লইয়া যে পরামর্শ-সভা করেন, তাহাতে স্থির হয় যে প্রত্যেক জেলা বোর্ড পার্বণিক ওয়ার্কস্ ফণ্ডের টাকাগুলির তৃতীয়াংশ এই কার্য্যে ব্যয় করিতে বাধ্য হইবেন।

এই সঙ্গে আর একটা কথা উঠে। নূতন পুকুর কাটিতে অনেক টাকা লাগে,—অনেক গ্রামে পুরাতন পুকুর আছে, অল্প ব্যয়ে সে গুলির সংস্কার করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে অনেক গ্রামের উপকার হইবে। কিন্তু তাহাতে বাধা অনেক। সেই সকল পুরাতন পুকুরের সংস্কার করিলে তাহা কাহার সম্পত্তি হইবে? পুরাতন পুকুরের মালিকগণ যদি স্বীকার হন, তবে তাঁহারা গ্রামবাসীর উপকারের জন্য সেই সকল পুকুর জেলা বোর্ডের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন। কিন্তু সকলে ত সেরূপ স্বীকার হন না। অনেক পুকুরের মালিকেরা আবার অতি গরিব। সংস্কারের খরচও তাঁহার দিতে পারেন না। এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল যে, এই সকল পুরাতন পুষ্করিণীর স্বত্ব স্থির করিবার জন্য জেলাবোর্ডসমূহকে ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক। তবে এ সম্বন্ধে আইন সভার ও অন্য প্রকার অনুমতি নেওয়া হয়, সে জন্য ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

ইহার পরে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বিনীতভাবে প্রস্তাব করেন যে, ইউনিয়ন বোর্ড বা ইউনিয়নে কমিটিগুলিকে গবর্ণমেণ্ট হইতে, জলাশয় খননের জন্য অর্থ সাহায্য করা হউক। এইরূপ এক বৎসরের বজেটে ৫০,০০০৲ টাকা ধরা হইয়াছিল। সে টাকা প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে কয় অধিবাসীর জন্য কমিশনারদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। মিঃ গজনবী আর পাঁচ লক্ষ টাকা এই বৎসরের বজেটে ধার্য্যিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা ধার্য্যিতে দেন নাই। এই ত হইল গবর্ণমেণ্টের বিগত ৫০ বৎসর ব্যাপী প্রজাহিতের ফল।

এখন কথা হইতেছে, এই সকল প্রস্তাব করিলে রাজা ও লোকের পিপাসায় পানি দেয় না। পল্লীবাসী বলিবেন "জল," "জল" বলিয়া কলরবে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, তোমরা এদিকে রেলপথ খনিয়া অন্যান্য পরামর্শ করিতেছ- তোমাদের কথায় ত ঢিড়া ভিজিবে না। আসল কাজের কি হইল?

এখন ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে আর চলিবে না। এখন দেশের লোকের জলাভাব দূর করিবার জন্য দেশের লোককে চেষ্টিত হইয়া আসিতে হইবে। ঐ যে কংগ্রেসে বক্তৃতার সময়ে "constructive work" অর্থাৎ গঠন কার্য্যের কথা সময় সময় শুনিয়া থাকি, তাঁহারা এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন না কেন? দেশের লোক যদি মরিয়া যায়, তবে তাহাদের লইয়া তাঁহারা স্বরাজ গঠন করিবেন, আর কাহাদিগের জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে? আর, বলও যে এই জিনিষটা হইতেছে—দেশের লোকের মন প্রাণে প্রয়োজনীয় জিনিষ। সাধারণ পল্লীবাসী লোক চরিতার্থ হয়ে তাহাদের অভাবমোচন করিয়া থাকে, অন্যের কথা তাহারা তোমাদের মুখাপেক্ষী নহে। কেবল যথারীতি আইনকানুনের জন্যই অভাবমোচন আবশ্যক। তাঁহারা গ্রামের চাকুরি-জীবী, এখন আর তাঁহাদের লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরি দেয় না। বেকার সমস্যা অসহ্য হইয়াছে। পল্লীবাসীরা চায়—পানীয় জল, তোমরা তাহার কি করিতেছ? তাহাদের যন্ত্রের জন্য কথা প্রচার করিতেছ, তাহা চলুক। তাহাদিগের পানীয় জলের সমস্যা করাই এখন বড় কথা।

শিক্ষার গলদ

[অজন্ত]

আজ প্রায় একশো বছর হতে চলল আমরা বিলাতী শিক্ষা পেতে আসছি। মানব জাতির ইতিহাসে একশো বছর বড় কম সময় নয়—ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে অনেক জাতির আন্তরিক পরিবর্তন ঘটেছে, অনেক সমাজের বিবর্তন হয়েছে। একশো বছর ধরে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে আসছি, আমাদের দিয়ে তার সন্তোষজনক বিচার করা হবে না। বস্তুতঃ শিক্ষিত সমাজের অবস্থা থেকে যদি ফেলে দিয়ে বিচারে আসা উপযুক্ত হয়,তাহলে তার জন্য দায়ী: দায়ী শিক্ষার পদ্ধতি ও সামগ্রী। যেন যোগে আজ যে কয় উঠেছে, তার থেকে মনে অনুমান করতে পারছি যে, এই শিক্ষাপদ্ধতি স্বচ্ছাত্ত ও প্রয়োজনীয় কি না তা বিচার না করে একে গ্রহণ করা ঠেকে পারে না। যেন যোগে আজ যে অসন্তোষ বিরাজ করছে, তাই দেখে মনে হয় যে, আধুনিক শিক্ষা ও আমাদের আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। এতদিন এক ছেলেভুলানো গাছগাছ দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছিল। তা যে কি ধরণের ভুলনো ও অভিনিবেশের, তা আমরা আজ স্পষ্ট ধরতে পারছি।

এতদিন শিক্ষাপদ্ধতির আওতে পড়ে আমরা ভেবে বসেছিলাম, একদা মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। অর্ধনগ্ন আমরা ধরকে দেখে চমকে উঠলাম। গান্ধী বেন বললেন, ধাঁড়াও! একটু বেন কোন্ পথে চলেছ! আমাদের অনেকের মনে তখন ঘন ঘন—অর্ধনগ্নতার কলঙ্ক ঘুচিয়ে ধরে তাঁরা বেন উঠলেন, মুখানা কর কি! পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে গান্ধীর যা অভিযোগ তা সর্বাংশে মেনে নিতে না পারলেও, তার বিচার ভেবে দেখবার যে প্রেরণা আমাদের দিয়ে ছিলেন, তার মূল্য ও পার্থিব বাসনাটি দিয়ে বিচার করা যায় না। তাকে অবজ্ঞা করব? কোন্ পথের পথিক হবে? গান্ধীর আদর্শকে কল্প প্রত্যয়ে আমাদের সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।

একটা কথা খোলাখুলি বলে নেওয়া ভাল। ভারতবর্ষে যাঁরা ইংরেজ শাসনের, এমন কি আধুনিক মহাত্মার পাশ্চাত্য ভাষায় (culture) তার সকল ফলই বিশ্লেষিত। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি সকলেই পশ্চিমের শিক্ষায় শিক্ষিত। এর থেকে আমরা বলতে চাই যে, ইংরেজ এদেশে এই শিক্ষার প্রবর্তন না করলেও ভারতবর্ষ এঁদের পেত না। এঁরা মূলে যার যে, এই সকল মহাপুরুষ ইংরেজী শিক্ষার ফল নয়। এঁদের ভিতরে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, বাণী আছে, পৃথিবীকে কিছু দেবার পথে চলার গতিবেগ আছে। এরি ফলে ও তাঁরা জাতির আপনজনের মতো হয়েছেন। এইই তাঁদের মহত্ত্বের মূল। তাঁরা যে মূলধনীয় চিন্তা ও সাহিত্যে-শিল্পের আবহাওয়ায় পুষ্ট হয়ে এসেছেন, সে ত কেবল বাহ্য accident। এই accident এর মধ্যে তো তাঁদের সত্তা নেই। পশ্চিমের ঐশ্বর্যের জালে তাঁরা ধরা হয়েছেন, তাঁদের চিত্ত প্রলোভিত হয়েছে। কিন্তু যে ঐশ্বর্য না পেলে কি তাঁরা বড় হতে পারতেন না? সম্ভবতঃ খুব প্রাচীন যুগে মহাত্মা আলাদা অবস্থানি প্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছিলেন? ঈসা, বুদ্ধ, কবীর ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কথা কি? ইয়োরোপের খ্রীষ্টিয়ানের ইতিহাস অন্যান্য আগে শিবাজী ও প্রতাপসিংহ ও স্বাধীনতার মন্ত্র দীক্ষিত হয়েছিলেন। কি করে তা সম্ভব হয়েছিল? এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শিক্ষা-প্রণালীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করে বোঝা করতে আমরা সঙ্কোচবোধ করব না।

আমাদের দিনে শিক্ষার ভিত্তি বোঝার প্রচুর সময় হয়েছে, তা অনুসন্ধান করতে গেলে দরকার—দেশের শিক্ষা ও আবেগের সঙ্গে সত্যিকার পরিচয়, উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ শক্তি, এবং প্রেমও বটে। শিক্ষা প্রধানতঃ দুই প্রকারের—এক হচ্ছে অপরিহার্য সর্বসাধারণের শিক্ষা—মানুষ ও জাতি হিসাবে বাঁচবার জন্যে সকলেরই এর আয়ত্ত

বিষয় হবে। এ ছাড়া, উচ্চতর শিক্ষা আছে। শিক্ষার এই বড় বিষয়টা সমস্যাবাবের কথা নয়; এমন কি Mass Education এর প্রসার যেখানে খুব হয়েছে, সেখানেও অনেকেই শিক্ষার বড় দিক দিয়ে যাননি। আমাদের পক্ষে আজকাল প্রয়োজন এই প্রাথমিক শিক্ষার। অর্থাৎ সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। উচ্চশিক্ষারও প্রয়োজন আছে, তা ছাড়া জাতির culture কে বাঁচিয়ে রাখতে পারা যায় না। এই culture কে উচ্চ করলেই জাতি বিশ্বের সাহিত্যে বিশেষ স্থান করে নিতে পারে। কি প্রাথমিক, কি উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধ বিষয়েই মতের বিস্তর ভুল রয়েছে। জাতীয় বীতি আনতে হলে আগে তার মতামত বদলাতে হবে।

সকলের বড় দোষ হচ্ছে এই যে, শিক্ষাকে আমরা একটা অসম্পূর্ণ বাইরেকার অনুষ্ঠান করে রেখে দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতজন উপাধিধারী শিক্ষার সঙ্গে নৈমিত্তিক জীবনের অভিজ্ঞতা যোগ অনুভব করেছেন, তা খুব বড় প্রশ্ন। শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর নাহিক অনুষ্ঠান হয়ে পড়েছে, তা আজ হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে। তাই ত দেখি, শিক্ষাবিভাগের আগে আমাদের ভয় আত্মরক্ষার অনুষ্ঠান করতে হয়। খুঁজে আমরা কত কি চাই। যে একটা ডাক দিয়ে [সত্যকার শিক্ষা অর্জন করা যায় না। শিক্ষার অনুষ্ঠানে যথাকথিত প্রবীণরা শিক্ষার্থীর ছাত্রজীবনের বিলাসিতা দেখে যে অভিযোগ তোলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য। শিক্ষা ত আমাদের অন্তরকে মুক্তি দিতে পারছে না, চিত্তকে উচ্চ করবার শক্তি তার যেন কোথায়? তার সত্যতার পরীক্ষা নাম হবে না যদি না তাকে অন্তরঙ্গ প্রয়োগ দ্বারা করি। এই শিক্ষা ব্যক্তীত এক বিশিষ্ট ধারণে পারি যে। সে ত শুধু টাকা রোজগারের জন্য নয়। জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য চাই। যে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করছি, তার সঙ্গে তার খাপ খাওয়া চাই। আমার যে বিশিষ্ট জীবন তাকে কথা শিক্ষাপদ্ধতি যার যার মনে করিয়ে দেবে। সেই পথ দিয়ে জীবনের পূর্ণতা আসতে পারলেই তবে শিক্ষার সার্থকতা অনুভূত হবে। কলেজের লেকচার ঘরে প্রফেসার যে সমস্ত কথা লিখিয়ে যেন, তা বাজারের short cut এ যে সমস্ত কথা লিখিত হয়ে থাকে, তাহাই কতক কতক অংশ পাস নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে পরীক্ষার হলে উগার করে এসে ও প্রকৃত শিক্ষা হয় না। তবে এরা বাইরে তাকে পেয়ে বসে, মুখস্থ হয়ে, ঘোলাতে হবে। শিক্ষা বাইরেকার জন্য নয়। পার্থিব উন্নতির জন্যের জন্য নয়। শিক্ষা হচ্ছে ভিতরকার থেকে প্রয়োজনীয়; অন্তরঙ্গ জীবনের জন্যই তাকে প্রয়োজন।

[ক্রমশঃ]

—:০:০:—

পশ্চিম ভ্রমণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিশাখেশ্বর চট্টোপাধ্যায়]

তাই যাও—আমা তাই যাও - একবার সেই কল্পনা কর, আমি আমার মাকে দেখি। একদিন—একদিনের জন্য আমাকে সেই ভক্তি যাও, আমার জন্ম সার্থক হ'ক! দিবে না? জীবের কল্যাণে কি তবে তোমার হৃদয় গলে না? না,—না, তা নয়। এ,কথনই হইতে পারে না। তোমার কৃপা আসিবেই আসিবে। সে কৃপা করে,আসিবে না? তবে তুমি হৃদয়ের কালিমা মুছাইয়া দিবে, আমি অন্তরস্থ কাঙ্গালিনী মায়ের মূর্তি দেখিব!

অতঃপর এখান হইতে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে পরিদর্শন করিলাম। বিকটে কোন কোন লোক কাঙ্গালীদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন। একজাতি একটী লোককে লইয়া এক প্রাঙ্গণে বাস করিতেন। আমরা এখানে কিছু না কিছু সকলেই দান করিয়া থাকেন।

আমাদের সম্মুখেই পথার ওপারে চণ্ডীর পাহাড় সূর্যকরে মেঘের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। গুনিতে পাওয়া যায় পূর্বে এখানে চণ্ডীর মূর্তি ছিল, কিন্তু এখন দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাঞ্জাবী হোটেল

এখান হইতে বাজার আসিয়া আমি অপরাহ্ণে একটী হোটেলে আহার করিতে বসিলাম। ছোট ছোট রুটী যোড়ার উপর দুইখানা খানার আমাদের হাত দিয়া যেত। পাঞ্জাবীদের এই যোড়ার উপর খানা রাখিয়া খাওয়ার প্রথা বড় মজা, ইহাতে আমাদের বড় খুব মজা হইতে হয় না। আমাদের খাওয়া ভাল না হইলেও কোন প্রকারে উদরপূর্তি করিয়া বাহির হইলাম। দুয়ার রোশনাইওয়ালী হোটেল হইতে জলযোগ সারিয়া যাইলেন। পরে আমরা এখান হইতে হোসাবিবির আশ্রমে গিয়া একটী আশ্রমস্থলে উপস্থিত হইলাম। আজকাল হোসাবিবির শিষ্যগণ সাক্ষাতে আশ্রম ও উহার বাটী রক্ষা করিতেছেন। বাহার অধিক লোককে উহাতে প্রবেশ করিতে দিলে মাথাদের পাদস্পর্শ লইয়া যাইতে পারে; সংক্রামক রোগেরও ভয় আছে। হোসাবিবির গৃহী শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই উদ্যানে স্থান পাইয়াছেন।

বজরিবিবি

বৈকালে এখান হইতে গজরাটীয় আসিয়া মিলিলাম। উহার নিকে এই সময়ে বজরিবিবি দেখা যাইতেছিল। এই সকল পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ও চির তুষারময়। এই-গুলির উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া দূর হইতে ঠিক যেন শুভ্র মেঘের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। এই সকল স্থান হইতে যমুনা নদী, শিখ, অলকনন্দা প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। যখন এই সকল পর্বতের উপর রৌদ্রকিরণ পতিত হয়, তখন তাহার শোভা অনুপমীয়।

শ্রীনাথুর আশ্রম

এখান হইতে আমরা পথার অপর তীরে শ্রীনাথুর বাবা অবস্থানের জন্য চলিলাম। এখানে রোশনাইওয়ালীর কন্যারা কালিন্দীর বাটিতেছিল বলা ছিল। তথায় গমন করিয়া নানা-স্থানে শ্রীনাথুর আশ্রম অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পল্লীবাসী নিকটবর্তী কোন স্থানে আশ্রম আছে বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল যে সাধুরা সাধারণতঃ লোক রোশনাইওয়ালী করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কলরাম, সিঙ্গিনী ও সাকীরামের পক্ষে তাহাদিগের সুবিধা। এখান হইতে অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আমরা শ্রীনাথুর বাবার উপস্থিত হইলাম। শ্রীনাথু বাবাজি এখানে বড় একখানি রোশনাই করিয়া অনেক বিভাগি সমভিব্যাহারে বাস করিতেছিলেন। ইহার পরিবারে বৈষ্ণবি বন্দাবি ও ভক্তাক বাবার এরূপ আধিপত্য যে ইহাতে ইহাকে ভিন্নভক্তিমার্গের বোধ হইতেছিল। সর্বাঙ্গে নামাবলি কণ্ঠি ও তুলসীর মালা, মস্তকে গীতাকুলের প্রকাণ্ড তুলসীর মালা স্থানে স্থানে মন্দিরের পুষ্প এক অদ্ভুতপূর্ব সাজায়। তবিয়াদি ভৌমি তান্ত্রিক। এখানে কালিন্দীর স্নান দেখা ও জলযোগান্তর পর ইহার সঙ্গ একত্রে পুনরায় পথার ওপারে অবেকজন লোকের পরিচয় দেখা করিতে চলিলাম।

নিগমানন্দের বাসা

অনেকস্থান ঘুরিয়া সকলে নন্দকুণ্ডের নিকটবর্তী স্বামী নিগমানন্দের বাসায় উপস্থিত হইলাম। নিগমানন্দ স্বামীজি নিয়া বসাইল এবং বিতরণের একটী ঘর ছাড়া দিয়া অব-স্থান করিতেছিলেন। আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি সন্ধ্যে বাহির হইতেছিলেন। ইহার কেশভূষায় কিছু পারিপাট্য লক্ষিত হইল। আমাদের হুক্কা, আলবোলার নিকের পাঞ্জাবী, শিখের চামর, ছড়ি আমা-দের মনে ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বলিতে পারি না, তিনি নিয়ম ব্রত সাধন করিয়াছেন, তাঁহার ব্রত এই সকলে বন্ধন থাকিতে দিতে পারে। আমরাও ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। সন্ধ্যার সময় পঞ্জাবীয়ের এক শিখ দুকানে উপবেশন করিলাম। এখানে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী অনেকগুলি লোক দ্বারকা ধামিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এ স্থানটী পঞ্জাবীয় হইতে একটু উচ্চ। এখানে রোশনাইওয়ালীর পরিচিত একজন লোক ছিলেন।

অতঃপর সকলে পুনরায় ওপারে শ্রীনাথুর বাসায় গিয়া কথা হইতে অনেক কথা হইলাম। পরদিন এখানে

আসিয়া ভাটিয়ালীতে নামে। এখানে কুম্ভযোগে স্নানার্থে ব্রহ্মকুণ্ডে গমন করিতে পারিবার কথা হইল। লোকমুখে কিছু অসুবিধা করিয়া একখানা মাত্রক ঘাটে আসিলাম। এখানে শেষ রাত্রে এক দীর্ঘ নৌকা হইতে শুনিলাম যে, আমরা কিছু অগ্রে না যাইতে পারিলে স্নান হইবে না। জনস্রোতের প্রাবল্যে ভয় হয় করিয়া আমরা এখানে অধিক অগ্রসর হই নাই। কিন্তু এখন তাহার অনুযোগ করিতে হইল।

কুম্ভযোগ

আজ চৈত্রমাসের সংক্রান্তি। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর চৈত্র সংক্রান্তিতে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। হরিদ্বার তিন স্থানে তিন স্থানে কুম্ভযোগে মেলা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেকবার নবম অন্তর প্রত্যেক স্থানে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। দ্বাদশবর্ষের পরে পুনরায় হরিদ্বারে কুম্ভমেলা আরম্ভ হইয়াছে। এই মেলা আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন মাস স্থায়ী হয়। তবে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে কুম্ভযোগে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানই সকলের উদ্দেশ্য। ঐদিনই সর্বাপেক্ষা অধিক লোক বর্তমান থাকে। কুম্ভযোগে ব্রহ্মকুণ্ড স্থানে অশেষ ফল লভিয়া থাকে। বিশেষতঃ এবারের সংক্রান্তির দিনে অমাবস্যা থাকায় স্নানার্থের বিশেষ যোগ হইয়াছে। তজ্জন্য এবারকার কিছু যোগ ও সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম। তুলিলাম ১০০ বৎসরের মধ্যে এরূপ স্নানের যোগ হরিদ্বারে হয় নাই। কিছুদিন হইতে স্থানান্তর হইতে কুম্ভযোগে স্নানের জন্য এখানে অনেক লোক আসিতেছিল, তাহারা আজ সকলেই যে কোন প্রকারে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবে। সুতরাং আজ বিপুল জনস্রোত ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে যাইবে। জোরগলি যাহাতে আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়—তজ্জন্য গবর্মেণ্ট পূর্ব হইতেই বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। তাহার পূর্বে কয়েকবার কুম্ভযোগে স্নানের সময় ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া অনেকের প্রাণনাশ হইয়াছে। অস্থায়ীও বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের আয় ভাল হইবে বিবেচনায় ও অন্য নানা কারণে যাত্রার হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের বিশিষ্টরূপ পুলিসের বন্দোবস্ত। এবারকার বিশেষ ব্যবস্থার বিষয় পরে লিখিতেছি।

আমরা খুব জোরে উঠিয়া পথে বাহির হইলাম। পরিবারের জন্য, বিশেষ একখানি গরুর গাড়ী সঙ্গে লইলাম। এখনও রৌদ্রের তত বাড়ী। পথে বিস্তর দেখিলাম, বিস্তর লোক ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে যাইতেছে। পূর্ব হইতে গবর্মেণ্টের আদেশ ছিল রাত্রি ৪টা হইতে বেলা ১১টা পর্যন্ত যাত্রীর স্নান হইবে, ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত সাধুগণ স্নান করিবেন, অতএব যাত্রীর জন্য তাহারও স্নান বাকী থাকিল ৪টার পর হইতে রাত্রি পর্যন্ত স্নান করিতে পারেন।

অযাচিতভাবে পুলিস

কিয়দ্দূর যাইতেই অযাচিতভাবে সশস্ত্র সৈনিক পুলিস আসিয়া আমাদের অগ্রসরণে বাধা দিল। প্রায় পাঁচ মিনিট এখানে অপেক্ষা করাতে পশ্চাৎ হইতে লোক আসিয়া এখানে বিস্তর লোক জমা হইয়া গেল। তখনিই সম্মুখে হরিদ্বারের দিকে লোকস্রোত অধিক হওয়াতে ইহারা আমাদের অগ্রসরণে বাধা দিতেছে। অনেক মিনিট পরে এখান হইতে আমাদিগকে ছাড়িয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পুনরায় তদ্রূপ অযাচিতভাবে সৈনিক আসিয়া আমাদিগকে বাধা দিল। এইরূপে অনবরত প্রায় ২।৩ স্থানে বাধা পাইয়া অনেক পরে আমরা হরিদ্বারের পথে আসিলাম। এখানে বাম দিয়া যে পথ লোকা ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে গিয়াছে, আমরা এই পথেই গমন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, ঐ পথের প্রবেশেই অযাচিতভাবে সশস্ত্র পুলিস পথ অবরোধ করিয়া আছে। আমরা বুঝিতে পারিলাম এই পথ দিয়া যাইতে দেওয়া গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। হরিদ্বারের অধিকাংশ যাত্রী হইতেই এইপ্রকার লোককে বাধা দেওয়া হইয়াছে। নতুবা এই অসম্ভাবকে চারিদিক হইতে ছাড়িয়া দিলে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট গমনের চাপে লোকের মৃত্যু হইতে পারে। অতএব আমাদের সম্মুখে একখানা ট্রেঞ্চের গাইবার এই প্রশস্ত রাস্তা। এই রাস্তাটিও ট্রেঞ্চ হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে গিয়াছে। এই রাস্তাটি প্রশস্ত বলিয়াই বোধ হয়। এখান দিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে যাইতে দেওয়া হইতেছে। সুতরাং আমরা এই পথেই চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তায় লোক এত অধিক যে তীর চলিতে পারা যাইতেছিল না। অল্পক্ষণ পর বাম

অবশেষে ইহাদের পাঁচ জন সকলে অগ্রবর্তী পুলিস আসিয়া এই বিপুল জনতাকে বাধা দিল। প্রায় দশ মিনিট এক স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া সুবিধার অভাবে অগ্রসর হইতে দিয়া আবার থামা। এই সময়ে আমরা ভিড়ের পাইলাম, রক্তচক্ষু প্রায় পরাজিত লোকের পায়ের তলে দলিত হইয়াছে। তখনই পুলিস আসার ফলেই এই বিপুল জন-প্রবাহকে এই প্রকার বাধা দিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে। অবশ্যকারণ অবশ্য এতগুলি লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে একথা সকলে বিশ্বাস করিল না। যাহা হউক, পুলিসের ভাব গতিক দেখিয়া আমাদিগকে রক্তচক্ষু পর্যন্ত পৌঁছিতে দিবে কিনা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে আমরা ষ্টেশনের নিকট পৌঁছিলাম। এই প্রকারে ষ্টেশনের নিকট পৌঁছিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। এখান হইতে রক্তচক্ষু পর্যন্ত এই পথ মাত্র সামান্য দূর মাত্র। সুতরাং এই ভাবে যাত্রা পাইয়া ক্রমে ক্রমে সকল করিলে ১১টার মধ্যে পৌঁছান যাইবে কি না সন্দেহ। কারণ যাহারা ১১টার মধ্যে পৌঁছিতে না পারিবে পুলিসের আদেশ মত ট্রেণ ছাড়িয়া যায়। সুতরাং এই ভাবে এই পথে সকল করিলে আমার আশা যে আদৌ সুফলপ্রদ, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। এদিকে লোকের ধৈর্য্যচ্যুতির অন্ত ছিল না। উহারা এখান হইতে প্রত্যাবর্তন দিয়া করিয়া আবার পশ্চিম পার্শ্বে বহিয়া দীর্ঘ লাইন পড়িলাম। সুতরাং পুনঃ পার হইয়া তাহাদের দিয়া কোন প্রকারে রক্তচক্ষুতে দিকে আসিতে দিবে কিনা সন্দিহান। অবশেষে এদিকে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

পাঠক হয়ত এই সকল বর্ণনায় একঘেয়ে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। এই সকল বিস্তারিত লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা দীর্ঘপথ সুখকর মনে করেন, তাঁহারা একবার এই সকল কষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন। ইহা ছাড়া যেখানে সেখানে যাওয়া হইলেও কথা ও বটে।

জোলাবিবির কল

যাত্রা হইতে যেখানে অবতরণ করিয়াছিলাম, এই স্থান দিয়া সকলে তীরে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ও যোলাবীবের যোলাবের নিবিড় সম্পর্কের স্থান ছিল না। এই সময়ে দেখিলাম, স্থানীয় সন্ন্যাসী অথবা জোলাবিবি তাঁহার শিষ্যের দল সঙ্গে লইয়া রক্তচক্ষুর ষ্টেশনের বাজার অভিমুখে গমন করিতেছেন।

অতীতের বন্ধন

[শ্রীলেখা দেবী]

অতীত ও ভবিষ্যতের মোহে মানুষ নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। অনেকের সুখ অতীতের স্মৃতি, গত, বিপুল বেগে মনে হলেও অতীতকে মানুষ একেবারে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। বস্তুতঃ আমাদের পক্ষে যা অতীত তা-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেকেই অতীতের স্মৃতি নিয়ে অতিমাত্র অস্থির হয়ে পড়েছেন। সাধারণ জীবনে দেখতে পাই যে, অতীত ও ভবিষ্যতের কল্পনা অনেকটা একরকম। ভবিষ্যতের গর্ভে আমরা কেউ যেতে পারি নে সত্য, কিন্তু একটা দৌড়ুবার কাছাকাছি এসে গিয়ে চলে যাই। তেমনি অতীত কি এক যাদুমন্ত্রে বিভোর করে আমাদের পিছনকার দরজায় সজোরে খিল দিয়ে রেখেছে। ভবিষ্যতের যা এখন অনেক মানুষ দেখা যায়, কিন্তু অতীতের উপর আস্থা নেই, অতীতের প্রভাব হতে মুক্ত, এমন মানুষ কোথায়?

অতীতের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। আমরা বলি, অতীত অতীতই, কেউ তাকে ফেরাতে পারে না। অতএব অতীত হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে; মানুষের দুঃখ শোকের প্রতি তার ভ্রূক্ষেপ নেই; অতীতের বোঝা আমাদের বহন করতেই হবে। অথচ দেখে দেখলেই বোঝা যায়, আমাদের এই প্রকার কথাগুলো কি রকম মামুলী ও ভিত্তিহীন। অতীত তো আমাদের ধরে রাখেনি, আমরাই যে বন্ধ অতীতকে ধরে রেখেছি, এই কথাটা আমরা ভুলে যাই। আমরা তো অতীতের আসবাবপত্র নয়, অতীতই

ছাড়া আমাদের আরম্ভ হবার উপায় নেই। অতীতকে ভুলে যাবার যে শক্তি আমাদের আছে, তা ভুলে গেলে আমরা অতীতের হাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে তুলি। আমরা নিজেরা অতখানি শক্তির দাবী, যা ভুলে গেলে-চলেই ও অতীত স্মৃতির চিন্তা যা তার আমাদের জীবনকে দুর্বহ করে তোলে। বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ যতখানি আমাদের দৃষ্টির বিষয়, অতীত তার চেয়ে কম নয়। আমরা ভুলে যাই যে, ভবিষ্যৎকে আমরা যেমন গড়ে তুলতে পারি, অতীতকেও তেমনি গড়ার শক্তি আমাদের আছে। অতীত প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় নয়, বর্তমানের মতনই সে দ্রব। তবু অথবা আজও আমাদের অতি অল্পই আমরা দেখে যা সুখের করতে পারি, যেমনি অতীতের অতিও সংস্কারের বাঁধন নয়, এইটি আমাদের মনে রাখা দরকার। অতীতের বিভীষিকা, কুসংস্কার, ভয়াল প্রেতাত্মা ইত্যাদি বলে আমরা বিলাপ করে থাকি। কিন্তু আমাদের বিলাপের প্রকৃত কারণ অতীতের বিভীষিকা নয়, প্রকৃত কারণ হচ্ছে আমাদের নিজেদের সংস্কার করবার আগ্রহের বা নৈতিক মনের অভাব। আমাদের শক্তি যাদের খুব বেশী পরিমাণে শক্তিত হয়েছে, অতীত তাদের কোনই অতি করতে পারে নি। অতীত যখন আমাদের উপর তার দ্বারা বিস্তার করে, তখন আমরাই তাকে সে অধিকার দিই। মনের জোর নেই বলেই আমরা তাকে দুর্বল বোলে কল্পনা করি। মানসিক শক্তি অর্জন করলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের উপর অধিকার করবার শক্তি অতীতের নেই। সুতরাং অতীতের কল্পনা বাদ দিতে উপকার করতে হলে কোই সময়েই অতীতের চিন্তা করা দরকার যখন আমাদের চিত্ত খুব জাগ্রত এবং অতীতের উপর মানুষের আমরা প্রভাবের বিষয় অবগত। এমন কোনে বাধা নিশ্চয় হবেও, যাদুবলে যে অতীতের উপর জয়ী হবেই।

অতীতের সুখ সম্পত্তির বিষয় ভেবে অনেকে মন খারাপ করেন। কিন্তু প্রকৃত সুখের ভাল অতীতের স্মৃতি নয়, সুচিন্তিত মত। আমরা নিজেরা যে ভাবে প্রত্যেক কটি, তার উপর। অতীত ঐশ্বর্যের বিষয় ভেবে যখন আমরা নিজেদের দীন হীন, তখন মহাজ্ঞানী যিনি—তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। তিনি জানেন স্থির আনন্দ যে, অতীত স্থির হয়েগাছিয়ে নেই, সেও বদলে যাচ্ছে, নিত্যনতুন নবজীবন সঞ্চারিত হবার আশা সেও রাখে। সুখ এমন জিনিস-যা অতীতের ভেবে লাভ-কিনা অতীতই জানে, আন্তরীক্ষ অতীতের অতল গর্ভে তার অস্তিত্ব এমন বর্তমানের ভোর এর অন্ত আমাদের বর্তমানই দায়ী। কিন্তু অতীতকে খুব পাকিয়ে হাত দেওয়া চলবে না। ভবিষ্যৎ জীবনের পথে চলবার যে শক্তি, সেই শক্তিকে আমাদের শক্তিমান্ করে সে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অতীত যদি আমাদের জড়, পঙ্গু, অকর্মণ্য করে রাখে, তাহলে তার মূল্য আর বিন্দু নেই। অতীতের বন্ধনে বদ্ধ ও কর্মহীন হয়েই সুখ যে আমাদের চিত্তের মরণ অবশ্যম্ভাবী।

অত বাজির মত জীবনকে হিংসা না করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মানুষ নিজেই তার অতীত গড়ে তোলে। সুতরাং অতীতের ব্যাপারে কুণ্ঠা সে ছাড়া আর কেউ কুলতে পারে না। অতীতের মধ্যেই তার এগিয়ে যাবার গোপন শক্তি নিহিত আছে। অতীতই তার উদ্ধারের সোপান।

অতীতের ঘটনার চিন্তা ছাড়া আমাদের আরও অন্তরতর প্রদেশে যেতে হবে। ঘটনাগুলি বাইরেকার আবরণ মাত্র। অতীতের চিন্তা থেকে আমরা কল্পনা-জালের যে পোষাক বুনে তাকে পরিয়ে দিই, তাইতেই অতীতের সার্থকতা। তাই আজই অতীতের সঙ্গে আমাদের যোগের প্রয়োজন। সে কাল সুখ অথবা দুঃখ যাতেই বিধিত হোক, তা কর সমস্তই সমান মূল্যবান। অতীত যেমন হয়, তার জিনিস একটা বিরাট অর্থ আছে। অতীত দুঃখের নয়, আমরা নিজেদের দোষে তাকে দুঃখময় করে তুলি। *

* মনের মৌলিকতার ভেতর প্রবেশ করে এই প্রবন্ধটি লিখিত।

ধর্ম্মমঙ্গলের গল্প *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

বাঘের গল্প শুনে লাটসেন চোখদুটো বুজে পাশের ঘরে আরও ভাল করে গা ঢাকা দিয়ে ঘাপটি মেরে রইল। কর্পূর অনেক কায়াকাটি করাতে তাকে একটা বাঘের চামড়ার বস্তাপায়রা ঢাকা দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে দিলে—যাতে সে ভয়ে না পড়ে যায়। তারপর খাঁচা হাতে একটা মেজিয়া পড়লে। বোম্, বাঘ, রাজা পাঁঠিল—বাঘ আর কোথাও দেখতে পায় না। শেষে রাজবাড়ীর পুকুর ধারে দেখে, বাবু দাড়ওলার পড়ে আরামে নিদ্রা দিচ্ছেন। তাকাতাকি হাঁকাহাঁকি—কে তার কথা শোনে? বাঘ তখন ক্ষেপে। শেষে তার লেজটা ধরে চার পাক ঘুরিয়ে দিয়েই সে জোরে ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছিল। পরক্ষণেই চোখ পড়ল—লাটসেনের অবস্থাতেই তখন। পালটাই বাঘ মানুষের মত কথা কয়ে বল্লে—"তোমার পরিচয় দাও।" লাটসেন পরিচয় দিলেন। বাঘ বল্লে—"লাট, তুমি আমার মিত্র। এই নাও তোমার বিষুর।" লাটসেন বল্লেন—"উঁহু, আমি তোমায় খাব।" "তবে যে?" বাঘ লাফ দিয়ে পড়ল, লাটসেন লাফ দিয়ে পড়লেন—দুজনাতে মারামারি, এক ফোলে লাটসেন বাঘের মাথা নিলেন। বাঘের মাটীমুখ ফুর্ত্তিমাখা রয়েছে,—ফুর্ত্তির মধ্যে কাটা মুণ্ড কোড়া লাগে। লাটসেন বেজায় খিদে, একদাঁতে বাঘ একদাঁতে বাঘ তিন দাঁত কাটামুণ্ড কোড়া খেলেন। হাল ছেড়ে লাটসেন মানুষের মাংস,—কর্পূর তখন অনেক দূরে বসলেন। ফুর্ত্তিবাজ হ'ল, লাটসেন খেলবেন। সেখানে এসে লাটসেনের বুদ্ধি নিলেন—যাতে লাটসেন মরবে না, অথচ খাবে মজা। সেখানে লাটসেনের পরিচয় তল করলেন। লাটসেন একেই মহাবীর, তার ওপরে সেখানে তার পরিচয় অতিরিক্ত হয়েছে,—আর তাকে পায় কে? একবারের মুণ্ড এক লাফায়ে বাঘের ঘাড়ে বসেই গেল, লাটসেনের মাথা-ঘাড় বর্ষের মতন চলে গেল।

তখন লাটসেন ফেরত কর্পূরকে ডাকেন। কর্পূর ত আসতেই চায় না, তার বাঁধন খুলে জোর করে নিয়ে এসে যখন তাকে বলা হয় যেখানে হ'ল, তখন তার কি আনন্দ! লাফি, ঝিম্, ঘুসি, চড়,—মনের আনন্দে বসে পড়লে ঘাড়ে,—শেষে বল্লে,—"আমিই ত বাঘ মেরেছি,—তুমি একজন মিছে কোথা?" লাটসেন রাজী, বাঘটা জোড়া লাগলে হয় ত এ কথাটা সত্য হয়ে দাঁড়াত না—কিন্তু যখন দেখা গেল—তখন আর কি বলবার? লাটসেন কায়দার কাজ আর লেজ মেরে নিয়ে এইবার মাঝার জোড়া একটা বাঘেতে কাপড় বাঁচিয়ে নিশান তুলে দিলেন। তাতে লেখা হইল—বাঘ মারা গেছে, যৌতুক সহিত কোন রাজার যৌতুক যাও। আজ লোকে বিশ্বাস না করে তাই কি করে আজ হয়, কে—হাড়ুকে, নাম যশে বিরক্ত সব স্পষ্ট করে লিখে দিলেন। তারপর কলার ডগায় বাঘের লেজ আর কাপ বেঁধে নিয়ে দুই ভাই বেরিয়ে পড়লেন।

আসতে যেতে দুই ভাই চলে দুজনেই নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে একটা বকুল গাছের তলায় বসলেন। লাটসেন কর্পূরকে বল্লেন—"এক বাটি জল নিয়ে এস ত।" কর্পূর বল্লেন—"তুমিই আনো না। এই অবেলা ঘরে আমি তোমায় জল আনতে যাব? তোমার আর কি, আমাকে বাঘে খেলে তোমার চলাই হবে, এখন সকল বিষয় ভোগ করবে।" লাটসেন এই কথায় বড় মনোকষ্ট পেলেন, কর্পূরকে বাঘাল আচারে প্রকৃতি থেকে ভাইএর প্রতি ভাইএর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর না হয়ে পড়লে কর্পূরের কোনোরূপ কষ্ট দেন না, কিন্তু তখন তাঁর আর চলবার শক্তি নেই। অগত্যা কর্পূরকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হোল। পানিক

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ অংশ পূর্ব্বে ছাপা হয়েছিল। এখন ইহাকে নির্দ্দোষভাবে করিয়া দেওয়া হইল।

ছুরিই আত্মরক্ষার্থে। বহুদূরে পাহাড়ের ঢালে ঘাট, চড়ুইয়ের কাছে জলে ঝাঁপি ঝাঁপি গম, পানীয়, টুকি ছুরি আছে, মাছের, ছাগ প্রভৃতি নানা রকমের জলজ পাখী দেখা যায়। কর্ণেলিয়ার কেমন সন্দেহ হ'ল জলটা বিষাক্ত। তাই তো, অনেক ভেবে চিন্তে তিনি সেই জলে মেশালেন, অমনি একটা বীভৎস গন্ধ বেরুতে লাগল। কর্ণেলের আর জানতে চিনতে সময় হোল না, লাফিয়ে এসে চাকার উঠে-ছেন, গাড়ীটা জলেই পড়ে গেল।

এদিকে লাউসেন বহুল পায়ের চলার অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পায়ের কাঁকে ঘোর এসে তাঁর মুখে পড়তেই দু পাশের দুটী বর্শা থেকে দুটী লাল বেরিয়ে এসে তাঁর বোর আটকাতে লাগল। কর্ণেল ফিরে এসেই দেখেই দুটো লাল বর্শা চুরমার। তাঁর তা হ'ল লাউসেনের লালে লাগেনি। তিনি তাড়াতাড়ি আসন করে বিলেন। লাউসেনের গভীর নিদ্রা তাতেও ভাঙল না। তখন তিনি অনেক ভাবনা চিন্তা করে লাউসেনকে তুলে নিজেই চড়ে বসলেন। লাউসেন ধড়মড়, করে উঠে বসলেন। কর্ণেলের কি আনন্দ, তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি জল না আনতে পারায় তাঁর সময় বন্ধুর লাউসেন নিজেই জল আনতে চললেন। দুদিন পর পরীক্ষাও তখন হয়ে গেছে: দুই ভাইয়ে তারাবীরের পাড়ে গেলেন, কর্ণেল আর জলে নামতে রাজী হলেন না। লাউসেন জলে নেমে প্রথমে পরস্পর দিয়ে দেহ-পূজা করলেন। পূজা শেষ করে প্রণাম করতেই একটা প্রকাণ্ড কুমীর এসে তাঁর পা কামড়ে ধরলে। লাউসেন প্রথমটা তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করলেন। কিন্তু জলে কুমীরের সঙ্গে পারা দেওয়া কথা নয়। শেষে তিনি ছুরি দিয়ে কুমীরটাকে আক্রা করে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে ডাঙ্গায় তুললেন। তারপর খাঁড়ার ঘা চারটী খা দিতেই সব শান্ত হয়ে গেল। দুই ভাই জল খেয়ে বন্ধুলভাকে ফিরে এসে লাউসেন বললেন, "কর্ণেল, এই কুমীরের মুখে জলের কথা কি আর বল।" কর্ণেলের অন্তরাত্মা পরিচয় তোমাদের আগেই দিয়েছি। তিনি ভাবেন—"ও ছিল স্বর্গের একজন দেবতা, তার বাম ছিল হীরাবতী। অপরূপ সুন্দর তোমার আর চমৎকার তিনি পলায় তত স্বর্গের সকলেই ওকে ভাল-বাসত। একদিন স্বর্গে কলহ বাধে নন্দা, হীরাবতী ইন্দ্রিয়ার আর কলহে কলহে তাল মাতাল করে ফেলে। সভায় তৈ তৈ পড়ে যেতে, মহাদেব মনের দুঃখে উঠেই চলে গেলেন। তাই হীরাবতীকে শাপ দিলেন—তুমি কুমীর হয়ে জন্মাও। দেবতারা অনেক অনুনয়ী করলে, কিছুতেই কিছু না। শেষে স্থির হ'ল, কর্ণেলের হাতে মরলে তার মুক্তি হবে। সেই কুমীর আজ তোমার হাতে মরে স্বর্গে গেল।" গল্প শেষ করে দুই ভাই পায়ের তলায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল বেলা চলতে আরম্ভ করে লাউসেন কর্ণেল অনেক প্রায় পার হয়ে 'আমতী' বলে একটা গ্রামে এসে পৌঁছলেন। গ্রাম ও নয় তো ইন্দ্রপুরী। সারি সারি মন্দির, বড় বড় দীঘি – ঘরে ঘরে বেদ, পূজার পাঠ হচ্ছে। লাউসেনকে কিন্তু কর্ণেল সাবধান করে দিলেন, সে যেমন মেয়েরা ভয়ানক বদমাইস, বিদেশীকে বিপদে ফেলতে পারে। কারণ হ'ল তাই; একটা মালাইএর মেয়ে তার বিধবা ছেলেকে বিয়ে আনতে যেয়ে লাউসেনের সাথে দেখা দিলে। চীৎকার শুনে মেয়েরা সেখানে জড় হল, তারা লাউ-সেনকে মারতে মারতে রাজবাড়ী নিয়ে গেল। কর্ণেল প্রাণ-ভয়ে জল ছাড়ি নিয়ে লম্বা দিলেন। আমতীর রাজা জগদিয়া বিনা বিচারে লাউসেনকে কারাগারে দিলেন।

অন্ধকার ঘরে লাউসেন একলা পড়ে, হাতে পায়ে লোহার শিকল, বুক অন্ধকার পায়ে ঢাকানো। বেচারা কর্ণেল সারা ঘরে কাঁদতে লাগলেন। অন্ধের হাতে অন্ধ-বাসের আসন টলল, বর্শা হরিণীকে পাতালের রাজাকে খবর দিতে। হরিণী রাজাকে ঘরে এসে পাহিয়ে দেখল যে, লাউসেনকে ছেড়ে দিতে আর তিনি পথ পেলেন না। নিজে গিয়ে লাউসেনের শিকল খুলে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। তাল তাল কাপড়, নানান্ রকম উপহার দিয়ে তাঁকে খুশী করলেন। রাজবের মেয়ে মহামীর পায়ের পাখি হ'ল, মাথার ঘোমে তার স্বামী ও ছয় ছেলে মরে উঠে বসে গেল। মহামীর কৃতজ্ঞ মনের লাউসেনের পায়ে ধরে ছেলেদের ও স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইল। লাউসেনের ধন হ'তে মাথার ঘরে মরা বেঁচে উঠল। কুড়ার মাটি তখন

মহাশয়কে আন দিলে—তাঁর ও মহাশয়ী তাঁকে খুব ভালোবাসেন। দিয়ে দাউদের আলতী তাঁর বন্ধুদের,—দুঃখে যাবে তখন দুঃখের মধুর দিয়ে মহাশয়ীর সাথ, তার এই খোলা ভেতে তাঁর আমার ঠিক ছিল না। [ক্রমশঃ]

শ্রীখণ্ড পত্র

দয়ানন্দপুর পল্লীসেবক সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

বারাসত জংশন হইতে এক মাইল দূরবর্তী দয়ানন্দপুর গ্রামে গত ৮ই আষাঢ় তারিখে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। এই গ্রাম প্রধিষ্ঠাতা: ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি ও তিনি উক্ত সমিতির একজন প্রতিনিধি সভাপতি। ঐ দিবস বর্ষা পড়িয়া পথ কর্দমাক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিদ্যাধীর অধিবাসী মি: বে, এল, ওপুর পত্নী শ্রীযুক্ত সরলা বসু মহাশয়া ও এখানীয় বর্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর কয়েকটী বালিকা কর্তৃক "বেণু বেজেছে কদমতলায়" গান গীত হইলে সভার কার্য আরম্ভ হয়। সমিতির কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে সমিতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ও লাইব্রেরীটী অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছে। পল্লীসেবকগণ সাধারণের অনেক কাজ করিয়াছেন, তাহা বিস্তার করিয়াছেন ও পীড়িতের শুশ্রূষা করিয়াছেন। সমিতি কয়েকটী ঔষধ সরবরাহ করিবার জন্য যে ঔষধালয় খুলিয়াছেন, তাহা অতি গ্রামবাসীদের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়াছে। সমিতি বর্তমানে বর্ষে একটী ম্যালেরিয়াল সোসাইটী খুলিতেছেন। সমিতির আয়ও অনেক গঠনমূলক কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু অর্থাভাবের সমযোগিতার অভাবে তাহা এ পর্যন্ত সফল করিতে পারা যায় নাই।

বার্ষিক বিবরণ পাঠের পর কুমারী প্রতিভা বসু ও ইমান বিশ্বাসকুমার বিরচিত "বন্দেমাতরম্" গান করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। বিদ্যালয়ের বালকবালিকারা কয়েকটী আবৃত্তি করেন। সভাপতির অনুরোধে শ্রীযুক্তা বসু বালকবালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রস্তাব করেন যে—শ্রীযুক্তা বসু মহোদয়া সমিতির স্থায়ী কর্মী শ্রীদত্তাভক্ত ঘোষকে দেখা হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় সমিতির কার্যাবলীর সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া একটী বক্তৃতা দেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য এই যে শ্রীযুক্তা বসু ও শ্রীযুক্ত রায় উভয়েই সমিতির তহবিলে ২০৲ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়া সমিতির বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

:০:০:—

ভারতবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের পত্র

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রার সময় শ্রীযুক্ত অ্যাণ্ড্রুজ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেসব চিঠিপত্র লিখিয়াছেন, তিনি যে কয়খানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত অ্যাণ্ড্রুজের সৌজন্যে হইতে শিক্ষিত বিদেশীয় পত্রবাহি

হইতে বেশ বুঝা যাইবে। পরশনি ১৯ই জুলাই তারিখে বিলাতবাসীর অন্যতম শ্রীযুক্ত বেলাফণ্ড্র সাহেব ইংরাজীতে বেদ। ইহারই অধিবেশন সম্বন্ধীয় বিষয়ে প্রবন্ধ হইবে।

(ক্রম)

প্রিয় বেলাফণ্ড্র,

এই চিঠিখানা একজন চাইনিজ্‌কে দিয়ে লেখাচ্ছি, কারণ আমি বড় ক্লান্ত, নিজে লেখা আমার পক্ষে কষ্টকর। তুমি বোধহয় আশ্চর্য্য হয়েছ যে আমরা কাশীর ছেড়েছি—সে সময় আমি আশা করেছিলাম এবং সমস্ত বিষয়টীর ভেতরের কথা তোমায় লিখব। আমি যে চীনে যেতে চাই—সেকথা আমি কতদূর ঠিক—তা আপনাকে বলতে পারছি না। আপনি জানেন যে কুল ব্রাহ্মে বিদেশাগত ছেলে আসাতে আমার একটু অনিচ্ছা ছিল, কারণ আমার বিশ্বাসকরা ছিল যে, এদেশের চাষীটা (যতদিন কুল খোলা থাকে) পুরো হুজুরের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু তুমদের আমাকে ছেড়ে আসা ঠিকই হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আমি যা কিছু দেখেছি এবং শুনেছি,—কোন কিছুর বিনিময়েই তা আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত হ'ত না। সত্যিই সে আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমার বিশ্বাস এশিয়ার ইতিহাসে এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘটনা। তুমদের চীন এবং আমাদের মধ্যে এই সাক্ষাৎকারের ফল আর কোন ঘটনা এ পর্য্যন্ত হইতে দিবা লক্ষ্য করে,—যা পারস্পরিকতার এর মত ফলপ্রসূ হবে। বছরখানেক লোককে যারা বিয়ে করা চীন এবং সব আমাদের তাদের আধ্যাত্মিক আবরণে ঢিলিয়ে আবৃতে তিনি যা করেছেন, তা আর কেউ করতে পারেনি। এই এক সাক্ষাতে যে কি কাজ হয়েছে, তা ভাবলেও অবাক হ'তে হয়। আশা করি তাঁর বক্তৃতাগুলি ছাপা হ'লে তা থেকে কিছু অন্তত: বোঝাতে করা যাবে। কিন্তু আমি জানি,—নিজে সেখানে উপস্থিত না থেকে এবং যে বক্তৃতাগুলির আবহাওয়া আর সেখানে বিরাজ করছে, সেটা নিজে যথার্থরূপে অনুভব না করে—তাঁর আহ্বানের শক্তি ও তার সার্থকতার অনুধাবনীয়তা ঠিক বোঝা অসম্ভব। প্রথমে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল। কিন্তু তাঁর নিজের অকপট সত্যতার ফলে সে সন্দেহ বিলয় হয়ে গেছে। অবশেষে তিনি আমাদের প্রোগ্রামের ফুরণ আর তার পরে অনুকূল হয়েছেন। আপনি এই চিঠিটা বিশ্বভারতীর ছেলেদের এক অন্যান্য সভার কাছে পড়ে তাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

আপনার স্নেহের বন্ধু—

সি, এফ, আণ্ড্রুজ।

— ১০ —

সাপ্তাহিক সংবাদ

বাইসিকলে পৃথিবী ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত লেভাব বোম্বাই হইতে বাইসিকলে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি ভোয়াকের পর্ব্বত পার হইয়া ভেরাবলে পৌঁছেন। সেখান হইতে গত ১৯ই তারিখে তিনি পুনরায় যাত্রা করিয়াছেন।

ফুলাটের দান—প্রাচ্যদেশীয় শাস্ত্রিনিকেতনের সাহায্য করার জন্য লণ্ডনে রয় ইনষ্টিটিউট নামে যে গবেষণাগার আছে, তাহাতে ফুলাট এক হাজার টাকা এবং বেলভেদের অধ্যাপক ১৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

ভাষণবাদীর ভ্রমণ—শান্তি মন্দিরে ভাষণবাদীর ভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বিখ্যাত খেলোয়াড়গণ আগামীর ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য তথায় সমবেত হইয়াছেন। তাহাদের এ, এইচ, বৈদিক শান্তির সময় করিয়া দশ টেনিস খেলায় সমবেতের সাহায্যকে হারাইয়াছেন।

ব্রীলিপির উদ্ধার—রাজপুতনার বিকানীর রাজ্যের সেক্রেটারী মহাশয়ের পুস্তকাগার, বাকপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত ও প্রায় এগার শতাব্দীর পুরাতন

টাকায় সিকিউরিটি দিয়া প্রবেশের পর্মানেন্ট হুকুম লাভ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক আবিষ্কার—সিরু প্রদেশে সক্কর হইতে ৩০ মাইল দূরে মাহেন দো জারো নামক স্থানে কতকগুলি নব প্রাচীন জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ, এই সব জিনিষ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইত্যাদি বলে তত্ত্বত্য সভ্যতার নির্দ্দিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ—অদ্য রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করিবেন, তথায় বিশ্রাম করিয়া স্পেন, মরক্কো আলজিরিয়া ও ইটালী ভ্রমণ করিতে গমন করিবেন।

আধ্যাত্মিক পত্রিকা আলমন করিয়া এলিয়াকে বলিয়াছেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য তিনি চীন ও জাপান গিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু চীনবাসীদের একদল লোক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ না করিলে এশিয়ার জড়তা দূর হইবে না এই মত ব্যক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। সে দিন হইতে রবীন্দ্রনাথ অবসর পত্রিকা পাঠের প্রত্যাশন করিয়াছেন।

ভারতে বিপত্তি—বঙ্গের ছোটলাটের পুলিসীটে অর্থাৎ গোলদীঘিতে প্রত্যহ যে লোক দাঁড়ান বিধি থাকে। মাঝে মাঝে ইহাতে এক একটা বিপত্তির ঘটনাও শুনা যায়। গত ১৯শে জুলাই তারিখে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সেদিন অপরাহ্ণে ২৭ নম্বর বাস এক মুসলমান যুবক দাঁড়ায় বিপিনে চিপিনে তুলিয়া দিয়াছিল। এদিন চাপিবিনেই অনেক উপস্থিত ছিল, কিন্তু কিছুতেই যুবককে কীরূপ অবস্থায় তুলিতে পারে নাই। অনেক নীচে নামের বিপুল অঙ্গন হইয়াছে; যুবকের পা আছাড়ে আটকাইয়া গিয়াছিল। অনেক যত্নে পায়ে তাহার মুক্তির উপায় করা হইয়াছিল।

মরে যাওয়া—গত এই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালার ৩টী জেলায় কলেরা রোগে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমাবসোলে মৃত্যু সংখ্যা ২ হইতে ৩৫ উঠিয়াছিল, ২৭ সপ্তাহের ১৮ হইতে ৪৪, খুলনা, বরিশাল, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ৩ হইতে যথাক্রমে ৩,১,৩,১০ হইয়াছিল। বর্দ্ধমান, বীরভূম, হাবড়া, কলিকাতা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, যশোহর খুলনা, ঢাকা এবং নোয়াখালি প্রভৃতি জেলায় ঐ রোগে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। ফরিদপুর হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কম হইয়াছিল।

ব্রাহ্মদের উপর নোটিশ—বিগত ১২ই জুলাই তারিখে আলমের নিকাহিত্যাদের রিজেষ্ট্রার যি জে, আর, কার্ডিনার্স যি, আই, ই, এই মর্ম্মে নিজ দপ্তরখানী বিজ্ঞাপনে নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মগণ কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনমতে যোগ দিতে পারিবে না এবং ব্যক্তিগত সভা-সমিতিতে যাইতে পারিবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদত্যাগক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিল অব টীচিং স্কুলের সার নীলরতন সরকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

সাহিত্য সম্মিলন—বার্ষিক অধিবেশন।—আগামী ১৮ই শ্রাবণ (রবি আগষ্ট, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ) রবিবার হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম বার্ষিক অধিবেশন উৎসব সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনামূলক বিভিন্নশ্রেণীর পত্রিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সকল সাহিত্য-সেবিকগণকেই এই সম্মিলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। এই সম্মিলনে যাঁহারা প্রবন্ধ পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ সাহিত্যী মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলেই ব্যবস্থা হইবে। হাওড়া-জেলায় হাজিরেট্ট-কলেজের বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এল-আই মহোদয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং সম্মিলনের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনের নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠনের জন্য বিগত ২১এ আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ণে সাহু

হয় বটিকার সময় সাহিত্য-সম্মিলনের সহকর্মগণের অধিবেশন হয়। কবিরাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সভায় যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হয়, গত ১২ই আষাঢ় রবিবার (৯ই জুলাই, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ) তাহা অনুমোদিত হইয়াছে। পেষোক্ত সভায় হাওড়ার কলেক্টর সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি-এস-আই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের তালিকা—

সভাপতি।

হাওড়ার সাহিত্যিক-কলেক্টার—শ্রীযুক্ত সরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, আই-সি-এস।

সহকর্মগণ।

শ্রীযুক্ত হারেন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, বি-এল।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী স্মৃতিতীর্থ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি-এল।

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবর বসু।

সম্পাদক।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ সাহিত্যী।

বিবিধ

সর্প দংশনের দুইটী মহৌষধ—ইহাতে সংবাদদাতা সর্প-দংশনের দুইটী ঔষধের কথা লিখিয়াছেন। একটি কিংবা দুইটী কলাগাছের মধ্যাংশটী (মাজ) সেবন করিলে, এক বাটী কিংবা দুই বাটী দুগ্ধ সর্পাহত ব্যক্তিকে সেবন করাইলে ঐ ব্যক্তি সুস্থ হইতে অব্যাহতি পায়। সিংহলে এই ঔষধটী বিশেষভাবে প্রচলিত বলা হইয়া থাকে এবং শতকরা ১০ জন তাহাদের আরোগ্য হয়, অধিকাংশ সর্প কলাগাছের আশ্রয় লইয়া কিংবা কলাগাছে দংশন করে না, এই উক্তিটী কতদূর বিশ্বাস্য।

গাঁজার কলিকাতে যে গড় কলে সর্পের মাঁচে জন্মিয়া থাকে, তাহাও জলে ফেলিয়া সর্পাহত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে সদ্যোপ্রভাবে ঐ ব্যক্তিকে সুস্থ হইতে দেখা যায়। ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামে বিষ নষ্ট করিবার জন্য সর্পদষ্ট স্থানে ঘন ঘন বিষ ঝাড়ি

এডুকেশন গেজেট

৮ম বর্ষ

সর্ব্বত্র সমবেক্ষোহং বিদ্বিদঃ জ্ঞানচক্ষুষা। প্রকৃতিপ্রাধান্যাতো বিধান স্বধর্মে নিবিশেত বৈ॥
সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥
আয়ন্তে যন্ত্র যত্রা সবাক্ তত্র তাপোত্ত সর্বৈঃ সর্বৈঃ। ইত্থং জ্ঞেয়োঽবিভিন্নীতৈঃ ক্রিয়তে আত্মবজ্জগৎ॥

৫ম খণ্ড] শুক্রবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩০১, ১লা আগষ্ট, ১৯২৪ [১৬ সংখ্যা

সুখ ও দুঃখ

[শ্রীবসন্তকুমার মিত্র জ্যোতিষার্ণব এম. এ]

সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রেই জীবের চির নিত্য সুখ দুঃখের অধীন হইয়া অবস্থান করে। চিত্তপ্রসাদের অনুকূল অবস্থাই সুখ ও তদ্বিপরীত অবস্থা দুঃখ। এই দুইটী অবস্থা পাশাপাশি রহিয়াছে। আলোক ও অন্ধকার যেমন যাহা অন্ধকারে আশ্রয় করিয়া থাকে, সুখ দুঃখও তেমনি অন্তঃকরণে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই অধিষ্ঠিত করিয়া থাকে। জীবনের অবস্থান্তর ভেদে সুখ দুঃখ নানা প্রকারের হয়, বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন মূর্ত্তির বিকাশ হয়। জীবের প্রাপ্তব্য বিষয় প্রেয় অথবা শ্রেয়।[১] প্রেয়োমুখে অগ্রসর হইলে পরাক্ত দুই দিক দিয়া প্রধাবিত। একদিকে ভোগ, অন্যদিকে রোগ। এই উভয় পথে সুখ দুঃখও অজস্র।

পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অন্যতম দুইটী প্রধান আলোচ্য বিষয় অর্থ ও পরমার্থ (পরমার্থ)। একটী অনিত্য, অন্যটী নিত্য। একটীর নাম ভোগ, অন্যটীর যোগ। একটীর পথ বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হইয়া নিয়তই বাসনারাশি বৃদ্ধি করতঃ নূতন নূতন সুখ দুঃখের বীজ বপন করে আর অন্যটী সেই পথেই চিত্তকে বিষয় হইতে বিরত করিয়া সুখ দুঃখের অতীত আত্মসমাধিমুখে প্রেরণ করে। এই যাতায়াতের পথে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় চিত্তে যে সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হয়, তাহার তারতম্য অতি সুস্পষ্ট। ভোগপথে সুখাবসানে অবসাদ নাই, কিন্তু যোগপথে সুখাবসানে অবসাদ অতীব ক্লেশদায়ক। ইহার তীব্রতা ভোগসুখের অন্যান্য প্রলোভন তাহা জীবনপথে বিস্মৃতই সাধন করিয়া দেয় বলিয়া তাহারা অধিক সুখের আশায় ভোগের তমসাচ্ছন্ন পথে পথন করিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকে আলিঙ্গন না করে। ভোগ আসক্তি-বিষ উদ্গীরণ করিয়া জীবনের পথ অন্ধকার করিয়া তুলে, আর যোগে অনাসক্তিরূপ অমৃত বর্ষিত হইয়া জীবনের পথ সুন্দর করিয়া দেয়।

ভোগের জীব একটী জন্ম হইতে অন্যজন্মে ক্রমে করিয়া অনন্ত ভোগসুখের আশায় ছুটিতেছে। যে সুখের আশায় অনুকূল হইয়া জীব নিয়তির অধিষ্ঠান স্থানে চলিয়াছে, সে সুখের সন্ধান কোথায়? সে অনিত্যের পরিণতি বা কোথায়? যদিবা কিছুকাল পথ হাঁটিতেই থাকিবে, তবে বিশ্রাম লাভ করিবে কবে? বিশ্রামের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ছুটিলে সে ছুটাছুটির আর ছুটী নাই। একটী সুখের জন্ম ধারিত হইয়া জীব আবার নূতন সুখের বাসনা সৃষ্টি করে। প্রাণের কথা শেষ করিবার জন্য জন্মান্তরগ্রহণ, কিন্তু তাহার সমাপ্তি করিতে গিয়া আবার নূতন রূপের

পূর্ণ করিয়া থাকে। এমনি পরমাশ্চর্য্যের আর বিরতি হয় না। যেমন নিশ্বাসের বিরতি হইলে সে মানুষ আর বেশী হয় না, সেইরূপ তাহাদের বিরহ হইলে আর মিলন হইলে সে প্রেমের আর অস্তিত্ব হয় না। তাই অধিক সুখের আশায় তাহারা কখনই না বিরহ প্রেমের সন্ধান দিতে না।

এই প্রেমের সুখের স্বরূপ কি? যে সুখের আস্বাদের পর আর নূতন সুখের আস্বাদন হয় না, যে সুখের প্রাপ্তি হইলে আর প্রাপ্তব্য কিছু থাকে না, যাহার অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ পরমায়ুর পরিসমাপ্তি হয়, যে সুখের ক্রোড়ে নিত্যানন্দ বর্ত্তমান, তাহার সন্ধান কোথায়? সে সুখ বহির্জগতে নাই, অন্তর্জগতে ইন্দ্রিয়লোকে নাই, ইন্দ্রিয়াতীতেও নাই, এক কথায় এ সংসারে নাই। তবে কেমন করিয়া ইহাদিগের জন্মান্তরে সন্ধান মিলিবে? কেমন করিয়া তাহা অধিকারী হওয়া যায়? বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এই উভয়বিধ সুখের আশ্রয় করিয়া মনস্তত্ত্বিদ্‌গণের গবেষণা হইতে হইবে। কেমন করিয়া জন্মান্তরের সৃষ্টি ফুটিতে হইবে, তাহার খোঁজ তাহা করিতে হইবে, তবে সে প্রেমের সুখের পথ উন্মুক্ত হইবে। দুঃখ সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাই প্রকৃত সুখ। আত্মজ্ঞান লাভ ও আত্মবিস্মৃত হওয়া বিপরীত প্রকার সুখ।

চিন্তা করিয়া দেখিলে সুখ ও দুঃখ একই জিনিষ। এ উভয় চিত্তবৃত্তির পার্থক্য মূল প্রকৃতিতে অনুভূত হয় না, কিন্তু বস্তুতঃ একই। একই অবস্থা আমাদের ক্ষেত্রে সুখ ও দুঃখ বলিয়া প্রতিভাত হয়। দুঃখের স্বরূপের প্রতিনিয়ত অনুসন্ধিৎসা অনেকের সুখবস্তুটির অসারতা বুঝাইয়া প্রকৃত সুখের দিকে প্রেরণ করে, অতএব সে দুঃখ তাহার সুখের সহায়স্বরূপ। আবার একটী সুখের অবস্থা আর একটী ভাবী দুঃখের বীজস্বরূপ হইয়া আপাতঃ রমণীয় ভাবে সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু সেটী দুঃখেরই মূল। তাই বিবেকী সুজনগণ সকল সময়ই দুঃখের দেখেন। এই সকল সুখ দুঃখের উৎপত্তি স্থান অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় তৈলধারাবৎ নিত্য বস্তুর সুবিচারে সৃষ্টি।

—:০:—

বাঙ্গালার ছেলে

[শ্রীযোগেশ বসু]

ইউরোপীয়েরা যে আমাদের দেশের কত উচ্চে উঠে গেছেন সে আমার মুখ দুনিয়ে বেড়ানো, তার যে মাথার ভাত হয়েছে, আর আমরা অজীর্ণতায় দেশের বিষে পা টেনে টেনে পথ চলছি, তাও অনেক বলা যায়। উপস্থিত ক্ষেত্রে তার দুটো দেখিয়ে দিতে চাই—

১। পাশ্চাত্য দেশের মাতাপিতারা ছেলেকে যুদ্ধবিদ্যার জন্যে স্কুলে ঢোকা ও বন্ধ করে থাকেন। বীরত্বের সেটা যে একটা প্রধানতম অঙ্গ তার জন্যে নয়—তা তাঁরা ভুলে যান না। তাঁরা সর্ব্বদা খেয়াল রাখেন যে, প্রত্যেক ছেলের উপযোগী করে, যথাসময়ে তাকে যেন তাহার নিজেরও যথাযথভাবে চলা হয়।

ছেলেকে যুদ্ধবিদ্যা দিতে এঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেন; নিজেদের সব কষ্ট, অসুবিধা ভোগ করতে হলেও ছাড়েন না, তবে পেছিয়ে পড়তে দেন না। তবে তাঁদের শিক্ষার পদ্ধতিটা আমাদের এখানকার মাপকাঠিতে মাপা পড়বে না। আমরা যাকে শিক্ষা বলি, শিক্ষা করতে তাঁরা সেটা ছাড়া আরও কিছু বোঝেন। ছেলেকে মুখ করানোর যারা আমরা সেখানকার শিক্ষার একটা অঙ্গ; এরা যাতে তা করতে পারেন, তাঁর

কখনো সেটার ব্যতিক্রম করেন না। তাঁর ওপর যাতে দেশের প্রয়োজন মেটাই সে বিষয়ে কিছু লাভ, সেজন্যে সেখানকার অনেক দেশে সরকারের তরফ থেকেই সে বন্দোবস্ত করা হয়। একটা নির্দিষ্ট বয়সের ছেলে মেয়েদের সে শিক্ষা দীক্ষিয়ে যাবার উপায় থাকে না।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে ভর্তি করে দিয়েই এঁরা নিশ্চিন্ত থাকেন না। প্রকৃত শিক্ষা যা,—যা হবে তাদের স্থায়ী এবং কার্যকরী, সে শিক্ষা মাতাপিতার কাছ থেকে প্রত্যেক সন্তানকেই নিতে হবে। ক্রাসফিল্ডের পিতা খাদ্য ব্যবস্থার সময় পাড়ার বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন। তাদের ছেলেদের নিয়ে যেতে এবং সব কথা শোনাতেন, যাতে তাদের কিছু না কিছু শেখবার আছে। কথনো রাজে গল্পগুজবে সে সময়টা নষ্ট করতেন না। যে সব বিষয় ছেলেদের জানা দরকার, যাবতীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে যে সব কথা তাদের জানতে পারে, সেই সব আলোচনার মধ্যেই তিনি এই বুদ্ধিমান লোকদের আনতেন। যাতে অনেক বিষয় বক্তাদের নিয়ে আলোচনার বিনিময়টা ছেলেদের মনে ভাল করে গেঁথে যায়। ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনে যে যেসে শিক্ষার এমন আন্তরিক যত্ন আছে, সে দেশে কি কখনো মানুষের অভাব হয়?

বর্তমান যুগে পরিণত বুদ্ধি একটা দেশে এ বিষয়ে কিছু শিক্ষিকার দেখা মিলেছে, তবু মেরিকার ইটরোপ যে এই শিক্ষার অভাবটা যথেষ্ট মর্মান্তিক ভাবে মেনে উঠেছে, তার যে প্রমাণ আমেরিকার আজ পৃথিবী জুড়ে নাম ডাকাচ্ছে, তার মূলে—সেই ইউরি-মুখর প্রতিষ্ঠানে ইংরেজ অনুকরণীয়া! ছেলেমেয়েদের কুমারের আগে বিয়ে কি করে করলে ও সাহচর্যজীবনে বিয়ে হতে হয়, তা এঁরা আমাদের ও অন্যান্য অনেককে শিখিয়ে এসেছেন। সেই অভাবেই পাশ্চাত্য জগৎ আমেরিকার দত্তক-প্রথা, মেশিনারির মত সেবাসাধক-আবাসের নিয়ম ও-দেশীয়দি ক্রাসফিল্ডের মত লোক সুযোগ্যকারী মহীয়সীর দেখেছে।

প্রত্যেক পুরুষারী কাজের মধ্যে ইলেক্ট্রিক সাধারণ জীবনের প্রতি ছোট ছোট ঘটনায় প্রত্যেক সাধারণ মানুষের, যা কিছু ভাল বা অন্যায় ঘেটে যায়, তাঁরা সেটাকে খুব বড় করে দেখেন, তবিষ্যতের জন্যে সন্তানদের সে দুটো বা অন্যায়ের দাগ বড় করে দেন। যেন ঘটা ছোট ছোট না হন, সেটাকে ছোট মনে উপেক্ষা না করে, সেদের ও সমাজের পক্ষে তার যে কি ফল থাকতে পারে, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে সেই দুষ্কৃতকারীকে স্বয়ং, সেই দুষ্কৃতকারী বালক বালিকাকে দিয়ে করান। তাঁরা কখনো ছেলেদের এটা বুঝতে দেন না যে, তারা একটি বিরাট পরিকল্পনার অংশীদার আজ প্রত্যেক। যেন একটা ঘরা যাক, একজন ইংরেজের ছেলে তার দাদার দুষ্কৃতটি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছে। বাসিন্দাদের বাড়ে একদল ছেলে তার বোনের বড় ছেলে তার সেই দুষ্কৃতটাকে বিরাট আকারে প্রকাশ দিয়ে আরম্ভ করলে, তারপর ধরা যাক, সেই দুষ্কৃতটার ভার ছেলে নিয়ে তার প্রকৃতে ঢ ঢা করে উৎসাহ দালাদালি করে ছেলে দিয়ে দিতে দিতে চলে গেল। এখন এমনের ছেলেটি দুষ্কৃত বাড়ার কথাও পারে,এমনকি সে দেখবে যে আক্রমণকারী অন্য, পড়তে তার দিকে। তাই কেমন করে পাড়ির দুষ্কৃতটার প্রতি নূতন আচার দেখে নেতে পারে। ছেলে সমস্ত দালাদালি নীরবে হজম করে নৌকা দুষ্কৃতটা ফেলে দিয়ে বাড়ী ফিরে আসতে পারে। বড় জোর পথ চলতে চলতে সে মনে মনে ঐ দুষ্কৃত অভ্যাচারীর প্রতি অনেক গালিবর্ষণ করতে পারে। এই হেল একরকম। দ্বিতীয়তঃ, সে সমাই করবে না যে আক্রমণকারীর শক্তি তার বিরুদ্ধ কি বিরুদ্ধ বা সে কতটা হতীয়ৎ কি আরো বেশী। সে দেখবে এ অত্যাচারী। আর অমনি তার মনে একটিমাত্র ভাব জেগে উঠবে।

"অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রুখিতে হবে।"

যেন একদল অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখলেই প্রেম তার মুখে সে তাকে বাধা করতে চাইবে। ফলে দুষ্কৃত-কারী শক্তির ভয়ে বিচলিত হয়ে যেন, সে কখনো যেন তাদের দুষ্কৃত যোগ করে বাড়ী ফিরে এল। এই ও রকমের ছেলে বাড়ীর লোকের কাছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যবহার পাবে। অনেক জ্ঞানী প্রবন্ধটিকে বলবেন, 'তুমি অধীন লোকের, সমাজ হয়ে নীরবে, বিনা প্রতিবাদে, এই অত্যাচার সহ করে, মহা কাপুরুষের মত কাজ করছ। তুমি ইংরেজের অযোগ্য পুত্র,

আমার অবোধ সন্তান। সেই অন্ধকারপুরীতে পাছি দিতে দিতে আজ যদি সেইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ত থাকতে, তাহলে তোমার বা ও আমি সাধ্যে তোমায় খুঁজে টেনে বিতাম।' অন্য ছেলেটির মাতাপিতা নয়, তবে হয়ত বলতেন, 'বেশ হচ্ছে। যা হচ্ছে হচ্ছে: যাক, হাত মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নোনো।' আর আমাদের মেশে হলে কি হত? প্রথমোক্ত ছেলের পিতা বলতেন, 'কেন ধরো এতক্ষণ বাড়ী থেকে বেরুস্? আজ দেখ্‌ছি সে আর ছেলে, যা হাতের পাকন না পেয়েই ও ছেলেগুলো সব জানিয়ে হচ্ছে।' এই সব যা বাপ চায় যে ছেলের সব পাকা পিটুটি হয়ে চিরকাল ঘাঁচিল চাপা থাকে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেটির যা বাপ বলতেন, 'যেমন ইচ্ছা হয়েছে, তেমনি শাস্তি হয়েছে; তাদিনটির মতন একেবারে! চাষাদের মত মারামারি দিয়েছ, ভদ্রলোকের মত একটাও কি বলবার যোগ্য নাই? বেরোও আমার বাড়ী থেকে।' তাই যদি মেয়ের কথাটা অনুসারে কাজ করা হয়, তা হলেও না হয়েই খোঁয়ার ভদ্রা ছেলেগুলো মানুষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা হবার যো-টি নাই। ঘরের কোণ হতে তার মা ছুটে এসে সবলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলবেন, "ওরে, আমার দুখের ছেলেকে এমন করে কে মেরেছে রে! ...গায় কপাল যেই যে বক্ত গড়াচ্ছে যে!...ইতাদি, ইত্যাদি।" এই সবের জন্যে মনে হয় যে বর্ত্তমান মা মেয়ের শিক্ষাভারটা নিজেদের কুল পেয়েছেন, তাহলে আর ওদেশের মঙ্গল নাই। কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও আজ বলি:—

পুণ্য গানে দুখের সুখে গভীর উদাসে
মানুষ হইতে যাও তোমার সন্তানে।
তব পুরোভাগে
• • • •
নিশিদিন ভরে আর ডাকিয়ো না ডরে'।
মেরে মেরে বাখিয়ো না কারো মেরে ধরে'।
• • • •
শেষ শান্ত সাধু তব পুরবের ঘরে,
যাও সবে মৃত্যুহীন পথীয়াড়া করে'।...

ধর্ম্মমঙ্গলের গল্প

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

সবে ভোর বলদের গায়ে কর্পূরের গন্ধ পেয়া। গাড়োয়ান বলেন—"আই, বিদেশের লক্ষ কেউ তাকে নয়। বড় ভাই বিদেশ গেছেন্ন. ছোট ভাই এখন আসর যে একবার বিয়েও দেখেন না। এমনিই হয় বটে।" কর্পূর বলেন —"দাদা, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি যখন ঘরেই শান্তিতে-ছিলুম। ছলনে কথা হ'লে কোন দায় হ'ত না। আমি পেছনুম পৌড়ের রাজাকে খবর দিতে। ছপুর রাত্রি, রাজা বড়-রাত্রী। অনেক কষ্টে পরাবতী পার হয়ে রাজবাড়ী গেলুম। রাজা পুজোয় বসেছিলেন,—সেই জন্যে তাঁকে বাধিয়ে সময় বলতে পারলুম। তিনি ত চটেই অস্থির! রাজার যোক যেমন হ'ল, তেমনি রাজবাড়ী থেকে কতক লোক পাল্কী নিয়ে আর একটি বলে,—আমিই অনেক করে বাধাই। শেষে রাজার রাজার সাথে এক চিঠি দিলেন, চিঠি পেয়েই রাজা তোমায় ছেড়ে দিয়েছেন।" সমস্ত শুনে গাড়োয়ান অস্থির হয়ে কর্পূরকে আলিঙ্গন দিলেন। আসল ব্যাপার কিন্তু তোমরা বুঝেছ, কর্পূর প্রোপকারে বলবানে ঢুকে বসেছিলেন। বীর ছেলে!

এর পর দুই ভাই চলতে চলতে শেষটায় রাজার কাছে পৌঁছে গেল। সেটা ছিল রাজী ভক্টোরিয়ার রাজ্য। তিনি যেমন পণ্ডিতা, তেমনি গুণগ্রাহী আর তেমনি দুষ্টু। লাউসেন ও কর্পূরকে কাছে ডেকে তিনি এক মালিনীকে পাঠালেন, যে তাঁদের ভুলো বাদর থেকে সন্ধান নেবার ছলে এসে উত্তরটা বার করে নিতে পারে। প্রথমে মনের কোন কথাই বলেনি, লাউসেন আর কর্পূর মনে মনে জানলে ভালো ছিলেন না। তাঁর কাছে অত টাকা কোথা থেকে আসবে? শেষে মালিনী একেবারে কান্নাকাটি লাউসেন ভুলো বাদরটাকে বর্শার মনে কোথায় হার করে দিলেন। মালিনী হার পেয়ে ফিরে গেল।

রাণী কিন্তু আশা ছাড়লেন না। রাণীর হাতে পড়লেই সেই সোনার হার আবার ভুলোর গলা ধরে গেল। দুতিকা গিয়ে তখন লাউসেনের কাছে কেঁদে পড়ল। লাউসেনের পরিচয় পেয়ে বললেন, "একটি দিন আমার বাড়ীতে থেকে আমার সোনাবন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। আমার নিজস্ব আছে—যে ঠিক উত্তর দিতে পারে—তাকে ছেড়ে দি, আর যে না পারে—তাকে চিরদিন আমার চাকর করে রাখি।" সেই সর্তে রাজী হয়ে লাউসেন প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন, এক এক করে অনেক গুলো প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিলেন, কিন্তু শেষ প্রশ্নটার ঠিক ফেলেন—কিছুতেই উত্তর ভেবে পেলেন না। লাউসেন বর্শার ভেবেন, কিন্তু দুতিকার দুর্দার দেখিয়া,—কেউ কম নয়। দুতিকা তখন লাউসেনকে খুব চালাবার এবং কর্পূরকে খাবার চালাবার ভার দিলেন, আর নিজের হাতের মালা তাঁদের খাওয়াবার ঠিক করলেন। এখন দুতিকা রাণী হলেও খুব নীচু জাতের মেয়ে, লাউসেন কর্পূরের তাঁর হাতে খাবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। লাউসেন বললেন, "আমার একটা বত আছে। আজ বিকাল হচ্ছে—কলাগাছের উঁচিতে সোনার ফুল দিয়ে উঁচি ধান ভেনে চাল করতে হবে। তারপর ফুলের উল্টা পিঠে সেই চাল বেঁধে নিশান দিয়ে তার দুঁপি উঁচিয়ে দিয়ে সমস্ত রাত্রি ঐ উঁচু হয়ে হাত ধরে থাকতে হবে। হাঁড়ীটা যেন ধরে না যায়, ফুলাকের চাকে যেন গন্ধ না হয়। অত-অত্যাচারের পর চালুনী ভরে বিষে এসে দলাদের (একরকম ভাজা দুধ) আর দিয়ে বাঁধতে হবে, তারা যেন চৌদ্দপুরুষকে খেয়ে তৈরী চাই। এই সমস্ত কাজের ভার শেষ করা চাই, তার সোয়াসে আর আমি যাব না।" এই সমস্ত শুনলেন আশ্বাস! কিন্তু ভর্গার ঘরে দুতিকা সমস্ত ঘরে ঠিক করে ঐঁচুল গাছের সাজিয়ে দিলেন, তখনও দু' ঘড়া যায় বাকী আছে। লাউসেন খেতে বসে যত ভাল ভাল জিনিস, অমনিতে ভুলোর এসে তাঁকে ভাল দিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বলে-ছেন। তারপর ভুলোর লোভ দুইজনে দুর্গাকে খাইয়ে। দুর্গা কিন্তুতেই উত্তর ঘরে যাবী নয়, ঘরের দরজাও না। অগত্যা ভুলোর তাঁকে ভাল ভুলে ঘর ভুল মাথায় করে উত্তরদিকিতে বসিয়ে দিলেন। এক মুহূর্তে পূর্বদিক কালো হয়ে গেল, দক্ষিণ আলো করে সূর্যোদয় হল। ঘরের ধাক্কায় ভর দুঁড়ে ফেলে লাউসেন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এইবার ঘরের আলোয় ভুলোর খেলে দিয়ে কাছে দুতিকার প্রশ্নের উত্তর জানতে। একমাত্র দুর্গা ছাড়া সে প্রশ্নের উত্তর [illegible] কেউ জানত না, দিব সেটা দুর্গার কাছে জেনে নিয়ে [illegible] ভুলোরকে বলে দিলেন, আর অমনি ভুলোরও লাউসেনকে কানে কানে বলে দেলেন। আর যায় কোথা, লাউসেন ঠিক উত্তর দিতেই দুতিকা এসে তাঁর পায়ে পড়লেন। তাঁর বাকি, জান, রৌপ্য কর্পূরের হাতে ছাড়া দেন, তিনি যে এতদিন ছাদিন ধরে লোকদের প্রশ্নে ঠকিয়ে রাণী হয়ে বসেছিলেন—তাদের মুক্তি দিয়ে লাউ-সেন, কর্পূর এবার সত্যসত্যি গৌড় নগরে ফিরে যাবিল।

গৌড়ালের গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী, মস্ত বড় নগর। লাইশাটা বাজার, এতদ্ দুড়িটা পাড়া,—হাতী, ঘোড়া, রথ, লোক, জন,—অহরিনই চারিদিক সরগরম হয়ে আছে। লাউসেনেরা কোথায় যাচ্ছে, কি বৃত্তান্ত জানতেন, এমন সময় পথে লাউসেন হলে এক কামারের সঙ্গে আলাপ। সে তাঁদের দেখিয়ের মত থাকতে জায়গা দিল, হাত পা ধুইয়ে ঠাণ্ডা করে দুজনকথা শোনাতে বসল। এমন কর্পূর দাঁড়া-টাকে পাশে দেখে বসেছেন, সূর্যের আলো পড়ে সেটা জ্বল-জ্বল করছে; পাশে মহাদেব চন্দ্রচূড়াকে ঘরে বাজার বাড়ী ছেড়ে দিয়েছিলেন, আলোতে ভোর হয়েছে দেখে বেরে বেরে এসে

দেখে অবাক হয়ে যায়। কলাতে যে সমস্ত ছবি আঁকা ছিল, সেগুলো এক এক করে দেখতে দেখতে— এক জায়গায় তাঁর নিজের ছবি। পাশে কুলকালী দেবী কিনি যে লাটসাহেবের পায়ে পড়ে আছেন, এখনি কি তাঁর মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়, আর— আর একজন স্ত্রীলোক মাথায় আঁচি মানুষ। তাড়াতাড়ি ছবি থেকে মুখ ফেরালেন,—কুলকালী দেবী—এরাই লাটসাহেব আর কর্ণেল। আর তখন তাঁর বাড়ী যাওয়া হ'ল না—ফিরে গেলেন রাজবাড়ী। রাজা বল্লেন—"ওহো বেলা, একটি কিছুতে খেলে?" সব শুনলেন, "এখনি ছবিগুলি সেখে এর বড় খারাপ হয়েছিল, আপনারা কলা ভাল করে দেখতে ভুলে গেছলেন। এখন যান স্নান হোন। আর রাত্রে যখন খেতে বসবেন তখন বিলাতী এসে আপনাদের পরিচয় দিবে। তাতে রাজা হয়ে নিজা-সনে বসেছে দেখেই আমার মুখ ফেটে গেল। তাড়াতাড়ি তোর বেলা যখন হয়, তাই আমার বড় ভয় হয়েছে। আর একটা কথা মুখে কিছু বিলে পারিনি। আপনি হুকুম করে দিন সহরে যেন আজ বিলাতী বেচা না থাকতে পায়। আমীর, মুটুর, অতিথি, সাধু- যে আসুক, কেউ সহরে স্থান পাবে না। আর যে আপনার আজ্ঞা অমান্য করবে তার যেন কঠোর শাস্তি বিধান থাকে।" রাজা শুনে খেপে গেলেন—তাহলে প্রতিজ্ঞা ভুলি। তখনি তোড়া-তোর তোড়া রাজাকে ঠেঁচুয়া দিয়ে দিলে, 'কেউ কোন বিলাতীকে স্থান দিও না। যে দেবে—তার সর্বস্ব রাজা লুটে নেবেন,—তার ছেলে, যে পর্যন্ত গরু ভেড়ার মত কিনে তারে বেচা হবে।' সহরে তোড়া বিলেতের বাজারী, মুটুর, অতিথি পথের ভিখিরি দিয়ে—কেবল এক-জন রাজার অন্যায় হুকুম মানুষ চাইলে না—সে হ'ল লাটসাহেব তোদের বেচা। আবার—এইবার। সে যায়, "ওঃ এমি সংবাদের জন্য সমস্ত প্রাণ দিতে হয়—সেও ভাল।" লাটসাহেব, কর্ণেল অনেক করে বেঁধিন তার অনুরোধ উপ-রোধ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন,—কেন গরীব তোড়া মারা যাবে? তার যা হয় হবে ভাল, কিন্তু তাদেরও ত' একটা কর্তব্য আছে।

নদীর ধারে এক বন্ধুলতার দুই ভাই রাজের মত আহার নিদ্রা। মহারাজের তখনও তাদের সেখানে ঘুমিয়ে, সে এসে এই খবরটি তাঁকে জানিয়ে গেল। তখনই তাঁকে পত্র লেখা আরম্ভ হল। তোড়া ছিল সব ভেঙে যাক। প্রভুর কৃপায় সেই রাজের পাইকারী নিয়ে সে লাটসাহেব কর্ণেলকে বাড়তে চল্লো। প্রথমতঃ বন্ধুলতার দিকে সে রাজপুরুষের দেখে খুব হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে তোড়া কি করে—সেই দুটী বুদ্ধ ছেলেকে কাঁধে নিয়ে রাজী হয়িয়ে। কিন্তু পাইকারী ব্যবসায়ে মানুষ ভিন্ন, সে কিছুতেই এই আপদ কাঁধে-রাজী হ'ল না। শেষে তোড়া অবস্থাটি বুঝাতে পেরে রাজী হয়ে গেল। এক আঘাতে মানুষের প্রাণ নষ্ট করে রাজার রাজী রাজীপুরে ফিরে এল। মহা-রাজ সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। খানিক পরেই খবর এল একটা লোককে রাজার চড়ুয়ার তোড়াতে দিয়ে —সেটা লাটসাহেব কর্ণেলের কাছে রেখে আসতে যাচ্ছেন। তার পরেই ঐ ঐ শব্দে গেল—রাজার তোড়া ছুটি পেয়েছে। তোড়াদের আর মহারাজি। তোড়ার চড়ে যাই সব তোপধ্বনি করছে—সেই সেই বন্ধুলতার তোড়া, ও তার পাশে তারে আসছে মুক্তাকেশ। ধন্য ধন্য—মার, মার। সেই শুদ্ধ লোক দিয়ে লাটসাহেব তাদের পরিচয়। কর্ণেল তখনও মরে পড়েছেন। সে ছুটে, সে ছুটে, ছুটতে ছুটতে এসে এক সরাই বাড়ী উঠলেন। সরাই পাহারেলের মন, কর্ণেলকে দেখে তার মায়া হ'ল। তার বাড়ী পাচ ভাইএর আর এক ভাই হয়ে কর্ণেল দিবি তোড়া হয়ে আছে, লাটসাহেব কি হ'ল—কে খবর রাখে?

এদিকে লাটসাহেবকে নিয়ে তোড়ার আনন্দে কাজ করে। মহারাজ রাজার কাছে তোপে—তোড়াদের অবস্থার কাছে বলি তোপে বলে হুকুম চাইতে। তোড়া তোড়ার। রাজা বলেন, "তোর যা তোপে কিছু বলতে পারি না।" তোড়া এল। সরাইয়ে তারা খুলে, তোড়া ছুটে রক্তাক্তি, পরার বড় পাগিয়ে একটা মাথা করে পরালো। তখনই সকল তুপদিক তোপে লাটসাহেবকে সরায়, তারা হল। কত কি আশ্চর্য, মুহূর্তমধ্যে লাটসাহেবের তোপ খুলে তোপ। তোড়া কাপড় পরে তোপ উপরে রাজবেশ, তারা খুলো হয়ে তোপ করবী তোপ, অন্তর বন্দি পর্যন্ত পরে পরায় ছুটতে

পাঠশালা। সবার চোখ যেন উঠিল—"এই তোর? এতো পাকা কাঁ" রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে তুলে এনে পাশে বসালেন, পরিচয় নিলেন। পাইকের পরিচয় দিতে সভাসুদ্ধ লোক আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ৮৭ সেরের ছেলে, পৌরুষবতী ভাগ্যবতীর যোগ্যপুত্র,—তাকে কিনা মেরে চুরির দায়ে বন্দী করেছে ছ'দল। সবাই ছুটে —এ আর কিছু নয়—মহারাজারই ষড়যন্ত্র। মহারাজ হয়ে গেলেন—কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝলেন না। সবার কথা শেষ হলে তিনি বল্লেন—"এ যে তোর নয়, এতে মহারাজ গোড় কর্ণসেনের বাড়ীর সকল লোকে কাছে এসে এসে বল্লে যা তার প্রমাণ কি? তখন থেকে কোন্ পথে ও গোড়ে এল —বলুক!" রাজা বল্লেন—"তাই" পাইকের বল্ল পড়ার আগে বন্দুকগুলার খাঁড়াটা কেমন করে লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন, লোক সঙ্গে করে ফিরে সেটা নিয়ে এসে এবে এবে পথের সমস্ত বিপদ বর্ণনা করলেন। মহারাজ বিশ্বাস করলেন না; বল্লেন, "যদি বাপ মেরে থাক, তবে লাঠীও মারতে পারবে। রাজার পাই-বাড়ীর সঙ্গে লড়াই কর্" পাইবড়া এক বাঁশের লাঠীকে যেন তুলতুলে করে নিয়ে আসা হ'ল, সভার সামনে পাইকের খাঁড়া হাতে লাঠীর সঙ্গে লড়তে লাগলেন। যেমনি লড়তে হ'ল না, অমনি তাঁর মেরেই লাঠী, বাং। সভাসুদ্ধ বল্ল বল,—মহারাজ বল্লেন—"কারে কি? এতো লাঠী, মেরো, মেরো, অর্থাৎ তোর বা বা তোর—রাজের লাঠী ছিল মেরে মেরে? এইবার মহারাজ রাজা হোল।" রাজা বল্লেন—"যাই ত!" পাইকের কর্ণের ভয় করতে লাগল—লাঠীবাজী শ্রীর পেয়ে উঠল। চারিদিকে চাপ, চোপ, চরিবলি,—রাজা পাইকেরকে দক্ষিণ হস্তে বিদায় যাচ্ঞার যোগ করতে হকুম দিলেন। মহারাজ বল্লেন—"মহারাজ, তাকে আমার প্রণাম করে না।" পাইকের বল্লেন—"ওর কিছু আর তাহাকে আমি প্রণাম করি না, রাজা বর্ণের অবতার এসে কেবল প্রণাম করেছি, আমি আর যাকে প্রণাম করব, সেই পুজ্য হবে।" মহারাজ বল্লেন, "ঐ ষষ্ঠীবাবুকে প্রণাম কর।" পাইকের প্রণাম করতেই প্রকাণ্ড ষষ্ঠীবাবু দুই করে ধরে বসে গেল। মহারাজ বল্লেন "অবলাশ হ'ল।" তখনকার মত পাইকের হাত ধরিয়ে দিয়ে মহারাজকে প্রণাম করতে পেলেন, মহারাজ তখনই অভিষেক—বল্লেন—"থাক, থাক, আমি এখনিই আশীর্ব্বাদ করছি।" রাজা বল্লেন, "মহারাজ অভিষেকটা নিজের সিংহাসনে হোক।" মহারাজ মাথা দুলিয়ে বল্লেন—"এ রাজ টাকা মহলে আছে।" রাজা বল্লেন—"সে তোমার ভাবতে হবে না, সেখে।"

শিক্ষার গলদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অমল বসু]

কিন্তু জীবনের সঙ্গে এই শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধ যোগ হবে। এই থেকেই বোধ হয় "জাতীয় শিক্ষা" কথাটার উৎপত্তি। কিন্তু এর কথাটার মানে আমরা বলতে পারি! শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি যে দুটী বিভিন্ন জিনিষ, এই কথাটা বোধ করি তারা বুঝতে পারে না। তাই কেউ কেউ মনে করেন, জাতীয় শিক্ষা চালালেই বা বাড়ালেই পাঠশালার দৌরাত্ম্য মিটিয়ে যাবে না। অবশ্য এ রকম ব্যবস্থা আমরা পাবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা দিয়ে জাতীয় শিক্ষাবিধায়কদের যদি লোভী করি, তবে অন্যায় হবে। তাঁরা "জাতীয় শিক্ষা" বলতে শিক্ষাপদ্ধতিরই উদ্দেশ করেছেন। National Education বা National System of Education? বলে তাঁদের আমরা আশ্বস্ত করি। আমাদের বিশ্বাস যদি তাঁরা একটু মনোযোগ করেন যে, পাইকেরের শিক্ষা ও মহারাজ: থেকে নিজেদের মনে কিছু বিচার করে দেখলে আরো বুদ্ধি পাবে। "জাতীয়

শিক্ষা" বলে যে কথা উঠেছে, তার মানে কি এই যে, শিক্ষা-প্রণালীর জাতীয় ভাবে গঠন করবার জন্য উদার আন্দোলন সকলেই দেখে বসেছে? বাস্তবিক শিক্ষার ভিতর ও কোন জাতীয়তার পন্থা প্রবেশ করতে পারে না। জাতীয়তা-বাদের কোন বিশেষ বিষয়ের যেমন শিক্ষা সকল স্কুল পর্যন্ত দেওয়া হয়, তেমনি Inter National বা universal এই সকল বিশেষ বিষয় শিক্ষাকে প্রকাশ করে তার অন্তর্নিহিত সর্বাঙ্গীন বিশ্বজনীনতা পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে মাত্র।

কিন্তু এই যে রব—তা কেন উঠল? আমাদের তার মূল না হলে, জীবনের বিরুদ্ধগামী না হলে, এই শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রোহীর লোক ত দেখতে পাই না? আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে আদৌ প্রণালীর মিল দিতে পারে নি, এই কথাটাই বড় করে তুলে ধরা হচ্ছে। দু' একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথা বোঝানো যায়। শিক্ষার ভিতর দিয়ে যেখানে, আমিকে, সমাজকে যেমন ভাবে দেখে থাকি, বাস্তবে তা তো পাই না। ইংরেজী ভাষা পড়া হয়, এ, উপাধিধারী ছেলের সঙ্গে ত জীবনের যোগ আমাদের পাবার না। একটা প্রচণ্ড শক্তি যারা নিয়ে থাকে। সেই সামাজের সঙ্গে তাঁর একটা ব্যবধান থেকে যায়। তাই মনে হয় যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ছেলের সঙ্গে আমাদের নিজেকে জড়িয়ে ধরতে প্রেরণা দেয় নি। এই পদ্ধতিতে অবশ্য করে আমরা ডিগ্রী অর্জন করে এসেছি, বাঁশি শিখেছি, কৃতি পেয়েছি। কিন্তু ছেলের জীবনে নিজে পৌঁছতে পারি নি। ছেলের বিষয় যা কিছু পেয়েছি তা ত' আসল যেন নয়, সে যেন "ইংরেজী ইতিহাস পড়া একটা পুঁথিগত ছেলে...ইংরেজী ভাষায় বাস্তবিক একটা অসঙ্গতি।" ইংরেজী শিক্ষা ত আমাদের সেই সমাজের ছেলেকে দিতে পারেনি। তাই যখন সেই বাস্তবিক ছেলের দিকে একটা ছোপার মতন টান আসে, তখন এর আমাদের অধিকাংশ নর নারীকে হয়। অসঙ্গতি-বশ এই শিক্ষাপদ্ধতি আজ আমাদের নিজের ছেলেও স্থান রাখেনি। চাকরীর মোহ আজকাল কতক মাত্র কেটেছে। সরকারী স্কুলগুলিতে লাখি লাখি টাকার উপর আজ আর আমাদের শিক্ষিতদের স্থান নেই। ছেলের সঙ্গের তাদী ঠিক জোড়া লেগে মিলতে পারছে না। আজ সেই নিখিল সমাজ নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে, শিক্ষিতের সঙ্গে ও নিরক্ষর পল্লীর অসঙ্গতির আঘাতে পড়ে যাচ্ছে। সেই দ্বন্দ্ব আর একটু বিশদ করে বলা দরকার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখায় বলতে গেলে, "বাঙালীর ছেলে তৈরী হয়ে পড়েছে। তার মনে একরকম, বাহিরে ঠিক তার উল্টা। বাস্তবিক নিখিল ভারতীয় মুসলমান সমাজে এই ধারায় এত তফাৎ, তার চিন্তা ও কাজে এত পার্থক্য, আদালত ও কর্মক্ষেত্রে যাদের এমন সুপ্রসন্ন ও সুবর্ণময় যে, এই আন্দোলনের ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি অনেক বদলে যাচ্ছে। অনেকে জোতিরিন্দ্রনাথ আমল কালে বাঙালী মুসলমান, পৃথিবীর রাজ-সম্মানে সমান প্রাপ্ত হয়েই; এদিকে বাড়ীর ভিতরে এসে দেখেন—আয়ীনা, চাকরানা, বিবিয়ানা, হাঁড়ি কেলে ঘিরে বসবার স্থান করে এসেছেন—তেমনি এ দুর্বাসের রাজপুত্র হয়ে-ছিলেন! আমাদের পুঁথিগত শিক্ষা এরকম, আর সমাজে-পত বাস্তবতা ভিন্নরূপ।"

এই অসঙ্গতির জন্য কি হচ্ছে? এরও কথাটায় আমরা সায় দেই বলে মুসলমান আমরা সমবেদনা অনুভব করতে পারছি। কিন্তু আমরা এই যে মনকে ফাঁকি দিয়ে বাহিরে আর অসঙ্গতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, অন্যায় তার্কিক ও যুক্তিবাদ দিয়ে উড়িয়ে বাস্তব জীবনে অসঙ্গতিকে মুলতুবীতে উপেক্ষা করে যাচ্ছি, এর ফলে আমাদের আন্তরিক আত্ম-হত্যা ঘটছে। তাই কথাটাকে অসঙ্গত বলতে আমাদের কিছু বোধ হয় না। অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তীব্র লেকচার দিয়ে নিজের বিবাহে পণ নিয়ে অনেক "শিক্ষিতে"র জিভ বোধ হয় না!

মেইজন্যই বর্তমান শিক্ষার বিরুদ্ধে যত চেয়ে বড় নালিশ হচ্ছে যে, মস্তিষ্ক (brain) ও হৃদয়ের (heart) সঙ্গে মিল রাখিয়ে এ শিক্ষা আমাদের শিক্ষিত করছে না। আধুনিক শিক্ষার ভিতর বৌদ্ধিশিক্ষার স্থান নেই—বাস্তবের সে বড় অধিকিঞ্চিৎকর। প্রকৃত বিদ্যা আছে কি না তার পরখ হয় না, কেবল মুখস্থ পুঁথি ও সাহিত্যিক তুলির উপর শিক্ষাকে ছেড়ে রাখিয়ে দিয়েছি। তাই আমাদের ছেলেরা,

সমোপকার, Citizenship ইত্যাদি বিষয়ে বহু বহু গ্রন্থ লিখতে পারে না, কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা হৃদয়বৃত্তী কতটি কি না, পরীক্ষক তার খোঁজ রাখে না। তার খোঁজ নেবার উপায়ও নেই। অথচ কর্তৃপক্ষরা তাঁদের নির্ধারিত উদ্দেশ্যই প্রথমে ঠিক করেন ও সেই পরীক্ষার উপর প্রাইজ, মেডেল, বৃত্তি দেন। বিদ্যার পরীক্ষা হয়ে থাকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত বিষয়ের দু' তিন পরীক্ষায়। এবং এই একঘেয়ে ও বৃত্ত পরীক্ষাকে ছাত্রদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। শিক্ষক বা প্রফেসর মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, পরীক্ষা এগিয়ে আসছে; অতএব পড়ে যাও। এই পড়ার মানে মস্তিষ্কে ঠাসাটির মত তার যারা বাবা চিন্তার উদ্রেক হয়, এ পড়া বস্তুর সঙ্গে আমাদের, শিক্ষার বিষয়ের সঙ্গে জীবনের মিল খাপন করতে পারে না। এর মানে হচ্ছে শুধু কতকগুলা তথ্য মস্তিষ্কে জমিয়ে রেখা। এবং brain যে stuff করতে আমরা এত ভয় পাই যে, অন্তরের পুষ্টির বিষয় হয়েই থাকে না। বিশিষ্টের বিশেষ হয়ে ওঠাটা (Originality), আমাদের আসে সে শক্তি কোথায়? অন্তরের কথা বলা ত আমাদের ঘোচেনি! আমাদের বিশিষ্টেরা আমাদের কতখানি ঘোগ করেছেন?

শুধু কি তাই? আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের আত্মবিশ্বাসের সহায়তা [কার্যতঃ না হলেও] করছে। আমাদের ইতিহাসের যাঁরা বীর নায়ক, তাঁদের কলঙ্কিত করে, চিত্রিত করে আমাদের বোঝানো হচ্ছে। যেমন ছত্রপতি শিবাজী সম্বন্ধে একখানা আমাদের ইতিহাসে লেখা হয়েছে —He was primarily a fierce robber chieftain, who inflicted untold misery on hundreds of thousands of innocent people—অর্থাৎ, অত্যাচার অনাচার পরায়ণ শিবাজীর ইতিহাস পড়িয়ে জাতীয় চেতনাকে জাগাবার সহায়তা করা হয় কি। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদি যাকে যে সমস্ত বিষয় বলা হয়, তার কিছুর আত্মবিশ্বাস স্থান নেই। কেন আত্মবিশ্বাস আসে এ আলোচনা মনে পোষেনি। ইংরেজী সাহিত্যে শেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রন, যা আমাদের বোঝান হয় নি, অন্য অনেক সমালোচক বীকার করেছেন যে, এঁদের লেখা অনেক বিষয়ে ইংরেজদেরও বোঝার চেষ্টে বোঝা নয়। এই শিক্ষা থেকে আমরা কেমন করে নেতৃত্বের ইঙ্গিতকে, আত্মবিশ্বাসের মন্ত্রকে আবিষ্কার করতে পারব? আত্মানুভূতির পথে এ পর্যন্ত পাশে যারা বিশ্ব এসেছে। সকলে মনে এই ধারণা যে, আমাদের কেউ কেউ বুঝতে পারি, আমরা বিশ্ব বঞ্চিত হয়েছি।

বুদ্ধির অন্ধকার থেকে আলোকে বিশ্ব যাবার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাধিল করা সোজা হবে না, যদি যুক্তিতে যে আমাদের দেখা যায় এই শিক্ষায় কুশলীর এককালে বলা হ'তো। কিন্তু তা ত নয়। তাই আমরা অনেকেই শিক্ষিত। এমন কি অনেক ছেলে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে না জেনে আত্মহত্যা করেছে। তাদের আমরা বলে ভুলতে পারি, কিন্তু প্রাণপাতের সাহসে আমরা তাদের ছোট নীচ। ছেলেদের আত্মহত্যার মানে, তার পরীক্ষার ফী, মোটা মোটা বিলাতী কেতাবের দাম, হাতখরচে হাত্যবার মত মোটাতে ছেলের যা বাপ সাধ্যের হয়ে যেত। ছেলে হয়ত টেলি-ফোন, লাইট্ ফ্যানে পরিপূর্ণ হয়ে সমস্ত শিক্ষা অর্জন করছেন; বাপ-মা অনেক কষ্টে, না খেয়ে যার ফোন অথচ বাড়ী বাঁধা দিয়ে যাদের পর মাস তার খরচ জুগে আসছেন। এ ধার ত' শোধের নয়। যাকে জিজ্ঞেস করুন, দিবা ধরীচিতার জোরে তাঁরা এই আত্মবীকার করতে পারি যে। তাঁদের বোঝাবার কোন্ পথটা খুলে রেখেছি? যাকে যাকে তাঁদের টাকা ফেলার কখনও কি মাল করেছি?

অথচ এই ধারার পরিবর্তে ছেলের ছেলেরা কি পাচ্ছে? অন্তরের সঙ্কীর্ণতা, দীনতা ও অনুভূতির অভাব ধারা আমরা ছেলে জাতি হচ্ছে। যাঁরা বলেন, ছোকরাদের ও সব ফোপরা-বোধ বুঝিনে, ছুপয়সা রোজগার করে খেতে শেখাই ভালো, তাঁদেরও ত একটা আশ্বাস থাকে না যে, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ভৌমিক-অর্জনের সহায় নির্দেশ করে দিতে পারছে না। শুধু উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, কেরানী নিয়ে জাতি গড়ে না। শিক্ষাকে বহির্মুখী করলেই জীবনযাত্রার অনেক পথ বেরে নেওয়া যায়, আমাদের

শিক্ষা কি তা' দিতে পেরেছে? উপযুক্ত উচ্চ শাসনের দ্বারা আর কোন লক্ষ্য তা' দিতে পারছে না। জাতির চৈতন্য কি দেখাচ্ছে? শিক্ষা করার চেয়ে মুষ্টিমিতি করে জীবিকা নির্বাহ যে ঢের সম্মানের, ঢের গৌরবের, তা ক'জন শিক্ষিত মনে করেন? জীবন-সংগ্রামে মুখ তুলবার কোন শক্তিই ত এ শিক্ষা আমাদের দেয়নি! মনও যেমন নিস্তেজ ও পঙ্গু, আমাদের নিজেদেরও হাতের শক্তি তেমন নেই। তাইতো আমরা অসুস্থ রোগাই দিয়ে হাত পা ছাড়িয়ে বসে থাকি। দেশনায়ক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বিজয়ের মুখে দক্ষিণের পথ যে ধরেছিলেন তখনই এসেছিল তাঁর অন্তিমের ডাক। অবশ্য সেখানে প্রয়োজন মানুষকেই গড়তে হবে। সেই মূলে কল পরিবর্তনের উপর তাঁর জীবন সমর্পিত করছে। যদি শিক্ষার দ্বারা এই মনুষ্যত্বের শক্তি লাভ করা যায়, তা হলে তার প্রয়োজন কি? শিক্ষা বল, মানুষ উৎপন্ন বল, সবই যান্ত্রিকতার বেড়ে থাকবার জন্য। "লক্ষ্যাভাবাদহং তীক্ষ্ণে বিচিন্নামি" বলে পারিবারিক কুটীরে যে লক্ষ্য সংগ্রহ জীবনের চেষ্টাতেই হয়ে যায়।

আসল কথা, আমাদের বাড়ী ও সমাজের জীবনে এই শিক্ষা-পদ্ধতি প্রকৃত বাধা দিচ্ছে। জাতি হিসাবে যেমন আমরা স্বাধীন থাকি না, জীবন-সংগ্রামেও আমরা তেমনি পরাজিত হচ্ছি। সুতরাং শিক্ষার এই সমস্ত মূল মূল ভুল ভাঙতে হবে—অচিরাৎ এবং আজই। সেই সংস্কারের ফলে আমাদের মন যেন আত্ম ও প্রতিভা অধিকতর হতে পারে।

—:০:—

বিবিধ প্রসঙ্গ

আশ্রমে রাজবিহারী।—এবার রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে অবস্থান সময় বিশ্বাস বিপ্লবের কর্মী রাসবিহারীবাবুর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রস্তাব প্রতিপত্তি অসাধারণ। জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরেজের কলুষিত আজ পর্যন্ত তাঁহার সন্ধান পায় নাই।

বিমানবীর।—সুবিখ্যাত ফরাসী বিমানবীর ব্লেরিও চীন পর্যন্ত বিমানযাত্রার পরিচয় এক জাহাজে দিয়েছিলেন। ইনি জাপানে পৌঁছিলে সমস্ত জাপান ঝুঁকিয়া যে উৎসবের তরঙ্গ তুলিয়াছিল, বিমানের নীলসুরে সর্বদা ঘটিত জাপানে যে আয়োজন করিয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু সেই ঝড়ের বেগের মধ্যে তাহার সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ঠিক পাশে আসিয়া মিলিল—তবেই চক্ষু সফল হয়। সমস্ত আকাশ পরিক্রমা করিয়া তিনি দাখিয়েছেন,—তখন যে উৎসবের বাড়ী এবং তুফান আনন্দের করিয়া যে ঘুমিয়ে মেতেছিলেন, তাহা চিন্তা করিলেও প্রাণ হয়। অধিকাংশের মতামত, গুলতা, স্বাধীন এই ফরাসী জাতি আর আমরা অবশ্য পরাধীন, কিন্তু কোনটা শ্রেয়—চরিত্র না সাময়িক উত্তেজনা? বাহুর না যন্ত্র?

আলেকজান্দ্রিয়া প্রস্তাগার।—জনশ্রুতিতে এখন কি ইতিহাসেও অনেকে মনে করেন যে—আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত প্রস্তাগার মুসলমানবিজেতৃগণ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া একটা ভুল বিশ্বাস আছে। এই প্রবাদ আকুল করিয়া নামক জনৈক খৃষ্টান পাদ্রী এবং তৎপূর্বে আবদুল লতিফ নামক জনৈক মুসলমান লেখক কর্তৃক বিশ্লেষণের দ্বারা সাত শতক পরে জনশ্রুতি অসত্য বলিয়া লিখিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু রোমান ও খৃষ্টানদিগের দ্বারা ঐ প্রস্তাগার বারবার জ্বালাইয়া হওয়ার লিখিত প্রমাণ আছে, রোমক সম্রাট জুলিয়াস্ সীজার কর্তৃক উক্ত প্রস্তাগার জ্বালানোর স্বীকারোক্তি ও পরবর্তী বহু সমসাময়িক লেখকের লেখায় উহার বারবার জ্বালাইয়া হওয়ার বর্ণনা আছে, কিন্তু মুসলমান কর্তৃক উহা দগ্ধ করিবার এমন কি সমসাময়িক ইতিহাসেও উহার অস্তিত্বের পর্যন্ত প্রমাণ নাই।

—০০—

মেনকা

(গল্প)

[শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রীশ্রীহরিসহায়

পরম শুভাশির্ব্বাদ বিজ্ঞাপক বিশেষ পত্র—তোমার পত্র পাইয়া সন্দিগ্ধের অবসর হইলাম—আর আমার অভিযোগ হইতে আসিয়া আমার অনুরূপ হইয়াছে—সেটী অনুরূপ হইয়াছে—সান্ত্বিতে পারি না আর জব বন্ধ হয় না—পত্র পাঠ মাত্রেই পাইয়া দিবেন—তুমিও স্বচক্ষেতে সাবধান সর্ব্বদা রাখিবেন ও তোমার ভয়ও সবচায় পাই না—আশ্বাস নাই চিন্তিত আছি। বেশি কল্য হয় না—আমাদারী বিশুই হয় না। তুমি জল খাও পরমানে খুসি করিবেন তোমরা সকলে যেরূপ থাকে পরমানে খুসি করিবেন। এবারের সংবাদ। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।—

তোমার ভ্রাতা

শিবচন্দ্র বাড়া।

পুঃ আমার জন্য একটী মেনকা ও একটী কাপড় পাঠাইয়া দিবেন।

চিঠিখানা মেসের বাসার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছিল, তখন সেটা করেক হাত ঘুরিয়া আসিয়াছে। একজন সহযোগী হাসিতে হাসিতে যার চুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, তোমার ভগ্নীর কি সংবাদ?" সুরেন যাহার একমাত্রবন্ধু, সে বলিল—"যীশুবর, মেনকার সন্ধানে তার মেনকা?"

যোগেন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, সকলে বাহির হইয়া গেলে কি-প্রয়োজনে একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া লিখিল—

কল্যাণীয়েষু

তোমার পোষ্টকার্ড পেয়েছি এবং বাহুল্য বাহুল্য অধিক ও দুঃখিত হয়েছি। তোমার বিষয় পরিবর্ত্তনে আর এবার ভাবে সকলকে আই দিবে। আর মেনকার পত্রের না ফুরালে চিঠি লিখো না। তোমার পেটের অসুখ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়, যা তা খেও না। এ সংবাদটা তোমার দাদাকে দেবার দরকার নাই। আমার এখনও বিয়ে হয়নি সুতরাং তত্ত্বার সমাচার দিতে অক্ষম। তোমাদের বড় ঈর্ষার বস্তুর যে মেসে আছে, সে মেসে বেশী কলের কি ব্যবহার, সাহেবরা মাথাটিতেই চাবি বন্ধ করে দিয়ে যায়। আমরা জানি আছি। তোমার এই সময়েই মেনকার কি দরকার বুঝ্‌তে পার না। আমি মেনকার ধারণা করি না, তোমার চিঠী পড়ে মধ্যে মধ্যে খবর দিতে ইচ্ছা হয়, তবু তোর না। বিশেষ মূর্খে যাবার এরা আগে মেনকার সাক্ষাৎলাভের সম্ভাবনা দেখ্‌তি না। ছেলেমানুষ ছেলে। কি রকম কাপড় চাই লিখো। চিঠী লিখ্‌তে একটু লিখো। অনাবশ্যক 'শুভাশীর্ব্বাদ' দিয়ে চিঠী লেখ না, 'তুমি'র স্থলে 'তোমা'টা খাটে যায় না। আর 'হয় চাটী একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না? ভাক্তিসম্পর্ক ছাড়া ও আর কিছু নয়।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীশিবচন্দ্র বাড়া।

নাম সইটা তাহাকে বাধ্য হইয়াই এইরূপ করিতে হয়, কারণ সুরেন নামকরণটী মেসে প্রকাশিত হয় নাই।

এক সপ্তাহ পরে খামে উত্তর আসিল। খুলিয়া কাগজ। প্রথম এই—

কল্যাণীয়েষু

পরে আশীর্ব্বাদ, আপনার পত্রে সব সমাচার অবগত হইলাম। আর আপনি সুখে হইবার খুসিয়া হয়েছেই আছি। আমরা সুখী থেকি, আপনি সুখে থাকিবে না। আর আপনি ভগ্নী দিয়ে যাই খুসিয়া সুখী হইলাম। আমি আপনার কথা আমিয়া রাখিয়াছি। পত্র পাঠ মাত্রেই আসিবে। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার শিশুপুত্র অতি মেনকার সহিত সঙ্গত খুসিয়াছে,—আর ইহা এমনতর প্রকাশ নাই—গোপন রাখিবে। আর আপনি আশুতে পত্র না পাবা মাত্র আমার আসিবে না। সমস্ত মেনকা কাপড় মাসা আসিয়াছে—

কিন্তু তুমি লক্ষ্মী পাড়ে যেমি মন লাগাই আমিবে- আর অমি বসিই হইয়া যেমিয়া যাবে। আমার কাপড় চাই না। অমর কুশল। তোমার চাকুরী অতুল ভরিয়াছে। আমি ভাল আছি অসুখ হয় না। মেহাশীষ জানিবে।

আশীর্বাদক

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘাড়া।

আর একখানি কার্ডে—'সুরেন্দ্র—এ বাটীর সকল সংবাদ ভিন্ন। এইমাত্র পত্র লিখিয়াছি।'

জীবন পোষ্টকার্ডে লিখিল—

'কল্যাণীয়েষু

তোমাকে লিখা কোন্ কথা বলা তোমার ভাল লাগে না। আমি লিখিতে বড় বড় ভয় করি, তোমার পেপ্সিল সংবাদ এবং আমাদের সুখ ইত্যাদি সকল জানিবার। আমার পড়ার অতি ভয়ে যেমে যাবার একটুও ইচ্ছা নেই। কাপড় কেনবার এখন সুবিধা হবে না। চাকুরী কেমন থাকে লিখো। আশীর্বাদ নিও। বেলবাবুর সঙ্গে যথেষ্ট দেখা করবার ইচ্ছা রইল।

আশীর্বাদক—

শ্রীজীবনচন্দ্র ঘাড়া।

চারদিন পরে আসে উত্তর আসিল—পাঠ পুরুষ। ভিতরের কথা এই—"মেহের বলিল—তাহার একখানে যাইবার সময় নাই, সুরেন্দ্র পাশ। সুতরাং সেখে দেখা হইবে না। আপনার চিঠি সে পড়িয়া ফেলিয়াছে। সে ইস্কুলে পড়ে।" সেই কাগজের খালি পৃষ্ঠে পরিষ্কার মুক্তাক্ষরে লেখা "কাপড় কিনবেন না, আমি বিলাতী কাপড় পরি না।" শ্রীমেহের বানু।

হৌলির বৈকালের ডাকে একখানি সুন্দর খামের চাকাই উপহার বাড়ী আসিল। সঙ্গে চিঠী দেখ—"কাপড় পাঠালুম,—টাকা সুবিধামত দিও, হায়—।" অন্য উপায় নিল—"কাপড় সহজ ও পছন্দ হইয়াছে—লম্বাও আছে উত্তম—আর কেমন হলে—আপনি যাহা তামাসা লিখিয়াছ। যাহা হউক সে কাপড় বেশ দিয়াছে। সোমত্ত বলিয়া গ্রামে নিন্দা হয় কিন্তু আপনার চাকুরের ভেঁ পড়িয়াছেন। আর পাশ করিলেই বিবাহ দিবেন। সে একজনে বোঝিতে আছে।"

* * *

ইহার কয়েকমাস পরের কথা। মাট্রিকুলেশন এবং এল, এ পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইয়া গিয়াছে। জোৎস্নাজীবন তখন উত্তরপাড়ে, তাহার নামে একখানা চিঠি আসিল। সুরেন্দ্র বিশেষ প্রয়োজনে বিবাহের সময় অনুপস্থিত ছিল, সে লিখিয়াছে—"ভগিনীর মেহের সন্ধান পাইয়াছ। তোমরা এখন কোথায়,—বর্ষে না আর্ষে?"

জোৎস্নাজীবন উত্তর দিল, "তোমার প্রশ্নের উত্তরে গৃহিণীর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। ডিসেম্বরে হর অবশ্যই আছি। পরশাঠ আসিবে এবং চারুর প্রয়াণ-প্রয়োগের স্থান নির্দেশ করিয়া উত্তর করিবে।"

—:০:০:—

আব্রাহাম লিঙ্কন

[শ্রীহরপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ]

(১)

জন্মপরিচয় ও শৈশব

মার্কিণ মুলুকের নাম আজকাল কে না শুনেছে। আমেরিকা মহাদেশের ঠিক মাঝখানে এই মার্কিণ রাজ্য পূর্ণ পশ্চিমে বিস্তৃত। অনেক পুরুষ যখন আমেরিকা অধিবাস করে সবলে টের পেয়েছে, তখন ইউরোপের নানা দেশ থেকে হুড়ে বলে লোক এখানে এসে বসবাস করতে লাগল। নূতন দেশ—বিস্তীর্ণ মাঠ, বিবিধ জলবায়ু—এই দেখে সাহসী মানুষ তাদের ভেড় হ'ল যে, এই নব ভেটী পরিষ্কার করে এখানে বাস করব, সুখে থাকব। আমেরিকায় আদিম অধিবাসী—যেত ইণ্ডিয়ানরা খুব সাহসী যটে, কিন্তু সভ্যতার লেশ তাদের ছিল না। প্রথম যারা যান করতে

এল, তাদের সঙ্গে এই সেটেলমেন্টের চুক্তি খুব হাল—কিন্তু বন্দুকের গুলির চোটে তাদের শেষ করে ফেলতে হল। তারা শেষ পাহাড় অঞ্চলে আশ্রয় নিলে—তবে বুদ্ধি খেলে মেক্সিকো এসে সুবিধা করে এই অঞ্চলের প্রতিশোধ নিতে তারা ছাড়ল না। সেই জন্য নূতন অধীবাসীদের সর্বদাই সজাগ থাকতে হত—তা না হলে প্রাণ আর সম্পত্তি রক্ষার উপায় কঠিন হত।

এই সময় ইউরোপে যুদ্ধ নিয়ে খানি অত্যাচার চলছিল। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে যে প্রীতিসের এক সম্প্রদায় ছিল, তারা নূতন সম্প্রদায় প্রোটেস্টান্টদের তাড়ি করে বেড়াচ্ছিল। এই নূতন সম্প্রদায়ের তখন বৈশব অবস্থা—শক্তিও ছিল সামান্য, লোকজন বিশেষ ছিল না—সুতরাং সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হত। এই সম্প্রদায়ের এক কারক লোক এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এক জাহাজে করে মেসাচুসেট্স করলে। তারা এই মার্কিন দেশে এসে বসবাস করতে লাগল—এখানে তাদের ধর্মমতে বাধা দেবার কেউ ছিল না। তারা বেশ সুখে শান্তিতেই বাস করছিল। তাদের দৃষ্টান্ত দেখে আরও অনেক লোক নানা দেশ থেকে আসতে আরম্ভ করলে। ক্রমে অনেক গুলো ছোট ছোট নানা দেশগুলি স্থাপিত হল। এই সব দেশগুলো ইংলণ্ডের রাজার অধীনে এল।

এখন ইংলণ্ডের লোকেরা এই উপনিবেশগুলির দিকে বিশেষ নজর রেখেছে। কিন্তু ক্রমেই দেখা গেল যে, এই নূতন দেশটি বেশ বলিষ্ঠশালী হয়ে উঠছে—উর্বরা জমিতে ফসল ফলে প্রচুর—ধন আর ধুলা—এত ধান, এত সস্তা আর কোন দেশেই পাওয়া যায় না। নানা দেশ বিদেশে এই সব চালান দিয়ে অনেক দেশ লাভ হয়। ইংলণ্ডের লোক তখন বুঝলে যে, নিজেদের অর্থ বাড়াবার এই এক সোনা উপায়। নূতন নিয়ম হল যে উপনিবেশগুলি যা কিছু কেনা ইংলণ্ডের দোকান থেকে করতে পারবে—অন্য কোন দেশে তারা কোন মাল পাঠাতেও পারবে না, সেখান থেকে আনতেও পারবে না। এই নিয়মে অতি হল উপনিবেশের; কারণ ইংলণ্ডের মাল চড়া দামে তারা কিনতে বাধ্য হল অথচ তারা অন্য কোন দেশে মাল পাঠাতে পারল না—সস্তায় ইংলণ্ড ছাড়া তাদের অন্য উপায় রইল না। ইতিমধ্যে লোকসান হওয়াতে তারা সব ফেলে উঠল। তার পরিচয় এই যে, এই নিয়ম যখন আমরা তৈরী করিনি, এতে মঙ্গল হয়নি, তখন একে ফেলে চলতে পারার আমরা নই। তারা বিদ্রোহী হল। ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগড়ার খুব বাধল। বিদ্রোহীদের সেনাপতি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন। তিনি সকলকে একত্রিত করে প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করলেন—তাঁর চেষ্টায় ফল ফলল। যা আশা করা যায়নি তাই ঘটল—এই উপনিবেশগুলি স্বাধীন হল—ওয়াশিংটন এই নব রাষ্ট্র উপনিবেশের মিলে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করলেন। যেখে যারা কেউ থাকবে না—পাঁচ বছর অন্তর একজন করে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট তারা পালা করবেন। এর বাহাই ভালো লোক করবে। প্রত্যেক প্রদেশের কতকগুলো বিষয়ে স্বাধীনতা থাকবে—তাদের আইন সভা নিজেদের মঙ্গল চিন্তা করবে, আইন বাঁধবে—এই সভার সভ্যের নির্বাচন প্রদেশের লোকেরা করবে। কতক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভা যে আইন বেঁধে দেবেন, তা সকলকে মেনে চলতে হবে এই আইন সভায় (কংগ্রেস) প্রত্যেক প্রদেশ তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে—তারা তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখবেন

এই যুক্তরাষ্ট্রের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। জর্জ ওয়াশিংটনের যশের সৌরভ এখন পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি এই নূতন রাজ্যের মহারাজা। কিন্তু যে মহাপুরুষ এই রাজ্যের মহাসভাটার সময় সভাকে রক্ষা করেছিলেন—তাঁর মাথার ওপর এখন লোক শ্রদ্ধার মেঘে ঘুরে আসছে।

আব্রাহাম লিঙ্কনের জন্ম দরীব ঘরে হয়নি। তাঁর পিতা টমাস ও মাতা নান্সী হরিণ ছিলেন। টমাস বেশ পড়িয়ে লোক, কিন্তু লেখা বা হজরাত, অর্থাৎ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি।

কেন্টকী প্রদেশ তখন প্রবল লোক বসবাস আরম্ভ হয়েছে। এক অঞ্চলে তারা পাহাড়ের গা কেটেই টমাস তাঁর কুটীর বেঁধেছিলেন। এ কুটীরের দেওয়াল মোটা

যোগ্য ব্যক্তির হাতে দিবে তৈরী আর হাল ছাড়ের ব্যবস্থা। মুন্সীদের চারিবাগে ৫০টি অতি পরিষ্কার টিলা হয়েছিল—, তাতে মালী ও চাকরী পাক সমস্ত সাজিয়েছিলেন। এ ছাড়া চারিদিকে বিবিধ সাইন পাত্রের জঙ্গল।

এখানে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী আমাদ হামের জন্ম হয় ও তাঁর জীবনের সাতটী বছর কাটে। এই শিশুর প্রতিভা বাল্যে তাঁর মাতার প্রভাবে যেরূপ দেখা যায়। মালীর মনের মত যেরূপ অনাসক্ত ছিল—আর তেমনি প্রকৃতি ছিল। তাঁর এই পড়ার আগ্রহ—যে কোন বই পেলেই তাতে একবারে নিবিষ্ট হয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। আর সেই সব কাহিনী নিত্য আত্মারাম তাঁর মাতার কোলে বসে মুগ্ধভাবে শুনতেন। দরিদ্রের পরিবার—সম্বলও কোন কিছু ছিল না, কিন্তু পাতা পুঁথিগুলি যদে মালী অল্পের মধ্যেই সকল খুঁটিনাটি সুশৃঙ্খল করে রাখতে পারতেন। অনেক সময় খাস সংগ্রহ করবার জন্য তাঁকে বনের ভিতরে দূরে কোথাও যাইতে হত। অমনি ঐ ছোট মেয়ে তাদের হাল ছিঁড়ে তিনি কৈতের পোষাক, ঝুড়ী তৈয়ার করতেন। তাঁর স্বভাব এমন মধুর ছিল যে, যে কেহ তাঁর সুমুখে আসত, তাঁকে ভাল না বেসে, ভক্তি না করে থাকতে পারত না। ছোট বয়সে তাঁর ভক্তি অসীম ছিল—আর তাঁর ছেলে মেয়েকেও তিনি বাইবেল থেকে নানা গল্প বলে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু আত্মারামের মনে মাতার এই ধর্মপ্রাণতার মূর্তি সদা জাগরূক ছিল। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কখনও কখনও কোন প্রচারক আসতেন—তাঁদের একজনের আত্মারাম অতি প্রিয় হইয়াছিলেন—পাদরী এলিজিসের মুখে ধর্ম উপদেশ, মহাপুরুষের জীবনকথা শুনতে তাঁর এতই ভাল লাগত যে, সে তাঁর সঙ্গে অন্যত্র ঘুরে আসত। প্রথম জীবনে এই পাদরীই ছিল আত্মারামের পথের আদর্শ।

ইমামের বেশীদিন একস্থানে ভাল লাগত না। শিশু-কাল এখানে বাস করবার পর তাঁর মনে হল যে, আরও পশ্চিমে যেতে পারলে বোধ হয় অবস্থার উন্নতি হতে পারে। পশ্চিমে ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের উর্বরতার অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী তিনি শুনেছিলেন এবং প্রতিবেশীরা ছিল বলে সকলেই বিশ্বাস করতেন। সুতরাং একজন কেতা পেয়ে এই ভূমির তিনি ১০ শিলিং অর্থাৎ ১০ ডলার (৩০ টাকা) দিয়ে বিক্রয় করলেন। সে সময় এত টাকার মাল হলে—লোকে মনের মনে হিংসা দিত।

তাঁদের সুখসমৃদ্ধির আশাতে ইমাম মন্ত্র সময়ের মধ্যেই একটী ভূমির তৈয়ারি করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে খাই,আলু-বাদি, বেরাজ, সিমুক প্রভৃতি আদি আবাদের ৫ ১০ শিলা মত বোঝাই করিয়া তিনি গরিব নতুন আবাদের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু প্রথমেই দুর্ঘটনা ঘটিল—নৌকাখানি উল্টাইয়া যাওয়াতে অনেক মিসিসিপ্পি লোক-সান হইল। ইমাম দুমাস পরে ফিরিয়া আসিলেন—নূতন প্রদেশের উর্বরতার প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরে না। তাহার পর মাস দুইয়েক ৪ সপ্তাহ পরে এই ক্ষুদ্র পরিবারটী তাহাদের নূতন ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আত্মারামের বয়স তখন আট। তাঁহার চেহারা বেশ সুশ্রী ছিল না—দীর্ঘ ও রোগা হইলেও তাঁহার শরীরে বেশ বল ছিল এবং স্বাস্থ্যকর চাষবাসে আসা পরিশ্রম করে যখন তিনি বাহির হইতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক "মজবুত" বলিয়া সন্দেহ অনেকের হইত। মুখ দেখে বাহির হইতে তাঁহাকে প্রায়ই বেশী যাইত আসে, কিন্তু গভীর তত্ত্ব—বিশেষত পর্যবেক্ষণে তাঁহার কোন পৃথাই ছিল না। একবার একটী পাখী ধরিয়া একবারি অন্যায়ের কাটাইয়াছিলেন।

এই নূতন বাসস্থানের বিষয়ে আর কাহারও দুটির ছিল না—সুতরাং পরপল্লী বাড়ীর অন্য কোন মহলে এই পরিবার পাইত না। চিরদিন যেখানে কখনো আসিয়া—স্থান পুরুষ পাঠ করিবার অধিকারী কোন হয় আত্মা-রামের মাতা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। নিকটে কোন দোকান না থাকায় অত্যাবশ্যকীয় কোন দ্রব্য কিনি-বার উপায় ছিল না। বেওয়ারিশ কাটি বিক্রী শীতকালে টাকা হাজার আসিত, তাহা বিক্রয় করিবার কোন উপায় ছিল না। সব একবারি তুলাকে বেওয়ারিশ সঙ্গে আঁটিয়া বিক্রী বাইরেন বাজারে করা হইত—ইহার উপর যে গরি পাওয়া হইত, তাহাতে তুলসী পাতা, বাসের দীপ করা হইত। [ক্রমশঃ]

সাপ্তাহিক সংবাদ

জল-প্লাবন—এবারকার বর্ষায় বিক্রমপুর একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। সচরাচর বর্ষায় এত জল হইতে দেখা যায় না। সমস্ত মাঠের শস্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে। আউস ধান পুরোই যায়া পড়িয়াছে, আমন ধানেরও আর আশা নাই। চর অঞ্চলে পাট মরে নাই, কিন্তু বিলে ও একটু নীচুস্থানের পাটও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। মাঠে মাঠে কৃষকের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। অধিকাংশ স্থানে সাধারণতঃ বাড়ীর চারিধারে জমে, বাড়ী জলে ডুবিয়া যাওয়াতে তাহাও নষ্ট হইয়াছে। অনেকানেকের ছই চারিখানা বাড়ী ভিন্ন সকল বাড়ীতেই জল উঠিয়াছে। একে ত ধান বা পাওয়াতে কৃষকের ঘরে চাউল নাই, তাহাতে বাজারে চাউল ৭৮০ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। দুর্ভোগ বুঝিয়া লোকাল্লাহ্‌ন সকল বিভিন্নের কর চড়াইতেছে। অধিকন্তু দুর্ভিক্ষ ভয়ে সীমায় উঠিয়াছে।

পয়ার আমদ—গত ছই বৎসর যাবৎই পয়ার আমদানীর আশায় আগুন হইয়াছে। গতবারে এরিয়েলেই পয়া চাহালের ও জোয়ারের মাতৃপথানে স্থাপিত বিদ্যাত বাজারটী উঠাইতে প্রায় করে। এবারও কাঁঠালিয়ার অনেক লোকে-কেপে ঘুরে পড়িয়া অনেক গ্রাম উহার উপরে যায় পাইতেছে। সেইজন্য চৈত্রের পরে বহু চৈত্রের দিকে অগ্রসর হইলে বিক্রমপুরকে এখন পয়ার পূর্ব্বদীপের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। এবারই সাধারণ কৃষকের যে অবস্থা তাহাতে বাজ-কিস্তীবাবা অবধি গেলে আর ত দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। নবীন মহিলাটর অনেক বন্দী লোকের বাড়ীতে পাকাঘর নির্ম্মাণের জন্য আমীন ইটক ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে, নবীন কালনের অবস্থা দেখিয়া কেহই অত টাকা খরচ করিয়া পাকাবাড়ী করিতে সাহস পাইতেছে না।

শিক্ষায় অর্থ দান—সার কবিরাজ এবং রাই বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যার্থ তাঁর পৈতৃক ভিটা হইতে সার সমস্ত জমি ও পাকাঘর সহ ছিন্ন টাকাদুরের সমস্ত টাকার কোম্পানীর কাগজ কোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের করে অর্পণ করিয়াছেন। চিকিৎসা, দর্শন, প্রাচীন ইতিহাস, আরবী সাহিত্য, সংস্কৃত বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিবেন তাঁহাদিগকে এই টাকা হইতে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

ভাঙ্গা কোম্পানীর দান—কাশীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ভাঙ্গা এণ্ড সন্স কোম্পানী এককালীন আড়াইলাখ টাকা দিবার পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন টাকা দান করিয়াছেন। বাড়ীটী নির্ম্মাণ হইলে 'কোম্পানী ভাঙ্গা' নামে উহার নামকরণ হইবে।

ডিগ্রির ফোয়ার—ডিগ্রির ফোয়ারের কর্ম্মজীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে গতকল্য ডুইবুল হলে এক সম্বর্দ্ধনার সভার উদ্যোগ হইয়া গিয়াছে। বিলাত এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বহু বহু লোকেরা ডিগ্রির ফোয়ারকে আবেগপূর্ণ ভাষায় অভিনন্দিত করিয়া পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। ডিগ্রির ফোয়ার জীবনের বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত আবিষ্কারের যা কল্পনার করিয়াছিলেন, সে সমস্তের পক্ষ হইতে বহু বক্তাই অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস, ধৈর্য্য, মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং পৃথিবীবাসীর কল্যাণকামনার জন্য সব লোক তাঁহাকে অন্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সভার বক্তৃতায় একটি লক্ষ্যিত উঠিয়ে ডিগ্রির ফোয়ার বলেন যে, তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সাধনা তথাকথিত দান করিয়াছেন।

ইস্কুলের পাশে বৃত্তি-সভা—গত ছাপ্পান্নিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে পরলোকগত সার কৃষ্ণদাস পালের চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রী কমলা হুড এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র

পাল বক্তৃতা করিতে উঠিলে সভাস্থ সকলে বাহা প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু সভাপতি মহাশয় এরূপ অসভ্যোচিত অভ্যাচারের অভ্যাচারে তাহাদের চুপ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ পাল প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয় নিজে একটী বক্তৃতা দিয়া পরলোকগত ব্রজেন্দ্র পালের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

মোতাসিমের মুক্তিলাভ হাইকোর্ট—কেসরী পত্রে প্রকাশ যে মোতাসিমের মহারাজা সাহায্য পেয়াদে বাহির হওয়ায় সময়ে কি কারণে সন্দেহে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাজারে লইয়া যায়। মহারাজা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হেবিয়াস কর্পাস রিট করিয়া মুক্ত করিয়া আনেন।

ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে ডাক্তার সুরমণের প্রস্তাবের সহিত এই মর্ম্মে এক প্রস্তাবও করা হইবে যে, ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার্থীকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ কলেজসমূহের সপ্তম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

দেশবন্ধুর বিলাত যাত্রা—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁর পত্নীর বিলাত-যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। দেশবন্ধু ও তৎপত্নী আগামী ১৯শে আগষ্ট 'কেডিজোনিয়া' জাহাজে করিয়া কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক চিকিৎসা—'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' সংবাদপত্র আমাদিগকে বে, সম্প্রতি টমাস্ বার্ডসিলস এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, এখন সময় নীরোগ আসিয়াছে, যখন প্রার্থনার দ্বারাই রোগের চিকিৎসা করা যাইবে; প্রার্থনা ও চিকিৎসা পাশ্চাত্য একযোগে কার্য্য করিবে হইবে। আমরা এক সময়ের মন্তব্যের উল্লেখ করিয়াছি।

কলিকাতায় সাপ্তাহিক মৃত্যুসংখ্যা :—গত ১৮শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে মোট ৪১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দুই সপ্তাহে মৃত্যুসংখ্যা যথাক্রমে ৪০০ ও ৩৭৪ ছিল।

জাপানযাত্রীদের আবার অন্ন :—কলিকাতা কালীন বিভাগের কর্তৃপক্ষ জাপানে আরোহী 'মেসিনেরা' হইতে ১০টী অন্নের নাম হুক করিয়াছিল। ইহা হইতে আবার ৩০টী খোলার নাম বাহির হইয়াছে। নামগুলির উপরে লেখা ছিল যে, ইহাতে বসন্তাদি আছে।

নূতন বিমানপোত—আন্তর্জ্জাতীয় বিমানবীর হেরেল ডোরে আকাশ পথে ভূপ্রদক্ষিণের মানসে ২৩শে জুলাই যাত্রা করিয়াছেন।

তিনি ২৩শে জুলাই অপরাহ্ণে প্যারিস পৌঁছিয়াছেন।

গুজরাটী বিদ্যাপীঠ—গুজরাটী বিদ্যাপীঠের প্রত্যেক কর্ম্মচারী মাসিক ২০০ বেতন করিয়া লইয়া মূলে বিদ্যাপীঠকে দান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও ৫০০০ মণ সূতা সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। বারডৌলি তালুকের শিক্ষকগণ গুজরাটী প্রাদেশিক সমিতির মাসিক ৩০০০ বেতন সূতা দিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং ৫০০০ বেতন দিবার জন্য চেষ্টা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন—বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্য্যকরী কাউন্সিলের সভ্যগণ বিগত ২৬শে তারিখে একটী সভায় পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শিক্ষা বিভাগের জন্য ১৫ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমারত যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহা তাঁহার জন্যই হইয়াছিল। রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তিনি দেশের উচ্চশিক্ষার আরও সুন্দর ভাবে ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। কমিটী আশা করেন যে, তাঁহার এই অসমাপ্ত কার্য্যের ভার সর্ব্বত্র অনুসৃত হইবে।

এডুকেশন গেজেট

৬ষ্ঠ বর্ষ

সর্ব্বত্র সমবেক্ষোহং বিদ্বিলং জ্ঞানচক্ষুষা। প্রকিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান যথার্থে নিবিশেত বৈ॥
সর্ব্বেষ্বত্র মুনিভিঃ সত্ত্ব সর্ব্বে সত্ত্ব বিনাকৃতাঃ। সর্ব্বে তদ্ভাগি পশ্যন্তু যা কশ্চিদ্ দুঃখবাদুদ্ভবং॥
আরভে যত্ন যত্নঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞাপোত্ত মনোঃ পদৈঃ। ইথং ক্রেয়োঽর্থিভিঃ ক্রিয়তে জ্ঞানযজ্ঞঃ॥

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ২৩শে ও ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩১, ৮ই ও ১৪ই আগষ্ট, ১৯২৪ [১৭ ও ১৮ সংখ্যা

ব্রাহ্মণ

[শ্রীযজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়]

—:○:—

"চাতুর্বর্ণ্যমায়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

ভগবান তাঁর গুণ ও কর্ম্মের পরিমাণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ ও বিদ্যাদি কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। সব প্রধান ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, তাহারা অন্যান্য বর্ণত্রিশেষি হৈরী সম্পদের অধিকারী হইয়া চিরকালের জন্যই ধরণীর বক্ষে বিরাজ করিয়া জগতে সর্ব্বাই আদর পাইয়া আসিতেছেন। ইহা—শক্তিমানের, যাহার শক্তির সহায় ভগবান স্বয়ং, যাহার চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময়, যাহার আদেশে প্রকৃতিরাজ্ঞী শক্তিশোভিত এই বিশ্ব সদাই আদেশ শিরোধার্য্য! সেই পরাৎপর পরমাত্মাকে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সর্ব্বাই প্রয়াস করিতেন এবং ভাবী-উত্তরাধিকারীগণের ঐ কার্য্যে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের হাতে দায়িত্বের ভার দিয়া যাইতেন, তুচ্ছ কাজে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, "অন্তঃসারশূন্যতাপ্রযুক্ত-অন্যান্য-প্রয়োজনে উহার ব্যবহারযোগ্যতা নিষ্ফল" ইহা জানা কথা ও আপাততঃ মনোহর হইলে নিত্য পদার্থ, যাহার উপর পুরুষ প্রয়োজনে পুরুষকে বরণ করে, ইহা তাঁহারা জানতেন ছিলেন এ জন্য তাঁহারা পার্থিব ঐশ্বর্য্যভোগে বীতস্পৃহ ছিলেন। সে সময়ই ঘড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের সেই নিষ্পৃহতার বিরুদ্ধে—সেই ভোগবীতরাগ সময়ে কত শত রাজ্যসাম্রাজ্যের বহুমূল্য মুকুট ধূলিলুণ্ঠিত হইত। তত্ত্বজ্ঞানার্থী রাজা, তাঁহাদের এক একটী উপদেশকে বহুমূল্য রত্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, ভগবানের প্রেমাকর্ষণে যোগে তাঁহাদের সুখ-শান্তির সুখকোষে ডুবে থাকিতেন। যে সময় এই ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ তাঁহাদের মুখাপেক্ষে পরিচালিত হইতেন সে সময় সুখের সুখলা শস্য শ্যামলা ভোগোজ্জ্বলা ভারতভূমি কি সুখের স্বর্গই ছিল, কি শান্তিই বিরাজ করিতেছিল! তখন দেবতারাও এই সোনার ভারতে জন্মগ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইতেন!—

আর এখন সেই ভারত, দুঃখ ক্লেশের আগুন জ্বলে ছাই হইয়াছে!! হায়! ভারতের সেই নিষ্কলঙ্কশান্তি আর কি কখন ফুটিয়া উঠিবে? অতীত গৌরবের আর কি বিকাশ হইবে? কবে সুখের সুপ্রভাতে ভারতবাসী এই ভারতবাসীকে আলিঙ্গনে উন্মাদিত করিবে? সেই দীন হীন কলঙ্কাভের প্রণাতটাকপাতে সবলই সম্ভব।

আমাদের উপর তাঁহার করুণা অসীম। তিনি দেবদুর্লভ

যায় আমাদের জন্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা আমরা এমনই হতভাগা যে চোখে আঙ্গুল না দিলে আমরা উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। আমাদের ঘরের পাশে আবিষ্কারে প্রস্তুত হইয়াছি। তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার জন্য না করিয়া "আমরা পূর্ব্ব প্রকাশিত সমুদ্র-গভীর-ধ্বনি-যুক্ত-পুরীর পূর্ব্ব-বর্ণনেরে" বিমোহিত হইয়া ছোট ছুটের দাড়াড়রে ছুটিয়াছি। যাহারা অজ্ঞানের অন্ধকারে হইয়া মূঢ় বালকের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহাদের দুঃখের পরিমাণ দেখিয়া দুঃখ ও যে ত্রুদন করিতে ইচ্ছা যায় আশ্চর্য্য কি? আমরা সেই ইতিহাসি-পুরাতন-পূর্ব্বপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত পথে পূর্ব্বিবাসে পরিচালিত না হইলে আমাদেরও অচিরে ছোটনীর পরিণাম অবশ্যম্ভাবী!!

অন্ধকারের চরম সীমায় আছে যে ব্রাহ্মণ মানব সমাজের মুকুটস্বরূপ ছিলেন, যাহাদের এক একটী বাক্যস্রোতের ন্যায় নির্ঝরে মুখ দুখাক্ত অতিবাহিত হইত; যাহাদের কাষায়ি পরিপূত দেহযষ্টি দর্শনের নিমিত্ত অনেকেই ব্যগ্র করিত, যাহাদের চোখের অল্প কৃপা অমূল্য নিধি, যাহাদিগকে কত সাধ্যসাধনা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিতে পারিলে লোকে পরম কৃতার্থ বোধ করিত—আজ তাঁহাদের অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তা পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরসন্তোষের জন্যই লালায়িত, অন্তঃসারশূন্য হইয়া পরে পরে আশ্রিত এবং হেয় হইয়াছেন। যাহাদের উপর দেশের ধর্ম্মরক্ষার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে যাহাদের আদর্শে দেশ গঠিত এবং পরিচালিত, তাঁহারা যদি সত্যসাধী নিরপেক্ষের কর্ত্তব্য পরায়ণ না হন, তবে দেশের মঙ্গলের আশা কোথায়?

যাহাতে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বগৌরব লাভ করিয়া পরার চরিত্র, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, পরম পবিত্র ভাবে, নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরার্থে আত্ম নিয়োজন করিতে শিখেন, সত্য ধর্ম্ম অনুসারে আপনাদিগে দৃষ্টি সকল লোকসুন্দর হইয়া নিজের সহিত সকলের যাহাতে বিলাসিতা পরিহার করিয়া সরলী ও কর্ম্মঠ হন, পারত্রিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া পূর্ব্বের মহত্ত্ব সমাজের লোক সাধন করেন—প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী মহাত্মার সে বিষয় সতত লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য।

বিশেষ প্রতিবাদ পূর্ব্বক উত্থাপন করিলে জাতের সর্ব্বনাশ আছে ও তৎসঙ্গে সেই একই নিয়ম পরিচালিত হয়,—এই আশঙ্কায় বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনার বিষয় অবশ্যম্ভাবী। সমাজের উচ্চ শির যে কোন কারণে ক্ষুণ্ণ হয়ে যে কোন ক্রটী বিচ্যুতি হইলেই তৎক্ষণাৎ সমাজের প্রতীকার করিবার চেষ্টা করাই প্রকৃত মহত্ত্ব, সমাজ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এ বিষয়ে উদাসীনতা অবলম্বন করিলে হিন্দু সমাজের জন্য অনিবার্য্য। তাই বলি পুরুষকার ব্রাহ্মণ অগ্রসর হও ও অন্যান্য হিন্দু ভ্রাতৃগণ, আর কাল বিলম্ব না করিয়া সকল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সমাজের পাঁচনীয়া প্রতিকারের প্রতিবিধান করুন!

মুখ দুখাক্তের ইতিহাস পড়ে তত দেখিবে আমাদের দেশ চিরকালই নাই বা ব্রাহ্মণ পালিত। বিজাতি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণগণ যতদিন এদেশবাসী লোক লেখা ছিলেন, ততদিন এই ভারতের ধর্ম্মগৌরব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত। কত মুখ দুখাক্ত হইতে এই লোলায় ভারতের ধর্ম্মরক্ষাকারী যারী সমাগত হইত। যাদুমন্ত্রী ভারতভূমি চিরদিনই অতিথি সৎকারে তৎপর, অনাথা কন্যার অতিথি প্রতিপালনে না আজ ভিখারিণী হইতে বসিয়াছেন। তাই ভারতপ্রাণে সকলের নিকট প্রার্থনা—আর মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিও না ভাই, ব্রাহ্মণগণ চোখে ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, ধর্ম্মরক্ষা সাধনে তৎপর হও। ধর্ম্মের দুর্দ্দশা দেখিয়া মুখুজ্জের নিশ্চিন্ত থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

"উদ্ধরেত আত্মনা আত্মান্ নাত্মানমবসাদয়েত
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"

করহে আত্মা" উচিত হও! জাগ্রত হও! মোহ ঘুমের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আত্মাকে অবসন্ন হও দুরের ভীষণতা দেখ দুর্দ্দিনসমীপ, দেখাইতেছে সেই (আমাদের ভগ) পথকের দৌরাত্ম দুর্দ্দম বলিয়া থাকেন। আত্মজয় লাভ করাই এখন বাঙ্গালীর চরম লক্ষ্য। কল বিজাতীগুরু মহাত্মাগণকে তাঁহারা আত্মরিক ভক্তি করিবেন—তাঁহাদের অভিপ্রায় বিরোধী আমাদের পরম অকল্যাণ, এ বিশ্বাস সকলেরই অন্তঃস্তলে সর্ব্বদা পোষণ করা কর্ত্তব্য।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"

আমাদের সে প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল। রাজধোনিতে কিংবা স্বর্গ সম্পাদনে, নিত্য নৈমিত্তিক স্বর্গকার্য্য নিষ্পাদনে বিলাসিতার সেবায় আমরা কি এতই মেতে? আজ যদি আমরা বিলাস-বাসনের সংস্রবের বাহিরে না হইবার জন্য কখনই আমাদিগকে বিলাসীর ভেক পরিধান করিতে হইত না।

এখনও যদি আমরা পিতৃপিতামহাদির কর্ম্মী দৃঢ় শরীর লইয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হই, প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া স্বর্গপাত্রাদুযোদিত ভিক্ষাতেও হাত দিতে পারি, তবে আমাদের অভাব কি? আমরা পথাদি বহিয়া চলিয়া যখিনে যাহার নিকট আমাদিগকে যাচ্ঞা করিতে হইবে? আমরা ত প্রকৃত ধন সম্পদের অধিকারী। এখানে পীত প্রীষাদির আধিক্য না থাকায় অতিরিক্ত বল ব্যবহারের আবশ্যক করে না—মৃত্তিকা দহন এবং উহার ব্যবহার পাত্রাদি সংস্কারের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, আমাদের অভাব কিসের? আমরা কেবল স্বভাবের দোষে ধনাদিকে অভাব আনিয়া ফেলিয়েছি, তাই যদি পরিবিলাস বাসনা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করতঃ স্বধর্ম্মে মন যাও। ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য হও। সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন কর। আমাদের প্রতিজ্ঞা কর—"যেন পিতরঃ যত্র যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যাতাম সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে।" যে পথে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গেছেন আমরাও সেই পথে যাইব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ আচার ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন আমরাই আমাদের পরম উপাদেয় সামগ্রী। কুদ্র অহিফেন-সেবাদির জন্য পরা যেরূপ করিয়া নিজের প্রকৃতিটি প্রকাশ করার বাহাদুরী নাই, বরং আরও বিদ্যালয়ে অধীত হইতে হয়, সেই অজ্ঞানের অন্ধতমসে নিক্ষিপ্ত নিজের জাতি বিদ্যার উপায় নাই—তিনি সকল সময় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকিয়া সকলই প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আইস ভাই! আমরা সকলগ্রাসে সাধারণের নিকট নিজেদের দোষ ও ত্রুটী স্বীকার করিয়া অনুতাপানলে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য দহন করতঃ পরম পিতা পরমেশ্বরের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতঃ স্বধর্ম্মাচরণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। তাহাতে সকল সময় বহিলে আমাদের হৃদয়ে বল আসিবে সুনিশ্চিত কোন সন্দেহ নাই। তাহাই আমাদের হইবে না

অন্নভাবের যোগ্য না হলেও চ ব্রহ্মনাশ।
আত্মভাবের যোগ্যত্ব মৃত্যুর্নিগ্রাহ্য জিয়াবলিত।

বেদবাক্য না ভুলিয়া আমরা পরিত্যাগ করায় আমরা ও অন্যান্যদেহ নিস্তেজস্ক মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, সংবৈদ্যকৃত মৃত সঞ্জীবনী প্রয়োগ না করিলে আমাদের পুনর্জ্জীবনের আশা নাই। এ সময় নিশ্চিন্ত মনে আলস্য সহকারে থাকিলে সমাজ একেবারে চির অন্ধকারে যাইবে।

—C C—

আব্রাহাম লিঙ্কন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ]

মৃত্যুশয্যায় শয়নে আব্রাহাম তাঁহার মাতার নিকট যত ছিলেন এই সময়ই তিনি মৃত্যুর হাতিয়ার চালাইতে শিক্ষা করেন। তাই তিনি ও "ঈগল" বেলুন তাঁহার খুব ভালই হইত। অবসরের প্রত্যেক গাছে তিনি চিনিতেন কোন্ পাতায় কত বি উপকার বা অপকার হইতে পারে তাঁহার কৌতূহলী মন, তাহারও সন্ধান রাখিত।

তাঁহার যখন দশ বৎসর—তখন তাঁহার তিনি প্রথম মৃত্যুর পরিচয় পাইলেন। তাঁহার বেহালী জননী তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পীড়ার সময় কোন চিকিৎসার সুযোগ হয় নাই—একথা আব্রাহাম সারাজীবনে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতার মৃত্যু তাঁহার কোমল হৃদয়ে বড় বাজিয়াছিল। স্নেহময়ী পিতামহীর নিকট মাতাকে

নিজেই ভয় পেলেন —কোন ধর্মযাজক আমাকে মন্ত্রের দিক্ষিত করিবেন না—কেবল একটি লোক যা অনেক পূর্ব আমাদের মধ্যে ছিল আমেরীর মেই ইংরাজ সওদাগর। কিন্তু আমাদের এই ভয়ের মূল হইল না। তিনি তাঁহার সেই পাদরী বন্ধুকে খুঁজিয়া দিতেছিলেন। সেই পাদরী তাঁহার মরণ কালের এ আহ্বান উপেক্ষা না করিয়া পারিয়া আমেরীর মৃত্যুর নিকট তাহার পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। আমার প্রেম ইতিপূর্বে আমাদের অন্তরঙ্গ করে দিয়াছেন—"আমার যা কিছু হয়েছে বা হবে, তা' শুধু আমার মার পুণ্যে ও আশীর্বাদে। তিনি দেবী ছিলেন"।

আমাদের বর্ণপরিচয় তাহার মায়ের নিকটেই হয় ও তিনিই তাহার চিত্তে জ্ঞানের বিশাল আলোকটি জ্বালিয়া দেন। সেই বিদ্যার্জনের সুযোগ এদিকে একখানি বাইবেলের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইয়া মিলিল। এই এক দুইখানি তাহার অক্ষরের সহিত হইয়া পড়িল আমার নিত্য আপন করিয়া নিয়া খানি এই পুস্তক দুইটির তিনি চুম্বিত হইতেন—তখনও তাঁহার চোখে জল দেখা যাইত, তখনও বা হাসিয়া উঠিতেন। এ সময় কেহ তাঁহাকে ডাকিলে সাড়া পাইতনা —এমনই তন্ময় হইয়া তিনি পড়িতেন। এই সময় দুই এক জনবাসিনী বীরের জীবনী তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে। তাহাদিগের বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনী পড়িয়া কে বলিতে পারে তাঁহার শিশুহৃদয়ে কি ভাব জাগিত?

একথা বলিতে পারিলেন যে এক ঘোর দুঃখে একজন ফরাসিসের এক দুঃস্থ বীরনী বিদায়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট নিয়া সেখানি চাহিয়া আনিলেন। সারা রাত্রি পড়িবার পর তখন দুপুরেই পড়িয়াছেন—পুস্তকখানি শেষ পড়িয়া তিনিও নিদ্রিত নিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া তিনি দেখেন যে বইখানি নাই হইয়াছে। তাঁহার বড় দুঃখ হইল—বইখানি অপরের, তাঁহার ত নহে। তিনি তখন লোকের নিকট যাইয়া তাঁহাকে পুস্তকখানি দেখাইলেন। সেই বই দেখে কথাই বারীদের হৃদিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার অতি সুন্দর বদলে কি করিতে পারেন। তখনকার করিলে যে তিনিবিদ যে তাঁহার লোকের বড় আর ভাবিয়া দিবে। তাহাতে বহুই অতিসুন্দর হইবে কিন্তু তাহা ত আমা পাবে যে বিশ্বিত হইতে পারিবেছিল না। লোকটিকে পাঠ হইয়া তাহাকে এই প্রকারটি উপহার দিলেন। আমাদের ইহাই যোগাভিত্তির প্রথম সাক্ষি ও ইহাতে যে সন্দেহই আছিল।

ইহার কিছু দিন পরে তাহার পিতা আবার বিবাহ করিলেন। এই নূতন মাতাও অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি আমাদিগকে ছিলে মেয়ের চক্ষে দেখিতেন ও তাঁহার পথে উৎসাহ দিতেন। আমাদের কোথাও কিছু নূতন কথা পাইলে, তাহাকে মেয়ের উপর পড়ি দিয়া তাহা লিখিয়া রেখিত, তাহার পর প্রত্যেকের কাছে করিয়া ফেলিত। এই প্রকারে সে অসংখ্য পুস্তকপাঠের সুযোগ না পাইলেও, যে কয়খানি পাইয়াছিল তাহার সারবত্তা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল।

একদিনে তাহার স্কুলে যাইবার সুযোগ মিলিল। নিকটেই ভগ্নী নামক এক শিক্ষক একটি স্কুল খুলিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের তাঁহার সেরা ছাত্র হইয়া পড়িল। শিক্ষক দিনগুলি ছোট বলিয়া, সে স্কুলের পড়া শেষ করিয়া রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া পড়িত। তাহার জন্যে প্রত্যহ অনেক বাড়িয়াছিল সুতরাং সে যাহাই পাইত অমনই তাহাকে আয়ত্ত করিত। পরজীবনে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"এখন কেহ আমে কি না জানি না, যে বালিকা সন্দেহ নিজের অবসরকালের মাত্র আনন্দের না করিতে পারে।" এই উক্তির যথার্থ তাহার নিজের জীবন কথা হইতে কেহ অনুমান করা যায়।

প্রতিবাসীরা আমাদের সকলেই প্রিয় ছিল। কি বিদ্যায়, কি সাহসে, কি নৈতিক বলে, তাহার সমকক্ষ সে অঞ্চলে কেহ ছিল না। আমার তার সমস্ত হৃদয়, মন এমন একটি স্থানটির সম্বন্ধে মুগ্ধ করিয়াছিল। পাশের প্রতি তাহার যেমন ধারণা ছিল, পাশ্চাত্যে সেই পরিমাণেই কৃপার চক্ষে সে দেখিত। এক দিনের ঘুমাপাত্রের মাঝিকে সে এক বিজ্ঞান পাইয়া দিয়েছিল। পরে দেখিল একজন প্রতিবেশী পড়িয়া রহিয়াছে—মরণাপন্ন অবস্থায়। মরণাপন্ন সে ঘুম করিয়াও, এই লোকটির জন্য তাহার খুব ভয়

ব্যাপার হইয়া উঠিল। আর কোথাও সারা রাত্রি এখানে পড়িয়া থাকিলে শীতে মরিয়া যাইবে যে—এই আশঙ্কা তাহাকে টানিয়া কাছে তুলিল—তাহার পর ১০০ হাত দূরে তাহার তুষীরে পৌঁছাইয়া দিল।

আত্রাহামের বয়স যখন ১৬ তখন প্রথম তাঁহার আকাশ দেখিবার সুযোগ হয়। মুর্শিদ সহরে কোন ডাক্তার নিয়া গবিলেস যে সেখানের আদালতে একটা খুনী মকদ্দমা চলিতেছে। প্রবীণ উকীল জেকেরস্কি আসামীর পক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন। আত্রাহাম কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মকদ্দমা দেখিতে গেলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা, ঘড়িয়া একাগ্রচিত্তে জেকেরস্কির অপূর্ব বাগ্মীতা সে দিন শুনিল। প্রকৃত বাগ্মীতার পরিচয় তাহার প্রথম এই-খানেই হইল। মকদ্দমার পর, আত্রাহাম কৌঁড়িয়া জেকেরস্কির করমর্দন করিতে গেল কিন্তু ভিড় হেতু তত জেকেরস্কির তাহার এই নিবেদন অন্তরে প্রবেশ করিল না—মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। বহু বর্ষ পরে যখন আত্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা—প্রেসিডেন্ট,—তখন এই জেকেরস্কি অগ্রসরোগী হইয়া তাহার নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবার কালের এই ঘটনার কথা তিনি বলিলেন। জেকেরস্কির তাহার স্মরণ ছিল না—কিন্তু লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

উক্ত অঞ্চলের বক্তৃতার এই মাদক তাঁহার মনে বক্তা হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইল। নির্জনে সুবিধা পাইলেই যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাল ভাল বাক্যগুলি লিখিয়া মুখস্থ করিতে লাগিলেন। গ্রাম-রাস্তার সংস্কার, স্কুলের উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার, পীড়াদের ঔষধ করিয়া, ব্যবসায়ের সুবন্দোবস্ত, এই সবই ছিল তাঁহার প্রথম চেষ্টার বিষয়। গ্রামের জেনারেল তাঁহার বক্তৃতাগুলিকে একত্রিত করিয়া তিনি এই প্রকার কোন এক বিষয়ে অনর্গল বলিয়া যাইতেন। ক্রমে গ্রামবাসীগণও আকৃষ্ট হইল—বক্তৃতা বিষয়টিকে এমন সুখকরভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিতেন ও তাঁহার ভাষা এত সরল ও প্রাণস্পর্শী ছিল যে শ্রবণ মাত্রেই লোকে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না। অচিরে সুবক্তা বলিয়া তাঁহার যশ প্রচারিত হইল।

এই সময় আত্রাহামের কাণে যেই সকল বেদা মুক্ত প্রান্তরের বাহিরে যে সুবৃহৎ পৃথিবী আছে, তাহার আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল। সে গ্রামের বাহিরে যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইল। একখানি ছোট ডিঙ্গিতে সে কিছু পাকস্থলী বোঝাই-করিয়া কাঁধে নদীতে কিছুদূর ভাসিয়া আসিল। বোঝা বয় ইহাতে তাহার সাহস বাড়িয়া গেল—কাজ পর বৎসর একটি বড় নৌকা লইয়া সে আবার বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। গ্রামের মুদীখানার সদাগরিকারী তাহাকে কতকগুলি মাল বিনা বিটারস্টিন্স সহরে অন্য এক দোকানে পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য প্রথমে আত্রাহাম বিশেষ সন্তুষ্ট না হইলেও, তাঁহার অনুরোধে সে স্বীকৃত হইল। বিগিগিপি নদীতে সে কখনও যায় নাই—তাহার অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র ওহিও নদীতেই সীমাবদ্ধ। তথাপি নূতন দেশ দেখিবার এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাহাকে অসম সাহসী করিল—সে অম্লানবদনে রাজী হইল—সঙ্গে ছিল সেই দোকানের পুত্র এলেন।

এই অভিযানে দু'জনে কত নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল তাহার সীমা নাই। দু'বার দুইদলে কত ডাকাত তাহাদের দেখা পাইল। প্রথমবারে হাসে মুখে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কত গল্প করিল—তাহাদের ও তাহাদের অবস্থা, চাষ ক্ষেত-কর্মের বিবরণ সব জানিয়া লইল। একবারে তাহারা সতেরজন ডাকাতের কবলে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় কম হইলেও অসীম সাহসের পরিচয় তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। নিউ অর্লিন্স পৌঁছিতে তাহাদের প্রায় এগার লাগিল। সেখানে কাজ শেষ করিয়া নৌকাখানি তাহারা বিক্রয় করিল। তাহার পর স্থলপথে তাহারা সুখাতিমুখে যাত্রা করিল।

এই সময়ে তাহার হাত প্রথম লিখিতে চাকুর পরিচয় লাভ হয়। মাঝিন ডাকের বক্তিম প্রদেশে অভিযান চলিল, মিসিসিপি নদী প্রদেশটিকে ভূমির সঙ্গে বিশেষ উপযোগী করিয়াছে। শস্য ও তুলা এই প্রদেশের প্রধান ফসল। দুর্বিষহ সুবিধার নিমিত্ত আফ্রিকা মহাদেশ হইতে শত শত আফ্রি ধরিয়া আনা হইত। এই কাফ্রিদের কোমরূপ

স্বাধীনতা ছিল না—তাহারা তাহাদের প্রভুর অন্যায় ইচ্ছার পরশ পাইত। স্ত্রী পুত্র লইয়া পুরুষানুক্রমে তাহাকে তাহার কথা কহিতে তাহাদের ভাষা ভুলিয়া অন্য কাহারও নিকট যাইতে পারিত না। প্রভু ইচ্ছা করিলে বিক্রয় করিতে পারিতেন—সেই প্রদেশে স্থানে স্থানে দাস বিক্রয়ের নির্দিষ্ট হাট বসিত, সেখানে অশ্বশাবক ক্রয়ের মত মানুষের বেচাকেনা হইত। এই দাস জাতির জীবনে কোন সুখসম্পত্তি ছিল না। বিদ্যা অত্যাচারে অর্জ্জরিত হইলেও, দূরে যুক্তিয়া তাহা সহ্য করা ব্যতীত তাহাদের আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তিবার পথে দাস প্রথার এই ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। বোধ হয় সেই সময় হইতেই তিনি মুক্ত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন।—এই প্রথার আমূল উচ্ছেদের নিমিত্ত।

তাঁহার বাল্য জীবনের পরিচয় যদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বাল্যকাল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। সর্ব্ব বিষয় তিনি স্বীয় চেষ্টায় লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার এবম্প্রকার এত বেশী ছিল যে কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তাধীন না করা পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। সন্ধ্যা হইতে দূরে পর্য্যন্ত ও অন্ধকার মধ্যে থাকিয়া আহারাদির ব্যবহারে কোন অসহায়তা প্রকাশ পাইত না। সাহসের অভাব ছিল না পারীরিক বল তিনি অল্পকাল মধ্যেই সহচরদের মধ্যে প্রবল করিতে পারিলেন যেমনি তাঁহার প্রকৃতি একটার পর আর নিজ আয়ত্তে,—শারীরিক সেবা, আহার ও নিদ্রার অত্যাচারি ছেলে ছলে কৌশল ইহাই ছিল তাঁহার চৈতন্যোদয়ের প্রধান কার্য্য। তাঁহার দেহ সুগঠন ছিলনা, দীর্ঘ, অবিচল দেহের কোন লক্ষণ ছিল না এবং কেহ অনুমানও করিতে পারিত না যে এই দেহে বল আছে। তেমনি তাঁহার আহার ব্যবহার সুলভ সমাজের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলেও তাঁহার প্রকৃতি ছিল মধুর মেষ প্রকৃতি। অন্যায়কে সে বিনয় পরিহার করিত এবং নিদ্যাবাদীকে আন্তরিক ঘৃণা করিত।

যৌবনে

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে আবার নূতন স্থানে বসবাস করিতে উদ্যত হইলেন। এবার স্থান পরিবর্ত্তনের সময় আরোহণ, মৃত্যুর মত নিশ্চিন্ত সঙ্কল্পই আরোহণকে একাকী করিতে হইল। তেজ অন্যান্য পরিবারে এই কাজে পারিল। মৃত্যুর আরোহণের বাসনা ছিল যে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত সে তাহার পিতার সেবা করিবে যাবে। বৃদ্ধপিতার কোন বয়স অসুবিধা হইলে সে আপনাকে তাহার নিকট বাধী মনে করিত।

যখন তাহার বয়স ২১ উত্তীর্ণ হইয়াছে—তখন সে নিজের ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল হইল। তাহার জীবন যে এই গ্রামের চতুষ্পাঠীমধ্যে মধ্যে থাকিবে না, তাহা সে বুঝিতেছিল সেই জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল এই গ্রামের বাহিরে যে বিপুল কর্ম্মী আছে তাহার মধ্যে পরিচালনের নিমিত্ত। সেই পৃথিবীতে সে যে কালের মধ্যে একজন হইবে এ আশা কি তাহার হৃদয়কে আর ও চঞ্চল করে নাই?

এই সময় একটি বাবসা একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী সাহেব বাবসা পল্লীতে একটি দোকান খুলিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। আব্রাহামের সততা, সাধুতা ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় তিনি এত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে তাহাকে ঐ নূতন দোকানের ভার দিয়া পাঠাইলেন। এই নূতন স্থানে আসিয়া সে অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধু প্রিয় হইয়া উঠিল এবং দোকানের অর্থ ও বৃদ্ধি পাইল। ক্রেতা তাহার ভদ্র ব্যবহার ও সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া যাইত। শিক্ষিত বলিয়া তাহার যে সুখ্যাতি ছিল, তাহাও অনেককে আকর্ষণ করিত এবং সন্ধ্যার পর গ্রামের বৃদ্ধেরা তাহার দোকানে তাহার বন্ধুতা করিতে আসিতেন।

এখানে সে মূল্য রূপে একটি স্ত্রীলোক হইতে তাহার আশা মূল্যের অধিক লাভ করিয়াছিল। ঋণের হিসাব মিলাইবার সময় যখন এই মূল্য চোখে পড়িল, তখনকার সে ১৯০ পাউণ্ড মূল্যে সেই স্ত্রীলোকের বাড়িতে নিজ বাকী মূল্য মিলাইয়া দিল।

আবার মৃত্যুর সে এক প্রিয়পাত্র হইয়াছিল যে গ্রামের কন্যা বিবাহ দিতে হইত তাহাকে। তাহার ভাবভঙ্গী ও বিনয়নম্রতার উপর সকলেরই বিশ্বাস ছিল, এবং তাহার উপর কোন বিষয়ের মীমাংসার ভার দান

করিয়া ছাউনিটা নির্দিষ্ট করিতে হইবে। তাহার চেয়ে প্রায় পাঁচ হাসিক হইয়াছিল—তুম তথা লইয়া যে সব বিদেশের দুরান পরীক্ষাগারে প্রায়ই বসিয়া থাকে, এই গ্রামে তাহা অনেক পরিমাণে করিয়াছিল।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার জোড়াসাঁকো উঠিয়া গেল—তাহাকে আবার ফিরিতে হইল। এখন তাহার অর্থাভাব দুর্বার অনেক সে পাঠ্য অভিমাহিত করিল। অন্তরালের মধ্যেই মাতৃজনের দুর্ভোগ নিরসনগুলি সে লিখিয়া ফেলিল। পড়াশুনার সময় বাতীত সে সকল সময় কবিতা লিখিত, হাসপাতালে সে তাহা করিত। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া প্রেসগুলির সুখদুঃখের সংবাদ লইয়া তাহার বিক্রয় করিতে হইত, কোন বাড়ীর গৃহিণীর অনুরোধে দুরোগ দূরে সব হইতে কিছু কিনিয়া আনিল, কাহারও বাগানের বেড়া বাঁধিয়া দিল কাহারও বা ছেলেকে কোল দিয়ে দিয়ে ঘোরে এমনিই সুখের পরিচয় দিল।

এই সময় বৈদেশের তাহার হাতে দুখানি আইন গ্রন্থ আসিয়া পড়ে। এই শীতল গ্রন্থ সে গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া অনেক নূতন তথ্য লিখিল। তাহার মনের গতি এখন কিয়দিকে ধাবিত হইল তাহার অভিনব ধারণা যে তাহার প্রবন্ধের আইন সভায় সমর্থন পাইবে। তখন তাহা বিবাহের সময় উপস্থিত। সে সমাধী হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বহু বান্ধবকে অনুরোধ করিল কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে কেহ কোমরের আগ্রহ. সে করিবার অবসর তাহার ছিল না। কারণ এই সময় হেন ইতিহাসের অন্তর্দিতে সেই প্রবল আক্রমণ করিয়া সুরু করিয়েছিল। প্রাবেশিক কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের আয়োজন করিতেছিলেন। বীরাঙ্গনা নিজের স্বামীর এ বিপদের সময় সৈনিকদল বুক হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই অন্যান্য ফেডারেটিভ রাজ্য সমূহ হইয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রভূত প্রমাণ দেখাইয়া ছিলেন এবং বীর সুলভ বলিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়া ছিলেন। এমনি একটি অভিনব ফেডারেটিভান নিয়ে আব্রাহামের শিবিরের নিকটে আসিয়া পড়ে। শিবিরের সৈনিকেরা যুদ্ধকে বাধিবার বিবিধ কলুক তুলিয়া প্রস্তুত হইলেন। এব্রাহাম ইহা দেখিতে পাইয়া নিজেই জীবন বিপন্নকেলিয়া তাহার কলুকের সামনে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধকে বন্ধ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

আমার কথা

(গল্প)

বর্ধমান জেলায় ১০ ক্রোশ উত্তরে আমাদের বাড়ী আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। বাবার একখানি ছোট কোম আছে। ৪।৫টী ছাত্রও বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাঁহাদের আমি দাদা বলি। তা ছাড়া বাবার নিজ ছেলে ও কন্যার আছে। বাড়ীতে মা ঠাকুরমা ঠাকুর আছেন, গরু বাছুর সাধারণ অধিকার সবই আছে। আমরা দুটী ভাই একটী বোন; বোনটী তখন শ্বশুর বাড়ী, গাঁয়েতেই বিয়ে হয়েছে। ঘরে কেহ বাই বলিয়া দিদিকে আনেন না। বলা বাহুল্য, আমি ছোট। বাবা বাড়ীতে বাবার কাছে শয়ন, আমি ছোটের বাগানে বাগানেই ঘুরি। তাহার বাগানে কতটা পেয়ারা গাছ, কতটা টেঁপারি গাছ, সব মুখে বলিয়া দিতে পারি; কিন্তু পড়িতে গেলে মুখে কথা বাহির হয় না। এক দিন বর্ধমান হইতে একজন পণ্ডিত এসেছিলেন তিনি বাবাকে বলিলেন, "ওরে ছেলেটাকে বাবার তৈরী করছ কেন।" বাবা বলিলেন "ওকে দেবে উটী না।" ওর বিদ্যে হবে না। হবে না যদি তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত কি? তুমি না বাপ? বাপের কর্তব্য কি এই পর্যন্ত? না না, তোমার কাছে না হয়, অন্য জায়গায় পাঠাইয়া দাও, আমার সামনে রাখ না। হুগলী জেলায় তাঁহার বাড়ী। বাবার মত হল। মনে করেছিলাম বাবা মত করবেন না। তা অদৃষ্ট

এক কথায় বাবার মন হরে গেল। এইবার বাবার পালা। পাকী থেকে একটা ফোঁচাকুটি দিয়ে ঠিক হলেন। কারও পক্ষির মেশীদিন থাকতে পারেন না। মাকে বলেন, তুমি, হরেকে পাঠশালের সঙ্গে ভাইপোটার চরকম্ব হয়-পরম চৌদে পড়তে পারার মত হরেছি। এখানে ও কিছু হল না। মেরীও বড়া যেন। বিরকের দিন বাবরারী মেরেই চলেছে। বাড়ার ব্যবহার টিকা যাই। কি বল তুমি।" মা আর বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি বলবেন। তিনি কি আর কিছু বলতে পারেন? শুধু বললেন। "আর একবার ভাল করে দেখ না। অতদূরে পাঠাইয়া বাড়ুর কি হবে। মেয়ের ছেলে মানুষ। একলা আর কুমি কিছুই হয় নি। "একলা কি হবে বলে বলছে। এই রকম করে আঁচল চাপা দিয়ে, আগলে আগলে রাখ বা'হলেই আর কুমি মন হবে। একে থেকে হবে। কুমি মন ঠিক করে যাও। আর সময় নাই। এবার না হলে এর পরে আর কিছুই হবে না।" মা চুপটী করে রইলেন। মন সুস্থ থেকেও মুখে কথার সাহস হল না। আমারও মেন আশা-টুকু ও বাকি ছিল মন ফুরাইয়া গেল। নিশ্চয়ই যেতে হবে। বিদায়ের বাজনা বখন বেজে উঠে তখন বিদায় নিশ্চিত। তার নড়চড় আসতে পারে না। কাল সাড়ীতে আমাকে বেরুতে হবে। আজ আর মার কাছ ছাড়তে পারিনি। মার যে এত আকর্ষণ শক্তি আছে এর আগে একদিনের জন্য জানতে পারি নাই। তাঁকে আলাদা করাই হল কাল। যেতে যেতে পালাইয়া বেড়াব। সাইবে যখন যেতে বলে বেড়াব। এমনি ছোট বড় কত উপায় বে তার ঠিক নাই। সেই সব ভাল করে মন পুড়ে রাখে, মায়ের চোখের জল গায়ে না। যত মন এই না কেন, মার মেয়ের মনে মনে মোর ঠাঁড়াতে পারে না। আগে থেকেই কথা করে রেখেছেন। আর মুখ তাল করে দেখতে পাচ্ছি না, চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। ভাতে মার কাছেই শুই। সে দিন কিন্তু অভিয়ে ধরে শুয়ে ছিলুম। একবারও লাগ দিতি নাই বা মাকে দিতিতে দিই নাই। এমনি আকর্ষণ মার যে রাই হয়ে গেলে অনেক উঠে যাই। মুখ দেখাই সকলে হয়ে গেল। অত দিনের চাইতেও আগে।

আজ মনটাকেমাই আমার করে বাবা কাছে ডাকলেন বাজন কাজ কেন, আমি বড় হয়েছি, মন কেমন করছে-মনে চোখে জল পড়ছে। মুখ বোজা তাকেই কাজা আসে। কাজার কিছু চরিত্র হয়ে যা থাকে। ছিঃ বাবা কেঁদে না। ছেলে মানুষে কাঁদে। পুরুষ মানুষকে কাঁদতে নাই, বড়ই হয়ে বই কাঁদে না কেন, চিরদিন মানুষ থাকিবে, কোন কাইকেই কই বলে আর করবে না। মনে থাকবে ত? তাঁরা বাবা চিরদিনই মনে করে রাখবে। মনের আবেগে এত বড় সত্যিটা যাবে যাবে, ভুলুম। আর ত কাজা হবে না। সত্যই ত তিনি বখন বড়র বাড়ী মন ফেলে বাই করেন। যা কাঁদেন, বাবা ত কাঁদেন না। তিনিও যে পুরুষ মানুষ। পুরুষ মানুষকে কাঁদিতে নাই। আমার সামনে কথাটা ভাবার বই ইত্যাদি যারা কিছু আবশ্যক যা সব গোছগাছ করে বেঁধে দিলেন। টাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করালেন। বাবা, টাকুরের নির্মাল্য মাথার ঠেকাইয়া চাবরের খুঁটে বেঁধে দিয়ে বলেন, পারে ফেলে না যেন। ভাল করে খেয়ো, বাবা ভাল করবেন। মন খারাপ করোনা সাবধানে থেকো। সকলকার সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করিবে। ফেরে দিন যেন শুনতে হয় না হরি ভাল ছেলে নয়। দুর্গা দুর্গা, এইবার এসে সময় হয়েছে। মাথাকে প্রণাম করে মাকে মাথাবে, মন ২ হাতের মাঝে মাথা খুলি, একে ২ সকলকেই প্রণাম করে মার বিরে আর যাইতে সাহস হল না, বুকি চোখের জল বেরিয়া আসিবে চায়, তাকে ফেলে করে ফেলায়। গরুর গাড়ী আগে থাকতেই এসে ঠিক হয়ে ছিল চড়ে বসলুম। আমাদের আবাসভূমি আর কত দিনের জন্য জানি না, ছেড়ে চলুম আর আসব কিনা টাকুর তুমিই জান। আমার মুখ বুঝিবে কি সুখ। ফিরে সকলের দেখা পাব কিনা জানি না। মন বলেই চোখে জল এল। হা ভগবান, একটা সন্তাও কি মন অভিতে পারিব না। তবে মানুষ করে, মন ফিরে ছিলে দেন। ঐ মন মনই ত অভিতে পারিবে। মা চোখের জল ফেলা হবে না। ফিরুবেই মা। সকলেই আমার ভুলে ফিরে এসে

দিলেন, তবু, মা, আমার মা আমি চলুন তাঁহাকে তুমি দর্শনে তাঁহাকে দেখিব তাঁহার মনে সান্ত্বনা দিব আমি যার দেখিতে আসিব না। পাড়ী ডাকিয়া দিল। আঁচলা টাকা মেয়ে পথ দিয়া এঁকে বেঁকে পাড়ী চলিল। চন্দন সামনে সব আপনা হইয়া আসিল। আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না শুধুই হা করে চেয়ে বসে রইলুম। তখনও জানি না, পণ্ডিতমহাশয় বল্লেন, মাগো ওরে পড়, তোমার ঘুম এসেছে। ঘুম কখন যেতেই আমার চোখে নাই। ঘুম আসবে কি, কিছুই মা মনে ওর পড়লুম। মন কিছুতেই বুঝতে চায় না। বেঁধে রাখে। কোথায় কোন পথের আছে, কোন অজানা জায়গায় যাচ্ছি, তাঁহারা আমায় কোন চোখে দেখবেন, আর আমিই বা তাঁহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতে পারিব। সবগুই অবিশ্বাসের ঘরে। কিছুই জানা নাই! ভগবানের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। মানুষ মানুষ আমরা সামান্য বুদ্ধিতে, কি বুঝতে পারি ভগবানিই না জানতে পারি। ভবিষ্যৎ জানা থাকলে লোকের এত ভয় ভাবনা কিছুই থাকিত না। দিবা নিশ্চিন্ত মনে মনে কাটিয়ে দিতে পারিত। এর পর এই হবে, ওর ভাল মন্দ দুইটাবুদ্ধি কেন, এত মহামায়ী মানুষের কেন? আমাকে ঘুমিয়ে যাও! মাসীমাদের ঘরে আর ঘুম এল না রাতগুলোয় খেয়েছিলেন, তুলোর ঘুম পাড়াই-ছেলেই। কখন তখন বুঝি নাই। যখন সকালে হল। তখন আমরা বর্ধমানে এসে পৌঁছিয়া গিয়াছি। গাড়ী থাকে থামিয়া গাড়ি আছিল পাড়িতে বেলা আওয়াজ হইয়া গেল। কিছু জল খোয় ঘরে ছেলের জন্য তৈরী হয়ে, বসে থাকা গেল। সে কি জন্য সময় ও কষ্টা হবে। এতক্ষণ বসি বাড়ীতে থাকতে পারলুম। পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন "তোমার" এখনও মন কেমন করছে, না" আমি চুপ করে থাকলুম। তিনি বল্লেন "ছেলে মানুষ কিনা, তখনও বাইরে আসি মন কেমন করা আশ্চর্য্য নয়। এ হয়েই থাকে।" আমার ভেবে মন আমার চায়।

এখিন এখিন ভেবে, কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারি না। মন্ত বিপদে পড়লুম। অবশ্য আমাদের কোন ঘরে থাকা করিয়া উচিত নয়নে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। যে জিজ্ঞাসিয়া পড়িতে চায়। এ কথায় উত্তর আমি কি দিব, অন্তর্যামী তুমি জান, এ সময়ের প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারলাম, কিন্তু যার যায়। সবাই পাড়ী আসিয়া গাড়ী-ওয়ালার বিদায়ে দাঁড়াইল। হৈ হৈ হৈ হৈ শব্দে লোক সেই দিকেই ছুটিল। আর একজনারা, আমি দুই কোথায় মুখ হইয়া যাইতেছিল-লোকের ভোর আসবার লোক কে আছে? তার মেয়ের শুধু ভোর আর আপনার চারিয়া চারি হইয়া পড়িতেছে। অন্তরীক্ষে প্রাণ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁর বাহিরে নিজের ব্যথার বুঝিতে পারে না আমার মা কেন তোমরা আমায় আমার যার কাছে দিয়ে যেতে যাও আমি নিজেদেরকে আর কিছুই চাই না। সত্য বলছি আর কিছুই চাইনা, শুধু একবার, একবার যার কাছে যেতে দাও। কিন্তু পাড়ী আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রাখিবার সময় পর্যন্ত দিল না।

তাড়াতাড়ী উঠিতে হইল। পণ্ডিত মহাশয় এইবার বিপদিত হইলেন। এইবার ভাল করিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন "তোমরা তো তোমাদের দেশে এসব কখনও দেখনি।" মনে মনে শুধু দেখিনি সত্য কিন্তু তেমনভাবে কোন দিন সাধ ছিল না। কোন আকর্ষণ আছে বলে মনেও করিনি। কলিকাতা হইতে কত লোক যেতে যায় কত আনন্দই আনন্দ গল্প করে, কানে শুনি মাত্র, আমরা উপন্যাসে কত পল্লীর গল্প, কত দৈত্যের গল্প, কত কত মন লোকের গল্প আছেত, কোন দিন যাওয়ার পরিবর্ত হইল, ইচ্ছা হয় নাই ত। আমার ব্যাপারী আমাদের ধরবে কার কি। আমাদের নিজেদের দেশ যারা আছে সেই সমস্ত আমার কাছে স্বর্গের চাইতে বড় মনে হয়। যেখানে অতুলনীয় মনে পাল ফেলার আশাই যেন পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্নিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারি, সে যে আমার প্রেম। "তুলসীর বনে থাকলে কেহ, উঠে এসে আমার কাছে বস," পণ্ডিত মহাশয়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায় না ত। উঠে এসে কাছে বসলুম। তিনি মুখপানে চাহিলেন। অন্তর্যামীর মনের ভাবের বলিয়া রহিলাম, একটি কথায় মুখে এল না। তিনি মন ভরে কাছে ওরে বোঝেন, আর আমি একটি অনুভব, চুপটী করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। (ক্রমশঃ)

৺হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এ)

ফুল বলেই ফুটব, আর বাগানেই ফুটব, প্রতি ৫ বৎসর অন্তর আমোদিনী কবিতা যে আকারে মনে মুকুল গোলকের কবিতা নিজ ভাষা সহায় করে। যেখানে লোকে তাহাকে দেখিতে পায়, সেখানে সে শতকে মুগ্ধ করে; আর যেখানে তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না, সেখানেও সে নীরবে আপনার ভাষা সহায় করিয়া নীরবে ঝরিয়া পড়ে। নীরবে ঝরিয়া পড়া বলিয়া তাহার সৌরভের কোন হানি হয় না। বিকসিত কুসুম চতুর্দিকে সুরভি-সম্ভার বিতরণ করিয়া নিজ ভাষা সহায় করে; মুকুলাও রহিয়াছে; ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া সারিয়া গিয়াছে, ইহার সৌন্দর্য্যের ভার অতীতের স্মৃতির বিনিময় নিয়াছে, ইহার সৌরভের ভার এখন ফুলবাগে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু হায়, কবি মধুর কোকে আমরা আজ আকুল হইয়া পড়িয়াছি!

একটী মৃদুমধুর জীবন-কুসুমের কথা লিখিতে অন্তরের সাধ, কর্ত্তব্যের অনুরোধ, ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। উপরি উক্ত দুটী শোকস্মৃতি বিকসিত যশোহর এক-কুসুমের মত তাঁহার জীবনের সরলতা-মাখা সৌরভ-মধুর অন্তরালে সহায় করিয়া অন্তরঙ্গদের অজানা রাজ্যে, অসীম বাধা-উৎপীড়নের মধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। উপরি উক্ত দুটী বিষয় আমার মত কাঁদাইতে অনিবার্য্য অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু পুষ্পাস্থিতি তাঁহার পরিচিত সকলেরই তাঁহার জীবনের এই কথাই বলিতেছে। জন্ম মরণের অর্থই যে দুঃখ আর তাহা একেরই জীবনে লাগা নিয়ে; দুঃখ মরণের অর্থই যে অনন্তের আনন্দ তাহা সকল দুঃখীই জীবনী প্রমাণ দিয়ে। এ দুঃখ লেখকের উদ্দেশ্য এই সকল জীবনের সকল ছবি আঁকিয়া কবিতার লোকের সম্মুখে হাজির করা, এ দুঃখের ছবি উদ্দেশ্য ইহার কবিতার জন-জীবনের সকলকে বিকাশিত করা। দুইজন প্রকৃতির এক একটী সুন্দর ছবি। প্রকৃতির কাজে সুন্দর ছবি আঁকা, শেষ ছবির কাজ নিজ লেখনী অন্তরালেরকে দুঃখ করা, অন্তরালের তৎকালিক কাজ ছবির সমাপ্তিকাল সমাধান করা, এবং তাহার অন্তরালে অন্তরালে তাহাকে অন্তরঙ্গ করা হইয়া পড়ে।

যে বৎসর ধরাধামের রাজীবের রাজেন্দ্রের লাভের ইন্দ্রকুল রাজীবের গ্রহণ করিয়া অন্তরালবাসীদের—আমাদের দুঃখ ধরিবার আনন্দ প্রদান করেন, সেই বৎসর—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সাহানগর গ্রামে তাঁহার পিতামহ শ্রীযুক্তরামনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রামের জন-সাধারণের—সকলপ্রিয় মুকুলোকের বাটীর আনন্দ-মুখ বর্দ্ধিত আনন্দ প্রদান করেন। সব বলত সমাধান। নবীন বয়স সমাগমে প্রবীণ মুকুলন, মন-মতামতি সব পরিবর্ত্তন করিয়াছে। সকল স্থানে যেন আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রবাহিত। চতুর্দ্দিকে হরিষের উৎসব, মুকুলের সৌরভ, মুকুল গুঞ্জন, কোকিলের কুজন; বসন্ত দর্শনে মেদিনী সুন্দরে রোমাঞ্চিত-কলেবরা, কুসুমে সুশোভিত একটী অতীব মুখাবহ আনন্দ বিকাশ, নিকাশক সমাগম রোমাঞ্চিনীগণ বিলসিত-বাস!

সন্ধ্যা রাত্রি। দিন্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়া যেন নূতন রমণী হাসিয়া খেলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। চল চল স্বচ্ছ আকাশ-কোলে নীরবে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর তার ফিরি ধরা জ্যোৎস্না-সাগরে পৃথিবী যেন সাঁতার কাটিতেছিল। যে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে কবিতে লাগিল—সৌন্দর্য্যে সুষমায়—মধুরতায়, আনন্দময়ী, মহিমাময়ী হইয়া উঠিতেছিল। সৌরভ সম্ভার বক্ষে লুকাইয়া পরীর সুরভি সকলকার পরশ যেন নীরব নিয়ম নৈশ-প্রকৃতির বক্ষস্থল ঈষৎ স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল; মৃদু চঞ্চলবায় বিরহ দুঃখ—চিরসখ আনন্দ-বিরাম ক্রিয়া—অমর মরণ চন্দ্রালোকোজ্জ্বল অন্তরঙ্গ পাখিদের—উষা চঞ্চল, ঈষৎ ক্ষিপ্ত অন্তরালে—এই সৌন্দর্য্যের বিবিধ আলিঙ্গনের মাঝখানে—ক্ষিপ্ত-মন ঝরিতেছে। ওহ জ্যোৎস্না আদরে সোহাগে তখনও বিবিধ আলিঙ্গনে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়াছিল; বিশ্ব তখনও উষ্ণীষময়। রজনি জ্যোৎস্নী তাহার শেষ হরিভূষণের এই তখনও। সারাদিনের জ্যোৎস্না সারা তখন বুলিয়াছিল, সারাদিনের মুকুলোকের আলিঙ্গন আবদ্ধ সারা ঘুমিয়া গেল!

[ক্রমশঃ]

অন্ধের দাবী

[৮ম শ্রেণীর জন্য]

অন্ধ ব'লে ঘৃণা যে কর আমরা মানুষ তবু।
আমাদেরি একটু ভুলে বিধাতার বিধান যেন।
পাইনাকো দেখতে না হায় জগতের শ্রীটুকু আমরা হেরি।
দেখি আলো, দেখি তুমি, দেখি মুখের হাসি যেটা।

দেহের সাথে মনটা খোলে পুরুষেরা কেউ বিশ্বাসেরে
ছোটখাটো ভুলে একটা দোষটা ক'রে আমায় দেখে।
আর শেখিনে মনে খোলে ইন্দ্রিয় ছাড়ায় পুরুষে দেখে।
মেয়ে মেলে মনের মেলে মেলিকো খোলায় চরণ দেখে।

* *

মন আলো ইন্দ্রিয় দেখে এখনি কি যাচাই হবে?
কবিতা খোলেই কবির আঁখির দৃষ্টিশক্তি আছে?

স্বজাতির প্রতি উক্তি

[নারীর মনের ভাবের কবিতা]

আমার দুঃখের কথা যদি বিশ্বের
তবিয়া সজাগ হও, অভাগিনী বন!
বিশ্বাস কর না হায়! জগতের প্রতি
সকল বিশ্বাসে হয় জীবন দুর্গতি!!
বিশ্বের যে স্বার্থে অর্থে কভুনা ছাড়িবে
যদি ছাড় তাহলে যে কষ্ট পাবে!
স্বার্থত্যাগী অর্থ দীনার না হয় আপন,
পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্র বান্ধব স্বজন!
যাহাদের তরে যে প্রাণ বিসর্জিবে
তাহারাই সংসারে অবজ্ঞা দিবে!!
স্বার্থ অর্থ সংসারের তাহাদেই তরী,

স্বার্থে অর্থে জীবনে না দিবে কভু ছাড়ি!
এজগতে যেন তুমি অর্থই আপন
অর্থেই আপন হয় অন্যান্য স্বজন।
তাই বলি বারে বার শুন ভগ্নী সবে।
যদি চাও সংসারে সুখ অর্থ না ছাড়িবে।
অর্থ ছাড়া আর কেউ নহেতো আপনার
এ তত্ত্ব সংসারে বলি! অর্থ মূলাধার!!
বিশ্বের স্বরূপ দেখ ওহে ভগ্নীগণ!
কর না বিশ্বাস হায় পুরুষে কখন!
স্বার্থিক হয় সেই প্রকৃত প্রণয়,
স্বার্থিক, প্রেমিক, স্বামী, অন্যায় বিষয়ে;

পরিবারে বড় সদা ধরাসু মনাব্ !
তথাপি তব না ছাড় এ ঘোর বিষাদ
বার্ধক্যের সাথী এরা প্রকৃত নিশ্চয়
ধনী কি দরিদ্র কিবা যমাবতীগণ
সুখের নয়নে কভু বিষাদ ভাবন !
কুলনা কুলনা মোর এদের কথায়
নিজ স্বার্থ হেতু এরা অবশ্য অন্যায় !!
পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র এক শ্রেণী নয়
ওরা, পিতা, পিতামহা সুখের কারণ !!
পরিশেষে লিখিলেন, ওরা পিতা মরে
পিতামহা হলে আসা তব না কখন।
নির্ধন জনের বন্ধু, আত্মীয়ের প্রতি
নিষ্ঠুর বিধাতা তব ললাটেতে লিখি !
তার ফলে এ সংসারে প্রেরিলেন মম।
পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র, বন্ধু কেহ নয় !!
একমাত্র বন্ধু যিনি ঈশ্বর তোমার
তাঁরে ডাক পিতা, স্বামী হবে অনিবার।
তাঁহার চরণে দিবে যাবে অনায়াস,
অসীম আনন্দ পাবে হবে পরিত্রাণ। *

* সুখের বিষয় মুসলিম নারী সমাজে লেখিকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সব মহিলাদের লিখিবার আকাঙ্ক্ষা এই নূতন নহে। সর্ব প্রথম মুসলমান লেখিকার পুস্তক "মহিফুল—প্রথম খণ্ড" ১৮ বৎসর পূর্বে প্রচার হইয়াছে। "সাধের বংশের ছেলেরা কন্যাকে" কবিতাটি ৩৭ বৎসর পূর্বে প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু লেখক তখনীন্তন বঙ্গ বাসু অবলার প্রতিকূল ছিল বলিয়া লেখিকা তাহা কোন প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ছাপাইতে সাহস পাই নাই। কবিতাটী ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার পাঠক পাঠিকাগণ করিবেন। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া আমি কবিতাটি "এডুকেশন গেজেট" কে উপহার দিলাম। একটী প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক হইতে ইহা নকল করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমান করিবেন, ৩৭ বৎসর পূর্বে মহিলাদের অবস্থা কিরূপ ছিল। যদি পাঠিকা মুখের আরও দেখিতে পাই তবে সেই ঐতিহাসী পুস্তক হইতে অন্যান্য কবিতা নকল করিয়া লেখিকার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ প্রকাশ করিব। (বিবিস) আর, এস, হোসেন।

আজ পত্র

পাকিস্তান একটী বিস্তীর্ণ পত্রাগার। এখানে তত্ত্বানুযায়ী [illegible], রিটেনিসিপালিটি ও লাইব্রেরির প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে ছইটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান গুলির অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। প্রথমতঃ মিউনিসিপালিটী—যাহার সভ্যগণ কোই সময়ে সময়ে ভোটারদের দ্বারা হইয়াছিলেন) একরকম লেটেনিস প্রায়। দ্বিতীয়তঃ ফায়ার-ব্রিগেড—এখানে প্রায় লাখী ব্রিগেড আছে। খালাসের দিনের ন্যায় সাংবৎসরিক উৎসবের সময় সময় গুলিই অগ্নিদেবের সংবাদ পাওয়া যায়। আমার কোন কোনটীর ভাষায় অনেক যায় না—বাৎসরিক জিনা বিস্তৃতেই বিলম্ব হয়। তৃতীয়তঃ বিদ্যালয়—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ছইটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যগুলির অবস্থা সন্তোষজনক নহে। এতদ্ভিন্ন যে সমুদয় সাধারণ পুস্তকালয় আছে, তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। ইহার কারণ এক কথায় বলিতে গেলে, এই বলিলেই অলম হইবে যে,

সাধারণ সমাজের মেরুদণ্ডের মতন গুরুত্বপূর্ণ। এমন প্রয়োজন তাঁহাকে কেহই তাহার দাবিদাওয়া দিতে পারেন নাই। পৃথিবীর সমুদয় সাধারণ কার্যের বিষয় পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সমুদয় স্বার্থ বিসর্জন পূর্বক একেবারে গ্রাম ছাড়িয়া দিয়া কার্যকরণ জন্য সেই সমুদয় সমাজের সাক্ষাৎ লাভ করিবারে। কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে এখানে এই বিষয়টীর সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং এখানকার অনুষ্ঠানগুলির অবস্থাও তদনুযায়ী। অতএব এখানকার সাধারণ কার্যের মেরুদণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্তে তাঁহারা যেন আপনা বুদ্ধি প্রাণপণে সমুদয় গুলির উন্নতি করে যত্নবান হবেন।

* * *

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, আমাদের সুযোগ্য মাননীয় বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টর্ মিঃ সিনিয়ার ব্রুক বি, এ, মহোদয় কার্যত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কার্যকুশল ইন্‌স্পেক্টর্ আমরা দেখি নাই। ইহার তত্ত্বাবধানে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আমাদের শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক কর্তৃপক্ষগণ ইহার স্থলে মাননীয় মিঃ, ব্রুক বাস্ বহু এম, এ মহোদয়কে আমাদের প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর্ পদে স্থাপন করিলে আমরা সর্বাধিক সুখী হইব। কারণ ইনিপূর্বে মাননীয় মিঃ, ব্রুক মহোদয়ের অবসর গ্রহণ কালে ইনি বরাবরই তাঁহার কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। সুতরাং এই কার্যে ইহার যেন অভিজ্ঞতা আছে। তদ্ভিন্ন এখানে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সংখ্যাই অধিক। অতএব মাননীয় মিঃ বোস মহোদয় এই বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর্ হইলে আমরা বাঙ্গলার নাই আহ্লাদিত হইব এমত বিশ্বাসিবার যথেষ্ট কর্তৃপক্ষগণ উপযুক্ত হওয়াই কার্যভার অর্পণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিবেন।

—:০:০:—

শিক্ষাতত্ত্ব

মর্লস্ সভার একজন সভ্য বলিয়াছেন যে তাহাদের প্রজাসাধারণকে স্বাধীন ও স্বাধিকার বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্যই ব্রীটীশ শাসনের প্রয়োজন, আমরাও তাহা স্বীকার করি। বিদ্যালয়ের দ্বারা ও সুখ সুবিধা দ্বারা তথাকার সকল শ্রেণীর লোকেই সন্তোষ করে। তথায় পল্লীগ্রামেরও অভাব নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রোড ঘাট সেতু আছে। আমাদের দেশের দুর্দশার বিষয় বর্ণন। এ দেশের অবস্থা বিশেষের জন্য সুখকর করিবার জন্য ইংরাজ যদি আমাদিগকে শাসন করিতে চাহেন আমরা চিরকাল ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিতে রাজী। কিন্তু বাস্তবিকই কি ব্রীটীশ শাসনে আমাদের পল্লী সমূহের কোনও উন্নতি হইয়াছে একথা বিশ্বাস করিতে অর্ধ সভ্যও মুক্তকণ্ঠে যে একেবারে অস্বীকৃত হইবেন। ব্রীটীশ শাসনে সহরগুলির অনেক উন্নতি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক ব্রীটীশ শাসনের সুবিধা ভোগ করিয়া সন্তোষ করিতেছেন এবং স্বাধীন ও স্বাস্থ্যকর অধিকারী হইয়া সহরে ও সহরে বাস করিতেছেন। তাঁহারাই শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সরকারী কর্মচারী শ্রেণী ভুক্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ব্রীটীশ শাসনে থাকিতে অধিকতর প্রয়াস করিতেছেন। যাহারা পল্লীর অধিবাসী তাঁহাদের নিকট ব্রীটীশ রাজত্ব ও অরাজত্ব একই। তাহারা এখনও যেমন ছিলেন তখনও তেমনি ছিলেন। তাহারা বোকা। তাহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা যাইতে পারে তাহারা ব্রীটীশ শাসনে কি বিশেষ সুবিধা পাইয়াছেন? তাহাদের শাসনে তাহাদেরজোরাই কিন্তু সংখ্যাই অল্প হয় তাহাদের হিতসাধন জন্য ইংরাজের প্রয়োজন। কিন্তু হায় ইংরাজ রাজ পুরুষগণ এই শ্রেণীর লোকের সুবিধা দূর করিবার জন্য

হিসেব কি করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার হিসাব নিকাশ হওয়া প্রয়োজন। ধরাজ প্রতিটির হইতে স্বাধীনতাপ্রেমের যে কোনও উন্নতি হইবে সে আশা আমাদের আদৌ নাই। তাহার নতুনা আমরা স্বরাজলাভের কাজ অনেক হইয়াই বুঝিতেছি। প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লীর লোকের পল্লীর পানীয় জল ও সকল রকম স্বরাজলাভবিষয়ে কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে পরিপূর্ণ ক্ষমতায় কোনও প্রকার স্বরাজলাভের জন্য আজ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া মনে হয় না। অথচ লর্ড লীটন পল্লীর জন্য চিন্তা করেন নাই বলিয়া যে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনার সূচনা হয় নাই বলিয়াই পরিচয়। পল্লীর উন্নতির জন্য যে কি করিতেছেন আমরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

পল্লীসেবা নিবারণ—কলিকাতার বাসাবাগানে থানা-অন্তর্গত, তিনজন লোক ভোরবেলা। গত ফুলশয্যার দিন কলিকাতার বোরেলা পুলিশ ১৭ এবং ১৯ নম্বর গ্রে ষ্ট্রীট, ৪ নং চৌরঙ্গী রোড ও ১২ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে পি, সি, রে এক কোম্পানীর দোকানে সন্দেহে এবং বাড়ীতে একই সময়ে বাসাবাগানে কতকগুলি স্ত্রীলোক পুরুষ লইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে পি, সি, রে এবং আর দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ বিচারার্থ প্রেরণ করা হইবে।

এই পাপী আমাদের সমাজে অভিনয়ের বাহিরে যাইতেছে এমন কি ষ্টারের বাহিরে কলের ষ্টেজ, এমনকি গ্রামোফোন প্রভৃতি বাহার দেশী কোম্পানীর "আর্টিষ্ট রেকর্ডার" "বাঈজীর নিখুঁত" বলিয়া ইহাকে বেচিয়াছি—এর আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে কেন পুলিশে ইহাদের ধরে না। অথচ ষ্টারের প্রথমশ্রেণীতে শিক্ষিত বাঙ্গালী মহিলাগণ ও কলের ইন্সিয়ান, ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোকদের বাজাইবার ভার—তাঁহাদের সম্মুখে এরূপ একটা ব্যাপার হওয়া যথেষ্ট সমে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখনও ইহার বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলিতে দেখি নাই—না আন্দোলন, না ষ্টারের কর্তৃপক্ষগণ। আশা করি এই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এইরূপ দেশী ও বিলাতের বিক্রেতাদের ব্যবস্থা করিবেন। সমাজের কলুষিত করা, দেশের ভবিষ্যৎ আশা যুবকগণের চিত্ত-চাঞ্চল্যের সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে নৈতিক অধঃপতনের পথে পাঠান, যে কত গুরুতর পাপ তাহা বলা যায় না। এই দুইটীর অপরাধীদের কঠোর হতের আবশ্যক—অতি-মাত্রায় হিসাবে ইহাদের চৈতন্য হয় না তাহার ইহারা এই সব কার্য্য ব্যবসায়ে অগ্রসর হইতে পারিয়া থাকে। এরূপ তাহাদের মূলে একজন বাঙ্গালীর নাম শুনিতে যে লজ্জার কথা—সমস্ত আডিটার অনুসন্ধান যে ঠিক বাহির হইয়া পড়ে তাহা বলা যায় না। এই প্রেসার কথার মূলে ষ্টেবার্ট সাহেবের হাত আছে বলিয়া মনে হয় সমুদয় সমস্ত বিষয়ে এত অভিজ্ঞতা যাহা এক-জন সাধারণ কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়—যিনিই ইহার উদ্যোক্তা হউন, তিনি পুলিশ কর্মচারী হইলেও তাঁহাদের ধন্যবাদার্হ এবং প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। পুলিশ যদি অর্থের লালসায় পক্ষপাতিত্ব না করিয়া এই শ্রেণীর—সমাজের উন্নতি বিষয়ক কার্য্য করেন ও জনসাধারণকে সন্দেহচক্ষে না দেখাইয়া এই পুলিশই আবার দেশবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-ভাজন হইতে পারেন।

ভারতে নারী মর্য্যাদা—গত ১৯শে জুলাই তারিখে বিলাতের প্রেসসভা ভারতবর্ষের বড় বিপিটা ছিল। সে দিন নারী ভোটার এক নারী তথায় পঠিত হয়।—"আমি যে দুইবার ভারতবর্ষে গিয়াছি, তাহাতে ভারতে নারীদিগের সামাজিক উন্নতির, কলা ও সাহিত্যের অনেক খবরাখবর আমার পূর্ব্বাহ্নে হইয়া গিয়াছে। আমি সর্ব্বাগ্রে ভারতের নারীদিগের কথা বলি এবং তাঁহাদের জন্য ভাবনা ভাবি। দুই বারই আমি স্ত্রীলোকের মহান্ কর্ম্মক্ষেত্রে—ফুলবাড়ে তাঁহাদিগকে আমার কথা জানাইয়াছি। ফুল হইতেই আমি ও সাহায্য পরিচয় হয়। ভারতবর্ষে ফুলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতে এখন স্বাস্থ্যসম্পন্ন—শক্তিশালী সন্তানের প্রয়োজন। তাহাদের মাতা ও আর্দ্ধ ফেন সুস্থদিগ পরিচালক ও পাত্র হয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে ফুল, ভারতের ন্যায় পবিত্র নয়—কোথাও ফুল হইতে এত অধিক কাজ হয় না; কারণ ভারতের গৃহের প্রতি

লোকের মতন ও পরিচালনের প্রতি অনেকের ভীষণের দেখা উচিত বলা যায়। আমার বিশ্বাস, অনেকে কোথায় ইংরেজের অমতা আছেন এর অধিক নয়।"

মহাত্মাজী দেখার যাই যে মর্ম মর্মে সত্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভারতের মুক্তির পরিচয়ে এখন অভাব হয়েছে, পরিচয়ে অভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে —এই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কোন ব্যবস্থা তিনি করিতে পারিলে উপাদেয় সমাই অনেক পরিমাণ হইতে পারে।

(বসুমতী)

সাপ্তাহিক সংবাদ

মেহের আলীবাড়ী—শ্রীযুক্তবাবু মহাদেব ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী, দেখা গিয়াছে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় মেহের আলী বাড়ীতে বিদেশী বাবী ও মাদু প্রস্তুতের খাদিবার ও আমাদের ব্যবস্থা হইয়াছে। এবং তিনি শ্রীযুক্তবাবুর অধিক মুক্তিপ্রক্রিয়া দিয়ে বাহির হইয়াছেন। তবে অর্থাভাবে আশানুরূপ কার্য হইতেছে না। জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন সকলে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া এই সদনুষ্ঠানটী যাহা সমাপ্ত করিয়া এই সদনুষ্ঠানটির সিদ্ধিলাভের আশায় বাবী ও সাধুদের হাত দূর করুন।

কলিকাতা জেলার অন্তর্গত ভাল গ্রামের মুক্তকেশ ঘোষের উপাধি শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেনগুপ্ত মহাশয় সকলের বিশেষ যত্নের সহিত হিতৈষীবার কার্য পরিচয় করিতেছেন। ইনি ঐ স্কুলের একজন পরিচালনা ও সকলের হিতৈষী ব্যক্তি। সেনগুপ্ত মহাশয় কোন মাহিনা গ্রহণ করেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজের হইতে স্কুলের উন্নতি করিতেছেন।

আসুলিয়া আমুকেশ সভা পলাশপাই হেডিবীপুর প্রতিষ্ঠিত ১৯২৭—এখানে ৮কালী আমুকেশ শিক্ষিকী পরিচয়ের "আমুকেশ পাঠী" উপাধি ও তদনুকূল আমা ও হয়। পরীক্ষা আগামী চৈত্র মাসে গৃহীত হইবে। ওখনে আমুকেশ আমেরিকার শেষ তারিখ। পরীক্ষা ৩য় শ্রেণীতে ১৲, ২য় ও ১ম টাকা। সমাধক পরীক্ষার্থিগণকে বিনামূল্যে পরীক্ষার তিন দিনের জন্য আহারাদি ও থাকা দেওয়া হয়। সমস্ত ৵০ আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিয়া পাঠ্যতালিকা গ্রহণ করুন। ফর্ম ও কোন পত্র উপযুক্ত পরীক্ষার্থিগণকে পাঠিয়েদিবে প্রয়োজন ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্র গুপ্ত
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী এম, এ, এল্
সম্পাদক।

শৌরীপুরের অভিযান—শৌরীপুরের অভিযানের কর্মে মইন, মেম্বারগণ ৩৯, ডাঃ মোহাম্মদ প্রভৃতি মেম্বারগণ তাঁহাদের মোকদ্দমা এবং আসবাবপত্র সহ গত ১৯ আগষ্ট মাঞ্চিষ্টারে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দলের কর্মকর্তা মেহি মিঃ মেহির খুব আদর করিয়া এই মেম্বারগণের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইহারা এখন কি করিবেন না করিবেন, তাহা খুব অনিশ্চিত। আর একবার শৌরীপুরকূলে আরোহণের চেষ্টা হইবে, এইরূপই প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এই মেম্বারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, এবার মাত্র কয়েকজন প্রাণে প্রাণে ফিরিয়াছে; আর একবার যুদ্ধে উদ্যোগ চেষ্টা করিলে আর কাহাকেও ফিরিতে হইবে না। মেম্বারগণ তাঁহাদের পথে যাবতীয় অভিযান পত্র পত্রী এবং অন্যান্য সৌন্দর্য ও বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আসিয়াছেন, মাঞ্চিষ্টারে বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ করিতেছেন। ডাঃ মোহাম্মদ কলিকাতায় আসিয়া বক্তৃতা করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

জাহাজে বিলাতী কাপড়ের আমদানী।—বিলাতের মাঞ্চেষ্টার বাণিজ্য সমিতির প্রকাশ, গত মাস আগেকার মধ্যে ভারত থেকে বিলেতে কলওয়ালাদের কাছে অন্ততঃ ১০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটী টাকার কাপড়ের অর্ডার গেছে। এই অর্ডার অনুযায়ী কাপড় বুনতে মাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালাদের বর্ত্তমান বছরের শেষ পর্য্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিদিন কল চালাতে হবে।

কাপড়ের কলে ভোজবাজী দুর্ঘটনা।—ফরেকসিনের অধিগ্রাহক কর্ত্তা আবেদাবাদের কলওয়ালা মিলির মিলের একটী ঘিরে সম্পূর্ণ ধসে পড়ে যায়। সে সময় ঘরে কাজ চলছিল। যে দিকটা ধসে যায় সে দিকেই ২৫১ জন লোক কাজ করছিল। এই দুর্ঘটনার ফলে ১৬ জন মজুর তৎক্ষণাৎ মরে যায় আর ২৪ জন গুরুতর আহত হয়ে পড়েছে আছে।

এই দুর্ঘটনার পরই সরকার থেকে ইন্সপেক্টর তদন্ত করতে যান। তিনি সমস্ত দেখে শুনে কলের মোটাই বিভাগ ছাড়া অন্য সব বিভাগের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন।

বাণিজ্যদূতের নতুন-সজ্জা...ট্রেড কমিশনার আন্দোলন ছাড়াবের সভাপতিত্বে নিম্নোক্ত বিদেশীয় বাণিজ্যদূত নিম্নোক্ত লিখিত মুখপাত্র বন্ধ-মুক্ত হইয়া একটী শক্তিশালী নতুন-সজ্জা গঠিত হইয়াছে। এই উক্ত সাধকের অনেকেই অভিযোগ আগে-করে আছে বিদেশে করিয়া সাধনে সরকারের সকল অন্তরায় অবিচার ও অন্যায়ও বন্ধ করিয়া লইয়াছিল। নতুন সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত আন্দোলন আন্দোলন। আমাদিগকে যে আর্দ্রের সেবা অন্যায়ভাবে অবসান, স্থানে স্থানে বন্ধন ও নৈতিক বিচারকের প্রতিযোগিতা লোক নিয়ন্ত্রক কার্য্য সাধনই এই অধিবেশন মূল উদ্দেশ্য। কর্ত্তব্য প্রসাধিত সাধারণ কর্ত্তা বাস্তা পাশ্চাত্যিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রধান পাইবেন বলিয়া ও সম্পাদকের পদে উল্লেখ করিয়াছে।

এদের মধ্যেকেশে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ যদি এ দেশের অসহায় দুর্ভাগা দেশের দুঃখের এমন সজ্ঞ গঠিত পরিচালন হইয়া দেশ ও দশের কাজে লাগিয়া পড়ে, তবে অচিরেই যে এ চরমাশা সমাজের সকল গ্লানি দূরীভূত হইয়া বিশ্বের মধ্যে মুক্তমানব পঙ্ক্তি সারথী পড়িয়া উঠিবে তাহে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশ ও জাতির এই ভাগ্য-দুঃখ ভরা ৫৩। প্রাণ ভরা দেশী বাণিজ্যের আজ সকল অধি পতী-কার জন্য প্রস্তুত থাকিতে সাধনে আহ্বান করিতেছি।...

—মহাবলী

শিক্ষালয়ে আদর্শ দান।—সম্প্রতি কেন্দ্র টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট এর ভূমিভিত্তিপ্রস্তর বিখ্যাত ভূমিবিৎ শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র গয়ত মহাশয় যাদবপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর বিপুল পুস্তকাবলি দান করেছেন।

রেলওয়ের রোজগার।—গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কেবল নাগপুর রেলওয়ের আয় হয়েছে সৈত্রিশ হিয়াত্তর হাজার টাকা।

প্রেমে পাগলেরা।—"বিলাতে" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রে বিখ্যাত কুকুরীর কামাল পাশার প্রেমে বন্দিতা এক তুর্ক যুবতীর আত্মহত্যার করুণ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্ক যুবতীর নাম ফকিয়া খানম্। কামাল পাশা যখন তুর্ক সেনাপতি, সেই সময়ে ফকিয়া কামালের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করে। কামাল সম্মতজনেতা; কিন্তু ফকিয়া পরিবার-সম্ভূতা। তাহা হইলেও, কামাল পাশা এই মহিলাকেই বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। উভয়ের পরস্পর অনুরিবিনিময় হইয়া গিয়াছিল; মৌখিক সম্মতিপ্রদানও বাকী ছিল না। কিন্তু অবস্থার দুরন্তের অবস্থা পরিবর্ত্তনের ব্যস্ততায় কামালপাশা এই প্রেমমুগ্ধা মহিলাকে ভুলিয়া যান, তাঁহার সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়া, সলিমা খানম নামে অপর এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ফকিয়া এই কথা শুনিয়া মর্ম্মবেদনায় পীড়িত হইয়া পড়ে। এক বৎসর পীড়া ভোগের পর সুস্থ হইলে, সে কামালের সহিত নিজে দেখা করিবার জন্য আজোলায় যায়। কিন্তু সেখানে কামাল তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে সে আরই ব্যথা পায় এক আত্মহত্যা করিয়া এই মর্ম্মিক প্রাণ ঘাতের সমাপ্ত করে। আজোলায় কামাল পাশার অপিস-ঘরের সম্মুখে এই হতভাগিনী নিজে মাথে রিভলভার চালা-ইয়া নিজের বুক বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতেই তাহার প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট

৬৮ বর্ষ

সর্ব্বত্র সর্ব্ববেত্তোয়ং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা। শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥
সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥
আয়ন্তে যন্ত্রযানাঃ সমাক্ তন্ত্র জ্ঞানোক্ত পথৈঃ পথৈঃ। ইথং প্রেয়োঽবিরোধীয়ৈঃ শ্রিয়ন্তে জ্ঞানসম্পদঃ ॥

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ২০শে ভাদ্র, ১৩৩১, ৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪, [২১ সংখ্যা

স্ত্রী-শিক্ষা ও নারীর অধিকার।

(পুনরুক্তি)

(মিস্ মেয়ো, এস্, মোক্তার)

সুতরাং কুসংস্কার যদি সত্যই স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে বাধাস্বরূপ আইন পাশ করিয়া তাহা দূর করা যায়, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ আমেরিকার অনুরূপ হইবে না। বরং পশ্চিম ইংলণ্ড প্রভৃতির আদর্শে মাত্র দাঁড়াইবে।

তারপরে যখন স্ত্রী-শিক্ষার বাধাস্বরূপ আইন পাশ হইবে, তখন দেখা যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে মুসলমান—যাহারা বীর পয়গম্বরের নামে (কিন্তা তাঁর মস্তিষ্কের একশত বছরের অনুমানমাত্র) প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাঁহাদের পয়গম্বরের সত্য আদেশ পালনে কিরূপ দেখা যায় অন্ধকার ঘুচে যাবে বলিয়া মিয়াজী; তাঁহারা যে এত অধিবাসেন, তাহার কথা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই বিশ শতাব্দীতে যখন বাংলার স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী "কলম" (অর্থাৎ পাশ্চাত্য কর্ষণা) বলিয়াছেন, তবু কেন আমরা তাহার শিক্ষায় উদাসীন? উত্তরে কতক লোকের নীরব থাকেন তাঁহারা মুসলমান সমাজের উন্নতি চান না, তাহা বলিবার সাহস তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের অবশ্য পশ্চিমের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আর এক দল মুসলমান আছেন যাঁহারা এই যুক্তি শুনে কথায় বৈরাগ্য হন, তাঁহাদের মতে স্ত্রীলোক একটী নিরীহ জীব, অবোধ, বুদ্ধিহীন, আত্মাহীন জীব বিশেষ। তাঁহারা নিজেকে স্ত্রীলোকের মালিক, "স্বামী" এবং সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু মনে করেন। নারী যদি লাভ করিয়াছে কেবল তাঁহাদের ছুরা বাড়িবার জন্য; তখন যুক্তি তর্কের দ্বারা তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শিত করা হয় তখন তাঁহারা ধর্ম্মের অবতারণা করিয়া বিতণ্ডা করেন যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন।

আমাকে অনেক ভদ্রলোক পরিষ্কার বলিয়াছেন যে এ দেশে ঐ শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক। এই শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ সমস্ত নারী-হিতৈষী লোকদের মত বিরোধ। আমি এখন স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী বন্ধুদের বলিতে চাই যে এখন আমাদের দেশে এরূপ এক

[illegible] করিয়াছেন, তাঁহারা বাল্যের অবস্থা সাধনের [illegible] পরিচয়। আমাদের বল সত্য সত্যের পরিচয় [illegible] আমাদের জয় অনিবার্য্য। *

যে সব স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী, তাহারা নিজেই গড় মূর্খ। এ বল প্রাণ থাকিতে স্ত্রী শিক্ষা বিলুপ্তাবস্থায় স্থিত হইবে না। তাহারা আমাদিগকে যত দিনে দিনে দেশ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্য তুর্কিস্থিত দলের জন্ম হইবে। যেমোডান্স স্টীয়ে সে দিন আসিবে—যখন স্ত্রী শিক্ষা বিরোধীদের পুত্র, পৌত্র তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে আপন আপন মাতা ও ভগিনীকে শিক্ষা লাভ করিবে এবং বাহির প্রাণ অধিকার লাভে ঘোষা ও মহলের আরোপ পালন করিবেন।

বিরোধীদের মতে যে শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকেরা অশিষ্ট ও অসভ্য হয়। কিন্তু ইহারা নিজেরা মুসলমান বলে অথচ ইসলামের মূল সূত্রের এমন বিরুদ্ধাচরণ করেন। যদি শিক্ষা পাইয়া মুসলমান বিদুষীরা না হয় তবে স্ত্রীলোকেরা কেন বিদুষীরা হইবে?

এখন শিক্ষার অবস্থা এই যে আমাদের এদেশে গড় পড়তা প্রতি ২০০ মুসলমান অধিবাসীর একজনের অধিক হিসাব না; প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলা বোধ হয় দশলাখের মধ্যেও একজন পাওয়া যাইবে না। এখন আমি, যাহারা নিজেরা অন্ধ লোককে মূর্খতা ও "পর্দা" রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখে, তাহারা অধিকার আছি,—যাহারা সমাজে অর্ধেক স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন রাখিয়াছে তাহাদের সহিত জীবন সংগ্রামে কিরূপে প্রতিযোগিতা করিবে?

ভারতবর্ষে এক কোটী লোক ক্রিশ্চানীয়, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তাহারা কোন্ মুখে অন্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে? আমরা আমার কৌলীন্যের বড়াই করি! কিন্তুযুগে সর্বাপেক্ষা নীচ জাতি আর মুসলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী। স্যার কারণ এই যে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে পারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে বঞ্চিত রাখিয়া সর্ব বিষয়ে পশু করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাহাদের পঞ্চত্বের সন্তান অন্ধ ও মূর্খ হইতে বাধ্য, সুতরাং "বাপ মারার বংশে ঝাঁটা" কিম্বা ছাড়া তাহারা আর কি লাভ করিবে?

ভারতবর্ষে হিন্দুগণও স্ত্রী শিক্ষার অধিক উন্নতি করেন নাই, কিন্তু এখন তাঁহারা চক্ষুতার সহিত অগ্রসর হইতেছেন। দুই চারি বৎসরের মধ্যেই আপনারা দেখিবেন মুসলমান শিক্ষায় তাঁহারা যেমন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষায়ও আমাদিগের পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতির চরম সীমারায় উপনীত হইবেন। এখন স্ত্রীলোকেরা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে যেরূপ বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহা কি মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন্ মুখে (আমার) মতামত ব্যক্ত করিবেন? এ বিষয়ের তুর্কিগণ আমাদিগকে সুন্দর প্রদর্শন করিতেছেন।

স্ত্রী শিক্ষার সহিত স্ত্রীলোকের প্রাপ্য অধিকারের প্রশ্ন এরূপ ভাবে জড়িত আছে যে একটা হইতে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। যে পর্যন্ত মুসলমান নারীর বিবাহ সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উন্নত করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর যেমোডার কিরূপে করিবে? অজ্ঞানীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা ভাবে—এরূপ আশা কেবল পাগলেরই সোনা যায়! যাহা হউক, এখন আমাদের সর্বতোভাবে তুর্কীদের অনুকরণ করা উচিত।

ভারতবর্ষের অবরোধ প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক। এই অবরোধ প্রথা আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা ভয়ানক শত্রু। † পর্দার নাম করিয়া আপনারা

---

* [illegible] এই ভাব [illegible] পত্র লেখকাগ্রাহ্য [illegible] দেখ [illegible] ভাব [illegible] কি? —লেখিকা

† এখন পত্র "অবিচ্ছেদ" "অবিচ্ছেদ" হওয়া উচিত।

‡ অবরোধ প্রথার ভয়ানকত্ব সম্বন্ধীয় [illegible] বিষয় [illegible] করা যায়। যেমন, [illegible] বিষয় [illegible] [illegible] অবরোধ [illegible] বিষয়ে [illegible] করিয়া [illegible] পারা যায়। আমার এই [illegible] কাজে [illegible] [illegible] বন্ধুগণ!! —লেখিকা।

হয়ত একেবারে বন্ধ হইবে কি আমরা ইংরেজের অনুকরণে বিদেশে ছাত্র পাঠাইতে বিরত হইব তাহার কিছু বলি, আমি মুসলমান শাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত তর্ক করিতে চাই। ভারতীয় পর্দার সহিত পাশ্চাত্য পর্দার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এ বিষয় আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অন্তঃপুরের ভিতরে যাইতে হইবে, অন্তঃপুর মুসলমান গৃহের যেখানে পর্দার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় পর্দার সীমা কেবল হিন্দু মহলে পর্য্যন্ত। হিন্দু মহলের পর পাশ্চাত্য প্রকার পর্দা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানেও নিম্ন শ্রেণীর বহু ঘরে পর্দার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু ঝি অবলীলাক্রমে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বাহিরে যাতায়াত করেন, সদর রাস্তা দিয়া পথ চলেন, ক্রয় বিক্রয় করেন—কোন বিষয়ে তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহারা আত্মনির্ভরতার সুখ অনুভব করিতে শিখিয়াছেন তাঁহারাও পর্দা মানেন। ইহারা, ধোপা, নাপিত, মিস্ত্রি, মজুর, কাহার, ভিস্তি এবং চুড়িওয়ালার মুখাপেক্ষী মহিলাদের মধ্যে কেহ অবগুণ্ঠনের নিয়ম লঙ্ঘন করেন। চাষাভূষাদের মধ্যে অবশ্যকিছুকে বধূদের ঘোমটার নিয়ম নাই। পল্লিবাসি প্রায় সমস্ত মহিলাগণ অবগুণ্ঠনকে চিরদিন সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু আমি আপনাদিগকে নিজ ঘোমটার বিরুদ্ধে মতের পরিচয় করিতে অনুরোধ করিব না। তখন বলুন, আমার সঙ্গে আপনাদের বিরোধ কোথায়? এখন আমার বিনীত অনুরোধ এই যে আপনারা সর্ব্বাগ্রে অন্তঃপুরের দুর্নিতা দূর করুন এবং তাহাদের প্রাপ্য অধিকার পূর্ণ মাত্রায় তাহাদিগকে প্রদান করুন।

... ভারতীয়মহিলা-সমাজ প্রবন্ধটি ইহা সম্পাদক-সমিতি হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। লেখিকা।

—০০—

৺হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়

পুরাবৃত্তি।

[শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ]

ইহার বুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা ও মেধা শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলে ইহার মেধাশক্তির প্রাখর্য্য আমরা বুঝিতে পারিব। আমরা শুনিয়াছি ও বলা বাহুল্য ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ পড়িতেছিলেন তখন বি, এ ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ এই মর্ম্মে কথা হয় যে অমুকদাস মোদকী হয় ত্রীযুক্তদাস মুখোপাধ্যায়কে কোনও বলে পরীক্ষায় (বোধ হয় এফ্‌এ পরীক্ষায়) ইংরাজী সাহিত্যে পরাস্ত করিতে পারিবে। এই পরীক্ষায় তাহারা স্থূল ঐ বর্ষ

* ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। লেখক।

হয়। ইহা শুনিয়া সকলের অন্তঃকরণে অনেকটা ভয় হরিভূষণ প্রবেশ করিয়া পড়িতে থাকেন। পরীক্ষা হইল, পরীক্ষার ফলও যথা সময়ে বাহির হইল। সকলে দেখিল আশ্চর্য্যের বিষয় প্রতিযোগী সকলকে কেবল ইংরাজী সাহিত্যে অনেকে হরিভূষণ অতিক্রম করিয়াছেন। ইহার মেধাশক্তি ও বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, তবে তাহাতে খুব প্রখর ছিলেন না। সন্ধিবিগ্রহাদিতে প্রতিভাসম্পন্ন উপযুক্ত পরিচয় সকল সময় পাওয়া যায় নাই। সময় সময় মনোযোগের অভাবের পরিচয় করিতেন এবং অনেক সময় এ অভ্যাস হইতে বিরত হইতেছেন। প্রতিভা-দ্বারা প্রখরতা-দ্বারা কিন্তু সমভাবে মুখোপাধ্যায়

হয় না। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী ও তাঁহার কীর্তি এই বিষয় উজ্জ্বল রশ্মি যদি পরিস্ফুট হইলে অধিকতর উজ্জ্বল হে দেশের ভাবী অধীনায়ক কর্মী না। তবে সব সময়ের জন্যই। প্রতিভা, ভবিষ্যৎ বাণি প্রোপিয়ার ও উদ্যম প্রথম ও যথা প্রফুল্ল ছিলেন, এবং একটুকুর প্রতিভা-স্বল্প, অন্যান্য অপ্রধান প্রাজ্ঞের সঙ্গ রহ। প্রথী অধ্যবসায় ফলে 'ছোট হইতে বড় হইয়া' সকল প্রকার বাধা বিঘ্নবিপত্তিকে জয় ন। প্রতিভাশালী উদ্যম নিয়া 'বড় হইতে ছোট হইয়া' সকল প্রকার বাধাকে তুচ্ছ করিয়া সফলকাম পারে। এবং প্রতিভা-দিয়ে প্রথী 'ছোট হইতে শ্রেষ্ঠতর হইয়া' সকল প্রকার বাধা-উত্তরণ হইয়া থাকে।

কবির আছে যখন তাহাদের ছাত্র তখন তিনি কয়েক খানি পুস্তক লিখেন ও মুদ্রিত করেন। A Catechism of Logic এবং এ ছাত্রে থাকা অবস্থায় লিখেন এবং A hand book of jurisprudence ও Annotated Edition to Deserted Village আরও পড়িতে পড়িতে লিখেন। পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল, ছাত্রদের সমাজে আদর পাইয়াছিল, কিন্তু লেখকের পরবর্তী জীবনের ফলে পুস্তকগুলি তাঁর আত্মমর্যাদা সংরক্ষণে ক্ষুণ্ণ করিতে লাগিল। পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্বে প্রত্যেক পুস্তকের জীবনের প্রতি শ্রেণির বা জীবনীতে উপর নির্ভর করে। প্রতিভাবান ব্যক্তি প্রতিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে শ্রেষ্ঠ হইলে প্রতিভাবেরী হয়ে হইয়া সে ব্যক্তিকে অন্ত-ভাবে থাকিতে প্রবৃত্তী হইয়া থাকেন।

তাঁহার উপরিউক্ত পুস্তিকা ও প্রফুল্লচন্দ্র-রচিত সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি ও করিব, কিন্তু এ স্থলে সকল উদা-হরণ দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞানে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদাহরণ দিতে বাধ্য হইব। কলিকাতার প্রথম বিচারালয়ের উদ্যম তিনি উদ্ভিন্ন ছিলেন। ঐ বহু উদ্ভিন্ন সমভিব্যাহারে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হইতে বহুদূর বিরাট শ্রেণীর বাইরেছিলেন। প্রথম সমের ট্রেন পর্যন্ত এই তিনটি ভদ্রলোক ভিন্ন আর কেহ সেই বিরাট শ্রেণীতে ছিলেন না। রাত্রের কোনও ট্রেন হইতে এই তিনটি সৌম্য বিদ্যার্থের দেখা উঠেন। উপরি উক্ত তিনটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক পূর্ব পূর্ব হতে বলিয়া-ছিলেন। দেখা কলিকাতা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুদূরের ট্রেণটি হতে বলেন, এবং তিনি হতে থাকার অবধি অন্য কোনও আরোহী দেখা তাঁহার হতে কলে নাই। গাড়ী ছাড়িবার পর দেখা তাহাদের প্রথম বিস্ময়, পরে রাগ এবং তাহার পরে পালাপালি করিতে থাকেন। ভদ্রলোক ট্রেন আসিল, তথাপি বাবুদের মধ্যে কেহ আসি-লেন না দেখিয়া দোকানে এক অপ্রকাশ ভদ্রলোকের মনে কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকেন। প্রকাশ রাত্রি আছে ভদ্রলোক বুঝিলেন, কিন্তু ভদ্রলোকের কি করিলে স্থির করিতে পারিলেন না। তখন অসহায়ের ন্যায় অবস্থায় বাবুদের আই দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। প্রফুল্ল-চন্দ্রবিভিন্নিষ্ট মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বন্ধুবরকে বলিতে উদ্যোগ দিলেন যে তিনি যাহা করিবেন তাহাতে তাঁহারা কেহ ভয় না পান এবং বহু কথায় অল্পই তাহার দোকীর প্রকাশের ভার তাঁহাদের মুখাইলেন যে তাঁহাদের সম্মতি ক্রমে ও সহযোগী। প্রকাশ-সাধন দেখা হই-লেই প্রকাশক দোকীর কাছ কিংকর্তব্য হইলেই অধিক ভদ্রলোক ন্যায় তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। দোকান হইতে ট্রেণ দেখিয়া ও ভদ্রলোক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং অসহায়ের ভদ্রলোক উৎসুক সহকারে কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। পিছিত ভদ্রলোক বন্ধু উদ্ভিন্ন ও অসহায় উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "হায়, হায় আমাদের ভুলটে। সন্ধ্যেবেলা খাইয়া যাইবার পূর্বে অসহায় খাবার দেখা দিল। উঃ এখন আমরা কি করি। যে ভুলটা আমাদিগকে বিপদ-গ্রস্ত করিল।" আলোচিত পরিষদের বিষয়ের অবধি পর্যন্ত ভুলিয়া অবিবাহিত পরিষদ যেরূপ ভাবে চমকিত হইয়া গিয়াছিল যায়, সেইরূপ ভাবে ও ও স্থান হইতে চম-কিয়া উঠিল দোকান গাড়ীর ভার অধিকৃত দিয়া উচ্চাই-লেন ও সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ওরে, আমাদের

---

* পাঠকগণ ১৩২ না পৃষ্ঠার আমাদিগের পৌরসভাগণের ও অন্যা-গণের উদ্ভিন্নের কথা পাঠ করুন।

অনাহত মৌলিক প্রতিভা যা করা বিস্ময়কর।" সরকারী কৌঁসুলি খাড়ী খাদিমে, "মৌলি কাজটাকে পারে, কাজটাকে পারে" বলিতে বলিতে উঠিয়া আসিয়া কোর্ট খাড়ী ছাড়িয়া বসুমতের সম্পাদকীয় উচ্চ কণ্ঠে বিশেষ সেই খাড়ীখানি মুখস্থ হইল। অন্যান্যের মতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য উপযুক্ত বস্তু পাইয়া কৌতুকাবিত হয় করিতে লাগিলেন। তখন বাজনা উহার চরিত্রের উপর ছিলেন।

উহার যে কিরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল তাহা আর একটি দৃষ্টান্তে আমরা সম্যকরূপে অবগত হইব। কলিকাতার প্রথম বিচারালয়ের অন্যতম অধিকারী উচ্চপদস্থ ইংরেজ সিভিলিয়ান কোনও সময় তীব্র প্রহারে জেলাইতে গিয়া বড় অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্বে একদিন মুখোপাধ্যায় মহাশয় জনৈক বিচারপতির সম্মুখে জেরা করিতেছিলেন। বড় মোকদ্দমা সুতরাং অন্য সময়ের অপেক্ষা তিনি জেরা বেশ করিতে পারেন নাই। উপরি উক্ত ইংরেজ মহাশয়ের মোকদ্দমা সেই বিচারপতির নিকট ছিল; সুতরাং আর অল্প আছে, বিচারালয় এখনই বন্ধ হইবে। অবসরক্রমে প্রহার-জ্ঞানের অভাব পাইয়া তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পশ্চাৎ হইতে তাঁহার জামা ধরিয়া বার বার টানিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবু আর কে, বন্ধ; ঢের বক্তৃতা হয়েছে।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখনও বিচারপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদের উচিত তিনি অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন। তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া উচিত অন্যান্যভাবে বসাতে বিচারক বিস্মিত হইয়া তাহার কিনারা করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরে বলিলেন, "বাধা হইয়া বলিতে হইতেছে, অন্য মাননীয় জামা ধরিয়া টানিতেছিলেন তাহার জন্য বন্ধ। এইটা বন্ধ তিনি আদালতে না বলিলে অন্য পারিপার্শ্বিক হে পাইবেন না।" উপরি উক্ত ইংরেজ মহাশয় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, "আমি বন্ধ, তুমি এখন বলো" বলিয়া অভিযোগে প্রস্থান করিলেন। সমস্তের সকল ইতিহাসের উদ্ধারণ, বিচারকের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি, এবং তাঁহার পরাজয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদের জয় ঘোষণা করিল।

* এইরূপ অনেকবারের সময় অনেক লোকে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এক বিষয়ে তত্ত্ব হাইকোর্টে তাঁহার বুদ্ধির সাহায্যে তিনি জয়লাভ করিয়াছেন। জেলখানা প্রত্নতত্ত্বের তিনি অধিকারী ছিলেন। ফৌজদারী সালে জেলের কার্যের ৫৫ লাইন ও পার্শ্বিক বহু কর্মচারীর সহিত উহার পরিচয় হয়। তত্ত্বকথাচারীর প্রভাবে ও সমবায়ে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। এই সাধারণ কর্মচারীর অজ্ঞতা সাধুতা সকলে অবগত হয়। একদিন শিষ্য বলেন, আমার গুরু সত্য সাধু, আমার গুরু উচ্চ আর্য কাহাকে পারেন না আমি বলিয়াছি।" বিজ্ঞ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "আপনি বড় সাধু সাইবেরের ও বহু বলিয়া আসিয়াছে গুরু, চাকর, চাকর, বিচার সকলেই বড়, সকলেই সাধু, সকলেই পুণ্যী হইবে। আসলে গুরু আসলে সবই হয়ে হইতে পারে, অবতার গুরু কিন্তু নয়। তুমি আসলে কার পাদুকোপজ্ঞ হয় নাই যে সকলে তাহার নিকট পাও।" ইহার উপর উপরি উক্ত কর্মচারীর সলজ্জভাব ও মৌন হইয়াছিল।

পাস্তিয়াকুলে বড়লাট লর্ডের রাজত্বের সময়ে অন্যান্য সভা নির্মাচিত হইয়াছিলেন (A member of the Viceroy's Levee.) ১৯১১ সালে সম্রাট জর্জের যখন দিল্লীতে রাজাভিষেক হয় তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলাদায় করিবার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সঙ্গে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার কয়েকটি বিদ্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন ও বিদ্যালয়গুলির অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন।

পূর্বোল্লিখিত নিজস্বাদি পুস্তক ব্যতীত উপরি হইবার পর তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখেন, Criminal Procedure Code, Revenue Sale Law, Indian Registration Act, Eighth Edition of Henderson's Criminal Procedre Code ইত্যাদি। পূর্ব কার্যের পুস্তকগুলি ব্যতীত প্রায় সাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাইবার পুস্তক-প্রণেতার ঐতিহাসিক-সমাজের জন্য লোকের আদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মুখুয়ার মুখোপাধ্যায়, বি. এল্, মহাশয়ের উচ্চম ও উৎসাহের উপর এসব পুস্তকগুলি জীবন নির্ভর করিতেছে। [ক্রমশঃ]

আমার কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অবাধার অধিক, মনের আধিক্য সাধিল, বিবাদ, সবে অনুপূর্ণ মনি করিয়া জীবন বন্ধ হইয়া গেল। সাধারণ ও বিবাহ অধিকারের। অন্যায় কথা হ'ল আমার, আমার মনের বিশ্লেষণ কর্তব্যবিমুখের একমুখে চালিত আছিলেন। আমাকারী, তোমার আমাকারে একটুকু স্থান আমার জন্য রেখো না। রেখো যেন হাড়াইয়া বিদায়। দেবের দিয়ে, ধরাটীরে দৃষ্টিও। মনে একটুকু স্থান, তার বেশী কিছুই চাই না।

সত্যিই মৃন্ময়ী প্রতীত কুল, যা হলে আমার মত অভাগার কি উপেক্ষার পত্নী হয়েছেন। ইহার কারণ ত কিছুই খুঁজে পাই না। কিন্তুই না। জীবন ত আর শেষ হয়ে এল, কিন্তু জীবনের সাধ কি মরেছি, তোমায় কি মনপ্রিয় পাই। মন কাহারো অধিকার হয়ে, সেই হারিয়ে তাই পাইয়ে আছে। সে তাই এ জীবনে আর খোঁজ হল না। ইহ জন্মের মতো বিদায় বিদায় চুকিয়ে নিয়ে হলে আছি। আর সময় নাই। অনেক সময় ছিল হেলায় হারিয়েছি। বৃদ্ধির কুল মূল্য বুঝে হেলায় হারিয়েছি। ইহা মূল্যে সত্যই অনেক বা কি জানি। তোমরা ওসব হয়ত বাসবে, কিন্তু জীবনে এর বিনিময়ের আর পাই পাই নাই। জীবনটা বড়ই অসার, অসার্থক। নিজের শক্তি যা বুঝিয়া, পৃথিবীর বিনাশ বিনাশ না করাইয়া, মানবের অন্তরীক্ষেই বড় করে রাখা ছিলাম। ইহা মনে বিশ্বাস যাই কি, যা হলে আমি এত বড় অন্যায় পাব কেন।

অন্যায় তোমার বিন্দুও ত দেখিনি, নিজের বিন্দুতেই যোল আনা দেখেছি। ইহা যে, জীবনে সত্যই বড় ইচ্ছা ছিল বাস্তব করাই উচিত ছিল। কিন্তু আমি আর তা'র সময় নাই। বড় অসময়েই তা'র অধিকার ছিলাম। তিন অসময়ী যে, আমাকারনাই যার অসময়, সে কেমন করে তোমার সময় বুঝতে পারবে। তোমার মনের প্রাণে প্রাণে অনুভব করবে। তোমার চেতনাকে দূর হবে। সে পূজা নাই, সে অর্চনার নাই, সে অসময় নাই? কিন্তুই ত থাকনি যেন, অন্য সবই নিয়েছিলে। আমি অন্য জগতের দেখিনি। তুমের মূর্তিনি। তুমি ত সবই দেখেছ। অন্য তাই পারবে কি? অন্তর্যামী তুমিই জান। তবু একবার তুমিই বলে। যাহিত দৃষ্টিতে তোমার মুখ দেখে আছি। সমস্ত দুখে ঢেলা দুঃ ভার আর তোমার সীমাহীন সীমাহে একটুকু স্থান দিবে। দিবে কি? তুমি বলবে, আমি ত মনের সময়ে হাসি নাই ছবি! কি করে আশা করব। উপেক্ষাতীত, সত্যাগ্রহ জীবনে, কোন দিনই ত তোমায় পাবার জন্য ব্যাকুল হইনি। সে আজও নাই, সে নির্জন নাই। আত্মোন্নতীর মাঝে, আজ এতদূরেই সরে এসেছি। চিরদিনই তোমায় অন্তরের দৃষ্টিতে দেখে এসেছি। কিন্তু তুমিত ত একদিনের জন্য কাছে আসনি, অন্তর হলে, অন্তর হলে, দূরে দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছ। তোর দিনই ত কাছে আসনি। তোমার একটুকু সাহায্য পেলে জীবন বড় হয়ে যেত, বন্ধির বিকাশ হলে জীবনটা লাভ করে বিকাশ। তাহলে, সাধনা,নিশ্চয়ই পোল পেয়ে যেত। অসাধারণ অসম্পূর্ণ হয়ে থেকে হ'ত না। অসহায়ের বোঝা বয়ে অসহায়ীর মত তোমার কাছে ফিরে দাঁড়াতে হ'ত না। জীবন সার্থক-হ'ত, বড় হ'ত। পাবারের অভাব তেমন আর। অন্তর অন্তর পোল পেয়ে যেত। তোমার ছাড়াই সত্যের উপর, ছিন্ন থাকবে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ের মত, মুক্তিস্বাধীনের, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপরতের আশ্রয়ে, তোমার আপনার করে নিতে পারতে। সাধ জীবনে ত হইল না অন্তরে এক কি, সে কূল খোঁজার যাবে। কূল যে সে কূল, বিভাবই কূল। তাঁকি নিয়ে তাকে খোঁজার হয় না। আর তুমি যদি ধরা করে তোল দিব যে কূল ফেলে যাও তবেই জীবন

সার্থক হবে, যদের নয়। ইহা পরিচয় প্রার্থনা সকলের উপর। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সন্ধ্যা হইলে আরতি বর্ণন করিতে যাইলাম। তখন বাজার বন্ধ পরিষ্কার হইতেছে। বাজারে স্থান কুড়ানো সম্মুখে ১২ জন পুজারী বসিয়া, বেলপাতা, কপূরের আরতি পক্ষ প্রদীপ—বড় ঘণ্টার তখন আমি আছি কিনা তোর সন্ধানই ছিলো। তখন চতুর্দিক শান্ত শুদ্ধ হইয়াছিল তখন মনে হইল আমি ইলোরা গুহামন্দিরে বসিয়া আছি। পাশ্চাত্য আমার মন—সেই ভূত, সেই তোর বাসিত্ব সব ভুলিলাম। আমার বাণী আজ সার্থক হইল। আমি বন্ধু হইলাম আর আমার কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, ভৈরব নাই—তোর বিচ্ছেদ নাই—পৃথিবী আমিত্ব নাই। আমার আমিত্ব তখন বিশ্বনাথে লোপ পাইয়া বিরাজে।

—০—

আব্রাহাম লিঙ্কন

[পূর্ণাবয়বি]

[শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম. এ]

যখন রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার বন্ধু যাত্রা হইবার উপক্রম করিতেছিল,—তখন মেরী টড্ নামক এক মহিলা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহাকে আব্রাহাম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন।

মার্কিন দেশের দক্ষিণে মেক্সিকো দেশ। তথায় অনিয়ম বশে এই মেক্সিকো প্রদেশ। এই দেশের উত্তর প্রান্তে টেক্সাস প্রদেশের মেক্সিকো অধিবাসীরা উহার মার্কিন দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া মেক্সিকো সরকারের বিরুদ্ধে এক প্রকার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহাদের সহিত মার্কিনবাসীর সহানুভূতি ছিল। তাহার উত্তর মার্কিন প্রদেশগুলির দ্রুত সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছিল। অধিক প্রদেশে দাস প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহাদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা পাইতেছিল না,—তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিল যে যদি টেক্সাসকে মার্কিনের সহিত আনা যাইতে পারে তাহা হইলে ঐ প্রদেশে দাস প্রথা প্রচলন করা হইবে এবং তাহা সহজেই অধিকের প্রদেশগুলির শক্তি বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তর অঞ্চলবাসী একদল লোক আন্দোলন করিতে লাগিল যে, আর দাস প্রথার প্রসারের আবশ্যকতা নাই। যে যে প্রদেশে উহা এখন বিদ্যমান আছে, সেখানেই থাকুক—অন্যত্রের প্রদেশে উহা প্রচলিত করিতে দেওয়া হইবে না। নূতন রাষ্ট্রসমিতির নির্মাতাদের মধ্যে এই দল বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে তাহাদের মতের দেখা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এব্রাহাম এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের আইন-সভার(কংগ্রেস) সভ্য নির্বাচিত হইলেন। এতদিন তিনি আমেরিকার সভার স্বাধীন অভাব অভিযোগের বিষয়ে আন্দোলনে যে বক্তৃতা দেখাইয়াছেন, তাহার খ্যাতি এই নূতন কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বেই আসিয়াছিল, সুতরাং সকলে আশা করিতে লাগিল যে এই উদীয়মান বক্তা একদিন বড় রাজ্যের মধ্যে সম্রাজ্ঞ পদ অলঙ্কৃত করিবেন।

কংগ্রেসে আব্রাহামের উচ্চ মতের জন্য হইল—তাঁহার মতের দেওয়া রাষ্ট্রপতি হইলেন। এই সুযোগ পাইয়া তাঁহার এক সময় প্রস্তাব করিলেন যে এই সব অধিকৃত প্রদেশে দাস প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে না। এই প্রস্তাব লইয়া তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল—দাস ব্যবসায়ী দক্ষিণ দেশের প্রতিনিধিরা একত্র হইয়া ইহার

প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিলেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

তাহার পর লিঙ্কন প্রস্তাব করিলেন যে—ইহা বিশেষ প্রয়োজন বলে যে রাজধানীর নাম প্রথা হইতে বিযুক্ত করে। রাজস্বের প্রায়ই দেখা যায় যে পত্র পত্র নবনারী কেন-কলেজের ঘর ছাড়ে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান চলিতেছে। অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন যে ভবিষ্যতে রাজধানী যে জেলায় অবস্থিত সেখানে ভিন্ন স্থানের কোন লোককে বাসস্থান দান করিতে পারিবে না, ও এই জেলায় অন্য কোন লাভ করিতে পারিবে না।" এই প্রস্তাব, বাস্তবের ভুলে সুবিধাজনক হইলেও, অতি কুৎসিতরূপে ঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার আলোকে ইহাও ভাসিয়া গেল।

লিঙ্কন দুই বৎসর কংগ্রেসে সদস্যরূপে প্রবল করিবার পর তৃতীয় বারে নির্বাচন প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবার জনপ্রিয়তা লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, এবং এখানে একটি সুন্দর ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন। পত্নীর অন্তরে শেষ বিশ্বাস হইল না, কারণ রাজধানি ছেড়ে তিনি যে কথা বলিয়া করিয়াছিলেন, তাহাই বাসনাক্ষেত্রে কাজে আসিল। অতএব তিনি একজন প্রবল উকীলের মধ্যে স্থান পাইলেন।

এই সব কাজে ব্যস্ত থাকিলেও এব্রাহাম তাঁহার পিতৃকর্তব্য বিস্মৃত ছিলেন না। পিতার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁহার রক্ষণ করিয়াছেন এবং পিতৃভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার নাম সেই সময়ে বন্ধুমহলে খুব ঘুরে ফিরিত।

তাঁহার সন্তানদিগকেও তিনি অবহেলা করিতেন। তাহাদিগকে তিনি নিজের নিত্য কর্মসাধনের করিয়া, যাহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ তাহারা থাকিতে পারে তাহা করিতেন।

ওকালতীতে তাঁহার খ্যাতির বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ের বৃদ্ধি হইল। তিনি যেদিন কোন মকদ্দমা আদালতে দরখাস্ত করিতেন, সেদিন তাঁহার মক্কেল কোনরূপ দেখিয়া বসিতেন খুব হইত। তিনি যে বাক্যে প্রবল করিতেন, তাহার মাঝে ও ঘটনাসূত্রে কৃষ্টকগুলি নিজে আলোচনা করিয়া প্রবল করিয়া আদালতে যাইতেন। বিপক্ষের উকিলকে তিনি যেমন প্রতিবাদ করিতেন না, তাহার সব কথা নিজে বলিতেন, তখন সকলে আশ্চর্যান্বিত হইত যে অতি সহজে অতি সুন্দর যুক্তি একটি তিনি বলিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার জয় না হইয়া যায় না। একবার তাঁহার কোন এক মক্কেলের বিরুদ্ধে হয়। ঘটনা এই, সেই মক্কেল সঙ্গে অন্য একব্যক্তির একবারে কলহ হয়—যাহার বিরুদ্ধে অন্য ব্যক্তির মুক্তদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পরে পাদির ছুরি দিয়া বিদ্ধিত হইয়াছে। সন্দেহ এই বন্ধুর উপর পড়াতে সে অভিযুক্ত হয়। একব্যক্তি তাহাকে কাঁপানের আলোকে ছুরি দিয়া খুন করিতে দেখিয়াছে—এই ছিল সাক্ষ্য। আসামীর পক্ষের মনে হইল যে এরূপ অন্ধকার প্রমাণ করিবার—সুতরাং সে দোষী। এব্রাহাম যুক্তিতর্ক করিয়া বলিলেন—একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য কতটুক। সাক্ষীর সাক্ষ্য দিলে তিনি দেখাইয়া দিলেন যে সে রাত্রে তাঁহার কোন আলো হইতে পারে না—কারণ উহা অমাবস্যার রাত্রি।

তাঁহার ওকালতী জীবনে একদিনও সন্ধানে বিচারকের ভুল ধরিবার বাকি বা সওয়ালের করেন নাই। যেখানে তাঁহার বলিয়া হইত যে তাঁহার মক্কেল বাস্তবিকই নির্দোষী, সেখানে অভ্রান্তভাবের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, তিনি যুক্তিবলে, প্রমাণের শক্তিতে তাহার কাহিনী বিবৃত করিতেন। সত্য তাঁহার পক্ষে নির্ভরযোগ্য হইত, সেজন্য তাঁহার এ জোর প্রায় বিফল হইত না।

"আসল্লা" নামে মার্কিন রাজ্যে এ সময় ভীষণ আন্দোলন চলিতেছিল। এই আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িল যেদিন সভার ভাগ্যনির্ণয়ের এক প্রস্তাবে। সভায় অনেক পুরুষ সভ্যসংখ্যাধিক্যবলে স্থির হয় যে মিসৌরী প্রদেশের উত্তরে যে প্রদেশ আছে, সেখানে দাসপ্রথা প্রচলিত হইবে। এবং মিসৌরীর উত্তরে অবস্থিত কান্সাস্ প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করিল। সুতরাং বিচারের অনুমতির এই প্রদেশে দাসত্ব রহিত হইয়াছে এই আবাদে উভয় মতাবলম্বিগণ বিক্ষিপ্ত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ

লোকেরা সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকিত, তাহাদের অবস্থা দুর্বিষহ হইয়া উঠিত। এই দুরবস্থা প্রশমনের একটি উপায় তাহারা অবলম্বন করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের পরিত্রাণ হয়। এই সময় উচ্চ বাণিজ্যশুল্ক তুলিয়া দিয়া প্রজাদের অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করা হইত। কারণ, প্রজাদের অসন্তোষের অন্যতম কারণ হইতেছে—তাহারা যদি রাজপ্রথা রহিত করিতে ইচ্ছা করেন, করুন।" এই প্রস্তাব করিলে প্রজাদের মনস্তুষ্টি হইবে, তাহারা তখনকার মত ক্ষান্ত হইবে এবং সেনেট সভার ইহা গৃহীত হইল। কিন্তু লাভ উহাতে যাহা-কিছু হইল। স্বাধীনতা প্রিয় উচ্চবংশীয় ব্যক্তিরা হইয়া গেলেন যে তাঁহাদের একজন একদা স্বাধীনতা বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে পারিলেন। সর্বত্র আলোচনা হইতে লাগিল—তখনকার বিপদাবস্থা সম্বন্ধে সকলে প্রতিনিয়তই হইতে লাগিল। তখনকার বীর যে কেহ ছিলেন, তিনি সকলেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। সিজর এ আলোচনার স্রোতের পরিচয় দেখ দিলেন। তখনকার সময় তাঁহার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হইল। অনেক অনেক বক্তৃতা দান করা হইয়া তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতাগুলির। তাঁহার অকাট্য যুক্তি, ওজস্বিনী ভাষা, একান্ত আন্তরিকতা সকলের চিত্ত হরণ করিল। বক্তৃতান্তে বিপুল করতালিতে তাহারা তাহার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। সেনেট গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—তাঁহার বিরুদ্ধে আর কিছুই ছিল না। এই প্রসঙ্গে সিজর বলিয়াছিলেন যে "কোন প্রজাদের অধিকার থাকিতে পারে তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে রাজপ্রথা রহিত করিতে—কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে তাহাদের এ অধিকার থাকিতে পারে না। তাহারা কি করে বিনা পারে? কাহারও যে অধিকারই নয় মানুষ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।"

তখনকার প্রজাসাধারণের কারণসমূহের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করা হইয়াছিল যে তাহারা উচ্চপদস্থ হইতে পারে সহজ সরল ব্যবসায়ী সেনেটে যাহাতে আসন গ্রহণ করিতে। উহার বাসীর উদ্দেশ্য ছিল সেনেটে যাহা করিয়া ফেলিলেন তাহা। তাহারা চায় আবার আসন গ্রহণ করিতে। কিন্তু বহিরাগত প্রজাদের মধ্যে হইতে আসিলেন কয়েকজন বিরোধিতা করিতে। রাজপ্রথার পক্ষে মত দিয়া তিনি আবার ফুরে ফিরিবে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে প্রজাপ্রথার বিরোধীদলের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, তাহাদের ঘরে আগুন দিল, ব্যবসার ঘর লুটপাট করিল। অনেকের মতামতের দিন তাহারা কত ঘরে আগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহার সংখ্যা নাই। এমনকি সেনেটের সভায় আসা সম্বন্ধে মত দিল—বিপক্ষের লোকের মত বিচার সুযোগ দিল না, তাহাদের অনুপস্থিতে আইনসঙ্গত বাধিল, তাহাদের না বিচার ভোগ করিতে হইল। ফলে সেনেটের পক্ষে মতের সংখ্যা হইল বেশী ও সিজর প্রস্তাবের জয় হইল।

সিজর নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এই সব অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের বিবরণ তাঁহাকে বিস্তারিত করে জানা যে, তাহা নয়। তবে তিনি যেমন ধীর ও বিবেচক ছিলেন রাজনীতিক্ষেত্রে অবিচার দৃষ্টি ছিল তেমন তীক্ষ্ণ। এই বিষয়ে দুই দলের সৃষ্টি হইয়াছিল—একদল যেমন রাজ বিরোধী, অন্যটি তেমনই রাজতন্ত্রের সমর্থনকারী।

সিজর দেখিলেন যে "রাজপ্রথা ও স্বাধীনতা একত্র অবস্থান করিতে পারে না। একের দ্বারা অন্যের বিনষ্ট অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার মনে কি ভাবী পৃথিবীতলের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ছায়া পূর্বাভাস প্রতিফলিত হইয়াছিল? সেইজন্য তিনি ব্যবসায়ী শ্রেণীর মনে করিলেন—তখনই রাজপ্রথার উচ্ছেদ করিতে হইবে। এই পথ অবলম্বন করিলে অন্য কোনও না করিয়া উচ্ছেদ নিশ্চয় হইবে।

এই সময়ে তিনি উপায় সিজর এক নূতন পথ ধরিলেন। এই দলের মূলনীতি হইল- রাজপ্রথা প্রজাদের রাজ্য দেওয়া। ইহারা বলিলেন যে রাজপ্রজাদের রাজ্য প্রজাদের আছে বটে, কিন্তু নূতন প্রজাদের ইহা দেওয়া হয় নাই। এই সময়ে তখনকার সেনেট সভার সভ্যদের ভার পূর্ণ হইল। পুনর্বিবাচিত হইবার চেষ্টা করিলেন। সিজর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদলে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে এ সংগ্রাম বড় কঠিন হইবে। তখনকার প্রতিপত্তি

ছিল অসীম—তাঁহার অর্থবল, জনবল সব দুর্বিষহ ছিল—এমন কি তাঁহার অনেক গুণের জন্য অনেকে তাঁহাকে আন্তরিক ভয় করিত। শিবের তখন সংসারাশ্রমে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছেন। কলহাসের মত অর্থাচিত ধরণ করিবার উপকরণের অভাব তাঁহার ঘটে নাই। তাঁহার মুখদর্শন আহারি বা বেশের পরিপাটী ছিল না- বাবাজন অন্যায় দ্বারা সংসারে আসুক অধিকার করিলেও তাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই। তাঁহার সম্বল ছিল—অসাধারণ দৈহিক, বিকলন চরিত্র, অসুর বক্তৃতাশক্তি ও প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস। যাহা সত্য তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সারবস্তুকে এমনভাবে দেখাইতে তিনি পারিতেন যে শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ না করিয়া যাইতে পারিত না। অতএব এই দুই প্রতিকূলীয় সম্বলের কলাফল আনিবার বিধির দ্বারা যেন বদ্ধ ছিল। তাঁহাদের যে যে সভায় যাতায়াত হইত, তাহাতে যোগদান করিতে পারিত বহুসংখ্যক ব্যক্তি কেহ সম্মতে, কেহ অসন্তোষে আসিত।

চরকাস বলিলেন—প্রস্তাব গ্রহণ স্থির করিতে যে রাজসভা আবশ্যক ইহার কিছু ছিল না। তাহি তখনও সেখানের সংকল্প হইতে পারে না। তাহাকে দুই কথা, সামাজিক ভাবে সংকল্প বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে বিশুদ্ধ নহে। তাহা হইলে কি সেখানের কাহিনের সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন? অবশ্যকে উপেক্ষা করা অনুচিত—যে সকল নূতন প্রস্তাব গঠিত হইয়াছে—তাহাদের অধিবাসীরাই কেবল বলিতে পারেন যে তাঁহারা কাল প্রভাব বিরোধী ছিলা। দুরদর্শনের এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ একেবারেই অনধিকার চর্চা।

শিবের এই বক্তৃতার উত্তরে বলিলেন যে এই দুরদর্শনের দুর্ঘটনা হইয়াছে—দাস। মানুষে মানুষে ভেদ নাই ও অন্যের নরনারীর এমন কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। এই অধিকারগুলি, যথা প্রাণধারণ ও স্বাধীনতা, যাহার আছে—অন্যের সে আকাঙ্ক্ষা ভোগ করিবে। কাহার কখনও হরণ—তাহারও এই অধিকারগুলি আছে, সুতরাং তাহাকে দাস করিয়া রাখা, এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা ও মহাপাতকের গুরু যাহী কে? দাসপ্রথা যে কতকটা প্রাচীনে প্রচলিত ছিল তাহা সত্য—কিন্তু তাহা এখনকার অধিকার তাহারও নাই।

—০—

ধর্ম্মমঙ্গলের গল্প।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(শ্রীব্রজসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়)

কর্পূর যোগাসনে ভক্তদের রাজসভায় লাউসেন খুব নাম করে নিয়েছেন। তিনিও নাজেহাল করে সভায় উপস্থিত। লাউসেন তাঁকে দেখেই ভূমি গ্রহণ করলেন। তারপর রাজার সঙ্গে পরিচয় হয়, রাজা ছুটে তাঁকে সিংহাসনের বামপাশে বসিতে দেন। তারপর কাজে ব্রতের সকল বিবরণ আদায় করে রাজকোষ দান, আর রাজার পরিবার আছে করে বসে নানা গল্প নানা কথার আলোচনা হচ্ছে। কর্পূর করে মহিলা ছেড়ে দেন, বাড়ীর জন্য, বাস বাড়ের জন্য লাউসেন, কর্পূরের মন ভেমন করে। এমনিব রাজা গল্প করে অন্তঃপুরে লাউসেন রাজার "মহারাজ, জিতে ফিরি, আমরা এখনই যেতে যাব।" রাজা বলেন "সেকি! সন্ধ্যাবেলা আজ—"সে হয় না।"

মহারাজ মুখখানি ভার করে বল্লেন—"আচ্ছা, ছেলেদের বাড়ীর ঘর দোর সব ঠিক হয়েছে, কি রকম, আমায় বল।" অমনি খাওয়াখাওয়ি, উপরোধ, অনুরোধ, খেয়ে যাওয়া যাওয়া হলো। লাটসাহেব বল্লেন "আপনাদের মেয়ে ইস্কুলে যেতে যাবে, তাদের চড়বার জন্য কিছু।" লাটসাহেব আশ্বাসন দেলেন। নানা নানা ঘোড়া দেখা; লাল, কালো, সাদা, বাঁদর, ছোট, বড়—নানা রকমের ঘোড়া। লাটসাহেব দেখেই চালেন,—পছন্দ আর হয় না। আমাদের এক ছোকরা একটা সাদা ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঘোড়া আর তার কাছে যায় না, অনেক সন্ধানান্তে সে আসতে পেরেছে। লাটসাহেব দেখেই ঘোড়া আরোহণে ছেড়ে উঠলেন, লাটসাহেব এগিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ে হাত দিলেন। সকলে লোক দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখে ঘোড়ার বাঁধি খুলে লাটসাহেব তার পিঠে উঠবার যোগাড় করলেন সবাই ভয়ে দুই দিলে,—ঘোড়া বল্লে—"লাটসাহেব, আমার ঘাড় ভাঙ্গিবার পাবে। সুখে সুখে আমি তোমায় বহন।" লাটসাহেব বল্লেন—"এখানে তোমা থেকে এলেম" অধিনায়ক বল্লে—"তোমারই জন্য পৃথিবীতে তন্ত্র নিয়েছি।" ঘোড়া নিয়ে লাটসাহেব সভায় এলেন, সকলের সাম্নে ঘোড়ার গুণ ব্যক্ত করলেন। চোকের পলক না ফেলতে ঘোড়া উধাও, কোথায় গেল কেউ জানে না। সভাসুদ্ধ লোক হায় হায় করে উঠ্‌ল। রাজা ভয়ে, ভাবনায় অধির। মন্ত্রীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসেন আর চোখ টিপে টিপে কথা কয়ে ওঠেন লাটসাহেব শুনতে পান।

এইবার ফেরবার পালা। রাজা, রাণীর পায়ের ধুলো নিয়ে দুই ভাই ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেন, কর্ণধির ভয় লাটসাহেবের ঘোড়াকে অনেক আগে চলতে দিলেন। ঘোড়ার লোক সঙ্গের দুজনে ছেড়ে দিল, রাজার লোক-পিছে ফিরায় দিলে। রাজধানী ছাড়িয়ে বনের মধ্যে গেলে ঘোড়া বল্লে একজন চোরের মতে দেখা। সেই সময় পাখী ডাক দেওয়ার পাখী থেকে একটী পালক তুলে নিয়ে গেলেন, তাতে এক ফুঁ দিলে সেই পাখীটাকে খাবার জন্য থেকে বাহিরে বেরে, তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া নিয়ে লাটসাহেব তার ডাক শুনে আসে, তাকে দিয়ে আসান করলেন। কর্ণধির বল্লেন—যে বড় গরীব, দান করুন—তার দান, পিতামহ পৈতৃক রাজার রাজত্ব করছে, এমন আর দেখে পড়াই হয় না, রাজার তাই আর ভাব নেই না। রাজার সঙ্গে বেশী ঘোরে না, সেই জন্য ঘোরে না, লাটসাহেব তাকে রাজত্ব দেবের করতে যে রাজা খুসী। বাড়ী গিয়ে তোমরীর কাজ সব করে।

—০○০—

আরঙ্গজীবের শেষজীবন

[অন্য হয়]

আরঙ্গজীবের জীবনের শেষ অবস্থা পরিচয়ের হয়ে গেছে বেরবার সময়ে। চিরজীবন যিনি আমরা মনে আসনার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, মুহূর্তের জন্য নিজের উপরে যিনি আস্থাহীন হন নাই সেই আরঙ্গজীবের শেষ জীবন আমাদের মনকে দুঃখাভিভূত করিয়া তোলে। আরঙ্গজীবের সমসাময়িক একটি সম্রাট দুই একজনের ছাড়া, যিনি জীবনের শেষ ভাগ অন্যায় অত্যাচারে কাটাইয়াছিলেন। অপরিসর দুঃখ বিস্তারে বক্ষঃকোষ দুঃখ ও যোগের শৈত্য প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল

যৌবন সম্রাট সাজাহানের অধিক্ষয় দশা কি হইয়াছিল তাহা সকল পাঠকের সুবিদিত। আবার আরঙ্গজীবের দশাও ঠিক তাহাই হয়। দুঃখ ভোগে তাঁহার গভীর অনুরাগ

আরিয়াছিলেন। তিনি নীর পিতার প্রতি যে আচরণ করিয়াছিলেন তাহার পুত্রেরা পরে আবার তাঁহার প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করে এই ভয়ে সলীম এত ব্যতিব্যস্ত।

আবদুলীয়ের পত্নী বিলাস বাহুবেগমের গর্ভে ফরীদুন হন জেরবিলাস, আমির ও মহম্মদ আশ্বাসের জন্ম হয়। বাহুবেগমের ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। অপর পত্নী গুলরুখ বাইয়ের গর্ভে গুলরুখ ও মুরাদিয়ের জন্ম হয়। সম্রাটের তিন জন উপপত্নী ছিলেন,- নীরাবাঈ, আসফখানী ও উদয়পুরী। মৃত্যু সময়ে সম্রাটের হিন্দুস্থ ছিলেন উদয়পুরী—ইনারই গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। উদয়পুরী সম্রাটের মৃত্যুর উপপত্নী ছিলেন,—তাঁহার মৃত্যুর সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

সম্রাটের শেষ পুত্র মুরাদের মহম্মদ পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্ব অবস্থায় ও পুত্রের সম্মুখে যাইতে সাহস করেন নাই। পরিবর্তে তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন কিন্তু আবদুলীয় তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। বন্দী অবস্থায় মুরাদের মৃত্যু হইল, ১৬৫৬)

দ্বিতীয় পুত্র মুরাদিয় (নাম আলম) ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সম্রাটের চতুর্থ পুত্র মহম্মদ আকবর খুব প্রতাপশালী ছিলেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার বিরুদ্ধে বাড়িয়া যাইবার চেষ্টা করেন। আবদুলীয়ের আদেশে তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হয়। অন্ধ হইয়াও তিনি ৩০ বৎসর নিষ্ঠাবী সহিত কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। তিনিই আকবর কলেজ (১৬৮১)। কিন্তু দুর্ভাগ্য আবদুলীয় বুদ্ধি বাহাদুরি সেই সময় তৈমুর রাজবংশের সমাধান করিলেন। আকবর প্রথমে শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর পরাজয় করিলেন। ১৬৫৩ খৃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার আবদুলীয় সম্রাট বিরুদ্ধে তীব্র ধরিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার অন্তরঙ্গে লিখিত বাক্য হইতে পাওয়া যায়। একটী পত্রে সম্রাট লেখেন,"অন্তর আকবর- তুমি আমার দ্বিতীয় পুত্র। তুমি আমার এত- নিকটের যে আমার হৃদয়ের অংশ বলিলেও হয়। ঈশ্বর সাক্ষী আমি তোমাকে তোমার মত আইনের অনেক ভালবাসি।

আর এক পত্রে সম্রাট লিখিয়াছিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে যাহা আমাকে পরাজিত করা উচিত। তোমার পিতাকে যে মন্ত্র ভুলাইয়াছে—তুমি তার সঙ্গে সঙ্গেই করিয়া পুত্রের কাজ কর। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তুমি কি ?"

কিন্তু মহম্মদ আকবর খুব চতুর। তিনি বেশ ভাল জানিতেন, "আপনি তৌমর ভালে পিতা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুন। বাড়াবাড়ি তাহার প্রকৃতি নয়। আপনার পক্ষে পুত্রের কর্তব্য তাহা যে কতদূর ভুলিয়াছেন তাহা বড়ই লজ্জার বিষয়। আপনি কি আপনার পিতার প্রতি কর্তব্য করিয়াছিলেন ? আপনার পুত্রের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার আশা করেন কোন হিসাবে ? যে উদ্দেশ্য নিয়া কি তাহা হিসাব পালন করেন নাই ?"

৮

পত্নীর প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিতেছিল। আবদুলীয় আকবর হইতে বঞ্চিত হইয়া ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের ২২ মার্চ আজমীরে পৌঁছিলেন। পর বৎসরের ১৩ই নভেম্বর তিনি অন্তর্ধান করেন। তাহাকে পরিত্যাগ তিনি আজমীর হইতে বিদিতে পারেন নাই। জীবনের শেষ ১৪ বৎসর এখানেই কাটিয়াছিল।

আবদুলীয়ের রাজিসাসন সম্বন্ধীয় কালে যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তাহা এই,-

(ক) মেবারের রানা যার যোধপুরের বশীভূত হইলে (১৪ সেপ্টেম্বর ১৬৮০) বিজাপুর রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এবার সঙ্গে আবদুলীয়, পুত্র আজিম ও সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ জাহান-বাহাদুর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

(খ) ১৬৮১ খৃ অব্দের সেপ্টেম্বরে গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। গোলকুণ্ডার রাজা আবুল হাসান (অবশেষের রাজধানি আলির মত) বন্দী ও কারারুদ্ধ। ইহাতে বন্দী হন হইল।

(গ) পরবর্তীকে অন্যান্যদের [illegible] করা হয়। তাঁহার পুত্র সাত রোপেয়ের ভাগী হইলেন (১৭৮০)।

কিন্তু যে সময়ে সম্রাট বাদশাহের বিরোধী হইয়াছিলেন সেই সময় উভয় রাজ্যের বিরোধের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। উভয় রাজ্যের প্রজা অসন্তোষ হইয়াছিল। নিজে নিজ সাহিত্য, সম্পত্তি ও লোক পাইয়াছিল, এখন কি বাদশাহের পুত্র! উভয় রাজ্যের মধ্যে শুধু বাদশাহের মুদ্রিতমুদ্রা ও বিনয় পত্র রাজস্ব পাঠাইতেন। তাহাতেই বাদশাহের নাম লিখিত হইত।

এই সময় দেখে যে তখন বিদেশের প্রজার [illegible] তাহাতে বোঝা যায় যে মোগল সাম্রাজ্য আর বেশীদিন টিকিবে না। আরঙ্গজীব এই সব বিদ্রোহীদের পরাজিত করিলেন কিন্তু তাহাদের মনোভাব কিছুতেই পরিবর্তিত করিতে পারিলেন না। সম্রাটের মৃত্যু তখন ঠিক ভাবে লাভ করাই হয় হইল। সে সব মৃত্যু তখনের কথা অবশ্যই মাত্র হইল।

মৃত্যু সময়ে সম্রাট বহু মৃত্যু করিয়াছিলেন. ১৬৯৮ খৃঃ তাঁহার বয়স একাশী। তিনি সাতাশী বর্ষ আরোগ্য করেন। জীবনের শেষ ভাগ এই কাজেই ব্যাপৃত হইয়াছিল। বাদশাহীতে সঙ্গে সাম্রাজ্যের মৃত্যু করিতে তাঁহার অবশিষ্ট রোগমান হইতে পারিল। [illegible] মাত্র ভাগ, অবশ্য ও অবশ্যক হইয়া পড়ে। রোগাধিকারে সকলের বিরোধী হইয়া পড়ে—রোগ, প্রজাবর্গ, বিরোধ ভয়, পরাজয় ও মরণ মৃত্যুর ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। ইহাদের সহিত করিবার জন্য সম্রাটের অস্ত্রাঘাত পরিচয় করিতে হইত।

এই সময়ে তিনি অধিকার মৃত্যুধিকার করিতে থাকেন। কয়েক পরিচ্ছদের সঙ্গে তাঁহার কয়েক বৎসরের মধ্যে সাংঘাতিক পীড়া হইল। সকলে হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু আরঙ্গজীব যে যাত্রা [illegible] হাত হইতে রক্ষা পাইলেন ও বিজাপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। (১৭০৫ খৃঃ অব্দের ৮ ডিসেম্বর) এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তিনি আহমদনগরে পৌঁছিলেন। (২০ ফেব্রুয়ারী ১৭০৬)। সেখান হইতে আর ফিরিতে হইল না। [ক্রমশঃ]

০⊂০

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়।

(শ্রীযুক্ত অরুণা দেবী)

যাদব যখন পৃথিবীতে অবতরণ করে তখন তার সঙ্গে যাত্রা আনাই ভাগি হইয়া ছিল, যাদবের বিরোধ [illegible] মৃত্যুমাত্র। তাহাদের [illegible] [illegible] তার এই ভাগ [illegible] বিরোধীদের খানি করিয়া যাদবের যাত্রা করিবার পরি করিতে হইল।

যা-বাপকে যাদব করিবার যদি প্রথমে [illegible] অনুভব করে, তথাপি তার পাওনা শুধুই হইবারে পৌঁছে বড় বয়ে। প্রথমতঃ ঐ [illegible] মৃত্যুমাত্র [illegible] তাদের পরিচয় দরিদ্র। যাদবের নিজিবেদের [illegible] স্নেহশীল হৃদয়ের সঙ্গে তার [illegible] সংসার পথে চলিতে চলিতে আমরা প্রথম কতকগুলি অন্তরের সংঘাত আসিল ও অযাচিত ভাবে এমন অন্তরঙ্গতার ছোঁয়াচ লাগ করিয়া ফেলি, যাহার মূলে শুধু যাদবের [illegible] মাত্রাতিরেকের পরিচয় মূলমাত্র আসিতে পারা যায়। কথা বাহুল্য এমন ক্ষেত্রে করিবার যোগ্যতা ও শক্তি যাদব সম্বন্ধেই থাকে না। একমাত্র উপায় ও মূল অন্তরঙ্গতার অধিকারী তিন সকলে আসন করিতে [illegible] পারে। আমরাও এরকে লোকে সব করিয়া ফেলে। "বস্তুতঃ দুইবার" এ যত সকল মন্ত্র নয়।

আমার [illegible] সমস্ত মনে এইরূপ বিস্ময়ের ও অন্তরঙ্গতার [illegible] ঘটিয়াছে। আজ কথা আমার পরিত্রাতা পিতৃপিতামহগণের পুণ্যশ্লোক

তাঁদের প্রতি যে শ্রীতি ও শ্রদ্ধাবান্ মহীয়সী আমার মত ক্ষুদ্রকেও তাঁদের স্নেহসিক্ত করুণায় বড় আপনার করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁদের স্নেহাকাঙ্ক্ষা মহাপ্রাণতায় তাঁহাকেও আজকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেখিয়া নারী জীবনের পক্ষে একান্ত ঘোরতরীয় > সকল অসাধারণ মহাপুরুষদের 'মাতৃ সরবী' প্রভৃতির পুনঃপুনঃ পৌনঃপুনিক করিয়া তুলিয়াছেন। "মহাপুরুষ জননী" এই সমাসটির সম্বন্ধে অনেক সময়ই আমার কোন বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু হওয়ার আগে বলিয়া আমার মনে হয় না। তাই আমি এ সম্বন্ধে আমার সঙ্কোচ গোপন করিয়া চলিয়াছি।

পণ্ডিতরাজ রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধেও তাঁহার মহাপ্রাণ আমার খুব ছিলেন। তিনি আমার কতখানি স্নেহ করিতেন তাহা আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহাদের দুজনের যে তার সুখের সহিত অসঙ্গতিটী। তাঁর তাঁর অনুযোগিত চিত্রিয়োগের আমার একান্ত শোকসন্তপ্ত ও ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। আমার পক্ষে শুধুই স্নেহের একটী নারী স্নেহের অভাব হইল তাহা নয়। আমি যে আজ একটী সন্তান হারা হইলাম।

তিনি যে আমার 'মা' ছিলেন, এ কথা কিছুই বিচিত্র নয়। আমাদের দেশে সকল পুরুষই "সকলের মাতৃবৎ" দেখিয়া থাকেন ও পরিচিতা বা অপরিচিতা নারী মাত্রকেই মাতৃ সম্বোধন করেন। কিন্তু আমার পক্ষে এই একান্ত স্নেহশীল সন্তানের ও পূজনীয় আমার কৃষ্ণ সন্তানের মাতৃ সম্বোধনের ঐকান্তিকতা আমি দেখিয়াছি বলে 'মা' ছাড়া তুমি নিজের সম্বোধন দেখিতে পাওয়া যায় না। সে তাঁর কৃষ্ণকে যাই বলুক বা তাঁরা যে তাঁর প্রকৃত স্নেহোপাধির ও গ্রাম চালা সম্বোধন তাহারও প্রধান তাঁহার নিজের পত্রে প্রতি ছত্রে ছত্রে স্নেহোপাধির রহিয়াছে। পরে তিনি আমার জীবনের ও মরণের কাজে কলাপের প্রভৃতি নিজের মতের পক্ষ নির্দ্দিষ্ট একা 'স্নেহময়' জানাইতে একান্ত তাঁর পরিচয় ও মুক্তির ইহা পড়িয়া আমি তাঁর প্রতিনিধি জানাই, তাহাতে তিনি তার উত্তরে লেখেন—"মা! এ পক্ষ কি তুমি শুধু একটী পক্ষ মাত্র হয়ে ওর? যাতে তুমি যা বলিব মনের মতো বাধিব তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়ো এর অনেক ছোট। তা ছাড়িলে কি 'মা' বলা চলে? যা তিনি তিনি যা। তাঁর জাতি মোর ধরা দিলে এ সংসার বিষ কোথায়? শুধু তুমি কেন আমি জগতের সকল নারীকেই এই ভাবে দেখি ও অতি নীচ জাতীয়া নারীকে প্রথম প্রণাম করিয়া থাকি। কারণ তাঁরা সকলেই জগজ্জননীর অংশসম্ভূতা—মা।"

যাঁরা যাঁরা রামেন্দ্র জানী যাঁরা হারাইল, তাহাদের পরিতাপ আমি করিতে যাইব না। তাঁর পাণ্ডিত্যের অনাদর, তাঁর স্নেহশিক্ষা অবজ্ঞাকারক, তাঁর পরিপন্থি কথোপকথন, স্নেহশীলতা অভাবের প্রতি তীব্রবিদ্বেষ ও তাহার প্রতিবাদ অনেক পত্রিকই তাঁহার ছিল। সে সকল পত্রি ও গুণের বিচার করিতেও আমি যাইব না কারণ নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি লইয়া মহতের মহত্বের সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়। আর সংসারে এই দুইজনই স্নেহাকাঙ্ক্ষী, সে সংসার বন্ধির করিয়া কোনই লাভ নাই। আমি শুধু আজ আমার নিজের অন্তিমের অন্তিম নিকটাই দেখিতেছি ও তাহারই হিসাব করিতে বসিয়া আমার শোকক্লান্ত অন্তরকে আমার নূতন করিয়া সন্তাপিত করিতেছে। পিতৃহীনার যেন দুঃখ তিনি পরীর যেন ও ঐকান্তিক আদরে কখনো বিন্দু করিয়া সেই অভাবের দিনে যে সকল সহানুভূতি ও সুমধুর সান্ত্বনায় আমার বিশ্ব জগতে বর্ষণ করিয়াছিলেন সে পুণি যেন কোন দিনই আমার পক্ষে ফুরাইবার নয় নয়।

আজ আমার অন্তরিক অন্তরের পূজা নিবেদন ও ঐকান্তিক প্রণাম তাঁহার আমার উদ্দেশে জগতের সহিতই প্রণাম করিলাম। কুল কলিল জীবনের শেষ সময়ে তাঁর কাছে আসিয়া একবার শেষ দেখা দেখিতে ও শেষ আশীর্ব্বাদটুকু গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বলিতে পারিলাম না যে তোমার যা করবার তোমারা নইল যেন যাইতে পারি।

—০—

সাপ্তাহিক সংবাদ

কে-সরকারী বিদ্যালয়ের অধিকার—বিগত ১১ই ও ১২ই আশ্বিন তারিখে অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মাননীয় মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের নিকট বাঙ্গালার বেসরকারী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের একটী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে অনেক স্থান হইতে অনেক প্রধান শিক্ষক ও সহকারী-শিক্ষকের সমাগম হইয়াছিল। কাজের কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালাপ্রসন্ন সিংহ, প্রবীণ উকীল ও উক্ত কলেজের প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত মধুরানাথ মৈত্র, সদর দেওয়ানিআদালত অভিনায় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু, সরকারী উকীল ও ঈসান স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলীকান্ত সেন, 'ফরিদপুর হিতৈষিণী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মধুসূদন প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ও গণ্য ব্যক্তি এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি তারা উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার বি, এ, বি, টি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত মতিলীকান্ত সেন প্রভৃতি শিক্ষকগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করেন। পরবর্তী দিবস সকালে আরও আট ঘটিকার সময় বিষয় নির্ব্বাচনী সভা বসে এবং অপরাহ্ণ তিনটার সময় সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয় সম্মেলনের যেসব ইতিবৃত্তান্ত, সমবায়ব্যাঙ্ক, বিদ্যালয়প্রাঙ্গণ মধ্যবিত্ত সাহায্যভাণ্ডার স্থাপন অধিবেশনের স্থায়ী অধিবেশনের প্রস্তাব করেন, তাহা আশুতোষ চৌধুরী ও প্রাণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। সম্মিলন সভাপতি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভায় উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। ফলে "ফরিদপুর শিক্ষক সমিতি" গঠিত হয় ও তাহার নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হয়। কে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকদিগের উপকারার্থে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড স্থাপন, বিনা বেতনে ব্রাহ্মণদিগের সন্তানগণের শিক্ষা লাভের অধিকার প্রদান, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষের স্থানে স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রদের কার্য্যের প্রেরণা ও শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠাদির ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে মতামত গৃহীত হইয়াছে। (ঢাকা প্রকাশ)

বর্দ্ধমান-কাটোয়া মহকুমার এলাকাধীন সাঁতাপাড়া একখানি সওদাগর। এই গ্রামে শ্রীনাথ সাহার বাস। শ্রীনাথ সাহার গৃহে সম্প্রতি দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা হইল আরম্ভ। তাহার পঞ্চমবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ সাহ মারক পুত্র আছে এবং ঐ পুত্রের পুত্র সন্তানাদিও বর্ত্তমান। প্রথম পক্ষের পরিবারের মৃত্যুর পর শ্রীনাথ সাহা বিবাহ করিয়াছে ও তাহার দ্বিতীয় পক্ষে ৩টী পুত্র ও একটি কন্যা আছে। শ্রীনাথ সাহার প্রথম পক্ষের পুত্র দুর্ভিক্ষের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায় সম্পত্তির অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে। দুর্ভিক্ষের পত্নী হিসাবে তাহার বিবাহের অংশ সম্বন্ধে গুরুতর বিবাদ আদালতে বিচারাধীন আছে। দুর্ভিক্ষের পক্ষে ঐ সম্পত্তির অংশ পাইল

হয় নাই। প্রেত বলিয়াছে যে, তাহার নিজের স্বামী তার আছে—স্বতরাং হাতে লিখে কেন লইবে? প্রেত ঔষধ পাল তাহার সম্মুখে সম্পত্তি তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ হরিসভাকে ও দুইভাগ বিতীয় পক্ষের দুই পুত্রকে লিখে দেয়া হইয়াছে। যে বিতীয় পক্ষের পরিবারকে কিছু দেয় নাই—তাহার পুত্রের উপরও উক্ত পক্ষের পুত্রদিগের ভার করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। তাহারও ইচ্ছা করিলে অন্যত্র যাইতে পারেন। গয়াধামে এই পার্টির ফ্রেম হইবে ও ফোর্ড হইবে।—প্রেস।

অকেজো মজাদীর সংখ্যা—বাঙ্গালায় অকেজো লোক-সংখ্যা ১৩৩১৩৩ জন। তন্মধ্যে উন্মাদ ১৬৮৩৩ জন, অন্ধ ৩১৮৩ জন, অন্ধ ৩৩৩৬ জন এবং কুষ্ঠরোগী ৫১৪৭ জন।

ছাত্রদিগের রাত্রিকালীন শিক্ষা।—সম্প্রতি কলিকাতার বিদ্যালয় ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে তাঁহারা ছাত্রদিগের রাত্রিকালীন শিক্ষা, পাঠ ও তাহার পরীক্ষার সম্বন্ধে মতামত করিয়া উহা তাঁহাদের দ্বারা সমাজের যথেষ্ট উপকারসাধন করার প্রস্তাব করিয়াছেন। সম্প্রতি সিন্ডিকেটের এক সভায় স্থির হয় যে, নিম্নের সভ্য মহাশয় নিযুক্ত এবং অভিভাবক উপর, তাঁহাদিগের ঐ সভার সভ্যের মতামত ও রিপোর্ট করিবার ভার অর্পণ করা হইবে।

ফাল্গুন মাস, মঘা ও উপাধি পরীক্ষা সম্বন্ধে আগামী ৩১শে মাঘ, ৭ই ফাল্গুন এবং ১২ই—১৪ই ফাল্গুন গৃহীত হইবে। এই সেই নিয়ম তাহার পূর্বে আবেদন করিতে হইবে।

সমাজের উপর দৌরাত্ম্য।—ইলিত নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ একটি ৮ বৎসরের বালিকা স্কুলে তাহার শিক্ষকের নিকট বলে যে, সে একখানি কটি চুরি করায় তাহার মাতা তাহার পিতার নিকট বলে, পরে সেই নিয়া তাহাকে খুব মেরেছে। পরিবার খুব বা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া বিদ্যালয়ের সম্পাদী পুলিসে সংবাদ দেন। ডেপুটী পুলিস কমিশনারের আদেশক্রমে ইন্সিপেক্টর যাইয়া ও পিতাকে পুলিস প্রেরণ করে, পরে তাহারা জামিনে খালাস পাইয়াছে।

অর্থের অপব্যবহার দোষ—পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ মহাশয়দের দোষের প্রতিবিধানকল্পে বেঙ্গলবিল খোলা হইয়াছে। তাহার কোষাধ্যক্ষের জানাইতেছেন যে, উহার এপর্যন্ত মোট ৫৩০০৲ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চলোকনাথ ও ৺ভাগবতীর মুখোপাধ্যায় ২৫০৲ টাকা দান করিয়া থাকেন। কলীই ইহার অন্য করিয়া থাকেন।

মাদ্রাজে বন্যা—মাদ্রাজের বন্যার ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে সংবাদপত্র লিখিতে গিয়া মাদ্রাজের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে বন্যায় অবশ্যই, মোট জমি, গবাদি পশুর খাদ্য এবং কৃষির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ওয়ালাজ তালুকে ২২ হাজার একর জমির ধান নষ্ট হইয়াছে, তাঞ্জোরে ৪ হাজার একর ও ত্রিচিনোপলীতে ৩ হাজার একর ধানি পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঞ্জোরে ১০ হাজার কামান পড় জমিয়া গিয়াছে এবং ত্রিচিনোপলী, ও মাদুরায় যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৭ হাজার একর কৃষির পড় একেবারে নোকসান হইয়াছে।

হিন্দু অনাথ আশ্রম—গত বৎসর আষাঢ় মাসিকে হিন্দু অনাথাশ্রমের একটি সভা হইয়া উহাতে হিন্দু অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সভার উক্ত আশ্রমের নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্তাগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—বাবু মদনমোহন বর্ম্মন, প্রেসিডেন্ট, বাবু তুলসীচরণ গোস্বামী, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

এডুকেশনগেজেট

সর্ব্বত্র সমবেক্ষ্যন্তে নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষঃ। শ্রুতিপ্রমাণাদেতস্য নিত্যং যদ্যপি নিত্যতে হৈ॥
সর্ব্বেষ্টয়ঃ সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥
আমরা যদি ধরা সমাজ ভদ্র আলোক পথে পথে। ইথে শ্রেয়োঽধিকারীরা কিসের জ্ঞানলক্ষণ॥

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ১০ই আশ্বিন ১২৮১, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮ [২]

বর্ত্তমানে বিদ্যালয় কর্ত্তৃক শিক্ষক নিম্নলিখিত রূপে নিযুক্ত আছে।

১৮৯০.০১	৯৫ ৬১৮ ১২,৫০০৲
	৯৫ ২১৯ ৫০০৲
	৫,০০০৲
	৯৫ ১,৫০০৲
	৯৫ ১২৩৪ ১২,৫০০৲
	৯৫ ৪৪৪৩ ৩,৫০০৲
	৯৫ ৪৪৪৫ ৪১,০০০৲
	৯৫ ৫৪৫২ ১,০০০৲
	৯৫ ১৩৮৭৪৪ ১,৪০০৲
	৯৫ ৪৪৫১ ২৩,০০০৲
	৯৫ ১৮৩৫১৪ ২,০০০৲
	৯৫ ২৯১৮৮৩ ৮,০০০৲
	৯৫ ৯৮১৩৯১ ১৪,০০০৲
	৯৫ ৩৮৩৩৫৪ ৩৯৯৯৯ ৩৯৯৯৯৲
	৯৫ ১১১৯,১৮৪ ১০০৯৯৯ ১০,০০০৲
	মোট ৩,৪৪,০০০৲

১৮৯০ সালে পরিশোধ্য ৫০ কুড়ি ডলারের কুড়ি ১৫ মার্চের

শকলক্ষ ৫০ আমেরিকা, ফ্রমান্স ডলারের ১০০

আলীবাই ডলস্

১লা আশ্বিন ১৮৯১

শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়—সভাপতি
শ্রীনবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—সেক্রেটরী

—০(৩)০—

জোড়াসাঁকো সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদিকাগণ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রী বালু বিদ্যালয়ের কথা তাঁহার অধিকারিত বৃত্ত আমরা আমাদের পাঠকগণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে আমরা আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। এখন আমরা আমাদের পাঠিকাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং এই সুযোগে আমাদের অসম্পূর্ণ কার্য্যের কিছু পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সকল বিদ্যালয়ের পরিচয় দিতে পারা যায় না। সুতরাং আমরা কয়েকটি বিদ্যালয়ের পরিচয় দিব। সুপ্রসিদ্ধ ৺দুর্গামোহন দাসের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রথমে আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্নীগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব।

এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রথম সংখ্যায় ১২৮ বিডনস্ট্রীট নিবাসী ৺দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি। তাহার পরে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্নীগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব।

৺দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্নীগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব।

৺দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্নীগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব। তাহার পরে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাগণের উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিব।

করিয়াছেন। এখনে প্রধান উদ্দেশ্য দাসত্বপ্রথার সহিত এবং এই বিষয়ের কথাটাই উহাতে সাধারণের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিবেন। এ দেশের লোক অধিক সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করিবার বিশেষ আবশ্যক জানিয়া। এ দেশের প্রায় সকলেরে উহা শিক্ষার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু নিজে বিশেষ বিদ্যার সহিত বক্তৃতা করিবার অভ্যাস উহা প্রথমে হইতে বেশি আবশ্যক বিশেষ হইবে এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল।

সাধারণ প্রেসবাদীদের উদ্দেশ্য উহাদের এবং সাধারণের বুঝাইতে হবে। প্রেসিডেন্সী প্রার্থনা অবশ্য থাকিবে যাহে সর্বদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। এদের যখন নিজ-অন্তর উহাদের কার্য হবি আরোপিত এরূপ ও হইতে অন্যান্যের উপরি হইয়াছেন। এরূপ যেরে অন্য কোন প্রার্থী দাঁড়াতে পারে নাই। সময়ে সময়ে উহার কেহ এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল যে সাধারণতন্ত্রের সাধারণভাবে ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অবশেষে তিনি কিন্তুতে পেরিয়ে দাঁড়াই পরে তিনি পুনরায় সুস্থাবের প্রস্তাবকারিকে পরাজিত করিয়া নিজে সভাপতি হইয়া কিন্তু প্রথমে সাধারণের কাছে নিজের ভাব বোঝেন।

কিন্তু এক হিসাবে এখনো সুধারণের উহার সভাপতির নিজেই পরাজিত হইয়াছেন। তিনি এই সুযোগের অন্তর দেশের কারণে নিজ খরিদ্র দূরে করেন যান—এখন অন্যান্যদের কথা শোনা আইন করেছেন যে বাধিয়াছিলেন। উক্ত সময় যার নিয়া করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে সব অধিকের কাছে সুধারণের ১৯ ভাগ, ৩৮ নিজেই সাধিয়াছিল তাহাই অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে ১৮ ভাগ, এ নিজেই যায় সব সাধিয়াছে। যে অসুস্থ প্রার্থনাটির বেশিরভাগ কথা আমেরিকার সকল সকল সংবাদী সমাজে হইয়াছিলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন

[পূর্বানুবৃত্তি]

[শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ]

আমাদের রিপাবলিকানদলীয় "হোয়াইট হাউসে" অধিষ্ঠিত হইলেন। এই প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লবের আমার। প্রেসিডেন্ট-হোয়াইটকালে সমস্ত সমস্ত সভাবাদী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। তাহাদের এই অভিনন্দিত আনন্দোল্লাস উহাকে স্পর্শ করিয়াছিল—তিনি বুঝিয়াছিলেন অনেক সমস্ত সভাবাদী এই বলিতেছে যে, এতদিনে সভাবাদী দলের আমাদের অবসান হইল, তখন আমার সাধনা হইবেই হইবে।

তাঁহার অভিনন্দন নিমন্ত্রণে তিনি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন রাজনৈতিক কর্মকর্তৃত্ব, তত্ত্ব সুধারণ, সৈন্যবিভাগ প্রভৃতি, আলোচনা নাই, তখন নাই। এক মধু উহাকে বলিলেন "এ অবস্থায় আপনি অভিনন্দন কি করিয়া" তদুত্তরে উহাকে তিনি বলিলেন—"অবশ্য নাই আছে, কিন্তু আমার প্রেসবাদীর বিশ্বাসের আছে।" সুধারণ অভিনন্দন অভিনন্দনের মধ্যে ছিলেন—সেই কারণ উহাকে প্রস্তুত করিবার জন্যই তিনি নিজাবাসে প্রেসবাদে প্রথম অভিনন্দন করিয়াছিলেন, নিজে ইহাতে নিজেদের এ ভাবে সংবাদে অনুরোধ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, "নিজ হইতে মুক্ত অভিনন্দন আমার চাহি না। তবে যাহারা আমাদের এই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিনাশসাধন করিতেছে, তাহারা বিদ্রোহী, —বিদ্রোহদমন করিতে আমরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিব।" তিনি দেশের বিরুদ্ধে এক সৈনিকের প্রার্থনা করিলেন।

সেনানীদের মাঝখান দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, তাঁহার বুদ্ধিমান শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু শিখিয়া লইয়াছে, যাহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার যে কৌশল শিখাইয়াছিলেন, তাহা তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। তাই তিনি বিদায়ের পূর্ব্বদিনের অপরাহ্ণে তাহাদিগকে একত্র করিয়া সেই কৌশল সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। তাহার পর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে যে কৌশল শিখাইয়াছি, তাহা তোমরা ভুলিয়া যাও নাই, ইহা দেখিয়া আমি বড় সুখী হইলাম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে যে কৌশল শিখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর কৌশল আছে। আমি তোমাদিগকে সেই কৌশল শিখাইতে চাহি। তোমরা কি তাহা শিখিতে চাও?"

সৈনিকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই চাই।"

তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া নগরের বাহিরে আসিলেন। তাহার পর তিনি তাহাদিগকে লইয়া একটি বৃহৎ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই বৃক্ষটি অতি প্রাচীন। তাহার শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছে। তাহার তলদেশ অতি নিবিড় ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। সেই বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া পড়। আমি তোমাদিগকে যে কৌশল শিখাইব, তাহা তোমরা এই বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া শিখিবে।"

সৈনিকেরা তাঁহার আদেশ পালন করিল। তাহারা বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া পড়িল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া আমার কথা শুনিতে থাক। আমি তোমাদিগকে যে কৌশল শিখাইব, তাহা তোমরা ভুলিয়া যাইও না। তাহা ভুলিয়া গেলে তোমাদের মঙ্গল নাই। তোমরা যদি সেই কৌশল ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

তিনি তাহাদিগকে যে কৌশল শিখাইলেন, তাহা অতি সহজ। তাহা এই—"তোমরা কখনও কাহারও সহিত বিবাদ করিও না। কেহ তোমাদিগকে আঘাত করিলে তোমরা তাহার প্রতিশোধ লইও না। কেহ তোমাদিগকে গালি দিলে তোমরা তাহার উত্তরে গালি দিও না। কেহ তোমাদিগকে অভিশাপ দিলে তোমরা তাহার উত্তরে অভিশাপ দিও না। কেহ তোমাদিগকে প্রহার করিলে তোমরা তাহার প্রতিশোধ লইও না। কেহ তোমাদিগকে অপমান করিলে তোমরা তাহার প্রতিশোধ লইও না। কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইলে তোমরা তাহাকে ভয় দেখাইও না। কেহ তোমাদিগকে ভর্ৎসনা করিলে তোমরা তাহাকে ভর্ৎসনা করিও না। কেহ তোমাদিগকে উপহাস করিলে তোমরা তাহাকে উপহাস করিও না। কেহ তোমাদিগকে ঘৃণা করিলে তোমরা তাহাকে ঘৃণা করিও না। কেহ তোমাদিগকে বিদ্রূপ করিলে তোমরা তাহাকে বিদ্রূপ করিও না। কেহ তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে তোমরা তাহাকে অবজ্ঞা করিও না। কেহ তোমাদিগকে অপমান করিলে তোমরা তাহাকে অপমান করিও না। কেহ তোমাদিগকে অপমান করিলে তোমরা তাহাকে অপমান করিও না।"

এইরূপ তাঁহার উপদেশের শেষ নাই। তখন তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তিনি বলিলেন যে, তুলনায় অর্থের ব্যবহারে অধিক আনন্দ লাভ করা যায়। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কি আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবীর এক অতি প্রাচীন প্রদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল এক ক্ষুদ্রতর দলকে আক্রমণ করিল। আক্রমণকারী সৈন্যদলের সঙ্গে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে পারিবে না। আক্রমণকারী সৈন্যদল যখন গ্রামে গ্রামে এই ঘোষণা করিতে করিতে আসিল, তখন তাহার বিরুদ্ধে কোন দলের সৈন্য যুদ্ধ করিতে চাহিল না। তাহারা নিরস্ত্র হইয়া আক্রমণকারী সৈন্যদলকে তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে দিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এই ঘোষণা করিতে করিতে আক্রমণকারী সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল। সারা পৃথিবীর লোকের মনে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয় ছিল। সেই ভয় দূর হইয়া গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই কীর্ত্তি অভূতপূর্ব্ব ঘটিল।

এই ঘোষণা পত্র যখন শত্রুদেশে পৌঁছিল, তখন তাহা পড়িয়া তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার পর তাহারা স্থির করিল যে, তাহারা আক্রমণকারী সৈন্যদলকে বাধা দিবে না। তাহারা তাহাদিগকে তাহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দিবে

যায়। কিন্তু কতক দেখে আমার তাঁহাকে সেই সময় নির্দ্দোষ করিয়া সমাধিস্থ করিব। ইহাতে পাঠিকাগণ ভাবিবেন, এই উপন্যাস লিখক বাজারের গল্প করিতে কিন্তু আজগুবীর হলে তাঁহার জীবনের অবতারণা করে। হইল।

২০ তাঁহার পরিচিত জীবন বড়ই সাধিক, কিন্তু পরিচয়প্রার্থী পাঠক মহাশয়েরা বাজারের গল্প যে বড় আদর পাইবেন, তাহা বড় অবশ্যই বলিতে হয়। এই সময় দেশপ্রসাদ দেশের অবস্থার চিন্তাতীত, অর্থাৎ ঘরের বাহির হন নাই। উচ্চ শ্রীর সকলেই প্রতিবেশীর সহিত সমান ভাবে থাকিত। রাজনীতি প্রসঙ্গের আলোচনা যদি কোনকালে হইত ও তাহা আসিয়া পড়িত, তবে সকলে একত্র হইয়া সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এই অবসরে তাঁহার অধিকাংশ বাল্য চিঠিপত্রের যাহা আসিয়া জমা হইত, তাহা বিশ্লেষ হইতে বিষয় কোনটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজে পড়িতেন ও সেক্রেটারীকে সেই সমস্ত আদেশ দিতেন। এই চিঠি পত্রের মধ্যে কোন কোন চিঠি তাৎক্ষণিকভাবে হইত—কিন্তু তাহা হইলেও তাহার ও বিষয়ে কোনরকম আলস্য দেখা যাইত না। প্রতি ডাকবারে ও বন্দোবস্তমতেই তার পরিবারের সমাধান হইত, অন্যথায়ে সম্পর্কে প্রার্থীদিগের অধিক মাত্রায় অধিকেন। বর্ষাকালে তাঁহার উপর কাটিয়া যাইত। উহাদের জন্য তাঁর আমা কোনই চাকুরীর উদ্দেশে—তিনি তাঁহাদের বক্তব্য ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়া সমাধান দিতেন। তাঁহার মধ্যে ছিল তাঁহার এক বলিবার শক্তি যে, যে ব্যক্তির আবেদন অগ্রাহ্য হইল, সেও খুসী হইয়া ফিরিত। বৈকালে পরীক্ষার তিনি বন্ধুর ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সেখানে কোন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে যাইত না। সন্ধ্যার পর আমার আসিয়া আহার হইত ও কোন কোন দিন রাত্রি পর্য্যন্ত কথা সিদ্ধিত না। তিনি এখানেও বলিয়াই আসিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়া যাইবে। এই সকল পরিবারের মধ্যে সময় পাইলে তিনি পরিচালনা করিতেন। তিনি বলিতেন যে, যখন বাজারের চিন্তায় অন্তর্হিত হইয়া পড়ি বা অন্যের বাজারের পথে অগ্রসর হইয়া পড়ি, তিনেতেরি হেডকিয়ারের মহাশয় তখন আমাকে, ঈশ্বর দিয়াছে সহিত প্রাণে ভালবাসে তুমি, আমার সকল অবস্থায় বুঝিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন তাঁহার পার্থিব ধর্ম সমাপ্ত হইয়া যাইবে ও সেই অবস্থায় সময় এই ইতিহাসখানি। তখনও তাঁহার আমাকে তিনি ইতিহাসের চরিত্রের পরিচয় করিয়া দেবেন বলিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে যে কোন ইতিহাস যে কোন সময় আসিতে পারিবে, তার সমাধান দেখিয়া আমার তাহার আমার অধিকার ও করিবেন। এজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, আমাদের সকল সময় ইতিহাসগুলি পরিবর্তন করিয়াছে ও প্রত্যেক দেশের ভূগোল হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসগুলির মধ্যে তাঁহাদের এই বলিয়া বিশ্বাস করিয়া দেখা করিলেন যে, তাঁহার ইতিহাসগুলিতে প্রায় ২০০০ অধিক ঘোড়া আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নাম তথা এবং ও বন্দোবস্তের সমাধান করিয়া হইবে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ও সমস্যা দেখের জন্য গ্রন্থে লিখে দিয়েছিল, আমি তাহা তাহাদের জন্য আমার অবলম্বন দিতে পারিব না। আমার মনে এমনই বা কি দেখে হইবে।" আর একবার একজন ইতিহাস কোন কারণে একজন লোকের মাথায় কেলাসে হাতের সাহায্যের আদেশ হইয়াছিল, একটি ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আমার উত্তেজিত করিতে থাকিল। তিনি এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার হাতে কি কখনও দেখের জন্য হত্যাকার করিয়াছ?" তিনি বলিল—"হাঁ মহাশয়, একজন তাঁহার দেশদ্রোহে আমার লাগিয়াছিল, তিনি হত্যাকার করিয়াছেন।" তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন "যে ব্যক্তি দেশের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহার প্রাণের বলিবার কোন অধিকার নাই। তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইল।" সাধারণ ইতিহাসগুলি তাঁহার দেশ-ভক্তে "জয় মাতৃভূমি" বলিয়া আসিয়া ও তিনিও তিনি তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া যাইত।

ক্রমশঃ)

বিশ্বনাথ ঃক্তি ১৩৩১ সাল

মুক্তাগাছা সিনেমাহলের ৮ম বর্ষের [illegible] বি. আই. ই. সভার বাদ্য বাদিত বিজয়ার [illegible] অবলম্বনে বিভিন্ন [illegible] এবং তন্মধ্যে [illegible] অতি [illegible] [illegible] হইয়াছে। এবং সাধারণের প্রদর্শনার্থ আর [illegible] মুক্তাগাছা মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৩৩১ সালের [illegible] বিজয়ার মুক্তি ৮৩টি, মুক্তাগাছা মুক্তি ১৯টি [illegible] মুক্তি ১টি, বড়ুয়া মুক্তি ১৮টি, মুক্তাগাছা মুক্তি ১টি মোট অবদানের মুক্তি ১৩৯টি ও ছায়াচিত্র ২৬টি। যে সকল অবদানের [illegible] এবং যে সকল ছায়াচিত্র আসিয়াছে, তাহার [illegible] পৃথক পৃথক ঐ মুক্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম [illegible] বাহিরে দিয়া দেওয়া গেল। অবদানের [illegible] মুক্তির পরিমাণ বার্ষিক ৪৩, এবং ছায়াচিত্রের মোট মুক্তির পরিমাণ বার্ষিক ৩২৲ টাকা।

অবদানের মুক্তি ৫৩

অবদান।।

১ শ্রীযুক্ত [illegible] মুক্তিবীর বীরেন্দ্রনাথ [illegible]
২ বিজয়ার মুক্তিবীর [illegible], [illegible]

উইদিয়া।।

মুক্তিবন্ধন [illegible] পুরী

ভাইফোঁ।। [মুক্তির মুক্তি]

৩ [illegible] চন্দ্রনাথী, [illegible]

[illegible] ।৮ [মুক্তির মুক্তি ২]

[মুক্তির মুক্তি ১]

৪ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]
৫ " [illegible] [illegible], [illegible]
৬ [illegible] [illegible] [illegible]
৭ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]
৮ [illegible] [illegible] (মুক্তির মুক্তি)
৯ " [illegible] [illegible]
১০ " [illegible] [illegible]

মুক্তা।।

১৩ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]
১৪ [illegible] [illegible]
১৫ [illegible] [illegible]
১৬ [illegible] [illegible]

[illegible] ।৮

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
" [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

ছায়া।।

২৮ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]
২৯ " [illegible]
৩০ [illegible] [illegible]
৩১ " [illegible] [illegible]
৩২ [illegible] [illegible]
৩৩ " [illegible] [illegible]
৩৪ [illegible] [illegible]

[illegible]।৮

৩৫ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]
৩৬ [illegible] [illegible]
৩৭ " [illegible] [illegible]
৩৮ " [illegible] [illegible]
৩৯ " [illegible] [illegible]

শিবালয়পুর ।১

৯৯ শ্রীযুক্ত অমরনাথ সাহাবীর্য শিবালয়পুর

মরীচ ।৪

৯১ ,, অম্বিকাপ্রসন্ন ভাদুড়ী মরীচ
৯২ ভাবানাথ তর্কবাগীশ ঐ
৯৩ ,, বিশ্বম্ভরনাথ মুস্তিবীর্য ঐ
৯৪ ,, বরদাপ্রসাদ তর্কবীর্য ঐ
৯৫ ,, সুরেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চ বিলুপ্তনিধি

রাধেপুর ।১

৯৬ শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র (যোগিন্দ্র মুনি) রাধেপুর

রোজাবাদি ।৭

৯৭ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ যোগেশ্বরী ঐশ্বরী
৯৮ ,, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌমবীর্য যোগী
৯৯ অমৃতলাল যোগেশ্বরি
১০০ অমৃত চন্দ্রিকা চক্রবর্ত্তী যোগেশ্বরী
১০১ ,, সারদাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন যোগেশ্বরি
১০২ সীতানাথ বিদ্যাভূষণ যোগেশ্বরী
১০৩ সুরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিবাগীশবীর্য রাধেপুর

ফজিলপুর ।৬

১০৪ শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র তর্কালঙ্কার যোগাদিত্য
১০৫ ,, কালীবিনোদ স্মৃতিরত্ন ফজিলপুর
১০৬ ,, কালীনাথ স্মৃতিবীর্য কালিক ঐ
১০৭ গীরজানাথ তর্কবাগীশ ফজিলপুর
১০৮ যোগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণবীর্য বাঙ্গলা
১০৯ শশধর তর্কচূড়ামণি শশাঙ্কপুর

বঙ্গপুর ।১

১১০ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিবীর্য মনোহরপুর

পশ্চিমগ্রাম ।৪

১১১ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যারত্ন পশ্চিমগ্রামী
১১২ হিরালাল স্মৃতিবীর্য বীরেশ্বরী
১১৩ যদুনন্দন স্মৃতিরত্ন পশ্চিমগ্রামী
১১৪ শশীভূষণ তর্কবীর্য মনোহরপুরী

বঙ্গপুর ।৪

১১৫ শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র স্মৃতিবীর্য বঙ্গপুর
১১৬ পঞ্চানন ভাদুড়িবীর্য বাড়ুরি
১১৭ বৈদ্যনাথ স্মৃতিবীর্য কোবিদগ্রাম আউলগ্রাম
১১৮ শশধর স্মৃতিবীর্য পুরন্দরী
১১৯ সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিবীর্য ঐ

বিল্বপুর ।১

বিল্বপুরীয় বিল্বপুরি

১২১ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ন্যায়পঞ্চানন পঞ্চবিল্বা
১২২ গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন বিল্বপুর

বীরপুর ।১

১২৩ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র ন্যায়বেদান্তবীর্য

মহেশপুরি ।৪

১২৪ শ্রীযুক্ত কালীনাথ যোগেশ্বরী বিল্বটৈত্য
১২৫ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরনাথ যোগেন্দ্র মহেশপুরি
১২৬ অক্ষয়চন্দ্র স্মৃতিরত্ন কাটিয়ালি
১২৭ তর্কাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিবীর্য্যবাগীশবীর্য মহেশপুরি

রামপুর ।১ (কুসুম স্মৃতি)

অমর চূড়ামণি কুসুমা

হেরিশপুর ।৩

১২৯ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার
১৩০ রামেশ্বর স্মৃতিবীর্য
১৩১ রাজেন্দ্র সার্বভৌমবীর্য

মহেশপুর ।৪

১৩২ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিবীর্য মহেশপুর
১৩৩ ,, মহেশচন্দ্র বাগ্মী মহেশ্বর
১৩৪ ,, কালীপদ চূড়ামণি কালীখালি
১৩৫ ,, রাজেন্দ্রনাথ স্মৃতিবীর্য মহেশপুর
১৩৬ ,, রাজেন্দ্র তর্কবাগীশ কুসুমা

মহেশাদী ।১

১৩৭ আশুতোষ ঘোষ

শ্রীহট্ট ।৭

১৩৮ শ্রীযুক্ত মহীচরণ যোগেশ্বরী স্মৃতিবাগীশ পরিষা
১৩৯ রাজেন্দ্র শঙ্কর চূড়ামণি শ্রীহট্ট

হুগলী ।।

১০ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (বহরম পুরি)

... সম্পাদক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ, ১৯১৮

২১ ,, অধিনীকুমার মুস্তফী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

২৬ ,, প্রসন্নকুমার মুস্তফী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

৩০ ,, হেমেন্দ্র নারায়ণ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

৪৪ রামকুমার বেদান্তী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

২৫ ,, নলিনমোহন মুস্তফী বাঙ্গালুর, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

২৮ ,, মহিমা বিহারী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

হাজারি (৮কাশীধাম) ।।০

১ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য, বি, এল, ১৯১১ ৮ কাশীধাম

,, ,, কালীকিঙ্কর বাগচী কুমারখালী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ

৩ ,, রমেশচন্দ্র বেদরত্ন (১৯১৮) ৮ কাশী

৪ ,, ,, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, এম, এ (১৯১৮) কুমারখালী

৫ ,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯১৮) ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ

৬ ,, ,, গিরীন্দ্রনাথ বেদরত্ন (১৯১৮) ৮ কাশী

৭ ,, ,, অতুলচন্দ্র বাগচী (১৯১৯) ৮ কাশীধাম

৮ ,, ,, যতীন্দ্রনাথ বাগচী (১৯১৯) ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

৯ ,, ,, সত্যানন্দ (১৯১৯) কাশীধাম

,, ,, সুরেন্দ্র বেদরত্ন (১৯১৯) ৮কাশীধাম

,, ,, রাজেন্দ্রনাথ মিশ্র কাশীধাম ৮কাশীধাম

,, ,, ... চট্টোপাধ্যায় (১৯১৯) ৮কাশীধাম

,, ,, বিমলচন্দ্র ঘোষাল ৮কাশীধাম

,, ,, যতীন্দ্র মুখার্জ্জি কাশীধাম ৮কাশীধাম

১৪ ,, মনোরঞ্জন বেদরত্ন (১৯১৯) ৮কাশী

১৫ ,, অম্বিকাচরণ বাগচী (১৯১৯) ৮কাশী

,, ,, রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯১৯) শ্রীহট্ট

১৯ ,, ,, ... (১৯১৯) ৮কাশী

২০ ,, ,, ... (১৯১৯) ৮কাশীধাম

২১ ,, শ্রীযুক্তমোহন ভট্টাচার্য (১৯১৯) ৮কাশীধাম

,, ,, বিনোদ ভট্টাচার্য (১৯১৯) ৮কাশী

,, ,, সুরেন্দ্রনারায়ণ ... (১৯১৯) বিলিরকান্দি

,, ,, হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯১৯) ৮কাশী

হুগলী শ্রীযুক্তের মুখোপাধ্যায়

স্বর্ণমন্দির, অমৃতসর ।

জীবন সরোবর।

(১)

জীবন সরসে কেন কি ভাবি কি হয়!
কেহি দান-ভাব ভরে,
বাসনা সরসীর তরে,
ভাসিনু বেলার আশে হয়ে ভোলা
পাছি সরীসৃপ ভয়ে,
দেখিনে এ সরোবরে,
সুখ হয়ে মনোসুখ কলিকা মিছে।
ভাবিলাম আছে কত,
সোহাগী ছুটুল পথ,
ছুটিবে বহিবে সদা সুখের সময়?
কি ভাবিতে কি হইল,
কেন সব আবিল,
ঘটে ঘটে সাধা দিন হইলেক ক্ষয়।
জীবন সরসে কেন কি ভাবি কি হয়!

(২)

দেখি সব পরিষ্কার,
সকল যৌবন ঘরে,
সুখের সরসে ভূমি তরু সমুদয়।
ভাবিনু অচির কালে,
হাসিবে ফুলের ডালে,
ভরিবে সুফলে ফলে পরে অনুক্ষণ।
আশ্রিত আসার লক্ষ্য,
ভাবিতে বেলিল পাখা,
হায়রে ভাবনি সব, ভাবি ভাবনারি।
ঘোর শোক কীট তাহে,
ছিন্ন সব হয়ে যাহে,
ঘটনা ভুকানে পড়ি যাকি হলো সার।
জীবন সরসে কেন কি ভাবি কি হয়!

(৩)

যৌবন পাখনা ভরে,
সৌরভী বৈশাখ ঘরে,
ভাবিলাম বাসনায় হইবে উদয়।
প্রণয় সমুখ আসে,
বেতালে জনয়াকাশে,
ভাসিবে সুখারে ছন্দ, সরসে মিলন
হাসে হাসে লীলা রসে,
মাতিবে সুখ রভসে,
ভাবিনে না ঘনাবেও দুখ ঘোর ঘন।
মিলন সলিল পান,
ভেঙ্গে যাবে ভবে হায়,
বাসিল কিনারে তরী ভাবে অসময়
জীবন সরসে কেন কি ভাবি কি হয়।

ঘটি ঘরে চক্ষু ফুটে,
সুখ কুল পরে ফুটে
বাঁধিলাম নীড় তীরে সকল আশায়।
আসোয়ে আকাশ ভরে,
পাবক কালসি ঘরে,
ভাসিবে সলাই এই, আশা অবিলম্ব
উড়িবে আপন তরে,
সুখের জীবন সঙ্গে,
হেরিব কোটির ঘরি, আসবে উদয়।
আশাটি হইল সার,
সাধা না ফুটিতে আর,
বাতাসে উলটি ডাল, সব কৈল ক্ষয়।
জীবন সরসে কেন কি ভাবি কি হয়।

নির্মল আকাশ তলে,
সুখে লক্ষ্মী চলে,
দেখিত হিসাব তত্ত্ব, উপায়ে অক্ষয়।
কখন ভাবনা ছলে,
ভাবি নাই প্রাণ কালে,
হাসির প্রকাশে মুখ, ছিল জোৎস্নাময়।
ক্রমে বয় হল বেগে,
সঞ্চারা ভাঙ্গিল মেঘে,
চলি গেল রবি শশী, ঘুচে গেল
তারার মুখর শোভা,
নির্মল আকাশ প্রভা,
ঢাকিল ঘনের দল আসি সকলে।
জীবন সমরে হেন কি ভাবি কি হয়।

যারে লয়ে সাধ করে,
কল্পিলাম সেবকের,
কুসুম কলায় তুল্য পবিত্র আলয়।
দেখিনু যমালয়ে,
ছলনায় বধূ লয়ে,
ভাসিল শোকী মহী, চির শোকাময়।
কখন ভাবিনে স্বপ্ন,
নিমিল আঁখি নিমন,
কিন্তু কি ভাবিব দুখে ভাবিবার নয়।
নিশির শিশিরী ধারা
জিবন না রেখে তারা,
নিরানন্দময়-নিশা-মুখে আসি হয়।
জীবন সমরে হেন কি ভাবি কি হয়!

সাধের বাসের কন্যা।
মাং ওয়াইয়াটিকা, ত্রিপুরা,
সায়ংকালে।

জীবন বীমা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

জীবন বীমা জিনিষটা ঠিক কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। ইংলণ্ডে প্রথম জীবন-বীমা কার্য্য আরম্ভ হয়, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে "কোম্পানী অফ এডিনবরো" নাম দিয়া একটা কোম্পানী প্রথম হিসাবে প্রথম জীবন-বীমা কার্য্য আরম্ভ করেন। আজ কাল আমরা আমাদের দেশে অনেক দেশী বীমা কোম্পানী দেখিতে পাই, কিন্তু ১৮৭০ সনের পূর্ব্বে আমাদের দেশে কোন দেশী জীবন বীমা কোম্পানীর অস্তিত্ব ছিল না। উক্ত অব্দেই বিলাতি বীমা কোম্পানী এ দেশে বীমার কার্য্য করিতেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে প্রথম দেশী বীমা কোম্পানী "মাদ্রাজ ইউনাইটেড" স্থাপন হয়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই জীবন-বীমা করিতেছেন, কিন্তু বীমা কোম্পানিগুলি কি করিয়া বীমার টাকা দেন, ও কিরূপ গণনার উপর এই বীমা কার্য্য চলিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। মানুষের মৃত্যুর একটা গণনামূলক হিসাব আছে, এই হিসাবের উপর প্রিমিয়ম (Premium) ঠিক করিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট হারের অধিক মৃত্যুসংখ্যক লোকের বিয়াল্লিশকে জীবন-বীমা বলে। জীবন-বীমার সমস্ত কথা বুঝিতে হইলে মানুষের এই মৃত্যুর হারের (mortality table হিসাব বুঝা দরকার। জীবন-বীমা যে মানব সমাজের একটী পরম হিতকর অনুষ্ঠান এবং দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের পারিবারিক বিপদের একটী উপায়। ইহার মৌলিক কিছি কি, তাহা বুঝিতে পারিলে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী

[শ্রীউপেন্দ্রনাথের অধিকারী বি-এ, বেদান্তরী]

জন্মাষ্টমী। শ্রাবণ কাল। ভাদ্র মাস। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ যোগ। শ্রীভগবান ধরার দুঃখ দূরের লেগে এই পুণ্য যোগে ভূভার হরণের জন্য, ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত, মানুষ-রূপেতে, গোকুলে, যদুকুলে অবতারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এবংসর অষ্টমী তিথি এবং রোহিণী নক্ষত্র মিলিত হইয়াছে; এরূপ সংযোগ হইয়াছে। এরূপ যোগ সকল বর্ষে দৃষ্ট হয় না। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রযোগে অর্দ্ধরাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই ভবিষ্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণজন্মীয় অষ্টমী তিথিতে কলির অষ্টাবিংশতি পর্য্যায়ের দ্বাপর যুগে যেরূপ যোগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এই কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে সচরাচর রোহিণী নক্ষত্র যোগ হইলে, তাহাকে জয়ন্তী বলে। তাই কিছু পুরাণে উক্ত হইয়াছে শ্রাবণ কিম্বা ভাদ্র মাসে যদি কৃষ্ণপক্ষে রোহিণী-নক্ষত্র যুক্তা অষ্টমী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে জয়ন্তী বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে জয়ন্তী যোগ হইয়াছে।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শ্রাবণ ও ভাদ্র দুই মাসেই কি জন্মাষ্টমী হইয়া থাকে? ইহার সমাধা পাদ্মকল্পের একজন বলিয়াছেন যে, সৌরপ্রমাণ হিসাবে গণনা করিলে জন্মাষ্টমী ভাদ্র মাসে ঘটিতে হইবে, কিন্তু চান্দ্রমান হিসাবে ধরিলে শ্রাবণ মাস হয়। অতএব আমাদিগের যে সমস্ত পূজা, উপবাসাদি তিথি হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদায়ই চৈত্রাদিমাসে ধরিয়াই হইয়া থাকে।

এস ভাবুকের ভক্তগণ! ভাবুকের ভক্ত-মণ্ডলী! বিশ্বের মানব-মানবী! এস ভাই, আজ সকলে মিলিত "জন্মদিনের একান্তরে সকল বাঁধি" যে আজ জন্মদিনে গোকুলের গোপবিহারীকে আনাইতে যাই।

এস, আজ ভক্তি-পূত চিত্তে সকল করি,—ব্রজের দুলাল গোবিন্দ গোপালের প্রেমের এই শ্রীরাধার চরণ-মূলে। এস, আজ গোষ্ঠী-ঘরে যাই করি, মাগো,—শ্রীরাধা, জন্ম বাসিবা আজ ব্রজের কানাই!

যাহা যে মধুরাজের "আবেদোঽসি ধরণীং" আরাধ্য দেবীকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন,—"মাতঃ! যাহা আমার যেমন প্রিয়, আমার ভক্তও আমার তেমনই প্রিয়।"

"ভিন্না যাতা প্রণামেন মং প্রণামে ন জায়তে।"

প্রণামস্তবেরতলে। আজ তোমায় শ্রীতিকামনার বহির্ভাবনির মত তোমাতে নিবদ্ধমন, তোমায় জ্ঞানদায়ী আজাতে পীরব করি। মাধব! তুমি যে আজ অর্জুনে শিখাইয়াছিলে "মাতা যাহার উদ্ধারণে তোমার যেমন প্রীতি হয়, জলে, স্থলে, বনে, পুরুষে তোমার তত প্রীতি হয় না।" তোমার অযোধ বেদবাণী "ভক্তির শ্রীতি-রূপ প্রিয়তাই সাধকে সমুপলব্ধিতে।" তোমাতে শ্রীতি এবং তোমার প্রিয়-কার্য্য সাধনই তোমায় উপাসনা।

এস,ভাই আজ জন্মাষ্টমী সকলে মিলিয়া ভক্তি ভরে ভাবিকা-ভাবে গোবিন্দের এই জন্মাষ্টমীর উৎসবাদিকে যোগদান করি! শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে হিন্দুসমাজে যাহা সকলেরই উপাদেয় করা কর্ত্তব্য। অতএব ভগবানের পূজা, বন্দনাদি প্রভৃতি এবং ব্রত ধারণ করিতে হয়। এ কার্য্য নিত্য, ইহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, যে, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষে যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত না করেন, তিনি ক্রূর রাক্ষস হন। আর যে নারী প্রতি বৎসর এই জন্মাষ্টমী ব্রত না করেন, তিনি জন্মান্তরে মহাক্রূরা নারী হইয়া পরজন্মে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা ভবিষ্যোক্ত পুরাণে স্পষ্টভাবে উক্ত আছে।

ধর্ম্ম মঙ্গলের গল্প।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়]

মহামদ সেখ্‌কের তাঁর এই কথা শোনাই মাত্র ঘরে যায়, তিনি তাড়াতাড়ি রাজাকে ডেকে লাউসেনকে পাঠাবার অনুরোধ করেন। রাজা হরিপাল সেইখানে বসেই পাত্রকে লিখে দিয়েছিলেন, লাউসেন নিজের ছেলে ব'লেই তাকে আদর ক'রে আহ্বান করতে থেকেন। তিনিও তাঁর আহ্বান হরেছেন, আর অমনি রাজার প্রধান সৈন্য নিয়ে নিজেও তখন পড়েছেন। বাড়ীর ছেলে, এত উপলক্ষ পেয়ে তাঁর ঘরে রাজার সৈন্য তখন তোমার নিজের মতন ক'রে তুলেছে, এমন সময় অমনি ঘোড়ায় চ'ড়ে কালাড়া তাদের পরাস্ত করলে। তার গায়ে ঢালের পোষাক, মাথায় লোহার টুপী। তাকে দেখে এক তার মামা দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু পরিচয় পেয়েই যখন তাঁর মামার মামার অনুচরেরা এসে যোদ্ধের সৈন্য ছারখার করে দিতে লাগল তখন রাজা এবং মহামদ প্রমাদ গণিলেন। বিপক্ষের দলের বিপক্ষ, দুর্গার আদায় তাঁর আইনের যোদ্ধিনী,—কৃত. প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি সঙ্গে করে যুদ্ধে নামল। তাদের আর বলা কওয়া নেই, কপাকপ্ হাতীঘোড়াগুলোকে খেয়ে ফেলতে, তড়াতড় লক লক সৈন্যের মাথা নিতে। কালাড়া যেন প্রলয়ী এসেছে। তার আর হাতের বিরাম নেই। রাজা এবং মহামদ খানিকক্ষণ এই ব্যাপার দেখেই যেন যোদ্ধের দিকে ছুটে গিয়েছেন। কালাড়াও যে মুহূর্ত্তে তাঁদের তাড়া করে গেছে, সেই মুহূর্ত্তে তাঁরা ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। লাউসেন মাদুরে থেকে হরিপালকে একটী অক্ষর লিখে এনে দেখেন—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। ঘোড়ার ওষধাদের চিহ্ন নেই। ঘোদ্ধের পর ঘোদ্ধ যুদ্ধে যোদ্ধের সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে এক বাগানবাড়ীতে আশ্রয় নিলেন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কালাড়া মুরলীকে জিজ্ঞাসা করলে "লাউসেন কোথায়?" মুরলী বল্লে "জানিনা ত, বোধ হয় ঘরে ভাত খেতে।" কি সর্ব্বনাশ! কালাড়ার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। লাউসেনকে যে যুদ্ধের আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা ত মুরলীও জানত না। তখন অনুতাপে কালাড়া আছাড় খেয়ে পড়ল, সে যে নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছে; এখন আর উপায় কি? কেঁদে কেটে সে যখন পাগল হয়ে যাবার যোগাড়, তখন দেবীর কথা হল। দেবী তাকে দেখা দিয়ে বল্লেন—"কাঁদছ কেন, লাউসেন আমার-বাবার আছেন, যেয়ে যাও।" অমনি তার ঠিক বিপরীত হ'ল না, বল্ল—"যদি আমার যুদ্ধে নিয়ে পাঠান তবেই যুদ্ধ দিতে তিনি লাউসেন।" দেবী বল্লেন—"সেই ভাল।"

তখন কালাড়া আবার নূতন করে যুদ্ধসজ্জা করলে। এবার ত অস্ত্রশস্ত্র সব ছিল, তারে আবার সেই সুন্দর পোষাকে তাকে ঘোড়ায় চড়ে এত চমৎকার দেখিয়েছিল যে, কি বলব। মুরলীকে সঙ্গে করে সে আমার-বাগানে গেল। মুরলী সেখানে গিয়েই প্রথম কালুকে তাড়া করলে। আর সেই বিকট মূর্ত্তি দেখে কালু ত ধরাশায়ী হয়ে গেল। তাতেই কি নিষ্কৃতি আছে, তারও পর ছোটে মুরলীর তার ছোটে। সে গালি দেয়—"আজ তোমেকদানীর কাছে বলি যোব।" ঘোদ্ধের সব লাহুর মেরিয়ে বেরিয়ে গেল। কালাড়া তখনও লাউসেনের সামনে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বল্লেন "তুমি কত" লাউসেন আমার জীবনদাতার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না।" কালাড়া বল্লে—"তুমি কাপুরুষ। হয় যুদ্ধ করো, না হয় পালাও।" মুরলী যাদুবান থেকে এসে লাউসেনকে খুব দু'কথা শুনিয়ে দিলে; তখন বাধ্য হয়ে লাউসেনকে যুদ্ধে নামতে

হ'ল। ওইবার যে খুব হবে—সে কথা আমাদের মনে হল। আমাদের মনে হল—সে কথা আমাদের মনে হল। তারপর লাউসেনের মন ফিরে আমাদের আশীর্বাদ করে এল। তোমরা বাবাকে, মনোহরাকে যে সব অপমান করার কথা বলছ, এসব হচ্ছে সেই বছরের। ছোকরাটা আমাদের পাশে আসার আগে না, কিন্তু তখনই বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাপজানের কথা হ'ল লাউসেনের আমার ঘরে, পাশের ঘরে, কপালের চন্দন, আমার কপাল হ'ল আমাদের কানের দুল, আমার দুল, হাতের কাঁকন, পায়ের আলতা। এমনি করে আমিনা আমাদের খুব চলল। লাউসেনের বিশ্বাস রেখে তাঁর ঘরে পাঠালেন। লক্ষ্মণ আমাদের এসে তাঁকে খুব উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। লাউসেন বলেন "এখন ঘরে আর কথিনি চলবে। তার চেয়ে কথা হইল, যে আমাকে জোর করে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিতে পারবে তারই বিয়ে।" তা শুনে তাতেই রাজী। দুর্গা এতক্ষণ আমাদের কথোপকথনে সাহায্য করছিলেন, এইকথায় পর তিনি হাসি মনে মনে দাঁড়ালেন। আর লাউসেনকে পায় কে? এইবার দু'জনের ঘোড়া ভাড়াভাড়ি আমাদের তিনি টুক করে আমাদের তুললেন নিজের ঘোড়ায়। লক্ষ্মণ পাশ হয়ে কালোড়া পবনের পীঠায় চড়লে। হরিপাল সেই বাড়ীতেই রইলেন, তিনি বুড়ি পেয়ে মহা আনন্দে লাউসেনের সঙ্গে কালাড়ায় বিয়ে দিলেন। সিন্দুরের জোড় সবাই যে যার ঘরে ফিরে এসেছিল,—সবাই প্রাণভরে উৎসবে যোগ দিলে। সবাই ত এই চাইছিল। টাকা, কড়ি, ধনিপুরুল, হরিপাল আমাদের সঙ্গে দিলেন যা কিছু বাকী ছিলো সব সবই যৌতুক দিয়ে দিলেন। খাবে, খাওয়াবে, হাসি, চাইতে ফিরে হাত যে তোলা ফিরে যেতে কেউ অতিথি-পালনে না। সবাই তো লাউসেন বিদায় দিলেন, ফেলে ফেলে রাজারাণী মেয়ে জামাইকে আশ বাড়িয়ে দেখে এলেন।

অতিপালনে লাউসেন, কালিদীপালনে কালাড়া, পেছনে দুর্গা আর কালুবীরের দল। তাদের যাবে ফিরে ঘোড়া আর চলে না, এক জায়গায় হ'লে হৈচৈ লাগিয়ে দেয়, সে কি তোরা সবাই? আর সারা দেশ মহারাজ পাশ ফিরিয়ে যায়? লাউসেনের তোষ হল, লাউসেনের মনে বড় কষ্ট। কালাড়া বুঝলেন, ঘোড়া থেকে নেমে মহীরথ তার ঘরে মেয়ের পুজো করলেন। তারপর হয়ে বললেন—"মা, মায়ীর মনের কষ্ট যদি দূর করতে না পারলুম,—তবে আমি তোমার কিসের জন্য?" অনেক প্রার্থনা করে তবে না, দুর্গার আসনের ইচ্ছা নিয়ে মেয়ের অনুরোধ করলেন। তাতে মাথা ঘোড়া লাগল, তাঁতো হয়ে পড়ে হ'ল, বিজয়ের মনে মনে সৈন্য ঘুরিয়ে থেকে "মার্ মার্" করে লাফিয়ে উঠিল। লাউসেনের হুকুম কি আবার? তিনি আদেশ করে তাদের ঘুরিয়ে দিলেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, যৌতুক নিয়ে চলে। তখন সবাই মিলে চললেন গৌড়ে। স্বামী-স্ত্রীকে রাজার ঘরে মহাসমারোহে নিয়ে গেলেন। রাজা যৌ নিয়ে রাজা দিব তখন আপত্তিটিতে ঘুরঘারী করলেন। মুখে দর্শনের আজকাল আর বড় রাজকার্য দেখতে পাচ্ছেন না, তিনি লাউসেনের হাতে সব ছেড়ে দিলেন। লাউসেন হলেন রাজা, কর্পূর হলেন মন্ত্রী। তাঁর এতদিনে বিয়ে হয়েছিল কি না ঠিক জানি না, আমাদের সে সময়ে খোঁজ নেওয়া হয়ে ওঠেনি।

এত খুব বেশী দিন নয়। গৌড়েশ্বরের সময় এদিকে ঘোরঘোর বেশ থেকে উঠেছে। মহারাজ রাজাকে খুঁজি দিয়েছেন—লাউসেনকে ফেরত না পাঠালে যুদ্ধ হইবে। এই ফেরতের কথা যাঁরা ঘোড়ারই ঘোষণা শোনেন, কর্ণসেনের মাথের পক্ষের হাত ছেলে ফেরতে গোয়ালিয়রের হাতে মারা গেছেন। এখন গোয়ালিয়র বৃদ্ধা বয়সে অন্ধ হয়ে পড়েছেন, তাঁর ছেলে ইয়াই যোন ফেরতের রাজা। তিনিও বাপের উপযুক্ত ছেলে, তাঁরও মন্ত্রী বীর। লাউসেনের কাছে চিঠি নিয়ে লোক এল লাউসেনের মত বীরও হঠাৎ পড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কালু বল—"ব্যাপার কি?" লাউসেন সব বললেন। ফেরতের রাজাকে আক্রমণ করা মানেই সাপ করে যুদ্ধ ঘোষণা করা। কালু বল—"তার আর কি হয়েছে। যুদ্ধ ত পরাজয় আছেই। পরে দেখতে

আপনি কি ?" নাইটেঙ্গল তখন তখন করে নিজের পরিচয় দিয়া তাহা হইতে সাবধান হইতে মহারাজাকে বলিলেন। প্রথমে রাজা তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু কর্ণপাত করেন নাই এবং তাহাকে ধরিয়া দিতে বলিলেন। অবশেষে তাহার কথা রাখিতে হইল। ইহা ফেরুয়ের রাজার কাণে যাইতে দেরী হইল না। তিনি নিজেই বেশ বেশের লোক, মহারাজাকে লিখিয়া দিলেন। তাঁহার অনেক করিয়া রাজা তাহাকে নাইটেঙ্গল বাণীনাথের কাছে পাঠাইলেন। কথিত আছে, তাহার কথার মধ্যে যাদু, তাহার কথার মোহিনী-শক্তি ছিল। তাহার কথা শুনিয়া অনেক করে নাইটেঙ্গলকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাহার আসার পর তাহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাইটেঙ্গল অধিক-সময়ে সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার গানে এমন মোহিনী শক্তি ছিল, তাহার বিদায়ের অভিলাষে মনে পড়িয়া গিয়া উপস্থিত।

রাজার সভায় তখন পুরাদমে গান চলিতেছিল। নাইটেঙ্গল গিয়া প্রথমে কাহারই চোখে পড়িল না। কিছুক্ষণ একজন, সে কথার পর বলিলেন—"তোমার আবার কি হয় ?" নাইটেঙ্গল বলিলেন "না গাইব মহারাজ, কি করি ?" মহারাজা বলিলেন "তিনি গাওয়ার জন্য এত এত টাকার জায়গীর ভোগ করিতেছ, আর তাহার বেলাই বন্ধ হইল ?" নাইটেঙ্গল চুপ করিয়া রহিলেন, মহারাজা রাগেরাগী করিয়া গালাগাল দিতেছেন ; মোটে তাহার কানে যাইতেছে না, বলিতে তাঁহার মুখে বাধিল "আজ শরীর ভাল নয়।" তখনি মহারাজ ভোজ 'হাঁ হাঁ' করিয়া ছুটিয়া আসিয়া, নাইটেঙ্গলকে ধরিয়া রাখিতে দিলেন। মহারাজা তখনো তাহার চক্ষু চক্ষু করিতেছিলেন। মোটে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। একটু পরে বলপূর্বক দিয়া নাইটেঙ্গল ফেরুয়ের রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন। (ক্রমশঃ)

কাশীধামস্থ সুমেরুবিন্দু সারদা মঠ।

[শ্রীউপেন্দ্রমোহন পাল]

বর্ত্তমান যুগে কাশীধামের খ্রীষ্টীয় ১৮৮ সম্বৎসরাধীন স্বামীজী স্থাপিত আদি ব্রহ্মবিদ্যা মঠের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে কাশী মহেন্দ্র মহারাজা কাশীপুরাধিপতির সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত রবিলাল ওকালী কাশীর মহারাজা বাহাদুরের প্রতিনিধিস্বরূপে বহু গণ্যমান্য উপস্থিত থাকিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছেন। মঠের সভ্যগণ অনেক অর্থব্যয়-স্বীকার করিয়াছেন, সমাগত স্বামী শ্রীমৎ সত্যানন্দ তীর্থ আশ্রমবাসীগণ, মহারাজের কথা সমাপ্ত পুরুষের সুবর্ণের সমাজসী প্রেরণাকারী কাশীরাজের পক্ষ হইতে পক্ষপুষ্প সুবর্ণ মোহর, তাহার বৈদিক পাঠশালার এক মোহর এবং বিদ্যালয়ের বহু পাশ্চাত্য ধারা বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষিত করিয়া আলোচনা করেন। তৎপরে সভা প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি ব্রহ্মচারীরা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরমাচার্য্যের আচার্য্যকার্য্য অধিবিধি পূজা সম্পাদন করেন। সভা গৃহীত সমস্ত বহু পাঠশালি মোপাটী চাবর পাকিয়া যেন। পরিশেষে সাধারণের জন্য তাহারা বিনা মূল্যে বেদবেদান্তাদি গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন। তাহার পরে সন্ধ্যারতি ও প্রসাদবিতরণের পুরী, পুরী,মিষ্টান্নাদি প্রসাদ বিবিধ ভোজন করাইয়া সমাগত ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মণ্ডলী ও বিদ্যার্থীগণকে সুরেলোকা পরিচ্ছদ অনেক গৃহিত শাস্ত্রালোচনায় সাধারণ দান করিয়া মহাবিদ্যালয় কাশীধামের গৌরব বাড়াইয়া গমন করেন। আমরা এই দীর্ঘজীবন মহাসভার প্রতিষ্ঠিত মহাসমারোহ বৃদ্ধি প্রার্থনা করিতেছি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

বিলেতে ভারতীয় ছাত্র।—ভারতীয়দিগের শিক্ষার ও বাণিজ্য শিক্ষার উন্নতিবিধায়ক সমিতি যে সকল ছাত্রকে বিলেতে পাঠাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজন গত ১৮শে আগষ্ট তারিখে বিলেত যাত্রা করিয়াছেন—কুমারী লক্ষিতা ঘোষ বি, এ, কুমারী সরলা ঘোষ বি, এ এস, এস, ডব্লু সরকার এস, এফ, সি। কি, কে চট্টোপাধ্যায়, এস, ই, বাসন্তত, এস, কে, বসু বি, এফ, সি ও চাক্কার কে, এস ঘোষ এম, বি।

মাদ্রাজ বন্দর সম্বন্ধে।—৭ই নবেম্বর হইতে ছুটীতে যাইবার সময় বন্দর পরিদর্শকের অধিবেশন হইবে।

এডভোকেট হইবার নূতন নিয়ম।—হাইকোর্ট হইতে এডভোকেট হইবার নিম্নলিখিতরূপ আইন স্থির হইয়াছে। ১৮৮৫ সেপ্টেম্বরের পর হইতে ৭ বৎসরকাল যেন উকিল বা প্লীডর ১০ বৎসর ওকালতি করিবার পর আবেদন করিয়া এডভোকেট হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে এডভোকেট শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

প্রবেশ কার্য্যানুসারে নিয়ম পরিষ্কৃত। গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে নিবেদন দিয়াছেন যে, প্রতিবৎসর অন্ততঃ ১০০টী করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।

নূতন স্কুল।—ফুলবেড়ের বন্দ মাইলের মধ্যে অবস্থিত দুখী নদীর উপর একখানি যাতায়াতের সুবিধাজনক ইমিগ্রেশন ঘাটে কাপাসটিয়া সেটেলমেণ্টের নিম্ন আদর্শে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিল্প ব্যবসায়ক শিক্ষা প্রদান করাই এই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। অধ্যাপক নায় পি, সি, রায় ও অ্যান্ড্রুজ সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি কমিটি বর্ত্তমান উহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অন্নাবশ্যক্ষত্র অন্নাবশ্যক।—শ্রীশ্রী৺পার্বতীয় পূজা আগত প্রায়। এই উপলক্ষে সমস্ত অন্নাবশ্যকের সাহায্যে প্রতিপালিত উক্ত অন্নাবশ্যকের কার্য্যকর্ত্তারা অন্নাবশ্যকে আর করিয়া যেসকল আত্মীয়ের অংশ প্রদান করিতে পারে তাহাকে আশ্রমের পরিচালক বৃন্দ সমাচারপত্রের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে অনুরোধ পূর্ব্বক যিনি যাহা সম্পাদকের নিকট সাহায্য পাঠাইবেন, তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

আফগান বিদ্রোহীদের পরাজয়। আফগানীস্থানের বিদ্রোহীদের মধ্যে ফেরিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। আমি খানের নায়ক তাদে বিদ্রোহী খাবর মোহমন্দ আকুই অল্পসংখ্যক সৈন্যের অগ্রে পরিচালিত সরকারী সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। এই সংগ্রামে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে এবং তাহাদের ৩০০ জন নিহত হইয়াছে। আকুই আমান খানির খানের অধীন সৈন্য দলকে বিদ্রোহীরা লোগার নায়ক তাদে আক্রমণ করে। সরকারী সৈন্যদল তাহা সহজে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদলের ৫০০ লোক নিহত হইয়াছে। তবে খানির খানে এবং তাঁহার দলের অল্প লোকের মাত্র পড়িয়াছে। লোগার নদী পার হইয়া আসিয়া সরকারী সৈন্যদলকে সাহায্য করে। লোগারে আর একটী যুদ্ধ বিদ্রোহীরা পরাজয় হইয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে। তাহাদের ৪০ লোক হতাহত ও বন্দী হইয়াছে। খোস্তে

আমরা কমিশন সেখানকার শইয়ের প্রেরণ করা হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী যদি অল্প পরিমাণ করে তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে খুব সুবিধাজনক সর্তে সৃষ্টি করিবার জন্য ইয়াদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

নূতন চৌল।—পূর্বে রাজসাহীর জেলাস্কুল গ্রামে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। এই স্থানে চারি পাঁচটি চৌল ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই স্থান পণ্ডিত শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে এই স্থানের সুযোগ্য প্রধান পণ্ডিত-মহাশয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তিন চারি বৎসর হইল নিজ বাড়ীতে "তোলাইয়ে" চৌল খুলে একটী চৌল স্থাপন করিয়াছেন। তদবধি ঐ চৌলটীর উন্নতি সম্বন্ধে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সুতিরত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় গ্রামের মুখ পণ্ডিত সুকুমারের সহায়তা হইয়াছে। তাহার দ্বারা এই গ্রামের দুইটী বালক উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখানে সুতিরত্ন মহাশয়ের চৌল হইতে এই দ্বারা আজ যত পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের এবং স্থানীয় লোকের সাহায্য পাইলে এই চৌলটীর আরও অধিক উন্নতি হইতে পারে। আমরা আশাকরি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেম্বারগণ অনুগ্রহ ও স্থানীয় অধিবাসী মহাশয়গণ চৌলটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। (হিন্দুরঞ্জিকা।)

ছাত্রদের পরলোক গমন।—"ইণ্ডিয়ান মেসী মেসী" পত্রের সংবাদদাতা আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে কার্শিয়াঙ্গ হইতে একত্র আসিতে আসিতে দুইটী বালক ও তাহার পর যে ছাত্রটির মৃত্যু হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ঘনঘোর শ্রেণ আর্দ্রতাতেই খুব সম্ভব এই সব মৃত্যু ঘটিয়াছে।

প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কার।—কলিকাতা জগন্নাথপুরে ৬নং লোকে এক অদ্ভুত বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রস্তরের খোদাই মূর্ত্তি দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে; বাজার হইতে একটী বৃহৎ মনসাপুরি আনাইয়া ঐ মূর্ত্তি বিসর্জন করা হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তি ৪ ফুট, কিন্তু উচ্চতায় (কোমরের পরে) দুইটী হাতের মাত্র। ইহার মাথায় লোক, এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকের বাড়ীর দরজায় লোকের বিষম ভিড় হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তি কলিকাতা মিউজিয়মে প্রেরণ করিতে পারিবে। বিভিন্ন কটা। ইহার বয়স বাহির করার বয়স।

বিদেশী বণিক।—কলিকাতা প্রেসিডেন্সি মেজর মিঃ মহম্মদ বাদ আকবর খাজাজা কুমারী ফুরুখসাদা হাজরা পাটনা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ইনি সমস্ত পরীক্ষায়ী হইয়াছেন।

ইউরোপীয়দিগের ভিন্ন গাড়ী।—গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই পরিচালিত রেলওয়েতে দেশীয়দের ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে সমান গাড়ী থাকিবে না। এতদ্বিষয় অধিকারের মিঃ জন গাড়িয়ারের প্রস্তাব উপরে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এইরূপ বলা হইয়াছে।

---

৪০০ মাইল পদব্রজে।—কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা প্রোফেসর রায় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বিদ্যার্থীকে সঙ্গে লইয়া গত ১লা সেপ্টেম্বর বেলা ১ ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে বাঁকিপুর পর্য্যন্ত পদব্রজে যাত্রা করিয়াছেন। আমাদের এইরূপ সংবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাকবিভাগের সহায়ী কুমার। ডাকবিভাগের বিশেষ কুমার (সহায়ী) কিছুদিন যাবৎ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে এই সহায়ী কুমারের আদি ডাকবিভাগের বাবাবিক বিষয় বাবাবিক সুবিধা হইয়া উঠিতেছে। —"বঙ্গবাসী"

বাঙ্গালীর বিলাতযাত্রা।—জাহাজ ফুটন সেপ্টেম্বর ১৮ কলিকাতা হইতে বাঙ্গালী যোগেশচন্দ্র রওনা হইয়াছে। এডেন পথে যেদুনে নামিয়া পর সুবার একটী ঘাট দেখিয়াছে। যেদুনের একটী যোগেশচন্দ্র হইতে বাহির

একটী দল গঠন করিয়া যাত্রা করেন। রেলের বাঙ্গালীরা (১—০) গোলে অবলাভ করিয়াছে। কয়েকটির আরোহী বাঙ্গিয়া নদীর খুব সুন্দর বর্ণনা করিয়া বাঙ্গালীরা তাহাদের স্বাভাবিক খেলা খেলিতে পারে নাই। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ বাঙ্গালীদের পক্ষে খেলিয়াছে।—গোল—পি, লাল, ব্যাক—পি, চাটার্জ্জী, ডি ঘোষ, হাফব্যাক—কালী মিত্র, বলাই চাটার্জ্জী, ননি রায়, ফরওয়ার্ড—রবি পাকুলী, এম রায় সাহায্য, হেমাঙ্গ বসু এবং মহাদেব।

সর্ব্ব শীঘ্রমের উপাধিদান—ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় কিছুই সর্ব্ব শীঘ্রমে ডক্টর উপাধি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। সর্ব্ব শীঘ্র সম্প্রতি তাঁহার বক্তৃতার মধ্য দিয়া ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় সর্ব্ব শীঘ্রমের নামের সহিত আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আরও কয়েক জনের নাম ডাক্তারিভূক্ত করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সকলে খুব আনন্দোৎসব প্রকাশ করিতেছেন।

গৌরীপুর বিদ্যালয়ের অবসান।—গত ১৫ সেপ্টেম্বর গৌরীপুর বিদ্যালয় ১২০০০ লোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। বিদ্যালয় কার্য্যালয়ে একজন মুন্সী রসদের অপব্যয় করিয়াছে বলিয়া উক্ত কার্য্যালয়কে কর্ম্মচ্যুত করিবার কথা প্রকাশ হইলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যান। কর্তৃপক্ষ উহা গ্রাহ্য না করায় তাহারা ধর্ম্মঘট করে; ফলিকাতা প্রবিন্স ইন্সিটিউটের সেক্রেটারী মহাশয় ছাত্রদিগকে বলেন যে, বিদ্যালয় ম্যানেজিং এজেন্সীর এ বিষয়ে একটী মত করিয়াছেন, তাহাদের তাহারা কার্য্যে যোগদান করুক। এই কথায় পর সব ছাত্রগণ তাহার কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

আরবানীস্থানে ষ্টীমিক।।—আরবানীস্থানের আইনের প্রচার অনেই বৃদ্ধি হইতেছে। তবে উহার আধুনিক ব্যবহার যন্ত্র প্রচার হইতেছে না। যোগাযোগ ষ্টীমিকাতে বিনা মাশুলের চলে থাকে। আরবানীস্থান বিদ্যালয়টী বেশ লাভজনক করিয়াছে, কিন্তু রেলের মধ্যে উহার সফলতা আশানুরূপ হইতেছে না। বহু গণ্যমান্য লোক আরবানীস্থানের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছেন, যে সব বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক বিদ্যালয় রেলের যেন ১২ বৎসরের বেশী বয়স মেয়েদিগকে পাঠান না হয় এবং এরূপ শিক্ষকের বয়স যেন ৮০ বৎসরের কম না হয়।

সংবাদের পুরস্কার।—গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় সময় কালীঘাট রেডিসেমার্স এসোসিয়েশন উদ্যোগে ২৪নং কালীঘাটে কালীঘাটে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গত ছয়জনের সময় কালীঘাট ষ্টেশনে ট্রামের যেয়াদেরের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় ১০ বৎসরের একটী বালককে আবিষ্কারে তীব্র ক্রোধ হইতে নিজের কৌর্ত্তি উপেক্ষা করিয়া উদ্ধার করিয়াছিল। সেখানে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন হালদার, পণ্ডিত নবকান্ত ভট্টাচার্য্য ক্রোধ-পাত্রী প্রভৃতি অনেকে সমবেতদের সাহসিকতার প্রশংসা করেন। সমবেতদের একখানি পত্র এবং একখানি প্রশংসা-পত্র দেওয়া হইয়াছে।

ট্রেন যাত্রীদের বন্ধু :—রামসুন্দরাটের শ্রীযুক্ত পতীপতি চাটার্জ্জি তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া করিবার জন্য জনৈক যাত্রক স্থান যাইয়া কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। স্থানীয় ট্রেন যাত্রীরা তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া এবং তাহাদের ডাক্তারের দ্বারা দেখাইয়া পতীপতি বাবুর প্রাণরক্ষা করিয়াছে। এ জন্য ট্রেন-যাত্রীরা সকলের ধন্যবাদার্হ।

মৃত্যু পি, এইচ, ডি—বাবু ভগবতীচরণ গোস্বামী প্রাচীন ভারত "ব্রাহ্মণ্য" এবং "ভারতের গ্রাম" বিষয় দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়া পি, এইচ, ডি, উপাধি পাইয়াছেন।

বিবিধ

ফ্রতগামী ট্রেণ।—১৯০১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একখানি রেলগাড়ী ঘণ্টায় ১১৫ মাইল বেগে ধাবিত হয়। তেমনি সময়ে ইংলণ্ডে পাঁচ মাইল দ্রুতগতি লাভ করিতে উপস্থিত হইতে তিন দণ্ড লাগিয়াছিল আর দুই মিনিট তিন সেকেণ্ড। এই প্রকার বিপ্লবাত্মিবিধি ট্রেণের কথা এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। ১৯০৪ সালে ফিলাডেলফিয়ার এক রাস্তায় হইতে ফ্রিসেবর্গাভিমুখে একখানি ট্রেণ ঘণ্টায় ১১৪ মাইল হিসাবে ধাবিত হয়। চারি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতে ইহার সময় লাগিয়াছিল দুই মিনিট তিন সেকেণ্ড। ঐ বৎসর ফ্রেমাউথ হইতে প্যাডিংটন পর্যন্ত একখানি ট্রেণ ঘণ্টায় প্রায় ১০৪ মাইল বেগে চলিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইহাই দ্রুতগতি বিশিষ্ট ট্রেণ। ব্রিটেনের অন্যান্য রেলপথগুলির অনেক ট্রেণ ঘণ্টায় ৬০ মাইল হিসাবে ধাবিত হইয়া থাকে।

ফল-মূলের উপকারিতা।—দৈহিক লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ টাট্‌কা ফল মূল খাওয়া সকলেরই দরকার। কমলালেবু ও আপেল উৎকৃষ্ট রক্ত পরিষ্কারক। শিরাসমূহের প্রদাহনাশে অর্থাৎ প্রস্রাবের সঙ্গে মূত্রাশয় হইতে পাথরের টুক্‌রা উপকার লাভিয়া হইয়া যাওয়ায় বেদানা বড়ই উপকারী। লাবণ্য বৃদ্ধির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারক পেয়ারা। ইহাতে রক্তও বাড়ে। বিলাতি বেগুন প্রভৃতি লৌহঘটিত ফল অল্পপরিমাণে আহার করিলে শরীরের রক্ত পরিবর্দ্ধিত হয়। কলি প্রভৃতি শাক সব্জিগুলি এবং এলিচফল কল সকল রক্ত বিশোধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। লেবু মহোপকারী ফল। ইহার রস আমাশয়ে দৈহিক উপকার সাধন করে। পরমের পূর্ব্বে গরম জলে লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে অতিসারোগ আশ্চর্য্যরূপে দূরীভূত হয়। প্রত্যহ প্রাতে জলের সহিত লেবুর রস মিশ্রিত খাইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয় না, অধিকন্তু রক্তের লোহিত উজ্জ্বল হইয়া থাকে। কফরোগগুলি পাইবার ও সাধারণ প্রকৃতি যাহার করিয়াছে সুকল ভোগীর আর কষ্ট পায় না। রোগে পরিষ্কারে তাজা ফল মূল খাওয়া এবং নিয়মিত সময়ের উপর খাদ্যের মূল্যবান আহার এমন প্রকৃতি পরিবর্ত্তনেও যেমন সৌন্দর্য্যের কথা যায়। কিন্তু যে ফলমূল খাইলে সহ্য হয় না, তাহা তাহার খাওয়া উচিত নহে। ইহাতে অসুখ হইয়া থাকে।

ভাগ্যগণনার যন্ত্র—সম্প্রতি আমেরিকায় মেসিকেল সোসাইটীর এক অধিবেশনে অধ্যাপক ডাক্তার এডি তাঁহার কোটের পকেট হইতে এমন একটী নূতন ধিনিষ বাহির করিলেন যাহা অনেকের কেহ এ পর্য্যন্ত চক্ষে দেখে নাই। ইহা দেখিতে ঠিক ঘুইস্কাইনের মত,—ইহাই ভাইটাফিন। অধ্যাপক এডি বহু চেষ্টার পর বহুকাল হইতে ইহা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক বিশিষ্টাকের ডিমের ভাগের একভাগ অর্থাৎ আলবিন বা ডুমের অতি সূক্ষ্ম অংশমাত্র যার ইহার এক বিন্দু লইয়া একটী বড় ইন্দুরকে খাওয়াইয়া দিলে ২৪ ঘণ্টা তাহাকে আর কোন খাদ্য দেওয়ার যে প্রয়োজন হয় না ইহা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এইবার মানুষের উপর ইহার পরীক্ষা হইবে। ইনি আশা করেন, অতঃপর যে সকলের জন্য অন্য কোন খাদ্যের প্রয়োজন হইবে না, একমাত্র সুস্থ আহার এই ভাইটাফিন খাইয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম পরিখার।—মিশরের সর্ব্ব সমেত চারি শত রাজবংশ যার মধ্যে পরিখার ১৩০০ সন হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম পরিখার ১৭৬৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইথাগো, ডাঁহাদের এবং অক্সফোর্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পরিখার ডাঁহাদের "মার" পরিখার, ইহা ১৩৮৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার্ডীনের ক্যাম্ব্রিজেরা ১৫১০ সন হইতে চলিয়া আসিতেছেন। ব্রোকডেনের পরিখার, ডারহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিউক ১৬৬৬ সনে এবং বরবোন পরিখার ৮৬৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত মোহাম্মদের উত্তরাধিকারিগণ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকের নাম ও কার্য্যাবলী একখানা বহীতে অতীব লিখিত থাকিত এবং সেই বহীখানা এই পরিখারের প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃক মক্কাশরীফে প্রেরিত হয়। ইহাদের উপাধি-বিভাটীদের কথা যে এখনো পর পর চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণিকরার কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না। টীমবাগের অনেক প্রাচীন ইংরি পরিখার আছে। কিন্তু বয়স হিসাবে আপাত দৃষ্টে বিলাতের-বাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ২,৫০০ বৎসর পরিয়া এই বাসের লোক পর পর আসনের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। প্রথম বিকারের বিলাতী ভদ্রলোক পরিবার ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

এডুকেশন গেজেট

৬৮ বর্ষ

সর্বত্র সমবেদনায়: নিখিল জ্ঞানসুধা। — প্রতিশ্রাবণেতে নিত্য স্বর্গের নিখিলত্ব দৈ।
সর্বোচ্চ দুর্দিনে সত্য সর্বে সত্য বিরাজিত। — সত্য ভগবানি পশুত্ব যা কল্পিত দুঃখমাত্রাতে।
জ্ঞানের যে যত্ন সমাজ উজ্জ্বলালোক পরে পরে। — যিনি জ্ঞেয়াবিদ্যিতীতে জিজ্ঞাসে জ্ঞানজ্ঞানং।

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৩১, ৩১শে অক্টোবর, ১৯২৪ [২৭ সংখ্যা

পূজ্যপাদ ভূদেব বাবুর স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে অভিমতি

ইদানীং স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে বেশ আন্দোলন চলিতেছে। স্বায়ত্তশাসন বলিতে কতটা বুঝায়, উহার, অন্যান্য উপায়ের কথা শুনিতেছি। এখন এসময়ে পূজ্যপাদ ভূদেব বাবুর এ বিষয়ে কি অভিমতি ছিল, আলোচনা করিলে সুফল ফলিতে পারে; তাহাতেও অনেকের বৈজ্ঞ প্রত্যেকের হয়, অনেকের মনে এরূপ সংশয়াদি পূরণার উদয় হইতে পারে।

ভূদেব বাবুর দৃঢ় প্রতীতি এই যে হিন্দুজাতিদের অন্য সকলের সহানুভূতি বা সহায়তি ছিল না—বিদেশ বিদেশের অধিবাসীদের। তাহারই হিন্দুজাতির অভাবের, পরাধীনতা। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন, সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রাচীন ভারতে কোনও হিন্দুরাজার একচ্ছত্র বা সাম্রাজ্যশাসন প্রায় ঘটিত না। সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ছিল। কৃষ্ণভিন্নদের মধ্যে বৈরভাব প্রায় পরিলক্ষিত হইত—বুঝিবিরোধের অন্ত ছিল না। যদি কোনও রাজা পরাক্রান্ত বা সীমাবদ্ধী কোনও রাজ্যের পরাজিত করিতে পারিতেন, তিনি বিজুগীষু রাজা রাজচক্রবর্তীর মধ্যে পরিগণিত হইতেন—ভৈরাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু এ অন্ত চিরস্থায়ী হইত না। ভৈরাজ্যের মূলকর যদি পরাক্রান্ত রাজা আক্রমণ পরাজয়ীবিজয়ী না হইতেন, তাহা হইলে পরাজিতগণ পুনরায় স্ব স্ব স্বাধীনতালাভে চেষ্টান্বিত হইতেন এবং অনেক সময়ে সফলও হইতেন। এইরূপে সমস্তভারত: অধিকারে প্রবাহিত হইত। ভারতে স্থায়ী শান্তি থাকিত না। হিন্দুরা প্রাচীন কৃষ্ণভূমের ন্যায় বিদেশের উপনিবেশ হইত। সেই বিদেশের প্রজাসমূহের প্রতিবন্ধক হইত। যদি কোনও প্রদেশে সমুদ্রকূল,

ভূষিত হয়। তাহা অবলম্বিত করিলেন, সেবারী সম্প্রদায় আত্মোন্নতিপরায়ণ হইয়া ভূমণ্ডলে মহান হইয়াছিল, তাহা আমরা বিশেষ ইতিহাস ও ঘটনার সাহায্য করিতে পারিলে, অবশ্যে বক্তার পরিকল্পনা চিত্তে সমুদিত হইল। তাহা পরিচালিত যদি কোনও সুশিক্ষিতরূপে বিভিন্নপ্রকার অধিকৃত হইল, তাহা হইলে ভারতের কিয়দংশও অবশ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু উহার পরিচালনার ও কেমন করিয়া হইবে? এখানে সমস্যার বিশেষত্ব হইয়া থাকে। উপযুক্ত কর্মী নিযুক্তির ব্যবস্থার অভাব। অবশ্য নিম্ন ও নহেই হইতে পারে। সমে বৈদেশিক ভাবের অবতারণা হইয়া যায়। ইহাতেই ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন বলিয়াছেন। এই কথা নিবন্ধন করিবার সময় তাঁহার মনে সুধীরাম ও সাধুরাম সমুদয় হয়ি ও ইহা-সমিতি অবতরণের বিষয়টির সমালোচনা সমুদিত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি ভারতিবিদের তাহাদের অবলম্বিত কুপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন।

"এখন সময় আসিয়াছে ইংরাজদিগের অবতরণের। তিনিই ভারতের একমাত্র মুক্তিদাতা মুক্তা। তাঁহারা এতদ্দেশবাসী ভারতবাসীর ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বরপ্রেরিত—রাজপুরুষ প্রতিষ্ঠানের—বিশেষ প্রয়োজন সাধিবার্থে, ইহাই ভূদেব বাবুর চিত্ত বিশ্বাস। ভারতীয়দিগের সম্বন্ধের এক নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বড়ই "সাময়িক প্রলেপ" বলিয়াছেন।—

"ভারতবাসী একজাতীয় ইংরাজের অধীনতাকেই সফল। অতএব ইংরাজের প্রতি যেমন কর্তৃত্বের এক ভাবনাই করিতে হইবে।"

"ইহা কখনোই ভারতবর্ষের সমস্ত লোকেরই বাঞ্ছনীয় প্রোজ্জ্বলিত করিয়া কেন সর্বসাধারণের মনোজ্ঞান পায়। ইংরাজদিগের অধীনে আমরা কখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না," এই আশঙ্কাজনক চিত্ত যথার্থতঃ অন্তরের কথায় কেন কেহ আছে স্থানের না করেন। ইংরাজের পাশ্চাত্যনীতি সর্বদা বর্ণ না করিলে, ভারতে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্যের উপায় নাই, এ কথা কেন কেহ মনের কোণে স্থান না দেন।

কি কি উপায়ে, কি কি বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিলে, ইংরাজের অনুশাসনে থাকিয়া, ভারতবাসীদের স্বাধীনতালাভের সম্ভব আছে ভূদেব বাবু এতদধিক গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। সেই সব উক্তি-সমূহকে সুসম্বদ্ধভাবে বিন্যস্ত করিয়া, লোকে যাহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিব। এখন লোকের মন মুক্ত স্বাধীনতালাভে সমুদ্বুদ্ধ ভূদেব বাবুর মত এক অধিতীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান লোক—ভারতের প্রত্যুত সমাজসংস্কার—প্রভৃতি প্রতীতি বিষয়ে পারদর্শী —এই দৃষ্টিতেই বিষয়ে কি বলিয়াছেন, বিশ্লেষণ ভারতবাসীদের একবার পাঠ করাইলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। "সাময়িক প্রলেপ" "সাময়িক প্রলেপ" ও "আমার নিজস্বের" প্রভৃতিগুলি হইতে যে নিম্নটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে তাঁহার মনোভাব বুঝিবার সুবিধা হইবে। তদুপর সেই শ্লোকগুলিরই আমরা আলোচনা করিব।

"যেখানে শিক্ষিত যারা সেই যারা নিরাকার।
সেই যারা সভা মার্গে সেই পথে ধায় যে বিচারে॥"

ইহার ভাবার্থ এই; "যে পথে শিক্ষিতগণ প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সমস্তদেশের সেই পথেই যাইবে। সেই পথে যাইলে কোনও অনিষ্টের বা দোষপ্রাপ্তি ঘটিবে না।" অর্থাৎ পূর্বতন রীতানুযায়ী ভারতবাসীর জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত। যে পথে তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সেই পথেই তাঁহাদের যাওয়া উচিত। অন্যান্য জাতি হইতে, পাশ্চাত্যদেশ অনুসরণ করিলে সুবিধাজনক পথে অগ্রসর হইবে। সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে না।

এই পথ অনুসরণ করিলে, আত্মসম্মান নিষ্ঠা হইবে; আত্মসম্মান নিষ্ঠা করিলে, স্বজাতিপ্রেম আসিবে। আত্মসম্মান অনুভবের ফলে শিক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের এবং স্বজাতিপ্রেমের সঞ্চারে সমস্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের উন্নতি হইবে। সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের পুনরুদ্ভবে ব্রাহ্মণের ও সমাজের। তদুপরি ভূদেব বাবু তাঁহার প্রবন্ধাবলীর এই কথাটি প্রকৃষ্ট করিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

কেবল এই বিধি সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেও যে বিশুদ্ধতার পূর্ণফল হইবে এ কথা বলিতে পারা যায় না। সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ না হইলে, বিশুদ্ধতার পথে সাম্প্রদায়িকতা দণ্ডায়মান হইবে না এমনও হইতে পারে না। সমাজ উৎসন্নে যাইলে, ধর্মানুশাসন দুর্ব্বলীকৃত। এই সাম্প্রদায়িক অনুশাসনকে "অনুশাসন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয়ভাগ)

"সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধে" উদ্ধৃত শ্লোকের প্রতি এখন দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। শ্লোকটি এই :—

"সর্ব্বত্র সমবেক্ষেত নিবিষ্টা ধার দুষ্কৃত
প্রতিপ্রয়োগতো বিদ্বান্ যথাবদ্বিধিবিত্তবৈ।"

তাৎপর্য্য এই; "সকল স্থানে এই সমুদায় দুষ্কার্য্য ভাবিবেন; যা বিবেকবুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে, প্রতিষ্ঠা প্রমাণানুযায়ী যথার্থে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণে করিবেন" প্রতিষ্ঠা বিবেকানুসারে যথার্থে বা বিহিত কর্ম্মসমূহ নিত্য হোমে স্থির করিয়া থাকিবে; প্রতিষ্ঠা অর্থ-নির্ণয় করিতে হইলে বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ সকল কর্ম্ম বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্তরমাচার্য্য প্রভৃতি যাহারা অর্থনির্ণয়ে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। আবহমানকাল এই প্রণালীতেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে। পূজনীয় ভূদেব বাবু বলিয়াছেন "হিন্দু" "হিন্দু সমাজে বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সময়োপযোগী সমাজের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।"

(বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ)।

এই সমস্ত কথাগুলি আমাদের সমাজের দুর্গতিসাধনে যেরূপ বিষময় ফলপ্রদ বিবেচিত হয়। তাহা হইতে সমাজ বিচ্ছিন্নপ্রায় হইতে না, সমাজের গতি রোধকরে সমর্থ হইত না।

এখন সব আধুনিক কুসংস্কারগুলা ধর্ম্মিষ্ঠাকুক্ষি করিয়া, আমাদের প্রতিষ্ঠাসিদ্ধির দাবুণ অন্তরায় সংঘটন করিতেছে। বিদ্যার উদ্ভবে, উপায়ের প্রসারে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিবে বলিয়া কখনও কেহ আশঙ্কা করেন নাই। অধিকন্তু বিদ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্মের উন্নতি হইবে বলিয়াই সকলে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। (Conservatism) সম্বন্ধে ইংরাজি গ্রন্থ—রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা প্রাপ্ত হইবার, তাহা হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম। রক্ষণশীলতার উদ্দেশ্য কি বিষয়ে আলোচ্য। ইংরাজী গ্রন্থ হইতে রক্ষণশীলতার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিতেছি :

"It has already been pointed out that though conservatism seems at first sight to be the direct opposite of progress it is an essential element in making it safe and effectual. The prudence of conservatism must control the zeal for advance or Evil will come of it."

(Lord Hugh Cecil's Conservatism.)

ভূদেব বাবুর কথাও এই কথাই বলিতেছে। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিষয়ে রক্ষণশীলতা উন্নতির পক্ষে কণ্টক স্বরূপ হয়ে না—বরঞ্চ তাহাকে রক্ষক স্বরূপই হয়।

আমার প্রবন্ধের উপসংহারে সমস্ত শ্লোকটির একবার উল্লেখ করিব।

"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারাদ্বিনয়ো বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্।"

উহার তাৎপর্য্য এই, "শিষ্টাচার হইতে বিচ্যুত হইলে, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণীয় মহাফলপ্রাপ্তি, অনেক ঘর সকলই নাশ হয়। অনাচার সমূহ বিদূরিত হয়।"

ভূদেব বাবু পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাদ্বারা এই শ্লোকের শিষ্টাচার অবলম্বন করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। শিষ্টাচারের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় আহার ব্যবহার, বেশভূষা, ক্রিয়াকলাপ, শিষ্টাচারসম্মত আচারাদি সকলই অন্তর্ভুক্ত। সেইরূপ আচারের বিনা দ্বারা, বাহিরে এই সব শিষ্টাচারসম্মত আচার ব্যবহার প্রকাশিত হইলে, ধর্ম্মবিপ্লবের পথ চিরকাল উন্মুক্ত থাকিবে। বৈদেশিক সভ্যতার অধীনের ধর্ম্মবিপ্লব হইবে না। এইরূপ পাত্র বিশেষ, বেশভূষা, ক্রিয়াকলাপ, শিষ্টাচারসম্মত আচার, বেশভূষা প্রভৃতিসম্পন্ন লোকের সমাজে, সমস্ত শিক্ষাদেওয়া উচিত—ভূদেব বাবুর এই মত। অধিকন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণেরা ক্রীশ্চিয়ান্, তাঁহাদের বিশেষ শাসন করা

উচিত নহে বলাও বাহুল্য। তদনন্তরীয়ক ইহার পূর্ব্বভাগ পাওয়া যায়।—

"অস্মদ্বিধ্বংসিনশ্চক্রং ভীমস্তিষ্ঠতেরণে যা
তদ্রক্ষেদ্বাসুদেবস্য মমাভেদ্যকবচস্তবম্।"

বাস্তবিক বৈষ্ণব ঐতিহ্যের কবীয়ান্ ভীষ্মদেবের উপরোক্ত ভক্তি ও আত্মপ্রসাদী সাধারণ লোকের অনুকরণীয়; তাঁহাদের আদর্শ সুদৃঢ় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এখন আমরা দেখিব কিরূপ দেবতাকে রাজার অভীষ্ট দান করিয়াছি—পরাধীন বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-সাম্য অনুভূতি সত্ত্বেও আমাদের বিশেষত্ব হইবার কারণ নাই—থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের প্রভাবটি থাকিলে, আচরণের ও অনুষ্ঠানের অভাব হইবে, সামাজিক অনুশাসন অপরিহার্য্য হইবে, বিশ্বজনীন আচরণের মধ্যে থাকিবে, তখনও স্বতন্ত্রী হইবে না। পরাধীনতা বিশেষ প্রতি মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে না। "যদস্মে ভদ্রমেবাস্তু নিদ্যুম্নমুত শিশ্বথ:"—এই প্রার্থনাতে ভূদেব বাবুর বিশেষ আস্থা ছিল।

বৈজ্ঞানিক রাজা হইলেও যন্ত্রশাসিত শক্তি প্রভা ও আত্মসাধুতীরতার পাত্র, এই তাঁহার প্রধান বিশ্বাস। পাশ্চাত্য রাজা দেবোপম বলিয়া মনীষী। সেইজন্যে বিশ্বাসের রাজাকে দেবা উচিত, এই কথাই ভূদেব বাবু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া রাখিয়াছেন। নিম্নোক্ত শ্লোকে রাজার অভীষ্টরূপ উল্লেখিত হইয়াছে।—

"রাজানমিন্দ্রমাবহন্তগ্নং শক্রমবর্দ্ধনম্
বরুণং দেবতা যেষা মরুতশ্চ বিশেষতঃ।"

অনুশাসিকা, সপ্তম অধ্যায়।

যাহা ইন্দ্রবিষ্ণুরূপ প্রতিভূস্বরূপ, প্রজাপালন, প্রজাবর্দ্ধনেই তাৎপর্য্য। রাজধর্ম্মানুশাসন না করিয়া; রাজা যদি প্রজাপীড়ক হয়," তখনই তাহা সর্ব্বত্র নিন্দা প্রচারিত করিবেন।—

"রাজা যদা হি ধর্ম্মেণ প্রাবিবর্ত্তয়তি প্রজাঃ।
অনুশাস্যমিমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রজাহিতে রতাঃ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ইষ্টাপূর্ত্তবিভাগাংশ ষষ্ঠভাগী ভবেন্নৃপঃ।"

"যেষো বিদ্বেষ্টারমিত্যাদিমন্ত্রটৈক্য সাধিয়।
প্রজাযো ধার্ম্মিকৈক্য ভূয়ো বিধিরেষ চ।"

এ অধ্যায় ভূদেব বাবুর প্রতিপাদ্য হইতে কখনও অপসৃত হয় নাই, মনে হয়।

মুসলমানের ভারতবর্ষ পরাধীন করিয়া এই দেশেই আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন এই সম্বন্ধেও অনেক মুসলমান বাস করিতেছেন—ভারতবর্ষই তাঁহাদের জন্মভূমি। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সম্প্রীতি রাজভক্তির সম্বন্ধে, স্বাভাবিক অনুভূতিতে বিরাজ করা আবশ্যক, তাহাও তিনি বিশেষভাবে পত্রাদিতে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। "সমাজ ভারতবর্ষের ইতিহাস" হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।—

"ভারতভূমি যদিও হিন্দুরাজাদিগেরই জন্মভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি তাঁহাদিগকেও আপন বক্ষে স্থান দিয়া সন্তানের প্রতিপালন করিয়া থাকিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান।

এক মাতার এতটী সন্তানের ও অন্যটী অনুকূলাদি, দুইটী সন্তানে কি প্রকার সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলেরই পারস্পরিক হয়। অতএব ভারতবর্ষনিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ অবিসংবাদে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উল্লেখ করা হয়।"

বিশ্বজনীনতার উচ্চ আদর্শে থেকে এই আত্মীয় ভাবাভাবি বিশ্লেষণে ভাবিয়া দেখেন, এই আমাদের অনুরোধ।

বিশ্বের বসুন্ধরার প্রতি আমাদের ভক্তি নাই, এই অপবাদও ভূদেব বাবু অপনীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপিনী বিশ্বমাতা 'ভারতভূমি' হইবার কথা। সমস্ত ভারতভূমি বিশ্বের একে পুণ্যক্ষেত্র, পূজনীয়। "এমন বিশ্বের জন্মভূমি" প্রতি বিদ্বেষ, অভিমানীর এ অপবাদ কিরূপে সহ্য করিতে পারে? বিশ্বমাত্রেই জন্মভূমির প্রতি যেরূপ ভাব হয়, এ দেশের সম্বন্ধ

হয়। "অন্যে বহুভির্দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ" এই শ্লোকার্দ্ধ অন্বয়েরই অভিপ্রায়ে হইয়া থাকিবে। আর একটী তাম্রশাসনের উল্লেখও এখানে করিতেছি :—

"অন্যানপি ভাবিনঃ ভোক্তৃনেষ রাজ্ঞঃ।
অন্যানপি ভবিষ্যতো ভোগপতিঃ।
অস্য ধর্ম্ম সঞ্চয়স্য নক্ষয়ায়ৈরপি নক্ষয়ঃ।
যথাভিলষতঃ ভবতাত্মনঃ পুণ্যফলম্।"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৩য় অধ্যায়।

মূলকথা, ভারতবর্ষে স্বদেশপ্রেমের (patriotism) কোনও অভাব ছিল না। এবং আমাদের বিষ্ণুভক্তি রাজভক্তিকে একবারে পূর্ণ করিয়া এক অপরূপের সমাবেশ সাধনে সকল সময়েই অধিকারী। "বহুভির্ব্বসুধা ভুক্তা" রাজা বিষ্ণুভক্তের অন্তরে বিরাজ।

কৃষ্ণের বাবু রাজভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আরও দুই একটী সোপানের বিষ্ণুভক্তিকে বিভূষিত হইতে দেখিতে পাই। দুই পরিবার ও পরিজন তাঁহার বিশেষরূপ বিচার আবশ্যক। ঐতিহাসিকী পুরুষ কি ভাবিয়া এই দুই অঙ্গ অলঙ্কারিলেন। "পুণ্যাহর্ষিত" এই স্থলে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় :—

"অঙ্গীকারে সর্ব্বধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম। পরিজন প্রতিপালন পরম কর্ম্ম। যে জন পারেন করিতে, তাহার অন্যত্র কিছুই থাকে না। কৃষ্ণবাবু যেমনি ভিন্নবর্ণী, এইরূপ তাহার পরিজনী তাঁহার ভিন্নবর্ণিনী।"

পুণ্যাহর্ষি, ৪র্থ অধ্যায়।

অন্যান্য বা অন্যান্য স্থলের কৃষ্ণের বাবু বিষ্ণু ভেদের সাধ্য হয় না। তা ভেদেই সম্ভব। অন্যান্য অঙ্গীয় আখ্যায়িকা ব্যাখ্যায়—রাজভক্তের সঙ্গে ভেদও সম্পর্কযুক্ত বলিতেছেন।

"সাধ্বীসাধ্বীভাবাদ্যোপাধিবোধ্যে পতিভাবাদ্যে পুরুষাদ্যে লক্ষিত আত্মোপাসক আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স যথা এব এবং পত্যাদয়ঃ যথা এব বিজ্ঞানাদ্যধিষ্ঠানস্য ঈশ্বর আত্মনিষ্ঠস্য আত্মনঃ স আত্মাত্মৈব ভবতি তস্য সর্ব্বে লোকেষু কামচারো ভবতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

যাহোক আত্মভাব, আত্মভক্তি, তাঁহাদের আবার অভাব কি?

মেহলতা।

[পুণ্যাহর্ষি]

[সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মুন্সেফ প্রণীত)

হরিদাস। আমার মাথা খাও, তুমি আমায় অমন করে ধরি হয় তা'হলে কি আমার অন্যায় আছে। এমন সময় ঝিঁঝিঁপোকার হুল ফোটা উচিত।

সরলা। মেহলতা আমার অন্য কোন দোষ ধরিতে পারে না। তাই বাড়ীর ঝিয়ের মেয়ে বিলাসীর এই বিদ্যা পড়াবার বাড়ীর ঝিয়ের পুরিবীর নিকট গেছেন, বিলুবন পাড়ে পড়াবার এজন্য তর্ক বাধে করিয়া ঝিঁঝিঁপোকা তাহাদিগকে "সরলা মেহলতা মানুষ নয় মানুষের আকার

আর দরিদ্র হব, কিন্তু হাতে আমার যেটি ছিল পাত্র ভরা, তাতে যে টাকা কোথায় পাইব। কিন্তু যার অর্থ দরিদ্রেই হইবে কিন্তু যার আমার সাধারণীর আজ কি দরিদ্র হইয়া পড়িব।"

শরৎ। বলেন কি হরিদাসবাবু! আপনাদের বাড়ীর অবস্থা ত ভাল।

হরিদাস। আরে আমি কিছু বলি না বলা সবাই আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তাই দুইটী পুরুষ হইয়াছে। উকালটি বাবা ছিল ভাল তার পিসি তখন হইয়াছে এখন আর আমার কোনটি বিশেষ কিছু নাই।

শরৎ। এমন তখন ত শুনি নাই। তা আপনার ছেলেদের মধ্যে কাকে আপনি কাজ দিবেন।

হরিদাস। তাতে আর কত হবে। বড়জোর দুশ টাকা মাসে হবে তিনশত টাকা মাসুল। কিন্তু তাহলেই কি আমি পারব।

শরৎ। আর কি আমি হাঁড়ি বদলী? কোনটা আপনার বলিয়াছি? জিজ্ঞাসা করেছি ছেলেদের কেউ চাকরী করবার মত নেবে।

হরিদাস। সকলই আমার মন্দ। মনে করেছিলাম আপনার কাছে এসে আমি উদ্ধার হব, কিন্তু এখন কি দেখছি। আমার এখন যে সকল ভাড়াটে পড়েছে তার ছেলে আমার ছেলের ভালো কি এখন হয়?

শরৎ। আপনি একটু বসুন, আমি আর একবার আসি। এই বলিয়া শরৎবাবু আমার বাড়ীর ভিতর গেলেন। অনেক পরেই শরৎবাবু আসিয়া বলিলেন "ছেলেরা যদি যে কথায় কথায় ও ভয় হয় তবে তিনটা না হলেও দুজন পারে, আর যে সব কাজ রয়েছে তত্ত্বাবধান, খাতা, চুক্তি, আদায়, খরচ, হিসাব, টাকার এসব ছেলেটাইত হাতানার কথা।"

হরিদাস। আপনার সব সত্য, কিন্তু আমার সেরা বাড়ী, কি জানি আমার ভোগ।

শরৎ। আমি আপনি তা কি জানি? আপনার ছেলে ভিতরে ছেলে সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাই আমি এসে বলিলাম কিছু ভিতরে আছি বলি।

হরিদাস। যদি সকলই আমার ভিতরে আপনার ভাল আপনি থাকে তাহা হইলে এ সকল কথার কি আলোচনা উচিত?

শরৎ। আমি কথাইবার ত কিছুই আমি কি জানি বলুন!

হরিদাস। যদি মহাশয়ের ভরসা করে বলি?

শরৎ। নিশ্চিন্ত, বলুন বা।

হরিদাস। উপযুক্ত, টাকার কথাটা না। এত ছেলে ভোলাবার, আর এক একে অর্থের এক বাড়ি ছেলে আপনি কোন উপায়ে পারি।

শরৎ। এত কথা হল। আপনার বাড়ীর একটাকি কিনে সকল নিজেই চলতে পারে, আপনি বিনে বিনেই ছেলে আমার ঘরে পারে করে নিজেই ছাড়ি দরে আমি কি আর কেউ কেনে বলুন?

হরিদাস। আরে তা বলিলাম না। আমি এই বলি হিসাবি সব ও আর ছেলে দেখিবে পারব না। নীচ হাতে দা ঐত বাঁচে, তুমি দুইটী বাড়ী।

শরৎ। আপনি যা বুঝেছেন তা এলাতে হবে না। আমার ছেলে কম নিয়ে কেউ বিয়ে বিয়ে চাইবে না। যদি কেউ বাড়ীকে টাকা দেয় ক'রে বাড়ীর সকল নিয়ে পারে তত্ত্বাবধান হয়।

হরিদাস। তাই কি আমি বলতে পারি, আমি ত সেই আজ বলিলাম যে আমার ভালোর দোষ।

শরৎ। আমি বড়ই দুঃখিত হলাম হরিদাসবাবু, আমার উপায় কোন আলোই হবে না।

হরিদাস। আপনি কি বলেন? আমি ছেলের বাপ সকলে বলতে পারি? তাই বলছি। আজকাল ছেলে বাপ কিছে সাজানো দোষ।

এই বলিয়া হরিদাস বিদায় লইলেন। তিনি যে কোথায় গমন করিলেন তাহা কি কেহ জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আর কিছু ছেলের বিয়ে বিয়েছেন যে সব বাবাই ছেলেই সকল আপনি পারে কথা বলে নাই। ছেলেদের আলো আনিয়াই কি বাড়ীর জন্য কর্তারা কথনো অধিকারের পরীক্ষা দিয়াছেন পারে? আমরা পরীক্ষা হইতে

তাহা হইলে লক্ষ্মীকে কেহ ছলনা করিত না। যার চুরিতে অমন সাবধান হইলে সহজেই যার চোর হইয়া যায় বিশ্ব ভগবান তাকে পাঠান। আমরা কিন্তু যার যাহিয়া দেখি, তখন আর সাংসারিক বড়ই পক্ষ যারে সুখ ও আনন্দ পোষ করিবার চোর উপায়মাত্র, কিন্তু সম্পত্তি বিনষ্ট করিলেই সব দিক হয়। এই বিশ্ব মানুষ তাহা বেখিয়াও দেখে না, লক্ষ্মীর সাধনা অনেক গাছাড়ার অন্তে তাহাদিগকে কি করিয়া বিদায় দিতে পারা যায়, তাহার পর যখন চোরা-আশা ও সর্বশেষ হইলে দুশ্চিন্তায় মনের মাধ্যাকর্ষণ লইয়াই-যায়। হরিসেবক এখন চারি-পাঁচশত টাকার জন্য একটী পায় ছুটিলে ভাল হয়, কিন্তু কোন্ প্রাণে সেই মেয়ের মেয়ে ওলিকে এই বলে, না চুলো, সাপ্রের হাতে দেন। কাজেই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। সকলই বেখিয়া শুনিয়া পরমবাবু অনেক ভাবিয়া মেয়ে মেয়েকে দীকার করা। সকলেই উহা অপেক্ষা-কৃত ভাল চায়। পরমার্থ কর্ম সকলেই আসে তাহার উপর কেহ পাঁচশত কেহ হাজার টাকা দিতে চায়। এমন সময়ে একটী ঘটক আসিয়া হাজির। দিল একটী পাত্র আছে সেটি ভাল লেখা-পড়া জানে না, কিন্তু তাহার বড়লোক অবস্থা বেশ। শৈলেন্দ্র অবশ্য-পাথায়ের পুত্র নাম গজানন। শৈলবাবু তাহার সাধারণ মানুষটাকে চাকুরি করিয়া বেশ দুপয়সা লাভার করিয়া-ছেন। গজানন ধনবান না হইলেও তাহার বাপের পয়সার জন্যে বিবাহের সময়ের অভাব ছিল না। তথাপি যে-ঘটক প্রথমে হরিসেবক নিকট এই বেশ বিবেক তাহার-মূল কারণ এই যে গজানন বিবাহকে ভুলে যাইবার পরে মাঝে মাঝে দেখিয়াছে এবং তাহার মাকে বলিয়া বলিয়াছে যে সেই মেয়ের সঙ্গেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। মা তাহাকে অনেক করিয়া বোঝাইলেন যে মেয়ের বাপ বিবাহ দিবার জন্য না আসিলে কি উচিত হয়, কিন্তু গজা-ননের আবদারের চোটে যখন তাঁহার অন্য হইল তখন তখনই সকল কথা জানাইয়া ঘটক ঠাকুরকে জানা-ইয়া আসিতে এই কথা উত্থাপন করিতে বলিলেন। বলিল হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন বিশেষ যখন শুনিলেন শৈলবাবুর গৃহিণের প্রতি বড় আছে তখন তিনি অনেকটা আশ্বাসিত হইলেন। ঘটক ঠাকুর তাঁহাকে আরও বলিয়া গেলেন যে মেয়ে ও মানুষ বিয়েই ভুলে যায়, বিয়ে হাতছাড়া হয় না, বরিন ছেলে দেখিলেই হয়। হরিসেবক বুদ্ধিমতীর ছবিও পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন ছেলে যদি ভাল হয় তাহা হইলে মেয়েপক্ষের কত টাকা হইবে তাহা হইবে না। ছেলে ভাল হলে মেয়ে সুখে থাকিবে, আমাই পণ্ডিত নাই হইল। পরদিনই সন্ধ্যার সময় হরিসেবক ছেলে দেখিতে যাইবার সময় করিলেন।

মেয়ের বাপ, পাত্রে দেখা হইলে কোন ত্রুটি হয় বলিয়া তিনি ভাল করিয়া অন্ধকার না হইতেই শৈলবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এ দিকে সে দিন শৈলবাবুর বাড়ী হইতে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। হরিসেবক দেখিয়াই গজানন ব্যস্ত হইয়া "আসুন আসুন" করিয়া বসাইলেন ও চাকরকে চীৎকার করিয়া "জামাক দে" বলিয়া হুকুম করিলেন। তামাক সাজিতে বিলম্ব দেখিয়া "আমাকে মেরে হাড় ভাজবে, তামাক সাজতে এত দেরী, তোমা একটু পয়ে না হয় বাবি" বলে বন্ধুকাইলের পাচকটেই ধমি-দের হাতে হুঁকা দিয়া বাড়ীর ভিতর যাকে সংবাদ দিতে দৌড়াইলেন এবং ফিরাইতে ফিরাইতে বলিলেন "মা, বড়ন মহাশয় এসেছেন।"

মা। কার শ্বশুর রে?

গজানন। কেন, আমার শ্বশুর।

মা। সে কি রে, বিয়ে না হ'তেই শ্বশুর কি হবে?

তুই বাঁকাচ্ছিস্ কেন?

গজানন। তাহলেও এসেছেন, তা কেউ একটু বস করতে জানে না। তাহলেও এমনি পাজি যে তামাক দিতে বলা তামাক দেয় না, এতে কি আর মান থাকে?

মা। তা মিলাতে দেখ যাচ্ছে; তুই আর এখন বাইরে যাসনি। আমি পান তৈরি দিয়ে পাঠাচ্ছি।

গজানন। তিনি একলা বসে থাকবেন! তাহলে শ্বশুর মহাশয় যে রাগ করবেন।

মা। তিনি আছেন, তুই কি না কি বলে, যাবি। মেয়ের বাপ কিছু নিয়ে পালাবে না, বস গিয়ে।

গজানন। তা হচ্ছে না। বিলা যে সুন্দর ও মেয়ে

দিচ্ছি না। আমি এখনি যাই; তুমি শীঘ্র দিয়ে যাও।

ম। এত হড়বড়ো, দুটী দিয়ে যাওনি। মেয়ে মানুষ ছেলেমানুষ আর কিহবে না।

ঘনশ্যাম। কেন আমি কি? আমারও যে ক্ষেপ আছে। শীঘ্র দিয়ে যাও।

ম। আমি চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঘনশ্যাম ক্রোধভরে এক ধাক্কা দিয়া দিদির দিকের দুয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল "মেয়ে মানুষের কথা আমি শোনা না।" ঘনশ্যাম ভাবিলেন "না আর কিছুতে হবে না" বলিয়াই সেই দিকের। এ দিকে ঘনশ্যামের মা দুয়ারের ভিতর এক পার্শ্বে ভিন্ন হইয়াছিলেন ও এখন দুয়ার খুলিবা মাত্র ঘনশ্যাম ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ঘনশ্যাম ঘরের ভিতর আসিয়া গৃহিণীকে পান দিবার ও তুলসীর আনা ও যাওয়াইবার ও আহারের ভিন্না দেখে করিয়া, পরীর মাকে ডাকিয়া দিবারী উপযোগী করিলেন, গৃহিণী আসে পাশে তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

গৃহিণী। বাবা, তোমার কাজ কি?

ঘনশ্যাম। শ্রীমতী ঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা আমার পড়াই বিদেশ থেকে চিঠি দেন তিনি এই বাসায় চিঠি দেন।

গৃহিণী। তা দেন ত। ঐ নামেই ত আছে; তাতে কি হয়েছে?

ঘনশ্যাম। আজে আমি দেন পড়ি নিজের কিন্তু বাবা আমার এমন এক মাষ্টার এনে দিয়ে যে সে কিছুই পড়াতে না, তাঁর পায় একখানি বাঁধা চিঠি লেখে দিয়েছি তিনি চাকরি ছেড়ে দিলে; বাবা আর মাষ্টার রাখতে না। আমি কি করে পড়ি!

পরদিবস দিবে তুলসীর মাতা লেখক তাঁহার মা বই বই, ঘনশ্যাম তাঁহাকে ইসারা করিয়াছেন, লেখা শুদ্ধ হইবার পূর্বে পারিবেই ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিলেন "আর আমি পড়া ছাড়ি বাই, "নিজা ঘনশ্যাম", "ঘনশ্যাম অধিকারী" ঘনশ্যাম ছাড়ছি, আর আমি পড় লিখতে পারি, আর পাঁচজন ইজা পাই না।" (ক্রমশঃ)

টুরা

(গল্প)

[শ্রীনলিনবালা বসু]

তাহার নাম টুরা। সে কোলের ছেলে, দুই এক গ্রামে থাকিত। সেদিন সকাল বেলায় যখন আমরা চায়ের টেবিলে বসিয়া পৃথিবীর নানা সমস্যা লইয়া মস্ত ঘনায় তর্ক করিতেছিলাম ঠিক সেই সময় সে আসিয়া বলিল "আমু ঘরে আছ দিদা?"

তাহাকে প্রথম দেখিয়াই তাহার উপর কেমন একটা মায়া হইল, তাহার মুখে কেমন একটা অনুনয়ভাব যে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুই কোন্ ছেলে, তুই কি কাজ করতি রে?"

তাহার সঙ্গে যে ছিল, সেই মেয়েটী তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "না মামু, এ খুব লক্ষ্মি ছেলে, এ খুব পারবে।"

সে সময় আমাদের লোকের বড়ই দরকার ছিল, সুতরাং তাহাকে তাড়াইবার ইচ্ছা ছিল না, সেইজন্য তাহার সহিত আলাপ শুরু করিয়া দিলাম।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরকম মজুরি?" অর্থাৎ কোথায় বাস কি?

সে নিজের বাসে (আমাদের) কথা বলিতে-পারা খুসী হইয়া বলিল "টুরা।"

সে সময় কোন ডাকাত আমার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করতে অধিক আগ্রহান্বিত হয় নাই, সুতরাং উহারই পরিশ্রম বিফল হওয়ায় কম বিরক্ত হইল। সুবাদার জিজ্ঞাসা করিলেন "তিকার জোমাদার?" কি দেখেছিস্?

সে বলিল "বাড়ি" অর্থাৎ ছাত।

"বাড়ি জোমাদার?" সর্দ্দার হয় বাড়ির?

আমার কথা শুনিয়া সে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল "সেই বাবু?"

তাহার ভাবে বোঝিলাম একখানা ছেঁড়া কাপড় তার আছে। তখন বুঝিলাম, তাহাকে আমার পাগড়ী দেখান উচিত। তাহার মত অভাবের হাত হইল, বলিলাম—"তোর কাছে (টাকা) আছে কাছে?"

সে বলিল "হাঁ, আছে মোর বাবু, আর আমাদের আমার নীচ, আমরা চুরি করি গরীব মানুষ, আমাদের মত থাকে না।"

সে ঠিক কথা, গরীব মানুষের নীচ থাকে না, হয় নীচ বড় লোকের।

সে আমাদের কাছে আজ করিতেছে, তাহার বাড়ি মুর্শিদাবাদ, দুই আনা করিয়া রোজ পাইবে।

একদিন দেখি তাহার পুত্রে কয়েকগুলি ঝোলাপাতা এবং পাগলাটা লইয়া সে কি তৈয়ারী করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি করছিস্ রে?"

সে বলিল "পিলা তৈরী করছি, বাবু।"

আমি বলিলাম "তুই ঐ ঝোলাপাতা খাবি? সাপে খাবে, তবে তোর শরীর খারাপ হয়ে যাবে।"

এ শিক্ষা তাহাকে সে বারণ করিল না, সে বলিল উহাতে তাহার কম খাইবে না। আর কোলকের ছেলেরা সকলেই উহা খাইয়া থাকে।

কিছুক্ষণ পরে একজন মুটে আসিয়া বলিল—"বাবু, ঐ ঝোলার ঘরীখানা টানার পায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে, তার পা একেবারে জখম করে গেছে।"

এ কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি গিয়া দেখি তাহার টানায় বসিয়া আছে, সে সাধারণ ভাবে তাহা বলিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম "হাঁরে তোর পা গাড়ি তেড়ে গেছে।"

সে ঈষৎ হাসিয়াই আকুল বলিল "না, বাবু, এ কিছু হয় নি, আর আমরা কোলকের ছেলে আমাদের এসব কিছু হয় না।"

আমি কিন্তু তাহার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, বলিলাম "দেখি তোর পা, কি হয়েছে—"

তখন সত্যই তাহার পা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, আর একটা বলিল হিজড়ের মত করিয়া বাঁধিয়াছে। তাহার ধৈর্য্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম, বলিলাম "তুই চল, তোকে আজ কাজ করতে হবে না। আগে ওষুধ দিবি, তার পরে আজ করবি, তখ সেই তোর রোজ পাঠা যাবে না।"

এই বলিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিলাম, তাহা না হইলে সে কোলকের ছেলে হইয়া কখন কাহাকে তাহার কষ্ট জানিতে দেয় না।

সমালোচনা।

Tantrik Texts, Edited by Arthur Avalon. (Vols IX, X and XI)—এই তিন খণ্ড পুস্তকে "কর্পূরাদিস্তোত্রম্," "কামকলাবিলাস" "ভৈরবযামলবিদ্যা-তারাঃ" প্রভৃতি, সটীক, প্রকাশিত হইয়াছে। Arthur Avalon (Sir John Woodroffe) প্রকাশক এই পুস্তক গ্রন্থমালার সম্পাদক। তিনি অধিক পরিশ্রম করিয়া এই সমস্ত তন্ত্রের ভাষ্য ও টীকা আছে তিনি প্রায় অনেকগুলি নিজে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। নবম ও দশম খণ্ডে ইংরাজি অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। কয়েক খণ্ড পুস্তিকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদে প্রকাশ ও প্রচারিত হইয়াছে। যে যে বিষয়ে পণ্ডিত যে যে

অধ্যাপি সংস্কৃত ও সাধারণচিত্তের সাহিত্যিকের তিনি ভাষা ও টীকা লিখিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের উপর স্বকীয় ও মৌলিক মতামত আমাদের আর পৃথক করিয়া খোঁজার দরকার নাই।

যাহাদের সন্তানাদি আছে তাহারা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর এই অমূল্য মতামতের এক এক খণ্ড সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। মাতৃভাষার যাবতীয় প্রধান পুস্তকাবলীর উপযোগী এই মতামত পরিশিষ্টে থাকিলে মেলের সমাদর হইবে।

মাধিক-জোড় (উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না। আখ্যানবস্তু অসম্ভব নহে। ভাষা "ফলফলানী"—অর্থাৎ বৈদেশিক, গ্রাম্য ও পরিত্যক্ত শব্দসমূহে বিজড়িত। গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে "চৌকাঠি" ভাষায় লিখিতে পারিতেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের ভাষার গ্রাম্য ও বৈদেশিক শব্দ পরিহার করিয়া চলা উচিত ছিল। আজকাল অনেকেই "ফলফলানী" ভাষার পক্ষপাতী। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলে করি। বিশুদ্ধ উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে। এই অপ্রয়োজনীয় দোষে আর অনেক দোষের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না।

কৌতুক কণিকা

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

মুন্সেফ আদালতে বিবাহ ভঙ্গের এক দিন তাহার খণ্ডর —"আর মোর হয় কাল বাদ সামগ্রীর মধ্যে যে ১০০০৲ টাকার ক্রোকনামি ছিল সেটা শুধু বেবাকে ওকতে খুব ভাল দেখায়ে ছল।

জামাতা—"আজ্ঞে হাঁ, খুব ভালই দেখিয়েছে—আজ সকালে লাথে দিয়ে তিন আপিসে তাড়িয়ে দিয়েছে। মুদ্দা এটা আমাদের আদায় অধীন।"

সন্তায় কাজ।

ডাক্তারের স্ত্রী—"কেন আমাকে পাঠাইলাম কেন্? একটা আয়নার কেস বলিয়া কিনিয়া আনিতে, তাহার জন্যে একজনের প্রাণ নষ্ট করেছ।"

ডাক্তার (অত্যন্তভাবে)—"কি আমার কি-কে লোকটা এই বাজে অজুহাত তাহার নিজেরই কেস ভাল আয়নায় দিয়েছে নাই।"

আমার কেস।

পত্নী—("আমার কেস" নামধারী ছবিখানি দেখিতে দেখিতে) "দিদি এই ছবিখানিকে কেন "আমার কেস" নাম দিয়েছেন এ ত আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।"

স্বামী—"এ আর বুঝতে পারবে না—কারণ 'এক্সে কেসটা' খোলাও পুঁজে পাবে বলে বুঝি।"

মেহনৎ মাত্র।

আদালতে জজ সাহেবকে বুঝাইয়া দিতেছিল—"আমি কেবল বিচারটের চেহারা করছিলাম, বাকি স্বাক্ষরের চেহারা করছিলাম।"

জজ—"তুমি কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট ওজন করে ফেলেছিলে।"

আসামী "আজ্ঞে হাঁ, তা ছাড়া আর কল্প কোনও উপায়ে বাকি হলের জন্য অনুভব হয়ে পড়েছিল।"

কৃতকৃতাতা।

[পূর্বানুবৃত্তি]

[ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম্‌এ, বি-এল, পি-এইচ, ডি-লিট]

"সর্বং মৃত্যুঃ অভিরক্ষতি"

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই শ্লোকটী দেখা যায়:

"মৃত্যুর্বৈ যজ্ঞস্য শিরো মৃত্যুর্বা এষ যদ্ যজমানঃ
মৃত্যুমেব মিত্বা মৃত্যুনা সর্বং মৃত্যুমাপ্নোতি।"

"যজমানের মৃত্যু হয় যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করিলে। যজমানের মৃত্যু হইলে যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করা হয়, সুতরাং যজ্ঞের সমাপ্তি হয়। মৃত্যুর দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যজমান মৃত্যুর অতীত হয়।"

এই শ্লোকে যজ্ঞের সহিত যজমানের মৃত্যুর তুলনা করা হইয়াছে। যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করিলে যজমানের মৃত্যু হয়। যজমানের মৃত্যু হইলে যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করা হয়। যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করিলে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। সুতরাং যজমানের মৃত্যু হইলে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। যজমানের মৃত্যু হইলে যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করা হয়। যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করিলে যজমানের মৃত্যু হয়। সুতরাং যজমানের মৃত্যু হইলে যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করা হয়। যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করিলে যজমানের মৃত্যু হয়।

"সর্বং মৃত্যুঃ অভিরক্ষতি" এই শ্লোকটী বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় একটী বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। "সর্বং মৃত্যুঃ অভিরক্ষতি" এই শ্লোকটী বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় একটী বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। "সর্বং মৃত্যুঃ অভিরক্ষতি" এই শ্লোকটী বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় একটী বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

"

Every door is barred with gold and opens but to golden keys."—Locksley Hall.

এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সমস্ত দ্বারই স্বর্ণখচিত হয়, কেবল স্বর্ণময়ী চাবিকাঠি (Keys) বিভিন্ন উপায়ীয় হয়। ইহার সংখ্যা সহস্রই হোকনা। এ যুগে অর্থ না থাকিলে কোনও কাজ কিছু হইতে পারে না। এযে অর্থের যুগ্মাবার। "অন্নসত্রে মক্ষিকাকুল যেমন সর্বত্র যায়, ধীবলও তদ্রূপ। অর্থাভাবে সকল স্বর্গ বন্ধ হইয়া যায়—বিবাহের সুযোগ পায় না। অভাবে ধীবলের বিবাহোত্তর নীত্র অবনতিতে পরিণত হয়। সমাজে অধিকার সমান নাই বলিলেই, অসমানতা প্রতিদিন।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক "হোব্বেজ" সত্যই বলিয়াছেন :—

"Money is a barrier against all possible evils."

বস্তুতঃ অর্থশালী লোক যে অনেক বিপদ হইতে, এবং দুঃখকষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। দারিদ্র্য সকলের অপেক্ষা কঠিন। অর্থাভাব ঘটিলে সমাজের যেই অভাব ঘটিলে সাধারণ লোকে অনেক প্রয়োজনীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। সামাজিক পদ বা পরিচয় উহাদের সংখ্যা করে। যে সব ছোট, বড় এবং সমাজে সমাদৃত উপাধি, যাহা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিচয় প্রদানপূর্বক প্রতিপালন করিতে অনেক চেষ্টা হইতেছে, তাহাদের অনেকেই অর্থাভাবে দুঃখদারে কোনো সমাজ-হিতের মনোনিবেশ করিতেছে। এ কথা যদি না, যে অর্থাভাবই সমাজে অসাম্যের একমাত্র কারণ। অন্য কারণও আছে—কিন্তু উহাদের অভাব যে একটী প্রধান কারণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সমাজে সাম্য প্রসারের ও সমাজের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দারিদ্র্যের বিরোধাচরণ নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্যই সমাজতন্ত্রবাদিগণ (Socialism) আবির্ভূত। সমাজতন্ত্রবাদীদের (Socialists) প্রধান লক্ষ্য এই, যে কারণের কারণত্বের এমন প্রকৃত অবসানের সুযোগ না হয় আর সাধারণে যেন অর্থাভাবে দীর্ঘদিনে অক্ষিষ্ট হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে বাধ্য না হয়। সমস্ত অর্থ যেন সমাজের সমভাবে সমাজে বিভক্ত হইয়া যায়। কেহ বা সঞ্চিত অর্থের ভোগবিলাসে প্রবৃত্তিহীন, কেহ বা উহার সাহায্যের বিপুল কল্পিতে সুযোগ পায় না—সমাজে এইরূপ বৈষম্য নিবারণ করাই সমাজতন্ত্রবাদীদের এই কথা। তাঁহাদের মত এই, যে মূলধন (Capital) ভূমি (Land) এবং শ্রম (labour) এই তিন সমান উৎপাদন করে কিন্তু উৎপাদিত ধন মূলধনাধিপ (Capitalist) এবং ভূস্বামী প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলেন অতি সামান্য অংশ শ্রমিকের হস্তে আসিয়া পড়ে। উহাতে অসমান বিভাগ সমাজ হইতে বিদূরিত করাই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য। বলিতে কি, এই অসমান বণ্টনবিভাগই সমাজে বিপ্লবের বা বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ। যে সমাজে মূলধনিকের সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন তাহাকে বৈত্তিকিক (Capitalistic) বলে। বৈত্তিকিক সমাজকে বিশেষরূপে সংস্কার করা, এখন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে—ইহাই তাঁহাদের মনোগত কথা। এইরূপ সংস্কার সম্ভবপর কি না, যদি সম্ভবপর হয় তবে কি প্রকারে, এই সব প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কি উপায়ে এই বৈত্তিকিক সমাজে থাকিয়া, সংঘর্ষ অবসান করিয়া, পাপ প্রবৃত্তির প্রসর না করিয়া, অসমতাদোষ দূর করিতে পারি, তাহাই আমাদের অন্বেষ্য—তাহাই আমাদের আলোচ্য। অবশ্য আমরা যাহা কিছু বলিব তৎসমুদায় মূলসূত্রের পক্ষে প্রযোজ্য। সমাজবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন।

(ক্রমশঃ)

সম্রাট শাহ্‌জহানের দৈনন্দিন জীবন।

(অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম. এ. আই, ই, এস্)

সমসাময়িক ইতিহাস হইতে মুসলমান বাদশার সাধের দৈনন্দিন জীবন যাপন সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। আগ্রার প্রিয় প্রাসাদে শাহ্‌জহান কিরূপে দিন কাটাইতেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সম্রাটের দৈনন্দিন সময় বিভাগ ও কার্য।

সকাল ৪টা—প্রত্যূষোপাসনা, ব্যায়াম, সাজ।

সকাল ৬-৪৫ মি.—দর্শনদান, রাষ্ট্রীয় সভাই বেশ, অশ্বারোহী সৈন্যের কুচ্‌।

সকাল ৭-৪০ মি.—দেওয়ান-ই-আমে প্রকাশ্য দরবার।

সকাল ৯-৪০ মি.—দেওয়ান-ই-খাসে বাছা বাছা লোকের দরবার।

সকাল ১১-৪০ মি.—শাহ্‌-বুরুজে গোপন পরামর্শ।

১টা—রাজের পরম, মধ্যাহ্নভোজন, বিশ্রামনিদ্রা, স্ত্রীলোকদের মধ্যস্থিত রাজ।

বিকাল ৪টা—সাধারণকে দর্শন দান, বিকালের নমাজ।

বিকালে ৪-৩০ মি.—দেওয়ান-ই-খাসে সান্ধ্যপরিচ্ছদ।

রাত্রি ৭টা—শাহ্‌-বুরুজে গুপ্ত বৈঠক।

রাত্রি ৮-৩০ মি.—রাজের পরম, বৃত্তান্তপাঠ।

রাত্রি ১০টা—শাঠ প্রহর।

রাত্রি ১০-৩০ মি. হইতে ৪টা পর্যন্ত নিদ্রা।

সকালের নমাজ

সূর্য্যোদয়ের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে সম্রাট শয্যাত্যাগ করিতেন। হাতমুখ ধোয়ার পর কিছুক্ষণ উপাসনায় কাটাইতেন। তারপর তিনি ঝরোখা দিকে মুখ করিয়া কোরাণ্ আবৃত্তি করিয়া ঝরোখা দিয়া দর্শন দান করিতেন। সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে প্রাসাদ সংলগ্ন রঙ্গভূমিতে মুসলমানদের প্রথানুযায়ী বাদ্যযন্ত্রসহ দিনের প্রথম 'নমাজ' সমাধা করিতেন। উপাসনার পর রাজকার্য্যে যোগ দিতেন।

দর্শন

দিনের তাঁর প্রথম কাজ 'ঝিল দর্শন দান'। আগ্রা দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে যমুনার উপর একটি জানালা বাহির করিয়াছিল। এই জানালার নাম ছিল ঝরোখা-ই-দর্শন। প্রত্যহ সকালে যমুনার তীরে সমবেত লোকের সম্মুখে ইহা খোলা হইত। সূর্য্যোদয়ের প্রায় ৩০ মিনিট পরে সম্রাট ঝরোখায় দর্শন দিতেন, এবং সমবেত জনমণ্ডলী সম্রাটকে দেখিয়া নিজ নিজ প্রতিনমস্কার করিতেন। এখানে প্রায় ১'ঘণ্টা সময় কাটিত। এই সময়টা শুধু দর্শনার্থীদের অভিবাদনে কাটিত না। এই সময় রাজকার্য্য এবং আমোদ আহ্লাদও হইত। লোকজন যে ঘাটে সমবেত হইত, তাহা দুর্গ প্রাচীরের বাহিরে ছিল। নৌকায় সকলেই সেখানে আসিতে পারিত। এখানে অভ্যাগতগণ ও দূরদেশের সম্রাটের কাছে বিজ্ঞাপন প্রার্থনা করিতে পারিত। তাহা না হইলে আইন আদালত ও পাওনা গণ্ডার দোষারোপ না করিয়া সম্রাটের কাছে সরাসরি পেশ করা সম্ভবপর ছিল না। এইরূপে সম্রাট বহু অন্যায়াচরণের অভাব অভিযোগ জানিতে পারিতেন। সম্রাট সময়ে ঝরোখা হইতে নীচে যদি ফুলমালা ফেলা হইত, তাহাতে বুঝাত যে, সম্রাটের অনুচরেরা তাহা উঠাইয়া তুলিয়া তাঁহার হাতে দিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে এই সম্প্রদায় প্রবল ছিল, তাহাদের নাম ছিল ফর্শিয়া; তাহারা দিনের প্রথমে সম্রাটকে দর্শন না করিয়া কোনও কাজ আরম্ভ করা পাপ মনে করিত।

"দর্শন সাঙ্গ হইলে লোকজন বিদায় যাইত। তারপর সেই ঘাটে হাতীর লড়াই হইত। এক হাতীর লড়াই শুধু সম্রাটের অনুজ্ঞা ছাড়া অপরের এমন কি শাহ্‌জা-

হাতের অনুকরণও হইতে পারিত না। হাতীর সওয়ারী মোগল সাম্রাজ্যের খুব প্রিয় ছিল। এই হাতীর সওয়ারী যেদিন সম্রাটকে বন্দুক ও তুফঙ্গের বন্দুক হাতী দেখান হইত। বন্দুক হাতীদিগকে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। ১৩ ফিলা অন্তরোগী সৈন্যকে আক্রমণ করিতে হয়, এখানে হাতীকে তাহাও দেখান হইত এবং এইরূপে যোদ্ধাদিগকে ভয় ভাঙ্গান হইত। এইখানেই রাজকীয় অন্তরোগী সৈন্য ও অশ্বারোহণের অধীনস্থ পদাতিদের যুদ্ধকৌশল হইত। এই স্থান সম্রাটের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক ছিল।

দেওয়ান-ই-আম।

ইহার পর দেওয়ান-ই-আম দর্শন করিত। উচ্চ শ্রেণীর আমলা ও রাজকীয় কর্মচারিগণও দর্শন করিতেন, কিন্তু সাধারণ ও রাজকীয় দর্শনের সুবিধার জন্য বলিয়া মনে হয়। ১৬৩৮ খৃঃ সাহজাহান এখানে একটি রূপার বেদি তৈয়ার করান। এই বেদিটি বিখ্যাত ছিল। ১৭৩৯ খৃঃ বর্তমান দেওয়ান-ই-আম নির্মিত হয়। দেওয়ান-ই-আম মানে সাধারণের দরবার-কক্ষ। ৪০টি খামের উপর ছাদ, তিন দিক খোলা। দক্ষিণের মধ্যবর্তী দেওয়ানের মাঝে ২৫ হাতের পাথরের অলঙ্কারযুক্ত উচ্চ সিংহাসন। তাহাতে সাদাসিধা মূল্য মণি মুক্তা খোদিত আছে। এই সিংহাসনে সম্রাট বসিতেন।

প্রধান দরবার।

সম্রাটের সিংহাসনের বামে ও ডানিদে পাত্রমাত্রারা বসিতেন; ইহাঁরাও রাজ আজ্ঞা না পাইলে বসিতে পারিতেন না। দরবারে আসীন অমাত্যবর্গ, রাজকর্মচারী-গণ ও উপস্থিত অন্যান্যদের নিজেদের পদমর্যাদানুযায়ী একে একে দরবার কক্ষের খোলা দিকে গিয়া কুর্নিশ করিয়া সম্রাটকে নিজে দুই করিয়া আসিতেন। সম্রাটের পরীক্ষণীয় ঐ উচ্চ স্থানের দুইটি ধাপের কাছে দেওয়ানের দিকে পেছন করিয়া সম্রাটের ডানিদে বামে দাঁড়াইত। সম্রাটের দুই দিকে দেওয়ানের দিকে পিঠ করিয়া রাজকীয় পরিচারকগণ সোনার পতাকা, 'চুর' ও 'কুর' (Standards) হাতে দাঁড়াইয়া থাকিত।

এইরূপে ১০১ টিপ সেলাম ও ৩৩ টিপ চুম্বন ব্যবস্থা থাকিলেও লোকে তাহার বেশী দিত; ইহাতেও সকল লোকের কুর্নিশ সম্ভবপর হইত না। অবশিষ্ট দু'হাজারের নীচের অমাত্যবর্গ, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি বহু লোকের খোলা প্রাঙ্গণে ধনবানের দাবিদারা দালানের কাছের বেদি দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইত। প্রথম দরবার-কক্ষের খোলা তিন দিক ছাদের বেদি দিয়া ঘেরা থাকিত। এই ছাদের বেদিগুলির তিন দিকে তিনটি করিয়া ছোট ছোট প্রবেশ-পথ ছিল। দরবার-কক্ষের সম্মুখস্থ এবং ছাদের ও কাছের বেদিগুলির প্রবেশ-পথে মূল্যবান জরিজড়িত খোদাই পরিচ্ছদ বিভূষিত আসা-সোটাধারী ও অস্ত্রধারী প্রহরী থাকিত। ইহারা অপরিচিত লোকদের ভিতরে ঢুকিতে দিত না।

সম্রাটের প্রবেশের পূর্বে আসা প্রহরীরা দাঁড়াইয়া থাকিত। ৭-৪০ মিঃ সময় সম্রাট পদার্পণের ঘোষণা দিয়া সেই ভাবে আসিয়া বসিতেন। তখন সরাব আসা আরম্ভ হইত।

প্রথমেই প্রধান বখ্‌শী, অস্ত্রশস্ত্রাগারের দরোগা সম্রাট সকাশে পেশ করিতেন। সম্রাট নিজে এই সব দরবারের ফুরুস দিতেন। তাহার যে সকল রাজ-কর্মচারী দূর হইতে আসিতেন, তাঁহারা সম্রাটের সহিত দেখা করিতেন। পরে নূতন নিযুক্ত কর্মচারীগণ ও বিভাগের প্রধানদের দ্বারা সম্রাটের সম্মুখে উপনীত হইতেন। উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে কিছু বখশিস দিবার জন্য এই সকল প্রধানগণ সম্রাটকে অনুরোধ করিতেন। যাহারা বখশিস পাইতেন, তাঁহারা সেলাম করিয়া বিদায় লইতেন কিন্তু তখনই কিছু অনুদান অথবা ঘোড়ার এক সঙ্গে দেওয়া হইত।

তারপর সম্রাটের বাম দিকে ও দক্ষিণ বিভাগের কর্মচারীরা আসিত। বীর-ই-সামান ও দেওয়ান-ই-মুতাবে এই দুই বিভাগের সমস্ত মহল কর্মচারীদের জানাইতেন।

তারপর সম্রাটের অতি নিকট কর্মচারীরা, পাত্রমাত্রা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সেনাপতি, সেনাপতি, বখ্‌শী

প্রস্তুতির প্রেরিত সব ছিল সেপ্টেম্বর সম্রাট সকাশে নিবেদন করিবেন।

পাইকপাড়ার ও প্রধান সহরে কর্মচারীদের চিঠি সম্রাট যত পড়িতেন কিংবা সম্রাটের সম্মুখে পড়া হইত। অন্যান্য সম্রাটির চুম্বক সম্রাটকে জানান হইত। এ কাজ হইতে ফেরে প্রথম 'সর্ব' প্রবেশিক সম্রাটের চিঠির প্রয়োজনীয় অংশে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। তিনি পরিত্র ব্যক্তিদের, শেষ সৈন্য, কর্মচারীদের সাধারণ ছিলা পেশ করিয়া চুম্বক করিতেন। রাজ-কার্যের কার্য শেষ হইলে ইতিমধ্যে সেক্রেটারিয়েটের ও জারীলাভাদের সম্বন্ধে যে সব হুকুম দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুনরায় সম্রাটের নিকট বুঝাইয়া সমস্ত বিষয়ে উপস্থিত করা হইত। এই কার্যের জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী ছিলেন, তাঁহার পদের নাম ছিল আজ্ঞা-ই-হজুরের দারোগা।

ইহার পর ঘোড়া ও হাতীর আস্তাবলের হিসাব, ঐ ঐ বিভাগের কর্মচারীরা দাখিল করিতেন। ঐ প্রথা সম্রাট আকবরের সময় প্রচলিত হয়। রাজাপাটি বুঝি করিলে তাহাকে পাঁচ দেওয়া হইত। কোনও হাতী কিংবা ঘোড়া কম বেশীর জন্য কোনো সময়-পাবির দায়িত্ব বিবেচনা করা হইত ও জায়গীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ও অভিযোগ করা হইত। ইহার পর সম্রাটের সম্মুখে সামরিকদের অধীনস্থ সৈন্য-গণকে কোতুহলে হুকুম জারি হইত। সাধারণতঃ হুকুমের সংখ্যা দুই-তিন বার থাকিত। তবে কাজকর্মের কম বেশী অনুসারে সংখ্যার কম বেশীও হইত।

হজুর ই-বাস

১০টার কিছু পূর্বে সম্রাট দেওয়ান ই-খাসে যাইতেন। (সকাল বেলার সম্রাট পোশাকপরা দিয়াছেন, কারণ আকবরের পোশাকপরা দেওয়ান-ই-খাসের অতি বিভিন্নই ছিল। এইখানে সম্রাট বিদেশের বিভিন্ন রাজকীয় চিঠিপত্রাদি লিখিতেন। উজীর অথবা তাহারই উচ্চ কর্মচারীদের কিছু কিছু চিঠিপত্রাদি পড়িয়া সম্রাটকে শুনাইত। তাহার উত্তরে সম্রাটের মৌখিক হুকুম অনুযায়ী তাহারা জবাব লিখিত। এই সকল জবাব সম্রাট নিজে দেখিয়া পরিবর্তন ও কাটাকাটি করিতেন। এই কাটাকুটি করার পরিবর্তে করিয়া দেখা হইলে তাহাকে ফেরিয়া হইত। দেখানে জবাবের ফিরিস্তির দেওয়া হইত এই ফিরিস্তির সাহায্যে যাহাতে ভুলের কিছু থাকিত। এই ফিরিস্তি ছিল ছোট পোশাকার — শুধু সম্রাটের নাম তাহাতে অঙ্কিত ছিল।

(ক্রমশঃ)

রোঁমাঁ রোলাঁ ও মহাত্মা গান্ধী

"মহাত্মাজীর জবাব"

টাঁর ও তাঁহার কাজের সুন্দর বই

প্যারীর "লা ডুঁ ইউমানিতাঁর" পত্রে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে এই রোঁমাঁ রোলাঁর একটী সুন্দর মত প্রকাশিত হইয়াছে :—

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলন সম্বন্ধে অনেকে বোলাঁ করেন যে, গান্ধী অহিংস-মন্ত্রকেই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করিলেও তাহা উপায় সম্বন্ধে যে তিনি একেবারেই উদাসীন, এমন নহে। ইহা একদম যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি অহিংসা ছাড়া অন্য অস্ত্র ব্যবহার করিবেন না; কিন্তু সাধারণ লোক অনেক এর পক্ষপাতী হইয়াছে যে, তাহাদের পক্ষে হিংসাত্মক কার্যকলাপ করাটাকেই তিনি বোধ করিয়া আসে করেন না। তবে তাঁহার কথা এই যে, যাহারা অহিংসার মুখে হিংসার পথে চলিবে, তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে সংযমে রাখিতে হইবে এবং কঠোরতম পরিত্যাগ করিয়া

করিবে। এই অবস্থায় কাজে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্তমনে যে-কোন পথ ধরিবার অবসর পাবে। তোমরা এই ভাবে চালাইয়া চলিবে তাহা, তাহাদের কাজ করিবার যে যার পথ।

যারা জীবন বীমা ও তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলে, এর মূলে আছেই কি? ইহা আর কিছুই নয়—ইহা আত্মহত্যার অপর। এখানে 'অপর' এই কথাটি মনে করিয়া প্রণিধান করিতে হইবে। কারণ নিজের হাতে নিজের জীবন বিনষ্ট করা আর বিমার টাকার জন্য পুত্র পুত্র ইহার উপর করিয়াছেন। তিনি জেনারিশিয়ার অনিল বিনষ্ট আত্মহত্যার অপর উদ্দেশ্যে করিয়া রহিয়াছেন।

আজ যে ছুরাশাদি ও কাপুরুষোচিত বন্ধুভাব কথা বলেন? যারা বিশ্বাস করেন যে, যখন অনিল যারা যাবা হইবে, তখনই তিনি তাহাদের যারা পূরণ করিবে। কিন্তু যে ছুরাশা অনিল যেন প্রকার যারা নির্দিষ্ট নয়, ইহা মৃত্যুমাত্র নৈতিক সমর্থ আছি। (আগামী বারের)

জীবন বীমা

[পুনরাবৃত্তি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

৭। Double Endowment policies ডবল এণ্ডাউমেণ্ট বীমা:—যাহাদের যারা বিশেষ কম নয়, সাধারণতঃ তাহাদের এরূপ পলিসী লওয়া ভাল হইবে। ইহাতে বীমাকারী যদি ২০ বৎসর মেয়াদের বীমা লওয়া করেন তাহা হইলে দশ বৎসরের পর অর্থাৎ ১১ বৎসর হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু হইলে তাহাকে ঐ সময়ের বৎসরের প্রিমিয়াম ৭ টাকা টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়। যথা। যদি বীমাকারীর ১১ বৎসরে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার চুক্তির টাকা ও এত বৎসরের প্রিমিয়াম ফেরৎ দেওয়া হয়। ১২ বৎসরে ছই বৎসরের প্রিমিয়াম, এইরূপ ক্রমান্বয়ে বিশ বৎসর অবধি দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ বৎসর অতিক্রম করিলে অর্থাৎ বীমাকারী বিশ বৎসর অবধি জীবিত থাকিলে তাহাকে কেবল তাহার চুক্তির টাকা মাত্র পূরা দেওয়া হয়। প্রিমিয়ামের কোন কিছুই ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কিন্তু এণ্ডাউমেণ্ট কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যু হইলে এরূপ বীমার বীমাকারীর লাভ হইয়া থাকে। কোন কোন কোম্পানীতে এই ডবল এণ্ডাউমেণ্ট বীমা লাভে অল্প বিস্তর ভাবে দেখা; বীমাকারী এণ্ডাউমেণ্টের নির্দিষ্ট সময় জীবিত থাকিলে তাঁহাকে বীমার চুক্তির ডবল টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে বীমার চুক্তি টাকা মাত্র দেওয়া হয়। এ প্রথায় বীমার টাকার পরিমাণ অনুসারে প্রিমিয়াম অনেক অধিক, কিন্তু চুক্তির টাকা অপেক্ষা বিশেষ টাকা বীমা হইল মনে করিলে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মৃত্যু হইলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে মনে করিলে, এই প্রিমিয়ামের হার অধিক বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু এণ্ডাউমেণ্ট কাল পূর্ণ হইবার অনেক বৎসর পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে এরূপ বীমার বীমাকারীর লোকসান হইয়া থাকে।

৮। শিক্ষা সম্বন্ধীয় জীবিকানির্বাহের পাইবার বীমা। (Educational Endowment policies) এই বীমার উদ্দেশ্য সন্তানের শিক্ষার জন্য পূরা হইতে কিছু কিছু টাকা।

হয়।—কোন শিক্ষা জীবনে শিক্ষা পুরস্কার বিতরণ করা একটি প্রচলিত প্রথা। ছাত্রদের উৎসাহ দানের জন্য এই প্রথা রক্ষা করিতে হইলে বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষার কোন আবশ্যক হয় না। শিক্ষা ও অভিভাবকদের সন্তোষজনক প্রমাণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে, ও উপযুক্ত সময় স্থায়ী শ্রেণিবিভাগের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই সীমার কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে শিক্ষার সমাপ্তি হইলে আর শ্রেণিবিভাগ দিবার আবশ্যক হয় না। সীমার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ছাত্রের বিদ্যা অনেক বেশী হয়। শ্রেণিবিভাগ সময় পূর্ণ হইবার পূর্বে যদি সমাপ্তির পূর্বে হয় তাহা হইলে শিক্ষার প্রকৃত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। এই সীমার একটি বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে কোন পরীক্ষার জন্য বাহ্যিক শিক্ষার আয়োজন করিতে হয় না, এবং শিক্ষা সময়ে একটি নির্দিষ্ট ভাবের অনুবর্তী হইতে পারে। যথা অনেকানেক ১০০৲ টাকা বা তাহার ১২৫৲ টাকার পাঁচ শিক্ষি শিক্ষা ১২৫৲ টাকার বন শিক্ষি, বা ৮০৲ টাকার দুটি শিক্ষি হইতে পারেন। এই প্রথায় সীমাকালীন অবস্থানুযায়ী সংখ্যার বদল করিতে পারে। শিক্ষা বা তাহারও শিক্ষি শিক্ষার পর সীমাকালী শ্রেণিবিভাগ দিতে অক্ষম হইলে, তাহার প্রকৃত শিক্ষির অনুপাতে সীমা বাড়িতে পারেন। অনুপাতির সীমার কোন সীমা বেঁধে দেওয়া হয় না।

শিক্ষাপ্রণালী

নিম্ন ছাত্রে এবং লেখার উপকরণ বালকের কথা লিখিতে

আবশ্যক	১ খাতা
শিক্ষিত টাকশিল,	১ পাইট,
অল্প মিষ্টি জল	২ আউন্স

প্রথমে আবশ্যক এবং অল্প মিষ্টি জল একত্র একটা কাচ বড় বাটা মিশাইয়া রাখিতে শিক্ষিত টাকশিল মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া তাহার পর ক্রমে ধীরে ধীরে কাচের বা চীনার মিশিনে আবশ্যক তাহা ঢালিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কাচে কোন প্রকার লোহা অথবা পাথরের পাত্র ব্যবহার করা।

বালক বয়স সাত।—মিশনের ১২ ও ১৩ বৎসরের ছাত্রীদের মধ্যে কি প্রকারে তাহার ভাবের ভাব প্রকাশ করিতে হয় তাহা লোকে এক চিঠি লেখেন—পত্নী আমাদী লোকের কোন কাজের বিষয় বলিবার আবশ্যক হইলে একটি আবশ্যক ও পাইন্ট জল মধ্যে আবশ্যক ছাত্রীর হাতে দিয়া পাঠাইয়া দেন। যদি পুলিস বা আর কাহাকেও আবশ্যক হলে সে শিক্ষিতের কাছ অবস্থিত হইলে ঐ কাজ

মিশিটেরাদে একটি আবশ্যক আনিয়া পাঠাইয়া দিতে পারেন। পরে ছেলে দুইটি আসিয়া উহা আবার ঠেঁটে করিয়া ফেলিবার করেন ছেলে দুইটী ভাল থাকে, আনিয়াছি প্রত্যেকের হাত ও পরিষ্কার করে আবশ্যক মনে করিয়াছেন।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।—সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ হইতে এক আশ্চর্য্য বালকের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তথাকার সিরাম্পি জেলার বোমেন নামক স্থানে উক্ত বালকের নিবাস। এতদেশীয় ব্রহ্মবাসীর, পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাহার বয়স ৪ বৎসর ৮ মাস মাত্র, সেখানকার লোকে যা বলিতেছে যে। অথচ পাদি তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রের কঠিন শ্লোকগুলি এতবার মাত্র বেশিবার পুনরাবৃত্তি করিতেছে। তাহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক যাইতেছে। লোকে বলিতেছে যে, বালকটি পূর্ব্বজন্মে মানব পণ্ডিতের আত্মা ছিল। সম্প্রতি জেলার কার্য্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছে।

ছুটির সুখের প্রয়োজন।—ইংলণ্ড গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে

...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা।—এ অঞ্চলের স্থানীয় ব্যবসায়ের ...সহিত সংযুক্ত হওয়ার আবশ্যক আছে। এই অভাব দূরীকরণার্থ ...স্থানীয় প্রয়োজন ...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই নিয়মে বিনা ...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করা যাইবে। ...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা ...স্থানীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থা, ...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা, ...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা ...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা ...স্থানীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থা ...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা ...ব্যবসায়ের ব্যবস্থা ...

প্রভাতুল্যমবয়বেন স্বপ্নৈতদ্বিদ্যুৎ ভাস্বৎ সদসদ্ভবদ্ভাবি বিশ্বমেতাদৃশ।
সদ্বয়ং ভাস্বদ্ভাস্বান্ স্বয়ং ভবন্ ভবানীপতিরিবাধিকারিণাং বিবেকাবধারকশ্চিরং বিজয়তে ॥

Printed by the Bharati Publishing House.

এডুকেশন গেজেট

৩৫শ বর্ষ

শ্রেষ্ঠ সমাবেশেষু বিদ্বিষ্ট জনতন্ত্রম্। প্রতিগ্রামাগারো বিদ্যা স্বর্গে বিদ্যালয়ে ঽৈ
সর্বেষাং কুশিনং সহ সর্বে সহ বিদ্যায়াঃ। সর্বে ভবন্তি পন্থাস্ত ন ভবন্তি কুসমাপ্তয়ঃ।
জাতয়ে যং ন ভয়ং সমাজ তন্ত্রায়োস্ত শৌরঃ শৌরং। ইদং প্রেয়োবিদ্যিনীতিং ক্ষিপ্রতে জাতিবন্ধনং।

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ২৮শে কার্ত্তিক ১৩৩১, ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৪ [২১ সংখ্যা

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

সুধাসাগর বুদ্ধেশ্বর অনেকগুলি ভাষার প্রবেতা; তন্মধ্যে "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" অন্যতম। কেহ কেহ বলেন যে ভূদেব বাবু এই গ্রন্থে তাঁহার মতে "স্বরাজ" কি তাহাই বিশদরূপে বিবৃত করিয়া দিয়াছেন। "স্বরাজ" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, "ব্রাহ্মসমাজ" ও "স্বরাজের" মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি, অর্থবৈলক্ষণ্য থাকিলে তাহা কি প্রকার, এই সব প্রশ্নগুলির সহজ মীমাংসায় স্থির করিয়া লইলে অনেক অকারণ সংশয় ও ভ্রমরাশি বিদূরিত হইতে পারে। আমরা প্রথমতঃ "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে" কি কি বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে "ভবিষ্যৎ পরিণামের গূঢ় অন্তরূপ পরিণামান্তর হইতে কি হইত, এ বিষয় ভাবিতে লাগিলাম"। পরে নিদ্রাবশে হইলে তাঁহাকে অনেক স্বপ্ন দেখেন। এই ৬টি প্রবন্ধে গ্রন্থ সমাপ্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদে পারিপার্শ্বের বর্ণনা আছে। যাহাতে সেনাপতি বুঝিলেন "যে যাহার আপনার অভ্যস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই স্বিজয়ী হইতে পারে, তাহার অন্যথা করিলে পরাজিত হয়।" সেনানেতৃ অভ্যস্ত প্রণালীই অবলম্বন করিলেন এবং প্রথমপরাক্রান্ত ৬,৭বার সাহ ছুরানী সসৈন্য রণক্ষেত্রে সম্মুখীন হইলেন। এই স্বপ্নের কথা—প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই লিখিত। ভূদেব বাবুর অনেক কথা কি অনুসন্ধান করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে, যে যে জাতি স্বধর্মানুসারে চলিত হইয়াছে, জাতীয় রীতি নীতি অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কি লক্ষ্মৌয়ে কি কলিকাতায় (ক্ষেত্রবিশেষে), অমৃতসর প্রভৃতি স্থানেও স্থানে বিশৃঙ্খলা হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ" এই কথাই পুনরায় উল্লেখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের চরিত্র ও রাষ্ট্রসিংহাসনে নিহিত ক্ষমতা রাজা রাজন্যের প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থকারের অনেক অভিপ্রায়

এই, যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বর্ধিত হইলে তাহাতে আমার কর্মনীতি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা, নষ্ট হইবে না। তাঁহার কথায় বলিতে হইলে, যখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হইবে, বৈরভাব তিরোহিত হইবে, তখন উভয় জাতির সম্মুখে সম্মিলনে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে। অবশ্য মুসোলিনি বেমোহারেন যে মুহূর্তে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সম্ভবপর হইল, তখনই মুসলমান ভারতমাতা পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই একেবারে খাঁটী, প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেশী নহে, ইহাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। "যে ভাষা যেরূপ হউক, উহার এক একটি অক্ষরে ঈশ্বর আছেন।" অতএব বর্ণের বিভিন্নতা আছে বলিয়া দুই জাতির সম্মিলন অসম্ভব এই যুক্তি খণ্ডিত হইয়াছে। "ঈশ্বর" ও "আল্লা" ভাব অভেদ ও অবিচ্ছিন্ন—এই বিশ্বাসমূলক ভ্রান্তি যেন মনে আর স্থান না পায়। পরে রাজনিয়ন্ত্রণ ও রাজ্যশাসনপ্রণালীর মৌলিক বিষয়গুলি বিশ্লেষিত হইয়াছে। অবশ্য পূর্বতন প্রাদেশিকতা ও সাম্রদায়িকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশের মঙ্গল হইবে মনে করেন। সমগ্র পরিচ্ছেদে বৈদেশিক জাতিদের বিরুদ্ধে যে যে বিষয় আমাদের বিশ্বাস আছে, তদ্বিষয়ে বিশ্লেষণে করিবার উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজকার্যে সমস্ত পরিবারে বিদেশের বৈদেশিকদের নিয়োগ ও শিক্ষার্থ আমাদের ছেলের বিদেশগমন বর্জিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের জন্য বিদেশে যাইয়া ভাক্তিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়, এ কথাও স্পষ্ট বলা হইয়াছে। তবেরাব্ বশিষ্ঠ ঋষি মহারাষ্ট্রে যাইয়া মীমাংসার পরিচয় দিয়াছিলেন এ কথা মেথিতে পাই। সুতরাং এই, দেশের ঐতিহ্যের মেরামত ও জাতিধর্মের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে বৈদেশিক ধাক্কার সহিত আমাদের কি প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহাই বিবেচিত হইয়াছে। সাধারণ এই বৈদেশিকেরা যেন আমাদের ভাষা ভেদভাব হৃদয়ঙ্গম না করেন, আমরাও তাঁহাদের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করি না। "দেশদেহে মস্তকের আচ্ছাদন, বাহুদ্বয়ের অলঙ্কার এবং পাদপ্রণালী ভেদ হইবে।"

যষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে কারুকর্ম ও ব্যবসাবাণিজ্যে ছাত্রদের প্রবেশ বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থা আছে। এই দুই পুস্তকাংশে যে কেবল কথায় অবতীর্ণ হইবে তাহা নহে। অন্যান্য প্রবিধি বৈদেশিক ধাক্কার ভাষা ও আত্মবিশ্বাসের যথাযথ অনুশীলন হইবে। এমন সুন্দর ভাবে জাতীয় সর্বশাস্ত্রের অনুশীলন হইবে যে কেন বিদেশ হইতে দুই দুই বিদ্যার্থী আসিয়া অধ্যাপিত হইতে থাকিবে। ভূমণ্ডিত মুসলমান যেন এখনি বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা বিস্তার আবশ্যক, বলা বাহুল্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদে বালিকা ও উপনিবেশ সম্বন্ধে হিন্দু রাজা বিস্তৃত নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও ঔপনিবেশিক বিষয়ের বিচার আছে। কিরূপে মেয়ে অধিবাসীর প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে; কি অবস্থায় উপনিবেশ সংস্থাপন করা উচিত, এই সব বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদে আবিদ্যা ও উৎসবাদির কথা আছে। ইহাতে অনেক সারগর্ভ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। কিরূপ লোকের সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, কি প্রণালীতে আবিদ্যা সংকার করা উচিত, উৎসবাদি কি প্রকৃতির হইলে জাতীয়তা বৃদ্ধি পাইবে, এই সব বিষয়ের মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদে অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার আছে। বিদেশের বৈদেশিকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি জানেন, তাহারই একটু ছায়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

"ধরাতল ভারতবর্ষের ইতিহাসে", বস্তুতঃ দেখিতে পাই, এ সব কথা আছে। ইহাতে স্বদেশীয় রাজা কোন্ কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, কি করিয়া পূর্বতন প্রজাতন্ত্র, বর্তমান গুপ্ত সাম্রাজ্যতন্ত্র পরিবর্তিত করিয়া, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন এই সব বিষয়েই আলোচনা আছে। তুলাদণ্ড "স্বরাজের" নাম গন্ধ দেখিতে পাই না। আমার বোধ হয়, "স্বরাজের" প্রকৃত অর্থ এখনও সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

যখনে স্বদেশীয় রাজা হইলেই "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত হইল

যদি কেহ আছে বলেন, তাহা হইলে তিনি সত্যের পথে পতিত হইবেন সন্দেহ নাই। তিনি এ লেখে যে "স্বরাজের" কথা শুনিতে পাই, তাহার অর্থ অন্যরূপ মনে করি। বঙ্গের বিজয়ীর রাজা থাকিবেন—নামে রাজা, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাদের আদেশানুবর্ত্তী। উহাই "স্বরাজের" কথা ফুলের বাবুর মনে কখনও উদিত হইয়াছে কি না জানি না। রাজা বিভিন্ন, বিভিন্নজাতি, দুইটি হইতে রাজপ্রতিনিধি হয়।

সম্রাজ্ঞী পার্লি ও ফেডারেশন নামে মহাশয় "স্বরাজের" অর্থে অনেকটা আধ্যাত্মিকতা আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা স্বরাজের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা বিলাত হইতে আমদানি বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোকে ও যে ইহাপেক্ষা অন্য অর্থ দিয়া স্বরাজ সৃষ্টি করিয়াছে।

উপনিষদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে "স্বরাজ" কি "স্বরাট্" এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। স্বরাজের অর্থের সহিত বিলাতের সম্পর্ক নাই। ফুলের বাবুর উপনিষদে আধ্যাত্মিকী আস্থা ছিল।

বাস্তবিক "স্বরাজ" ও রাজপ্রাসাদ একার্থক নহে। যাঁহারা বহুদূর বুঝি, ফুলের বাবু "রাজপ্রাসাদ" দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম ভাগে বঙ্গেশ্বর রাজার অধীনে "রাজপ্রাসাদ"; দ্বিতীয়ভাগে বিজয়ীর রাজার অধীনে "রাজপ্রাসাদ"। জীবনের শেষভাগে তিনি বিজয়ীর রাজার অধীনে "রাজ প্রাসাদ" লক্ষ্য, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। "বঙ্গের রাজপ্রাসাদের ইতিহাসে" বঙ্গেশ্বর রাজার অধীনে রাজপ্রাসাদের বিকাশ বিস্তর হইতে পারে, তাহারই কাল্পনিক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যতদূর বুঝি, আধ্যাত্মিক "স্বরাজের" সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নাই।

মেহলতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মুন্সেফ প্রণীত)

মুখুয্যে বাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন "তবে তুমি এখন যাও মা। আমি তোমাকে পাঠাইতে পারি না মা।"

মহিলা। তাঁহার প্রিয় গানের কয়েকটি ছত্র গাহিলেন।

তবারে জান শুধু বলা দিতে চাও না।
প্রেমের কি এই রীতি শুধু ছল না।
(আমি) সদা ভয় চকিত মনে, তুমিও প্রাণে—
উচাটন মনে, কেন বল তুমি ছলনা।
ওই কি ফিরিয়া যাই, একা কাঁদি নিরবধি,
ফিরে আসা যদি তোমা না আসে দেখিয়া।

মুখুয্যে সকলেই আবার কাঁদিতে উঠিলেন। বিমল, চারু, সকলে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোমরা কাঁদ কেন মা?" তাঁহারা আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রমে রোদনের বিকার আরও প্রবল হইল। সে বলিতে লাগিল "কেন তোমরা আমার ছেলে ভুলাতে আসছ? তোমরা আমাকে ভাল হতে দাও না, আমি তোমাদের সবাইকে খেয়ে হাড় ক'খানা করে রেখে।"

মহিলা। বাবা, যা আমাকে যাতে নাই, তুমি অমন কচ্ছ কেন বাবা?

হঠাৎ মহিলার বিলাপ প্রতি সকলে যেন সে নীরবে কাঁদিতেছিল। "ওখানে ও মেয়েটী কে? ওর ঘর মেয়ে বিয়ে হয় নি? কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। কালই তোর শ্বশুরের সঙ্গে বিয়ে দেব। বিয়ে দিতে পারব না? আমাদের কে? মা বাপে ভুলে বিয়ে দেয়। আমরা ভুলে

আমার ছেলের হাতে দিয়ে যেতে না দিলে, তুই কাঁদিস না এখনই যাব।"

শচীসুন্দর আসিয়া কথা বলিলেন।

ক্রমে সকলের দেখা হইল। এবার আর কোন ঔদাসীন্য দিখাইতে পারিতেছে না, সব ভরিয়া যাইতেছে। তাহার সেই মাতাই আবার আসিলেন। সকলে লক্ষ্য ও বাড়ীর পরিচয় এবং ভাব দেখিয়া শচীসুন্দরকে চুপি চুপি কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। প্রবীণ নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে সেই লোক একবার ফিরিয়া ছুটে লৌহপ হইলেও একটু হৈরক দিয়িয়া আসিল। সকলেই নিকটে আছেন। শচীসুন্দরকে বলিলেন "বেন ভাই কুমুদিনী আর যেতে চাচ্ছে না।" কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কুমুদিনীর আর কাঁদিবার শক্তি নাই বলিলেও হয়, তাহার চক্ষু জলে স্থির হইয়া আসিতেছে। রজনীর অন্ধকার রাত্রি কেবল পেচকের শব্দ আর বাহির কুক্কুর শব্দ, বেশ বায়ু প্রবল বহিতেছে; যেন একটা ভাব মানুষের সর্ব্বশরীরে বিরাজ করিতেছে। রাত্রির বাতাসে যেন অধিক শব্দ করিতে ভয় পায়, কে যেন বলায় আসিয়া বারণ করে। দিনের যে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই। কুক্কুর ডাকাডাকিরও কোন বেশিক, মানুষ রাত্রের অন্ধকার ও বাতাসকে ভয় করিতেছে, সব করিতেছে বিশ্রামের বৃত্তি করাই কোন বাড়িয়াছে। এইরূপ রাত্রির গভীরতা বেশী বাড়িতেছে দেখিয়া সকলই ভাব হইয়া আসিতেছে। শেষে সবই চুপচাপ গেল। কুমুদিনী স্থির নেত্রে বসিয়া আছেন। বাড়ীর আর সকলেই ঘুমাইতেছে।

একটু বেলা হইলেই পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া সব বাহির করিল। পাল্কিতে তুলিয়া যেই চাদর ঢাকা দিতে যাইবে অমনি কুমুদিনী নিষেধ করিল "ও কি কর? মুখোঢাকা দাও কেন; উনি মুখ ঢাকা দিতে দেবেন না।" প্রতিবেশীরা তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলেন না, অগত্যা মুখ খুলিয়াই সব কথা-তীরে লইয়া যাওয়া হইল। কুমুদিনী নিকটেই বসিয়া আছেন; কিন্তু মুখে তার যাওয়া চিহ্ন প্রকাশ হইল। যেই সকলে চিতায় উপর উঠাইতে যাইবেন কুমুদিনীও সঙ্গে সঙ্গে চিতায় উপর উঠিলেন। ছেলেরা মহা ভয়ানক আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে তাহারা কুমুদিনীর অঞ্চল ধরিল। কেহ বলিতেছে "মা তুমিও যাবার সঙ্গে যেও না।" কেহ বলিতেছে "মা তুমি চলে গেলে আর কাছে থাকিবে?" হঠাৎ সকলে ও ছেলে দিকে দৃষ্টি পড়ায় বিমল, চারু, সরলা, সুশীলা শচীসুন্দর সকলকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন চারিদিকে বহু লোকজন জমিয়াছে। একজন বলিতেছে "আগুন যাতা বাড়ি যেও, তোমার কাজ নয়ে না; অমন করতে নেই পাবে না।"

আর একজন বলিতেছে "আহা ও'র কি হল ব'ন্ দেখি; বাড়ীর বড় ভাল লোক ছিল, ওদের ভালিয়ে দিয়ে গেল।"

প্রথম "যা হোক; আমাদেরও তাহার অনেছিল, তা অমন ত করি নাই। লোকের কথা রাখ্তে হয়; লোকে যা বলেছিল তাই করেছিলাম।"

এইবার কুমুদিনীর দেহ ধরাধরি দিয়া তুলা হইল, তিনি চারিদিক চাহিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। সুশীলা ও সরলা তাঁহার নিকট রহিলেন ও এই অবকাশে পলায়ন করিতে লাগিল।

পড়ুন যখন চলিয়াছিলেন যে একজন সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সময় হইয়াছে তখন বিনা আহারে বিমলাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা পাইবার কোন আবশ্যকতা ছিল না কারণ তাঁহার পিতা কন্যা দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি যদি পছন্দ করিয়া থাকেন তাহা হইলে পছন্দের অপছন্দ হইতে পারে না, আর তিনি যদি অপছন্দ করেন তাহা হইলে ছেলেরও পছন্দ হইতে পারে না। তাই বুঝি চুপি; আবশ্যক নাই বলিয়াই বুঝি চুপি করিয়া দেখা। আর ভাল সময় আসিয়া ছেলেদিগকে যা বলিলেন "ও দিকে কেউ যেও না, নয়ত হ'লে আমি তোমাদের ফেলে যাব।" যা সরিয়া গেলেন, যে ছেলে উপস্থিত থাকিল সেই আর যাই যোগ্ দিয়াছে তাহারা সকলেরগুলি দেখিতে গেল; দেখিয়া আসিয়া বলিয়া দিবে; কিন্তু দেখা হইলেই লোভ এত বলবান হইল যে যা'র কথা মনে থাকিল না, একটী করিয়া ফেলিল।

পড়িবে। তখন তাহারা হইল বিলাতে না কেহই তাহাকে ভাল ছিল। কবিবাহিনের সুন্দরী, কিন্তু সে সুন্দরীর রূপ ত বর্ণনা করিতে পারেন নাই। কবির এমন রূপ মনে মনে কবিবাহিনের কিন্তু তাহাকেও ভালবাসিতে পারেন নাই। পরের মুখে সুন্দরীর রূপ কথা শুনিয়া কি ভালবাসা যায়? আমরা জানিনে, দুর্বেশনন্দিনীকে কি প্রেম দিয়া ভালবাসি; না জগৎ সিংহ দুর্বেশনন্দিনীর প্রেমে সুখী হই? অত বড় সুন্দরীকে ভালবাসিয়া সে আর এক জনের হইলে সুখী হওয়া যায়? কিন্তু যদি বিলোকনা তোমার প্রতি দেবদৃষ্টি করিতে চাহিত, যদি সে জগৎসিংহের প্রতি চাহিয়াছিল, তাহা হইলে কি তুমি সত্য সত্যই আর এক জনের সুখে সুখী হইতে পারিতে?

বিমল তেমনি করিয়া পরমের প্রতি চাহিয়াছিল। পরম তাহার চক্ষুর ভিতর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। আর কোন্ পথ দিয়া হৃদয়ে যাওয়া যায়? পরম দেখিতে যে এ সুন্দরী বটে, কিন্তু এ সুন্দরী ত কোন দিনে দেখে না। সৌন্দর্য্যের প্রশংসকতা কৈ? এ সুন্দরী ত শুধু সোহাগ চাহে না। পরাণ খুলিয়া যেন প্রণয়। এ ও চক্ষু বিস্তার করিয়া আরও বিস্তার দোষ হইতেছে।

পরম মনে করিলেন যে তিনি শুধু রূপের পূজা লইয়াই আসু হইবেন না, অন্তরেরও যাহা কিছু উচ্চ হইতেছে সকলেরই তাহা লইবেন।

আমার মনে হয় বিমলের সেখানে বিবাহ হইবে না তখন কোন কথা বলিলেন না। তাঁহাকেও কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। আর আর যে কারণ হইতে পরম আদিত তিনি আর দেরী দিলেন না, কোন উপায় করিয়া বাড়ী হইতে পলাইলেন। কলে গুনিলেন হরিশ বাবু বিলাতের মনে করিলেন ছুটিয়া দিয়া একবার বিমলকে সাক্ষাৎ দিয়া আসেন, আবার পরক্ষণেই স্থির হইলেন। তাঁহার আশা হইল, এইবার বোধ হয় তাঁহার কিছু করিয়া বিমলকে লইবেন। এ বন্দীর পরমার কারণ কি?

দুই এক মাস গেল। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। পরম সকলেই সম্মান বিমল যদি আর বড়ের কোন ভাই হইবে না তখন পরমের সহিত বিবাহ দেওয়াই উচিত। এবার চাকা ঘুরিয়া গেল। বাড়ীটী বাঁধা দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতেই পরমের সহিত বিমলার বিবাহ হইল পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

[শ্রীনিত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এস্-সি]

ঘোষিছে জগত বিজ্ঞানের জয়,
সর্ব্বত্র পূজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র,
বিজ্ঞান শিখিয়ে করো সমুদয়—
বিজ্ঞান বিহীন অসভ্য অতি!
বিজ্ঞান সাধারণে সুখি সুখ কর,
অতি আবিষ্কার যন্ত্র কত ঘর,
তাহাতে প্রচুর ঔষধাদি ঘর—
কবিছে বাণিজ্য কতেক জাতি!

বিজ্ঞানের তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
আমাদের মন সে কেবল বিজ্ঞান,
তা'বলে কি ধর্ম্ম হবে নীচ জ্ঞান—
মিথ্যা হবে আর্য্য কবির কথা?
এ ঘোরো সমস্যা বিষম প্রবল,
সত্য মিথ্যা কিবা কে করিবে বল,
বিজ্ঞান প্রধান কিম্বা ধর্ম্ম বল—
করিতে মীমাংসা নারিব সর্ব্বথা।

ধর্ম্ম কারে কয়, কি হয় বিজ্ঞান,
প্রথমে এ প্রশ্ন করি সমাধান,
তারপর যৌরে কিবা যায়যান—
কেমন সমজ—নির্ণয় হবে।
প্রতিকূল যৌরে, কিবা অনুকূল,
বিজ্ঞান সহজে—ধর্ম্ম সহি ভুল—
কিবা দুই ভাবে যৌরে সমতুল,
আপন গৌরবে মহিত রবে।

জড় বস্তু কিবা প্রাণী আছে যত,
উদ্ভিদ্ সমূহ, শক্তি অনুগত,
এ সবের কিবা উপাদান, কত,
পরস্পরে কিবা সম্বন্ধ রহে;
কি গুণ কাহার, কেমন স্বভাব,
কোন্ শক্তি কিসে বিস্তারে প্রভাব,
কাহার প্রাবল্য কিসের অভাব—
এ সব নির্ণয় বিজ্ঞান কহে।

যাক এ জগতে বিজ্ঞানের বল,
বিজ্ঞান প্রভাব এখানে কেবল,
জলস্থলমাঝে ধর্ম্মই সম্বল—
সেথায় অন্যের প্রকাশ নাই।
কাহার ইচ্ছায় এবিশ্বটি বিশ্ব,
এ সৃষ্টির কিবা অপূর্ণ উদ্দেশ্য,
সৃজন ও লয় কেমন রহস্য—
এ সবে মাত্র বিজ্ঞান বড়াই!

কোন্ মহাশক্তি করিছে চালন,
জীবনের গতি, কার্য্য ও কারণ,
কর্ম্ম পরম্পরা করিছে গঠন—
ঘটনা শৃঙ্খল করিছে স্থির?

কি শক্তি বিরাজি মানব হৃদয়ে,
কল্পনাকণ্ঠুয়া মিশেছে দুজায়ে,
কেহেতে কেখেছে চৈতন্য আলয়ে—
এ সব প্রশ্নে বিজ্ঞান বধির!

করিতে মীমাংসা ধর্ম্মই সহায়ে;
বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বয়,
কিবা সত্য ইথে কিছু না বুঝায়—
কার্য্য কেত্র দুই পৃথক আছে।
যেখানে বিজ্ঞান স্তম্ভিত দাঁড়ায়,
বিষয় সন্তাপ ধর্ম্মই উড়ায়;
বিজ্ঞান হইতে উচ্চে ধর্ম্ম রয়—
মানব হৃদয়ে আসন যাচে!

বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
বাহির জগত তার কর্ম্মস্থান;
ধরমের ভিত্তি এ হতে মহান,
এ হতে সুদূর অন্তরাধারে!
আছতত্ত্ব তার বিচার বিষয়,
অনুভূতি তা'র মূলে সদা রয়,
যে বিশ্বাস মূল এ মূল আশ্রয়-
প্রমাণের ধার সে ও না ধারে!

আপন জীবনে সুখ অন্বেষণে,
ঘটনা স্রোতী যে দেখেছে ধরণে,
সৃষ্টির নিয়ম চিন্তিয়াছে মনে—
কেন চিন্তাশীল মানব আছে,
সর্ব্বভূতে এক আত্মা বিরাজিত,
ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট প্রতিভাত,
অনুভূতে যবি প্রত্যক্ষেরি মত,
মত প্রমাণের কি কাজ আছে!

ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ আধ্যিকতা,
সে হেতু বাসনা বিজ্ঞানি এ কথা ;
এ কথা বিশেষ ভাবে চরিতার্থ—
সকল দেশের মানব মাঝে।
জ্ঞানবালা যদি মানবে অর্পণ,
মনে হয় তাহা বালির বাঁধন ;
পরম পিতার পদপিণ্ডে মন,
রাখিতে জীবন চরম ধ্যানে !

এ যেন কেমন অব্যক্ত বাসনা,
জন্মাবধি নরে করিছে প্রেরণা,
সুখ অন্বেষণে কি চায় খুঁজে না—
আত্মের মনে সুখ না পায়।
পরমাত্মা সনে আত্মার মিলন,
সুখের চরম স্বতঃ জ্ঞান হয়,
সে হেতু কি যেন আপন জনায়,
প্রাণ যেন সদা ধরিতে চায়।

শিশুর মুখেতে বাক্যের স্ফুরণ
হ'লে করে কত প্রশ্ন অগণন,
কেমনে এ হ'ল, ওটা বা কেমন,
ঐ সবের কর্ত্তা কেবা সে হয়।
এ পৃথিবী, জল, মানব সৃজন
কে করিল সব, কে সে আজান,
এইরূপ কত তত্ত্ব অন্বেষণ
জানিতে প্রবল বাসনা হয়।

যেন মনে হয় সে জন আপন,
পরিচয় তাঁর নহে ত সুগম,
জগতের সীমা করিয়া লঙ্ঘন
কেন অজানেতে পরাণ ধায়।

বিশ্বের সকল তত্ত্ব বিশারদ,
বিজ্ঞিপ্ত জ্ঞানের সাগর,
বিয়োগ বিধুর, আত্ম শোকাতুর—
তাঁহারি আশ্রয়ে লুকিয়া যায় !

স্বাভাবিক এই জ্ঞান উচ্ছ্বাস,
তাঁহার উদ্দেশে হয় পরকাশ,
অন্তিম তাঁহার মূলে বিনাশ—
এ কি মনে কভু ধারণা হয় ?
মন যাহা মানে করিতে ধারণ,
সদা তাহা নহে, নহে কখোন,
আছে পরিচর্য্যা কোন আজান—
সর্ব্বভূতে যাহা রূপেতে রয় !

আধুনিক এই বিজ্ঞানের বল,
নিরীশ্বরবাদী অতীব বিরল ;
আধ্যিকতা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দল—
সবাকে কারণ বুঝা ত যায় !
হেরে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির নিয়ম,
সৃষ্ট বস্তু মাঝে তত্ত্ব গূঢ়তম,
উপজে অন্তরে বিস্ময় পরম—
অকৃতি বিজ্ঞান ধাঁচায়ে রয় !

এরূপে বিজ্ঞান ধর্ম্মের সহায়,
যদিও পৃথক তবু একে নয়,
যাবামি মধুর বন্ধ বন্ধ হয়—
ধর্ম্মের রাজ্যেতে বিজ্ঞান পশে।
বিজ্ঞানের হত অন্তের উন্নতি,
সৃষ্টির রহস্য খুঁজি পাঁতি পাঁতি,
নিরীশ্বর করে পরমেশে নতি
হইয়া আত্মত ভকতি রসে ! (ক্রমশঃ)

কৃতকৃত্যতা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(রায় শ্রীযুক্ত পরমকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, বেঙ্গ, সিএস)

এখন বলিয়াছি যে ছাত্রিশিক্ষার কালে, সকলেই যে বর্ণাশ্রম শৌচ, উদ্ভব, ধর্ম, উৎসব আদি পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের ন্যায় হইবার চেষ্টা করিবে। অন্যান্য ছাত্র করিবার জন্য পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, শিক্ষাগুরু, যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন বলিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষাদীক্ষা পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহাদের মতও মানিতে হইবে। যদি এ সকলের মত যদি বিপরীত হয় তাহা হইলে, সমস্যার কখন মীমাংসা হইবে না—অসন্তুষ্টি সহজেই বিরাজিত হইবে। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে নির্ব্বাচনব্যাপার নিতান্ত সহজ হইয়া উঠিবে। যিনি সমস্যাপূরণ করিতে বিবাহ উৎসুক তিনি সংসারসাগর চিত্তে নিতান্তবিমুক্ত হইয়া পড়িবেন। অন্যদের আশা ভরসা করিয়া নিজের অভিপ্রায়ানুসারে চলিতে বিবাহবিষয়ক স্বিধুরক হইয়াই তাহা। আমার মনের চিরসঞ্চিত আশা, ভরসা ইচ্ছা প্রবৃত্তির একবারে প্রাণদান বা বিসর্জন দিবার দরকার। এ স্থলে বোধ হয় পিতা কি অভিভাবক নিজের কর্ত্তব্যের অবসর করা উচিত। কি জন্য তিনি নিজে অনেক বুদ্ধি অনুভবন করিয়া উদ্যুক্ত, তাহা তাঁহাদের নিজেদের বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। যদি অভিভাবকেরা তাঁহাদের সহজ বিবেচনা করিয়া এরূপ হন, তাহা হইলে বিসম্বাদিত্ব আর সুলভ হইবে না। সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে। কিন্তু বিদ্যুতেই যখন ঐক্যমত্য সহজ বলিয়া মনে না হইবে, তখন উপায় কি? আমাদের সমাজে যে ভাবে সমস্যার মীমাংসা হয়, মাতা, আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাই উচিত। আপনাকে স্বাধীনমত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, নিজ প্রকৃতিকে লঙ্ঘিত করিতে যাইয়া, যেন ভুলে অশান্তি আনিয়া উপস্থিত না হয়। আমাদের সমাজে এখনও আত্মপরায়ণতা (individualism) বিশেষ প্রবৃত্তি পায় নাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশৃঙ্খলকর শিক্ষায় পরিত্যাগ করিয়া এখনও আমরা বাস করিতে আরম্ভ করেন নাই। যদি জীবনসঙ্গিনীর জন্য লক্ষ্য বিদেশে যাইতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য কি সুযোগ পাইলেই তাঁহারা শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন। "অহমিকের" সমাজে এখনও প্রবেশ করে নাই। কৌলীন্যটি (Clan feeling) এখনও সমাজ হইতে একবারে উন্মূলিত হয় নাই। আমার মনে হয়, বিবাহে স্বাধীনমতি পূর্ণমাত্রায় পরিচালন করিতে গিয়া সমাজ যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না পড়ে - যেমতে মূলে যেন আঘাত না হয়। এ কথা কেবল সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। আত্মপরায়ণতা (individualism) ও কৌলীন্যের (Clan life) তথাকথিত বিচার করিবার অভিপ্রায় নাই। এ কথা সত্য আমাদের সমাজে শিথিলতা হ্রাস পাইতেছে. একান্নবর্ত্তিপরিবারও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ইহাতে সমাজে, জাতিধর্ম্মে আমা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে বুঝিতে হইবে। যেন তার পাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সমাজের পূর্ব্বতন লক্ষ্য করিয়াই চলা উচিত। তাহা হইলে, সমাজ উৎপথে যাইবে না, ধ্বংসোন্মুখী হইবে না। যে পথে যাইলে বিশৃঙ্খলতা আসিবে, যে পথে বিজাতীয় সমাজের আদর্শ অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মিবে, যে পন্থায় হিন্দুজাতির নিজ নহত্ব, সে পন্থা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। বাস্তবিকই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

যদি কেহ পিতা মাতার বা আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে ইচ্ছানুরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারেন, তাহা হইলে বিফলম হইবেন না, নৈরাশ্যের অবসর প্রাপ্ত হইবেন না, কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান অবহেলা করিবেন না। যখন যে ক্ষেত্রে পড়িবেন, তখন সেই ক্ষেত্রে স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান

করিতে অসমর্থ হইবে। তাহারা কাজে প্রবৃত্ত হইলে, প্রায় কার্যসিদ্ধি ঘটে না। তবে চেষ্টায়, প্রাণপণে অসাধ্যসাধন হয়,এই কথাই খ্রিষ্টান লোকে বলিয়া থাকেন।

ইংরাজি "বাইবেলে" একটী সুন্দর কথা আছে। যিশুখৃষ্ট স্বয়ং বলিয়াছেন "And Jesus said unto him. No man, having put his hand to the plough and looking back, is fit for the Kingdom of God." এই কথাগুলি আমার সাধনপথে ও সহায়। যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যদি কেহ লাভের প্রত্যাশায় কর্ম করে, তাহা হইলে আর পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত নহে। অর্থাৎ লাভ স্থির করিয়া যদি কেহ কার্যারম্ভ করেন, তাহা হইলে যে পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ না হয়, সে পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্য করা উচিত। নতুবা সকল অনুষ্ঠানেরই যথোচিত ফল লাভ। কর্মক্ষেত্রে, যথার্থিকর হইয়াই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম মঙ্গলের গল্প।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রসাদমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়]

কালু যখন এইরূপ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌ছিল, কালুর কথা শেষ হবার পূর্ব্বে সে এসে তার পায়ে পড়্‌ল; বল্লে "এতকাল লাউসেনের ধন খেলে—এই তার প্রতিদান? পাপ হাতে ধর্ম্মঠাকুরের সর্ব্বস্ব ছেড়ে দেবে? মনে মনে ভেবেছ চরিয়ে খেয়েছ,—ধর্ম্মের দেনা শোধ দেবে না, লেখিয়ের কথা মনে পড়ে? তার দেনাটা আজ নিজহাতে আদায় করেছ? আর কখন, ধর্ম্ম, মান, ইজ্জৎ—সবগুলি যে তোমার হাতে। এখনও বেইমানী ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে পার।" কালুর চিরের বুদ্ধির উদয় হ'ল কিন্তু মহামায়ার মৈনা অনেক কথা ভেবে অস্থির হ'ল। সে বল্লে—"কুকর্ম্ম ত পাপ না, চল আমরা দেশ ছেড়ে যাই।" সখন বল্লে—বুদ্ধি না পাপো—আমি মূর্খ মানুষ, ছোটবেলায় আমি এক বীরে তোমাকে কামরূপে বিয়ে করেছি, তাঁরে বিয়ে আমি পাপ দিয়ে ফেল্‌তে পারি,—মহামায়ার মৈনা ত তোর হবে? কালু বল্লে "ধর্ম্মের ঈশান কোণে একখানা প্রকাণ্ড পাথর আছে—সেটা বিক্রয় পার ত বুঝি।" সখন বল্লে "চল, বিক্রয় কি?" বহুকে তখন দিয়ে সখন কালুকে বল্লে "চল ত পাথরটা, বিদি।" কালু ঈশানকোণের অভিমুখে তাদের পাথর দেখাতে পাগলের মত। সখন তখন কালী মন্ত্র জপ করে পাথরটাকে চুলে চুর্ণের মেখানে যাবুলে। তারপর বহুকে তাঁর ছুড়ে ফেলে দিলে। এক ঘায়ে পাথর চূর্ণ হয়ে ফেটে গেল।

কালু সখনের মাথায়, তাদের মুখে আর কথা নেই। সখন বল্‌ল "এইবার মাটীর নীচে, আর ভাবনা।" তাই প্রাণের ভয়ে দুই জনে- কালু বল্‌লে—"আহা, একে ছেড়ে যাব? বড় মমতা।" সখন স্বামীর কথায় চাঙ্গা হ'ল।

এদিকে এদিকে ঈশানকোণে মহামায়ার উদয় হইল। মহামায়া বল্‌লেন—"এ অবস্থা কেন, সন্ধির কি হ'ল?" তাই বল্লে "কালুর স্ত্রী বেঁচে থাকবার সন্ধি হ'য়েছে।" প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি এই যথেষ্ট।" এতে একে সখন বহুকে নিয়ে মহামায়া নূতন কথা আঁটতে বল্‌লেন। ততক্ষণে কালু এখানে উঁচিবেতার থেকে লাফে লাফে এসে কালী-পূজা করতে বসেছে। তাঁরও কি দুর্ম্মতি হ'ল, পূজো শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকে দিলে। কালী বিকট হাস্য,—কালুর মস্তিষ্কচ্ছেদ হ'ল। সেই খাঁড়া দিয়ে ও'জনে মিলে মেরে মাংসগুলো খুব করে বিলে। লোভ দিয়ে সখনকে

করে দিয়ে সে আবার এসে কালুকে ধরে নিয়ে গেল। বাড়ী ফিরে খুব। সকাল হ'ল, সন্ধ্যা কালী পূজোর জন্যে ফুল তুলতে গেল, কালু তখনো ঘুমুচ্ছে।

পূজোর আর সময় আছে,—কেবল পাঁঠা আসেনি। কালিদীর ধারে পদ্ম তুলতে গিয়ে সন্ধ্যা দেখলে ও পারে কাদের মৈষ চরে বেড়াচ্ছে। আর পদ্ম তোলা হ'ল না, সন্ধ্যা নদী পার হয়ে মহাজনের সামনে উপস্থিত। তাই দেখে মহাজন চিনিয়ে ধরে মহাজন তাড়াতাড়ি করেও বাকে অভিমুক্তা দেওয়া যোগাড় করে দিয়ে এসে তাকে বল্লে "কালু বাবা হ'লে তুমিই ত মহাজন হবে। তাই তোমার জন্যে কিছু উপহার এনেছি।" সন্ধ্যা টান মেরে তুড়িগুলো ফেলে দিলে—মহাজন তাকে যা ইচ্ছে তাই বলে গালাগালি দিয়ে চলে গেল। মহাজন ও খেয়ে গেলেন, বাজারে মৈষো আর কিনে মৈষ।

বাড়ী গিয়ে কালীর পূজো শেষ করে সন্ধ্যা দুধের জন্যে তৈরী হ'ল। মাঝি পরেই বর্ষা পরে খোলা উঠোনের ধারে সে খোঁড়ের মৈষদের আসতেন করলে। সন্ধ্যাদিদি খুব চতুর। কালীর ঘরে সন্ধ্যা দেখিয়ে যত মহাজনের—ও মৈষ নাই তার সমস্ত সম্পত্তি কিনে এল। মহাজন মহাজনের এক দেখে দেখে বুদ্ধি করে ভিন্ন তোমাকে ঠকে পাঠালেন। এই ভিনাই মাইলেকে আঁধারের থেকে তুলি করেছিল, সব ব্যবসা তোর সে। তাকে অর্দ্ধেক মাজার ঠেকে এই অর্থে সে মহাজনের সঙ্গে যোগ দিলে। সেদিন সন্ধ্যার মাঝি ভিন্ন কাজে পাঁচে বলি করে কালীপূজো করলে, সঙ্গে দুই সঙ্গে দেবীর কাছে বর দিলে—মহাজন সঙ্গে আজ সমস্ত জীব দুধে ভেটেরা হয়ে থাকবে। দেবী বল্লেন "তথাস্তু।" এক নিমিষে যতো সন্ধ্যের ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ী এ যেখানে ছিল কালাদুধে ভেটেরা হয়ে পড়ল। ঘরের টিন টিনিটি,—পুকুরের মাছগুলি পর্যন্ত দুধিয়েছে—দুধোদধি কেবল সন্ধ্যা। সে তখনো কালী পূজো করছিল,—দুধ আজে স্পর্শ করতে পারেনি। ভিন্ন চাহিনার বিস্তীর্ণ দেখে দুধি দুধি মাজনাটীর দুধতে দেখে—হাঁড়ে দেখে ভালোবাস হাতে সন্ধ্যা। ভিন্ন পালাল, সন্ধ্যাও তোমার তোর খোকার দাড়া না পেয়ে বড় ভাঁবনে পড়ে গেল। দুধো-দুধি, ঠেকাঠেকি কেউ শুনে না কেউ জানে না। সন্ধ্যা একা দুধের বরফের পুতুল, বরফের বরফার মুকুল দিয়ে দেবীর খুব ঘর করে এল। তার পর খেল কালুকে জাগাতে। অনেক সাধা সাধনা,—অনেক চেষ্টার পরে ও চোখ মেলে বল্লে,—কিন্তু দুধে দেখে কিছুতেই বাড়ী যাবে না। অনেক "আজ বড় খারাপ স্বপ্ন দেখে কি দুধে খেলো এখন যাবে।" আবীর অনেক ও ন কিছুতেই দেখে উঠলো—তখন সন্ধ্যা ছেলেকে নিয়ে আবারে যাবের কথার পাঁঠা তখনি দুধের জন্য তৈরী হ'ল। চারিধারে অবশ্য কিছু, তোর কিছু প্রাণ না করে পাঁঠা মহাজনের মৈষদের আসতেন করলে। তারা তোমার বিষয়ে দুধ জন্য করতে আসুক, এমন সময় সন্ধ্যা পাঁঠাকে আসতে দেখে ভয়তে গেল। তারপর চীৎকার দুধ। অনুর পাঁঠা দেখিয়ে দেখিয়ে পাঁঠা খোঁড়ের সমস্ত বড় বড় মোষগুলিকে অবাক করে দিলে। অন্য লোক যে যারা গেল তার ঠিক নেই,—কয়লোক যে না মারা—তারও ঠিক নেই। মহাজন দেখে পেছু হটলেন, —দুধ জন্য করে পাঁঠা বাড়ী ফিরলে—এমন সময় খোঁড়ের মোষগুলি দুধা ঘাস পর আইলাকে। তাকে আসতেন করবার আগেই সে পাঁঠাকে এমন এক মারাত্মক আঘাত করলে যে তাইতে পাঁঠার জীবনের আশা ফুরিয়ে গেল। মহাজন আগে পাঁঠাকে এক কোপে দুধার মাথা কেটে ফেল্‌ল। কালুর মামাই ছলিয়ে পাঁঠার সঙ্গে দুধে এসেছিল, সেই তার দুধ নিয়ে সন্ধ্যার কাছে দিলে। মোষের মাথা দুধে করে সন্ধ্যা আছাড় খেয়ে পড়ল। অবশেষে উঠবার পর হাতে তার যেমন বিশ্বাস হ'ল—মাইলেন দিয়ে এল পাঁঠা মারবে। সে কালীর পায়ের কাছে ছেলের মাথা রেখে স্বামীকে ডাকতে গেল। কালু প্রথমে পাঁঠার দুধা কথাটা বিশ্বাস করতে পারে নি। মেয়ে যখন দুধলে সমস্ত পাঁঠা তখন মাথে, দুধে পাগলের মত হয়ে উঠল। তখনি দুধ সন্ধ্যা করে সেনা দিয়ে গেল। মহাজন ছিলেন দুধের উপর দিয়ে,—সমস্তদিন কালু অসুরের মত পরাক্রমে যুদ্ধ করলে। শেষে সন্ধ্যাবেলা মহাজনের সৈন্য পেছিয়ে গেল। কালু যুদ্ধ জয় করেবাড়ী ফিরলে—এসে সমস্ত কথা শুনে একজন লোক উঠানমাথে পড়ল। তার কথার

ছুরিখানা বার করে, তার ফলাখানি মহাকালের গলায় ঠেকিয়ে বলে উঠল, "আমি তোমায় মারব না, তুমি আমার বন্ধু। তুমি কি চাও বল—তোমাকে তাই দেব।" কালা বললে—"তুমি যদি সত্যি বন্ধু হও, তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব।" কালু কিন্তু কিছুতেই কালা বললে—"আমি তোমার সঙ্গে যাব না। আমাকে সেই জন্যেই আমার পাঠিয়েছে।" কি মুস্কিল! কালু বললে—"আমা বেটী মরে, আমি কিছু বলতে পারি না।" তারা এক যোগে কালুর মাথা কেটে নিয়ে একটা লাঠীর সিঁড়ে চড়ল। তার মুণ্ড থেকে আলাদা রেখে ছুটে আসছিল, সে এসে বলল বাঘী বলল। কালার মত, বাঘী ও বলল, স্বামীর মুণ্ডের মুখে করে নানা কৌশলে কৌশলে তর্ক দিয়ে গেল। মহাপুরুষ মহিলের জানিয়ে দিয়ে তার বলল—"মহামায়া তর্ক দিয়ে জয়েছে। আমার স্বামী খুব গ্রাম দিয়ে তোমাদের খুন দেখে করেছে, আমার মানুষ মারা আমি অন্যেছি। এখন আমার দেহের শক্তি, মনের জল সব ফুরিয়ে গেছে, আমি আর পারব না। তোমাদের বিষয়, তোমরা বাঁচাও।" লক্ষ নিজের ঘরে চলে গেল, বাঘী তার মধ্যে কে আগে যুদ্ধ করবে—এই নিয়ে তারা মহাসভা উপস্থিত হল।

ত্রিলোচনের যা 'কলিকা' সকলের বড়, সেই প্রথমে যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরী হ'ল। কালাচাঁদের হাতে ছেলেকে দিয়ে, বললে "খোন, যদি না ফিরি, ছেলেকে আমার তুমি দেখো। যারীকে, প্রণাম দিও, তোমরা আমায় মনে রেখো।" পরে বধূ, মায়ের সোনার চোখের,—তোমার সিঁথে সিঁদুর যারী লক্ষ্মীদেবীর মতো হাসা হিলে। তারপর তৈরী আনতে ছেড়ে উঠল, কলিকার মুণ্ড সেইদের তৈরী হাতিয়ার হয়ে গেল মহাকাল বললে—"কি সর্বনাশ! এ যে দেখছি লাউসেন সেনাপতির চেয়েও বড় হয়েছে। লোকটা কি পাষণ্ড, যার জন্যে তার জন্য কারাগারে বন্দী, আর সে কিনা এতদিন ধরে অন্তঃপুরে লুকিয়েছিল,—হাতকে না দিয়ে।" তখন কলিকার কানে গেল, সে বললে "বিদ্যা তুমি মহাকাল, তুমি মহাদেবের ভাই—সেই হাতকে খেয়েছ, আমি তাঁর স্ত্রী,—আমার বাপ কলিকা।" মহাকাল বললে "তাই নাকি, তুমি আমারি ভাগ্নে-বৌ তা হ'লে। ছি, ছি, তাহার মেরে, ছুরির বৌ, —তোমার মামাশ্বশুরের সামনে তুমি এতগুলো পুরুষমানুষের সঙ্গে মারামারি করতে লজ্জা হ'ল না?" কলিকার মুখখানি এইটুকুতে গেল, চোখে জল এল, কলিকা ঘোড়া ফেরালে। সেইমুহূর্তে মহামায়ার একজন সেনাপতি এসে খবর আনলে। কলিকা আর তার সঙ্গে যুদ্ধ করলে না,—নিজের ক্ষমতায় মহামায়ার করে আক্রমণ করলে। সৈন্যদের সৈন্য অবাক হয়ে গেল—অধিকাংশ ঘোড়া আরোহীই তাদেরই ঘোড়াদের দিয়ে গেল। ঘোড়ার মুখের অবস্থাকে সেই কালাচাঁদ খুশী হয়ে দেখে ঘোড়ার পিঠ থেকে। 'বিবি, বিবি' বলে কালাচাঁদ মহাকাল হয়ে পড়ল।

গ্রহণে গঙ্গাস্নান

(ছড়া গল্প)

[শ্রীমতী—বেলী]

আমাদের দেশ, যেখানে যাহা কুসংস্কার তাহা নহে। খুব একথাও বলা যায়। দেশে যখন যিনি যত আতঙ্কি বৈজ্ঞানিক হোন। সকলেরই চোখে পড়ে একখানির পাতা বাড়ী নাই। অধিকাংশ লোকেরই ক্ষেত খামার, বাগ পাকল, ছেলে পড়ে আছে। চাষী বাস করে ছেলে পড়ছে থাকে মেয়েরা ঘর সংসার ছেলে, ঘর-দোর করে, গরু বাছুরের সেবা করে, নদী হইতে জল আনে, তরিতরি তরকারির সেবা করে। এই পল্লীগ্রামের মেয়েদের সেবার

হুক হইয়াছে। বিশ্রামের পূর্ববর্তীর কাজ শেষ সমাপন করিয়া কোন এক বাড়িতে পাড়ার মেয়েরা একত্রিত হইয়া রামায়ণ আলোচনা সাঙ্গ ও ইতি করে। কুমা, শ্রেতা, কুমারী সকলেরা এক মনে তন্ময়ে তন্ময়ে রামায়ণ আলোচনায় ব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা পাঠকারিণীকে ঘিরিয়া বসে আর অনুক্ষণ আলোচনা করে। সময়ে সময়ে এক একজন কুমা বলিয়া উঠেন "আহা কালীরাম কি লেখাই লেখেছে।" অথবা পাঠকারিণী উত্তর দেন "শিগ্‌গির কেন গো, এ যে মহি।"

আজকাল পুরুষেরা অধিকাংশই কলিকাতায় চাকরী করে, তাদের কষ্ট বেশী আসে। মেয়েরা অনায়াসে রান্নিয়া খেতে পারে। নিজেরাই হাটের দিন হাটে যাইয়া বাজার করিয়া আনে। এখানে সকলেই সকলকে সাহায্য করে। এখানকার শিক্ষয়িত্রী বেশী খুব কঠোর। শেষ বিশেষ হইতে ছাত্র দোষ আইলে তাহার উপায় নাই। যে মেয়ে মারপিট করিয়া আইসে বা তাহার হস্তে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। মার বাপ শাসী মেয়ে করিয়া থাকে। মাতা, ঝাঁটা, ঝাড়িক, খন্তরা প্রভৃতি হইয়া থাকে। ভাতারী ছোরা করে হয়। সূতা, সাবু, ঘোড়া, ঘণি, প্রভৃতি ভদ্রলোকের হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। যা যেন লাভার বিয়ে করিতেছেন। এ মাসটী বড়ই আনন্দময়, ভাল আহারোল্লাস, ঘোড়াদৌড়, খেলার ধুম আমিয়া থাকে। ছেলেদের মন সদাই তাহাতে লিপ্ত থাকে। সকলেই আনন্দে বিভোর। এই বন্দিরের পূজারী আমার বাবা, এক আমার প্রতিষ্ঠাবধি এই যাবৎই পুরোহিত ছিলেন। যাবের আশীর্বাদে আমাদের কোনরূপ কষ্ট নাই; কেবল অভাব মনের লক্ষ্মী, কারণ আমি অতি বাল্যকালেপিতৃ মাতৃ-হীন হইয়াছি। আমার পিসীমা আমাকে যে সময় মানুষ করেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন তাঁহার এক মাতী আছে, তাহার নাম গোপাল এক সে ও আমি আমরা দুজনে এক কোলের পক্ষ। প্রেম হয় তনিয়াছি কিন্তু তাহার বেশি নয় মোকে বলে যখন আমি প্রেম হয়, তখন পরস্পর জল আলোড়িত হয় এক কাঁদি কষ্টা সব আপনা আপনি

ঘটিতে থাকে। কিন্তু আমাদের হয় না, হয় আপনা হইতেই হয়। তাহা তনিয়া তবে না আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। অনেকদিন হইতে ঐরূপ গল্পই কেবল তনিয়া আসিতেছি। গোপালের জন্ম হইতে আমরা মনে এমনই অনুরক্ত যে সে আমা বিনা রাত্রে থাকে না। কেননই কিছা হয় যে তবে প্রেম হইবে এবং আমি তাহা দেখিতে পাইব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সময় আসিল। সকলেই গোলযোগ, আমোদ প্রমোদে মাতিয়াছে। কেন মাতিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় কেহ তাহার উত্তর দেয় না। না দিবার কারণ আমরা ছেলেমানুষ। তনিলেই আমাদিগকে সরিয়া যাইতে হইবে। আজ ছেলের পর শুনিলাম যে এক গোলযোগ প্রথম হইবে বলিয়া। মনে হইল, তখন হইলে, গোপাল দেখে দেখিতে পাইব, কি করে দেখিতে হয়, ততক্ষণ হইবে কিছুই জানি না। কেবল এইমাত্র তনিলাম যে প্রথম হবে। ইতিমধ্যে একদিন পাড়ার কোন পিসী আমাকে প্রথম হইবে বলিলেন। তাহাতে আমরা দুই সখী দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। আমি অনেক করিয়া পিসীমাকে বলিলাম যে আমাকে কহিয়া যাইতে ভুলিও না, কিন্তু তিনি আমাকে মিছা প্রবোধ বাক্য আশ্বাস দেখাইয়া রাখিলেন, কহিয়া যাইতে চাহিলেন না। তত বাহ্য গোপালের অপেক্ষা আমার দেখিবার ইচ্ছা প্রবলতরই ছিল। মনে হইল এই অবসরে প্রথম দেখিয়া লইতে পারি পাইব। তেমন একা গোপালকে বসিয়া, মায়ের চরণরেণু তাহার গায়ে লেপন পূর্বক অভিলাষ যে মা গোপালকে দেখো; তাহার পর আমি প্রথম দেখিতে চলিলাম। গোপালকে বলিয়া গেলাম "মাকে ডাকিস্। আর কেমন অভিমি যেন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া না যায়।" তাহার পর আমি আর পাড়ার বন্ধু সকলে গল্প পাড়াইতে চড়িলাম। অমূল্য আসিয়া খাড়ী হইতে ডাকিলেন। তখন বাজিলাম তখন বেলা অনেক বেলী ছিল। পিসীমা বলেন, "কিছু খাবার খেয়ে"।

খাবার কিছিত খাইলাম। পিসীমার যে খাবার খোটাই পছন্দ নয়। তাঁহার মুখের আর অবধি রহিল না। তাহাতে আমি বলিলাম যে যদি তাহিলে বেলী বৈল হইবে বলিয়া আমার মাতা বড়ী পুঁটের উপর বেঁধিয়া দিয়াছেন।

আমাকে শিখাইয়া দিলেন। অনন্তর পরে ইহাঁর নিকট সকলে উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু শিখাইয়া ও আমরা কিছু জানি না, সুতরাং আমাদের উপস্থিত হইল না। এই ৩৪ দিবসের পাড়ী ভাড়ায় ও অন্যান্য উপলক্ষে এককালীন বিদ্যার উপস্থিতির জন্য অনেক মুদ্রার আবশ্যক বিশেষ বিপদে পড়িলাম। শিখাইয়া অনেক বুঝাইয়া তাহাকে কান্ত করিলাম। রাত্রিতে বাসিয়া আমরা সকলে একত্র বসিয়া কাঁদিয়াছিলাম। একজন বলিল যে যজ্ঞ বাটী বলিয়া কিছু নাই তবে কেমন করিয়া হইবে। তখন আমরা কেমন করিয়া চলিলাম কিছু কেমনে ঠাকুর বাঁটী তাহা চলিলাম। তখন ৪, টাকায় মুদ্রার পাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা তাহাতে চড়িলাম। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গলার প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

(শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য)

বাঙ্গলাকে নূতন ভাবে ভাবিয়া গড়িবার আয়োজন। গড়িবার উপায় তাহা করিলে অধিকাংশ দোষ মধু ভাবে পূর্ণ হইবে। সে সম্বন্ধে বলিব এইটা আমার প্রার্থনীয়। "অমৃতম্ বৈ যজ্ঞম্ ক্ষীয়ম্।" "যজ্ঞক সোমো রাজন্।"

"মধু পদ্যা বিহীনবোম্ ভেষজাবাম্ ন ইন্দবঃ।" এখনে আমাদের যজ্ঞ যাগেরিয়া আদি রোগ নিবারণের জন্য যজ্ঞই সাধু সহজ উপায় কাজ প্রচুর পরিমাণে না দিলে সমাজীশ্বরকে (বিশেষতঃ বিষ্ণু আদিকে) বিষ্ণুভাবে রাজীবিতি করিতে পারিবেন না। যজ্ঞস্থলের ধুমোদ্গম, পূর্ণতন, আলমাস, ম্যালেরিয়াদি, শিশুদের নিত্যই যেরোবিন্স রোগের একমাত্র কারণ এই ভীষণ ব্যাপারের। "আকৃতিরাম ভাবে ক্রমাগত ধুমোদ্গম নির্দ্দেশ।" এখন সমবেত সভ্যগণ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বত্র যোগাসন স্থানের ব্যবস্থা করুন।

"যাবতীয় জীব জাতির মধ্যে মনুষ্যজাতির ক্ষুধা অত্যন্ত আধি আধি পরী করি মাই, ইহা আমার প্রথম পক্তি, এই পক্তি—মনুষ্যজাতীর ক্ষুধার কত পাতীর মধ্যে ভীষণ ভাবনে আমার অধিক দয়া প্রদান করিয়াছি, এই জিন্য ভগবান আমার পরী দিতি। যোগবলে আমার সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মিয়া যাহারা সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের অংশ জাতী মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রি, বৈশ্য, শূদ্র আদি এবং শ্লেচ্ছজাতিগণের মধ্যে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যুগী জন্মে মোক্ষ প্রাপ্তি যাই, "যাহা আমার সূক্ষ্ম-জ্ঞানীগণকে তাহা জানিবার শক্তি দিয়াছি। সে ও জ্ঞানবান মহাপুরুষকে পূজা করিলেই আমার পূজা সিদ্ধ হয়।" মনুষ্য জন্মধারী মোক্ষদাতা ঈশ্বর জানা।

ব্রাহ্মণের গায়ের পূর্ব্বেই "পূজারী দেবা" প্রতিষ্ঠার যাহা মূল পাই—এই ভীষণ ব্যাপার আমার আর অধিক সময়ে বিষ্ণু বিষ্ণু পাপী হয় মূল নিয়াই ভীষণ ব্যাপার অবতার। এখন মোহাচ্ছন্ন হয় কি যাহাতে যাহাতে প্রাণ কাঁদিয়া যায়?

অমৃত বলিয়া আমরা কোন দ্রব্য দেখিতে পাই না কেবল খাদ্য হইতেই ভীষণমৃত পাওয়া যায়। বিষ্ণু, ঘৃতাদি, মূলমাংসাদি সকলেরই অংশের ব্যাপ হইতে উৎপত্তি পরার মূল মূলের নিয়া প্রয়োজন। সূক্ষ্ম প্রাণেরাই নিয়া মন্ত্র সেই মূল পাদ করিলেন সেজন্য তাঁহাদের মূলাবলম্বন সমাজ দায়িত্বে রেখা ও অবোধ সন্তান থাকিত। সন্তানের বিষ্ণু হইবার ভেজাল যাহা হয়ে অনাদি মূলাদ্য করেন। যদি কেন সন্তানদিগের ভাবের প্রতিজ্ঞা করিয়া মূলাদ্য পালন করুন।

আইনি আবশ্যী পাঠে জানা যায়—এর আমার এজেন্সের মূল ও একসমাজ একত্রের মূল পাওয়া যাইত। কিন্তু

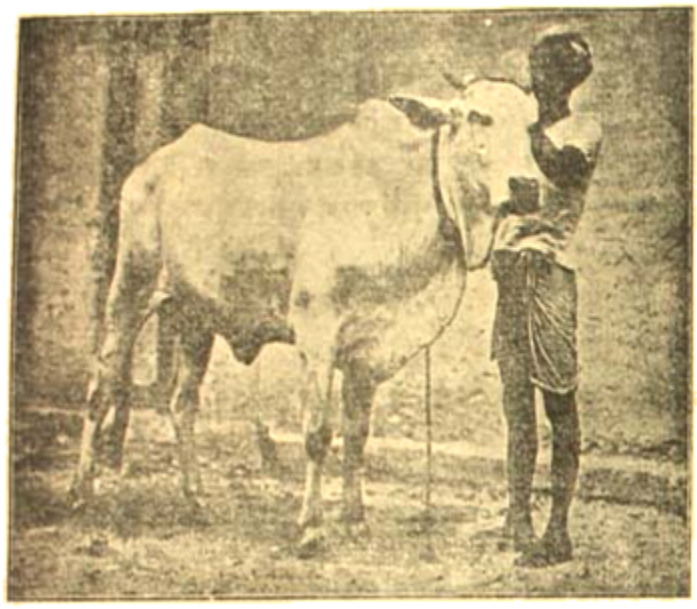

ইহার কাল সম্বন্ধে অভিমত-ভেদ, তথা সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইতে পূর্ণতম লক্ষণ-সমূহের না হওয়া প্রভৃতি কারণের মূলতত্ত্ব ও তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকভিত্তিক সংযোগের অভাবে এই দোষ বা ত্রুটি উপলব্ধ হয়।

এই অবস্থিতি পঞ্চাশ বৎসরে প্রকাশ পায়। প্রকাশ পাইলে আর কত বীজ বোঝার জন্য ভিন্ন ঐতিহ্যের উপায় নাই। ইহা বৈজ্ঞানিক ক্রম পন্থা, অবরোহ তথা বর্জনীয় নয়। আন্তর্বর্ষিক জনন ও অঙ্কুর পরিপক্কতায় মহৎ বোধের তথা জ্ঞানী ও

মনের পূর্ণ অন্তর্লোকের দুর পরাদের এবংরের মুক্ত ও উদাত্ত আহ্বান শুনা পাওয়া যাইবে। এবং তাহাতে পরিমা মুক্ত।

লোকায়তিক জনন-

অন্তিক্ষ ক্ষয়কুল

১। অন্তিক্ষ জনন। যথা, যত গাই তোট বাঁড়, এবং তোট গাই বড় বাঁড়—বিপরীত বা অন্যান্য সংযোগ।

২। আন্তর্বর্ষিক জনন বা ক্ষয়ন জনন। যথা—ভাই বহি, মামা পুত, পিসি কন্যা ইত্যাদি, ইহা অত্যন্ত অভিশপ্তমূলক। তথাপি ইহাতে কোন বর্জনা নাই।

৩। ভাব বলির আহ্বান।

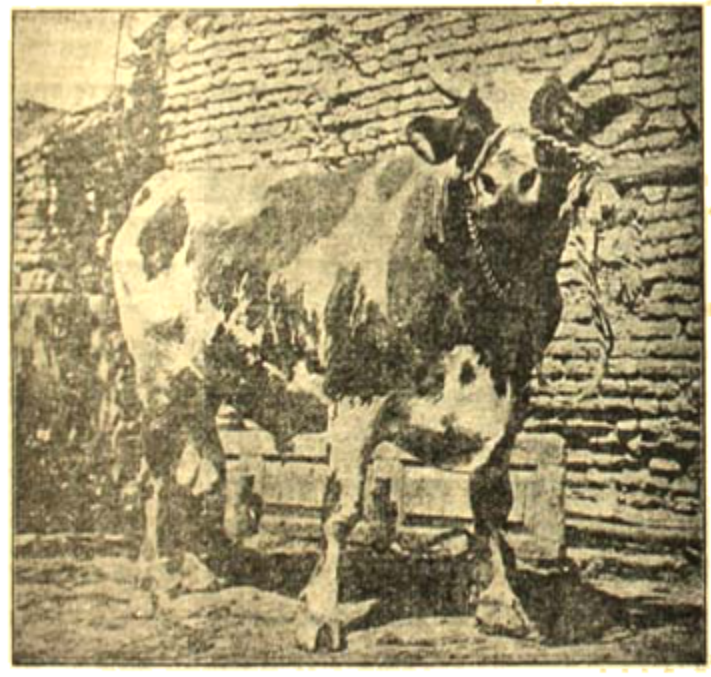

কুলানী বন্ধ।

[illegible] যে প্রকার ওজনের না হইলে আস্তরণের বিষয়।

৪। অন্যান্য পরিষ্কার ও মার্জনাদির (অর্থাৎ ফৌজদারি দোষে) অন্যথায়ি মার্জনা পড়িয়া থাকা।

আমাদের মূল সূত্রধরের যে পালকের এই সকল রীতি নীতি ছাপাইয়া রাখিয়াছে। কেহ প্রত্যেক আসল আলাদা অন্যথায়ি অবধি হইতে বিশেষ ঘ। অনেক প্রাচীনকালের ব্যবস্থা দেখিতেছি যাহার সংযোগ সময়ে যেখানে ধনিষ্ঠ যৌত আসা হয় যদি পাইলের তথায় থাকা হইলে বা বহু আধিক সংযোগ তাহা সম্ভব হইলে উহারা বুঝিয়েন হইবে আসাদের অন্তরাবাসের ধনিষ্ঠ সমস্ত ও অন্যান্য সকল সামঞ্জস্যপূর্ণ হৃদ নিশ্চয় হইবে। উহাদের যাহা নিম্ন হইত এইরূপ আসন্নপ্রায় প্রেম যাহাদের প্রাণ সর্বত্র দুই হইত। সংযোগীয় থাকার সংযোগ সময় হইলে প্রত্যেকের ধনিষ্ঠের আসাদ এই আস্তরিক (অথবা ফুল বা ধনিষ্ঠ) থাকার সংযোগ যোগ্য হয় যাহা হইলে তাহে হয়ে তৎকালীন দুই সংযোগে অনেকগুলি বহু যত্নের সহিত, পুরোহিত বাড়ির (অথবা বৈষ্ণবাচার্যের বাড়ি, সন্ন্যাসীদের বাড়ি ইত্যাদি) অনেক কার্যে অন্তর্ধানিত। যে আসাদ পরিষ্কার যে কোনও সংযোগ হইলে সংযোগ যোগ্য হয় তাহার অন্য সাধারণকে কোন ভেদ পাইতে হইত না। সূর্যে পানির বহু বিদ্যা করিতে পারিলে যাইত। এখনে যেখানেরও পরিবর্তন হওয়াতে আর সেরূপ সুযোগ্যবর্ষে হয় না ও সে-সকল বহু লোকে বলা হয়ে না। সেজন্য এখনে যেখের সর্বত্র দুই সকার ও দুই প্রান্তিক বহু সে-পালন স্থানের যেখানেরও বহু পরিবর্তন হইয়েছেন। ইহা বেরূপে সম্পাদিত

[illegible] ধরিয়া [illegible] দেখুন।

রাস।

আজ সাধকের বিশ্বরূপের পূর্ণতা হইয়াছে। আজ,—

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।"

তিনি বিষয়-সম্ভোগে আসক্তি-পরিমুক্ত হইয়া আত্মি সুখ উপলব্ধি করেন,—তিনি ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রশান্ত ভাবে আজ সাধকের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সাধক প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন,—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

বিষয়জনিত ভোগ দুঃখের আকর মাত্র; তাহা আদি-অন্তযুক্ত; সুতরাং সে বুদ্ধিমান্; তাহাতে বিবেকী ব্যক্তি আসক্ত হয়েন না। তাই সাধক আজ বিষয়ভোগে কেবল বিষয়ের ভাবনারই পরিবর্তন করিয়াছেন;—ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক-বিরোধ,—সর্ব্বভোগ-আত্মা-পরিবর্জ্জন,—মনবিহীন স্পর্শ-পরিমুক্ত সুনির্ম্মল ভাব বৃন্দাবনে কেবল ব্রহ্মভাবের অপরূপ রূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ সাধকের নয়নে বিশ্বভোগ অপরূপ মায়াময় মূর্ত্তিতে হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের নীলাম্বরকোলে পূর্ণ শশধরের অমল হেম-দ্যুতি বিভাসিত হইয়া রহিয়াছে। পরিপূর্ণ শশধরের আশে পাশে অগণিত জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কমণ্ডল,—মাণিক্যপূত মানস-সরোবরে আসমান সব সব বিকসিত হেম-পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃন্দাবন প্রফুল্ল কুসুম খচিত বিপুল বুবাসিত হইয়াছে;—তরঙ্গীয় কুসুমগন্ধ,—অনুকূল বিশ্ব ভাবে মুখরিত হইয়াছে;—বিধি নন্দ পরমানন্দে বংশীবিহার করিয়া সর্ব্বভূতপরাণের ভাব তরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়েছে! যমুনা আজ লীলাস্নিগ্ধা ব্রহ্মতরঙ্গীর অনাবিল মাধুরীর মধুময় তরঙ্গে তরঙ্গে তুলিয়া বৃন্দাবনের ফুলে ফুলে ঢলিয়া দিয়েছে! ব্রহ্মযোগে এবং ব্রহ্মভোগে জীবন আজ যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। অপূর্ব্ব আনন্দ আস্বাদন করিতেছে। ব্রহ্মসঙ্গের মনমাতানো ফুল-ফুটানো বাঁশী আজ যেন অধিকতর মধু বিলায় করিয়া সমস্ত বৃন্দাবনের সমস্ত সাধক-সাধিকাদেরকে মাদকতাময় আহ্বানে আহ্বান করিতেছে! আজ,—

"আলিকী চীর, ঘুরীর নবীর,
ফুল-ফুলুর, অবলিম-বিভোর।
মাতক মৌন, ভোর মন মধুকর,
সারী শুক শিখ পঞ্চম ভাষ।
মধুর বিধুরে মুখর মুরারি।
মুখর গোপ বধূ, অধিক রাধ সঙ্গে রঙ্গ,
বিহরয় বৃন্দাবন-মুরারী।
নাচত মউরী, থাম নট গোরস,
থাওত নটিনী নাচ নটরাজ।
ভাবর গৌরী, গৌরী সঙ্গে ভাবর,
অবলম্বনে রহু বিধুরী বিরাজ।
হেরি হেরি অলকন, ঘাম ঘনশ্যাম,
হরষে আধিবে মনমথ মন্থ।
উলস পরশে, নয়নে তরলীকর,
চৌদিকে বিহর বীন ধরি চন্দ।
তারাগণ সাজ, তারাপতি হেরি,
লাজে লুকালে বিমরকি-তারি।
ঘোষিকাদল গাই, অমরব-রোহন,
বিহরই বৈজ মনমথ-মন হারি।"

সাধক আজ আত্মারাম হইয়া কেবল অপরূপ রাসলীলা অনুভোগ করিতেছেন;—দেখিতেছেন,—আর মনের বিশে—

"অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম"

পরিপূর্ণ হইয়া যেন উছলিয়া উঠিতেছে। আজ তিনি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গকে পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার পরিত্র ভাবরাশি-রূপ সুগন্ধি কুসুমগুলির যেন সুরভি-সুষমা রাশ

থাকিয়া বাসকসজ্জা-অবস্থায় মুখর ভাবের আকুল ভাষায় উপমার দিয়েছে। আর তাহারই ভাষায় ভাষিত হইয়া—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলোকসামান্য রূপ দেখিয়া মুগ্ধ ভাবে বলিতেছে,—

"অতি-কুসুমের সার যদি তার করয়ে মূরতি।
তবে তুলি-শ্রেষ্ঠ! আমার তুলি হবে যার সঙ্গী।
মুক্তি তারো আমারি,
হবে মুখে তোমারি,
দেহ হবে তার কস্তুরী।
দেহ হবে তার কস্তুরী।
(আমার) যত যত কুসুমের
লাল-খিরি-খোবন,
তারাদি রূপ যত-যত,
আর যত সম্পত্তি :—
তাহারে তুলা-ধারী,
ঘন-লেহনে ঘন তুলি,
তিন তুলি-যোগে,—
পূরা ও হৈ—এই বিনতি
(আমার) প্রেম-রস যমুনা কূলে,
আপ বংশীবটমূলে,
সদা ভাবে, স্মরণ রেখে—
সদয় হয়ে বসতি :—
তবে তব দাসের প্রেমে,
তবী আমি ব্রজ-মাঝে,
তাবদীন যাবার তোমার,
দাস হবে এই মাগনি।"

সাধনের বাসে আর বাসকসজ্জা মধ্যবর্ত্তী মুখর ভাবের আকুল মোহ।—আর প্রেমের অধিরূঢ় অধিরাঢ় মহাভাব মূর্ত্তীরাধিকা! ভাবকুসুমের আর কি আসন,—

"তরুণ-তাপ-তরল-তারাবলি—
তলির তল তুল-তারে।
তার-হার তব তুলাবে
তরিল তুলি-তুলে।

অর্থাৎ,—তারকাহারের তরিল তরিছ তুলাবলম্বে তোমার তরুণী শ্রীকৃষ্ণের বাসসজ্জার চরিত্র অঙ্কনাদি দিয়েছে যে তরুণ তারাদের তরলতারি তিলির তরঙ্গের মেখিয়া শ্রীরাধা তরুণী বিনোদকে প্রসন্ন করিবার তরে তারস্বরে কহিতেছে,

যেই বাসরী যাচিল মুরু :
তোমা কে-কে যাবি আর।"

আর যে [illegible] ভাবের ভাষায় ভাষিত হইয়া শ্রীরাধা ও আকৃষ্ণের মেখিয়া গাহিয়াছে,—তোমের ভেলে—ও সে অবলী ভাবে ভরিয়া,—এলাচির কুসুমে,—মন মৌরি-মধুর বাসেতের ভালোবা মেখিয়ে,—আর তো তোমা ছুটে যায়; ঐ মেখ! আর কুসুমের আজ প্রেমেরের অপূর্ব্ব-লীলা-মূর্ত্তি বিশ্বুবির হইয়া উঠিতেছে।—শ্রীরাধির ভালোবাসার অমূল্য সম্পদ আজ আকুল হইয়াছে তার মনের মেখ-মোহনকে আজ বাকুল হইয়া কুসুমের ঐ বাস-কুঞ্জের সজ্জিত হইয়াছে;—আর কি তোমের মেখাতে ভরী তার সাজে মেখ! আর কি তোমের এমন মধু-সাজানো সাজে মেখ! আর কি তোমের এমন মোহ-বাসরে মনের মুগ্ধতারীর তার নীরব বাসা সাজে মেখ! আর তো তোমা আর ছুটিয়া আয়;—ঐ তারেরের—

"যাচিল বাসরী যাচিল যমুনায়;
—তোমা কে কে যাবি আয়।"

তিন তুলাইল,—বাইবার সময় তারাই বালিল। তার বাসর আজ বাসবস্তরে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তুলাইয়া দিয়া আকুল জীবকে তারিয়া রাখিতেছে,—আর জীব আয়! এ মধু এ লীলা মেখিয়া জীবের সার্থক তরিয়ি যায়—এই লীলা আস্বাদন করিয়া অনন্ত কুসুমলোকের অধিকারী হয়ি যায়।"

তব-কর্ণধার,—আজ আকুল জীবকে আমন্ত্র দিয়াছে বিলাইবার পাথের লয়ী লইয়া যেন-ঘাটে পার হইবার তরে প্রস্তুত।—আয় জীব! আয় আয়। তোমা কে কে যাবি আয় গো।

অবধূতী।

সাপ্তাহিক সংবাদ

টেক্‌নিক্যাল স্কুল :—রাজাস অর্থাভাবের দরুণ তথায় টেক্‌নিক্যাল স্কুল খুলিতে পারিতেছেন না। তথাকার অধিবাসিগণ একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল খুলিবেন।

বৃত্তিদান বিষয়ক নিয়মাবলির পরিবর্ত্তন।—বাঙ্গালার বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি দিবার জন্য যে নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। নূতন নিয়মাবলি অনুসারে বৃত্তি দিবার জন্য যে টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ছাড়া আরও ১৫০০০ টাকা বৃত্তির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে।

[illegible] :—[illegible] সাহেব [illegible] দিবার জন্য [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সাহেব [illegible] বিষয়ে [illegible] করিয়াছেন—[illegible] ডাক্তারগণ [illegible] বিষয়ে [illegible] করিতেছেন।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য ছাত্রী :—"ইষ্ট বেঙ্গল টাইম্‌স্" পত্রে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহেন্দ্র ছাত্রী সংখ্যা হ্রাসের কারণ সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা আংশিক মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল—

ঢাকার মেডিকেল স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধে অনুসন্ধানপূর্ব্বক যাহা জানা গিয়াছে, তাহা এই। ঢাকা যে দিন উক্ত সংখ্যায় স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, সেদিন ডাক্তারিতে আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দিন বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইউরোপীয় সমাজের পক্ষে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ডাক্তারের স্ত্রী সন্তানকে আমরা ছাত্রী বলিয়াছি যে, ইউরোপে বর্ত্তমানে প্রসব ও শিশুপালনের যে সকল প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার সকল শিক্ষার উপযুক্ত করিতে একটী স্কুল ও গৃহের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি নিজে পাশ্চাত্য উপায়ে আমার সন্তানের ভরণপোষণ করিয়া এই বুঝিয়াছি যে, ডাক্তার ছাত্রী ঠিক বলিয়াছেন।

ছাত্র ফিরাইবার কি?—স্কুলের বেঞ্চি কম পড়িয়া গেলে, ছাত্র ফিরাইয়া দেওয়া হয়, নতুবা অসুবিধা হয়। বিশেষতঃ, ছাত্র ফিরান না থাকিলে, ডাক্তারিতে পরীক্ষার ফির দুর্দ্দিন। যাহা, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীরা বেঞ্চি দূর পড়িয়া গেলে ছাত্র ফিরাইয়া থাকেন। কেহ কেহ্‌ছাত্রী ছাত্রীদের পরীক্ষার উপর টেক্স বসাইতে চিকিৎসা করেন। ইহা উচিত নহে। মেডিকেল ইস্কুলের নিয়মের,—এখন হইতে আর ফির পরীক্ষার ছাত্র ফিরান করা চলিবে না, তাহার জন্য ১০ আনা অধিক ফির হইবে। এই উপায়ে বলা হইয়াছে,—"প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যে সব ছাত্রী ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান মেল ২৪০ মাইল বা তাহার অধিক দূর যাইবেন, তাঁহারা ছাত্রার ফির দিন পূর্ব্বে হইতে ট্রেণের বা কলিকাতার ফির দুর্দ্দি আসিবার পূর্ব্বে হইতে টিকিট কিনিয়া রাখিতে পারেন। ছাত্র ফিরান করিতে হইলে, এই টিকিট দেখাইতে হইবে।" তাহা হইলেই হইল, মেডিকেল স্কুলে বলিবার জন্য যে টিকিট দিবেন, সে টিকিট গাড়ির ট্রেণে ছাত্র যাওয়া চলিবে না; তাহাতে হইলে টিকিটের উপর আরও আট আনা বেশী দিতে হইবে। সকল বড় বাজার, তাহাই মেডিকেল স্কুলের এই বাণী ছাত্র হইবে না।

অভিনাস-আসামীর ভয়।—"ইংলিশম্যান" বলিতেছেন, নূতন অভিনাস অনুসারে ডাক্তার, সহকারী অভিনাস সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদলাল ঘোষকে একটী অভিযোগী দেওয়া অর্থাৎ টাকা দাবার আদেশ দিয়াছেন। অভিনাসের আসামীরা ছোট নহেন, ডাক্তার নহেন, মুন্সী আসামীও নহেন; তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আসে নাই।

অবশ্য তাঁহাদিগকে এজন্য কর্মচারী রেখে যেতে হয় নাই। বিলেতের, ফ্রান্সের, আমেরিকার বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, সেই অবস্থাতেই তাঁহাদের মূলধন রেখেছেন। অভিজ্ঞতার আলোকে সাধারণ অবস্থাটাই তাঁহাদের চোখে পড়েছে। সুতরাং ঝোঁক তাঁহাদের প্রতি অবস্থাতেই চলা-ফেরা করবারই বাহাদুরী। বৈচিত্র্য অবশ্য তাঁহাদিগকে ব্যবসাক্ষেত্রে টানিয়া নিতে পারে না।

ধর্মবিদ্বেষের বিষময় ফল।—বাগেরহাটের মহকুমা হাকিম,—মহিষের বিবাদ মীমাংসার সময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতিনাথ স্মৃতিরত্ন এবং মৌলবী আবুল নাসার আরজ হোসেন বিদ্যাবিনোদ করিয়া দিয়াছেন,—হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য তাঁহারা যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণই হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা কেবল সাময়িকের জন্যই, ইহা ভবিষ্যতের অশান্তি বীজের সম্পূর্ণ উন্মূলনে প্রয়োগ হয় পরিগৃহীত হইয়াছে।—ইহা কেন পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল না, হিন্দুর কোন কার্য্যে মুসলমানের মনে এবং মুসলমানের কোন কার্য্যে হিন্দুর মনে বিরাগ বা বিদ্বেষের উদ্রেক না হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।—অথবা এজন্য স্থানীয় সমাজের উপর সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হইয়াছে। ব্যবস্থাটি ভালই হইয়াছে।

---

* প্রকাশ, আসামসরকার বৃদ্ধদের পেন্সন দিবার প্রস্তাব আইনসভায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লোকমান্য মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি ৩১ শে, আর মাসের মধ্যে স্বরাজ আনয়ন করিবেন।

কলিকাতা হইতে অনেক হিন্দু ছেলে ফরিদপুরের আশ্রমে আসা বন্ধ করিয়াছে। ঐজন্য অনেক শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী বেকার হইয়াছে। ইহাদের ভরণপোষণ করিবে কে?

কেহ কেহ বলিতেছেন, আমরা হরতাল করিলে ও বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিলে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় ভীত হইয়া পড়িবেন এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক হইয়াছে।

সন্ধিস্থিত মুসলমান অনেকে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম ছেড়ে পথে গ্রাম অনেক হইয়াছে ও কিছু খালি পড়ে রহিয়াছে। সমস্যা জটিল হইয়া এই গ্রামে উঠিয়াছে।

আবশ্যক-সংবাদ

বাজারবাড়ী—ইণ্ডিয়ান মিশনারী ইন্সটিটিউশনের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যে অভিজ্ঞ লোক পরীক্ষোত্তীর্ণ কিংবা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে একজন সুদক্ষ পণ্ডিতের আবশ্যক। আবেদনকারীকে বাঙ্গালা, বাইবেল, ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য ইতিহাসের ১৯৪ নম্বরের জন্য ফুলের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং মনোনীত হইলে ১লা ডিসেম্বর হইতে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

সেক্রেটারী—

৮৫৩—২৪-১১-২৪ বাজারবাড়ী স্কুল, ফুলবেড়ের ডেলা।

ইংরেজী জানা আবশ্যক। বেতন ১০৲-১২৲ মাঃ থাকা ছি। H. G. T. হলে পড়িবে ১০৲-১২৲ মাঃ থাকা ছি। হিন্দু একাডেমী—সরকার পোঃ (হাওড়া)। ৮৫৪—২৪-১১-২৪

D. M. M. E. School এর জন্য একজন I. A. বা I. S. C. পাস হেডমাষ্টার এবং একজন দ্বৈবাদিক পাস হেডপণ্ডিতের প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুসারে আলাপে ৩০৲ ও ২০৲, আঃ আঃ ছি। জাতি এবং বাসস্থানের উল্লেখ করিয়া নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

819—14-11-24. Hara Mohan Haldar.

Vill. Dulduli. Po. Ratanpur. (Khulna).

WANTED a Matriculation passed Second master for the Bajuah M. E. School. Pay Rs 15/-. Boarding and Lodging free. Apply sharp to Dr. Sanukul Chandra Pan M. B. Secretary. Bajuah M. E. School.

835—21-11-24 P. O. Santoshpur (Hooghly)

Wanted an I. A. or I. Sc. passed Headmaster for the Tirol M. E. School on a monthly salary of Rs 30/- with free boarding and lodging. Apply sharp to the Secretary, Tirol M. E. School P. O. Tirol (Hooghly). Sty—

Wanted an experienced Normal (third year) passed English knowing Hd Pandit for Dhatar Madhab M. E. School on Rs 20/- per month. Boarding and lodging free on Private tution. Apply sharp with testimonials to the Hd. Master, stating age and caste. Selected candidate will have to join the Post at once.

Satish Chandra Chowdhury.
Hd. Master
Dhatar. M. E. School
Sty.- Datar P. O. (Burdwan.)

WANTED 3 Female Teachers for the Majherpara Girl School, qualification as noted below :—

1. Head Mistress—Pay Rs. 30/- applicant must have Senior Training passed certificate.

2nd. Teacher—Pay Rs. 20/- Junior training passed and must have at least 3 years, experience in Girl School.

3rd. Teacher—Pay Rs. 18/- Experienced in classification and teaching Infant classes.

Applications must reach the undersigned not later than the 30th Nov. 1914.

(Sd.) Bibhu Gopal Sen.
Secretary
Majherpara Girl School.
Satun Bazar P. O.
Krishnagar. (Nadia)

Sty—

Wanted an I. A. or I. Sc. passed Headmaster for the Tirol M. E. School on a monthly salary of Rs 30/- with free boarding and lodging. Apply sharp to the Secretary, Tirol M. E. School P. O. Tirol (Hooghly). Sty—

Wanted an experienced Normal (third year) passed English knowing Hd Pandit for Dhatar Madhab M. E. School on Rs 20/- per month. Boarding and lodging free on Private tution. Apply sharp with testimonials to the Hd. Master, stating age and caste. Selected candidate will have to join the Post at once.

Satish Chandra Chowdhury.
Hd. Master
Dhatar. M. E. School
Sty.- Datar P. O. (Burdwan.)

Tara Pada Chatterjee.
Secretary Kalipur M. E. School.
Po—Gogla,
Dist—Burdwan.
Via—Pandaveswar.

Wanted an I. A. or I. Sc. passed Headmaster for the Tirol M. E. School on a monthly salary of Rs 30/- with free boarding and lodging. Apply sharp to the Secretary, Tirol M. E. School P. O. Tirol (Hooghly). Sty—

Wanted an experienced Normal (third year) passed English knowing Hd Pandit for Dhatar Madhab M. E. School on Rs 20/- per month. Boarding and lodging free on Private tution. Apply sharp with testimonials to the Hd. Master, stating age and caste. Selected candidate will have to join the Post at once.

Satish Chandra Chowdhury.
Hd. Master
Dhatar. M. E. School
Sty.- Datar P. O. (Burdwan.)

Tara Pada Chatterjee.
Secretary Kalipur M. E. School.
Po—Gogla,
Dist—Burdwan.
Via—Pandaveswar.

WANTED 3 Female Teachers for the Majherpara Girl School, qualification as noted below :—

1. Head Mistress—Pay Rs. 30/- applicant must have Senior Training passed certificate.

2nd. Teacher—Pay Rs. 20/- Junior training passed and must have at least 3 years, experience in Girl School.

3rd. Teacher—Pay Rs. 18/- Experienced in classification and teaching Infant classes.

Applications must reach the undersigned not later than the 30th Nov. 1914.

(Sd.) Bibhu Gopal Sen.
Secretary
Majherpara Girl School.
Satun Bazar P. O.
Krishnagar. (Nadia)

Sty—

এডুকেশন গেজেট

[illegible]

৭৭ খণ্ড] [illegible] ৩১ ভাদ্র, ১২৮৮

কোলকারের কথা।

[illegible]

ভারতবর্ষের [illegible] কোলকারগণ অতি প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা [illegible] প্রাচীন অধিবাসিদিগের বৃদ্ধাবস্থার [illegible] ধুম হইলে যে সকল রাষ্ট্রবিপ্লব [illegible] উপস্থিত হয়, তাহা [illegible] করিয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা অবলম্বন করে। [illegible] কথা বলিতে আরম্ভ করে। [illegible] ভারতবর্ষ অধিকার করিবার [illegible] হইতে রহে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস [illegible] যে কোন সময়ে আর্য্যেরা [illegible] নাম করিতে করিতে [illegible] কোল জাতি [illegible] বিস্তারিত করে [illegible] ভারতভূমি [illegible]

[illegible] আর্য্য, কি অন্য [illegible] প্রাচীন [illegible] সম্ভব, [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

পুরুলিয়া এই সেমোহোলেরই সামান্য একটী ক্ষুদ্র ভিন্ন।

বক্সির ভারতবর্ষীয় সীমান্তের উপরে হল নামে সামান্য একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে যাহা কেহ ফোলেদের ভাষাতত্ত্বের আদি পুরুষদের জীবন সম্বন্ধীয়াদি ঘটনাবলি। যথাস্থানে দেখা ও প্রকাশ করা বিশেষ দরকার। ফোলেরগণ, ভাতুয়াগণ, ভর্মাগণ, বিরেজিয়া প্রভৃতি মহাজাতীয় নাম সমূহ এই ভাষার বিশেষ। তদ্বিতে সাধারণ যায় যে ফোলেরা বংশের পূর্বপুরুষগণ এই গ্রামে ফোলেরা ও কুরিখ ভাষা জীবিত বিশেষ করিতেন।

নর্থব্রাকীয় মালোর দুর্গ ও গ্রামান্ত।

সম্প্রতি পরাধীন দেশবাসীর এই ক্ষুদ্রকুলে মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ফোলেরা-ভাষাবলের প্রতিষ্ঠাতা। যোগল সাম্রাজ্যের উৎপত্তির অবস্থার সময়ে ভারতবর্ষে প্রবাস প্রতিষ্ঠা লইয়া পরস্পর বিবাদমান পক্ষিনিবাসের মধ্যে যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অথবা প্রকৃতি অন্য প্রতিভা সম্পন্ন পক্ষিরা নিজ নিজ ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধুনা ভারতবর্ষে যেরূপ দেশীয় ভাষা দেখা যায়, তাহাদের প্রায় সকল ভাষাই এই ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের ফলে অস্তিত্বে আসিয়াছে। তাহাদের অনেক ভাষা চিরকালের মতন বিলুপ্ত হইয়াছে।

মহাত্মাদের এই শক্তি পরীক্ষার ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার মুখ মহাত্মার নীচ হল ও লোভাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অতি বলিষ্ঠ ও মহান ইতিহাসগুলে পরিণত হইয়া ক্রমে বাড়িয়া এই অতীত সোপানের পরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেমোহার আদত অনেকগুলি অঙ্কুর ছিল উত্তরপাল চারাগাছ প্রত্যেকে এক একটী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যথা, মহারাষ্ট্র মাইসোরাক, খোয়ালিয়রের হিন্দিয়া ও নাগপুরের ভোঁসলাগণ। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী বংশ এখনও আছে, সেবোক্ত রাজা ভাস্কোদির সর্বপ্রাণী মুখার্থ বলি প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সকল রাজা প্রতিষ্ঠাতার সকলেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সকলেই মহান ভাবে এক ভাষা সাম্রাজ্য অবস্থা হইতে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ বিষয়ে জগতের ইতিহাসে প্রায় সকল রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতার জীবনে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহার তাঁহাদের নিজেদের প্রতিভা তত্ত্বটী ধারী এবং যে মূল তাঁহারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহার ঘন কতকটা তাহা বিশেষ।

যাহা হউক মহান রাজ সেমোহা কর্তৃক যাবতে তাঁহার ভাষা সাম্রাজ্যের পরিচালনা তথা চৌথ আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইল। এইবার মহারাষ্ট্রের যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল তাহা আসিয়া হইল। যাবতে সেমোহার প্রতিনিধিত্ব হইতে ক্রমে স্বাধীন নৃপতি হইতে তুমুল মহান রাজ এত বেশী বিলম্ব হইল না। ক্রমে ক্রমে

চেষ্টায় ধর্ম্মবাই মৃত্যুর পূর্ব্বে সমাধিস্থ হন।

১৭৬৮ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসরের অধিককাল মহলের রাজ্য ও শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর তাঁহার দৌহিত্র মালেরাও মালেরের সিংহাসনে স্থান প্রাপ্ত হন। মহলবাই এর পুত্র থাকিলেও তাঁহাকে উৎপুত্রী করিয়া গিয়াছিলেন। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের পুত্র-চরিত্র অহল্যাবাই এই ব্যবস্থার এক প্রধান কারণ। অহল্যা বাই এর মাতৃ-স্নেহে মাই এমন লোক বোধহয় খুব কমই আছেন। আজিও মালবদেশের সকল স্থানে অহল্যা দেবীমন্দির, ধর্ম্মশালা, কূপ, বাঁধা ঘাট ও বিবিধ কীর্ত্তি মহিলার অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এ বিষয়ে অহল্যাবিষয়ী পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানী বাঈয়ের স্থান অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্নে এবং সম্ভবতঃ উভয়ের তুলনা হয় না।

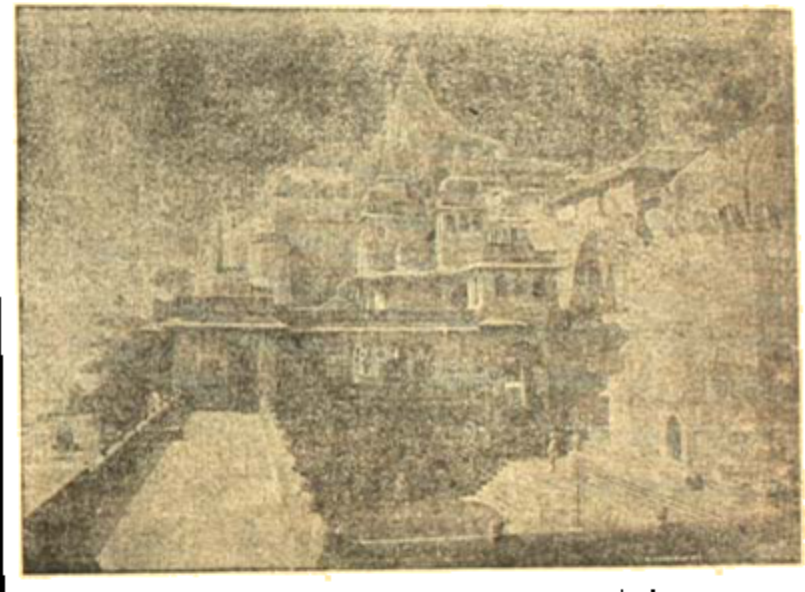

মালে অহল্যার এবং দক্ষিণে তাঁহার পুত্র মালেরাওয়ের সমাধিমন্দির।

বিবাহের অল্পকাল পরেই মালেরাও যোগদোষে দুষ্ট হইয়া মালেরাও প্রাণত্যাগ করিলে অহল্যাবাই বিধবার বেশে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। জটিল রাজকার্য্য পরিচালনেও তিনি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির অন্যতম পরিচায়ক বলে। অহল্যাবাই এর সময় রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ছিলনা। সকল কর্ম্মচারী নিয়মিত রূপে বেতন পাইত। কর্ম্মচারিদের বেতন দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত দুর্ভাবির সময়ের জন্য তাহা সঞ্চয় করা হইত। পুণ্যে ইন্দোর একটি অতি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। অহল্যাবাই এর চেষ্টায় ও যত্নে ক্রমে উহা একটি সুন্দর নগর হইয়া উঠিল।

পুণ্যশ্লোকা অহল্যাবাই প্রতিষ্ঠিত বহু দেবমন্দির আজিও বিরাজমান আছে। তেওয়ুল মাহেশ্বর, ওমারেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, গয়া প্রভৃতি বহুস্থানে তাঁহার কীর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। বিধবার বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকতা সমস্ত ভারতে এই মহিলার অমর কীর্ত্তি। হোলীবাঈ বাঈয়ের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বহু অর্থব্যয়ে ও দূরে প্রেরিত করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে এক ব্রাহ্মণ হোলকার রাজ্যে আসিয়া তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন।

অহল্যাবাই সময় বহু বড় বড় দেবমন্দির প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমস্তগুলির মধ্যে ইন্দোরের মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহার চূড়া দুইটি ৮০ ফুট উচ্চ। ইহার প্রাঙ্গণে ৩৫ ফুট উচ্চ একটি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ইহার উপরে একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে। ঘণ্টার রজ্জু ধরিয়া টানিলে ইন্দোরের সমস্ত অধিবাসী জানিতে পারে যে কোন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হইয়াছে। অহল্যাবাই এই ঘণ্টার রজ্জু ধরিয়া টানিলে তিনি বিচারাসনে উপবেশন করিতেন। এমন কি পরে পরীক্ষার সময়ও এই ঘণ্টার রজ্জু সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। ইহার নিকটেই একটি বৃহৎ কূপ খনন করিয়া তাহার জল পানীয় জন্য বিতরণ করিত। অহল্যাবাই প্রস্তরময় প্রাঙ্গণটিও তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত্তি।

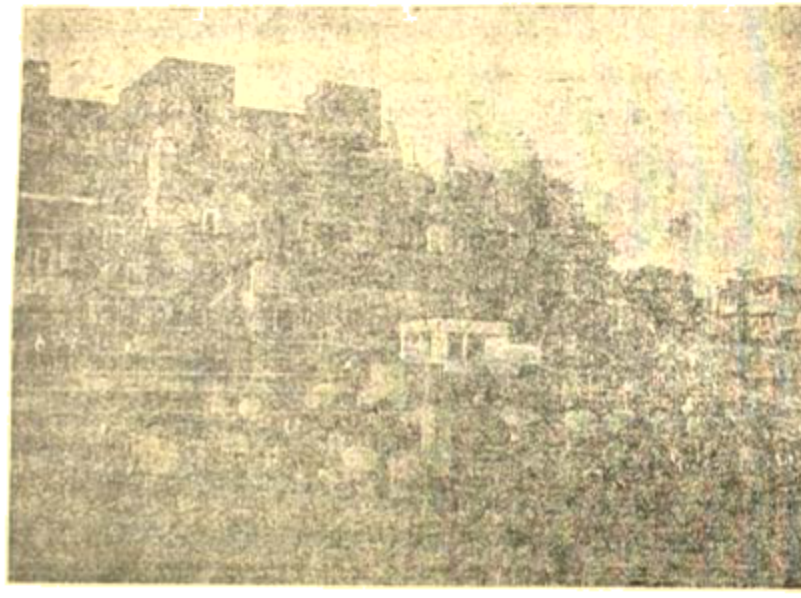

ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ভাঁ দী

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল ফ্রান্সে গমন করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি যে আমার শ্বশুরালয়ের অতিথি হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল ফ্রান্সে পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথমে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ভাঁ দী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে ভাঁ দী মহাশয় ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইবে। তিনি রাজেন্দ্রলালের সমবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার সহিত রাজেন্দ্রলালের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। ভাঁ দী মহাশয় রাজেন্দ্রলালকে ফরাসী দেশের অনেক স্থান দেখাইয়াছিলেন। ফরাসী দেশের অনেক স্থানে রাজেন্দ্রলালের বন্ধু ও পরিচিত লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজেন্দ্রলালকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ফরাসী দেশের অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। ফরাসী দেশের অনেক স্থানে রাজেন্দ্রলালের বন্ধু ও পরিচিত লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজেন্দ্রলালকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। ফরাসী দেশের অনেক স্থানে রাজেন্দ্রলালের বন্ধু ও পরিচিত লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজেন্দ্রলালকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

[শ্রীনিবেদনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ এবং শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এস্-সি]

এ সকল অণু মাঝেতে রহিয়া,
পরস্পরে স্পষ্ট সম্বন্ধ রাখিয়া,
পরমাণু সদা ফিরিছে ঘুরিয়া—
আপন আপন গণ্ডীর মাঝে।
কেমে ইচ্ছা বলে ভাঙ্গিয়া চলিয়া,
পরস্পরে যাবে সম্বন্ধ ঘুচিয়া,
নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় ভাঙ্গিয়া মিলিয়া?
উদ্দেশ্য নিহীন বলা কি সাজে।

উপাদান কিন্তু কুটনাইট্রেতে
মিলে এক ভাবে সে ভুবা চটিতে,
নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় রহিয়া অণুতে—
উপাদান সেই নীলের মাঝে,
ভিন্ন ভাবে চ'য়ে একটে মিলিল,
চ'য়ে ভিন্ন সংখ্যা, অণু অবস্থিত,
মাঝেতে হয় সে সদা পরিণত—
আশ্চর্য্য এ চ'য়ে কি আর আছে?

জগতে সর্ব্বত্র সদা প্রতীত
যে শক্তি প্রভাবে সৃষ্টি-বিরচিত,
মেলিতে নয়ন হইবে বিদিত—
সংস্কারাঙ্ক শুধু দেখিতে নারে।
জগতে জীবের উৎপত্তি বিনাশ,
কি সদা কৌশলে হয় সমাধান,
কি কৌশলে পুনঃ হয় সংরক্ষণ,
সকলি বিচিত্র—কল্পনা হারে।

যে স্থানেতে যেই জীব বাস করে,
সে স্থানের বর্ণ অঙ্গে সেই ধরে—
প্রকৃত অবস্থা আত্মরক্ষা করে,
অবস্থা শিকার ধরিতে পারে।
ঘাস মাঝে বাস করে পতঙ্গাদি,
সবুজ বরণ সাথে তার আদি,
অণু মাঝে টিয়া ধরে সেই সাদা—
চুণেতে পড়ক সে বর্ণ ধরে।

দেখা অন্ধ ভ্রম হয় বিলোকন,
অবিশ্বিত তার শ্রীঅঙ্গ ও কাণে,
বর্ণাদ্ধ তার নহে প্রতীত—
বাহ্য অবস্থা নিহারে হয়
পরিপাক বিচার, নহেন দৃষ্টান্ত
সজীব জগতে মিলে শত শত,
সবার উপর পাশ অন্তর—
ভাঁবেতে চৈতন্য সঞ্চার হয়।

অন্তর্বাণী মর্ম্মে জ্ঞানের সৃষ্টি,
সকল পদার্থ, ব্যবহার সৃষ্টি,
যা দেখি যেখানে সকলিয়া সৃষ্টি—
(কিন্তু) জ্ঞানের চেতনা সম্ভব নয়।
মানবে যে বুদ্ধি, স্মরণ শকতি,
বিবেক বিরাজে, অন্তরে ভকতি,
ইচ্ছা সঞ্চালন, সদসৎ মতি,
সৌন্দর্য্যানুভূতি—জন্তুে না হয়।

এ সব অভাবে জগতে পরিণত,
হেরে ধীর এই মানব যা হ'ই,
ক্ষুদ্রাত্ম হৃদয় ঘড়িটীর মত—
মানব ও জড় সমষ্টি নয়।
সকল পদার্থ হ'লে বিশ্লেষণ,
অণু পরমাণু পাইলে, তখন
পুনঃ বিশ্লেষণে পাই ইলেক্ট্রন—
শক্তির কেন্দ্র তাহাতে রয়।

কোথা হয় জড় পদার্থ নিচয়?
শক্তি সমষ্টি তবে সমুদয়,
সে শক্তি ধীরে আবিষ্কৃতি হয়—
শক্তি 'কোন তত্ত্বাতীত'।
জলধি নিখনে, মেঘের গর্জ্জনে,
পক্ষী প্রজাতে, বীজটীর প্রাণে,
সন্তানের স্নেহে, শিশুর ক্রন্দনে,
'ভয় ত্রাসে শক্তি একই রয়।

অব্যক্ত, অচিন্ত্য, এ শক্তি মহান,
বিজ্ঞান তাহার পায় না সন্ধান,
অনুভূতি বলে বুঝে ভাগ্যবান,
শক্তিমানে সত্য করিয়া লয়।
বিজ্ঞান জানে না এ হেন সাধনা,
বিশ্ব লুপ্ত যায়, আমিত্ব থাকে না,
ধর্ম্মবলে তবে হইলে ধারণা—
শুধু এ শক্তি ব্রহ্মাণ্ডময়!

পরিব্যাপ্তজনে পরমাত্মা জানি,
জীবে ব্রহ্ম ভাবে জীবাত্মা যে মানি,
ধর্ম্মের সহায়ে অনুভূতি আনি,
তবে এক হয়—আমিত্ব নয়!
সকলে ধারণা পরমাত্মা লাভে,
ক্ষুদ্র এ আমিত্ব লুপ্ত তার ভাবে,
সচ্চিদানন্দ স্বরূপে বিরাজে—
সর্ব্বত্র শুধু এ চৈতন্য রয়!

বন্ধু।

(শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার।)

মা রাত্রে খুব জলখাবার খাইয়া বলিলেন,—"বৌমা ওঠো, দীনে বেলা যে খুব বেড়াচ্ছে,বোধ হয় ঘোমা!"

"কেলেস! কোথায় আমার যে ঘুম বেড়াচ্ছে? ঘুমিও বেজায়! ও কথন যেন্ ঘুমিয়ে"

এই বলিয়া পাশ বালিশটাকে আলিঙ্গন করিয়া ঘুমের ভাণ করিয়া বিছানায় ঘোমাইতে লাগিলাম। কিন্তু এ ঘুমান টুকিল না। আমার স্ত্রীর স্নেহের বেলেল, এখানে এই নিশ্চয় পরাজয়। স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর প্রাণে তাঁর মাতৃ-স্নেহের আবরণে সিন্দুকগুলার মত বেশী। তিনি কেবল কেবলই বলিতে থাকিলেন, "খাওয়া দেখে থেকে সকল ছেলের হাতে ঘুম দেবে? একটীবার উঠে দিয়ে যেতে হয়?"

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিলাম। স্ত্রীর অনুরোধে আমার দীনের ঘরের ঘড়িতে চাবি করিয়া সকালে একটা বাজিয়া উঠিল। আমি এত রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভোর তাড়াব? ভোরের কি ভোরে ঘুমও যাবে না গা?

আমার স্ত্রীও বিছানায় উঠিয়া উঠিয়া বসিয়া সেই আত্মবিক ভোরের অনুরোধের পরিবর্ত্তে উপরে তাঁর

যারা অভিযাত্রিদের ঐতিহাসিকের বলিলেন,— "ঐ যে, ঐ যে ওখানে তুষারে। যাক, যদি নীল বিন্দু যায়। ওখানে যাবেন-কোনও, লাল কোনটা সেখানে তো ঐ ঘর আত্মহারিতে হবেন।"

বিষয় কথা বলিয়া আমার লাভ কি,— মানুষের লোভের চাইতে আমি যে কিছু অধিকতর লোভী ছিলাম, তা আমি বলিতে পারিব না। তোর অভিযান উপলক্ষে চেয়ে ক্রিমিন-পরিচালনার প্রতি অতগুলা আমার ও তাহাদের অধিকারিদের একান্ত আগ্রহ অনুরোধই আমাকে এই দুঃসাহসিক কার্যে বরণে পরিচালনা প্রবৃত্ত করিল। তবে হইতে মনের মত করিয়া এই ক্রিমিন যাত্র অতগুলি পুর লোমীয় ভাষায় যাদন পড়াইয়া আসিয়াছি। তাহাদের অনেকের শিক্ষানৈপুণ্য ও আমার মত পালিয়ে চাকরিরা সকলেই নিজের ও অন্য শ্রেণীদের ভোগে পড়িবে বলিয়া পুরিষী সেগুলিকে নিজের বলিয়া ধরে, তাদের আপনাদিকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আমি তখনই তো তাহাকে এ আশা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। অনুরোধের কথা মনে না তুলিলে এই মনমা হয়।

ঘরের ভোগে একপাশে পাতলা বেতের ঝুড়ি ছিল, আলো আনিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু ছেলেদের কৃপায় তাহার কোন খবরই পাওয়া গেল না। অবশেষে প্রোপ্রীই হাতে করিয়া বাহির চলিলাম। অন্ন আইনের তড়াতড়িতে ঘরে যা'ও বা একখানা পাঁচাকাটা তোয়ালে, একটা মাদে খোয়া যড় ঝুড়ি ছিল, তাহার সমস্ত খোয়া-পুঁটি করিয়া পুকুরের পাঁকের মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইয়াছে। এখন যদি তোমরি পুলিশের অনুগ্রহ হয়ে পতিত হয়, তবে এই চৌচাপড়া মোহাজাই স্কুল কোম্পানির জামাদের, 'ইজা'কোম্পানির পিতলের মধ্যে এক পর্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়া, এই চোর তাড়াইবার পরিশ্রমীন,—আমাকেই অর্থাৎ কৈলাসের মত এই বিপুল সাম্রাজ্যের ভীষণ অন্ধ মূর্তি ধারণ করাইতে পারে। তবে কি যাদা! তার চেয়ে যদি আমাদের পুঁটি বাদের প্রাণটা যা হয় তোর চাকরের হাতে খেয়ে, খেলাই! 'আলাসি ঔর্শ্বাদি'... 'তবা পরীয়াদি', যা হয় 'নবাদি' বেহ পুরা 'সাবাদি'ই হবেন। আমাদের তো আর মুখের পরই অন্ন-বস্ত্র জুটিবে না। অর্থ-মুখের আশাতে তবে কেবল তত্ত্বমূলক করিলেই হইবে। তখন ছাড়ার যার বেশি হয় তা করি কি?

আমার স্ত্রী তখন ঝিনিবন্ধনের সময়ে একটি নিঃশব্দের বোধ করিয়া হাত ধরিয়া টানিল, এবং চুপিচুপি আমার সাবধান করিয়া দিল,— "ওগো, খুব হইয়ার হয়ে যাও, যেন কেউ মারে-টারে না।"

তাহার কথায় একটু হাসি আসিল। বাহার ভোরে 'আমি' মাত্র টুকুন কথা বলিতে পারিয়াছেন! সিঁড়ি দিয়া নামিবার কালে সে কথা বলিতে কি, আমার আমি কেমন যেন অসমর্থ করিতেছিল। না জানি, আমার এত সিঁড়ির নীচেতেই কি একটা অদ্ভুতপূর্ব ভয়ের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে! আমি একেবারে অসহায় কিন্তু তোর চাকরেরা না কি বুঝিতে পারি, আর-আইনের এর কথা কল্পিতেও তা মানে না।

অন্ধকার বাড়ি, তোমার আলোয় ছায়াটুকু পর্যন্ত নাই। বাড়ীটার মধ্যে কেহ বিহীন সহযোগীরা ছিল না। তোমাদের তোমেরা এত সহসে? এদের পুলিশে চাকরী করিতে দিলে খুব দিব দীর 'ক্রেড' মারাইয়া লইতে পারে। আমার চাকর দুইটি যে আজ বাড়ী থাকিবে না, সে কথা তারা উত্তমরূপে জানিয়া বুঝিয়াই আসিয়াছে। কিন্তু বাই, ব্যাপার সবই কি আসিয়াছে? আসিয়াছে তো সেই তোমরা?

আমারই হাতের ঝাড়িকেনের আলোয় হাত দেখিতে পাইতেছি, তাইতো! চাকর কথাই তো ঠিক! বড় ঘরের বড়লা তোমরা, ভিতর হইতে মানুষের ভয়ংকরের সাবধানতাপূর্ণ মৃদু আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। একবার আমার বুকের মধ্যে চলন্ত ঘড়ি থেমে যাবার অসুস্থ ছিন্ন হয়ের স্পর্শে অস্থির আসিতে লাগিল। তবে কোথাই আসিয়াছে? ঘরত ঘরের ভয়ের তোমরা অথবা লোকজন, অন্ধকারই! এখন আমি কি করি? ছুটিয়া পলাইয়া যাইব নাকি? উপরে উঠিয়া সিঁড়ির তোমরার দিল চাপাইয়া দিই? ছেলেদিগে ওলোকে ঘুম যদি ভাঙিয়া যায়! অন্ধ ওলোর জন্য নিঃ নয়, ঘাত থাকে, আমাদের যে ভগবান আছে যেন মনে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এই কাপুরুষতা

নিজেই ঘরে ঢুকিয়া আমার পরিচয় দিয়া সাহেবের উৎকণ্ঠার পরিসমাপ্তি করিয়া দিল। সাহেব তাহার ঘোড়া ফেরাইয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। ঘুমন্ত শিশু যেমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, তেমনি করিয়া সাহেবের সম্মুখে আমার পতন হইল। সাহেব আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া কি বলিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। তাহার পর সাহেব আমাকে কোলে করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সে রাত্রে আমার আর কিছু মনে নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে আমার ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, আমি সাহেবের শয্যায় শুইয়া আছি। সাহেব আমার পার্শ্বে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতেছে। আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই সাহেব আমার মুখে চুমা খাইয়া আমাকে বুকে টানিয়া লইল। আমার মনে হইল, আমি যেন আমার মায়ের কোলে শুইয়া আছি। সাহেব আমার মুখে চুমা খাইতে লাগিল। আমি তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলিলাম। সাহেব আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কি বলিতে লাগিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। আমি তাহার পায়ের কাছে শুইয়া রহিলাম। সাহেব আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কি বলিতে লাগিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সাহেব আমাকে উঠিয়া বসিতে বলিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। সাহেব আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া আমার মুখে চুমা খাইতে লাগিল। আমি তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলিলাম। সাহেব আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কি বলিতে লাগিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। আমি তাহার পায়ের কাছে শুইয়া রহিলাম। সাহেব আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কি বলিতে লাগিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সাহেব আমাকে উঠিয়া বসিতে বলিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। সাহেব আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া আমার মুখে চুমা খাইতে লাগিল। আমি তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফেল

কৃতকৃতার্থতা।

[গল্পোপন্যাস]

(প্রণেতা শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি.এ., বি.এল.)

ঐকান্তিকী ইচ্ছা।

ঐকান্তিকী ইচ্ছা (Strong Will) জন্মগ্রহণ বিশিষ্টরূপে উপস্থিত না হইলে, কোনও মানুষই কর্মক্ষেত্রে কৃতকার্যতার দাবী করিতে পারে না। সাফল্যের মূলে, কর্মসিদ্ধির মূলে, ঐকান্তিকী দৃঢ়তা ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। ইহাকে ইচ্ছা না থাকিলে প্রকৃতিদেবী কোন মানুষকে কোন পরিচিত হইতে পারে না। যাহাতে এইরূপ ইচ্ছা মনে জন্মায়, বলবতী হয়, তাহার চেষ্টা পুরুষমাত্রেরই অবশ্য করা উচিত। সকল মানুষের অন্তরে ঐকান্তিকী ইচ্ছার মূলস্বরূপ অবস্থান আছে। অনুশীলন ও চেষ্টার সঙ্গে ঐকান্তিকী ইচ্ছার অঙ্কুর অল্পাধিকভাবে থাকে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে। চেষ্টার অভাবে মানুষ এমন হেয় হইয়াছে—সমস্যা অসম্ভব, অনুমান বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা করিয়া অবলীলাক্রমে আত্মসমর্পণে নিশ্চিন্তির হয়ে পড়িয়াছে। যাহা অনুকূল বিষয় ছিল তাহা এখন কাজে পরিণত। চেষ্টার অভাবে কিছু না হয়ে বলিয়া আর হয়ে হয় না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ঐকান্তিকী ইচ্ছা ও অধ্যবসায়ে প্রভেদ কি? বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে পার্থক্য তেমনভাবে নাই—থাকার মত। ঐকান্তিকী ইচ্ছা অধিকে, কর্মসিদ্ধির সম্ভব। কর্মসিদ্ধির অধিকারের প্রথে প্রেরণা যায়। অধ্যবসায়ের পর, অধ্যবসায়ে বিষয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। কর্মসিদ্ধির মূলে প্রকৃতিদত্ত। অধ্যবসায়ের পরে, সাফল্য লাভের প্রধান উপায় অধ্যবসায়। ঐকান্তিকী ইচ্ছা অন্তর প্রাণতত্ত্বে—অধ্যবসায় অন্তরুত্ত পরমেশ্বরী চেষ্টা এই দুইটী তত্ত্বের মধ্যে যাহা ও সকলাপেক্ষা অধিকে আবশ্যক হইবে, তাহা করিবে।

যখন সকল মানুষের মনে ঐকান্তিকী ইচ্ছার মূলস্বরূপ বিষয় ও, তখন কি উপায়ে তাহা হেয় হইলে এই মূলস্বরূপ প্রকাশ পাইবে, কি উপায়ে হেয় সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাই বিষয় হইবে না, তাহাই সকলের পরিচিতি। এ কথার বলিতে হইলে, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার কথা মনে পড়িয়া। এই দুইটীকে আশ্রয় করিতে, সেই দিকে দৃষ্টির দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। আমরা দুর্বিনীত ভাবে এবং সমস্যার সমাধান পূরণের পরেও কিন্তু এই প্রকার ভাবে বিশ্বাসের ও কর্মের কোনও কথা ও অভিনিবেশ করিবে না। চিত্তবিক্ষেপবিমুক্তির উপায় সেই পূর্বোক্তিত্ব সমস্যাগুলি। এখন চিন্তনে অন্য সব হইতে বাহ্যিক করিয়া পূর্ব পূর্ব উচিত বীর্যিক হইতে অধিকে হইবে। বস্তুতিকে এ চিত্ত অন্যান্য বীর্যিক হয়, তাহাকে এই পথে যাইতে হইবে, এই প্রণালীই অবলম্বন করিতে হইবে। আত্মবিশ্বাসের পথ নিতান্ত সহজ, উজ্জ্বল। যে ব্যক্তিরা ঐকান্তিকী এই পথে যাইবে, পূর্ব পূর্ব ভ্রম দূর ও করিয়া, কারণ যে মূলীভূত সত্যের, তাহার কাছে তাহারা আসে নাই, তিনি কোনও কালে আত্মবিশ্বাসের প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে সমস্যার দিকে পূর্বদৃষ্টি রাখিবে, আসল বর্জন করিবে, আত্মবল, সোকসঙ্গ ও অবসরকালের জন্য অপেক্ষা করা, বাস্তবিক ভিন্ন হবে। কিন্তু তাহা করিলে না হইয়া সহজ-অভ্যাসের আশ্রয় লইয়া সমাধানের বিষয়ে করিলে, কতকগুলি আবশ্যকীয় অনেকের জন্য কালক্ষিপ্তিতে সময় ব্যয় করিবে, কর্মীর অবসর বিভিন্ন হইয়া যাইবে। অনেক সাধু-চিন্তার সময় মোকে, যতদিন আমরা ততদিন, সহজ-অভ্যাসের প্রভাবের হইবে, তত হেয়ের হইবে না। চিত্তবিক্ষেপের প্রতিকার সম্ভাবনা আছে। অধ্যবসায়ে চিত্তবিক্ষুব্ধি ও করিবে, সমস্যার বিভিন্ন হইবে।

আত্মবিশ্বাস মানবের পক্ষে বিদ্যাশক্তি প্রদানকারিণী পরিচয়ী। বিষয় বলিলে, পরিবেশ, ধন, মান, পদ, সম্পদ ও পদ বুঝায়। বাস্তবিক মানবের এই গুলিই প্রধান প্রয়োজন। সাধারণ লোকে বিদ্যাশক্তি বলিলে, জ্ঞানবিজ্ঞান, বিদ্যালিপি প্রভৃতি উপাধিই বুঝিয়া থাকে এই ডিগ্রিসিদ্ধান্তের মোহমন্ত্রে [illegible] ভুলিয়া থাকে। বিদ্যাশক্তি বাস্তবিক কি পদার্থ, তাহার নির্ণয়ের জন্য উদ্যম, তাহাকে নিজে আয়ত্ত করিবার জন্য স্পৃহা অধিক হইবে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাশক্তি এরূপে পরিচয়ের জন্য নহে, আত্মরক্ষার জন্য। ঐহিকিকী ইচ্ছা সম্যক্ অনুশীলন করিতে হইলে, বিদ্যাশক্তির অন্যান্য বিভাগ আবশ্যক করিতে হইবে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রথম হইতে চেষ্টা করা উচিত নয়।

মানবজীবনে ঐহিকিকী ইচ্ছার পূর্ণবিকাশের আর একটী সুযোগ আছে, আমার ধারণা। প্রত্যেক মানবেরই কোনও বিষয় শিখিবার প্রবৃত্তি, কোনও বিষয় শিখিবার অপ্রবৃত্তি থাকে। যাহার যে বিষয়ে অপ্রবৃত্তি থাকে, তিনি যদি এই সময় প্রতিদিন শিখিবার ব্যবস্থা করেন, অল্পদিনের প্রয়াস সেই বিষয় শিখা আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার শুভফল লাভ করিতে পারিবেন। তিনি যে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইবেন, এ কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। Mental Drill) ইহা একটী বিশেষ উপায়। এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে, ঐহিকিকী ইচ্ছা যথাযথভাবে ক্রমশঃ প্রস্ফুট হইবে ডিরিসিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইবে, মনীষিতা হইয়া থাকিবে।

ঐহিকিকী ইচ্ছা অধিক, মানবের চেষ্টা পরিচয় অধিকতর হইবে, অভিনবের আবির্ভাব সম্ভবপর নিশ্চয়ই হইবে। পুরাণ, ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র ঋষির ঐহিকিকী ইচ্ছা অধিকতর ছিল, তিনি নিজের অবস্থাবলী অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণত্ব হইতে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীকপুরাণে "প্রমিথিউসের" ও ঐহিকিকী ইচ্ছা অধিকতর ছিল। তিনি স্বর্গরাজ্যের দেবতা "জিউসের" (Zeus) বিরুদ্ধে হৈরণ্যবিধাতার বৈশ্বানর (Fire) অপহরণ করিয়া মর্ত্যবাসী মনুষ্যমণ্ডলীকে হৈরণ্যবিদ্যার অধিকার দেন। এজন্য তিনি "জিউস" কর্তৃক অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহাই মুখোপাধ্যায় "জিউস" কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। প্রাগৈতিহাসিকযুগের প্রথম ইচ্ছার অধীন পরিচয় অনুভূত হইয়াছিল, এই দুই দৃষ্টান্তে তাহাই প্রতীয়মান হয়।

ঐতিহাসিক যুগের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কোলিন্য, চাতুর্বর্ণ্য বা বিদ্যুৎসের উচ্চ পদবী বলিয়াছি। পুরন্দরপিতে তাহা ঘোর হইয়াছে। মিল, মিলেরার প্রভৃতির অধিক চেষ্টায় প্রকৃত স্বকালী অবস্থান স্থলে বিদ্যা হইয়াছিল। তাঁহারই আনুকূল্যে বাণীবরপুত্র চতুরস্ত সেই সিংহাসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। "বিদ্যাসুন্দর অনুবাদ" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐহিকিকী ইচ্ছা অধিকে, বিদ্যাশক্তির বৃদ্ধি সম্ভাবিত হইলে, বিদ্যালয়ে আর অন্যান্য বিদ্যু থাকে না—সবই সাধারণ হইয়া যায়।

এখানেও একটী কথা পুনরুল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছি। তিনি বুদ্ধির বিশ্লেষণাদির তুলনায় তাঁহার মাতা "বিদ্যে" বলিয়া। পিতা যে ছিলেন তাহার কিছু বিবরণ নাই—সম্ভবতঃ ইয়ারোপিয়ান ছিলেন। এই মহাত্মার নাম "মুরাদ ফ্রাঙ্কিন।" তাঁহার যথাযথ আনুবংশিকী পাই করিলে মনে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের কৌতূহল সঞ্চার হয়। বুদ্ধির "বিদ্যে"কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ক্রীতদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া, মুরাদ "মার্কিণ" দেশে বিপ্লবোদ্যমের তীব্র ঘৃণা বোধিয়া, তিনি যৌবনেই স্বজাতির উদ্ধারের জন্য সঙ্কল্পবিদ্ধ হন। কি উপায়ে, কি অতিমানুষিক (Superhuman) চেষ্টায় তিনি "বিদ্যে" জাতির জন্য "ইয়েলি" বিশ্ববিদ্যালয় (University) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন শুনিলে, তাঁহাতে দেবত্ব ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার মনে ঐহিকিকী ইচ্ছা, দৃঢ় নির্বন্ধ স্থান পাইয়াছিল বলিয়া এই শক্তি, সাধনা, অধ্যবসায়-পরিপূর্ণ "বিদ্যে"-সন্তান কি বহু কার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমিনে সকল লোকেরই হৃদয়ের আদরে স্থান হইবে, সকলের উৎসাহবর্ধনে প্রযত্নসহকারে প্রযোজিত হইবে। আমাদের এখন যে দশা, তাহাতে আমাদের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা নাই, তথাপি

"প্রথার পরিবর্ত্তনের" সময় অনুকূল বলিলে অবশ্য বিবরে, হুমায়ুন সুলায় করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না কর্ণওয়ালিসের পিতার হইত না। (Nil desperandum) হই আশাতরী বাহি নিরন্তর মুখরিত হইতে থাকিবে। দুর্নিবার, ঐকান্তিকী ইচ্ছা, আমাদের নিরাশ হৃদয়ের এক মাত্র সম্বল। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম মঙ্গলের গল্প।

পঞ্চাবৃত্তি।

[শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

তখনি সব ছুটে গেল কালাচাঁদ তাহা দেখে মুদ্রণী অনেক করে তাকে প্রবোধ দিতে লাগল। বল্লে "তুমি বীরের স্ত্রী, বীরাঙ্গনা, তুমি এই রকম করে কাঁদ্‌লে প্রতিহিংসা নাও। শত্রুকে আগে দেশ থেকে দূর করে দিয়ে এস। তারপর কাঁদবার ত্রের সময় পাবে।"

চোখের জল মুছে কালাচাঁদ যুদ্ধ সজ্জা করলে। কালীর মন্দিরে পূজো দিয়ে দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল। কালীর দয়া হ'ল, তিনি দৈববাণী করলেন—"আমি তোমার সহায় আছি তুমি জয় লাভ করবে।" কালাচাঁদ মায়ের পদে কালিদহ যোড়ার পিঠে চেপে মুদ্রণীকে সঙ্গে নিয়ে কালাচাঁদ পাঠানদের মুলুকে রওনা দিল।

রাত্রির দিকে মহামদ খুব মদ্যপান করেছে অনেকের বার আর ঘিলোচ্ছে বলে গৌড়ের এই প্রধান সেনাপতি বীর ঘুমিয়ে। হাজার হাজার সৈন্য তাঁদের চারধার আগলে আছে, যেন পোকা মাকড়ও ওদের আক্রমণ করতে পারে। কালাচাঁদ ঘুরে ঘুরে দেখে তাদেরই গৌড়ের সৈন্য আলস্য করে ঘোরছে,—এদের ত বিশ্বাস নেই সবাই ঘোমেছে। তার পর আস্তে আস্তে কালাচাঁদ আস্তে আস্তে আকাশ অন্ধকার করে জলে স্থলে ফুর, প্রেত, রাক্ষসী, যোগিনী যখন মহামদ আর গৌড়ের সৈন্যদের উপর এসে পড়ল,—তখন সে যে তাদের কি ভয়ানক অবস্থা হ'ল সে আর বর্ণনা করা যায় না। ঘোড়াগুলা পালাতে চায়, সিপাহীদের লোকেই ছিঁড়ে ধরে রাখা আর ঘোড়ায়—পালাতে পারে না। কালাচাঁদ তখোপরে চীৎকার করে, কালাচাঁদ সহীদের অন্তরের বল। কালাচাঁদ সোনার বর্ণ ধারে, বদনে মহিষের মুণ্ড ধারণ করেছে। কালাচাঁদ তখন নিজের মুখ দুখিটাকে যেন দুখিনী প্রজাদিগের মত করে ফেলেছে তার যার মেরির সহায়তা নেই, সে তখন যাকে পাচ্ছে তাকেই মারছে। সকলে অন্ধ হয়ে যাবে ভেবে না, তার অন্ধ হলেও সে চোখের বড় বড় ভয়ের চক্ষু করে যায়, বড় বড় দাঁতী করে রাখে পড়ে। মুদ্রণী খাঁড়া আর ঘোড়াতলোকে ছড়িয়ে করে ফেলেছে,—আবার ফেরে হাজার হাজার সৈন্যের প্রাণ নিলে। যোগিনী যোগিনীরা যে কত পাকুল মাংস ছিঁড়ে খেল। তত সৈন্য তবে কাঁদ দিয়ে মরল, কত সৈন্য মরার ভয়ে মড়া সেজে পড়ে রইল। মড়া ভাবে দিয়ে শালার হাতের অস্ত্র ছাড়া করতে হবে। দেখতে দেখতে গৌড়ের বিশাল বাহিনী ছারখার হয়ে গেল। কালাচাঁদ বল্লে "মহামদ কোথা?"

মহামদ মদ্যপায় লোক নয়, তিনি খুব বেশ হবার আগেই পালিয়ে গিয়ে একটা আমের ক্ষেতে লুকিয়েছেন খুব প্রকাণ্ড ক্ষেত,—আমতলোও খুব ঘন ঘন, সেখানে আর তাঁকে খুঁজে কে? মুদ্রণী কিন্তু তাঁকে দেখেছিল সেখানে লুকুতে, সে গিয়ে আম ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে। দু দু করে আমের ক্ষেতে আগুন জ্বলে উঠল, মহামদের মনে আগুন জ্বলিতে গেল। মহামদের বাড়িতে আগুন দেখে গেল,—দু হাতে বাড়ি পিঁটতে পিঁটতে তিনি ছুটে

দেখিয়ে এবং একটা গল্পের অবতারণা করেন। মুখটি ছিল ঐ রকম। তিনি বেরোতেই দীপে যত পশু পাখি ছিল সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

মহারাজ বেরিয়ে কাকাতুয়া বলে উঠল—"মহারাজ বললেন 'তুমি আমার কাছে-যেও'—বোঝার এতে আর কী?" এই বলে তিনি অভিজ্ঞার অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থ যে কারো হয় না। কাকাতুয়া বাজ ঠিকরে বলে—"চুপ কর! তুই আমার চেয়ে বোস। বুদ্ধি-নাশিত জাত!"

নাশিত এসে মহারাজের মাথা মুড়িয়ে গোল ছেঁটে দিলে। মহারাজ, ঠাঁর মুখে চুলকানি দিয়ে, গলার নেড়ের মণি আর কিছুটা লাভের ভার পরিয়ে দিল। তারপর তাঁর কুরতা থেকে কিছু নেওয়ার ভান করিয়ে তাঁকে বিদায় করলেন। তখন ঠাঁর ওপর থেকে আক্রোশ দূর হয়ে গেছে, তাঁরা ঠাঁকে বাজার অবতারের একজন বলে। ফেরে বুদ্ধি বলে "ও কে যদি ফেরত দেয়?" কাকাতুয়া বলে—"মাথা মুড়ে দুই কান কাটা।" মহারাজ বুদ্ধি ফেরেন। বুদ্ধি ফেরে আর কাকাতুয়া বলে, তোর চালাকি রাখ্‌তে নিজের বাড়ী গিয়ে ফেরে ঠাঁর সেই অন্তরঙ্গ বুদ্ধি ফেরে ফেলে দেবার বাড়ীর পাশেই একটা গর্তের মুনিয়ে রইলেন। কাকাতুয়া—"আমি ফেরে ফেরোকদের সব মুখোশ বাড়ী চুকব।" বৈদ্যরা বলে ওঠেন—"মহারাজ, তাহলে ওদের মনে যাবে যে।" কাকাতুয়ার কথা শুনে বলেছে হ'ল না. তিনি ছদ্মবেশে এক বৈদ্যরাজের বেশ ধরে রাজবাড়ীতে হাজির হলেন। সঙ্গেতে অসুখ পড়ি, বড়ি পাড়ুরোগ আর রোগের মূল রাজবৈদ্য সব ঠিক ঠিক বলে দিলেন। মহারাজার হাতেও তিনি একটা কথা বলেন, সব মিলে গেল। শেষে বলেন—"আর ত সবই ভাল, কেবল একটা যে অসুখ দেখি। বাড়ীর ঈশান কোণে কূয়া আছে। আজ রাত্রে তার উপরে বসে। তোমরা উঠি, পাখা, ঘোড়া সব ঘোড়াড় করে রাখো। সবাই জেগে থেকো, রাজি চতুর্থের সময় কূয়া ফাটবে।"

সবাই বৈরী হয়ে গেল। বৈদ্যরা বিদায় নিলেন। রাত রাতে বাড়ী চুকবে গিয়ে মহারাজার দেখি অসুখের চতুর্থ হ'ল। মাকে-মাঝে মাথা ঘুরে, হাতে ঘুমে মহারাজা পড়ে যেতে লাগল। ধন্বন্তরিদের মুখগুলি মুখ মহারাজ সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা বললেন "এ কি, এরকম অবস্থা কেন। কারো মাথা ঘুরেছে? মহারাজ বলে কি?" মহারাজ বললেন—"কারো কোনো দোষ নেই। মাইকেল ফেরোয়াড় ফেরে অন্তরঙ্গে এসে ছিল, তাকেই যাই নি। আমরা ফেরেই মুখেতে আমাদের আক্রমণ করুন। পৌরুষ ন' লক্ষ সৈন্য দেশ করে ফেরে, আমি কেবল প্রতিহিংসা নেবার জন্য প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি।" রাজা কথাটি বিশ্বাস করতে পারলেন না চুপ করে রইলেন।

মুখের উপরে ফোটা ফেরে কাকাতুয়া ফের এসে বসল। ফেরে ফেরে ফেরে

সেই ঘরে তাদের চায়, - এর অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার। তাদের সবার শিশুর মেরে ফিরেছে, ঘরদোর ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে। কারুর ঘরে ছেলে এসেছে, কারুর ঘরে নাতি এসেছে, কারুর ঘরে ভাগ্নে এসেছে, কারুর ঘরে ভাইপো এসেছে। কারুর ঘরে ছেলে-মেয়ে কিছু নেই, তবু তারা ঘর সাজিয়ে রেখ

স্নেহলতা।

[পুনরাবৃত্তি]

[সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মুন্সেফ প্রণীত)

পরিত্রাণ। এ কথা সত্য হইলে ভারতবর্ষ পুনরায় এই শৈশবি অবস্থায় পড়িয়া যায়।

মুকুন্দ। বরঞ্চ "ভারতবর্ষি অবস্থায়"। সমস্ত জাতিই অসভ্যাবস্থি ভারতবর্ষ এই উন্নত ছিল। এখন এখন আবার কেন অধিকাংশ স্থান অসভ্যেরা অধিকার করিয়াছে কিন্তু তাহাদের কোন অসভ্যি নাই।

পরিত্রাণ। যদি তুমি বল আমাদের দেশের ভার বিদ্যা অন্যের হাতে করা, তাহা হইলে সেটা ভুল, যদি ইহা আমাদের প্রকৃতি থাকে তবে ইহা কেবল আমাদেরই থাকে আর কোন জাতির প্রকৃতি এ রকম হয় না। এমন অনেক জাতির বিষয় লিখিত আছে, যাহারা সকলেই সমাজের পুরী সাধনে নিয়োজিত থাকিতেন।

মুকুন্দ। বাবা—সেই জাতি, তিনি যদি আবার কখিনো অন্যান্য জাতি হারাই উন্নত বলিয়া অনুকরণ করিবে। তখনও ব্রাহ্মণই যে বেদ এরূপ লেখা করিয়া ছিলেন?

পরিত্রাণ। ব্রাহ্মণ ভারতের ঐশ্বর্য্যের ভার লইয়া যাইতেছেন না, সুতরাং তাঁহাকে ভারতের হিসাব করিবার কারণ নাই। এখন ত ব্রাহ্মণও অন্যান্য জাতির ন্যায় করিতেছে।

মুকুন্দ। এখনকার কথা আলোচনা করিব না; আমার পূর্ব্বের কথাই আলোচনা করিব। বর্ত্তমান অবস্থা পরে আলোচনা করিব।

পরিত্রাণ। পূর্ব্বে অবশ্য সুখের কাল ছিল। ব্রাহ্মণ-সমাজের হিতার্থে চিন্তা করিতেন। অধিক সমাজের বাহুল্য ভার হরণ করিতেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য দ্বারা সমাজের ঐশ্বর্য্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতেন ও পরস্পরের ভেদ করিতেন। ইহাকে division of labour বলে।

মুকুন্দ। এক জাতি আর এক জাতি যেরূপ কাজ করিয়া দেয়।

পরিত্রাণ। ইহার অন্য কোন ভেদই আমরা করি না। যাহার যাহা কাজ তাহা ছাড়া চিন্তাও করিত।

এই বলিয়া পরিত্রাণ নীরবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নীরবের কোন কথাই বলিবার না। নীরবের এ সব যে মুকুন্দের না ভাল লাগে তাহা নহে বরং তিনি স্বদেশীয়ের অপেক্ষা ভালই মুকুন্দকে বাসিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। তিনি একটু চঞ্চল স্বভাব ছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার বাল্যকাল অনুধ্যান করিয়া তাঁহাকে দুই একটী কথা বলিলেই তিনি কৃতার্থ হইতেন। বিশেষ তিনি বড়ো হইলেই তাঁহার পিতার ও স্বজাতিবর্গের কথা রাখিবার জন্য বাধিত হইয়া দুই একটী কথা বলিতে পারিলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা উঠিলে তাঁহার কোন বিশেষ, কথা বলিবার উপায় নাই। এক দিকে বলিলে তিনি interested party আর এক দিক বলিলে বেআদবি হইয়া দাঁড়াইবে। এ সকলকেরা বর্ত্তমান-কালে উঠে তিনি তাহাই ভাবেন। কিন্তু আজকাল স্কুলে যে সকল বিষয় আলোচনা হইতেছে তাহাতে জাতি বিচারের আলোচনা অনিবার্য্য। নীরবের কোন উত্তর করিবার না দেখিয়া তাহার মুকুন্দ আরম্ভ করিলেন।

বুধের। তখন তোমরা চারজনে পুরাতনদিগের পদ গ্রহণ করিয়া কে কবিতা বিক্রয়ের ভার তাহারা দূর করিয়া থাকিত।

অধিকাংশ। আমরা হইতাম, তুমিও পূর্বের কথা বলিতেছ। তখন ত এই দুর্দিনই আমাদের সময়ের ছিল হইয়াছিল।

বুধের। সমাজ তখন যে ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাতে যদি সমাজে তখন যাহার ও তোর চারজনের ভার না থাকিত তাহা হইলে ক্ষতি হইত না। পৃথিবীতে যে আর কোন মানুষ আছে বা থাকিতে পারে বা আসিতে পারে তাহার কখনো কথা হয় নাই, বুধের যদি একদিন চারজনের অসুখ করে তবে কি সে দিন তাহার কাজ পড়িয়া থাকিবে? বাকি যে চারজন থাকিবে সে কি একদিন চারজনীর কাজ চালাইয়া দিতে না? আজ যে তাঁহাদের ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া নিয়মের ব্যাঘাত ঘটিবে না কেন? যে যখন আমার অধিক আবশ্যক থাকিবে তখন তাঁহার হয়ে অন্য আসিয়া তাহা বুঝিয়া না কেন?

পরিচারক। তোমার ও হয়ত বাড়ীর মধ্যে ঠিক কাজ ঠিকে দিতে হইবে চারজনের কাজ চারজনকে দিতে হইবে। যে ব্যক্তি যে কাজ সর্বদা করে তাহাতে তাহার একটা পটুতা জন্মিয়া যায়, সেইজন্য যে জাতি যে কাজ করে তাহাতে তাহার একটা বিশেষ ক্ষমতা জন্মে। আমার ঐ কাজ যদি পূর্ব্বানুক্রমিক তবে যাহা হইলে সেই ক্ষমতা সঞ্চারিত হয়। সেইজন্য এক এক জাতি এক একটি পূর্ব্বানুক্রমিক ব্যবসায় তাহা এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে অন্যে আর কোন জাতি তাহার সমকক্ষ হয় নাই।

ইঁহারা এতটি দৃষ্টান্ত আজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন, কেবল আহার হইবার এখনও বিলম্ব আছে, সুতরাং ইঁহাদের তর্ক আর থামে না।

বুধের। বাজার একটু বড় হইয়া গিয়াছে। যে কাজ যে করিতেছে সে তাহাই তখন তাহাকে অতি ভাই, কিন্তু সে যে আর কোন কাজ করিতে পারিবে না ইহাই বড় অনর্থের মূল।

পরিচারক। যদি বড় বলিয়া কোন জিনিষ থাকে তাহা হইলে বিশেষের আবশ্যক। আমার কাজ এমন বিশিষ্ট হইল তখন অন্যের কাজ করিতে যাইব না এবং ইহার স্থির থাকার ব্যবস্থায়। যদি কাজ স্থির থাকা ভালোর না হয় তাহা হইলে বিশেষের দোষের নহে।

বুধের। ঐ কথা বলাই বড় সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে; তুমি অন্য কথায় বুঝিবে না কিন্তু আজকাল যে দিন সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের প্রধান ধর্ম্ম Elasticity ও যদি থাকিতে অস্থির হইয়া পড়িবে। এই দেখ যে রেলওয়ে ষ্টেশনের উপস্থিত তাহাতে যদি তাহাদের কুলি অধিক দূরে দিয়া রক্ষা করা যায় তাহা হইলে তখ টৈরি হইতে পারে যায়? এত বড় ভারবহন এক জনের সহজ হইতে পারে না। এখন আবশ্যক হইলে প্রত্যেক মজুরকে টৈরি হইতে হইবে এবং প্রত্যেক মজুরকে তাঁতি ও কামার হইতে হইবে।

পরিচারক। আমাদের এখন উদাহরণ আছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে জাতি যায় নাই, আবার বিশ্বামিত্র ও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়ও সমস্তদিন ব্রাহ্মণ হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র আহরণ করিয়াছিলেন।

বুধের। তোমার দৃষ্টান্তে ঐ পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কাজ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কাজ করিয়াছিলেন, সেখানেও পার যে কোন চাষার ও তাঁতার কাজের কাজ করিয়াছিলেন, আর তাহাই বা কবে?

যদি কেহ এই সময়ে সমাজের মুখ প্রতি লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে তাহার মুখ একবার কাল কাল একবার সাদা সাদা হইয়া যাইতেছে। অবশেষে যখন বুধের শেষ কথাটি কথা উচ্চারণ করিলেন তখন সমাজের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন যেন তিনি আজ ইতিহাসের সহিত আদিকাল আর ইতিহাসের কি আজ এ কথা আর থাকিবে না। ঠিক এই সময় বল (Ball) মুখ করিয়া উঠিল: সকলেই একদিকে দেখিবার নিমিত্ত (Field) বল করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

Algebraical Solution or Algebra cut Short by Ashutosh Mukhopadhyay—এই পুস্তকখানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী। ইহাতে অনেকগুলি অঙ্ক সুন্দরভাবে সমাধান করা হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান পুস্তকবিক্রেতা আচার্য্য (Messrs Ashley and Co.) লাইব্রেরী।

২। **বিশুদ্ধ আলোকের চিকিৎসা**। ডাঃ শ্রীযুক্ত [illegible] প্রণীত। মূল্য ৵০ টাকা। ডাঃ শ্রীযুক্ত [illegible] প্রাপ্তিস্থান।

[illegible] পরিচয় প্রদান করিবার পরিচয় হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সকল পুস্তকেরই মার্জিনে থাকা উচিত। [illegible] লিখিত, ইহাতে সকলেই সাহায্য পাইতে পারেন। পুস্তকের [illegible] সংস্করণে ইহার [illegible] সংযোজন করা হইতে পারে।

ইতিহাসতত্ত্ব—এই [illegible] [illegible], [illegible] সমুদয় [illegible] বিভিন্ন প্রবন্ধে [illegible] হইয়াছে। ইহাতে [illegible] বাঙ্গালার [illegible] টীকা, বিক্রমপুর [illegible]-[illegible]-গ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত [illegible] প্রবন্ধে [illegible] টীকা ও [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিবাহ আবশ্যকীয় পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে। শেষ পরিশিষ্টে [illegible]-[illegible]-বিবেকোদয়-প্রকাশ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পুস্তকখানির অনেক স্থানই বিশদ আছে। তবে কথা থাকিল, তাহাদের "লোক" ও "শ্লোক" শব্দের প্রকৃত অর্থ আমাদিগকে [illegible] হইল। এই প্রবন্ধ পরিশিষ্টে [illegible] [illegible] পূর্ণ হইবে। "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]", "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible]। "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সাপ্তাহিক সংবাদ

পিটিবিসিপাল গেজেট।—গত ১৪ই অগ্রহায়ণ হইতে কলিকাতা হিটিবিসিপাল গেজেট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা, ইংরেজী ভাষায় লিখিত। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চিফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত সুরাবচন্দ্র বসু মহাশয়ই ইহার পরিচালনা করিতেছিলেন। এখন তিনি অবসরগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সম্বন্ধে যে কোনও সংবাদ ইহাতে এই সংবাদে বিবিধিত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ উত্তম। সহর মফস্বলে সর্ব্বত্রই বার্ষিক মূল্য সাত সিকা চারি টাকা, ষৈমাসিক মূল্য এক টাকা। প্রতি সংখ্যা এক আনা।

এলাহাবাদে বেঙ্গ-বিদ্যালয়।—এলাহাবাদে ১৮৭ নং হিউয়েট রোডে একটী বেঙ্গ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা সাধারণশিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার দুই ভাতা তাঁহাদের স্বর্গীয়া জননী সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই মাতামহীর নামানুসারে ইহার নাম "সৌদামিনী বেঙ্গ বিদ্যালয়" রাখা হইয়াছে।

ওকালতী পরীক্ষা।—৪র্থ মার্চের তারিখে আরোয়ার হইতে ওকালতী পরীক্ষার পরিচালক মিঃ মাকফারলেন নিম্নলিখিত নোটিশ বাহির করিয়াছেন—আগামী জানুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহে ওকালতী পরীক্ষার ২য় উপাধি বিতরণী সভার অধিবেশন হইবে। যাহারা ডিগ্রী লইবার জন্য সভায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে আগামী ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দান।—নাগপুরের প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার ও খনির মালিক সার বিঠলের দাস রাজা নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্যে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শহরে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।—বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সহরে বাধ্যতামূলক সহরের প্রথম প্রবর্ত্তনের জন্য ৫৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার অনুরোধ করিয়া ৫০ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আগামী বৎসরের মধ্যে সহরে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবও সভায় আলোচনা করা হয়। শ্রী যি অক্ষয় হলের এ বিষয় স্থানীয় কমিটী কর্ত্তৃক প্রেরকের অনুকূলে বিবেচিত হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরাবচন্দ্র বসুর মানহানি।—বঙ্গ বেঙ্গলীর 'অবজারভার' পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটী বাহির হইয়াছে আমরা অবগত হইলাম, ডরহলস হাইকোর্টের আদালতে শ্রীযুক্ত সুরাবচন্দ্র বসুর পক্ষ হইতে মেসার্স ৫৫ এণ্ড সন্স লিমিটেডের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার বিরুদ্ধে ৫০ হাজার টাকার মানহানি এবং 'ক্যাথলিক হেরাল্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের বিরুদ্ধে ৫০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের নালিশে এক মানহানির মামলা রুজু করিয়াছেন। বিগত ১৯শে মার্চের তারিখে 'ইংলিশম্যানে' যে প্রবন্ধ বাহির হয় এবং ১২ই মার্চের তারিখে 'ক্যাথলিক হেরাল্ড' পত্রে যে সংবাদ বাহির হয়, উহাই উক্ত মামলার কারণ।

মিশরে নবীন অবস্থা।—মিশরে নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে। মিঃ জগলুল পাশা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। নবগঠিত মন্ত্রি-সভা নবব্যবস্থা পরিষদ বলিয়া ঘোষিত। মিশরের সৈন্যদল ফের পাশ্চাত্যের তুরস্ক পরিত্যাগ করিয়াছে।

মিশরে মনস্তীদলের আন্দোলনান্তিমায় শুভ-বিরোধে ধ্বনিত হইয়াছে—এই দলের সময় ফোরেন্সের ঘোষণা হয় নাই বা ব্যবস্থাপরিষদের কোন বিশেষ বৈঠক হয় নাই

ত্রিদিব অধ্যক্ষ নিযুক্ত।—ত্রিদিব অধ্যক্ষ আগামী বছরে মাসিক পাঁচিশ টাকা বেতনে বাঙ্গা করিবেন। তিনি বাঙ্গিয়া, বিদেশাগিরি, বর্ণোপকূল, মাইথেরিয়া ও ফেরেরেকা পরিদর্শন করিবেন।

অন্তরে যে অন্তরীণ যুদ্ধ।—উইলসনের সংবাদ হইতে জানা যাইতেছে যে, অন্তরের অন্তরীণ যুদ্ধক্ষেত্রে নূতন যোদ্ধার দেখা মিলিতেছে। অন্তরের জেলায় বীজটেক ও অন্যান্য সৈন্যদলের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে।

অন্তরে গাড়ী।—অন্তরে গাড়ী ও সেই সঙ্গলাল বাজার অন্তরে যেরে যেরাই হইতে আসিয়াছে প্রত্যহ-গুলি করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।—আগামী ১৯৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকায়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ হইবে, অন্তরালয় অন্তরে যেরে করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই বিষয়ে অন্তর করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্তরী সভ্য মাঃ যোগীন্দ্রনাথ সরকার অন্তরে নিযুক্ত হইয়াছে।

মাঘ মাসের শেষ।—আগামী ১৯৫ ডিসেম্বর তারিখে মাঘ মাসের শেষ হইবে বলিয়া আমরা করিলেন এবং অন্তরে ২৯শে তারিখ পর্যন্ত অন্তরান করিবেন।

পাকাপাকি অন্তর।—আগামী ফাল্গুনের শেষে বিহারে উপনির্বাচন হইলে পাকাপাকি প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত আমাদের আত্মসমর্পণের কথা জানিতে পারেন। কিন্তু কথা করিবার পূর্বে সম্পূর্ণ বন্ধুর বীকার করিতে হইবে, প্রধানমন্ত্রী এ কথা তাঁহাকে জানান। কিন্তু ইহার কোন অন্তর হইবে মনের পর্যন্ত না পাকাপাকি তিনি সৈন্যদলের যোগেযোগ হিসে অন্তরে হইয়া বিদায়লে

অন্ত কেলাইন বন্ধ।—আকাশপথে কোন ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পত্র ১৯শে তারিখে জানাইয়াছেন যে অন্তরিক দুর্ঘটনার ফলে বন্ধিন প্রায় বন্ধে যে কোন লাইন বন্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে অধিকতর দুর্ঘটনার ফলে যাইবের আলো জ্বলি হইয়াছে এইজন্য কোন অন্তরাল বন্ধ আছে।

কর্ম্মখালি

Wanted an experienced graduate Head Master for the Barbra M. E. School in the district of Birbhum on a monthly salary of Rs 50/- (Fifty rupees) with free lodging in the School-compound. A B.T. will be given best preference. Applications will be received by the Secretary upto 14th December, 1924. None need apply who will not stick to the post for at least two years.

The Barbra
M. E. School
11. 11. 24.

Pran Gobinda Mitra.
Secretary
Barbra M. E. School.
P. O. Barbra,
District Birbhum.
838 - 5. 12. 24.

WANTED a Second Pandit for Chetla Girl's School on a monthly Salary of Rs. Fifteen with every possible prospect of increment. The candidate must be of advanced age and highly qualified in the Art of Teaching and must apply immediately with copies of testimonials and certificates testificatory of his efficiency and previous experience.

Surendra Nath Ghose.
Head Pandit.
Chetla Girl's School.
8, Dwarkanath Ghose Lane, Chetla.
Alipore P. O. (24 Perga)

"হেমন্তের ধরিত্রীর পরতলে নীলাম্বুলীলাকিতা, স্নিগ্ধা শিশিরচরিণী সুবর্ণময়ী শীতযামিনীকে।
সুবোধ্য প্রতিবিম্বিতাবলম্বনে প্রাচ্যেতিহাসকল, যেমনভাবে "বিজয়ন্তী" ভবনে বিরাজমান পাওয়া যায়।"
——"হিন্দুস্তানের" ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

Printed by the Bharati Publishing House.

এডুকেশন গেজেট

৫৮ বর্ষ

সর্বত্র সমাবেশো বিদ্বান্ জ্ঞানভূষণঃ। ক্ষত্রিয়াণাং বলো বিদ্বান্ যশসে বিনয়ঃ কৃতে।
সর্বেষাং হি নৃণাং লজ্জা সদা সর্বত্র বিশ্রুতা। সর্বে ধর্মাধিপত্যস্য যা কর্ত্রিঃ ধর্মবাদিনঃ।
জ্ঞানস্য বা ধনং সদ্ভিঃ ত্যাগঃ শৌর্যস্য শৌর্যতঃ। ইতি প্রোক্তাধিকারাণাং ক্রিয়া ন ত্যাগবর্জনম্।

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ [৩৩ সংখ্যা

ভারতে শিক্ষা বিস্তার

আমাদের ভারত-গবর্মেণ্টের বাৎসরিক আয় ১৮৮ কোটী টাকা, তাহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পুলিসে যায়, ৩৫ কোটী যায় ঋণ, আর যায় বাকী টাকা যায় হয় ইংরেজ সিভিলিয়ানগণকে পুষিতে। ইংরেজ যখন এদেশের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা এ জাতিকে শিক্ষা দিয়া "মানুষ" করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু এই দেড় শত বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা এদেশের উপর যতদূর অত্যাচার করিবার তত দূর পরিপাক চেষ্টা করিয়াছেন, দেশে শিক্ষা-বিস্তারে তাহার শতাংশের একাংশও চেষ্টা করেন নাই। যাহাদি রোমেলের দাস্য স্বীকারী ব্যক্তিগণ নূতন শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিলের উপর দিয়া উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্তি দেন, কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আজ প্রর্যন্ত হইল না; কেন না রাজকোষে অর্থাভাব লাগিয়াই আছে। অথচ যে ইংরেজ ইহাঁরা তাঁহারা এদেশে শাসন দণ্ড চালাইবার জন্য—"জ্ঞানদায়ী" করিবার জন্য" আসিয়াছেন, সেই ইংলণ্ডে শিক্ষার ব্যয় বৎসরে ১০৮ কোটী টাকা, কেন এত হয়? সে উত্তর আমাদের শাসনকর্তারাই দিতে পারেন।

ডেভিড হেয়ার, ডেভিড হেয়ার, মার্শম্যান, ডাফ প্রভৃতি যে সমস্ত ইংরেজ মনীষিগণ প্রথমে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যই এদেশবাসীকে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে অধিকারী করা। কিন্তু আধুনিক ভূত অদ্যকার শিক্ষা পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন এদেশবাসীকে জ্ঞান বিজ্ঞানে অধিকার জন্মিবার সুযোগ দেওয়া অপেক্ষা "বেকার" সৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার উদ্দেশ্য। বিদ্যুৎ ছেলে ঘুল কলেজ বিদ্যা "চণ্ডী" "গীতা" প্রভৃতির সাধারণ বিধিবার জোরই অবসর পায় না, ইহাঁর শিখাইবার অনুরাগে ঘুল বিদ্যেয় তাহাদিগকে বাইবেল পড়িতে বাধ্য করা হয়; যেমনা যাইলেপাঠ ইহাঁর দেখা যায়, ইহা, ইওরোপে কি কিছুই শিক্ষণীয় নাই? ইহাদের এই যে জন্য ধর্ম ধর্ম ঘুলমনা মাইকিলেঞ্জেলোর দেশে জন্ম করিয়া "হা হাতুড়ী" "হো হাতুড়ী" করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদের দ্বারা দেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার

প্রতি ঘরের আয় যদি ৫ টাকা হয়, তাহলে কতদিনে "হৈমবিলাস" নির্মাণ প্রবর্তন কি হইতে পারে না?

গ্রামে গ্রামে যে সব পাঠশালা ছিল, তাহার সময়ই এক এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জন্য বিভিন্ন উপাধ্যায় হইয়াছে। যেমন, পাঠশালার গুরু মহাশয় কেবল বোধ হইতে অঙ্কের হৈমবর্ষণ, আবেদন, নিবন্ধাদির ফলে জাতি নির্ব্বিশেষে গ্রামের সব ছেলেরা যাহা শিখিত তাহা খুব পরিষ্কার ভাবে না হউক অল্পবিস্তর ব্যবহারে লাগাইতে পারিত। কাজেই ছেলেরা যাহাতে এক এক বেলায় দুটির বেশী ক্লাস না করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের কাশি-বিজাপুরি, চাকরান, এ সমস্ত এখন "অ্যাবস্ট্রাক্ট" বিষয় ছেলেরা প্রথমেই হাই স্কুলে যাইয়া "গ্রামার," পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে পাঠশালা ও অফিস বন্ধিত ছেলেরা দুএকটী বাদে তাহার আর কিছু পড়িতে আসিতে চাহে না দেখে। কিন্তু ছেলেদের সময় ত আর ছোট নয়, তাই তাহারা এ সব ছোটখাটো পাঠশালায় কিছু সময় দেয় না। বিদ্যাসাগর বড় বড় অক্ষরে Advancement of Learning বলা হইয়াছে, যত সময় ছোট পাখীর মতন কিচ্ কিচ্ এবং লাইব্রেরীতে কিছু সময় কাটাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ত তাহাতে অধিকৃতি নাই!

এত বড় একটা মহাদেশের তুলা দেশ ভারতবর্ষ, যার জন্য গঠিত নাইয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বপ্নস্থ ও আলোময় হইয়াছে, যে দেশ বিদ্যা ও সভ্যতা বিষয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সেই দেশের পড়ুয়া ও জন্য ছেলেরাই কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে, ইহাপেক্ষা লজ্জার, দুঃখের ও বিদ্বেষের বিষয় আর কি আছে? অতএব বিদ্যার সুযোগ পাইলে এ দেশের ছেলে যতিদের যে প্রতিভা দেখাইতে পারে, তেমন দেখা তাহা পাওয়া যায়। এ দেশের ভাগ্যবিধাতাগণ ভার আবিষ্ক, সুযোগ্যবাবুদের ভার বাণী, ঘোড়েলোক ভার ভাবিক, ভাগ্যপ্রবাদের ভার রাজনৈতিক, অর্থনীতিজ্ঞদের ভার বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতাত্ত্বিকের ভার ঘাসাতত্ত্বিক, বিলাসের ভার প্রাচ্যবিদ্যা পাশ্চাত্য দেশে এই বিশ মহাবীরের কয়টী সন্তানের অধিকারে? তেমনটী নিজের সুযোগ পাইলে এ দেশের বালক বৃদ্ধি দেশের অবস্থানে প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু কে সে সুবিধা দিবে?

কোন দেশেই রাজকীয় সাহায্য ব্যতিরেকে বিদ্যার অনুশীলন হইতে পারে না। আমাদের যে আজ বিদ্যা বিষয়ে এত অনুরাগ তাহার মূলে আছে ইংরাজের দেওয়া বাণী বিধি—Henceforth Education will be so diffused that there will not be a single man with an ignorant family or a family with an ignorant man. এই ঘোষণা বাণীই ত আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন। আজ-কাল আমরা আর তাহার হইতে কত দূর দূরতে আসিয়াছি কিন্তু বিদ্যার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন, কিন্তু আমাদের সরকার কতটুকু সাহায্য করিতেছেন? এদেশের লোকের মোটামুটি অনেকে বিদ্যার মর্ম্ম বিদ্যার হয় কিন্তু উহার প্রকৃত প্রণালী বিদ্যার হয় কি? এদেশের লোকের মোটামুটি দুইটায়, এক্ষিসের দুইটায় বিদুক করা হয়, কিন্তু কোন বিদ্যে ছেলে কিংবা এক্ষিস বৈজ্ঞানী করা বিদ্যার হইয়াছে কি? এই যে বিদ্যের উহার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চর্চা করিয়া এক বিদ্যা অধিকে ৬০ বিদ্যা অধিক ফসল উৎপাদন করার কৌশল বিদ্যার হইয়াছে, আমাদের দেশের ছাত্র-বিদ্যালয়ে তাহা বিদ্যার হয় না কেন?

দেশের চৌল, চতুষ্পাঠীগুলি আজ সাহায্যের অভাবে অবলুপ্ত। সাধারণের হইতে এই সমস্ত চৌল চতুষ্পাঠী-গুলি যা প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাহায্য করা হয় না কেন? পূর্ব্বে দেশে বর্ণপরিচয় বালা, অধিকার, ভূমধিকারী ছিলেন, টোল, চতুষ্পাঠী, অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের মন্ত্রক ও প্রতিষ্ঠানের ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সহায়তার অভাবে আজ তাঁহারা সকলেই পশ্চিমমুখী হইয়াছেন, এবং "অন্তর্ধান" হইয়াছে তাঁহাদের "অন্তর্ধান", কাজেই রাজকীয় সাহায্য ব্যতিরেকে টোল-চতুষ্পাঠী টিকিবে কি প্রকারে? Cultural Education বিষয়ে যত উচ্চতম সরকার আলো-বিদকে যে আশার বিনাছিলেন, সেই Cultural Education অর্থে আমরা বুঝি আমাদের সেই সনাতন টোল

প্রত্নতাত্ত্বিক শিক্ষা—যুগ যুগান্তের ইতিহাস, বিবর্তনের ধারাই এ বিষয়ের জ্ঞাতব্য।

আমরা বাঙালা ব্যাকরণ, হিন্দী ব্যাকরণ, মারাঠী ব্যাকরণ পড়ি—কিন্তু ভারতের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়? একটা বই লেখার ভারতের ইংরেজী নবীশ পণ্ডিতের সাধ্যায় হয়—তিনি প্রত্যেক অধ্যায় শেষ করিয়া ছাত্রকে এ বার ও বার দুইটি পরীক্ষা করিতে দেন; কেন দেশীয় ভাষায় কি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া যায় না? ইংরেজীকে বিদেশী ভাষা (Secondary) ভাষায় পরিণত করিয়া আমাদের কি প্রথম (Primary) ভাষা হইতে পারিবে না—যায় সঙ্গত? কিন্তু ভারতে যে প্রয়োজনীয় অর্থ, বস্তু, সম্বল, সমাধিস্থিতা নাই করা যায় না;

বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি গড়া করিয়াছি, তাহার অসারতা, একদেশদর্শিতা, সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া আজ অবাক্ হইয়াছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ গড়া করা—বিদ্যার উদ্দেশ্য মানুষ তৈয়ারী করা। শিক্ষার দ্বারা যদি সেই মানুষ তৈয়ারী না হইল তবে সে শিক্ষার সার্থকতা কি? শিক্ষার দ্বারা যদি নিজের পরিবর্তে ঠকবাজ, দ্বারা লাভিনের পরিবর্তে বিজ্ঞান, সমাজিকতার পরিবর্তে বিদ্যাবারিধি, ভোগ সম্ভারের পরিবর্তে স্বার্থপরতাই শিক্ষিত ও বিদ্যার্থীর জীবন অধিকার করিল তবে সে শিক্ষার ফল কি? যখনি এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন না হইয়াছিল, তখনি দেশে এমনতরো পরিবার ছিল, যাহার ৬ ছিল সম্ভ্রান্ত ছিল, বিদ্যা বলা চলিত লোকে লুণ্ঠিত হইত, পরীর দ্বারা যেমিলে নিজের মুখের গ্রাস তুলিয়া তাহাদের মুখে দিত, কিন্তু আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির ফলে দেখিতে পাই? যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষা অর্থাৎ "এম্. এ, বি.এল্" পাস করিয়া উচ্চশিক্ষিত হইয়াছেন, তিনি এক সময়ের বিদ্যার্থী—পরীর ভূতপ্রেতাদি বন্ধুর কথায় "Legalised freebooters." আধুনিক শিক্ষায় কি দেশে মানুষ তৈয়ারী করিতেছে? আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক সমাজ, অধিকাংশ, মুখী, সাধন, দুর্বল করিয়া থাকে? দুই এক জনের জন্য বলিলে অন্যায় হয় যে পরীর দুই হয়, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে অন্তরে বর্ণপ্রাণ মানুষ গড়ার প্রয়াস।

প্রত্নতত্ত্বের দিকে আসি। ভারতের আদর্শবাদ আর পাশ্চাত্যের আদর্শবাদে স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ। পাশ্চাত্যের আদর্শ ভোগমূলী, আর প্রাচ্যের আদর্শ ত্যাগমূলী। এই বিভিন্নমুখী দুটি আদর্শ তখনও এক মিশিয়া যা—বিবর্তনে ভীষণ আর মহা শ্রেষ্ঠ হয়। তাহার শ্রেষ্ঠ তখনই অনুভূতি হইতে পারে, ভারতের শিক্ষা ভারতের আবশ্যকানুযায়ী হওয়া দরকার। ভারতের আদর্শের সঙ্গে মিলিত করিয়া এই যে প্রতীচ্যের বস্তুমুখ আনিয়া ভারতে যোগ করা হইতেছে, ইহার ফলে আজ ভারতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। যিনিই আজ ভারতের প্রকৃত স্বদেশভক্ত হইবেন, তিনি ভারতের শিক্ষা প্রণালীকে ভারতীয় ভাবেই—ভারতীয় ছাঁচেই ঢালিতে পারিবেন। কিন্তু কে এ কাজ করিবে? যাহাদের হাতে শিক্ষা বিভাগের ভার, তাঁহারা সকলেই আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর অনুগত পরিয়া যে অন্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ভারতের মেরু—"কৃষকের স্বাধীন"—Peasant's zone।

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ যদি তাঁহারা আজ যেমন করিয়া "অনার্স" পরীর দিকে তাঁহাদের চেষ্টা নিয়োজিত না করিয়া যেমন ভূতের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সহায় হইত। উচ্চ শিক্ষা প্রসার অপেক্ষা আজ জাতি নিরক্ষিতা দূরীকরণ যেমন অনিবার্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি সহরে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে সহায় হইয়াছেন, ইহা খুব আশার ও ভরসার কথা বলিতে হইবে। ম্যাট্রিকের নেগেটিভ ও সেকেণ্ড বোর্ড প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা আরও সুলভ করিয়া দিতে পারিলে জাতির যেমন প্রভূত কল্যাণ—তাহাতে বড় বড় অধ্যাপকের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই।

ঘোলকারের কথা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[শ্রীযুক্ত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ]

সৌভাগ্য ক্রমে সিপিয়ো সেই সময়ে সেনেটারের নিকট পরিচয়পত্র লইয়া গিয়াছিলেন। সেনেটার তখন কয়েকজন নিজ পৃষ্ঠপোষকসহ হ্যানিবলের সহিত যুদ্ধের জন্য আফ্রিকা প্রেরণ করিতেছিলেন। সিপিয়ো এখনও যোলকার হইবার জন্য শিক্ষানবিশী করিতেছিলেন। সুতরাং সেনেটার তাঁহাকে সঙ্গে লইতে অস্বীকার করিলেন। সিপিয়ো একাকী রোমে থাকিয়া নিজেই সমরবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি সেনেটারের সহিত আফ্রিকায় যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সিপিয়োর তখন বয়স অল্প। তিনি এক হিসাবে তখন সমর আফ্রিকায় যাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বৃথায়। সিপিয়ো যোলকার হইবার জন্য সেনেটার ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন। আর্থিক ও রাজনৈতিক অনেকগুলি তাঁহার হাতাধীন। সুতরাং সেনেটার ও আইনি সেনেটারি পরিচালিত তাঁহার সহায়তার বিশেষ আবশ্যক। তিনি ইহাদের প্রস্তাবে কিছুতে কোন অমত করিলেন না।

সেনেটার বধ করেন। তিনি যখন হ্যানিবলের (Confederation) সহিত যুদ্ধে হইতে তাঁহার অবস্থা অতি হীন। সিপিয়ো তখন তাঁহার শত্রু—এবং তিনি একথা বেশ বুঝিতেন যে সিপিয়ো যা যোলকার হইবার সিপিয়ো বিজয়ী হইয়া না ফেরে, তাঁহার অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইবে না। তাই তিনি ইহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি সঙ্গে করিয়াই বিদেশে লইয়া গেলেন।

যাহা হউক ক্রমে ক্রমে সকলকে বলিয়া সেনেটার অবশেষে আফ্রিকায় অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং প্রথমতঃ সিপিয়োসৈন্যদের তিনি পরিচালিত হইলেও শেষে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহারই বিজয় হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি যুদ্ধে সিপিয়ো ইটালীয় সেনাপতিদের তাঁহার বিরুদ্ধে পরাজিত হইয়া ও ক্রমে সেনেটার রাজধানী পুনঃ অধিকার তাঁহার হস্তে পড়িল। এই সময়ে সিপিয়োকুল অলঙ্কার নাম সম্রাট পদবিকে এক পাকাপাকি করিয়া তাঁহার নাম সেনেটার করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি সেনেটারে তাঁর অভ্যর্থনার করিতে সমর্থ হইলেন। পুনঃ অধিকার করিয়া তিনি প্রথমে অভ্যর্থনার সুব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর সেনেটারে নিজ রাজধানীতে আসিয়া তাঁর রাজধানীর প্রবেশ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। কিন্তু পরিষদে

সেনাপতি প্রেরণের ভার লইয়া বলাই অভিযানে গমন করিলেন।

অবশেষে ইংরাজের সহিত সেনাপতির সন্ধি ঘটিল। এই সন্ধি ইংরাজের ইতিহাসে সেপিয়ের সন্ধিনামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সন্ধির ফলে সেনাপতি ইংরাজের নিকট নিজ স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন। ইহার পর তাঁহার অনাবশ্যক সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণ করা দূরে থাকুক বিপক্ষতা করিলেন না। মারাঠাদেশের অধিবাসিগণ ইহাতে সেনাপতির স্বাধীনতা বিসর্জন করিলেন বলিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা ঐ সন্ধির পর হইতে তাঁহাকে বিসর্জন দিতে হইল। ইংরাজ ইংরাজের সহায়তায় সেনাপতি নিজ পরিত্যক্ত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ রাজত্বে আবার আরোহণ করিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখনো) সন্ধির সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হয় সে কথা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ঐ যুদ্ধের অবসান পরিমাণে এইরূপ প্রকার হইয়া থাকে। সেনাপতি পরাস্ত নিজ অধিপুরুষদিগের যশ মুছিতে পারিলেন এবং ইংরাজের কর্তৃত্ব যে আত্মসম্মান অধিকারিগণের দ্বারা হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে অনবরত মহারাষ্ট্র রাজত্বের বিষই সাধন করিল, করিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার প্রভৃতি তাঁহার পক্ষাবলম্বন করায় মুক্ত যায়। কিন্তু বিপক্ষে ইতিহাসিক সিন্ধ তাঁহার বিপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সকল ঘটনার পর্যালোচনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট বিস্তারে আসিয়াছেন। তাঁহার মতে ওয়েলেসলির দুর্ধর্ষবীর ভাগ্যাকাঙ্ক্ষা এবং তিনি সিন্ধিয়ার তত্ত্ব যে সৈন্যসমূহ পরিচালিত করিয়াছিলেন তাহা উচ্চ মহারাষ্ট্রীয় সামন্তপ্রবরের অধীনস্থ থাকিবার অযোগ্যই এই যুদ্ধ আনিয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত ভারতের ইতিহাসের ৯ম খণ্ডের ৩০৮ হইতে ৩৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

সন্ধিবিগ্রহ মহারাষ্ট্র সকল সেনানায়কে সাধারণার্থ খণ্ডিত করেন। ইংরাজও তাঁহাকে বিপক্ষে রাখিবার জন্য বিশেষরূপে প্রয়াস পান। যশোবন্ত তখনও তাঁহার উচ্চাশা একেবারে ত্যাগ করেন নাই। তিনি স্থির করিলেন যে যুদ্ধ একপক্ষ দুর্বল হইলেই তখন অন্য পক্ষকে বিপক্ষ করিয়া একাধিপত্য করিয়া লাভ তখন তাঁহার সঙ্গে সহজ হইবে। এই অভিসন্ধির বশীভূত হইয়া তিনি পত্র মহারাষ্ট্রদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে সকলে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। তিনি পেশোয়াকে পত্র লিখিলেন যে, ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, তাঁহার সাহায্য করা পেশোয়ার কর্তব্য। সিন্ধিয়া ও হোলকারের নিকট তিনি লিখিলেন যে, তাঁহারা ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল চেষ্টা বিফল হইল। পেশোয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার তাঁহার সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি একাকী ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিল। তিনি অগত্যা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি পরাজিত হইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির ফলে তিনি

পাঠানের। ইংরেজ পক্ষ হতে ফোর্টনাইটে ইংরেজ সীমান্ত হইতে সেনা সমাবেশ ও রাজপুতদিগের নিকট হইতে যৌথ আক্রমণ করিবার পরামর্শ চলিতে লাগিল।

যাহা হউক, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভরতপুরের মহারাজ এই যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে মোট বিরোধিলেন। কৌশলে যুদ্ধ যে মহারাজের পরাজিত করিবা নাই সেই ভরতপুর অবরোধ করেন—কিন্তু অবিলম্বে ইহা পরাধীনতা হইতে যায় এম। যাহা হউক ভরতপুরী পক্ষগণ যে মহারাজ ইংরাজ সেনাদলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মুসলমান সেনাদের মহারাজের উচ্চ ও মধুর ব্যবহারই তাহাদিগকে ইংরেজের।

যৌথ পরাজয়ের পর মহারাজ যার পক্ষগণ অত্যন্ত সম্মান করিলেন ও বিপক্ষিগণ ইংরেজদিগের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ফেরুয়ারী পক্ষে সমাচার অবিলম্বে মহারাজের নিকট হইতে সেই না হইলে তিনি অবশ্যই ইংরাজের অনুকূলে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইতেন (১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ)।

হলর, মহারাজ ও ফরাসী এই সন্ধির পর মহারাজ সন্ধি প্রস্তাবে ইংরাজের নিকট উপস্থিত হইল গেল—আর তাহার যুদ্ধবিগ্রহে উৎসাহ রহিল না। এই সময় ঘটনা আলোচনা করিলে মহারাজের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া ছিল ও তিনি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় ১৮১১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহারাজ যার যে একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এত সময় প্রায় ভরে যৌথ পরাজয় অবধা হইতে তিনি ক্রমে রাজ্য উন্নতির বিষয়ে আয়োজন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী বীর ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার উচ্চপূর্ণ জীবনে তাহার সদ্ব্যবহার অভাব ঘটে নাই। তাঁহার অবস্থা বর্ণিত হইতে যে মহারাজ দুরবস্থায় পড়িয়া পক্ষে যোগ না দেওয়া তাঁহার পক্ষে এতটি মহত্বের কার্য্য হইয়াছিল। ইংরাজ যে সাহায্য করে নাই, এজন্য তাহার সহিত যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজ কর্তৃক তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার কোনো কথা ছিল না। তাই ফোর্টনাইটে ও ইংরাজকে সময় ভাবী পক্ষ ছিল করিয়াছিলেন। অবশেষে আক্রমণ সময়ে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে সেনা বাহুল্য তাঁহার পক্ষে বিপক্ষ হইয়া গেল—এত উচ্চ মুসলমানের এবং হিন্দুস্থানওয়ালার বিপক্ষে ও মেরুদণ্ড অবস্থায় বাধুনিক এবং অশ্বারোহণ নিপুণ যাহার যার ফোরোপ ইংরাজ ভারতবর্ষে পরাজিত হয় নাই।

মহারাজের উচ্চাশা বাজেয়ে পর রোগবার যোগীর হোল না ঘৌবনপ্রাপ্ত হন। মহারাজের মৃত্যুর পর এক মাসের পুত্র ছিল—মুসলমান হাই ও মাতা তুলসীবাই রাজকার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। রাজা বলেন, মহারাজা হলধী-উপাধিতে অবলম্বন-মাইনের কোন ওপর ছিল না। মুসলমান রাজা এতদিন বিপুলকে উপস্থিত হইল এবং একটির পর একটি করিয়া ফোরোপ-রাজের অধিকৃত প্রদেশ সমূহ হস্তগত হইতে লাগিল। মহারাজার পক্ষে তুলসীবাই নিহত হইল ও ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা হইল। মেহিদপুরের যুদ্ধে ফোরোপ সেনা বিজয় হইল। এই উপলক্ষে যে ইংরাজ-সন্ধি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। সন্ধির সর্ত্তানুসারে মহারাজার মহারাজ ফোরোপের অধীনতা হইতে ইংরাজের অধীনে আসিল ও অন্যান্যভাবেও অনেক প্রদেশের অধিকার ফোরোপকে ত্যাগ করিতে হইল। যাহা তাঁহার অবশিষ্ট রহিল তাহাও ইংরাজের পরিবর্তে রক্ষিত ও শাসিত হইবে স্থির হইল। স্বাধীন ফোরোপ রাজ্যে ইংরাজের ক্ষমতা যে সাময়িক উপস্থিতে পরিণত হইল। ইহার পর হইতে আর ফোরোপের স্বাধীন উন্নতিযোগী কিছু করিবার নাই।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মহেন্দ্র-রাজের মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী মহিষী তাঁর নামে একটী শিশুকে দত্তক লইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি রাজকার্য্য পরিচালন করেন, সেজন্য নিজের অন্ত-

বন্ধু একটি নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়। এ ব্যবস্থার রাজকর্মচারী ও সেনানায়ক সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা ঘরি করে মাঝে মাঝে এর বিরুদ্ধাচরণে রাজা করিল। এ অবস্থিতে ইয়াক সর্বদাই হস্তক্ষেপ করিল না। ফলে মার্কিন পক্ষ পরাজিত ও বাণিজ্যরাজ্য রাজা হইতে বিতাড়িত হইল। ইহার পর তাহার সন্তানগণ অনেক অনেক নানা-প্রকার অসুবিধা রাজা তাদের পারিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত পর্যন্তই নিয়োজিত ছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর এই ইতিহাসের বিস্তারিত ও অকপটভাবে তাদের সৌহার্দ্য প্রকাশ হয়। ইতিহাস-এর উত্তরাধিকারী বন্ধে রাজ্য ঘরে তিন বার জীবিত ছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন ইংলেন্ডের ব্রুসেল হোয়াইটের সাথে তার বিবাহ হয়। তাহার স্বামী রাজকে নিয়োজনে অধিকার করেন। তুলনায় রাজ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এই ৫৫ বৎসর কাল তিনি ইংলেন্ডেরসহ সম্রাজ্ঞী ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম আট বৎসর কাটিলেন অন্ধ ভেবেলি রাজা হাজা সাহিত্য করিতে থাকে। কিন্তু রাজ-কুমারির প্রবর্তনীয় বুদ্ধিশক্তি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনীতিক অভিজ্ঞতার সাথ অভিনিবেশ তাঁহাকে সম্রাজ্ঞী লোকচক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত করে; সকলে জানিতে পারে তিনি রাজ্যে একজন বিচক্ষণ ও প্রতিভাসম্পন্ন নৃপতি হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর স্বামী—ইংলেন্ডের রাজা এমন ইংরাজের অধীন। কাজেই রাজ্যের সাথে মুক্ত সাম্রাজ্যীর নহেন।

বিদ্রোহী বিদ্রোহের সময় ইংলেন্ডের ইংরাজ পক্ষে থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছেরা বিদ্রোহী হইয়া ফ্রেডারিকের আক্রমণ করে। ফ্রেডারিক কর্তৃক সাম্রাজ্ঞী কুমার প্রথম ইংলেন্ডরাজের অধীনস্থিতির বন্ধনে—অবার ও রাজ্যের নির্দেশাবিধা প্রথম ও ইংলেন্ড কর্তৃপক্ষের হস্ত হইতে ঐ ভার বিচ্যুত হয় নাই। ফ্রান্সি ও এলিজাবেথ তাঁহার বিরুদ্ধাচরিতা প্রথম পরিচয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত কুমারী রাজকুমারিদের মধ্যে উচ্চ ব্যক্তি হইতে পারেন নাই। এবং তাহা হইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি কখনও পর্যন্ত প্রতিপালনের হইতেও পরা হন নাই। তিনি ভিক্টর-রাজের প্রতি অনুরাগী ও প্রদর্শনের ছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ও প্রথম আদর্শের রাজিনিষ্ঠা পারেন নাই হয়, আর্থিকতার থাকে না, ও নিজের স্বার্থের জন্য যে এমন দুর্বলতায় তিনি স্থায়ত্ব ছিলেন না।

মহারাজ হেনরির ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজে সম্রাজ্ঞী পরিচালন করেন। অবশ্য প্রতিনিধি রাজনৈতিক সাহায্যের আবশ্য রাজকে রেজেন্সে নিযুক্ত করেন। রাজ্য ও ধনের পর বন্ধুরাজ রাজ রাজক ভবিষ্য বিদ্যার রাজকর্মচারীকে বহি পর রাজ করেন। রাজ্য রাজ এবং রাজ্যের কার্যভার সম্বন্ধে হেনরির রাজ্যের স্বাস্থ্য ভীতি লক্ষিত হয় নি। ভিক্টর রাজের স্বাস্থ্য রাজ্য-রাজ্যের ঐ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা হয় অথচ রাজার মধ্যে কোনরূপ অনিষ্ট ফলের আশঙ্কা নাই। কুমারী রাজকর্ম অধিকার অর্থাৎ বলিয়া একটি আখ্যাতি হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যেরূপ অতি সাহস করিয়াছেন, তেমনি সাহ ও ধৈর্য্য বিবাহ রীতিও জানিতেন।

কুমারী রাজ প্রাচীন ভাষার বুৎপত্তি ছিলেন। ইংরাজি-ভাষা ইংরাজ মধ্যে প্রবেশ করে নাই। তিনি ইংরাজের ভাষা ভাল ভাষা লইতে পারেই ছিলেন। এই বিষয়ে ইংরাজ রাজের যা ইংরাজের সাহায্য করিবার ইচ্ছায় পূর্ণ ছিল না। তাহার ভাল ইংরাজী বলা এবং লেখা বন্ধুর রাজকুমার কলেজে বিদ্যা প্রাপ্ত রাজক, তিনি সুশিক্ষার লোক সেজন্য রেজিস্ট্রেই সাহায্যের মন রোগ ইংরাজ ভাষা ব্যবহারে রোগাক্রান্ত করা বিদ্যা ডি, সি, এল, আই, ও ডি, সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্তি বিজ্ঞ লোকে ও বিশিষ্ট লেখা বা রোগাক্রান্তের রোগ। অবশ্যেই তিনি ভীতের ভয় করেন নাই।

কুমারী রাজের ভাই পুত্র অনেক রোগভোগ পর প্রাণ হয়। কয়েক বৎসর পরে তিনি স্বীয় রাজ্যের-পুত্রকে রাজ্য দিয়া পরিত্যাগ করেন। ইংরাজ সর্বদাই অধিক ব্যয়ভার রাজার জন্য। ঐ রাজ্যের-পুত্রই এখনে প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়া ইংরাজ রাজের রোগভোগ পরে সম্রাজ্ঞীন আছেন।

বন্ধু।

(শ্রীমতী অরুণা দেবী।)

(৭)

সে লজ্জাজিষ্টুর মত করিয়া বলিল, "আমার আই মন হেরে না যদি, না আর কেউই না। এই আমার প্রথম অপরাধ, আর ঈশ্বরকে বলবেন যে এটাই শেষ। উঃ! আমি কি করেছি! প্রথমে ঘরে ঢুকে তোমাকেই কি না খুন ক'রে ফেলতে যাচ্ছিলাম! কিন্তু ক'রে ফেলে এখন কীবনে?"

একটু ভাবিয়া লতা বলিল, "এই কি এখন তোমার কীবিকার উপায়? এর চেয়ে কি তোর ভাল লতা তুমি এই এত বড় অন্যায়ের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে পারলে না? বল ত, আমার কাছে তুমি এসেছ ভালো কি ফের? আমি যেন হয় তোমার তা খুঁজে দিতে পারতুম।"

নীলমণি একান্ত কাঁদিয়া ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, "হয়ে আমার সমস্ত কথা তোমার খুলেই বলি, তখন তুমি আমার উপর আর রাগ করতে পারবে না; কথা হেরে ও আমার সঙ্গে তখন ঘৃণাই হবে। তুমি জানোযো যদি বড়লোকের ছেলে ছিলুম, বাবা অনেক আছেই পাঠিয়ে দেন পাঁচটা সওয়াটে বন্ধ ছুটে, আমার সর্বনাশ হলো। তাদের যখন সর্বনাশ হলো, তখন আমার ফেল-করার ঘরে উঠেছে। চাকরী ছাড়িয়ে দেবার ভয়ে কিছু বলতে পারিনি; অনেক খোঁজ, খাটতে পারিনে; বাবের মেস ভাল না, ইংরেজি বড় কারা এই সব আপনের একটা না একটা খাই অনেক ছাত্রের কাছেই বারে বারেই যেতে হেরে। তার উপর মনিবার মেসেরও অনেক। কেবলো যো সবীর আর আমার ধারে কি? এইতো হয়, এর উপর আমার এক বন্ধু আমাদের মেস অন্যত্র উঠে গেলে, সরিয়ে দিয়ে ক'রেছি। তখন কি যে দুরবস্থায় হলো, আর বলবার নয়। মনে হো একটা হাসপাতাল হয়া হবে, বিছুই তো জমে করিনি। কিন্তু এখন দেখছি সেই পুরনো মেসেই আমার এই পাপের বোঝা দুটি বন্ধুতেই ঘাড়ে চেপেছিল। আমার অবস্থা তুমি একবার ভেবে দেখ যদি! বন্ধু হয় আমার বৈধব্য পৃথিবী! এত যন্ত্রণা কি কখন আমার মুখ ফুটে একটি কথায় বলে ন;—বন্ধুই নিজের সেই অন্তরতরের মূলের মধ্যে পুষে রেখে দেয়। সেই সেই তার সর্ব শরীরের হাড়গুলি খেয়ে যাচ্ছে, অথচ বোধ লজ্জা নিবারণ করতে পারে এমন একখানি আর কাপড়ও তার পরনে নেই। তার উপর ছেলে মেয়েগুলি খাবার, খেতে, চায়;—"

হঠাৎ আমার হৃদয়ে বজ্রপাত উপস্থিত উপস্থিত, একটানি কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্তে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ক'টি ছেলে মেয়ে?"

"চারটি" বলিয়া নীলমণি মেঝেতে মাথা করিল। তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার হইয়া আসিয়াছিল। গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার সে বলিতে লাগিল, "দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে,—মাসেবিয়ার জীর্ণ কঙ্কাল ক'খানা,—সেকি আর চেহারা! সেই ছাড়া মেয়ে আমরা যদি, দিনের পর দিন উপবাসেই হয়ে মেয়ে যাচ্ছে আমের। এ কথা তুমি হয়তো অন্তর ঘরে বসলাই অনুভব পারো না; অন্ন অনুভব, এ মেয়ে মেয়ে ছেলে একটি বিধবা মহা ঔদ্ধত্য অন্যায়! কিন্তু তোমার বিধা নিশ্চই বাড়িতে বলিনি। ছেলে মেয়,—তোমারও তো ছেলেমেয়ে আছে?"

'অবিশ্যি' শুনেই আমার সমস্ত গায় কাঁটা দিয়া উঠিল।

নীলমণি বলিতেছিল, "আমার সন্তান সব না খেয়ে মরতে লাগলো, আর বাড়ীর ভাড়ার তাগাদা হয়া ভয় আমার দিলেন! বড় মেয়ের যার বিশ্বাস আমা হয়, যার আমা উপবাসে, সুখাত্ত পুই ছেলে মেয়ে! ছেলে

এবং বেশি কথা, এ কি প্রলোভন! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

সে আমার মুখের উপর চোখের দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ তৃপ্ত দিয়া বলিল। আমার মনে হইল যেন দুজনেই কোন অজানা আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু এখনও ঠিক, সে যা বলিয়াছে, তা কিন্তু অস্বীকার করিবার যো'ও নাই। আমার 'আমিত্ব,'—আমার 'আমার'!—না না, তার কি সম্ভাবনার জন্যও দুর্বল বিশ্বের ঐ পার কোন লোকের কোন সুখের আশা করিতে পারে!

উঠিয়া জোরে হাত দুখানা মাথার উপর তুলিয়া বলিলাম, বলিলাম,—"নীলাম্বর! তুমি যাও, এই তোমার প্রথম দেখা, এখন তোমার হাত পায়ের মর্যাদা তুলিতে পারি! তুমি তোমার স্ত্রী সুখের জন্য সাধু পথ উপার্জন করবে?—বেশ! আমি কালই তোমার আমার ব্যবসায়ের আধিকে ছুটিয়ে দেবো। অবশ্য পরের কি বুদ্ধি টাকা ক'রের তুমি এখন তোমরা দেবে পারবে।"

নীলাম্বর বোধ করি আনন্দেই কথা কহিতে পারিল না, কেবল কৃতার্থ হইয়া মাথাটি নত করে চারিদিক দেখিল। হায়রে অজ্ঞান! এখন তার চোখে এমন সহজ পথা আছিতে দেখাই যে ছোট ছেলে, আর তোমার বন্ধুরা যারা তাহিয়াছে বলিতে পারি না

বলিলাম, "আজ তবে যাও—কাল আমি নিজেই তোমার ঘরে দেখা করতে যাবো। হাঁ,—ভালকথা তোমার তুমি থাকো?" পাছে বিশেষ আবেগে অজ্ঞান সে আমার হাতে মুখ ঘেষাইতে-না-পারে, তাই তাড়াতাড়ি আমিও পা বাড়িয়ে ও নিজেই দেখা করিতে যাইতে উদ্যত হইলাম। আহা! একটা পতিত জীবন যদি আমার একটুখানি চেষ্টায় চিরদিনের জন্যই মুক্তি হইয়া যায়, তা একটুকুর মায়া আমি করিতে পারিব না!

নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, "রাজীবদির পশ্চিম পাড়ে একটা ছোটোর ঘরে আমি থাকি। তুমি যাও, না যাও,—আমি নিজেই তোমার কাছে কাল আসবো।—কি আমি, যদি তুমি ভুলেই যাও। সেটি হলে আমার বড় ছেলেটি যাবে পড়বে। কালিয়া থেকে তার চাইতেছেলের মতন তীব্র তার আমার অন্তর হয়ে আছে। অন্তত না করুন না পথা, তাকে তার আর তাহাকে সন্তানের সমান স্নেহের আশ্রয় ক'রেই এই কাজ করতে এসেছিলুম যদি,—"নীলাম্বর তার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। বুঝিতে পারিলাম—সে কাঁদিতেছে

আহা সে কান্না যে বড় মধুময়! আমারও চোখে জল আসিতেছিল; সত্যের তার কিছু দেখিলাম,—সত্যেই একখানা বল চাকার চোট লাগিয়াছে। তাড়াতাড়ি আমি পড়িবার কিছু না পাইয়া কোটটাই কি টানিয়া পায়ে দিয়া আসিয়াছিলাম। তখনকার ওর মনে হয়; তাড়াতাড়ি তাহার হাতে পেটা ঘড়িটা দিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ না করিয়াই ছুটিয়া চলিয়া যে কি করিব ঠিক না পাইয়া আমার পায়ের ধুলা তুলিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইল।

হাত ধরাধরি করিয়া দুজনে আমরা বাহির বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দেখি, কখন কি আমাদের সাড়া পাইয়া চুপি পালাইয়া গিয়াছিল,—হয়ত ঘড়িটার পড়িয়া বলিল, "বাবা, তুমি আর মনে কথা কইছিলে?" বোধ হইল বিস্ময়ে সে যেন সেইখানেই থমকিয়া গেল।

আমি কিছু বলিবার পূর্বে নীলাম্বর হাসিতে ভরিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যা ঠাকুরানি! আমরা আপনাদের জন্যই তাই হিসেব যাব করেন। মনীষকে এত আদরে যার কাছে আপনি অনেকের মধ্যেই একটা দুঃখের কাহিনী এখুনি শুনতে পাবেন বলে। নীলাম্বরের নাম শোনেননি? আমিই সেই হতভাগা নীলাম্বর।"

চাকর তেমনি আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। আমি বহিবাটীর পথের দিকে অগ্রসর হইলাম। বহির্বাটীর বাহির মোসাই ছিল। চাকর বাকরের ভীড়। এ অবস্থায় সে কেমন করিয়া এই মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? আহা বেচারা!

"যেয়ো ভাই, ভুল যেওনা। তোমার ভুলের উপর দুটি মানুষের ইহজন্ম সমস্ত নির্ভর ক'রে রইলো, আমার জীবনের শেষদিন অবধি এই মনটা মনে রাখবে। এখন

কিন্তু আর একটা কথা মনে পড়ছে,—আমার মনে হচ্ছে,—তা যা আমার অবশ্য বলিবার ছিল না, তা হলে তো তোমার এই অমূল্য সময়ের মধ্যে এখন ক'রে এসে পড়তে পারতুম না! সেই জন্য বিদেশ যাবার সময়টা ঠিক ক'রবার সময় আমি তো তোমার মুখ চেয়েই পাকিয়ে যাব।"

গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহ বন্ধুকে প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যেই নোঙ্গর করা আশ্রয়ের পরিচয় জানাইয়া দিল।—"তারপর কি আইসারো যাবে? তা যাই হোক, সেও তো হয়েছে ক'রে ফেছে। তার সম্বন্ধেই তুমি আমার তোমার কথাটা ভেবে দেখতে পারো।"

ফিলিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাবার পেছনে ঠেস দিয়া চাঁদ বসিয়া আছে, আমার দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমার জন্যে এখন আপনারা আর কষ্ট করবেন না।"

"আচ্ছা না," বলিয়া আমি তাহার পাশে বসিয়া পড়ায় আত্মপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাহার কাছে বর্ণনা করিলাম।

কাহিনীর প্রথম বিভাগেই চাঁদ শিহরিয়া একবার বাধা দিয়া উঠিয়াছিল, "আপনি! ওটাকে তাহলে খুন?"

তারপর বলিতে লাগিল, "তোমার সাহিত্যে যিনি অবশ্য এখনি তার কর্তব্যের যে ত্রুটি আর কি বলবো! কেবলই মনে হচ্ছে না বলা কি ছাই পাঁশ জিনিষের জন্যে তোমার তোমার বিদেশের মধ্যে ছেলে পাঠালুম কোন মানে খুঁজিই পাই না। শেষে আর থাকতে না পেরে নিজেই চলে এলেম।"

তারপর সব কথা শুনিয়া সে তোমারদিগের ঘরে চলিয়া গেল, "আপনারা, এতে আর দুঃখি বা ক'রে করে কি? তা তুমি আমায় একটু যত্ন বা দেবে, ঘর সংসার আর এল ছিল বাবাকেও না হয় তোমাদিগের কাছে দিয়ে যাবো।"

আমি পাশের আমাকে আমার করিয়া বলিলাম, "এই তো চাই! যে আমার মনের মতন হয়েছে তাকে আমি ছাড়ি, এমনতর কত চাঁদের মতো ছিপ দিয়ে গিয়েছি এখন চলে যাই। অনেক বার এমনি ঝঞ্ঝাট হয়ে, দুই একটি আর হবে তোমার না।"

চাঁদ উঠিয়ে গিয়া কি করিয়া আমায় ধরিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওর সঙ্গে তোমার কবে কথা?"

"সঙ্গের তোমার? আমার সঙ্গে ওর কেউ ছিল না তো।"

"যায় ছিল না কি? আমি নিজের চক্ষে একটা তোমাকে একটা কাগজ ক'রে দুটো পাতায় লেখতে। 'ছিল না' তুমি বলো কবে?"

হঠাৎ মনে একটা সন্দেহের মেঘ ঘনঘটার মতোই এক দমে ঘনিয়া উঠিল। চাঁদ হাসিমুখী তুলিয়া লইয়া উহাদের প্রথমে বড় খাতা দিয়ে দুইয়া দেখি। আমার মনুষ্যের মত সাহসের অভাবের পরিচয়।

সেখানে কি একটা লেখা আছে?—আমারই দুটি কথাই তো,—আর তার সঙ্গে সঙ্গে ওর নাম, তারিখের পাকা-পাকুয়ারী, সমস্ত ঠিকঠাক লিখিয়াছে তোমার ওদিকে অবহিত হইয়া বিসয়াছে!

বন্ধু আমার পরিচয় আমীরীদির চতুরালীর মিনীমাত্রের মধ্যে নীলাম্বরের বা তাহার 'খোকার' মনের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া মিলে নাই। বীরির 'পক্ষির চীরে' শুধু একটা প্রকাণ্ড ঘটনার অনেক দূর অবধি নিজের কাজ বাজা খুলি লইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়াছে এই দেখিলাম। ঘটনার সহিত ইহাদের কোন ব্যথা আছে বলিয়াই বোধ হইল না, আমার মুখস্থ এবং সহজ।

ইহার পর আর লিখিতে পারি নাই। লিখিবারের কোন অভিপ্রায়কে তোমার সমাজভুক্ত অভিমত করিতে দেখিতে পাই না। নীলাম্বরের তোমার না দিয়া এ পত্রে আসিল মধ্যে মধ্যে একথাও আমি ভাবি। যদি আমার কথন তার মনে তোমা হয় 'শুধু এই উপরেপড়ুয়া' এখন তাহাকে বিদায় দেওয়া যায়।

ধর্ম্ম মঙ্গলের গল্প।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

তিনী পরে তারাকড়া অজগর হয়ে পড়ল। ধনিরা বৌ, সে তিনীর উপর হেসে? আর হবে তোমের জন্য মুখ আমাকে নিয়ে ছিল—তি নিয়ে? তোমার জন্য বিদায় কাঁদছি, তিনি বৌ। ধনিরা বাঁশের বৈকে নিয়ে ধরে বিদেশিনি। আহা, তার ছোট বাঁশী, তার আদরের বাসরের ছোট—সবই ত এ তিনীতে। আজ তুমি চাঁদ তিনি মুখ হলে গেছে। ধরো ধরো ধরো। এখন তিনীকে কি করে তোমাই, আমি কাঁদছি যে। ধরো ধরো—ধীর তিনি এস।" তিনীতিনে তুকতাকী উঠে চলল। সমস্ত বিদায়ের অবিশ্রান্ত উঠে তেমনিতে তারা চারদিকে উপস্থিত। লাউসেন নিজে পড়লেন, বিবাহের তেল বন্ধায় চাঁদ মাটিতে মুটিয়ে পড়ে ধরণ ধীর—তের ছেলে মানুষের মত কাঁদতে লাগলেন। সাধারণ এসে সমস্ত শুনলেন,—ধর্ম্মের পায়ে তাঁর অতল ভক্তি, সুখদুঃখের অতীত তিনি। তেমে উঠলেন "এই ভয়ে কাঁদছ লাউসেন? তুচ্ছ এত ভয় কি আর কিছু আছে ধর্ম্মের? আজ রা, পরলোকে যাবে বলিয়ার মঙ্গল হয় তাই কর।" লাউসেন উঠলেন, তেলেভাজে বলিয়ার শিঙা নিলেন, তর্পণ করলেন। তারপর ধর্ম্মপূজার ঘট নিলেন। তবিধি তেটে তের বেলা হয় না।

ধরাশ হয়ে ন উঠেন বলেন—"কি অতি মালিক?" সাধোরা বলেন—"সব ত হয়।" লাউসেন বলেন—"সে কি?" সাধোরা বলেন—"নিজের তের ত টুকরো করে তেটে আগুনে আহুতি দাও। তের যদি ধর্ম্মের লয় হয়।" লাউসেন রাজী হলেন—সাধোরা আগুন জ্বাললেন। মাটি লাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, ধর্ম্মপাল তরে লাউসেন সর্ব্বাঙ্গের রক্ত তেটে তেটে আগুনে তেলতে লাগলেন। তোড়াপরের গন্ধে চারি দিক ভরে তেল,—ভক্তের প্রাণে লাউসেনের তের তেলে তেল। তবুও ধর্ম্ম সন্তুষ্ট হলেন না। ন উঠেন বলেন—"কি অতি?" সাধোরা বললেন—"নিজের মাথা তেটে আহুতি দাও।" খানিকক্ষণ চুপ করে তেকে লাউসেন বললেন—"আমার সঙ্গে তোর হয় তোমের বড় ভাই। তাই এই ভুল কি?" সাধোরা তোমাদের কথা শুনে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন—তারপর নিজের হাতে খাঁড়া নিয়ে নিজের মুক তোল ফেললেন। লাউসেন পায়ে পড়ে বারণ "করা হয়।" সাধোরা বললেন "অবশ্য তের হয়।" উঠর নিজে খুব জোর বলে লাউসেন ধরে হাত নিলেন,—বললেন—"ব্রাহ্মণের ত এই ধর্ম্ম হয়,—আমা পূর্ণ হল না তের নিজে না। সত্যযুগে এমনি হয় হয়।" তক্ত, আমিনি সবাই মূর্চ্ছিত হয়ে তেলার বন্ধুলন, শাঁখ, ঘণ্টা, ঢাক, তোল তেজে উঠল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠল,—লাউসেনের কাটা মুক মাটিতে পড়ল। তাল ধরে—"সাধোরা, তুমি বড় নিষ্ঠুর। আমি আমার চারনি তের জন্যে সাধিয়েছিলে? সাধারণের ত শিক্ষার উচ্চ নিজে না তের? তোমার জন্যে আমি মরলুম—এ পাপ তোমার সাধুবে।" তোমের তারা নিজ হয়ে তেল,—তখন বন্ধ হল। তেলেভাঁয় তখন মাথাটী তেকে সাধোরা শ্রেণীর তেকে নিলেন। তারপর নিজের মাথা তেটে আহুতি নিলেন। মাটী মুক তাল উঠল—"সাধারণে আমার ধারণ ঠাকুর।" তক্ত, আমিনি সবাই আনন্দে বন্ধুল, পুরোহিত নিজের তোমাদের প্রাণদান তরলেন। ধনিরা বাসরঘর চাক মাথার তেকে বলল, তোমরাই জন্যে ঠাঁদ নিলে, মরোরম ঠাঁদ তোমের তেই পরে ঠাঁদ নিলে। তারার মুক মুদুল তেল বলল, মাটী তক তারাদের পুড়ে মরল। একমাত্র তেঁটা মুদুর আশা ছাড়তে না,—সে বলে "আমি ধর্ম্মকে না তেকে

বন্দি না।" গোলাম নফর তাড়িয়ে সকলের মুখ যেন কে এঁকে দিয়েছে। কেবল যে নিরক্ষি—সে নিরক্ষি

এমনিতে বন্ধের আসন টলল। বহুক্ষণে বড়ি গেছে বলল—"প্রভু শ্রীযিশু, তোমার আর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে হবে। পাইলেসের ঘরণী স্বপ্ন দেখেছে—এই যাকে আপনিই যাবে।" কি বিপদ! তখনি বন্ধু-বান্ধবে মিলে বন্ধু হাজত খোলেন। যেই বিচারে বন্ধ করে ফেরে এল,—বন্ধু বললেন "যেই, আমি বন্ধু আমার মেরুদণ্ডে ফেরেছিলে যে? কি বল চাও তবে আমি তোমার কথা রাখি।"

যেই অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে বন্ধুর সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখলে। তারপর বলে "আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। আমার আপনি যা দিয়ে ফেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাই।" "কৃতার্থ আমেই সৃষ্টি হয়ে গেছে—আর কে আমি পরিত্রাতার মেরুদণ্ডের বন্ধুত্ব। বন্ধু বললেন—"আর কিছু চাও, ও বল না।" যেই আমি, মুখী, বন্ধিত হয়ে চাইলে,—পল হয়ে চাইল,—সকলেরই আগে বন্ধী হয়ে গেছে। যে আর নতুন করে জগতে ফোটাবে।—বন্ধু গেয়ে বললেন "তুমি অনেক হয়ে যাও।" যেইর নয়ন জল মুছে গেল, মানুষের সত্য আকাঙ্ক্ষার পাত্র হয়ে সে মুক্ত হয়ে গেল।

তারপর বন্ধু চলেন পাইলেসের ওখানে। সে চুপচাপ হয়ে পাইলেস বন্ধুপূজা করেছেন। সে তখনো হাত বাঁধা ছিল—যেইকে বহুমান হাজতের ভাবে মুখে আবেগে। সন্ধ্যার পরপর মুছিয়ে বন্ধু হাতে আটা হুত ফেরে দিলেন। সন্ধ্যে ঘরে ঢুকেন, সন্ধ্যার ঘরে চলেন যাবার হুকে। সেন বন্ধুরা, ঘরে ঢুকে বললেন—বন্ধু তখনো একটা মুখের মধ্যে মুখ গুঁজেছেন। "যেই তোমার সেই—যে আমার প্রাণ দিয়ে।" পাইলেস বলেন—"আমার আমি বন্ধু।" যাদের নিয়ে আমার নিজের ঘরে পাইতে যাবেন—এমন সময় বন্ধু এসে হাত ধরলেন। বললেন—"আইলেস, আমি বন্ধু।" পাইলেস বলেন—"তুমি যদি বন্ধু হও,—তোমার পরম কৃপায় কৃপ আমার মেরুদণ্ড। বন্ধু,—আমার, আমি যে ভয় পেয়েছি,—আমি সেই ভয় মেরুদণ্ড চাই।" বন্ধু তখন চতুর্দিক আকাশে মুখ তুলে দিলেন—ভয়ের ঘরের সন্ধিত আলো হয়ে গেল। আকাশ ঝড়ে মেরুদণ্ড মেঘ মিলেন—সবাই মোহ হাতে তাঁর পর বন্ধুরা। পরদিন পিতা তখনকার সেই দিবা মূর্তি বন্ধন করে পাইলেসের এতদিনের এত দুঃখ আশা সব মুছিয়ে গেল।" বন্ধু বললেন—"বর চাও।" যা আর চাইবেন কি, পাইলেস তখন সব ভুলে কেবল মেরুদণ্ডে মুখের পাশে ফেরে আছেন। সেখে অনেক পরে তাঁর যখন পৃথিবীর কথা মনে পড়ল তখন বললেন "আজ-রাত্রে পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠে।" বন্ধু বললেন "তথাস্তু। আজ-রাত্রে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় হবে। তোমার যত লোকজন আছে—সবাই তোমার সঙ্গে মেরে উঠে যে।" বন্ধের জ্যোতির্ময় মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। পাইলেস অন্ধকারে বসে ভাবতে লাগলেন—কি দেখলুম! কি শ্রবণ!

অন্ধকার রাত্রে বহুমানকে মনে করে বন্ধ সূর্যালোকে দেখেন। সূর্যকে বললেন—"আজ রাত্রে পশ্চিমদিকে উদয় দিতে হবে।" সূর্য বললেন—"সে কি হয়! সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত তা হয়নি—।" বন্ধ বললেন—"আমার আদেশ।" সূর্য বললেন—"জগতের যে ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছি।" বহুমান বললেন—"কেন চালাবে! তোমার রথ ভস্ম আঘাত করে দিয়ে যাব।" সূর্য বললেন—"না, না, আমি কেন আসছি। তুমি আর কেন কষ্ট করবে। ঘোড়া এল, রথ এল, কেবল কেবল অন্ধ নাহয়ি চক্ষ হারিয়ে ছিল। রাত্রিরে ওঠে পশ্চিমদিকে আলো করে অন্ধকারে সূর্য—উঠলেন।

পাইলেস তাড়াতাড়ি তুল তুল ছিলির সন্ধিনের বাড়িতে তুলতেন। তারা সবাই পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখে অবাক! ছিলির ছিল যৌবনের সাথী সে আমার ছিলেনার। পাইলেস বলেন—"ছিলির তুমি সাথী হবে।"

এদিকে যেখে যেখে ঠেঁটে সন্ধ্য যেন, পশ্চিমদিকে সূর্য উঠে।—এই আশায়। তার সঙ্গে দীর্ঘে সব লোক বসে আছে বহুক্ষণ, তুমি, এদিকে যেন তার সকল কর্তৃত্ব তুল যেন যে এসেছে। সন্ধ্যিদিকে যেখানে,

ঘরে ঘরে খুঁজিয়া পাই। কোথায় কোন্ ঘরে পাপীর উদ্ধার হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহারা কি করিলে তাহার কৃপা পাইবে—তাহা ত তিনিই জানেন—তাহাদের খুঁজিয়া আনিতে হইবে।

পল্লিবাসীর আগমনে পূর্ব্বে নির্জ্জনে যেরূপ শান্তিবিরাজ করিত, পুনর্ব্বার সেইরূপ হইল। মাইকেল তখন মোটামুটি গুছাইয়া লইয়া কাজে মনোযোগ করিলেন। বর্ষের দ্বিপ্রহরে, রক্ত, পতাকা, শাস্ত্রাদি লইয়া যুবক যোদ্ধা রণ,—সোল্লাস সঙ্গে তরে তরঙ্গিনী দিয়ে মাইকেল যেন ভিড়িলেন। অমনি বন্ধুর পরে পরে নানা লোক, আত্মীয়ের মেলা যেন সেখানে আসিয়া সমবেত হইল। সাহোদা বলেন—"বাপ, আই সকল তীর্থের সার, সকল দেবতার ওপরে।" মাইকেল মুখ্যুলেন, যোগেন বিশ্বে, আনন্দে যোগে মুখ্যুলেন।

ঘরে চাল বাঁধিয়ে মাইকেলের স্ত্রীরা এসে বাসা নিলেন। যোগেন যোগে ঘরে, তখনও ঘুমে এসে। মাইকেল প্রথমেই যোগেন আনালেন, যার কারণ। বড় এসে যোগেন আনায় ঘুমায় যোগে, পাশে আসিয়া তার মুখ ঘরে উঠিল। কলুর সরকার খুঁটির ভিতর বসিয়া মাইকেলের সমস্ত করিল। সেই সময় তাহার কথা, নিজের ঘরে নিজের মানা নাই। ঘুমের ঘরের স্বাই জানেন, মাইকেল বন্ধুর জন্যেই যোগেন ঘর ঘুমায়। এবার সময় আসিল, যোগিনীকে সঙ্গে করে এসে ঘরিল। যোগিনের লোকজন মাইকেলকে ঘরে নিয়ে গেল, বড় আনন্দের সাথে বন্ধুর যোগ মহাদেব পাইলেন কিন্তু—বাড়িতে ঘরে যোগেন।

(ক্রমশঃ)

কৃতকৃত্যতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায় শ্রীযুক্ত পরমকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্ এ, বি এল্]

উচ্চাশা।

মনুষ্যের উচ্চাশা (Ambition) যে পরিমাণে এ জীবনে প্রায় চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে তাহার পক্ষে উচ্চাশার পরম জীবনের প্রয়োজন তত অধিক। এই উচ্চ অনুভূতি হইতে মানুষের মুখমণ্ডল, ভাষা পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে, উচ্চাশার ক্ষেত্রভেদে, ধারণায়, অনুভিতা, দুর্দ্দিমতা, দুর্দ্দিমতা, প্রভৃতির প্রকৃতি তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উচ্চাশা বলিতে উৎকট আশা বুঝায়না। যিনি মনে করেন, যে তাঁহার দুর্দ্দিমতা সমাজের অপেক্ষা স্বল্পতর, তাঁহার অপরিচিতা অল্পতীব্র, তিনি দুর্দ্দমনে যাহা করিতে পারেন, অপরে উচ্চাশা হইয়া তাহাদিগকে তাহা সমাধা করিতে পারে না, অথবা তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি সমস্তুল অপরিমিত, অধিকীর, তাঁহার উচ্চাশা নিষ্ফল হোক করিয়া উৎকট আশার পর্যবসিত, দুর্দ্দিমতা হইবে। উচ্চাশা অপেক্ষা অধিক বিস্তারিণী। উচ্চাশা ও উৎকট আশার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। উচ্চাশার লক্ষ্য, কি উপায়ে সমাজে-জাতীয়জীবনে মূলমন্ত্র হইবে। সাধনায়, অনুভিতা, প্রবীণতায়, দুর্দ্দিমতা, দৌরাত্ম্য প্রভৃতি কি উপায়ে প্রকৃষ্ট হইবে। উৎকট আশার নিম্ন, সমস্ত অপেক্ষা আমার চাইবার, সবই আমার জন্যের এই উপলক্ষে মাত্র অবধি। উৎকট আশা অপ্রকৃতির লোকের সঙ্গেই দেখা যায়; যেখানে ব্যক্তি অসমর্থ পাপী আশায় ঘুরিতে বিপদের ভয় না। উচ্চ অনুভিত হোক অপেক্ষাকৃতীর্ণ হয়ে প্রেরণ করে না। এই বিশ্বে আমার যৌবিক পার্থক্য সকলেই অনুভব। এটি যেমন অনুভূতির ভাষা বিস্তার করে, অনুভূতি তারিক ও মনস্তত্ত্ব-উৎকৃষ্ট

অবস্থা ভোগ করে। একটি কুল অবস্থার পরিপূর্ণ আনন্দটি ও স্বস্তির আরামটিকে সকলে মিলে ভোগ করে। সমস্ত সমাজ উৎসাহ উল্লাস ভরে উচিত করিতে থাকে, ঈ ভাবের উদ্রেক আমরা সমাজে পরিবার করিতে চাহিব। উদ্বিগ্নকারী সুখের পক্ষে উদ্বেগই আমা একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। কি সমাজ, কি অন্তর দুটিতে কুণ্ঠীয়ু সুখ যত সহজে দূর করা উচিত। সেইরূপ সমাজের পরিধি আমরা বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করা সকল। কিন্তু অন্তরের চেষ্টা অসাধারণ।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আমাদের ও অত সাধ—আমাদের উৎসবটি যদি লক্ষ হইবে, উহাতে সমস্ত জীবনটা ঢালিয়া দিতে হইবে। আমাদের কিন্তু এ আশঙ্কা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাসটি সমাজে যে কবিতাটি প্রচার করিয়াছে তাহা বোধহয় তাহার প্রমাণ হইবে :—

"শিরোপরি যদি পতে পাপী রসনার
লক্ষ লক্ষ বিষোল্গারে কিভিপালনার কিভি-
পতি চক্রবর্ত্তীরে পুনঃ।
চক্রবর্ত্তী পুরস্কিরণে সুখপরিপ্লাবনে তাহারি
ঐক্য বিন্দুসম সুখে পুরায়ে আপনারি দো
ষের।"
—সাহিত্যকল্পতরু

পরিবার যদি সমস্ত জগতের সমস্ত, সমস্তের অধিকারী হওয়ার প্রত্যাশী, সমস্তকেই যদি সুখের প্রধানী অভিষিক্তিতে অভিষিক্ত হইবার ইচ্ছুক, তিনিপতি চক্রেশ্বরের জন্য উদ্বেগ, চক্রবর্তীর সুখসমৃদ্ধির জন্য অধিকারী, ইহাদের প্রত্যেকের জন্য ইহারা, তবে বিদ্রোহের জন্য কাহাকে? আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার অবধি কেহ ভাবে না।"

এখন এই ভাবে আমার বিশ্বাসটি গঠিত হইয়াছে। সমস্ত উদ্বেগ আমা আমাদের অধিকার হইয়াছে, মনে করি না। কোনটি সাধারণভাবে পাই করিলে, সকলেই সাধ উপলব্ধি করিবেন, এ আশাসাধারণের ভাব আছে। এখনো বিদ্রোহ লাভ করিবার জন্য আমা বাহা নাই—তাহার সাধ আছে, উদ্বেগ আমাদের নাই। সমস্ত করিয়া, উদ্বেগ আমাদিগকে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে, সভা, সমাজের সমস্ত করিতে উদ্বেগ করিয়াছে। সেইজন্য উদ্বেগ করিয়া অভিনিবেশ। যদি কিছু অবশ্য হইতে আমাদের আশা জন্মে, তবে সেই বিশ্বাস হইবে না। সুখের সঙ্গে সুখ আমাদের করিয়া যদি সেই সমস্ত সুখ উপার্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহাতেও সেই বিশ্বাস না তৃপ্তির হইবে না। বিশ্বাস হইতে সমস্ত লাভ করিবার জন্য সমস্ত মনোযোগ করিলে, উদ্বেগই আমার বিশ্বাসে বিভূষিত করিয়া তোলে মনে করিবে। যে ব্যক্তি এক এক পঙ্ক্তি করিয়া উদ্বিগ্ন দোলাতে আরোহণ করিবেন, তিনি আমাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, তাহা হয় না। উহাদের চিত্ত উল্লাসে ধায় সাধারণ ও তাহা এইরূপে উদ্বিগ্ন সমুদ্র বিশ্বাস আমাদের করিতে প্রবৃত্তি হইবেন। তাঁহারা অবশ্য কখনও করিতে চেষ্টা দিবেন না—আকর্ষিত ও কুণ্ঠিতের আশাদের দিকে তাহা বিশেষ করিবেন না। আমাদের সুখসমৃদ্ধি করিতে তাঁহার নিতান্ত অসমর্থ বাস্তবিক উল্লাস ধারণের চিত্ত অধিকার করিবেন, তাঁহাদের আনন্দটি সব ক্রমশঃ প্রস্তুতিলাভ করিবে অবিশ্বাস অন্তরের বহির্গত হইবে অন্তরের তার পরিণত সুখসমৃদ্ধি প্রস্তুত করিবে। সুখটি তাঁহাদের অন্তরে তার যদি সুখের সমাজ অধিকার করিবেন :—

"সুখসমৃদ্ধকক্ষে যে পরী সো অমরীয়ু।
মুহিলা সমাজোপস্থ নিধি যত্ন অনেষণা।"

"সুখসমৃদ্ধকক্ষের তার অমরীর দুই গতি; এক, সমাজের অন্তরে অন্তরে নিবিড় ভাবে সাধারণ।" ইয়োরোপীয়ের অথবা একটি অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন যায় (and Caesar ass nullius), "যত সাধারণ "সিজার" অন্তরে অন্তরে সমস্ত সুখের হইবে।" অর্থাৎ অমরী সোপানের দুটি সুখোপভোগের জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধিকারে অন্তরে সম্ভব, আমোদাতি সাধন করিবার ইচ্ছা থাকে। অর্থের জন্য অন্তরে কখনো বিপত্তি করে না। ইহাদের ক্রমে উল্লাস সমস্তাধিষ্ঠিত, তাঁহারা কি উপায়ে আমা অবস্থাটী করিতে পারেন, তবিষয়ে অন্তরে আলোচনা

অন্ত-রশ্মির কার্য্য। ইহা ও অন্য কয়টি কারণে হইবে, প্রথমতঃ আমাদের অজ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ আমরা যে পরিমাণে সুবাস ও পরিশ্রম করিতে পারিলে ইহা কম হইবে। কিন্তু অম, অম্লরোগ, অজীর্ণ, পীড়িতের প্রভৃতি সকল রোগেরই আরোগ্যের জন্য ইহা পূর্ব বিশেষ ঘটে, তবিষয়ে উপযোগী পুরুষের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। এ কার্য্যে অন্য হইবেন, সুবাসের যে বিষয়ে বিশেষত্ব আছে তাহা তাহাদিগকে বুঝান কর্ত্তব্য। ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা পরিচালনা, প্রতিযোগিতার ভীতি প্রভৃতি অনেক আছে, যিনি সৌন্দর্য্য দেখাইয়া, মানুষের মনোভাব আকর্ষণ করিতে পারেন। অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় এ ব্যবসায়ে অনেক ব্যক্তি এই জন্য উচ্চাসনের পুরুষের প্রয়োজন। আমাদের দেশে ইহার প্রচলন নাই বলিলেই হয়। উচ্চাসনারূঢ় হইয়া যিনি ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার এই সব বিষয় অবগত হওয়া উচিত। "অন্তঃ কি বস্তুর, এবং মনীষিগণ ব্রহ্মকে বিশ্বের" এই মহাবাক্যটি স্মরণ রাখিলে, উচ্চাসনে পদ স্থাপন করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

(শ্রীমতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

কি মধু জোছনা আজি এ ভুবনে!
পরে পুষ্প তরুদল ছায়ে ধরণী তল
অধরে কি অমৃতের হাসি বিকশে।
মধুর গন্ধ বায় মাতায়ে মধুরায়
বহিতেছে মৃদুবাস অতি বিবশে।

কি মধু জোছনা আজ আজি এ ভুবনে!
সুনীল অম্বরতলে নেত্রসুখ নিরমল
বহিছে মলয়-বায়ে মোহিয়ে কেতকে।
তরঙ্গিণী কল কলে ধায়িতেছে বুকভরে
জোছনায় ছবি ধরে তীরের পলকে।
সুখময়ী আত্মহারা পতি প্রেমে মোহাকিনী
ভাসিছে আনন্দে স্নেহ শ্রিয় দর্শনে।

সকলি আনন্দময় সকলি মধুর!
নিশীথ গগনে শশি ভাসিতেছে পূর্ণ শশী
কলিতেছে চাহিবারে মধুর নয়নে!
জোছনা মাখিয়া অঙ্গে, প্রফুল্ল হাসির রঙ্গে
কি বেশে পশিছে হায়ে অন্তর ভুবনে।

কি মধু জোছনা আজ আজি এ ভুবনে!
শান্ত শুভ্র নিরমল আনন্দের অশ্রুজল
ভরা আজ হৃদে হৃদে ধরা সুধাময়।
হিংসা দ্বেষ পর দ্বেষ ভুলে সব জগিয়া শেষ
হৃদয়ে সমা সমতায় পর হিতে রত,
ধরিত্রী জীবন আজ সুখকে পূরিত।

সমালোচনা।

প্রবাসিনীর প্রবাসগীত।—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "প্রবাসিনী গীতিকা"। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মহালয়ের গৃহিণী প্রবাসে একটি বাস করিয়াছিলেন। সেখানে বসিয়া তিনি অবিনাশ বাবুর মহাশয়ের অনুপস্থিতি বিষয়ে বিমুক্ত হইয়া হৃদয়ের ভাব লিখিয়াছিলেন। তাহাদেরি বিলাতে বাইবার সময় তাঁহার অনুরোধে লিখিবার সুযোগ হয় নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রবাসে একাকিনীর হৃদয়ের ভাবগুলি লিখিয়াছিলেন। অবিনাশ বাবুর সঙ্গে একত্র এক জাহাজে যাইতে করিতে অবিনাশ বাবুর মহাশয়ের প্রকৃতি ও পরিচয় সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন ও উল্লিখিত করিয়াছেন, তাহাই লিখিবার করিয়াছেন

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। উপহার পাঠে লোকে যে আমোদ উপভোগ করে, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহাপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ করিবেন, আমাদের বিশ্বাস। প্রকাশের সুন্দরের ভাব প্রকাশ ও সুন্দর।

অবিনাশ বাবুর মহাশয়ের যে পরিচয়ের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাসের উদয় হয়। বাস্তবিক বাস্তবিক, বিলাতযাত্রার অবিনাশ বাবুর মহাশয়ের প্রবৃত্তিকথা জানিলে মনে কিছু ঘোর বিরোধের ছায়া পড়ে। তাঁহার জীবনের জানিবার জন্য মনে তীব্র ইচ্ছা জন্মে।

সমাজের সমালোচনা।—এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সমাজের বিষয়ে পরিবেশনের সংক্ষিপ্ত ভাষা বিবরণী ও শ্রীযুক্ত রাজা পরিবেশনের যার বাহাদুর প্রবন্ধ তিনি বক্তৃতা সমাজমার মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠ করিয়া দেখিলাম সমালোচনায় এক মুহূর্ত সভা সমাজের হইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্তের বিষয় মহাশয়ের অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য এই-রূপ। এই সভায় অনেক সমাজের পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া তাঁহার গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়। যখন সভার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর, তিনি সমাজেই বিদ্যুৎসোহই সমাজের।

রাজা পরিবেশনের যার বাহাদুর এই সভার একটী কার্যোপযোগিনী অনুরক্তাহিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ধনশালী, মানবী ব্যক্তি স্বদেশকার্যে সহানুভূতি দেখিয়া, এই ঘোর স্বার্থ-বিদ্বেষের দিনে, আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। কুকবিরা যার যাহার করিয়া বলার পরিবেশ আলোড়ন না করিয়া, তাঁহারা স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য উপযুক্ত উপায়ের পরিচয়ের জন্য নিয়ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। রাজা বাহাদুরের মনের এই প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় অনেক সার কথা পাইবার। রাজনীতির কুটনীতি তাঁহার কার্যে অপ্রকাশ নহে। কুকবিদ্বেষকারী স্বদেশকার্যের মুখরা দেখিয়া তিনি ব্যথিত, শঙ্কিত। কুকার্যোদ্যী ব্যক্তির মুখোজ্জ্বল সংপরামর্শ সমাজের বিবাহিত হওয়াই উচিত।

রাজা বাহাদুর যে কোনও অবান্তর কথার উত্থাপন করেন নাই, এমন বলা আমাদের হয় নাই। সমাজ সংস্কারের পূর্বে রাজনীতির আলোচনা প্রেয়, এ বিষয়ের আমাদের নাই। বহুকালসঞ্চিত আচরণাশ্রিত পূর্বাভ্যাসের বাহুল্যাদ্য আছ করিবে, বাধীনতাকে অবরুদ্ধ করিবে, এ আশা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। রাজা বাহাদুরের মত অনেক। "শিরঃপরিতে লোকা"।

অস্পৃশ্য জাতি ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, অতিশয় অসঙ্গতিকর সামাজিক দোষের, অনেকের সমক্ষে ঘটিতেছে। রাজনীতির প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের বিস্তর বৈষম্য আছে। জাগতিক সকল জাতির মধ্যে বৈষম্যের লীলা অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য। কিন্তু ইঁহারা অনেক পতিত অস্পৃশ্য জাতিদিগের অপেক্ষাকৃত কি আচারগত

সঙ্গে তাহার যোগ থাকে নাই। কিন্তু ঐসমিতিসম্বন্ধে সম্প্রতি কি এ কথা বলিতে পারা যায়।

যাহা যাহারই নিজস্বভাব সে সকল যোগসূত্র, যেন বন্ধন নাই। এ অবস্থায় ফুল, ফল, পাতার ভিতর দুই বাহির আবরণাধ্যায় ভিন্ন হইলেও, সমাজের সমূহ উপকার হইতে পারে। বহির্বাসের বিভাগ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, এই নীতি আমরা সর্ব্বত্র অনুসরণ হইয়াছে দেখা যায়।

পরিশেষে আমাদের সমুদয় নিবেদন এই যে রাজ্ঞী যাহাতে শেষে অন্তঃপুরের আভ্যন্তরিক পরিচালনা ভিন্ন বিভিন্নদেশে অন্যান্য পথে অগ্রসর হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

নারীবিদ্যালয় স্থাপিত।—খ্রীশিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত অমীদিগের প্রস্তাবিত, বাঙ্গী (অন্তর্বেদী) প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীদিগের পক্ষে আবশ্যকীয় নারীবিদ্যালয় আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইবেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা, কন্যাপাঠশালা এবং বিদ্যালয় সমূহের বিদেশিনী এবং অন্তঃপুরে মহিলাদিগকে বার্ষিক ও নৈমিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ও বাঙ্গী (অন্তর্বেদী) প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে শিক্ষা দান করিবেন। বিদ্যালয় হইতে বিদ্যার্থিনী উপযুক্ত স্থানদান ও ছাত্রীদিগকে ১৫ হইতে ১৮৲ পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইবে। সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা এবং ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের সহিত বয়স্কদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রাপ্ত মহিলাদিগের জীবন অন্যান্য হিন্দুবিদ্যালয়ের আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। বিদ্যালয়ের সাধু ব্রত সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা। এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার সাহায্যে নারীরা ইংরাজী পরীক্ষা ও ইংরাজী সাহিত্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনায়াসে স্থান লইতে পারিবে। সমুদয়ে ছাত্রী, ছাত্রবিদ্যা হিন্দুমহিলাই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ের বিশেষ সংবাদ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী—নারীবিদ্যা হিতকারিণী সভা পরিষৎ, অন্তঃপুর, বেলোর ক্যান্টন্মেণ্ট।

হৈমন্তে যাত্রা।—প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত ভূবনেশ্বর ঐল নাথের অষ্টমে পূরক হিমালয় পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি হৈমন্তে যাত্রা করেন। আমাদের বাল্যকালে সন্ন্যাসীদের মুখে এরূপ সমাচার সচরাচর শুনিতে পাওয়া যাইত। এখন আর তাহার কোনরূপ সাহায্য করেন না। তবে যাহা হউক, তাহার পর হিমালয়বাসী ই, এস, বাবাজী ও অন্যান্য অনেক সাধুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। বিশেষ এই-বার পথে আসিতে তিনি কিছু অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। পথে আলমোড়ার রাজধানী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নিত্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি পূর্ব্বের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন। ইতিপূর্ব্বে যখন তিনি কুটীরাদের পথে ঘুরিয়া চলিতে লাগিলেন। তাহার পর আবার সেখানের ছয়ক্রোশ দেবতা তাহার সঙ্গে লইলেন। তাহার পর পঞ্চম উচ্চতায় করিয়া ঘুরিয়া বৈকুণ্ঠ পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে তুষার বরফ সেখানকার উচ্চতা ২১,০০০ ফুট। ঐ স্থানে যাইতে যাইতে তাহার একবারে ঘুরিয়া যাওয়ার হইয়া পড়ে। তখনকার সময় তৈরঙ্গনাথ করিয়া কথাতে কিছু আসিতে পারিলেন না। তাহারা ফিরিয়া চলিলেন।

ইংরাজ ক্যাথলিকের সহিত প্রোটেস্টাণ্ট আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ইংরাজ ক্যাথলিকের অনেক ভেদ আছে। প্রোটেস্টাণ্ট পরিবারের সহিত মিলন উপায় কাথলিকের সেবা হইয়াছে। তাহার স্থানে নূতন সভা নিযুক্ত হইয়াছেন,—প্রাচ্য অন্তঃ পরিষৎ। ইনি এলাহাবাদের আর্চবিশপের অনুচর ছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি সমস্ত উপদেশ লাভ করেন। সেখানে ইনি বিলাতেই আছেন, বলিয়াছেন, সর্ব্ব বার্তালাপের সময় হইলে, ইনি একবার তাহার আসিবেন এবং মাঝে মাঝে লিখিতে লিখিয়া ইংরাজ ক্যাথলিকদের কাছে যোগ দিবেন।

নূতন নিয়ম।—কলিকাতা হাইকোর্টের পূজার ছুটি শেষ হইবার পর নূতন নিয়ম জারি হইয়াছে যে, যে সকল উকীল ও এটর্নী হাইকোর্টে বহু বৎসর ব্যাপী করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এডভোকেট বলিয়া পরিগণিত করা হইবে। এই নিয়ম জারি হইবার পরই হাইকোর্টের কতিপয় উকীল ও এটর্নী এডভোকেট হইবার দরখাস্ত করিয়াছেন। ইঁহা-দের ভিতর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মাননীয় প্রভাস

চন্দ্র মিত্র এবং মিঃ জমলা হক আছেন। ইঁহারা এক-জোটে বসিয়া পড়া হইলে আগিস বিভাগের মধ্যে ঢাকাইকে পাইবেন।

আগরপুরের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও ধনিক মার্কিন সাহ বিদেশের বাস সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত ভারতিকে এককালীন ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে এদেশে ধনীগণের মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। আমাদের শিক্ষার জন্য মনে ভাবনা নেই। যারা ধনিক, তারা শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁর বিদেশের প্রবাসের খরচের জন্য কিছি বরাদ্দের পারে।

ঢাকেশ্বরিস্থানে ব্যাবহারুদ্ধক ঐশিক বৃষ্টি।—ঢাকিশ-পুর আকস্মিকিস্থানের বর্ত্তমান ব্যাবহৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কাগুজের সম্পাদকের তুলি বর্ষিয়াছে যে, ঢাকেশ, ঢাকনী, ঢাকতনি ও ঢোকে পূর্ণ কাটি বিদ্যা করিয়েছে। ঢিক্রোহিনির ঢোকার এলাকা পরিমাণে বর্ষিয়াছে এবং ঢাকনীর ঐশিকপ ভবার কুক্ষণে আজো পাইয়াছে। পরি ঢাকনোকেন্দ্রে প্রাথমিক অবস্থার্ত্ত চলিতেছে। এদিকে বহুসংখ্যক ঢোক ঐশিক সম্বন্ধারী ঐশিকদের ঢোক ঢোকার ঢাকনীর ঐশিকের বৃদ্ধি হইয়াছে। ঢিক্রোহিনিকে ঐশিকদের কার্যকরণে ঢাকনীকারে ঢাইয়া ঢোকা হইয়াছে।

আকাশের কর্তৃক ঢাকনার ঢী ঢা ঢোকাদের বক্তৃতার ব্যাবহারুদ্ধক ঐশিক বৃষ্টি প্রবর্ত্তনের ঢী কল্পে ঢোকদের পাঁচ ঢরিত হইয়েছে। ঢিনার ঢাকনাবিয়া এই যে, ঢাকেশের ঢাইলে ঢিনার ঐশিকপের বৃষ্টি করা হয়।

আকস্মিকিস্থানে সম্প্রতি যে সকল আকাশ যান আমীত হইয়াছে, সে সকল ঢিক্রোহী এলাকার আমীদের ঢোকা প্রকার ও ঢিক্রোহনের ঢাকিনিবিলকা করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী ঢ কথার মুখরকে পাঠিয়ে আকাশযান চালকের কাছ ঢিকা ঢেকে হইয়েছে।

ঢাকিনাতায় প্রাথমিক ঢিক্রা।—বহু মুখরা ঢাকিনাতা কর্পোরেশনের সভায় ঢাকিনাতা নগরীতে প্রাথমিক ও ঢিক্রোনা সম্বন্ধীয় ঢিক্রার ঢিক্রুতি ও ঢীরতি লাভের জন্যকীয় ঢীনের ঢিক্রার কর্পোরেশনের ঢিক্রক এক্রান্তরে ঢোনাকে ঢাকিনির "Ad-Interim" বা অস্থায়ীকারণী ঢিক্রোই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সেই আলোচনায় কর্পোরেশনের মুক্তকারে ও ঢিক্রু কাউন্সিলরদের মধ্যে বহু পার্থক্য প্রকাশ পাইয়াছিল।

ব্যাবহারুদ্ধক ঢাকিনের আলো।—খুব দুই হইয়েছে। সবে ঢাকে প্রবল ব্যাবহারুদ্ধক প্রবাহিত হইয়েছে। ঢাক ঢাকে ঢুকিয়া ঢিয়াছে। ঢাকিন হইয়ে বলিয়া আশঙ্কা হইয়েছে। ঢাকিনের বহু পুরাতন ঢাকিয়া ঢিয়াছে।

ঢেকুর হইতে ঢিক্রুতাকাড়ি।—কে এক ঢাক ঢাকিন ঢাকিয়া সম্প্রতি ঢাকিনাতায় ঢেকুর হইতে নাকে কর্পেয়োল ঢানিয়া একটী ঢিক্রাকারের ও একখানা মুখরক চুরি ঢিয়াছে। পুলিস এই ঘটনার ঢোর তদন্ত করিয়েছে।

ঢর ঢকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।—এবা ঢিক্রোহক ঢকুমার সভার ঢাকিনাতা সভার ঢাকিনাতাকারা নাম ঢকুমার হইয়াছিলে পুর ঢোক নাম ঢকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামকরণের পুর্তি সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ঢীরেন্দ্রনাথ বসু ঢেকুরেন্দ্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র সরকার, অধ্যাপক ঢে, আর গাঙ্গোলি, সার ঢকুমারের ঢীবন কথা আলোচনা করেন। সার ঢাকারাম চুনীলাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

সাইনা বিশ্ববিদ্যালয়।—সাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োই সভার বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ সরায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করিয়া নিম্নোক্ত ঢি কয়েক শ্রেণিবিধি গ্রন্থের ব্যবস্থা করা হউক। প্রস্তাবটির পক্ষে ৩৪টী ও বিপক্ষে ৮টী ভোট হওয়ায় উহা গৃহীত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের সঙ্গে নিম্নোক্ত ঢিক্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—শ্রীযুক্ত সুধাংশু-বালা হালদার, ডাক্তার ঢাকারাম বাগচী, মিঃ ঢাকিক, অধ্যাপক বহুনাথ সরকার, এম, ঢে ঘোষ, শ্রীনারায়ণ সরায়, খাঁ বাহাদুর খালা বহুমদ হুদা, মিঃ ঢিবেটী ও মিঃ ঢে, সি ঘোষ।

চাইনো ঢীন এক্সচেঞ্জ।—কলিকাতা চাইনো-ঢীন আগিস বিভাগে আইন ব্যবসায় চালাইবার ঢোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া যে সকল মুসলমান কলিকাতায় ঢাকা নিকেতন করিয়া ঢ

আবেদন করিবেন। ... [illegible] মিঃ সেঃ, মিঃ, সাহাপুর, ... [illegible] ... [illegible] কিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

মুর্শিদাবাদ এবং চাকদহ।—এখন একটী সুখবর বিজ্ঞাপিত করিতে পারিয়াছি। ইহার নাম—"ভারতোদ্ধারিণী" সভার ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] যে, পাঠে প্রত্যহ দৈনিক আধঘণ্টা হইতে ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৯শ জানুয়ারী তারিখে [illegible] ১ম ও ২য় শ্রেণীর প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। যাহারা উক্ত বিদ্যালয়ে এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে কিংবা উক্ত বিদ্যালয়ের এই শ্রেণীর উপযুক্ত, তাহারা এই পরীক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত [illegible] প্রবেশিকা পরীক্ষা বিভাগে আবেদন করিবেন। [illegible] ঐ তারিখে এখানে উপস্থিত হইতে হইবে। এখা বিদ্যালয়ে [illegible] ছাত্রদিগের সার্টিফিকেটে যাহার রোলটী [illegible] হইলে তাহা আগামী [illegible] হইবে। বিদ্যালয় ছাড়িয়া [illegible] পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের প্রবেশিকার নাই

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

কেবলমাত্র ৩মাসের জন্য বিনামূল্যে ৩টী ঘড়ি ও একটী কাউন্টেন পেন

৩ মাসের চাঁদাসহিত ১৫ পনের ফোটা লইলে ১টী আসলেনী টেবিল টাইপের ঘড়ি [illegible] স্প্রিং, এই বলে [illegible] চলিবে, আমাদি ৩ বৎসর ১টী রেজার ইন্সেপ্ট ব্লেড ও ১টী চাইনিজ সিল্ক ব্রাস ও একটী কাউন্টেন পেন উপহার দেওয়া যাইবে। চাঁদাসহিত প্রাহকের ৬ছ এর উপহার দেওয়া যাবে ও মাসের জন্য দেওয়া যাইবে। প্রাহকগণ সত্বর হউন।

মূল্য প্রতি ফোটা ।৵ ছাঃ মাঃ ৵৯৯

ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান [illegible] কোং,—৩০৷১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সদালাপ

আবালবৃদ্ধবনিতার আদরের ধন,
প্রত্যেক ভারতীয় ভবন গৃহের এবং
সর্ব্বপ্রকার সাহায্যে অতুলনা

গ্রন্থরাজী

মাত্র কয়েকজন গ্রন্থানুরাগী ভদ্রলোকের [illegible] এজেন্ট-প্রতিষ্ঠিত

১ম খণ্ড (সচিত্র) ১৲, ২য় ২য় খণ্ড (সচিত্র) ৸৹
৩য় ৩য় খণ্ড (সচিত্র) ৸৹

[illegible] পাবলিসিং হাউস ৪৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৯শ ডিসেম্বর, ১৯২৪ বৃহস্পতিবার হইতে [illegible] ট্রেনিং স্কুলে প্রবেশাধিকারের নিমিত্ত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। যাহারা ১৯২৪ খৃঃ অঃ এই জানুয়ারি হইতে ট্রেনিং স্কুলে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করিবে তাহারা ১৯শ ডিসেম্বর হইতে [illegible] পরীক্ষা দিবে। পরীক্ষার ফলানুসারে ৬৲ টাকা হিঃ ছাত্রবৃত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ যে সকল ছাত্র ঐ স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষ শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকেও ঐ তারিখে পরীক্ষা দিতে হইবে। অবস্থানুসারে তাহাদিগকেও ৬৲ হিঃ বৃত্তি দেওয়া হইবে।

বিস্তারিত ছাত্রবৃত্তির প্রবেশের অধিকার নাই।

[illegible]	S. C. Brahmachary, M.A. B.T.
১৩ই ডিসেম্বর	প্রধান শিক্ষক— [illegible] ট্রেনিং স্কুল।

[illegible]

বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত সাপ্তাহিক পত্র—

বিজ্ঞানী

(সচিত্র হইয়া বাহির হইতেছে)

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বোধ রায়

সাপ্তাহিক, রাজনৈতিক ও সাময়িক বৃত্তির মধ্যে বাঙ্গলার স্বদেশ জাতীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী অদ্বিতীয়। ইতিহাস প্রসঙ্গে, বৃহদ্বিষয় চিত্তাকর্ষক গল্প, তুলনামূলক সমালোচনা, নিরীক্ষ মন্তব্য, বিজ্ঞানের সমালোচনায়, দেশ-বিদেশের সমাচার-সমালনে "বিজ্ঞানী" অতুলনীয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাঃ নীল রতন সরকার, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অমিয়া চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। বীরেন্দ্র ,, শ্রীযুক্ত অমিয়ীকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি সকলেই লিখিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে অনেকানেক ও অজস্র সাময়িক-চিত্রে পোভিত হইয়া বাহির হইতেছে।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ তিন টাকা চারি আনা মাত্র।

ম্যানেজার :—৩৷১ এ নম্বর, বেলেঘাটা ষ্ট্রীট, ইণ্টালি, কলিকাতা।

এডুকেশন গেজেট

২৮ বর্ষ

সর্ব্বত্র সমবেতেভ্যঃ বিদ্বদ্ভ্যঃ নমস্কুমঃ। প্রতি প্রাণায়তো বিশ্বং স্বকর্ম্মে নিযুনক্তে বৈ।
সর্ব্বেষাং মুনিঃ : নয় মতে নয় বিধায়কঃ। নমো ভগবতি পত্নৈ তে তত্ত্বিদ্ ভ্রাময়ায়ুষে।
জ্ঞানদয় হে মম পরম তত্ত্বজ্ঞানোপ দেষ্টরঃ। ইতি যেষাংবিভিন্নৈষঃ ভিন্ন ভ ভাবনাত্মনে।

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ১১ই পৌষ ১৩৩১, ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ [৬৬ সংখ্যা

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে
সার জগদীশচন্দ্র বসু।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশন উপলক্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহা আমরা তাঁহার বহুকীর্ত্তির উপযুক্ত বোধ। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কলিকাতার বৈজ্ঞানিক—আমাদের গৌরব। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কিয়া করা তিনি প্রভূত কষ্টসাধ্য করিয়াছেন—কলিকাতে বোধ হইয়াছেন যে সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই; এখনও ভারতবাসী জ্ঞানসাধনার জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতে পারে। উহাতে ও অল্প-অল্প সময়ে নূতন আবিষ্কিয়া করা আচার্য্য বসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চমৎকারিত্ব করিয়া এই দুরাশার আসন করিয়াছেন। আচার্য্য বসু যেখানেই গুণগ্রাহী প্রাণীর ভাষাই বক্তৃতা শক্তিশালী—তাহাদের মাতৃভাষার ভাষাই বলা অভ্যাস করে। তবু পাশ্চাত্যও এ জাতীয় শক্তিশালী নহে। তাহাদের বেশভূষাদি অনুকরণ করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট এ সকল সুফল হয়। কিন্তু ভাবপ্রকাশের শিক্ষা নহে। ভারতের শিক্ষা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশের ভাষারও পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সবই প্রাণবন্ত। সৌভাগ্যই কিন্তু যদি শিক্ষার সময় বৃদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া ভাবের না। সুদূর অতীতে ভারতে। অতীতের যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা যে একেবারেই ভুলনা প্রসূত নহে—তাঁহারা যে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন আচার্য্য বসুর আবিষ্কিয়া তাহা সাধারণকে বুঝাইয়াছে। সৌভাগ্য যখন জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন তখন সংস্কারান্ধ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহাকে সহজে আক্রমণ করিতে পারেন নাই। সুখের বিষয় এখন আর এ সম্বন্ধে লোক বড় বেশী নাই।

যার জগদীশচন্দ্র বসুকে আমরা বৈজ্ঞানিক রূপেই

আনিয়াছে। কিন্তু তিনি যে কতদূর আশাপ্রদ, তাহার প্রকৃত মূল্য ও গৌরবের কথা ইংরাজ জাতি, প্রাচীন ভারতবর্ষের সৌন্দর্যপূর্ণ চিত্রে কি ভাবে দেখেন এবং আমাদের ঘরের ভারতবর্ষ বড় হইতে পারে এ বোধ কি ভাবে এ সকল কথা তাহার মুখ আমরাই জানিতেন না। আচার্য বসুর জীবনের একটিও অধ্যায়ই নিছক অজানা ছিল। তাই "অব্যক্তের ভাষ্য" লেখা বলিয়াছেন "অব্যক্তের বন্ধুমহীর বক্ষ আলোকের স্পর্শ আবাহনের পূর্বে; তাঁহার সঙ্গে মন্দাকিনী ও বিজ্ঞান-প্রোতের মধ্যে কিরূপ অন্তরঙ্গ সৌহৃদ ও সম্ভাবের আদানেই তিনি প্রাণ লভিয়া ফুটিয়াছেন।"

আমাদের অতীত ইতিহাসের অপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল-মূর্তি বিশ্বের সাহিত্যিক মনের সম্মুখে ধরিতে পারিলেই আচার্য বসু প্রেমের পূজা অনেকের কম ফুরাইয়াছেন। ইহাদের মনের মধ্যে আর যত ইচ্ছাই থাকুক সেই মহাপ্রাণ স্রষ্টার সৃষ্টিতে সত্যই এবং সকল আনন্দেই এ দুঃখের ছায়া আসিয়া লোপ পায় নাই। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাতেই ও বিভিন্ন বর্ণাশ্রমী সাহিত্যিকের মনে "ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠতর একত্ব স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে" তাহা অবশ্যই ঐ অতীত ঐশ্বর্যেরই ফলে নির্দ্বিধায়ে বলিয়া দেওয়া যায়। তাঁহার মতে অতীত ইতিহাসের সহিত বর্তমানের যোগাযোগ স্থাপন করা।

বিশেষ সূত্রে আচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনার মধ্যে ধরিয়াও আচার্য বসু তাঁহার বিজ্ঞানমন্দির গড়িবার পরিকল্পনা করেন। সেই সময়েই তাঁহার মনে হয় যে ভারতবর্ষ এক এক আলোকের কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে যাহা প্রাচীনযুগের তপোবন ও বিদ্যাপীঠের মতই সাধনার দ্বারা সমস্ত জগতে আলোকবর্তিকা বিতরণ করিতে পারে।

এই দুইটি কথা হইতে জগদীশের প্রাচীন ইতিহাসকে কি ভাবে দেখেন তাহা বুঝা যাইবে। তিনি ইতিহাস খুঁজিতে শুধু রাজা মহারাজা ও যুদ্ধবিগ্রহের তালিকা খুঁজেন না। আমরা অতীতে কি ছিলাম তাহা জানিয়াই বসিয়া থাকিলে চলিবে না—অতীতের আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ প্রদর্শন করিয়া তাহা অধিকার করিতে হইবে, তাহার আদর্শে তাহাকে গড়িতে হইবে, আমার তাহাকে যেই মন্ত্রকে দিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে—তবেই আমাদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সত্য সার্থক হইবে। অতীতকে এ ভাবে দেখিলে তখনই সে জাতিবিদ্বেষ তখনকে আনিতে পারে না। ইহাই আচার্য বসুর মত। সেজন্য তিনি বলিয়াছেন, যে সকল বিভিন্নজাতি ভারতবর্ষে বসে করিয়াছে তাহাদের সকলকারই বহিবিধ চেষ্টার ফলে তাহাদের প্রকৃত উন্নতি ঘটা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আচার্য বসু একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন মোর আমিত্ব পক্ষে নিজেদের অসম্পূর্ণতা হীনাবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত ধর্ম-বোধের নিম্নই বিশ্বের মানবজাতির মাঝে তার প্রেমের প্রকৃত মূল্যের পাকে তেমন হানিকর এমন আর কিছুই নহে। আজকাল যুরোপীয়, বেহারী প্রভৃতি যাহারা বিশ্বে মানবের মাঝে তাদের আসন অতি উচ্চে আছে বলে অহংকার করিতেছেন তাহারা আচার্য বসুর কথায় কর্ণপাত করিবেন।

ডাঃ বসু বলেন আজ তিনি যাহা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন,—কিন্তু তাহা একদিনেই হয় নাই। আজীবনব্যাপী সাধনার ফলেই তিনি সফলকাম হইয়াছেন। তত বাধা বিপত্তি তাঁহার পথে পড়িয়াছে—তবুও পরাজয় ও ব্যর্থতা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে কিন্তু তিনি একবারও হতাশ হয়েন নাই। বিফলে পর দিন কাটিয়াছে, মাসের পর মাস কাটিয়াছে; এইভাবে বৎসরের পর বৎসরও কাটিয়াছে; সাথে কেহ নাই, সাহায্য করিবার বা উৎসাহ দিবারও কেহ নাই—শুধু নিজের অন্তরীক্ষ একবারও তাঁহার সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তখন এ দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি ছিল না; গবর্ণমেণ্ট এ সকলে অর্থ সাহায্য নিতান্ত অপব্যয় মনে করিতেন—এমন কি আচার্য বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের ইমারতীর প্রকোষ্ঠগুলির সহিত সমান বেতনও পাইতেন না। শুধু জগদীশকে আমিয়া আসন নাই। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও অসীম সাধনার বলে অবশেষে তিনি সিদ্ধি-লাভ করিলেন। যে সকল সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে আচার্য বসু তাঁহার অদ্ভুত আবিষ্কারগুলি করিয়াছেন

আরা ব্যবহারের উপযোগিতা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এখনো যে সকল বড় বড় লোহার কড়ি ও বরগা ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কেহ আবিষ্কার করিবার পূর্বে এদেশে ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু অধুনাতন এদেশের লোক উহার বিষয় না জানিলেও ইংরাজদিগের কার্য্য-পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া যাই।

"ইউরোপীয়দের মতে প্রাচ্যবাসীরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-বিদ্যার নিতি পারে করিতে পারে না তাহার কারণ তাহারা বড় বেশীরকম অন্ধবিশ্বাসী ও আলস্য প্রিয়। অধ্যাপক এলফা সত্য বলিয়া মানেন না। তিনি বলেন অন্ধবিশ্বাস আমা যথার্থ প্রতিভার একটী লক্ষণ—যে এই অন্ধবিশ্বাস একবারেই নাই তাহার মস্তিষ্ক মৃত। আমাদের বহু মতে এই বিষয়টি অন্ধবিশ্বাসযোগ্য অধ্যবসায় খুব। তাই অধ্যাপক বলেন যে তিনি ভারতের অভিজ্ঞতায় যেন বুঝিয়াছেন যে এদেশে কিছুই অসম্ভব নাই।

অধ্যাপক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন ও মানবজাতির উপকারে না আসিলে তাহার কোন সার্থকতা নাই। তাই অন্ধ বহু দেশে যেন যায় যে পরিশ্রম করিয়া অনেকে অনেক কিছু সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে পারেন। কিন্তু এ দেশে পরিশ্রমে এ সকল কাজ করিতে চাহেন না—এবং বড় বড় ডাক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ইহা তাহাদের আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে করেন।

লেখক অধ্যাপক মহাশয়ের এই কথা খুব সত্য বলিয়া মনে হইলেও বিশেষত্ব উহার কারণ না করিয়া বিশেষের উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং তাহাতে উক্ত বৈজ্ঞানিক বিষয় আমাদের অর্থ দেশের বেশী সাহায্য করিতে পারিবে। উক্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারে যেন তাহা আমাদের কাজে লাগে ইহা ভারতবাসী দেশের মন দেশে বলা করিতে পারিবে—আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতবাসী কোনমতেই পারিয়া উঠিবে না। আমরা বহু মনে করেন যে ইহার দেশবাসীর এ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা করেন—তবে তাহার যথেষ্ট সাহায্য, এবং এ বৈজ্ঞানিক দেশহিতে আবশ্যক।

পরেশনাথ দর্শন।

(শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্.)

কলিকাতা হইতে প্রায় দুইশত মাইল দূরে হাজারিবাগ জেলায় পরেশনাথ পাহাড় অবস্থিত। ইহাকে উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফিট্ ও ইহা তলদেশ হইতে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া পরিধিবিশিষ্ট। বৈদ্যনাথের একটী প্রধান তীর্থস্থানে বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি আছে। কথিত আছে ইহা বহু এজন আদি প্রবর্ত্তক, পরম মহাদেবের অবতার, পার্শ্বনাথ এই পর্ব্বত-শিখরে যেরূপে কলিয়াছিলেন সেইজন্য এই পাহাড়ের নাম পার্শ্বনাথ পাহাড় অথবা ইহার অপভ্রংশ পরেশনাথ পাহাড় হইয়াছে। এখনও এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথের সমাধিমন্দির ও তাহার পদচিহ্ন অপেক্ষাকৃত নিম্ন অন্য অনেকটী শৃঙ্গ অন্য অনেকটী জৈন মন্দিরের সমাধিমন্দির বিরাজমান আছে।

পূর্ব্বে পরেশনাথ যাইবার পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম ও অসুবিধাজনক ছিল। গিরিডি পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া সেখান হইতে ত্রিশ ব.ইল পথ পুরাতন ধরণের গরুতে টানা গাড়ীতে করিয়া যাইতে হইত। পথটীও অসমতল। বহু বনে অনেক বোঝাই পলাশি ও মহিষ আছে। এখন হইতে রেলে সাক্ষাৎসূত্রে পর্ব্বত পাদদেশে উপস্থিত হয়। পর্ব্বত-মূলে মোটা রাস্তা পথ গিয়াছে। এই পথের দৈর্ঘ্য ৮ মাইল। এই ৮ মাইল অতিক্রম করিয়া একটী ডাক

যাওয়া। তার ব্যবহারে কোন বড় থাকে না। পরে-পরেই অধিক লোকের সমাবেশ হয়। অল্প সময় এক ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে যায়। তার ঘনঘটা পরায় মুখ পাশে কিছু অধিমু যাইতে পারে। আমার উপরে মধ্য আসন পর্যন্ত অধিক পরস্পর পাশাপাশি ছিলাম। এই ফাঁকে কিছু বাড়িয়াকে অনেক আত্মীয়কে খুঁজিয়া বিয়েছে। পাশের ঘরের ভিন্ন ভাষা সংলাপের অল্প সময় লোক সমাবেশ থাকে না। পাশেরা সব দুর্বল ও বাচ্চাকাচ্চা। দুইজন বয়স্ক ভদ্রিলা ২১ জন পর্যন্ত উঠিয়ে প্রায় সাহস করে না। সাহেব মেমেরাও মাঝে মাঝে সংলাপের দৃশ্য দেখিয়ে আসেন ও উঁচু ডাকে ডাকাডাকি করে বিদায় নেন। এখনে প্রায়শঃ সাইন খোলার পর অনেকটা দূর ও দুরুহ হইয়াছে। পরদেশ সম্পূর্ণরূপে হইতে ১ মাইলের মধ্যেই যেন হইল এই পথেই আমরা বিভীষিকার ও এই পথেই সব কিছিং বর্ণনা করিব।

৮ই তারিখ সকাল হইতে আমরা সিঙ্গাপোর সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ইহার আগে অনেকজন যাত্রী-যাত্রী বহু সিঙ্গাপোরের বিষয় বিভিন্ন রোমাঞ্চকর প্রতিবেদন করেন যে সিঙ্গাপোরে বড় ছোট সকল জন্তুরই মুখ্য আহার অধিক মুখ্য হয় অনেকের ১২৫৫ অধিক। বস্তুতঃ প্রতিবেদন বড় শক্ত আজগুবি হয় ও তদপেক্ষা বড় বলবার মধ্যে সকলই অধিক হয়। কিন্তু এমন সিঙ্গাপোরে সম্প্রতি হইয়াছে ইহার মধ্যে লক্ষ লক্ষ আজগুবি ও অল্প হইয়াছে ও ৪০ লক্ষ টাকা বায় হইয়াছে। কিন্তু তবু অতি আশ্চর্যজনক। বড় সবই দুরুদুরু পরিচয় হইয়াছে এমনটি তবু পায় যায়। এই অস্বাভাবিক মুখ্য আসার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য অনিবার্য সিঙ্গাপোরের বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনের আবশ্যক হয়। হাজারিবাগের অধিকাংশ এইরূপ একটি স্থানে সিঙ্গাপোর আসে যেমন যেখানে অল্প পুরাতন যাত্রীযাত্রী বহু বর্তমান আছেন। সংলাপের সময় ৪ আটটি মুখ হইতেই আমাদের জানা ছিল। এখন কেবলমাত্র যাত্রী যাত্রী করিয়া যেমি হাজারিবাগ যাইবার পথে বিভিন্নস্থানে যেন ট্রেনের বিষয়ে সংলাপ পাওয়া করিয়া লেখা। দুইবার হাজারিবাগে যাইবার সময় একবার সংলাপ যেমিন যাত্রীর হাতে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ হইয়া উঠিল। আমার ২.৪টি উৎসে বন্ধু ছুটিয়া যেতেন। সকলেই আমার ইচ্ছার সোপকতা করিলেন, কাজেই সেইবার যাইবার সংলাপ হইল।

৮ই ১৩ই জুলাই সোমবার ঠিকই অবশ্য ছুটি ছিল। অধি সেবে ছুটি ছিল দুই হইল। এই সুযোগে সংলাপের ও হাজারিবাগ দুই স্থানই দেখিয়া আসিবার দুটি ছিল সঙ্গ যেন। যে.টি.দুই প্রোগ্রাম হইল পরিবার হাজারিবাগ ভ্রমণ, রবিবার সংলাপ দর্শন, সোমবার হাজারিবাগ দর্শন, মঙ্গলবার প্রাতে হাওড়ায় প্রত্যাগমন।

শনিবার রাত্রি প্রায় ৯টায় সময় আমাদের গাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যেন। সঙ্গে ৩টী ঔষধ বন্ধু ডাক্তার বিমল বাবুর আমি এই দুই জনই শিক্ষানোপ লাভের অভিলাষিক, অন্য দুইটী মহিলা। বিমল বাবু ইতিপূর্বে দুইবার সংলাপের যেড়াইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু তখন প্রাকৃতিক সাইন খোলে নাই। তিনি সিঙ্গাপোরের লিখিত দিয়া উঠিয়াছেন হইতে। এবার আমরা চলিলাম নূতন পথ দিয়া, সিঙ্গাপোর হইয়া, বক্সিয়াগঞ্জ হইতে। এখানে রোজানি সমাধি নাই, লোক জন নাই। পরদিন ঔষধের জন্য কোলার হওয়ায় হইলে পূর্ব হইতে স্থানীয় ডাক্তারখানাতে লিখিয়ে রাখিলে তিনি ব্যবস্থার করিয়া রাখেন। আমি মনে করিয়াছিলাম কোলার ব্যবস্থার করিবার জন্য চৌকিদার করি, কিন্তু আমার সঙ্গী বন্ধুগণ বার চিকিৎসা-ছেন—কি আমরা এতই অসহায় বিনা কোলার পায়াতে উঠিতে পারিব না? কাজেই সকলে কোলার কথা ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু পরে সঙ্গমারোহণে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তখন সকলেই কোলার অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন।

ধানবাদে হাওড়া ট্রেনকে আসিয়া থাকিতে হয়। যেমি আমাদের যাত্রীযাত্রী বন্ধু আমাদের টিকিট পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিবারের ব্যবস্থা। গাড়ীতে অভাব ছিল, তিল ধরিবার যায়গা নাই। তথাপি যাত্রীযাত্রী বন্ধুই আমাদের

ভক্ত মহাশয়েরা প্রায় সকলে একত্র হইয়াছিলেন। বাটীতে অনেক পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনেক উৎসব বন্ধুর চলিলেন—এই বাড়ী, সেই অপেক্ষা অধিক ভিন্ন ধরণবাড়ী। সৌভাগ্যক্রমে সেই বাড়ীতেই প্রীযুক্ত গোপালের প্রবর্তক সেবেরার ও গোপালির উত্তরাধিকারী মুক্তার প্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোর সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। গোপালের বাটীর অবস্থাতেই যে গোপালের অবনতি ও জ্ঞান হইয়াছে এই বিষয় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সেই মহাপ্রাণ নিপুণ ও উচ্চমনাস্ক গোপালে অনেক সময় বিদ্যা অর্থি গোপালের ঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন এখন নিপুণার বাবিয়া যাইবার সময় নিপুণা ফ্রেমের বিলাতবাসী প্রীযুক্ত গোপালের বিস্তীর্ণ গোয়াল ভূমি দেখাইলেন। গোপালি সুদূর বেলুচিস্থান হইতে আনিয়া গোপালির ছবি ও উন্নতিসম্বন্ধে কি চেষ্টা ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন, আমরা বুদ্ধিমতী বাঙ্গালী মুখ, মুখের অভাব পদে পদে অনুভব করায় গোপালের জন্য আমাদের কতিপয়ুটিনী পর্যন্ত উৎসর্গের করিতে বাকি রহি। ইহা কি কম দুঃখ ও আক্ষেপের কথা। নিত্য মুখ, অকাতরে গোপালি, মুখির সঙ্গ উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস, সমস্ত বিষয়ে গোপালির অবনতি ও অবাধিত মুখ্য সহিত বর্ত্তিতেছে দেখা। সুতরাং আমাদের জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে গোপালির উন্নতি করিতে হইবে—এবিষয় অনেক প্রকৃতিবিদেশী চিন্তা করিয়াছেন। উন্নতিসম্বন্ধে কার্য্য করার সুযোগ কথা। প্রসঙ্গক্রমে গোপালি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। পাঠকগণের সহানুভূতি থাকিলে এবিষয় যথাসময়ে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাড়ীতে অনু ছিল। একজন লোক-প্রেরণ করিয়া অনু আনা হইল। ক্ষেত্রে অনু। বাড়ি বাড়িতে এক বিলিতী ছিল আছে, কিন্তু এক বিলিতী আমাদের বিলাত এক ছটা ফোন হইতে লাগিল। সেবে ধরিয়া খাওয়া অভ্যাস দেখিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অনেকটা খাওয়া হইল, বন্ধুরা হাত ধুইয়া ফেলিলেন। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খাওয়ায় অনেকটা পরিশ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি মাটীতে কাটাইতে হইবে—এখন হইতেই বিছানায় শয়ন করা যাইবে। এইরূপ রাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। সেনিনার অবসানে আমাদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই শয়নাগার করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের ঘরের সেবা সেবা একটি বিছানা করিয়া রাখি হইল। আমাদের বাবোয়ারী মুখ্যি আমাদের আজ্ঞাবাহী। সেবিনা অবসরপ্রাপ্তির করিয়াছিলেন, তিনিই আমিনা বিছানা করিয়া রাখি হইবার সুখবর আমাদিগকে দিলেন। আমাদের, মনে নাইবার বড় ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি বিছানা, কাপড় পরিয়া ফেলিলাম। এক এক জন এক এক ঘরে শয়ন করা হইল। বাড়ী ঘরে ঢুকিতে লাগিল, মশারি দিয়া ছিল, ঘিলন বাহার আসিতে লাগিল, রাত্রি ঘুমিয়াই লাগিল, সুখের ঘোরের ব্যাঘাত হইল না। রাত্রি প্রভাত হইলে দেখি আমরা একলা ঘরে আসিয়া পড়িয়াছি। ঘরে বিলাতী কমলালেবু, কমলা খাবে আসিয়াছে বলে, ও কমলার গুণ। এখার ঘরেই জন্য উঁকিঝুঁকি ও মুখ ছোট ছোট সাবান দেখা ঘরের লাগিল। আমরা উঠিয়া আমার দিয়া ঘরের বাহিরে আসিলাম, আমাদের দক্ষিণদিকে সুবর্ণরাশি উদীয়মান সূর্য্যের ও বাম দিকে নীল আকাশের গায়ে ঘেরের ছায় মুখের পর্ব্বতশ্রেণী—প্রাতঃকালের সে সুখদ, মনোহর দৃশ্য প্রাণে কি বিমল ও পবিত্র আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিল। প্রকৃতির এই বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমে আসানসোল ও সীতারামপুর পার হইলাম। এইবার প্রাতরাশ পাইব আশা। আমরা পুরাতন বন্ধু পাইয়া গাড়ির আমাদের অন্তর হইতে লাগিলাম এবং ক্রমে পুরাতন পাইব হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। সূর্য্যদেবের যে তেজটা আর নিয়া ঠাণ্ডা ও মধুর ভাব আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। আমরা সকলের সন্তোষের জন্য সকলের আসিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির শোভাসকল চিত্রা মুখ করিয়া নিয়া অভিমুখে পরিশ্রান্ত করিলাম। সেই রাত্রিবাস ট্রেণ। এখানে পানিপাড়ের বিলাত জলযোগ করা হইল। এখানকার স্টেশন বেশ আরামের ও ছায়াশীতল। এইখানে আসিয়া আমাদের একটি বন্ধুর কথা মনে পড়িল। রাত্রিবাস

একটা মহুয়া। তাঁহাদের এখানে তখনকার উপযোগে ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইচ্ছা হইল নাবিয়া তাঁহাদের পরিচয় লেখা করিয়া আসি, কিন্তু সময় সংক্ষেপ। সুতরাং আমাদের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল।

বাসস্থানের ১১০ মৈল পরেই খোয়াই। এখানে রেলের লাইনটা খোয়াই পরিষ্কার করিয়া উঁচু-নীচুভাবে রেলের রোড হইয়াছে। ইহা একটী উল্লেখযোগ্য স্থান। অনেক লোকের মুখে, খুব দূরে যায়। তখনিই শুনিলাম শীতকালে এখানে বড় ঘোড়ার উপদ্রব হয়, এমন কি রেলের ইঞ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়। উঁচু-নীচুভাবে রেলের ট্রাম রেলের মতোই রোড হইতে সামান্যভাবে পাহাড়ের উপরে একটী রাস্তা রেখা আছে। এখান হইতে অনেক দূরে ছোট বড় পর্ব্বত রেখা যায়, আমাদের বিপরীত রেলে দুইখানা ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রেল কোম্পানীর লোক নিম্নে যাত্রীদের নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক উপরে আসিয়া স্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন। স্থানীয় যে সকল নিম্নে বসতি আছে তাহা রেল এখান হইতে সম্পূর্ণরূপে রেখা যায় না। ট্রেনিং-রেলের মতোই দূরে এখান হইতে আরও বহু দূরে যাইলে রেখা যাইবে। সুতরাং রোড পরিচয়টী এতদুপলক্ষে সম্পূর্ণরূপে এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি ও মন্তব্য আপাততঃ বিস্তৃতি করিতে হইল। খোয়াই স্থানে রেলটী বিলিয়াছে। এখানে গাড়ী আসিয়া প্রায় ১০ মিনিট হইল। আমরা অল্পক্ষণে এইখানে নামিয়া পড়িলাম। রেলটী অতি ক্ষুদ্র, কোনও প্রাটফর্ম নাই ও লাইনটী ভূপৃষ্ঠের সমান হইতে ২।৩ হাত নীচু। নামিয়াই সম্মুখে পাহাড়, তাহার নিম্নস্থ মৃত্তিকা ও কঙ্কর-চূর্ণের স্তর রেলের পথটী পূরিয়াছে হইল। কিন্তু রেলিঙ্গ রেখা যায় না, ইহাই যেন মালিক বন্দোবস্ত করিয়া রেখিল।

রেলের বামদিকে অনেকটী খাদালী। অনিক স্থানের পার্শ্বেই ছোট উঁচুমে হয়েকটী মাত্র রহিয়াছে। আমরা অল্প দূরে - এক মাইল দূরে ট্রাক-ট্রাম রোডের ধারে একটী পূর্ব্ব বিভাগের ডাক বাঙ্গালা আছে। তাহার পরই পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। পাহাড়ে উঠিবার সরল সহজ পথ আছে। আমরা তিন জন কুলি মাথায় করিয়া মোট পুটলী তাবুগুলির মাথায় নিয়া চারি বাঙ্গালা অভিমুখে চলিলাম। রোড পাই, দুধের বাঙ্গালা, সম্মুখে অনেকটী বিস্তৃতি, তাহার দুইপার্শ্বে জঙ্গলের ক্ষেত। বেলুন বড় মনোরম। আকাশে মেঘ থাকায় রৌদ্র হয় নাই। মৃদুমন্দ বেগে মৃদুমন্দ বৃষ্টি বেষিতে বেষিতে কথা কহিতে কহিতে বেশ যাওয়া যাইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা যাইবার পর একটী সুন্দর সুপরিষ্কৃত সুপরিষ্কার পাকা রাস্তা দৃষ্টিগোচর হইল। পরে জানা গেল এই পর্ব্বতটী সুপরিষ্কৃত রাস্তা ও ট্রাম রোড। যেখানে রেলের রাস্তা ও ট্রাম রাস্তা মিলিত হইয়াছে সেইখানেই পূর্ব্ব বিভাগের একটী সুন্দর, সুপরিষ্কৃত ডাক-বাঙ্গালা পাওয়া গেল।

তখন ছোট-খাটী সমস্যাটা স্নান ও আহারের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। সাড়ে বারটা বাজিয়াছে ও সকলের ডাক-বাঙ্গালায় অবস্থান করিতে রাত্রি হইলে না, সেজন্য ডাক-বাঙ্গালার বারান্দার পাশের ঘরে ২টী লাকড়ীর উনান করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা হইল। রন্ধনের সময় বড় দুর্যোগ উপস্থিত হইল। বড় বড় ফোঁটা আরম্ভ হইল। আমাদের সঙ্গে যে ৩।৪ টী ছাতা ছিল সেই ছাতা দিয়া আড়াল করিয়া অনেক কষ্টে রন্ধন কার্য্য সমাধা হইল। এদিকে দুইটা বাজিয়া গেছে বলিয়া হইল। নিতান্ত ইচ্ছা না থাকিলে, পরিশ্রান্ত জনে ক্ষুধা করিয়া বেশ মিষ্ট ও সুখ বোধ হওয়া বেশ। তৎপরে পাহাড় হইতে পাতলা আবরণ করিয়া তাহাই কুড়িয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইল। খুব ক্ষুধা হইয়াছিল—আহারের ও বেশ আয়োজন হইয়াছিল। মিষ্টি লোনাচ, লুচি, তরকারী, পাঁপর ভাজা, তরকারী মাত্র চাটনি পর্য্যন্ত কিছুরই অভাব বোধ হয় নাই। যাত্রারম্ভে বন্ধুরা যত দ্রব্য সমস্তই কলিকাতা হইতে লইয়া গিয়াছিলেন - তাহাই করিয়াছিলেন, কারণ সেখানে কোনও দোকান নাই - এবং আহারের ব্যবস্থা ভার আমাদের যাহার উপর ন্যস্ত ছিল তাহার কোনও ত্রুটী হয়নি নাই। আমার ক্ষুধাই বেশী হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

ধূমকেতু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী)

আশিষের এদিকে দিবা নিশ্চিন্ত মনে ঠকের এলাকায় পরিচয় করিতেছিল; এমনি করিয়া মাসের পর মাস নানা সংখ্যা সহজে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে আবার সে সংখ্যাগুলাও চলিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় পাঁচকড়িবাবু হঠাৎ আসিয়া খবর দিলেন, "ঐ যিনী সুহাসিনীর জন্য কাল যখনই আসিয়াছে, তাহাকে দেখা পাই নাই—ফোটো আউটাইবার টাকা সরঞ্জামে পাইলেই হইল, দেখনা ভবিষ্যতে সবগুলি মোটা হইবে। বড় চাহিয়া পাব বলা।" শুনিয়াই আশিষবাবুর শুষ্ক কপালে উঠিল।—আট হাজার টাকা? আটখানা ফোপানির ফাঁকে বাঁধিয়া বাহিরের বেহারাদের হাতের আংটী টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিবে। একটা চাকুরে ছেলে! পাঁচকড়ি বলিলেন, "তুমি কি পাগল হলে—অত টাকা কোথা পাবে! একটি গভীর-গভীর রেখে যা খুঁজে যাও।"

সংসারে কয়জনই বিনে সকল জিনিষই নিলে। ছাড়িয়া পাওয়ার বড় লোকের সন্তান স্নেহ পরিবার একটি ছোট খাটি পাল কথা বিবাহসঙ্গীত গভীর মন মত্ত নিজের মনেই আপ ছেলি ও একখানি পাঁচ-পালা পরিয়া আসিয়া সুহাসিনীর সহিত সেই পাঁচা বদল করিয়া গেল।

মানুষে যেটী আশা করিতে থেকেই বিশ্বাস হয়; এ সংসারে পদে পদে আমরা ইহা দেখিয়া আসিতেছি। সুহাসিনীর মন অত্যন্তশেষ ও তাহার সোজাসুজি ভাবে বিশ্বাসের অতি অল্প পরেই নিজেদের মন বুঝিতে পারিলেন। ঠাকুরমার বড় লোভ ও মাসিমা তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইবে কি না, তাঁহার নিশ্চয়ের অতি অধিক বাকির কথা বড়ই কঠিন কাজ। অত্যন্তশেষ আশা ছিল, বিবাহের রাত্রে সে নিজের পছন্দমত কিছু খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু ঠাকুরমার তলিয়া পর্যন্তিয়া মুখখানি কপালে উঠিয়াছিল। "পছন্দ করে আমি দিব! তোমরা কি আমার কেউকটা তাদের কেউ নাকি?"—সামুক অভিমানী শব্দ আর কিছুই বলিতে পারিল না। মনে এমন আঘাত সে কখনো পায় নাই, যাহাকে তাহাকে পরিবার সুযোগ দেয়। সে যেন আশা নাশে সমাধির হইল।

আশিষের বেলিলেন, মাসিমার বিবাহ দিয়া ঠাকুরমা এক কাজ হইল। মাইআয়া মনিবের ঘর যে যা হোক একটা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আশিষের ইহা বিবেচনা করে যাইবেই আসে না। মেয়েটার আসার হেতুই—তাহাকে যদি সে পায়, তাহাই মানুষের সমস্ত আশা তার কেবল না—দুই একটু বাকল করিয়া পাইয়াছে; তাহাকে তাহার ছাই চোখ অমনি জলে ভরিয়া উঠে। নিরঞ্জনের বিবেচনা পরিবারে—তা সেই বা করিবে কি?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে অত্যন্তশেষ স্থির করিল বিবাহের আগে একবার সে তাহার করিবে ও সুহাসিনীকে বলে আনিবে। অনেক বড়ে একটি ছুটিবার মানিবার তাহার যোগাড় করিয়া সুহাসিনীর নিকট গেল।

সেদিন বর্ষার মেঘ ছড়ক বাহিয়া উঠিয়াছে। নবীন মৌবনকালে চারিদিক সমাচ্ছন্ন; সুহাসিনী বারান্দ ঘুরিয়া ক্রতপদে ঘর হইতে বিরিতেছিল, এমন সময় সহসা সে কাহার আবশ্যকপূর্ণ মুখপানে চাহী হইল।

"এসেছ।"—সে একটু মধুর হাসি হাসিল। সেই আধাটুকু দিয়া সকলকি প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল, তাহা আপেক্ষা আর বেশী প্রকাশ হেঁয়া মানুষের ধারা হয় না। ইহার মধ্যে আনেকখানি হইতে অনেক অর্থ নিহিত আছে। অর্থাৎ তোমার আসিবার কথা ছিল,—এসেছ। আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম,—এসেছ! যেন দেখিয়া, যদি ও আসিবে না বলিয়া মনে বড় সংশয় আসিয়েছিল—এসেছ।

অনু তাহাকে কাছে টানিয়া কহিল,—"না এলে কি থাকতে পারি দুজনে! ঠাকুরমাকে পছন্দ হবেন না, তবু কেবল তোমারই আসি।"

"ও কথা ছেড়ে দাও, ঠাকুরমারও একটা বাড়িছে। কি বলবে আমায় তেমন কথা, মা-বাবারা থাকলে কি এমন হতো!"—সে খানিক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

অন্নকাল তাহাকে নীরব দেখিয়া, তাড়াতাড়ি আরও নিকটে টানিয়া লইয়া, আদর করিয়া কহিল—"তার জন্ত কি হয়েছে—তুমি তো আমার ভালবাস হাসি, আমার সেই ঢের!" স্বার্থেই বুদ্ধিমতী তাহাকে ইহার অধিক প্রাণে টানিয়া আদরাইল। এত অল্পদিনে হিন্দুঘরের বালিকা, বোধ হয়, ভাল করিয়া স্বামী চিনিতেও পারে না, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সে পতীদেবের মরম আপনি গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ, অন্তরে আসিয়া সে এই সময়টার স্বার্থে যে ভালবাসা পাইয়াছে। এই কৃতজ্ঞতায় তাহার কুদ্র হৃদয়টুকু যেন তাহাকে এক মুহূর্তে সকল বিষয়ে সকল অবস্থাতেই দৃঢ় ধীরে মুক্ত করিয়া সমতীর দান করিয়াছিল। বধূ-জীবনের ঠিক অবস্থায়, আজ নবীন জীবনের অমূল্য প্রেম-সোহাগ-প্রাপ্তে তাহাকে ধন্য মনে করিয়াছে।

স্বামীর যেরূপ বাক্যে যে প্রীতি-ভরা সকল মেহ দুইটি তাহার লাভের মোহে স্থাপন করিয়া, একটুখানি সুখের হাসি হাসিল। যেন বলিল—"তোমায় ছাড়া না বাসিয়া কি থাকিব? তুমি যে আমার সকল।"

২

ঠাকুরমার বড় বিপদ। পাঁচ দিন জ্বর দিন বলিয়া, অধিকাংশই বাহিরে চলিতেছে—যে-জোরের পুরাণো বাড়ীর রাত্রিকাল সেই মুক্ত প্রহারে জরাজিকর হইয়া হু হু শব্দে অনবরত আরম্ভ করিয়াছিল। আলোকের ও বাতি, যে দীর্ঘনিশীথ অন্ধকার জোড়া লাগাইতে অক্ষম হইয়া, অন্ধকারে সেই অন্ধকারের ছায় মৃদু কিরণ প্রদান করিতে ছিল। ইহার উপর আমার শয়নাগারটিতে ব্যবহার জিনিষ আসিয়া অধিক হইয়া আছেন;—সেটা সেই যে বেতটা বাবার লইয়া বাড়ী আসিল, সেই অবধি দুইটি বাইতে চায়ে না, সেও বাইতে চায় না। ঘরে আমাই আসিলেই বলে,—বিয়ে চারি পয়সার মাছ এবং দু পয়সার তরকারি লইলেই সংসার চলিয়া যায়; ঘরে মাটি, দুয়ড়া,পাক-সজি থাকিলে সে পরসা দুটাও বেশীর ভাগই বাঁচে। আজকাল দুধেরও দুর পয়সায় যায়, চার পয়সায় জলখাবার দাঁড়িয়েছে! এ বাড়ীতে ইমারীর সাহেব ধরচটা ছিলই না; সেজন্তই কি ইমি সাহেব একেবারে যম। দু পয়সার পান, দু পয়সার জর্দা কিনে চাই, তবু সর্বাসমক্ষ-বেটার জন্ত উঠে না। পুরাণ চাকর বলিয়া অনেক সহা যায় ভাই। —বেটা অলস কি না—সাবাদুবুরা খাকলে,বিলিমিলি খাকলে, অমন জামাই—কত আদর জমুতো—এটি জামাইএর মত কিছু হচ্ছে!'—এমনও হয় না! আর কি করিতে হইবে? কোলে লইয়া নাচিতে হইবে নাকি?

বেলিম দুই একটু বসিল, খাওয়া দাওয়ার পর ছাতমাদুর লইয়া তারিণী-বাবু বারকোষা-বালিস লাগবাতিতে হাত-পাখা খাওয়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। বড় বড় বিছির ঘোরায় ঘর ভিজিয়া হইয়া গেলে, বধূমাতা ঝাড়পোঁছ, কাঁটাবস্ত ঢাকাইয়া, নীচে আসিয়াই দেখিলেন—মাতাঠাকুরাণী পান চিবাইতে চিবাইতে পাইচারি করিতেছেন। দেখিয়াই তাঁহার শিক্ষ অলিয়া উঠিল,—মনে মনে বলিলেন—"খোক বলিয়া বাদর হয় বটে, জামাইটা অত্যন্তই এ অবধি দেখ না। সাধে বলে—"বজাত যায় না ধুলে!" প্রকাশ্যে বলিলেন —"কিরে অনু, আজই তো তা হ'লে বাড়ী যাবো—কেমন, না?"

অন্নকাল একটু যেন অপ্রতিভ হইল, সে পা দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদু মৃদু উত্তর দিল—"আজ? না—আজ তো যাচ্ছিনে, তবে কাল কিংবা,—" তারিণীচরণ বোধ অবিলম্বে হাসে মাতা নাড়া করিয়া কহিলেন, "ওরে না না, ছেলে মানুষ তোমরা বোঝ না, আজ দুটী মেয়ের—বিয়ের আজ আজ নেই। আবার এরা দিবে—তাই কি আবার আজ থেকে যাবুতে পারে। আবার আজ শনিবার—, মানে তো আবার সেই সাতদিন। মাজ, সাতদিন কি আবার শ্বশুরবাড়ী ব'সে থাকতে পারবে? ও বেটি আর কয়া ঠিক হবে না।"

অপ্রকাশ বলিল "আচ্ছা আমি যাবো, তবে ফিরে আসবো এবার আমার সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে যেতে হবে,—না হ'লে অনেক জায়গায় সঙ্গে পাথেয় নিয়ে যাওয়া যায় না।"

মালিনী প্রস্তুত হইতেছে। মেয়েটাই অন্তঃসত্ত্বা মাথায় করিয়া যাইবে। সে গেলে ঘরের খোঁজ কি কিছু কোথাও আর থাকিবে? তা ছাড়া মেয়ে পাঠাইয়া কিছু খবরও তো আসে! তাহাতে আবার এইবার বিবাহের। তার কথা মনে পড়িয়াছে;—চট্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে—তোমার মনে নাই পরশু, অমনি তোমার মায়ের বই কিনে আনার জন্যে বলে; কি করে পাঠাই! তা ছাড়া বাপু, এখন তোমার ছেলে, পরা তোমা করবে—বই তো আর তোমার পাঠাবে না।"

অপ্রকাশ ভাবিতেছিল, অভিনয়ের উদ্যোক্তারা তাহার নাম লইয়া আসিয়াছিল; সে একটু ভাবের প্রতিষ্ঠা করিল। মনে মনে বলিল,—"বিপদে কি! যে বাড়ী!" প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না।

মেয়েরা যে যখন ট্রেণে উঠিল, এবং ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, তখনই অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারিল, তখন তাহার মনের ভিতরটায় যে কেমন এক রকমের হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিতেছিল। রাত্রি-বাসার ঘরে এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা আছে। যদি কখন যাইতে হয়, তবেই সে মনুষ্যত্বের দাবীতে ইহাকে লইতে পারিবে। কিন্তু হায়, এখন কাহাকেই বোঝা পাইয়া যাবে! যাহার এর সঙ্গে এ ভাব করিতে পারে না। সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে পড়িয়া, সে কিসের জোরে এ পথ আটাইবে? কালই যে, একটা সন্তানাদি মেয়েদিগের উদ্যোগীতে তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। মামা মহাশয়ের বাড়ী বিনা দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেখানে যে কে তাহাকে পুষিতে পারে!

কখন যে উঠিয়াছে,—আসিয়া যাইতেছে,—আবার কতকগুলি নূতন লোকে বোঝাই লইয়া সেই গাড়ী কখন থামিয়া গেলিয়াছে, জানার যায় নাই। হঠাৎ সে তাহার বাহুমূলে একটা স্পর্শ অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সকৌতুক কণ্ঠ তাহার কানের কাছে বলিয়া উঠিল, "চিনতে পারো?" অপ্রকাশ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বিমান-রায়ের তাহার এক স্কুলের-সহপাঠী মুখ তাহাকে লইয়া অনেক বকবক করিয়াছিল—সেই বেলায়ে। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম মঙ্গলের গল্প।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রাণতোষ ভট্টাচার্য্য]

রাজা সেদিন রাত্রে প্রচার করে দিলেন, ঘরে ঘরে ধর্ম্মপূজো করতে হবে। প্রত্যেকেই ধর্ম্মের মহিমা প্রচার দেখে যেন্যায় ধর্ম্মপূজো আরম্ভ করলে। সেদিনকার পূজো প্রচার হ'ল। লাউসেন মা, বাপকে মুক্ত করে নিয়ে পুরমধ্যে ঘরে তুলবার কিছুক্ষণ।

কালিন্দীর ধারে ন'লক সৈন্য, ঘরে পড়ে আছে, লাউসেনের ফেরে বড় কষ্ট হ'ল। নদীতে স্নান করে লাউসেন ধর্ম্ম স্মরণ করলেন। ন'লক সৈন্য যেন এক মুহূর্ত্তে ঘুম থেকে উঠে বসল। বাপু বাছা, বাঁচা বাছা। তাদের মনে হয়ে, মাতৃস্নেহের সঙ্গে ঘরে লাউসেন মহারাজ ফুরুলেন। সৈন্যরা সৈন্য ফৌড়ে ফিরে গেল।

লাউসেন একেবারে তাঁর কালাড়া আবার কাছে ফুর করলেন। তাদের প্রণাম দিয়ে লাউসেন কলিঙ্গার যুদ্ধের আরম্ভ করেন—এর পূজো আর গাছে ফুল জল দিয়েই

করিতে লাগিল। তখন ঐ ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া দুই একটি কথা বলিতে লাগিল। বন্ধু "কে-আর সেখানে যায়" বলিয়া ফিরে বসিয়া বলিল—"বসন্ত আছে।" ছেলে চাকর, সে কি বুঝে আসি না। হাঁড়ি আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিলে।

এইবার আমাদের গল্প শেষ হয়ে এলো। লাইসেন্স পুনঃ পুনঃ বহিয়া অনেক টাকা উপার্জন করিলেন। বর্ষের শেষ ভাগে একটু পীড়া হইল। মহাজনের সঙ্গে আর কখনো তাঁর দেখা হয় নি। একদিন হঠাৎ ঈশ্বরের ডাক দিয়ে এসে হাজির। বন্ধুরে বর্ষে চলো। লাইসেন্স বলেন—"আমি কিছুতেই যাবো না।" বন্ধুরা বলেন—"সে হবে না, তুমি প্রমাণ হয়ে গিয়েছ। তোমাকে বর্ষে যেতে হবেই।" লাইসেন্স তখন রাজি, বাসায়, যাবীদের সব বর্ষে যাবার জন্য তৈরী হতে বললেন। এরা প্রথমে কর্তাকে ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি, শেষে লাইসেন্স অনেক করে বুঝিয়ে তাদের সব ব্যবস্থা করালেন। ঘড়িরা, কারিগর, দুয়ারী বিদায়—সব আসবে যেতে চাইল। কারিগর ও ছেলেমানুষের মন মানাতেই দুঃখ করে দিয়েছিল, ঘড়িরা আবার তাকে বন্ধুকে পাবার।

ঠিকানাটার জন্য একটা কেরোসিন করে লাইসেন্সের বর্ষে গেলেন। বন্ধুর দেখানে সবের সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন, লাইসেন্স বেরাই আসিয়া হয়ে বর্ষের পানে চাইয়ে চালাতে লাগলেন। ওরা—ঈশ্বরের ছেলে ভগবানী,—সে নিজের বাড়ী চিনে গেল। আর লাইসেন্সের চার বাড়ী চার ছেলে বন্ধুরা মনের সুখে বৈকুণ্ঠেরায় গান করতে লাগল।

কৃতজ্ঞতা।

(পূর্ণানন্দি)

[রায় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্-এ, বি-এল]

চাউ কি

অনেকের বিশ্বাস, এই সংসারে চাউ কি সিঙ্গিলাসের একটী অমূল্য উপায়—একটি অমোঘ অস্ত্র। এ অস্ত্র যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিতে পারা যায়। আমার কিন্তু এ প্রতীতি জন্মায় নাই। প্রথমতঃ চাউ কি কি এবং সেগুলি হইতে উহার প্রত্যেক কি,

তাহাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে, চাউ কির সম্যক্ মর্ম্ম কতদূর পর্য্যন্ত প্রকাশ হইতে পারে, বুঝিবার সুবিধা হইবে। ক্রিয়া অথবা কর্ম্মের কথা বলিলে অনেকে অবশ্যই চাউ কি বলিবেন। ক্রিয়া অথবা অনেক কথা বলিলে অনেকে অবশ্যই এবং যথাযথ ব্যবহারোপযোগী, চাউ কির মূলোচ্ছেদ। এই মূলোচ্ছেদ যে সর্ব্বত্রই নিন্দ হয়, তাহা আমি বলি না। অনেক

[illegible] মনোযোগ [illegible] [illegible] [illegible]

বিশ্ব অধিক দূষিত হইবে. মোহনের পর তাহাদের মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।"

পারিপার্শ্বিকের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, আত্মপ্রতি অবলম্বন করিয়া অতি সহজে চলিয়া যাওয়াই বিধি।

বিদ্যুৎ কবি এ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন :

"অন্তিকা যদি ভবঃ পরিতোষহেতুঃ
অন্যপ্রসাদফলতোঽয়মনুগ্রহো বঃ।"

মালবিকাগ্নিমিত্র

"যদি তোমাদের নিকট আমার বিদ্যা করিয়া সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজ নিজ ভাষায় অনুরাগবশতঃ ইহা-দের. বুঝিবে।"

এই সব কথায় স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে, পাণ্ডিত্যপ্রকাশে আদৌ প্রলোভন না থাকাই শ্রেয়। তুলিকা শ্রীর ভূষণ মাত্র। পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরুষের কাছে চাটুকির প্রশংসা এক প্রকার বিষবৎ।

এখন লৌকিক ও চাটুকির মধ্যে প্রভেদ কি, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক মনে করিতেছি। উভা-য়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। "লৌকিকে" মানুষ আত্ম বিক্রয় করিতে চায় না; চাটুকিতার প্রলোভনে আছে, কিন্তু কাপট্য ও অসত্যাচারে আপাদমস্তক আবৃত। লৌকিক প্রকৃতির লোকের ভিতর, তুলিকা ও আত্মিকাভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চাটুকির মূল উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি, সারবস্তুর অনুসন্ধান করিলে প্রবঞ্চিত হইয়া পড়ে। সুনীতির সঙ্গে লৌকিক বা ভদ্রতার কখনও সম্বন্ধ উপস্থিত হয় না। নীতিবাদের সঙ্গে চাটুকি একপ্রকার অসম্ভব। লৌকিক ও চাটুকি পরস্পরাভাবে ভিন্ন-প্রকৃতিক। লৌকিকে প্রকৃত প্রস্তাবে মধুর কথার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, চাটুকিতে কেবল আপাতমধুর অলীক কথার যোজনাই লক্ষিত হয়। লৌকিক (ভদ্রতা) ও চাটুকির (তোষা-মোদের) মধ্যবর্তী সাধারণ লোকের অধিষ্ঠিত থাকা। অধিক এর নিদর্শনের।

সভ্যবাদী, ধর্মজ্ঞ, প্রকৃতির লোকে সৌজন্য প্রদর্শনে স্বভাবতঃ সমর্থ হইবেন। ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য, অকপটতাই চাটুকি প্রয়োগে প্রবৃত্তি জন্মায়। এই দুই শ্রেণী লোকের মধ্যে সাধারণ প্রায় অবস্থিতের। সভ্যতে উহার মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের আধিক্য ঘটিলে, সেই সমাজ বা জনপদের উন্নতি অবরুদ্ধগামিনী। অথবা শ্রেণীর লোকের আধিক্য লক্ষিত হইলে, সমাজ ধীরে ধীরে নিরয়ের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, বুঝিতে হইবে।

কবি ভর্তৃহরি খল ও সজ্জনের তুলনা করিয়া একটী সুন্দর শ্লোকের শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই শ্লোকটী অন্তরিত চিত্তে পাঠ করিলে অন্যান্য, ভেদজ্ঞা পুরুষের ও ঔদারধী নিম্নের লোকের মধ্যে কত ব্যবধান তাহার পরিমেয় আভাস পাওয়া যায়। অন্যান্য লোকে কখনও লৌকিক বিস্মৃত হন না; ঔদারধী আত্মাভিমানশূন্য লোক চাটুকি প্রলোভনকে মনে ঠাঁই দিতে পারেন না। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলেছি :

"লালনে লালয়েৎ পুত্রং তাড়নে তাড়য়েৎ তথা।
দুষ্টে বিপক্ষে যদ্যোদ্যমপণ্ডিতঃ।
যঃ শিক্ষয়তি দুষ্টেভ্যঃ সজ্জনেভ্যঃ
তাঁঃ বিলোক্যতি চাটুশতৈস্তং দুর্লভং।"

ভর্তৃহরি

"দুষ্টের লালন সকাশে, নিয়ে সাধনেতে বিপাকর, তুষিতে শাসিত হইত দুষ্ট ও উচিত যেথায় প্রবৃত্তি উদ্যমযুক্ত তাহা আয়াসভাবে প্রীত করে। সজ্জনের সমুখে আহার উপস্থিত করিলে, বীরভাবে দেখে; অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, আহার করিতে আরম্ভ করে।"

ভেদজ্ঞান্ ও নিম্নের পুরুষের কি সুন্দর ছবি! ভেদজ্ঞান্ লৌকিকের আধার; ঔদারধী চাটুকির শাসনাগার।

বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রে সৌজন্য প্রদর্শনে অনেক সুবিধা হয়। স্থায়ী ঔন্নতির সম্ভাবনা। চাটুকিতে অন্যান্য লোকের নিকটে কখনও কিঞ্চিৎ সাহায্য বা সহানুভূতি লাভ করিতে পারা সম্ভব। কিন্তু সে সাহায্য বা সহানুভূতির কোনও স্থায়িত্ব নাই। তাহার উপর আমাদের নির্ভর করা উচিত নহে (ক্রমশঃ)

সতিকা।

[শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।]

১

ওকে গান আবরিয়ে, মোহাগ বাঁধন দিয়ে,
কি ভাবে প্রতিমা তুমি আছলা দাঁড়ায়ে।
কেন মনে অনুমানি, কেন মম প্রেয়সিনী,
ক'রেছ পরিহার পাপে লজ্জা ভয়ে।
ওই ফুল মম প্রতি, তাতে আসক্তির আঁখি,
বাঁধিয়া রেখেছ তাকে সুখের বন্ধনে।

প্রাণে প্রাণ ঢেলে দেব সেই দিনটিরে,
লজ্জা ভয় ভেঙ্গেছিয়ে, কেন আছহায়া হ'য়ে।
প্রেমময় হোতে তার কেড়ে নিতে চাহিয়ে
অন্যায়রি তুমিও আজ হোলায়,
ওকে না মোহাগ ভরে, ভাবিলে অন্তরে মরে,
কেন ভুলে আজি তিলে মোহিতে পরিলে?
হেরিলে প্রতিমা মোরে কেন মনে হয়,
যে ভুল প্রেমের ভোরে বাঁধা আছ পরস্পরে;
এ জগৎ মাঝে তার নাহি আর জন!

২

কিন্তু এ কি বিধাতার লীলা চমৎকার!
যিনি যার যিনি আশে, কিছুই না থাকে শেষে,
যিনি করে এ কি খেলা খেলিবারে আরম্ভ,
পরম অহিত বল, সকে সবে অঙ্কুর
ভীষণের ভয়ঙ্করে ধরি আকর্ষণ,
যায় সে বাঁধিয়া তারে, বল বক্ষপরি ক'রে
কত ঘাত ঘাতে তার সুকোমল প্রাণে।
কিবা ঘোর অত্যাচার, পাষাণে বাঁধিয়া হিয়
নিষ্ঠুর অন্তরে হেন করে অনুক্ষণ।
তখন চূর্ণিত হয়ে, হয় তার নাহি
অন্তরে প্রকৃত মূল্য তাহে কেহ ক'রে।

৩

নিতি নব খেলা খেলে প্রতিমা তোমার
তোমার আত্মিনী ভরে, ভাবিয়ে অন্তরে,
এত স্থান চুরি প্রাণ কিবা হেন খাঁদা।
যেমনি তোমরা হেরে ফিরে এই ধরাপরে,
তেমনি সে খেলে যাই এই ধরা তার,
জীবনে মরণে আমি বিক্রেয় তোমার।

ভারতীয় স্বরাজের আদর্শ।

[শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।]

Swaraj is my birth right—এ কথা শুধু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মুখে নহে, ভারতবর্ষের অনেক লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি। কিন্তু স্বরাজ বলিতে কি বুঝায়, তাহা কি তাঁহারা সকলে ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বিদেশী শাসনের অধীনতা হইতে বিমুক্তি? নিজের দেশের আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি, পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিদেশী প্রবর্ত্তিত অনুকরণে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলে তাহাতে যে স্বরাজ লাভের চেষ্টা বিফল হইবে, তাহা কি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? জগতের অন্য কোন জাতির চেয়ে ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ধারা ও নিজস্ব আদর্শ আছে। যিনি ভারতের সেই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন, তাঁহার সেই

হইবে। সেই জন্য আমরা বারংবার বলিয়াছি যে, Back to the village অর্থাৎ গ্রামে ফিরিয়া যাও। নাগরিক জীবন বিসর্জন দিয়া, ছোটখাট পরিবারে পরিণত হইয়া আমরা ছোটখাট শিল্প বিদ্যালয়গুলির চারি দেওয়াল, আমাদের অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করি ভারতবাসী, বাঁটি হিন্দু, খাঁটি আর্যসন্তান হও।

বাস্তবিক "আমরা ভারতবাসী" এই একটি কথা বলিবার জন্য বিদেশী পাশ্চাত্য অনুকরণ করিয়া। পাশ্চাত্য জাতি পরলোক মানে না, পুনর্জন্ম মানে না, জীবান্তরে অবিশ্বাসীদের তাহাদের বিশ্বাস নাই ইহলোকে চাকচিক্যশালী সভ্যতার অনুমতি হয় না, সেজন্য কাব্য নাটক যাহা লিখিয়া লইয়া কি প্রকারে নিজেদের ভোগবিলাস ভোগের পরিপোষণ করিব, ইহাই হইল পাশ্চাত্য জাতির চিরন্তনের সন্ধান। তাহার (Materialism) উপাসনা করিতে গিয়া পাশ্চাত্য জাতি আজ জীবনের সমস্ত সুখ শান্তিকে বিসর্জন দিয়াছে। মহাদেবের ভোগনাশ নিশ্চিত্ত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে না। সমস্ত ভারতী ভাবকে কবরস্থ করিয়া ভোগবিলাসের ভোগালয় নির্মিত হয়; তাই ভোগবিলাসের মহাদেবের বাণিল—সমস্ত ভারতীয় ভাবকে এক দিনের জন্য ভোগ বিলাসের মুখে হরণ করে, সেই পৃথিবীব্যাপী ভোগবাদের চিতাগ্নিতে সমস্ত প্রাচীনত্ব জলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যেত। কিন্তু প্রাচ্য জাতি—বিশেষতঃ মূল চৈতন্য অনুবিদ্ধ এই হিন্দু জাতি যে—

"যে জাতু কায় কামায়াং ঈশস্যাগ্নেয় পাবকি।
ইন্দ্রিয় মুক্ত অন্তর মুক্ত এবাতি সন্তত।"

অর্থাৎ কামনার দ্বারা আত্মাকে কলঙ্কিত করে না, ঈশত্বাগ্নির দীপ্তিও ভোগলালসায় নিষ্প্রভ হয় না। তাই আমাদের ঋষির ভারতবর্ষের পরম আদর্শ ছিল—

"ঈশস্যেত্বেতায় শ্রোত্রায় ভোগায় বিভীতবিষায়।
দীর্ঘমেবায়ুরভি সংক্রমায় ভূয় ভবায়।"

আমাদের মনু—আমাদের বিষ্ণু ঋষি ঋষি করিতেন বটে, বিলাসের বাহির হইতেন বটে, কিন্তু বিলাস তাহার কখনও নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির আদর্শে সমাজ চলিতেছে। এই আদর্শ যখনি ভারতে বিকৃত হিল, তখনি ভারতবাসী ধ্বংস পরিণতে পারিতে যান করিয়া। যখন ঋষি, মুনি, যোগী, ঋষি, যজ্ঞ, পূজা, সাধন, তপস্যা লইয়া থাকিতেন, তাহার নীরোগ থাকিবার জন্য যাহা অভিন্ন আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহারা যে, যেমন, পূর্তি, সাধনা, নীরোগে, বৈশ্বেষিকের মূলক হইতে প্রকাশ করিতেন। সমাজ চিকিৎসা পাশ্চাত্য ভোগ বাসনার মূলে মরণের "অজ্ঞানতা" বা অজ্ঞানের জ্ঞানের অনুভব করে নাই। তাহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, কথা, পুরাণ পর্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই মনুষ্যত্বের, মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন জিনিষ তাহাতে ছিল না। মেগাস্থিনিস স্মার্ট অশোকের সময়ের বার বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভারত বিবরণে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আমি এই দীর্ঘ বাদশ বৎসরের মধ্যে কোথাও চুরি ডাকাতির নাম পর্যন্ত শুনি নাই। ফাহিয়ান লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য মুলপ্রকৃতির সময় রাজত্বকালে দেশবাসী এমন সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল যে তখন "প্রত্যেক মনুষ্যত্ব ছিল" অর্থাৎ "মনুষ্যত্ব" প্রতিমাত্রে পরিণতি ছিল। হুয়েন্ সাং, বাণভট্ট, ইৎসিংপ্রভৃতি পরবর্তী বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ পর্যন্ত ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বাস্তবিক লোকে তখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত বলিয়া ধর্মের মধ্যে চৌর্য-বৃত্তি, মদ-মাদিকা,প্রভৃতি বহুল্য দ্রব্য রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইত, কেহ তাহাদের বিশ্বাস হরণ অপহরণ করিত না; কেন করিত না? তখন যে লোকে অভাব কাহাকে বলে তাহা জানিত না।

"যদ্যপি গৃহে ভাবের পাকেনাপি প্রজায়তে।
অন্ন যথোপযুক্তার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ।"

—ইহাই ছিল তখনকার আদর্শ। তাঁহারা একখানা আটহাতি ধোতী কাপড় পরিয়া একখানা গামছা কাঁধে করিয়া বড় বড় রাজ্য শাসন করিতেও কিছুমাত্র ভিন্ন বোধ করিতেন না। তখন ভারতবর্ষের সভ্যতাটি ছিল, কেহ তাহারও বাহিরে উপর হস্তক্ষেপ করিত না, যদিও কাহার মনে যে যাহার কর্তৃত্ব করিয়া যাইব, তখন বাণিজ্য সম্ভারের জন্য সমুদ্রের ওপারে যে যাবার মত কাজ তখন

[illegible] [illegible] [illegible] [

হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা প্রস্তাব করি। কলিকাতা পাঠ করিবার বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা [illegible] ব্যবহারী নহে, আমাদের [illegible] পুস্তিকা পাঠ করিতে পারেন না। এমন কি [illegible] সম্পাদকগণের (Chauffeur) যে শ্রেণীর নিকট হয়, বিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্রদিগের অনেকেরই সে শ্রেণীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচিত হয়। বাস্তবিক এ কথায় যদি কিঞ্চিৎ সার থাকে, তাহা হইলে কলিকাতা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের বিষয়ের সংস্কার হওয়া উচিত। যাহা হউক সম্প্রতি শ্রেণীর যে আরম্ভ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কার্লের "পেষ্টালোৎসি" নামের শিক্ষাপ্রণালীর অনুযায়ীর অনুকূলে, বর্তমান প্রবন্ধের প্রস্তাবিত পুস্তিকা বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার নিকটে আমরা বিশেষ ঋণী। তা ছাড়া, যে কোন ব্যক্তির আমাদের দেশীয় দুরবস্থা কি প্রকারে আমরা দূর করিতে পারিব, তদ্বিষয়ে অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার কাছেও আমরা বিশেষ উপকৃত। তবে "চরকা" সর্ব-দুঃখহারিণী বলিয়া মনে করি না। "চরকায়" বলাবে সামান্য কিছু অর্থাগম হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা পরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজরাজ আমাদের অন্নবস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন বলিয়া, আমরা সুখী হইয়াছি। ইহাই ত প্রকৃত কথা। আমাদের দেশে যদি বাস্তবিক শিল্প বিজ্ঞানের প্রচার হয়, দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের যথোচিত উন্নতি হয়, তাহা হইলে দেশের অনেক দুঃখ দূর হইবে। আমাদের অনুভব করিতে হইবে না। অমনিই বহির্জগৎ আমাদের অবস্থার পূর্ণ হইবে। দেশের কৃতবিদ্যগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, যে উঁহারা মন হইতে বৈরাগ্য অপসারিত করিয়া, নিম্ন বিদ্যালয় হইতে প্রচারিত পুস্তিকাগুলি সাহিত্যিকে পাঠ করেন। কেহ না কেহ এই সব পুস্তিকার জীবিকানির্বাহের উপায় দেখিতে পাইবেন—অনাহারে অন্ধে দেশে বিদ্যালোকে, সম্ভবতঃ সব স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।

বিদ্যা-বিস্তারের কর্তৃপক্ষগণের নিকট এই সব ক্ষুদ্র পুস্তিকার জন্য অনুরোধের প্রতিলিপি থাকা উচিত। আশা করি, এই সব পুস্তিকা প্রচারে আশু সুফল ফলিবে।

"তোমরা যদি ভিত্তিরেখাগুলো
এখনো বরফের নোনামুখ পুরাণ
উঁচিয়ে সমধিনিয়ে পরিপোষণে
নানাকৌশলে কথাটি কহলারের বুঝি।"

রবীন্দ্রনাথ

"আমরা যদি এই ভিত্তিরেখা হইতে যোগ করিতে পারি, তাহা হইলে আজ এই প্রবন্ধপুস্তকে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত বহুবিধ পুস্তকগুলি প্রতিপালিত হইলে, এই ভিত্তি কহলারের ন্যায় নানাফলে ফলবতী হইবে।"

সাপ্তাহিক সংবাদ

উপাধি দান।—গত ২২শে অগ্রহায়ণ বুঁচুড়া অবস্থিত চুঁচুড়া হাসপাতালের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হাবড়া জেলার অন্তর্গত বাগবাড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস মহাশয়কে বিদ্যাবারিধি পরিচ্ছদ দ্বারা তাঁহাকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

নূতন জেলা।—খুলনা জেলার বাগেরহাটে আই, এ, আই, এস, সি এবং বি, এ, পরীক্ষার [illegible] অন্য একটী কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় পল্লী-সংগঠন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। দেশকে স্বাবলম্বনের, স্বাস্থ্যের, স্বাধীনতার কার্য্যে পরিচালিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যে সাধু ও মহান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই মহৎ কার্য্যের জন্য তিনি দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, দেশ স্বাবলম্বী হউক, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত ক্ষেত্রোদ্যম প্রস্তুত হউক, ভগবান দেশবাসীকে সেই শক্তি প্রদান করুন।

কলিকাতার নূতন রেলিক। এর দ্বারাতে কেবল কলিকাতা কর্পোরেশনের আপাতী বেশের রেলিক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালায় শিক্ষা বিভাগ—ডিরেক্টরের পদ।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে একটী ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—সংবাদপত্রে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট একটী নিয়ম স্থির করিয়াছেন এবং সেই স্থির অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের কোন পদ থাকিবে না এবং শিক্ষা বিভাগের কার্য্য সেক্রেটারিয়েট হইতে পরিচালিত ও নিয়মিত হইবে। এই বর্ণনা সত্য নহে। প্রকৃত ব্যাপার এইরূপ, শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ও ডিরেক্টরের পদের পুনর্ব্বিবেচনা সম্বন্ধে এখনও গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু সেই সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় নাই।

ষ্টেমহুক। পাঞ্চ, ষ্ট্রাইক ও পাইরেসী সম্বন্ধে ষ্টেমহুক আগামীর ১লা তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। ষ্টেমহুকের দরিদ্র ও কপি করিয়া পুস্তক পাঠান যায়।

ঘরের সন্তানদের সম্ভাবনা।—বিহারের গবর্ণরকে ছুরা মারে বিহার বিক্রমপাল মন্দিরের নিকট হইতে বিহারিদের একটি স্থানী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন যে দুই বালের মধ্যে তাঁহারা এই কার্য্যের সম্পাদন না করিলে সেবারের তাজকেশনের মত সম্পত্তি আবদ্ধ হইবে।

মহিলা ব্যারিষ্টার।—গত ২৯শে নবেম্বর মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজী কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করিয়াছেন। ইনিই কলিকাতায় প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার। মিস্ সোরাবজী সাড়ীর উপর গাউন পরিধান করিয়াছিলেন।

বিগত ১৯১৯ সালের হইতে ফৌজদারীকার্য্যে অনুসরণীয় আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ইংলণ্ডীয় বিচারালয় সমূহ হইতে নিম্নে প্রকাশিত বহি সমূহ ভারতীয় বিচারালয়ে ব্যবহারের জন্য Recognition প্রাপ্ত হইয়াছে।

জাপানের সমরায়োজন।—"ষ্টেটসম্যান" পত্রে সানফ্রান্সিস্কো হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, এযোরোপের সহায়তায় জাপান আপাতী তিন বৎসরের মধ্যেই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, এরূপ মনে করিয়া একদল আমেরিকাবাসীর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। জাপানীদের প্রশান্ত মহাসাগরের উপর যাহি এযোরোপের সহায়তায় কর্তৃত্ব করিতে চাহিতেছে। জাপান এই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর হইল অনেক বিশেষজ্ঞ এযোরোপের নির্দ্দেশানুসারে নিজ দেশে লইয়া গিয়া জাপানীদের এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে জাপানের ১২টি কারখানায় বিশেষে এযোরোপের তৈয়ারী হইতেছে। জাপানীরা যাহি জাপানী হইতে এমনভাবে খুব বড় এযোরোপ আনিয়া উহার অনুকরণে অনেক ছোট ছোট এযোরোপের তৈয়ারী করিয়াছে। এই এযোরোপ একজন লোকেই চালনা করিতে পারে,- উহার পরিচালক যাহি অসাধারণ ধনবান। যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশ এযোরোপের বিমান যানকের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারিবে।

আমেরিকার জাপানের এই আয়োজন দেখিয়া বিশেষ প্রস্তুত হইতেছে। গত বৎসর আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট এযোরোপের নির্ম্মাণের জন্য ১০০ কোটি ডলার বা সাড়ে তিন শত কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গত ২০ বৎসর যাবৎ আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর নৌ-বিভাগের জন্য ১০ কোটি ডলার করিয়া ব্যয় করিতেছেন।

শিক্ষা-সংবাদ

২১ পং. বিঘাটি, বাহর পুকুরিয়া এম, ই স্কুলে অস্থায়ী অবস্থা হারায় ছি, ই পাশ শিক্ষক আবশ্যক. বেতন ১২৲—১৫৲ আহার বাসস্থান ফ্রি।

Bhuban Mohan Mandal,
Head master Baman Pukuria
S. M. M. E. School, Po. Minakhan.
(24 Pergs.) 458—9-1-25.

বর্ষিয়া, বিষ্ণুপুর পোঃ বিষ্ণুপুর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য বাঙ্গালা ও পণ্ডিতের সুবক একজন নূতন নিয়োগ করা হইবে পাশ ফেল পণ্ডিতের আবশ্যক। মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা। আহার ফ্রি বাসস্থান পাইবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিশেষ আবশ্যক। বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। বেতন দেয় করিয়া কাজ ছাড়িবেন।

সম্পাদক ছোলেন—
সেক্রেটারী।
বীরভূম মধ্য ইংরাজি স্কুল, বীরভূম পোঃ। (বর্দ্ধমান) ৮৬৪

জেলা যশোহর, হাজরা গুরুগ্রাম এম. ই. স্কুলের জন্য বর্ষায়ান বৈবাহিক পাশ ফেল পণ্ডিতের অবিলম্বে সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে, মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা।

শ্রীবেদনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রেসিডেন্ট।
হাজরা গুরুগ্রাম এম, ই, স্কুল।
পোঃ কালিয়া, (যশোহর) ৮৬৯—

Wanted a B. A. strong in Mathematics with History or Persian as an optional subject and an English knowing Kavyatirtha Head Pandit for the Dubchanchia, H. E School, on Rs. 30-5-40, and on Rs. 18-2-25, from the new session. None need apply who will not stick to the post at least for two years. Preference will be given to a really bona-fide man.

Apply sharp to the Head Master,
Dubchanchia H. E. School.
866 (Bogra)

Wanted immediately an English knowing Normal Trainarsic strong in Bengali and Mathematics as a Drill master for the Maju R. N. U. High School on Rs. 25—28 a month. With the benefit of Provident fund according to qualification. Tuition may be available.

R. M. Sen Gupta M. A
Head master.
R. N. U. High School. P. O. Maju.
(Howrah.) 864—2. 1. 25

"জেলা বাকুড়া ধরমডাঙ্গাবিষ্ণুপুর এম, ই, স্কুলের। ধরমডাঙ্গাবিষ্ণুপুর পোঃ। জন্য বর্ষায়ান বেঙ্গ পরীক্ষোত্তীর্ণ ফেল্ পণ্ডিত আবশ্যক। বেতন মাসিক ২৫৲ কুড়ি টাকা। বাসস্থান ফ্রী, প্রাইভেট্ পড়াইলে আহার অথবা নগদ ৫৲ টাকা মিলিবে। জাতি উল্লেখপূর্ব্বক সত্বর সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।" ৮৬৮—

চিচিড়া মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের জন্য একজন বর্ষায়ান বৈবাহিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ফেল্ পণ্ডিত আবশ্যক। নিম্নলিখিত ঠিকানায় জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর আবেদন করুন। বেতন মাসিক ২৫৲ কুড়ি টাকা, বাসা পাইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন প্রামাণিক।
সেক্রেটারী—
চিচিড়া মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়।
পোঃ চিচিড়া—মেদিনীপুর ৮৬৭—২১।১।২৫

মাসিক ২০৲ দশ টাকা বেতনে একজন ইংরাজি জানা ম্যাট্রিকুলেশন পড়া এবং বর্ষায়ান বয় মাসিক পাশ শিক্ষকের প্রয়োজন। আহার ও বাসস্থান পাইবেন। ৩।৪ বৎসর ছাত্রদিগকে পড়াইলে ও পড়াতে পড়াইতে হইবে ও সময় উহাদের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। ১৫ই জানুয়ারি ১৯২৫ মধ্যে আবেদন পাঠাইতে হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় বর্ষায়ানীয় ৩২৫ টিকিটের জন্য পত্রব্যবহার পাঠাইবেন।

শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য।
প্রোপ্রাইটার কেন্দ্রীয় কোঃ
রাজবিহার ৮৭০—

ধামুরিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য একজন বয়স্ক ইংরাজী ও বাঙ্গলা পাশ শিক্ষক আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীযুক্তেশ্বরনাথ পাল, প্রধান শিক্ষক।
ধামুরিয়া জাতীয় বিদ্যালয়।
ডাকঘর: পোঃ (মেহিনীপুর)

বর্দ্ধমান মেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন ইংরাজি জানা অভিজ্ঞ মেড পণ্ডিতের আবশ্যক। মাসিক বেতন ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা অথবা আহার বাসস্থান ও ১৪৲ বেতন হইবে।
ঠিকানা—শ্রীশিবনাথ বক্সী সেক্রেটারী।
গৌরি এণ্ড, ই, স্কুল।
মানিকচক পোঃ (হাবরা) ২৭১-

কলিকাতা—বহুবাজার মাণিকতলা শিক্ষায়তন ১০০৲ ২০০৲ উপার্জ্জনক্ষম বর্দ্ধমান, হাবরা ও, হাবরা, ম্যাট্রিক, ১ম, ২য়, ও ৩য় শ্রেণীর ছাত্রগণ এখানে বা তাহার কি ও বিশেষ বিবরণার্থ ৵০ সহ ঠিকানায় পাঠাইলে অবিলম্বে পাঠাইতে পারিবেন। Prop. A. C. Dey, 18/B Palmar-bazar Road Entally, Calcutta. 873—

কর্ম্মপ্রার্থী

An experienced Under-graduate Head master is ready to serve in that capacity in any M. E. School in or near Calcutta. Minimum pay acceptable. Please offer a trial chance to— S. C. Brohmmochary.
56 South Sinthee Rd.
Po. Ghugudanga (24 Parganas) 875—

সদালাপ

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আদরের ধন,
বঙ্গের জাতীয় জীবন গঠনের একমাত্র সহায়ক অমূল্য

গ্রন্থরাজী

যার যাবতীয় পুস্তকের মূল্যতালিকা এখনও প্রস্তুত
১ম খণ্ড (সচিত্র) ১৲, ২য় ও ৩য় খণ্ড (সচিত্র) ৸০
৪র্থ খণ্ড (সচিত্র) ৸০

মূল্যের পাবলিসিটি ছাউস ৬৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

খাসী ও হাঁসমুরি মুরগীর জন্য বর্দ্ধমান সাদা একজন মেড পণ্ডিত আবশ্যক। মাহিনা ১৫৲—১৯৲ ২০৲ যোগ্যতা অনুসারে স্থির। তাহি উত্তম করিয়া জানিয়া লিখিবেন। ১লা জানুয়ারী কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

ডাঃ যোগেশ মুখার্জ্জি।
সেক্রেটারী।
পোঃ খাসী,
(বর্দ্ধমান)

"WANTED an experienced graduate to act as Head master in Dumuria N. C. Union H. E. School. Candidates are required to apply to the Secretary within the 2nd January 1925 with the copies of testimonials and stating the Salary required. Free Board and lodging."

J. N Kundu. Secretary.
Dumuria N. C. Union H. E. School.
Sajiara. Po. Khoolna. Dt. 874—

বাঙ্গালায় প্রত্যহ এক হাজারের উপর লোক কেবল অ্যাসেরিন্ট্রাক্ট আস্থা আছে।

কেমন বাঙ্গালী বন্ধুবান্ধব আছি বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে—যদি আজিকে ধারাটির সার, পৃথিবীতে বাঙ্গালীর যৌবন রক্ষার রাখিতে চান—নিজের, আত্মীয়ের, গ্রামবাসিদের, "স্বাস্থ্য" ও শিক্ষার উন্নতির জন্য গ্রাহক হউন।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্যের বিষয় যে কথা বলে। স্বাস্থ্যে শিশুচর্য্যা ও অন্যান্য গৃহ্য, বিবাহের উপায়, রোগ নিবারণ প্রায় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রবন্ধাদি বাহির হইবে।

বার্ষিক মূল্য ২৲—৵ ৫৯ পয়সার ষ্টাম্প পাঠাইলে অগ্রিম নমুনা পাঠান হয়।

ম্যানেজার—
ডাঃ রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, বি,
ডাঃ শ্রীরমেন্দ্রনাথ মজুমদার।
অফিস—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নমুনা গ্রাহক হউন।—
বৎসরে মাত্র ২৲ টাকায় ঘরে বসিয়া অনেক কথা শিখিতে ও শেখাইতে পারিবেন।

জীবনী শক্তি।

(ফাল্গুনের)

প্রবাসীর এক সমালোচক লিখিয়াছেন—"ইহাতে যে প্রবন্ধগুলি আছে তাহা যেন মনকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে, যা আমাদের হয়। প্রথম হইতেই পাঠক আগ্রহশীল হইয়া লেখকের সঙ্গে চলিতে থাকে। লেখাটি বাস্তবিক হইয়া ওঠে [illegible] লেখা হইতে আলাদা। এমনিতর রচনার পরিচয় দেওয়া সহজ, তাহা দুই একটি বাক্যে, পরিচয়ের ভাষা হইতে, বাক্যগুলির একেবারে ভিন্ন ধরণের।" এমনিতর লেখা হইলে; সাহিত্যের উপাদান—আর, বস্তু; রস ও, রসায়ন যে ইহা, অনিবার্য্য।

বঙ্গসাহিত্য

সম্পাদক—[illegible] শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত সমূহ—

"সমগ্রভাবে এ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর পুস্তক আমাদের সমাজে বোধ করি আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।"

আনন্দবাজার বলেন—

"ইহা ছেলেদের বোধের পক্ষে এ পর্যন্ত যত পুস্তক লিখা হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

প্রবাসী বলেন—

"বাঙ্গালা ভাষায় আমরা যে কয়খানি ভাল ছেলেদের বই পাইয়াছি তাহার মধ্যে এখানি [illegible] বই।"

পুরাতন বঙ্গসাহিত্য বাহা অনেক দেশী অভিজ্ঞ আছে। [illegible] সম্পাদক-পরিচয়, মূল্য ৫ আনা। [illegible] ডাকমাশুল ১৯৩০ সাল, [illegible] আনা।

পুরাতন বঙ্গসাহিত্য ১৩০১ সালের মূল্য [illegible]

১৩০২ " " [illegible]

১৩০৩ " " [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গসাহিত্য কার্য্যালয়, ৩৫, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR.

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages 399. Price 12 Shillings.

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, a land of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in its suggestiveness and the extent of its range the book under review is a remarkable production."

Manchester Guardian: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * "a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock-down blow."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages xxiv+249. Price 12 s.

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

The Folk-Element in Hindu Culture. Pp xx+312. (Longmans, 1917.) 15 s. net.

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Indiaman (London). "Of substantial scientific value. * * * Much that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. Pp. xiii+82. (Longmans, 1918.) 5 s. net.

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities and stating the case with a calmness and moderation that inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in [illegible] parts. (Luzac & Co., London, 1918.) 3 s. [illegible]

Bookman (New York). "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman and Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) Dollar 0.75 cents.

Sukra-niti (Hindu Politics). Rendered into English from Sanskrit with Introduction and Notes. (Panini Office, Allahabad, India, 1914.) Pp. xxxvi+270. Rs 6 (Luzac & Co., London.)

এডুকেশন গেজেট

অষ্ট বর্ষ

[illegible]

[illegible]

৪র্থ খণ্ড] শুক্রবার, ১৮ই পৌষ ১২৩৩, ২রা জানুয়ারী, ১৯২৭ [৩৭ সংখ্যা

ভারতীয় স্বরাজের আদর্শ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(ঐতিহাসিক আলোচনা)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, বিদ্যা অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ। বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্যা লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিবে, ইহাই সকলে আশা করে। এই আশা পূর্ণ হইলে বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, বিদ্যালয়ও ছাত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা দাবী করে না। ছাত্র বিদ্যালয়ে বেতন দেয়, বিদ্যালয় ছাত্রকে বিদ্যা দান করে। বিদ্যা দান করিয়া বিদ্যালয় ছাত্রের নিকট হইতে যে বেতন পায়, তাহা দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ছাত্রের বেতন ব্যতীত অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ইংলণ্ডে

যদি সেই Survey বাস্তবে কার্যে পরিণত হইত তবে Archaeological Survey of India যেমন পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে, তেমনি আমরা, তেমনি ইংরেজ, তেমনি আমেরিকা হইতে তাহার ইতিহাস পাইতাম। তখন বিদেশীয় লোক আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদের লিখিত যে তাহাদের সভ্যতা, শিক্ষা, দীক্ষা বিষয়ে তথ্যের অধিকাংশ, আধা মিথ্যা।

আমার প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দুরসায়নের ইতিহাস, (History of Hindu Chemistry) সম্বন্ধে বিদেশীয় আমুক্ত ও মত প্রকাশ, তুর্যবাসে আর্যদিগের পূর্ববর্তী ইতিহাসের তাহাদের অভাবীয় অনেকগুলি, মোক্ষমূলর লিখিত Aryan Home in the Vedas, উইলসন লিখিতের আমাদের আদি জন্মভূমি, অন্যকরণে সকল তাহাদিগের উপাদান সম্বন্ধে, সম্প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লিখিত, তাহা ব্যতিরেকে লিখিত Indo Aryans, ফিল লিখিত Buddhistic India, তাহার তাহার অনেক তথ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, উইলসন সাহেবের তাহার মহিমা বর্ণনা প্রবন্ধসমূহ, রোমেশ-চন্দ্র সমাদ্দারের সে সমস্তের তাহার, ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে Ship building in ancient India প্রভৃতি প্রবন্ধে জানা যায় যে—তাহাদের সভ্যতা আধুনিক ইং-রাজদের সভ্যতার চেয়েও অনেক তাহার সভ্যতা তখনের বিশ্বাসে বর্ণিত ছিল।

আর আমরা বিদ্যাবিষয়ে ঘোর বিদ্বেষী—ইংরেজের নিকট তাকাইতে থাকি, পড়িতে হইলে বিদেশীর তাহার দেখি, কিন্তু আর সময় তখন পূর্বে আমাদেরই তখন, আমাদেরই দেশের প্রয়োজন মোকে পূরণার্থে উদ্ভিদের। আমাদেরই বিজ্ঞানবিদ্ বেদিন পদ্ধতি সম্বন্ধ করিয়া বিশ্বের আমা আদির বিদ্ধ বৈজ্ঞানিকী উদ্ভাবন করিয়া-ছিলেন—আমাদেরই চাষ পদ্ধতিসমূহ তত্ত্ব বিদ্যার বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু আজ কোথায় সে মিথিলা, কোথায় সেই তাক্ষবিদ্যা—কোথায় সেই কর্ম তৎপর!

তখন আমরা চাই। "আধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়" বিদেশের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে তখন মিলিবে না, বই পড়া, কিন্তু সে তখন লাভ করিতে বিজ্ঞানে ও তখন আছে, "যে যাহিতে পড়ে লোক, উহা তাই করে" আমরা তখন হাতাহাতি যাহাতে ছাড়িয়া আমাদের তাহা-দের সংস্কৃতিতে লিখিত হইবে। বিদেশ আজিও বৈদেশি, তাহাদের প্রয়োজনে বিদ্যা যে তখন লাভ হইবে সে তখন আমাদিগের না হইয়া হইবে আত্মঘাতী (Suicidal to the interest of the masses)। যে ব্যক্তি বিদেশে শাসন করিবে, নিজের হৃদয় বিদেশে আসনে বসিতে পারে না, সে বিদেশ মনের তাহাকে "তখন" প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, সে বিদেশে তখন লাভ করিবে। তাহা, তোমা, তোমা, তোমা ইত্যাদি আমরা এই দুইটী বিদেশে যে তখন বসিতে পারে না, সে তখন তোমা দুখে তাহা। যাহিতে দুইটী মন মিলিত, তখন একটি মন আমাদের মনের উপর তখন প্রতিষ্ঠা করিবে তখন তাহাই ও বিদেশ হইয়া আমাদের তাবে তখনের প্রতিষ্ঠা করিবে। এই মত তখন প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে চাই প্রথমে আত্ম-বিশ্বাস—চাই যে তাহা মূলক সাধন ও সাধনা। এই সাধনা করিতে গেলে চাই নিজের মনে বিশ্বাস—নিজের তাহে বিশ্বাস, আমার আছিতে প্রভা, তা নহিলে তখন লাভ—"নিজের তখন হয় অধীন বাঙ্গী"। আমার আমার—আমার—আমার এই আদির বোধই হইল তখনের মূল। আমার নিজ নিজস্বজন যে আমার পদ্ধতি, রীতি নীতি ব্যবস্থা নিজস্বের, সাধন পদ্ধতি নিজস্বের—নিজস্বশক্তী বুদ্ধিবলি যে বিধি ব্যবস্থা, তদুপরি নির্ভর করিয়া নিজস্বের, আমি অধিকারিত্বকে তাহা পালন করিব, তাহা ভাল মোক মে বিচারে আমার প্রয়োজন নাই, আমার তাহা নিজ তখনতই ভাল—এই যে আদির বোধ—এই যে আমের শক্তি ইহাই তখনের মূলমন্ত্র। এই আদির বোধকেই ইংরাজীতে (Patriotism) বলে। এই Patriotism-এর সাধনা করিয়াই আজ ইংলণ্ড এত বড়,

জাপান যে পরীক্ষা করিয়া যে ফলাফল আহরণ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন

"যেমন যথার্থ বিজ্ঞান সমবায়ে বাহ্যজগৎ
যথার্থ বিদ্যালয় হোক সমবায়ী আমরা ও"

নিজের মর্মে নবীন চেতনার, নবীন সত্যের জন্ম, সত্যের সন্ধানে, সত্যের জিজ্ঞাসায়, সত্যের শিক্ষাদীক্ষার আলোচনায় আমি কখনো যাই নাই, বাঁধাই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রে লোকসান ছিলো, অধিনীকুমার মত মীমাংসা হইয়াছিলো বলিয়াই তাঁহারা এলাহাবাদের মত মফঃস্বলে অধিষ্ঠান করিয়া লক্ষ্মী প্রতিমা, ত্রিকালের ঠাঁই নাই বলিয়া আমি যাহিতে পড়িয়াও অচল এবং অটল ছিলেন। আর এই "আমিত্ব" বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া মহাত্মা গান্ধী আজ স্বরাজ মন্ত্র প্রচার করিতেছেন বলিয়া—তাহাদের চিরন্তন আদর্শ Simple living and high thinking কে তিনি আমল জীবন পরিপূর্ণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আজ আমাদের অবজ্ঞাভাজনের মধ্যে তাঁহার এত প্রতিষ্ঠা—এত সম্মান।

এখনও আমাদের শতকরা ৯৯ জন মহাত্মাদিগের নিকিত লোক ছাড়া গান্ধী ২৪ জন তপস্বীরাজের মহাত্মাত্ব, ঋষিদের মহত্ত্ব, তপস্বীদের সাধনা, যোগিদিগের মহত্ত্ব পড়িয়া থাকে। তাহারা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—Romanceএর সহিত এখনও পরিচিত হন নাই। তিনি আজ তাহাদের এই প্রাচীন আদর্শ অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের সর্ব আমকে মধুর ভাষিয়া এদেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সাধনা হইবেন, তাঁহারই জয়ো জয়ন্তী হইবে। ছোট বড়কে ডাকিয়া একেবারে ডাকা, পুরুষদিগের মাথা মাথার জন্য, যাহা আজ তাহাদের উপর চুর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের প্রাচীন ধর্মতার—প্রাচীন আদর্শকে চুরমার করিয়া আজ সাহারের মত যাহারা মুসলমান জাতি নূতন Organisation এর সহিত পরিচয়ের মধ্য আসিতেছে, তাহাদের আজ স্থান হইবে না, ইহাদের যে স্বরাজের ধারা তাহাতে অনাগত অনন্ত সমৃদ্ধিত হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না।

এই এক স্বরাজ সাধনায় প্রথমে চাই দুই সাধনা—চাই আত্ম-বিশ্লেষণ। একবার সাধারণ শিক্ষা সমাপনের অন্তর সৃষ্টির তলিয়া সকলে হিন্দুর ছাত্র গুরু গুরু প্রাণে সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা, তর্পণ অন্তর, যেমন আত্মিকের, বর্ণধর, পুরুষ পরম্পরায় জীবিকা অবলম্বন করুন, দেখিবেন বহুকে আমরা হইয়াই তাহাদের আবির্ভূত হইবে। হিন্দুর ছেলে যদি একবার অন্তর আমি হিন্দু হইয়া নিজের পূজার খোরোপিসি নিয়া পরিচয়ের মুখ পাইব না, মুসলমান যদি অন্তর "নামাজ" নিয়া খোরিত মুখ আমি শব্দ করিব না, তবে কি বিদেশী মুখ তাহাকে পৌঁছিতে পারে?—তাহাই নয়। খ্রীষ্টান যদি অন্তর আমি তাহাদের ধর্ম বাইবেল সম্বন্ধের কথা আর করিব না, আর এ আমা, ধ্রুবা, পাকেটে মুখ পরিব না, আমাদের সেই ছোলার কাপড়, আর কাঁচ নিশ্চিত পাদুকাই আর, তবে কি বিদেশী এই সকল সত্য সম্বন্ধে আমাদের করিয়া তাহাদের পৌরিত সোহং করিতে পারে? আমার তখন মনে হয়ে মনে হয়—"যা—আমা আমি স্বরাজ লইয়া মুখে রবি।" আমরাই আমাদের বাহিরের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়াছি, বর্ণে, কর্মে, আচারে, ব্যবহারে প্রথা ও বিশ্বাসে হারাইয়াছি, তাই না আমাদের এই দোসরীয় দশা। আমরা যদি আমাদের মুখ বর্ণকে আমার পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি তবে স্বরাজ "স্বরাজ-মন্ত্রণা" আপনা হইতেই আসিবে।*

* এক বৎসর আহারের অধিকাংশ অন্তর খোলার যে পরিচয় হয়, সেই সময় খোলা বহুত চরক পড়িয়াছিলাম। তখন স্বরাজ-বিষয়—ঐযুক্ত গান্ধী অসহযোগের।

ধূমকেতু।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(শ্রীমতী অনুরূপা দেবী)

দেবনাথ তার মেয়েকে ছেড়ে, যে অধিক বৈরাগী অজ্ঞাতবাসের ঘরের দ্বার খুলিয়া একাকিনী বাহির হইয়া গেল। সব খুলিয়া সে হাসিয়া বলিল—"অজয় মোক্ষদার! ও মূলুর হাত থেকে কেমন ক'রে টাকা বার ক'রতে হয়, আমি ঠিক জানি, দেখবে?"—অজয়কাশের মন ভাল ছিল না, তথাপি এতক্ষণে সে হাসিয়া ফেলিল,—"মূলুর সঙ্গে পরিচয় দিয়ে উঠতে পারো—তবু ও রক্ষা না।"

"যদি পারি?"

"অসম্ভব।"

"বাজি রাখ, যদি পারি?"

"আমার কি আছে?"

"আমার মোক্ষদা হ'য়ে থাকবে তো?"

অজয়কাশ হাসিল; মনে মনে বলিল—"এমনিতেই তো আছি।"

দেবনাথ বলিল—"এতক্ষণ চাকরী খুঁজো না—এর মধ্যে না পারি দিয়ে পাঠাব, তখন যা হয় ক'রো।"

মণি দেবনাথকে মূঢ় বলিলেও তাহাকে অবিশ্বাসিক বলিত। এমন ভাল ছেলে তাহিরীদের তাহার জীবনে দেখিবার ঘটিয়া মনে পড়ে না। পাছে তার চরকারি না বাড়াইলে, তবু তার বিয়ে যারা হইবে তারা সে বলিত,—সে ঘরে আর না,—চরকারির বেশম পছন্দ করে না, বেজা অবশ্য-চুরুক তেল মাখিয়া তার খায়।—তেলুর খাওয়া তো বাড়ীরই আছে। মা তাহার বেশ ভালোলোকের মতই থাকা,—এই একটিই ছেলেই হয়; অবশ্যের বাবার—তার খাবার খাওয়া অভ্যাস নাই। পাছে, তাহাকে না চুরোট সাজাইবার দেখা বিশ্বাসিত হয়তো! এমন না হইলে ছেলে!—বেচিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়! তাহিরীদের বাড়ী-জামাইএর ঠিকা তাহিলেন। বলিলেন, "দেখেছ যে খালার খাবেন? বলে পড়ার খরচা লাও! আমি তার পড়বি খরচ দিই কি ক'রে? আমার কি সেই রোজগার ক'রে এসে দিচ্ছে? এই তো গটা টাকা আছে তাই বাকি। ঘুমিয়ে গেলে আমার ঘরে কি? বলো বেবু, ছেলেপিলে সব খেয়ে, এত ঘরে তোই থাকে। তারা থেকে যদি টাকাতলে যেত, তাদের হাত ক'রে পাশে পাশে বেড়াতে হতো তা? টাকার ছেলে সেই নয়, তা বলাই বাহুল্য।" বেবু হতভম্বের মত কিছু যেন "বলো" তো: কথা আজকালকার এক ফ্যাসান উঠেছে। টাকা কি অমনি খোলাখুলি, যে, 'যাও'বলেই অমনি দিয়ে ফেলা যায়—সিকি পয়সার বাঁধা কড়ুকে না। সে হিসাবের পড়েছে।"

সুহাসিনী দেখিল, তাহার মুখের উপর এ এক সোজাসুজি যুদ্ধিল; চারুবালা যদি একটী পয়সা বাহির করিতে চাহেন, ত তাহার এই মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া বলে—"মা, ও করেন কি! ও আবার হাতেই এসে চ'লে যাবে, যাতে খরচ করতে আছে—সে হিসাবে!"

এমনই করিয়া মাস ছয় কাটিল. ইহার মে একদিন আসিয়া বলিল—"আজ যাবো মো চারুবালা!"—শুনিয়া সুহাসিনী মনে মনে একটুখানি হাসিল।

তাহিরীদের কিন্তু যাহা কোন দিন হয় নাই, আজ তাহাই হইল, সব জন কেমন করিতে লাগিল। এই অজ্ঞাত ছেলেটি কিসে তাহাদের কেহ এমন করিয়া কোন দিন টিনিতে পারে নাই। দুখিত হইয়া বলিলেন—"কেন যাবিরে বেবু!"

বেবু বিবাহ উপলক্ষে সহিত তাহার বিচ্ছেদবিধুর হইয়ে যে অকৃত্রিমতা ও মূলকথা তাহাদিগের ঘর-দুলিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল—"আর না গিয়ে কি করি বলুন! ক'টা দিনই বা আর আছি, এই ক'টাদিন ঘরের ছেলে ঘরেই থাকি দিয়ে, যা তারা পরে তো হবে, উপায় যখন আর কিছুই নেই,

তখন যাবে যাবে ইচ্ছে হচ্ছে, সাবধ হয়ে একটা পথ বন্ধ করতে হবে। তোমায় বলি, কাউকে বলো না, মিথ্যে মকদ্দমা ক'রে একটা বাড়ি হেরে বিয়েছিলাম, সেটা আর যাতে যায়তো না,—যাবের জিনিস, তাদেরি ফিরিয়ে দোব। আর ছুটো দশটা টাকা খরচ যা যাবে সে আলাদা বা কি হবে?—এরিয়েল লাল ধরাধার ক'রে খুশি ক'রে নিই যে!"

তাপিনী আবার হাসিয়া বলে, "কি মতলবিনুর মেয়ে, তোর মো মোশাইয়ে অভাব ছিল না!"

মেয়েরা হাসিল—"আমার মো মো ঠাকুর! তুমি কি কিছু শোনমি?

"কি শুনবো?"

"ওরে ই যে খুড়োকুটো উইলে লেখে মো? ও কি ওষুধ বা বুড়ি কিছুই জানোনা?—

"না, কি ওষুধে?"

"ওই যে আমাদের পৃথিবীটা যে খুড়োকুড় খুড়ের মধ্যে দিয়ে যাবে—জানোনা?"

তাপিনীর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—"তাহা তখন কাগজওয়ালাদের পাবলাসি, তখন খুড়ুলা যে যের যাব ব'সে খেয়ে। পৃথিবীটে কি যেমোরাইস, যে আমুল লাল্‌লেই ব'সে যাবে?"

মেয়েরা অসহায় ভাবে বলিয়া পড়িল,—"হাসিনের কি ঠাকুমা বলে হবে—তখন বলবেন যে, ইং। সকল মেয়েই এই বিয়ে বলা খুব মেয়েছে,—বাবা থেকে ঠিকানা সবাই নিজের নিজের কাজ ক'রে নিছে। আমি যো এমন খুমোগটা ছাড়তে পারিনে। বাবাটার ওরে এই যেন একটা বন্ধ ক'রে রাখি। পরে ক'রে তখন যাবে —কিছুই হবে না। আর এ-ছেলেন খুমোন যেন না,—ছেলেগিলে সবাই এখানে! উঁহুরে জানোয়ে যেন কোথাও থাকবে না, যে কাক বন্ধ রাখতে হবে। তাতে ছড়িয়ে যাক, পৃথিবীও পুথি।"

মেয়েরা প্রতিবেশী যাহারা বেড়াইতে আসিল সকলকারই মুখে এই একই কথা। মেয়েরা একমাত্র যেন এক মহাসভার বসিয়া বলিবারে পরিমাণের সমস্যাই যে এই।

তাপিনীদের মনে যে চিন্তার আলোড়ন হইল পৃথিবী কেমন ভাবিয়া নিবি করিবেন—বলিতে পেল। পৃথিবীটা ছোট হওয়ার হয়ে যাবে?"

মুখ মুখ করিয়া মেয়েরা ঈষৎনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল —"বিলাস থেকে—আমেরিকা থেকে যে কতকাণ্ড হবে বলতে! কি হবেটা হবে, কে জানে! আমিরিক জানেন, কেমন একমাত্র সহজ সরলা, কলাকে চলেন ছোট্ট ছোট্ট ফোকোমুনি নিয়ে ঘরকন্নায়ে

তাপিনীদের মধ্যে বয়ঃ কাহার কাহার ধারণা হইয়াছিল, বাস্তুলভাবে বলিয়া উইলের আমার সংস্কারের বলার আছে,—সে সব কি হবে?"

"সব বিলুপ্তে এক যাবের যাবে কি? তুমি ওসব ভেবিয়ো মেয়ে যাবে না। যে-ও বিলুপ্ত-বিলুপ্ত সে একবার সরলভাবে পৃথিবীটা যদি ফোকে মেয়ে উঠে যায়, তাহ'লে মানুষগুলো আবার ফিরে সব ঠাঁয়ে ফিরে যাবে ক'রে উঠে পড়বে, যদি যাবে মেয়ে তা'লাস—"

তাপিনীদের চোখে জল আসিল, "সব যাবে? তাহে মেয়ে, বাড়ি কি সব যাবে মেয়ে?"—

"কি জানি ঠাকুমা! লোকে যো বলছে ই রকমই। যাক যাবে মেয়ে আমরা ওরকারী বিলুপ্তেরিয়া নিয়ে যা কাছে পড়িয়ে পড়বো, আমাদের ওরা ফোকেটুকি ক'রে ছেড়ে যাবে, বিলুপ্তটা যা ক'রে ওরে যাবের উপর ছিটিয়ে পড়বে, চালাগুলে টাকার ছিনিমিনি খেল—"

"ও'ই যাবে! সব ঠাকুরে পড়ে কোথায় চলে যাবে এক কাজ করলে হয় না মেয়ে?"

"কি?"

"ধরে রাখবো?"

"যাবে! যান যাবেই বই, তা'হলেই যো সব গেল!"

"পৃথিবী যাকা যাবে একথা ঠিক যো?"

"জ্যোতিষ যান লেখা হয়, তা'হলে ঠিক।"

"যাকা মেয়ে কেউ বাঁচবে না যো?"

"না, সেটা হলে ক'রেই বলতে পারি যে, যাব মেয়ে কেউ বাঁচবে না। পৃথিবীটাই খোলামকুচির মত টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙিয়ে যাবে, তা মানুষের কি কথা

"আমার মেয়ে সরস্বতী ঠাকরুণ"

কথাটার এ প্রকার শেষে অনাদর হইল না, সে মুখখানি ভারি করিয়া বলিল—"আমি, আমার যে যে সখের জন্য হইয়াছে। তার ছেলে কিন্তু-মেয়ে হইতে পারে, কেহ জানে। অবশ্য পুরিমা তাহার হবে না এই যা—এইটি খুব—হয়।—"

শেষে স্থির হইল, সাবধান পথে কাটে না করিয়া অনেকগুলি করা যায়। মেয়েদের ইস্কুল এবং মেয়ে আমার অনিরুদ্ধোপাসনের মধ্যে উঠিল আসিয়া, তার পর লিখিয়া ফেলিলেন। তারিণী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "পুরিমাটা সখের কি কাঁদিয়া যায়?"

"তাই মেয়ে হো-- যাবে, এ ত পুরিমা তত সখের আমে।" "কেউ থাকবে না?"

"কত থাকি না

তারিণী বাবু বলিলেন—নিশ্চয়—

"আমার কোঁদিয়া সুরানিনী এবং কোঁদিয়ী-জামাতা শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদকে আমার সুন্দর ঘরের-ভরসার সম্পর্কে এই হালদার বংশ প্রদান করিয়াছে। আমি তাঁহাদের হালদারি ভরসাদার জন্য, এবিষয় এতদিন সংসারের সহিত সাঁহার নিজে ঘরে হইতে পাই হাজার টাকা ও তার ভরসাদার মেয়েদের হাজার প্রতিটি বর্ষ-বাহারের জন্য, আর পাঁচ হাজার আমার পৌত্রদলকে মেয়েদের পাইবেন। বাকি ১৮ হাজার সাত শত পঁয়ত্রিশ টাকা এবং সুন্দর ঘরের সম্পত্তিস্থাপিনী ও অন্নদাপ্রসাদের।"

১৮ মে নিশ্চিন্তমনে কাটিয়া গেল।—তারিণী ঘুরেফিরে পৌত্রদের মেলিয়া বিবাহার্থে সকলে বিতরণ করিতে পারিল, পুরিমার উপর আমার কোন আক্রোশই দেখা যায় না।

অন্নদাপ্রসাদ করিকাতায় ছোট একটা মেস্ খুলিয়া কলেজে ভর্তি হইল বসে। তারিণীবাবু এই একটা সুযোগে একেবারে সকলকে বলে যে, সে আর এ ঘরে কিরাইয়া আনার কথার উত্থাপন করিবে না। মেস্ খুলিয়া কলিকাতা ভাল বিবাহা যে মেসে সে সেখানে বিশ্বাস করিয়া যাইবে, কেহ তাহা জানে না। সুযোগ যখন হাতের কাছে তখন যাহাতে সহজ করিয়া আনুক, অন্নদাপ্রসাদের পক্ষে সকলকে বলিয়া আসিয়াছিল।

স্নেহলতা।

[পুনরুদ্ধৃতি]

[সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এম এ, বি এল, মুন্সেফ প্রণীত)

এখন মেহলতার বিবাহের কথা হইয়াছে। মেয়ে দেখিতে সুন্দরী কিন্তু আমরাও শুধু পাত্র মেলে না। তার বাঁড়ুয্যে বা মুখুয্যে কিম্বা পরমার্থ বিলিতে পারে, অন্ত কিছু সুন্দর পাওয়াও যাইতে পারে, কিন্তু মুখুয্যে কি বলিয়া গ্রাম করিয়া তার বাঁড়ুয্যের হাতে দিবেন। তিনি উপেনকে পত্র লিখিলেন, তিনি ১০০৲ টাকায় সাধারণ করিতে স্বীকার করিলেন। পরীক্ষকের ইয়ার্কী অবশ্য কত মাস নহে। মাসে ছোরাই ঘরে যাওয়া অপরাধে এক মোকর্দ্দমায় পড়িয়া টাকা ভাড়ি যায়া ছিল বলা করিয়া মেয়ে উপায়ে যান বলা হইয়াছে। মেয়ে অবশ্য ১৯১৫

বৎসরের ছেলে আর বাদ যায় না। তাই তারা তিন চার হাজার বিবাহে বড় পাঠায়। আর হয়ত বলিবার উপায় নাই। এখন হইতে ইংরাজী স্কুলের ছাই ছাত্র পড়িতেছেন। তিনি যাকে বলিলেন অনেকে সুখী হোতে পারিলে কিনা পরস্পর বিবাহ করে, কিন্তু সে সকল লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক, দুঃখিনীও একটী বিজ্ঞাপন পাইবে, বিলেত ফেরৎ এখন বুদ্ধিমান হইয়াছে, তাহার কথার মূল্য আছে, মনে করিলে তাহাকেই বর করিবে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পাঁচ দিন, সাত দিন, এক মাস, দুই মাস গেল কিন্তু কেহই আসে না। কলিকাতা সহর হইতে বিবাহ করিতে আর না করুক, দুই একজন দেখিতে যাইত তাহাও দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু সেই হরিপুর গ্রামে যাহা সহজ করিয়া সে অনিন্দিত সুন্দরীকে দেখিতে যায়। আর সময়ই বা সুখদী আছে পরস্পর দিকে সাদাসাদি করিতেছে; সুতরাং পাত্র আসিল না।

'সুহৃদ একটী Life Insurance আফিস খুলিয়াছে তাহার নাম Patriotic Life Insurance Company. তাহার একজন এজেন্ট হরিপুরে অনেক ঘুরিয়াছে এবং লোকের সহিত বেশ আলাপ ব্যবহার করিয়া কোম্পানীর কার্য্য অনেক করিয়াছেন। তাহার নাম পঙ্কজ মুখার্জ্জী। তিনি যে অঞ্চলের ভার পাইয়াছেন তাহার মধ্যে হরিপুর থাকায় তিনি প্রায় হরিপুরে জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী উঠিয়াছেন। এখানে আসিয়া পঙ্কজের কথা বার্ত্তায় এবং আলাপে হইয়াছেন যে তিনি একটী বিবাহের বড় লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "আমি তুমি ও কেশব বেশ বেশ বুঝিতে পারি, তোমার বাড়ীতে কে কে আছে?

পঙ্কজ। মা আছেন, বাবা আছেন, ভাই বোন আছেন।

জগদীশ। তোমার কি বিবাহ হয় নি?

পঙ্কজ। আজ্ঞে না।

জগদীশ। মা বাপের একটেরে ত ছাও না।

পঙ্কজ। আজ্ঞে সে অনেক কথা, থাক্ বলুবেন।

জগদীশ বাবু বলিলেন "তোমার বন্ধুর আপত্তি থাকে ত আর কথা নাই।"

পঙ্কজ। আপত্তি আর কি? আপনি ভদ্র আর সে সব কুলের ছাই বলিলাম।

জগদীশ আর কোন উত্তর করিলেন না বরং পঙ্কজের কথা শুনিবার জন্য বেয়ারাকে পাঠাইলেন।

কাজেই পঙ্কজ তাহার বিবাহ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—"তাঁহার পিতা পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় বহুমূল্যের প্রত্যেক, তাঁহার অনেকগুলি কন্যা তিনি তাহার ভদ্র বিবাহ করিতে পারিলেন না। সেই দুঃখে তিনি খুব ভাগ করিয়াছেন, 'আর বিনা যাহার মুখ দর্শন করিবেন না। তিনি সব করিয়াছেন এবার যেখানে বিবাহ করিবেন, বিনে যেয়ে যেখানে বিবাহ করিবেন, এমন ধরণের মেয়ে ছাড়া বিবাহ করিবেন না।"

জগদীশ। এ অতি উত্তম কথা। তোমাদের মত সমাজের না হলে আমাদের মেয়ের মনের মত নাই। আমাদের ছেলে যাকে বিয়ে করে, সেটী পরম সুন্দরী। আমার ছেলে ত যাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল কিন্তু তাহার কিছু নাই বলে বিয়ে দিতে পারি না। তার যদি মেয়েটীকে বেশ ভাল হলে বেশ হয়।

পঙ্কজ। আমি ত আগেই বলেছি।

জগদীশ। তুমি চাইলে তারা ছাড়বে, তোর বাবাই বার।

বিবাহের জগদীশ দুঃখিনীর নিকট গিয়াছেন। দুঃখিনী এখন বাবার কাপড় দিয়া সকলের সহিত কথা কহিল, বাবেন, একটী বর বর; বিবাহের কথা উঠিবে জানি তাই তেল বরের জন্য ছেলের ও পিতৃর বক্ষোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত করিয়া কথাবার্ত্তা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তোর যদ এইবার ছেলের ভাল পাত্র হইল।"

দুঃখিনী আপনারা থাকতে আমার ভাবনা কি?

জগদীশ। ছেলেটী দেখতে শুনতে বেশ, কথাবার্ত্তায় বেশ্মি। লেখা পড়ায় বেশ জানে, কাজকর্ম্মও করে আমার

[illegible] করে।

[illegible]

করে?

[illegible] হবেন। [illegible]

[illegible]

[illegible] আমার এখন [illegible] কি হবে?

[illegible]

কৃতকৃতার্থতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বি.এ.ডাক্তার এম্.এ, বি-এল]

সততা।

সততার বিষয়, যে এই সংসারে মনুষ্যের অতি উচ্চ স্থান—সততা অবলম্বন করিয়া সকলেরই চলা বিধেয় ও বাঞ্ছনীয়, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? মনুষ্যের কোথায় উন্নতি, কোথায় অবনতি, কোথায় বিপদ, কোথায় বিঘ্ন উপস্থিত, কোথায় সিদ্ধি অথবা পরিপূর্ণ, কোথায় বা অসিদ্ধি হয়, কেহই তাহা সহজে নির্ণয় করিয়া স্থির করিতে পারে না; সময়ে সময়ে বিপদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিপদ্, ভবিষ্যতে কি হইবার তাহা অবিদিত রহে, বৈষয়িক লোকের ত কথাই নাই, তাহারা ত বহুদর্শকের হইতে হয়, তিনি নিশ্চিন্ত-মনে, নিশ্চিন্তের মত, পরিণাম অবস্থার অপেক্ষা করিতে হয়। সকল কথার মর্ম্মার্থ এইরূপ, আমরা জানি, সততার উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখিলে, মনুষ্যকে অনেক ঠকিতে হয়। কি ব্যবসায়ীর, কি সওদাগরি কোনও পথেই মনুষ্য বিচলিত যাই না। কেন, তাহা, পাঠের নিকট দুই নিবেদন করিলে, যে সব লোকের সংসর্গে আসিতে হয়, তাঁহাদের কৃপিতাবস্থার অবস্থানে দৃষ্টির হয়, তাহা অন্যায় সততাকে আঘাত করা আবশ্যক। এ কথা যে এখানে বিশ্লেষণ আলা করিতে পারি না, তবে ইহার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। মনে হয়, সততার পথে চলিলে, মনুষ্যের অন্তরে নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন-রূপে বিরাজিত রহিতে পারে, ইহার নিকটবর্তী উপায় না দেখিয়া অন্যায়ের নিকটবর্তী হইতে হইবে। বৈষম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, চিত্ত সদা অনুতপ্ত করিতে হইবে। বিশ্ব সংসার হইতে পারিবারিক, পুরাণ প্রভৃতি যেখানেই যেখান কথা নিকট হইয়া থাকে। আমাদের মনুষ্যের সাধারণ সততার বিরোধীর ভাবে সমাদৃত হইবে—সকলে সাধুবাদও দিবে সন্দেহ নাই।

ইংরাজদের মধ্যে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে। অনেকে বোধ হয়, সে প্রবাদটি শুনিয়া থাকিবেন "সততাই সর্ব্বোত্তম নীতি" (honesty is the best policy)। বিলাত-প্রবাসী বঙ্গবাসী ভারতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। কি উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, কি উপায়ে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে হয়, কি উপায়ে স্বজাতির অনুরূপ সম্পাদিত করিতে হয়, তাঁহারা পরিপক্ক জানেন। অন্যান্য সমাজ একটী দীর্ঘ জন্ম পরিশ্রম করিয়া, তাঁহারা এখন সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছেন। তাঁহাদের সমাজ এখন পৃথিবীর প্রায় সকল ভূভাগে সমাদৃত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনুকূলস্থলে এখন তাঁহারা অনুপস্থিত। সেই জাতির মুখেই শুনিতে পাই, যে "সততাই সর্ব্বোত্তম নীতি"—সমাজে শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে তাহাই সমধিক বলবতী উচিত। উহার অন্যথা আর কিছু নাই। ইংরাজের সমীপে এই নীতি অন্ধে পরীক্ষিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজী অভিধানিকীয় নীতি আমাদের বিরোধাধীন। তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে, এই

ভূতত্ত্ব কল মানবের মতো, তাহাদের আচার হইতে কেন কি কখনও অনুমিত হয় নাই।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইয়াহু-জাতির কি সভ্যতার নিদর্শনমূলি। ইহাদের মধ্যে কি কৃষি, প্রকৃতি, শৈলজ, অথবাচ্য প্রভৃতি কোন দোষ দুর্লভ। আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যকতা নাই। পর্যটিকগণেরা না হওয়াই সর্বতোভাবে বিধেয়। তবে আমার মনে হয়, ইয়াহু কখনও বসতিকে প্রবর্তিত করিতে ইচ্ছুক নহে। যদি কোনও সময়ের ইয়াহু বসতিকে প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহার আর বিনাশ নাই। তিনি যতই উচ্চমনস্ক হউন, জ্ঞানশালিনেরই না হউন, পৃথিবীর অপর প্রান্তেই না বিদ্যুতে অবস্থিতি করুন, তিনি তখনে প্রত্যাবীত হইয়া বাসস্থানে ফিরিয়া হইবেন এবং তাঁহাকে যথেচ্ছিত দণ্ডভোগও করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিলে একাধিক দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যায়। আমরা তা "জাতের ব্যাপারের" নাম উল্লেখ করিয়াই কান্ত হইব। তাঁহার মনের ইচ্ছা ছিল না—যান সময় পরমাত্মাদেরও অন্ত ছিল না—মুখরাজের বয়স যখন পরিপন্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ পাইল, যে তিনি বসতির প্রাচীন প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। সমগ্র ইয়াহু-জাতির ক্রোধানল বাবাজির মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই বাবাজি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পাশবর্তী বাসকোর লোকে প্রচুর অর্থে পৃথিবীর অপর প্রান্তে "আবলেস্টাইন" প্রদেশে চলিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে ক্রোধান্বিত মত ইয়াহুর ক্রোধানল তাঁহাকে সেই দূর দেশেও অনুসরণ করিল; অচিরে তাঁহার প্রজ্ঞাবাস অসহ্য হইয়া উঠে, তাঁহাকেও বাধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাসস্থানে বন্দিত হইতে হইল। যাঁর দুর্গতি পরিচিন্তার জন্য করোপাকের দীর্ঘবাসের সুযোগ পাইলেন। মূল কথা, ইয়াহুর কাছে বসতি-বন্ধন ও বন্ধন-বিমোচনের মত আর পাপ নাই। এই কারণের আমাদের অনুমোদন ঐরূপ হইলে, দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

আমরা দুই এক জন কর্মনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ লোকের মুখে শুনিয়াছি যে ইয়াহুর সাধুতা ও সততা অবলম্বনপূর্বক ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতিলাভের কথা, কেবলে দুরুহ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসায়ীদের মনোভাব বুঝিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহার আদৌ কেহই পদার্পণ করিতে অধিকারী হইবেন না। সাধারণ ব্যবহারেরই নামের দিকে দৃষ্টি, তদানুরূপ বিচারে ঘোর অনিচ্ছা। যখন এই কলিকাতা নগরীতে "সরলতা মিশ্রির সরবৎ" ও "জল মিশ্রির দুধ" অবাধে বিক্রীত হইতেছে; তখন ব্যবসায়ীর অবস্থা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, প্রতারণার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এ কথা সত্য, যে লোকে জানিয়া শুনিয়া বিষ্ঠা মিশ্রিত মুখরাদি ক্রয় করিতেছেন। কেন করিতেছেন? এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইলে দেখা যায় যে প্রাহকেরা উচিত মূল্য দিয়া ভাল দ্রব্য ক্রয় করিতে প্রস্তুত নহেন, বিক্রেতারাও অধিক মূল্য দিলেই ভাল দ্রব্য দিতে সম্মত। তাঁহাদের লোকের অভাব নাই—লোক-ঠকানে সকলেই সমুদ্যত।

মুদ্রণের সততার ও সুনীতির অভাব অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রেতাদের অধিক লোক সরল হওয়া আবশ্যক উচিত মূল্য পাইলে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দেওয়াই সঙ্গত অথবা লাভের আশায় প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া কিরূপ অনুচিত ও অনৈতিক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ চতুর্দিকে বিক্রেতৃকুলের নৈতিক অবনতি দেখিতে পাই। ক্রেতার সঙ্গে দেখিতেছি, পূর্বোক্তবসায়ের লোকে নিকৃষ্ট দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে। তবে, উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি যথাযথ মূল্য দিলেও ক্রয়াপা অথবা দ্রব্যাদির তথাকথিত বিচার করিতে লোকের তত প্রবৃত্তি নাই। অনুযুগে যাহা পায় তাহাই গ্রাহ্য—অযোজ্য না হইলেই হইল। অবশিষ্ট দুধে আপত্তি নাই—দুধ খাঁটি থাকিলেই হইল। যদি লোকের ঐরূপ মনোভাব হইয়া থাকে তাহা হইলে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহার অনুসরণে দুরাচারের বিপুল পরিচিত হয়। এই দুরাচারনিবন্ধন আমাদের অনেক সময়ে দুর্ভিক্ষের ভয়ভোগ করিতে হয়। যে দ্রব্যের দ্বারা মূল্য বিনিময় সার্থকতা নাই, সে দ্রব্য ব্যবহারে বিমুখ হওয়া উচিত। সাধারণীত বলিয়া বিক্রিতেই প্রশস্ত। সেই দ্রব্যের ব্যবসায়ীগণই বিক্রয়ে নিকৃষ্ট বিক্রয় করে

প্রায়ই পোষাইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোক বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। বিদ্বান্ ইংরাজদের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজী ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে ভাষার কোন ক্ষতি হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা যে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা যে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা যে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষার ফল।

[নভেম্বর ১৯১৮ ।

জেলা বেহিলীপুর

চাঁদসেরপুর জুনিয়র মাদ্রাসা।

১ আবদুল রোশেদ, ২ ইমাছাদুদ্দিন।

জেলা বীরভূম।

সেরফত জুনিয়র মাদ্রাসা।

৩ মহম্মদ আসের আলী, ৪, সৈয়দ আমান সাদাত।

জেলা বর্দ্ধমান।

হরকরেটী জুনিয়র মাদ্রাসা।

৫ আবুল্লাহ মহম্মদ সলিমুল আজিম, ৬ আহমদ আলি, ৭ মহম্মদ আবদুল হাফিজ, ৮ মোজাম্মেল হক মহম্মদ ৯ সৈয়দ আবু তাহের।

জাহীরহর জুনিয়র মাদ্রাসা।

১০ মহম্মদ মোজাম্মেল হক, ১১ মহম্মদ তাহির।

বাদুনিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা

১২ শেখ মোবারকুল্লা।

জেলা হাওড়া।

চন্দনপুর জুনিয়র মাদ্রাসা।

১৩ মহম্মদ আমানতুল্লা ১৪ শেখ আবদুল আজিজ, ১৫ শেখ আবদুল হক ১৬ শেখ মহম্মদ মোসলেমান।

জেলা হাওড়া।

রাজখোলাপাড়া জুনিয়র মাদ্রাসা।

১৭ মহম্মদ বাচ্চুমিয়া প্রধানাম।

হাওড়াহাটী জুনিয়র মাদ্রাসা।

১৮ মহম্মদ আবদুল্লা।

জেলা হুগলি।

জাহাজুরা সিনিয়র মাদ্রাসা।

১৯ সৈয়দ আবদুল করিম।

নবাবপুর জুনিয়র মাদ্রাসা।

২০ শেখ মহম্মদ ইয়াকুব, ২১ মহম্মদ আবদুল হাফিজ

বজবজ জুনিয়র মাদ্রাসা।

২২ হাজি আবদুল রোজমান, ২৩ শেখ এমাজদ্দিন।

বড় হাজি জুনিয়র মাদ্রাসা।

২৪ মহম্মদ ছাদেকুল হক।

হুগলি মাদ্রাসা।

২৫ মুহাম্মদ মোসেম চৌধুরী, ২৬ আবদুল বারি, ২৭ মহম্মদ মজিবুদ্দিন মোজুমদার, ২৮ সৈয়দ মহম্মদ মুকাররম, ২৯ সৈয়দ লায়েক হুসেন।

জেলা ২৪ পরগণা।

আকড়া জুনিয়র মাদ্রাসা।

৩০ মহম্মদ মোবারক আলি মজুমদার, ৩১ মহম্মদ বরিদ মোল্লা, ৩২ মহম্মদ ইয়াকুব খাঁ, ৩৩ মহাম্মদ আলি খাঁ, ৩৪ শেখ মহম্মদ মুসলেম আলি মোল্লা।

বসিরহাট জুনিয়র মাদ্রাসা।

৩৫ আবদুল জলিল সিদ্দিকি, ৩৬ আবদুল করিম, ৩৭ শেখ আবদুল গফি, ৩৮ সৈয়দ ইমাম আলি, ৩৯ সৈয়দ মোজাহার আলি।

মধ্যমহাটী জুনিয়র মাদ্রাসা।

৪০ মহম্মদ আমির হোসেন, ৪১, মহম্মদ আজিমুদ্দি মুসলেম, ৪২ মহম্মদ ইয়াকুব আলি।

জেলা নদীয়া।

বাগবেড়িয়া জুনিয়র মাদ্রাসা

৪৩ আবদুল আজিজ ৪৪, মোকসেদ শেখ মহম্মদ আলিমিয়া মোল্লা।

ডাঙ্গল জুনিয়র মাদ্রাসা।

৪৫ মহম্মদ ইউনুস মিয়া, ৪৬ মহম্মদ মিরাসদ্দিন

জেলা মুর্শিদাবাদ

লালগোলা জুনিয়র মাদ্রাসা।

৪৭ সৈয়দ্দিন মিয়া, ৪৮ জমরাজ আলি, ৪৯ ওমরাজ খাঁ, ৫০, সিরাজুদ্দিন আহমেদ, ৫১ সাহাবাজ হোসেন, ৫২ সাইদুদ্দিন মিয়া, ৫৩ সোলেমান মিয়া।

জঙ্গিপুর জুনিয়র মাদ্রাসা

৫৪ আবদুদ্দিন, ৫৫ আজিজ আহমেদ, ৫৬ খলিলুর রহমান, ৫৭ মহম্মদ আবু তাহের।

মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত।

৫৮ মহম্মদ আবদুল আলিম।

জেলা বাখরগঞ্জ।

জিনাইদহ থানার অন্তর্গত।

৫৯ মুন্সী মহম্মদ আবদুল গফুর, ৬০ মুন্সী মহম্মদ ইসাহক।

মধুমতিনগর থানার অন্তর্গত।

৬১, আবু মহম্মদ নাসরুল হক, ৬২ নাসরুল আলি বিশ্বাস।

ঝিনাইদহ থানার অন্তর্গত।

৬৩ মহম্মদ মহতাবুদ্দিন।

মৌলবীবাজার থানার অন্তর্গত।

৬৪ আবদুল করিম, ৬৫, নাসরুল্লাহ।

মধুমতিয়া থানার অন্তর্গত।

৬৬ মহম্মদ আবদুল রসুল মিয়া।

জেলা খুলনা।

বেনিয়াটোলা থানার অন্তর্গত

৬৭ আবদুল করিম সেখ।

নাগরা থানার অন্তর্গত।

৬৮ আবদুল আলি খান্দি, ৬৯ মিঞা ওমরাজান আলি, ৭০ নাসরুদ্দিন আহমেদ।

কাজলিয়া থানার অন্তর্গত।

৭১ মহম্মদ আবদুল আজিজ সেখ, ৭২ মহম্মদ ইসমাইল

মাগুরাখালি থানার অন্তর্গত।

৭৩ মহম্মদ আলি খন্দকার, ৭৪ সেখ রায়হানুদ্দিন।

জেলা ঢাকা।

৭৫ আবদুল করিম মহম্মদ আবদুল আজিজ, ৭৬ মহম্মদ ওমরদুর রহমান, ৭৭ মহম্মদ মোজাফ্ফর আলি, ৭৮ মহম্মদ নাসরউল্লা, ৭৯ আজিজ আহমেদ, ৮০ মেজারুদ্দিন আহমেদ, ৮১ নাইবুদ্দিন আহমেদ সাইস্তাবাদ ৮২ ওমরদ্দিন আলি চৌধুরী।

রামরাইল থানার অন্তর্গত।

৮৩ আবদুল বারেক আহমদ, ৮৪ আবদুল মোজফর মহম্মদ আকরামুদ্দিন, ৮৫ মহম্মদ আমজাদ খন্দি, ৮৬ সিদ্দিকুর রহমান।

এলাচালা থানার অন্তর্গত।

৮৭ আবু জাফর মহম্মদ সালেহউদ্দিন ভূঁয়ান, ৮৮ মহম্মদ আবদুল করিম, ৮৯ মহম্মদ আবদুল গণি, ৯০ মহম্মদ আমজাদ মোল্লা ৯১ মহম্মদ আজের আলি, ৯২ ওইজুদ্দিন আহমদ।

মহম্মদ ইবাসিম পাইকপাড়া থানার অন্তর্গত।

৯৩ মিঞা মহিউদ্দিন।

ফিরপুর মজিদ-ই-আম থানার অন্তর্গত।

৯৪ আবদুল হৈ, ৯৫ মুন্সী আলি মিয়া।

জিনজিরা থানার অন্তর্গত।

৯৬ মহম্মদ ফোরেজ।

বেকেন্দারী থানার অন্তর্গত।

৯৭ মহম্মদ ওইজুদ্দিন।

তারাগঞ্জ মনোহরিয়া থানার অন্তর্গত।

৯৮ মহম্মদ বাহির উল্লা।

কালিকী থানার অন্তর্গত।

৯৯ মহম্মদ আশা ফোরেজ।

উত্তর বাহির থানার অন্তর্গত।

১০০ আবদুল আলহক মিয়া।

ফোরাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত।

১০১ ইসক আলি, ১০২ মহম্মদ মৈজুদ্দিন, ১০৩ মোজাফ্ফর আলি আহমদ, ১০৪ মহম্মদ আজিম।

মোয়াজমপুর থানার অন্তর্গত।

১০৫ আজাদ মহম্মদ ভূঁয়া, ১০৬ আজিমুদ্দিন হাজেম, ১০৭ মতিজুর রহমান মোজমদার, ১০৮ মহম্মদ আলমুদ্দিন খান্দি, ১০৯ মহম্মদ ওজির আলি মিয়া।

বাজারি মোকিমিয়া থানার অন্তর্গত।

১১০ আবদাদ শোভহান, ১১১ ওজাহুদ্দিন।

মসিজপুর থানার অন্তর্গত।

১১২ আবদুল করিম খন্দকার, ১১৩ মুজফিজ ভূঁয়ান, ১১৪ ফোরেজুদ্দিন।

বাহাদুর ফুলিয়ার মাহাল।

১১৪ আলি আহমদ, ১১৫ ওজাদুর রহমান, ১১৬ হাফেজ আলি, ১১৭ উজীর বেগ

তরিফের ফুলিয়ার মাহাল।

১১৮ মহম্মদ হাফিজুদ্দিন।

ব্রাহ্মণী ফুলিয়ার মাহাল।

১১৯ মহম্মদ আবদুল করিম।

চন্দ্রকুল ফুলিয়ার মাহাল।

১২০ মহম্মদ আবদুল খালি ফুর্রাম, ১২১ মহম্মদ আবুল হাসেম, ১২৩ মহম্মদ রহিমুদ্দিন খাঁ, ১২৪ মহম্মদ সেরাজুল ইসলাম ফুর্রা।

হরের নগর ফুলিয়ার মাহাল।

১২৫, আবুলবাসেম মহম্মদ আবদুল করিম। ১২৬, মহম্মদ সামসুদ্দিন মিয়া। ১২৭, মহম্মদ আলি মিয়া।

মথুরা চর ফুলিয়ার মাহাল।

১২৮, জিনাত আলি।

পোয়ারিয়া ফুলিয়ার মাহাল।

১২৯, মহম্মদ আবদুল রহমান। ১৩০, মহম্মদ ইছাইয়া। ১৩১, সফিকুদ্দিন আহমদ।

মাহমদাল ফুলিয়ার মাহাল।

১৩২, আবদুল করিম ফুর্রা। ১৩৩, হবিবর রহমান। ১৩৪, মহম্মদ আবদুল হক।

পিপুলিয়া ফুলিয়ার মাহাল।

১৩৫, মহম্মদ পাইকদিন বিশ্বাস।

সেরাপুর ফুলিয়ার মাহাল।

১৩৬, ঐতিহ আহমেদ।

জেলা ফরিদপুর।

শ্রীনিকেতনপুরী ফুলিয়ার মাহাল।

১৩৭, মহম্মদ ওসমান খাঁ খাঁ।

মদনমাতি ফুলিয়ার মাহাল।

১৩৮, আলি মতিউর রহমান। ১৩৯, মহম্মদ আবদুল খালেক। ১৪০, মহম্মদ ইউসফ আলি।

ঢেপাখোলী ফুলিয়ার মাহাল।

১৪১, আমজাদ আলি, ১৪২, কাজি আবদুল রাজিক, ১৪৩, সৈয়দ করিম, ১৪৪, মহম্মদ ইসরাফুদ্দিন, ১৪৫, মহম্মদ ইসমাইল খাঁ, ১৪৬, মহম্মদ নজর আলি, ১৪৭, মুন্সেফ হক।

নারেন্দ্রাপুর ফুলিয়ার মাহাল।

১৪৮, মহম্মদ আবদুল জব্বার। ১৪৯, মহম্মদ আজমত রহমান। ১৫০, মহম্মদ ওজন হক মিয়া।

নীলকা বেরা ফুলিয়ার মাহাল

১৫১, আবদুল রোসেদ মহম্মদ আজিজার রহমান।

জেলা যশোহর।

আজমদাহী ফুলিয়ার মাহাল।

১৫২, মহম্মদ আজমত রহমান, ১৫৩, মহম্মদ ইসাহি বক্স।

কোচামারা ফুলিয়ার মাহাল

১৫৪ মহম্মদ কছমুর রহমান।

গোপালদিয়া ফুলিয়ার মাহাল।

১৫৫ গোকুলচন্দ্র মজিবর রহমান, ১৫৬ মহম্মদ আবেদর রহমান, ১৫৭ মহম্মদ ওহাজ হক,

সাগুরা ফুলিয়ার মাহাল

১৫৮ মহম্মদ আবদুল খালেক করিম,

সেরপুর বাখরগঞ্জ ফুলিয়ার মাহাল।

১৫৯ মির আকাজ্জল হোসেন, ১৬০ সৈয়দ নামদুল হক,

কাজিয়ল ফুলিয়ার মাহাল

১৬১ মহম্মদ আবদুল লতিফ।

মহেশপুর ফুলিয়ার মাহাল।

১৬২ মহম্মদ আবু নসর ওয়াহিদ, ১৬৩ মহম্মদ আমজদ আলি, ১৬৪ মহম্মদ বিয়াজেদ্দিন ফুর্রা, ১৬৫ মহম্মদ সৈয়দ আলি।

ওরাকান্দা ফুলিয়ার মাহাল।

১৬৬ মহম্মদ মজিবুল ইসলাম আহমদ।

মহেশপুর ফুলিয়ার মাহাল।

১৬৭ সৈয়দ আজিজুল ইসলাম,

ধর্মনিধুয়া ভূমিহর মাদ্রাসা।

১৬৮ মহম্মদ ইয়াসিন, ১৬৯ মহম্মদ সাহিদুল্লা

পাকুমলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

১৭০, আবুল হাসানাৎ খান ও মোজাফ্ফর হক, ১৭১, বিশ্বাসুদ্দিন আহমেদ, ১৭২, মহম্মদ আবদুল হাফিজ (১) ১৭৩, মহম্মদ আবদুল হক, ১৭৪, মহম্মদ আবদুল করিম, ১৭৫, মাসুদ আবদুল মুতালেব, ১৭৬, মহম্মদ আবদুর রহিম, ১৭৭, মহম্মদ আবেদান সাহাব, ১৭৮, মহম্মদ আমির উদ্দিন কুর্বা, ১৭৯, মহম্মদ আবেদকুল হক কুর্বা

লক্ষের মাদ্রাসা ভূমিহর মাদ্রাসা।

১৮০, মহম্মদ জাকের আলি, ১৮১, মহম্মদ কামরুল হক।

বালিয়োপা ভূমিহর মাদ্রাসা।

১৮২, মহম্মদ ফিরোজ আলি। ১৮৩, মহম্মদ মহি-উদ্দিন।

মলিম ভূমিহর মাদ্রাসা

১৮৪, মহম্মদ লোকমান আলি।

তালাকুড় রামনগর ভূমিহর মাদ্রাসা

১৮৫, আবুল কাসেম মহম্মদ আশরফ, আলি মহম্মদ সনদেকিন।

কালিকাপ্রসাদ ভূমিহর মাদ্রাসা।

১৮৭, সিরাজুদ্দিন আহমেদ।

হাজিপুর ভূমিহর মাদ্রাসা।

১৮৮, আবুল কাসেম মৈমুদ্দিন মৈমুদ্দিন আবদুল ওহাবী। ১৮৯, লালমুদ্দিন হক।

কিশোরগঞ্জ ভূমিহর মাদ্রাসা।

১৯১, আবদুল ওয়াহেদ। ১৯২, মহম্মদ হাফিজুর রহমান খাঁ।

শিবরামপুর ভূমিহর মাদ্রাসা।

১৯৩, মহিমুদ্দিন আহমেদ। ১৯৪, মহম্মদ ইমাম আলি।

নালিয়াবাদ সিনিয়র মাদ্রাসা।

১৯৫, মহম্মদ হাফিজুদ্দিন। ১৯৬, মহম্মদ ওয়াহাব আলি বিশ্বাস। ১৯৭, মহম্মদ মৈমুদ্দিন। ১৯৮, মহম্মদ ফুরমান হক। ১৯৯, মহম্মদ নাসের উদ্দিন।

৯ খালিয়াপুর ভূমিহর মাদ্রাসা।

২০০, মহম্মদ আবুল হোসেন। ২০১, মহম্মদ খাদেম আলি খাঁ। ২০২, মহম্মদ নিজামুল হক। ২০৩, মহম্মদ মৈমুদ্দিন আলি।

কালোপাড়া ভূমিহর মাদ্রাসা।

২০৪, আলমগীর আলমুদ্দিন বাদশাহ। ২০৫, মহম্মদ লোকে-মান।

বাগ্রাটি ভূমিহর মাদ্রাসা।

২০৬, মহম্মদ আবুল হোসেন। ২০৭, মহম্মদ প্রফাজি-দ্দিন খাঁ।

গ্রাহকদাসর ভূমিহর মাদ্রাসা।

২০৮, মিরজা মাহবুল হোসেন। ২০৯, মহম্মদ আব-দুর রহমান

নারায়ণপোল ভূমিহর মাদ্রাসা।

মহম্মদ নুর আলি ২১১, মহম্মদ নাইমুর

মজফরপুর ভূমিহর মাদ্রাসা

২১২, মহম্মদ উদ্দিন আহমদ।

পাটাদর ভূমিহর মাদ্রাসা।

২১৩, মহম্মদ মোজাম্মেল হুসেন, ২১৪, মহম্মদ মজিদুল হক।

বক্তিয়ের আলিয়ারা ভূমিহর মাদ্রাসা।

আবদুল গফুর, আবদুর রহিম, রহিমের ভাবমান।

বাগিচুরি ভূমিহর মাদ্রাসা।

আবুল মনসুর, শেখ মৈমুদ্দিন আহমদ।

লক্ষ্মীপুর মেহারিকা ভূমিহর মাদ্রাসা।

আবুল হাফিজ আবদুল মোফিজুদ্দিন।

হাজরাবাড়ী ভূমিহর মাদ্রাসা।

মহম্মদ আজিজুর রহমান, সাহ মহম্মদ তাজমুল হক।

শিবলা ভূমিহার মাদ্রাসা।

আবুল কাসেম মহম্মদ আজিমুদ্দিন, আবদুলাহউদ্দিন আহ-মদ।

বর্ধা ভূমিহর মাদ্রাসা।

মহম্মদ আজিমুদ্দিন মিয়া, মহম্মদ মোজাম্মেল উদ্দিন।

কলমাপাড়া তুলিয়ার মাদ্রাসা।

মহম্মদ ইসমাইল হকের।

খাদেমবাড়ী তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আবদুর রসিদ, হাবিব উল্লা, মহম্মদ মোতাহার আলি, মহম্মদ মিয়াজুদ্দিন মিয়া, মহম্মদ আজমত হোসেন পাল, মহম্মদ ইয়াকুব আলি।

জেলা বাখরগঞ্জ।

আলেয়াকান্দি তুলিয়ার মাদ্রাসা।

মদরাজন্দ হকিম খাঁ, মহাজুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ ইমাম আলি।

বায়রা ইসলামিয়া তুলিয়ার মাদ্রাসা।

মহম্মদ সাইবার রহমান খোন্দকার।

শিবপুর তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আবদুল জব্বার, মোতাহারুদ্দিন আহমেদ, মুন্সি মহম্মদ, সতিউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আজমত খোন্দকার।

চন্দ্রকাটি তুলিয়ার মাদ্রাসা

মহম্মদ আতাহারুদ্দিন খোন্দ।

কোলাবড়োয়ালিয়া তুলিয়ার মাদ্রাসা

নূরুল ইমাম মিয়া, নাছারুদ্দিন আহমেদ।

ছুতিয়াকাটি তুলিয়ার মাদ্রাসা।

মিয়াজুদ্দিন আহমেদ।

কাজিরচর তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আবদুল ওয়াহেদ খাঁ, মহম্মদ ইসমাইল।

খয়েরহাটি হক তুলিয়ার মাদ্রাসা।

খাঁ আবদুল সালাম, আজহারুদ্দিন খাঁ, খাঁ মোতাহের আলি আহমদ ইউনাস্।

নিজোকান্দ তুলিয়ার মাদ্রাসা

মহম্মদ নুরাল হুদা

চরপাড়া তুলিয়ার মাদ্রাসা

আবুল কাসেম, মোবারেজের রহমান, মহম্মদ আবদুল্লাহ-আল-মামুন, সৈয়দ আহমেদ।

বাদুকাটি তুলিয়ার মাদ্রাসা।

হাওলাদার মহম্মদ হাতেমালী, মহম্মদ ইয়াকুব আলি, মহম্মদ ওজলোর রহমান সিকদার, মেসু মহম্মদ আবদুল আজিজ।

নলাবিয়া তুলিয়ার মাদ্রাসা।

মহম্মদ আবদুল হাবিব, সৈয়দ জমিরুদ্দিন।

জেলা চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম মাদ্রাসা।

আবদুল রাজাক, মহম্মদ আমির হোসেন, মির সিদ্দিক আহমদ, সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ আহমদ, মোহেব আহমেদ, হাফিজুল আলম।

শীরাজুল মিলিয়ার মাদ্রাসা

এতাহার রহমান।

পাকোয়াইর তুলিয়ার মাদ্রাসা।

ও আবদুল হাদি, আজম আহমেদ, নুরুজ্জামান কাদির

আজমখিল তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আদিমুল রহমান।

নাজুর তুলিয়ার মাদ্রাসা

মোকর আহমদ, সৈয়দ আহমেদ।

শিবরামপুর তুলিয়ার মাদ্রাসা।

সৈয়দ আবদুল হক, সৈয়দ জহিরুল আলম

মেহেরাজাব তুলিয়ার মাদ্রাসা

মহম্মদ ওজলুল্লা, মুহাম্মদ এন।

ইসলামাবাদ তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আবদুল হাকিম

বেজুরা তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আবদুল খালি, আবদুল বারিক।

মহম্মদ বিবির হাট তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আবদুলগনের মহম্মদ মেহেরুল্লার হুসেন, আবু মুহাম্মদ মহম্মদ আজাদারালি চৌধুরী।

বাশিলাহর তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আবুল আলি।

জেলা শিলহট।

জলবড়ী তুলিয়ার মাদ্রাসা।

আবদুল লতিফ, মহম্মদ মেহারুদ্দিন, সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ মজিবুর রহমান।

ধনাবিয়া মিলিয়ার মাদ্রাসা।

আবদুল আজিজ, আবদাস সোবহান। (২)

উমাচরণ মুন্সির মাদ্রাসা,

বলিকান্দি মুন্সী, বলিকান্দি মাদ্রাসা, মোবারাকুল্লা, মহম্মদ গুলজার পাটোয়ারী, মুন্সজার খোন্দকার।

বুড়িচং মুন্সির মাদ্রাসা।

আবি আহমেদ, মহম্মদ আবদুল রসিদ, মহম্মদ আবি আহমদ, সৈয়দ আবি, সৈয়দজমান খোন্দকার।

পাকতলী মুন্সির মাদ্রাসা।

মহম্মদ আবদুর রহমান মিয়া, গুলজার আহমেদ।

গোপালনগর মুন্সির মাদ্রাসা।

সৈয়দ সাদেক হক,

মাজিদপুর মুন্সির মাদ্রাসা।

মহম্মদ আবদুল আজিজ, মহম্মদ আবদুল লতিফ, মহম্মদ ইমান আলি।

গুয়ুক মুন্সির মাদ্রাসা।

আবদুল লতিফ, আলামুদ্দি, মহম্মদ আনোয়ারা, বুর হজল মিয়া।

ইব্রাহিমপুর মুন্সির মাদ্রাসা।

মকবুল আলি।

শ্রীমতি মুন্সির মাদ্রাসা।

মহম্মদ সাজার আলি,

ইমামপুর মুন্সির মাদ্রাসা।

মহম্মদ ছেদা,

নিমসার মুন্সির মাদ্রাসা।

আবাবক্স ছোকেন, মহম্মদ আলি নিয়াজ।

বাজিতপোর মুন্সির মাদ্রাসা।

ফেরাজ আলি পাটোয়ারী, মহম্মদ ইলিয়াস, মহম্মদ গুলজার খন্দি, মহম্মদ ওলিউল্লা মিয়া।

মৈনবতী মুন্সির মাদ্রাসা।

আবদুল করিম খোন্দকার, আবদুল রহমান খোন্দকার।

পাকদরবাসী মুন্সির মাদ্রাসা।

মোকাম্মেল ছোকেন, মহম্মদ আবদুল ওহাব, মহম্মদ আবদুল করিম, মহম্মদ ইমান আলি, মহম্মদ ইউনুস।

গৌরীপুর মুন্সির মাদ্রাসা।

মহম্মদ আলি মিয়া।

বড়পেলুল মুন্সির মাদ্রাসা।

সৈয়দ আবদুল কাদের।

পাদিলাম মুন্সির মাদ্রাসা।

মহম্মদ কাসেম খাঁ।

মুন্সাগড় মুন্সির মাদ্রাসা।

আবদুল খলি, মুকুল ইসলাম।

মুন্সতলী মুন্সির মাদ্রাসা

আজিমুল হক।

মহমদপুর মুন্সির মাদ্রাসা।

আবদুল রহমান, আমির আলি, আবদারুল হক, ওলাবালি খাঁ।

মহাদাস মুন্সির মাদ্রাসা।

মহম্মদ গুলজার খাঁন।

করেহাবাদ মুন্সির মাদ্রাসা

মবারাকুল্লা আহমেদ, মহম্মদ আবদুর রহমান।

উত্তরা মুন্সির মাদ্রাসা।

সৈয়দ আহমেদ।

বাজিগঞ্জ মুন্সির মাদ্রাসা।

জৈনাল আবেদিন, বাজিজমান।

বাদলাড়া মুন্সির মাদ্রাসা।

আবদুল জব্বার তালুকদার, আবদুল মজিদ মিয়া, খোলাম খোন্দকার।

চাবাই মুন্সির মাদ্রাসা।

তফিজুল্লা আহমদ।

আদিলপুর মুন্সির মাদ্রাসা।

আবদুল বাকিম, আবদুর রহমান, মিয় আবদুল উল্লা।

বাহেরচর মুন্সির মাদ্রাসা।

আবু সৈয়দ মহম্মদ সহরুজামান।

গোলা মুন্সির মাদ্রাসা।

করিম বক্স।

চাঁদপুর মুন্সিয়া মুন্সির মাদ্রাসা।

আবদুল ওয়াহেদ খোন্দ, সৈয়দ আবদুল আজিজ।

হোসনাবাদি মুন্সির মাদ্রাসা।

আমি আহমদ।

ভেলকাটি মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবু তাহের, বাসিন্দা, মহম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

আমতলিয়া মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আলমাহালি, মধ্যবাসি।

কাশিয়ানী মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদুল মজিদ, আবদুল মালেক, আবদুল লতিফ, আবদুল করিম, আহিমুল্লা, মতি ইত্যাদি।

ডোমাই মধ্যবঙ্গীয় আরবাহিয়া মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মহম্মদ আলি আকবর মুন্সি, মহম্মদ সৈয়দ আলি মিয়া। (১)

ইসিরহাট মক্তা মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মহম্মদ আবদুল ওয়াহেদ (১) মহম্মদ আবদুল ওয়াহেদ (২) মহম্মদ তাহিরুদ্দিন, মহম্মদ হুসেন মিয়া, মহম্মদ নজির আলি মিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আছেন।

জাহানেরপুর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মজলুম মহম্মদ, মোহাম্মদি, মহম্মদ আবদুল হাই, মহম্মদ মোজাহার।

মহেশ মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদুল মালেক, মহম্মদ ওয়াজ আলি, মোনা মিয়া সাজিদ্দমান।

মোহাম্মদপুর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদার বক্স।

জেলা মোরাদাবাদি।

আগরসাইয়া মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মহম্মদ আবদুল মোমেন, মহম্মদ ফজল হক খাজকার মহম্মদ সিদ্দিকের মহমান, মহম্মদ সিদ্দিকের মহমান খাজকার।

আহমাদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

মোহাম্মেউদ্দিন সাহ, সামসুদ্দিন আহমেদ।

সোনাপুর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

লতিফার উল্লা, মেহের উল্লা, সিদ্দিকুল্লা,

নন্দীপুর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আলি আহমেদ, মহিরুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ কাসিমুল, মোকাজ্জেম মোমেন।

এলাহাবাদ মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদুল মালেক,

রামপাড়া মুন্সিদের মাদ্রাসা।

সিরাজ আলি,

সিরাজগঞ্জ মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদুল রাজাক,

মধুপুর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদুল ওয়াহেদ, আলিমুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ ইদ্রিস,

বাঁশি সিপুর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মেহের বক্স, মহম্মদ

বাঁশকোড়া মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদুল জলিল, নুর আহমেদ।

মেহারপুর পক্ষ মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মিজানুদ্দিন, লতিফুদ্দিন।

বরাহিনগর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আজিমুল্লা, মহম্মদ রফিকের মহমান কুর্দ,

জেলা দিনাজপুর।

পলাশবাড়ী মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মহম্মদ আসজল হক, মহম্মদ মোজ বক্স, আহমেদ।

ভাদিপাড়া মুন্সিদের মাদ্রাসা।

রফিকদ্দিন মহম্মদ,

ফুলবাড়ী মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মহম্মদ নজিবুল মহমান, মহম্মদ মোমেন মহম্মদ সিরাজুদ্দিন।

পোরশা মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদুল আজিজ মজুমদার, নুর মহম্মদ সর্দার চৌধুরী।

নুরাল হক মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আজাদুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ মোমেন আলি মিয়া।

নুরাল ও মিয়া মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মহম্মদ আবদুল ওহেদ মিয়া

বড়গ্রাম মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মহম্মদ মোমেনুদ্দি।

জেলা রাজসাহি।

নিয়ামতপুর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মোহিউদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ আবদুল ওহাব, মহম্মদ মুসলেম মহমান।

রাজসাহি মুন্সিদের মাদ্রাসা।

আবদুল কাদের মিয়া, আবদার বক্স মিয়া, আহমেদ আলি মিয়া, মোসলেম পরামাণিক, নুরাল ইসলাম, সাহাবুদ্দিন তালুকদার।

হাটিকাটা মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মহম্মদ ইদ্রা মিয়া, তাহিরুদ্দিন আহমেদ।

১৫ নাজিরপুর মুন্সিদের মাদ্রাসা।

মেহ তাহাদ্দিন, তাহিরুদ্দিন আহমেদ।

জেলা মালদহ।

ফকিরপুর থুরানিয়া অধিবাসীর মাতব্বর।

মহম্মদ জকির, মহম্মদ সাহিবুদ্দিন বিশ্বাস, মহম্মদ ফুরিজুদ্দিন।

উত্তিরটী থুরিয়ার মাতব্বর।

ইয়াকুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ হাসিবুদ্দিন, মহম্মদ সাহির, সৈয়দ আমেদের আলি, সৈয়দ সিদ্দিকার আলি।

বাবরপুর সিমিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ আহমেদ, মহম্মদ আজমার বক্তর, মহম্মদ আক্কে সাহেবুদ্দিন, মহম্মদ ইউসিল, মহম্মদ নূরমল হুদা, মহম্মদ জহুর আলি।

বাদিয়াডাঙ্গা থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ ইসিরুদ্দিন, মহম্মদ ইসমাইল মোল্লা।

জেলা রংপুর।

লাইমারা থুরিয়ার মাতব্বর।

খাদিরুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ আজমার বক্তর, মহম্মদ লাহেব উল্লা।

খলিসা থুরিয়া থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ ইমাহিম।

মহেশবাটী থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ আবু আহমেদ খোন্দকার।

হরোয়াড় গ্রামে আলি থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ আবদুল করিম, মহম্মদ আশারুদ্দিন সরকার, মহম্মদ আসরফদ্দিন, মহম্মদ জালিমুদ্দিন মহম্মদ মজিবল হক, মহম্মদ ওহিদুদ্দিন।

মেহারুই থুরিয়ার মাতব্বর।

আজারুদ্দিন, সাহিবুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ নুরাল হক।

ভিলবাড়ী থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ হাসিমুদ্দিন খন্দকার, সৈয়দ মহম্মদ আমেদ তরিফ।

পরমহরা থুরিয়ার মাতব্বর।

শাহ মহম্মদ খলিলর রহমান।

রূপপুর থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ হামেদুল্লা, মহম্মদ ইসমাইল, মহম্মদ ছোবাহান হোসেন।

খলিসাডেঙ্গাপুকুর থুরিয়ার মাতব্বর।

সৈয়দুদ্দিন আহমেদ, সাহিবুদ্দিন আহমেদ।

সমসাড়া থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ আজমল খাঁ বিশ্বা, ঐ আকার রহিম খন্দকার।

মহদিপুর থুরিয়ার মাতব্বর।

আহিরুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ মিজানুদ্দিন।

বাটিকামারী থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ ইসমাইল মহম্মদ ইউসুপ আলি সাং কুচিদ, মহম্মদ আলি ইসলাম মহিরাল বাজার মহম্মদ আজিমদ্দিন সরকার।

কৃষ্ণমহল থুরিয়ার মাতব্বর।

হাসিমুদ্দিন আহমেদ, মোবারক হোসেন সাং কুচিদ, মহম্মদ বারক আলি, মহম্মদ এসির আলি।

বক্সীমহল থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ আবদুল করিম খাঁ, মহম্মদ জহুদ্দিন, মহম্মদ-সাহিবুদ্দিন, মহম্মদ ইমাম আলি চেয়ারম্যান।

মাধবনগর থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ মোবারক হোসেন, তহলিলুদ্দিন আহমেদ।

জেলা বগুড়া।

কাশবিনাড়ী থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ জোনাব আলি বিশ্বা।

বৈগুনি থুরিয়ার মাতব্বর।

মাতু মহম্মদ জোমিরুদ্দিন বিশ্বা, মহম্মদ মোহেদের আলি খাঁ।

অভিরামপুর থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ আজমল আলি বিশ্বা।

মহাস্থান থুরিয়ার মাতব্বর।

আবু নূসা মহম্মদ আক্কার রহমান খন্দকার, মহম্মদ আজিজুদ্দিন, মহম্মদ ইমাহিম কাজি, মহম্মদ জোনাবালি মণ্ডল, মহম্মদ সাহিবুদ্দিন মণ্ডল।

ফতিহপুর থুরিয়ার মাতব্বর।

মাদুল কাসেম সাহিবুদ্দিন খোন্দকার, মহম্মদ জোহি-বুদ্দিন খোন্দকার।

জগদল থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ আবুল কাসেম বিশ্বা, মহম্মদ আক্কার হোসেন বিশ্বা, মহম্মদ মোহেদের আলি খোন্দকার।

বগুড়া সেন্ট্রাল থুরিয়ার মাতব্বর।

আবেদ আলি চেয়ারম্যান, মহম্মদ আলি খোন্দকার, বিশ্ব মাজিদ রহমান, মোবারক আলি খাঁ, সৈয়দ মোবারেদ আলি,

বাদুরাহাট থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ জেমরাৎ উল্লা, মহম্মদ মাজিদর রহমান, মহম্মদ মোহেদের আলি, মহম্মদ নাছারাবাদুল্লা।

—হাটসেরপুর থুরিয়ার মাতব্বর।

মহম্মদ মোহেদুদ্দিন সরকার, মহম্মদ মজলা হক।

জিলা ...

জিলায় ভূমিয় ভূমিয় মহাশয়।
মহাশয় আমার আমি, মহাশয় সেবায় হোমের।
সাদর ভূমিয় মহাশয়।
মহাশয় সেবাসেবের মহাশয় বরাবর।
সাদরভিত্তি ভূমিয় মহাশয়,
মহাশয় সেবায় মহাশয়, মহাশয় সেবায় ভূমিয়।
বিনয়াবনত নিবেদন,
মহাশয় আমার মহাশয়, (১) মহাশয় আমার হোমের মহাশয় মাতিভূমিয় বরাবর। (২) মহাশয় ভূমিয়ভূমিয় (৩) মহাশয় সেবাসেবের মহাশয়, নিম্ন আমার আমি,

জিলা ...

পুরস্কারী ভূমিয় মহাশয়,
সেবায়ভিত্তি আমার, মহাশয় আমার মহাশয়।

সাহিত্য আবশ্যিক,

... শ্রেণীর।

অন্য নিম্নে মহাশয় আবেদনকারী,

মাতৃভাষা শ্রেণীর।

মহাশয় মাতৃ।

মাতৃভাষা শ্রেণীর।

আমার মাতৃভাষা মহাশয়, মহাশয় সেবায় সেবায়ভিত্তি, মহাশয় ভূমিয়ভূমিয় নিম্ন, মহাশয় মাতিভূমিয় মহাশয়।

নিম্নাঙ্কিত শ্রেণীর।

ইউরোপিয় আমার, মহাশয় আমার ... মহাশয় আমারভাইয়, মহাশয় আমিভূমিয় নিম্ন, মহাশয় মাতিভূমিয় মহাশয়।

শূন্য খালি

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বাহুড়াগড় মধুসূদন অবৈতনিক নাইটস্কুল নিম্ন লিখিত শূন্য পদে একজন বর্ণমালা পাশ ট্রেড-পণ্ডিতের প্রয়োজন। মাসিকবেতন ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। যোগ্যতা অনুসারে ৬ মাস পরে ৫৲ হিসাবে বৃদ্ধি হইবে। নিম্ন বাসা পাওয়া যাইবে ও ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

Mr. G. Ager. Secretary.
Salgarhia Mission M. E. School.
Hatigarh. P. O. (Balasore. Dt.) 880—

WANTED a whole-time Hindu graduate tutor to teach English, Mathematics and Sanskrit of the Matriculation Standard. Place is very healthy. Apply Stating age pay and previous Experience to R. J. Chari. Po. Gadi-Bero. (Manbhum) by the 15th January 1915. 876—

... বাহুড়াগড় মধুসূদন অবৈতনিক নাইটস্কুল নিম্ন লিখিত শূন্য পদে একজন বর্ণমালা পাশ ট্রেড-পণ্ডিতের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। যোগ্যতা অনুসারে ৬ মাস পরে ৫৲ হিসাবে বৃদ্ধি হইবে। নিম্ন বাসা পাওয়া যাইবে ও ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

Mr. G. Ager. Secretary.
Salgarhia Mission M. E. School.
Hatigarh. P. O. (Balasore. Dt.) 880—

"একজন গ্রাজুয়েট সহ শিক্ষকালয়ে অধিক শিক্ষয়িত্রী শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান পৃথক পাইবেন। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। জাতি ধর্ম্ম নিম্ন লিখিত আবেদন করুন।"

শ্রীকালিদাস ঘোষাল।
পোঃ ইন্দপুর। (বিদ্যাসাগর)। ৮৭৭—

খেলাড় মধ্য বিদ্যালী স্কুলের জন্য একজন বর্ণমালা বৈতনিক সহ ট্রেড-পণ্ডিত আবশ্যক। বেতন ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান পাইবেন

The Secretary Khelard M. E. School.
Benapore. Post. (Midnapore Dist.) 878—

২৪ পং, জিরাট, বাসস্থান পুরুলিয়া জেলা, ইং ১৯১৫ সালে অবধি বাজার ডি, পি সাহেব নিকট আছেন, বেতন ১২৲-১৪৲ আমার বাসস্থান ডি।

Bhuban Mohan Mandal.
Head master Baman Tukuria
S. M. M. E. School, Po. Minakhan.
(24 Perga) 458--9-1-25.

আজকালকার প্রত্যেক এক হাজারের উপর লোক কেশরঞ্জন অ্যালোমিনিয়াকে আসল জানে।

কেশের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া প্রকৃত রূপ-লাবণ্য—যদি আপনি ফিরাইয়া চান, পৃথিবীতে যদি সৌন্দর্য্য বজায় রাখিতে চান—ত্রিদোষ, আধিব্যাধির, প্রাদুর্ভাবের, স্বাস্থ্য ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার একটি।

চিত্র দ্রষ্টব্য পরিচয়

স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্যের বিষয় সব কথা বলে। স্বাস্থ্য সিদ্ধি। ও অকাল মৃত্যু, নিবারণের উপায়, রোগ নিবারণ ব্যয় ও প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাবতীয় বিষয়ই পাইবেন।

বার্ষিক মূল্য ২৲—এক পয়সার টিকিট পাঠাইলে নিয়মাবলী নমুনা পাঠান হয়।

ঠিকানা—

ডাঃ রায় বাহাদুর শ্রীযোগানন্দ চাটার্জী এম, বি,
ডাঃ শ্রীরজেন্দ্রনাথ বাগচী।
অফিস - ১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন গ্রাহক হউন!—

মাত্র ১৲ টাকায় ঘরে বসিয়া অনেক কথা শুনিতে ও দেখাইতে পারিবেন।

লুট! লুট!! লুট!!!

শীতের বিপুল আয়োজন

এক মাসে ১০,০০০ হাজার কপি।

প্রমান ৫ ছাটি ঢেউ আলোয়ান, ইহা যেমন গরম, তেমনি নরম, জীবনে কখনও পোকায় কাটে বা গায়ারাপি থাকি। অতিশয় শীতে এই আলোয়ান গায়ে থাকিলে মনে হয় রৌদ্রে বসিয়া আছি। মূল্য একখানি ২৲ টাকা, ৩ খানি ৫৸ আনা, ৬ খানি ১১৲ টাকা, ১২ খানি ২১৲ টাকা। ৩ খানির বেশী লইলে কিছু অগ্রিম পাঠাইতে হয় গ্রাহক সত্বর হউন, ইহা উপহার নামক প্রতারণা নয়। সকল রাখিবেন বাঙ্গালার আমরাই একমাত্র এজেন্ট। অপরাপর জিনিষের জন্য পত্রদ্বারা জানুন।

পাঞ্জাবী স্পাল কোং
পাগ, আলোয়ান, সিল্ক, ড্রেস মার্চেন্ট।
৩০নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এডুকেশন গেজেট

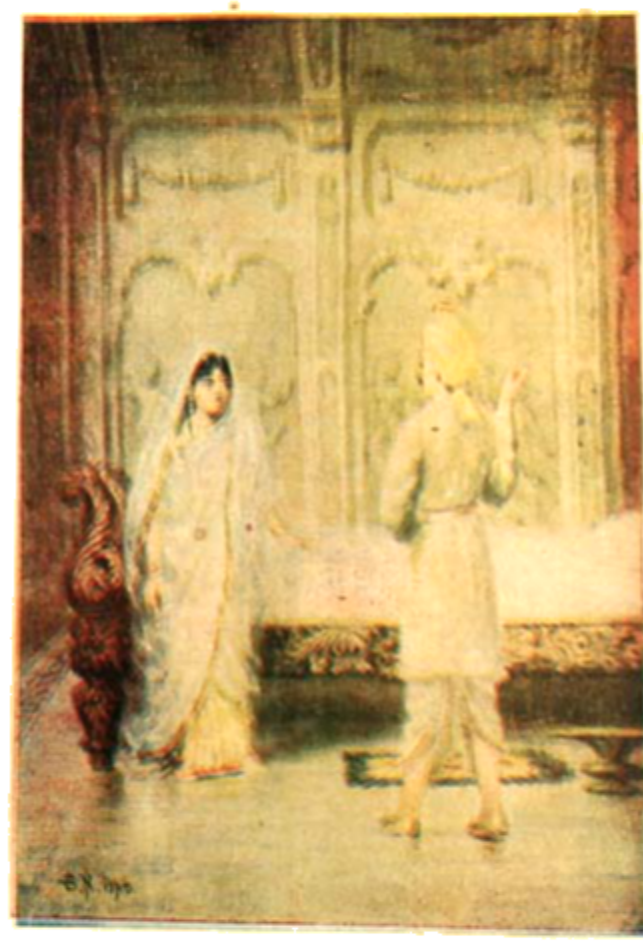

[illegible]
[illegible]
[illegible]

এডুকেশন গেজেট

৬৮ বর্ষ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ২৫শে পৌষ ১৩৩১, ৮ই জানুয়ারী, ১৯২৫ [২৮ সংখ্যা

পল্লীগ্রাম ও তাহার সংস্কার।

[শ্রীপ্রসাদকুমার ঘোষাল।]

সমগ্র বাঙ্গালাদেশের গ্রামের সংখ্যা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না। প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ পাঁচ হাজার গ্রাম। যদি গ্রামগুলিতে স্কুল, সমিতি, ব্যায়াম করিবার স্থান, চতুষ্পাঠী, মোক্তব, বৈদ্য বিদ্যালয়, পাঠশালী সভাদের প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে কোন গ্রামের চার আনার, শিক্ষা, সাহায্য, ব্যায়াম, পাঠাগার, জলের ব্যবস্থা, বিবাহ বিষয়ক গণ্ডগোল মিটাইবার প্রথা, উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় ও উৎপন্ন মূলে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত, প্রতিগৃহে তুলার গাছ লাগাইয়া তথায় প্রস্তুত সূতে কাপড় বৈরাগী করিয়া দিয়া, খদ্দর করিবার ব্যবস্থা করিয়া, কিন্তু সূতোর সম্বন্ধে ব্যবসায়ীদের হাতে আসে করিয়া গ্রামবাসীকে ঠকানো বন্ধ করা যায় তবে ও ব্যবস্থা যে একটী বিরাট গ্রামবাসী সেবা সাধিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চীৎকার করি, কিন্তু পল্লী সংগঠন করিতে পারিলে স্বরাজ ত আমরা হাতেই আমাদের করতলগত হইয়া পড়ে। আমাদের বর্তমান অবস্থায় সমিতি বা ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করিতে গেলে অনেক সময় অনেক অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কিন্তু স্কুল, চতুষ্পাঠী, মক্তব, ঔষধালয়, ব্যায়ামাগার সমস্তই একত্রে করিয়া ফেলিলে অল্প ব্যয়ে বহুদূর কাজ হইতে পারে। বৈদ্য বিদ্যালয় করিয়া গ্রামীণ ডাক্তারদিগকে ডাকিয়া সপ্তাহে দুইদিন কৃষক বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিখাইতে পারিলে তাহারা কৃষক দুইদিন হাল ধরিয়া ও লিখা ও পড়িয়া বৎসরে ৩৬৫ দিন যাহা উৎপন্ন করিতেছে তাহার দ্বিগুণ যাহা উৎপন্ন করিতে পারিবে। এইভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষিকার্য্যের জন্য যাহিবে যে অর্থের পূর্ব্বে যে পরিমাণে ফসল হইত এখন তথায় চতুর্গুণ পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়া কবিকার্য্য করিলে দেশের অনেক প্রকৃত কল্যাণ অধিকারী হইতেছে। দুঃখের বিষয় আমাদের বাঙ্গালা দেশের সরকার এ বিষয়ে কিছু করেন না

বলিয়া যায়। পুরাতন যে পরিবারে বসন্ত উৎসব করিত, এখনও সেই পরিবারে অথবা তাহাদের নূতন বসন্ত উৎসবের সৃষ্টি হয়। বৈদ্য বিদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া চাকরীজীবি এ বিষয়ে লিখা দিয়ে থাকিলে চাকরীজীবি চাকরবাকরের প্রভুর উপকার সাধিত হইবে।

রাজত্বের তৃতীয় প্রধান ভেদ। এখনও এ দেশের শতকরা ৮৮ জন চাষীজীবি, কৃষিজীবি থাকবাসী, আর বাকী অবশিষ্টের মধ্যে চাকরিজীবি চাকরীজীবি, অবশিষ্ট কেহ বা ব্যবসায়ী, কেহ বা দোকানী, কেহ বা শিকারী, কেহ বা ভিক্ষুক, যাহারা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত, কেহ বা পণ্ডিত, ঠাকুর, পন্ডা ঘরের, আর কেহ বা মোটাল, মরিলে প্রভৃতি কেহ বা করে। তাহা হইলেও কেন আমাদের অধিকাংশ লোক এখনও কৃষির বৈদ্য চাষাদের উপরিই নির্ভর করে। অথচ এই কৃষি ব্যবসায়ে অবহেলা করিয়া লোকে ব্যবসায়ে পড়া চাকুরী পড়া চাকুরী করিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পূর্বে যাহারা শিবসেক বা শিক্ষিতের কাজ করিতে চাহিতেন, এ প্রধান ব্যবসায়ে পরিবারে, কিন্তু এখন চাকরিজীবি ঠাকুরী করা অপমানজনক কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। যেমন পরিবারে—

"আই বাই অন্তর এক ঘরে যাই
কথা, পুত্র যে চাকরী চাই—
পুত্র কন্যা এ ভেদ নাই
ঘরেই কাজ ঘরেই ভাই।"

আমরা বাঙ্গালী বাবু ভায়ারা কি কখনো এ প্রবাদের ভাব বুঝি?

বৈদ্য বিজ্ঞান চর্চার হইলে প্রজাবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য ভাইদের বর্দ্ধমান হইবে, ফলে কৃষিজাতের খোরাকীর ভাবনের নিকট হইতে দুই বৎসরের খাবনা আনিয়া এক বৎসরের খাদিয়া দিয়া ব্যবসায়িকে ঋণমুক্ত করিতে পারিবে না এবং একটু একটু করিয়া খোরাকী শিখিতে শিখিতে তাহারা ক্রমে সংসার পরাদি পাই করিয়া দেশের বর্দ্ধমান ভরসার কথা জানিতে পারিবে, ফলে তাহাদের প্রাণেও একটা দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিবে। জাতির উপাদের পক্ষে ইহা কম সাহায্যকারী হইবে না। প্রত্যেক গ্রামে ফুলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলে প্রত্যেক বৈদ্য ব্যবসায়ের স্থান করিয়া সমাজের চাষী ও মজুরীর ঘরকে স্বাস্থ্যের করিতে পারেন।

গ্রামে যাহারা হর ফের ইহা এখন আর জানিতে আমাদের বাকী নাই। এরোপ্লেনিন নামে এক জাতীয় বিষাক্ত জলের আমরা যে এই ম্যালেরিয়ার জন্মদাতা ইহা কে না জানেন? বেশ পুকুরিণী, খাল, ডোবা, এইসব স্থানে এই জাতীয় জলের উৎপত্তি বড় তাহারা আমরা মহিষ স্থাপন করিয়া অবশ্যের ঘরে গ্রামের মাথা, ডোবার জল বিষাক্ত, যত অধিক পরিমাণে মহিষ আমরা তাহা হইলে আর প্রতিবৎসর এত ম্যালেরিয়ায় যে সব আমাদিগকে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতে হয় না। প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট হইতে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা আদায় করিয়া প্রথমে একটী ম্যালেরিয়ার কমিটী নিযুক্তালয়ের স্থাপন করিতে পারিলে গ্রামের অনেক কষ্ট, ঘর সংসারের অশান্তির উপায় হয়। অনেকে হয়ত এরোপা নিজ নিজে যে নিজ পারিবে প্রথমের পক্ষপাতী থাকিতে পারেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক বিষয় কয়ু যে আমাদের অর্থ শোষণ করে, সমাজের এই ক্ষত তাহা নহে, এই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আমাদের যাবে প্রকৃতির কোন সময় আমূল আলোচনা হয় না। মোক্ষা ঔষধি নিয়া কুইনিনের জন্য আমাদের চালিয়া রাখে মাত্র, আমার বিষয়ের প্রভাবে ও ক্রিয়া পূর্ণ হইলো কারি নিজ প্রকৃতির রোগীর শরীরে প্রতিক্রিয়ার হয়। পূর্বে আমাদের দেশে যখন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন ছিল, তখন মৃত্যু সংখ্যা খুব কম ছিল, এখন এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক প্রভৃতি আশু ফলপ্রদায়ক চিকিৎসার ফলে মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে!

পল্লীগ্রামে এখন যাহারা, হাই স্কুল পড়া ছাত্র, যেখানে হয়, আফিস, মাষ্টার দোকান না আছে। অনিচ্ছে অথচ হয় অনেক গ্রামের ছেলে এই সময় মাধ্যম ঘরের ভেন্ডরী (vendor) করিয়া সমাজে মাতব্বরের ছায় সম্মান ও সম্ভ্রম পাইতেছে। পল্লী সমাজকে আকর্ষিত করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা ও অন্যান্য রোগের সাময়িক আক্রমণে পারিত করিতে পারা যাইবে। তাহার ফলে আর

[illegible] [illegible] [illegible] [

মুক্তির পথ করিতে পারেন। যে মুক্তির পথে আমাদের সমাজের একটীর কাজ আছে আমরা বিশ্বাস, অন্যান্য সমিতিগুলি, বিশেষতঃ ছাত্র সমবায় করিতে পারিলে তাঁহারা অনায়াসে মুক্তি আনিতে পারেন, সেই মুক্ত বিলিয়া আমিলে বিশ্বাসের ফলে মুক্তির প্রকৃত পরিচয়ের মুখ হইতে পারে। পরিশেষে বলা বাহুল্য। এই পল্লী-উন্নয়নের কাজে কাজে আবেদন করিয়াছে। "আর রাজপুতের দেশ হইবে না", গ্রামের যার যার প্রাণের মিলিয়া সেইটি বন্ধ করিয়াছে। প্রায়ে সমিতি সকলের হাতে পারে বলিয়া এই ব্যাপারটি মিটাইতে পারিলে জাতির একবার দিন ফিরে তাহা বলা উচ্চকণ্ঠে আসিবে না।

প্রত্যেক গ্রামের মূলের মাইনেতে মূলের মিলিয়া আসিবার পর কিছু না কিছু গ্রামে শিল্প শিক্ষা দেওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে শিল্প দ্রব্য যেমন তেল, ঘোলা, চৌকি, কুলাস, হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে বা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলে ছাত্রগণ তাহাদের নিজের পরিবার সচ্ছল হইতে পারে। এইরূপ টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মূলের শিক্ষকগুলি প্রবর্তন করিতে পারেন। বর্তমানেই উহাতে সময়ই বা একটুও অসময় হইবেনা। কিন্তু গ্রামে শিক্ষকেরা এতবার বর্তমান করিবেন কি?

পল্লীগ্রামের বিষয়ে অনেকে যে কি ধারণা হইয়াছে, ইহা আমাদের অজানা নয়। গ্রামে-মূলকেরা ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিয়া এই ধারণা দূরিত মোচন নিজেরা করিতে পারেন। এই পল্লীগ্রামে অনেক ঘর পরিবার আজ নিরন্ন হইতেছে। তাহার যার অর্থের অভাবে জীবনযাত্রা—যাহিব, চালান, খেলা প্রভৃতির ব্যয়। এই যে অত বড় পরিবার আজ তাহা প্রত্যেক বিবেচনাশীল লোকে বুঝিতে পারেন। লজ্জা, ঘৃণা, অপমান, অসম্মান, শৌচ, ইত্যাদি নিশ্চয়—ইহাই হইল প্রকৃত মর্মের লক্ষণ। অথচ এ সমস্ত পালন না করিয়া নিজীব জীবনযাত্রার ধারা লোকে যে কি সুখ লাভ করে তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। গ্রামের মূলকেরা এ সমস্যার প্রতীকার প্রত্যেক গ্রামের করিতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু মূলকেরা নিজের আমাদের অবিশ্বাস করিয়া। এবং কারণের বশ বিশ্বাসে আমার না দিয়া যাহাতে উচ্চ সম্প্রদায় নিজ ঘোলাযোগে বজায় করে তাহাই দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক গ্রামবাসীকেই একটু একটু করিয়া অবধান করিতে হইবে। মফস্বল নিজল ও হইবে না। মূলকেরা দেখিতে পায়, বুঝিতে পারে, সে তাহার জাতির বন্ধু, তাহাকে কেহই বুঝি ঘৃণা করিতে পারে না, তুমি নিজে না যাইলেই হইল। গ্রামে গ্রামে অবশ্যই বর্ণাশ্রম বন্ধ করিয়া যাহাতে প্রত্যেক ছেলে মেয়ে পায়, যাইবে, অযোমুক্ত প্রভৃতিকে যেন অস্পৃশ্য, নীচ, ইতর ইত্যাদি ঘৃণা না করে সেদিকেও গ্রাম সমিতির একান্ত দৃষ্টি আকর্ষণ হইবে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ অর্থে ইহা এই বাহির, কারণ, অযোমুক্ত প্রভৃতি সকলে একত্র আহার করিবে। (কারণ বর্ণ বিচারের বা জাতি বিচার আমাদের সমাজের মূলের ও শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন।) তবে ইহার যাহাতে অবাধ ব্যবহার, কিম্বা যেন-মন্দিরে আধিপত্যে উপস্থিত হইলে যেন কুকুর বিড়ালের ন্যায় তাড়াইয়া না দেওয়া হয়। ইহাদিগকে জাতির এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া মনে করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে জাতির মূলমন্ত্র মুছাইবে কেহ করে, অথচ সংখ্যাগুরুতে কেহ করে না, গ্রামের যেখানে মুছান মূলমন্ত্রের পার্থক্য রহিয়া করে, কিন্তু সংখ্যাগুরুতে বহন করে না, এটি নিতান্ত পক্ষপাতীত্বের মূলক। গ্রামে সমাজে এ ধারণার প্রতীকার না করিলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সংখ্যাগুরু মুছান ধর্ম গ্রহণ করিবে; ফলে হিন্দুসমাজ দুর্বল ও কীণায় হইবে।

উপরে পল্লী সংস্কারের যে কয়েকটী কার্য প্রণালীর কথা উল্লেখ করিলাম, যদি গ্রামের মূলকেরা, মুসলমান শিক্ষক গ্রামের এইরূপ কাজ করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই যে কয়দিনের একটা বিরাট কাজলী দেশ গড়িয়া তুলিতে পারিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আশা করি গ্রামবাসিগণ এ বিষয়ে একটু চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

বিদায়।

(গল্প)

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী।

প্রত্যূষকালে আকাশে তারিকা ফুটিল। আজও উষার নবীন আলো ধরণীর কাণে কথা কহিল না। আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এমনি করিয়া উষা আসিয়াছে, এমনি করিয়া তারিকা ফুটিয়াছে, এমনি করিয়া ধরণী জাগিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার জীবনে বিচ্ছেদ-বেদনার সুর ধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধকারে ধরণী নিবিড় অন্ধকার বাহুর মধ্যে, সবুজ তৃণের শয্যায় তারাকে আগলে রাখিতে পারিল না। "অমনি" আজ চলিয়া যাইবে অভিরামের বাড়ী হইতে; সংসারে যার আপনার বলিতে কেহই ছিল না, ছিল এক বৃদ্ধ মাতুল, সেও আপন মাতুল নহে। সে বিবেচনা করিয়া দেখিল তাহার আধির অন্তরালে একটু উঁকি মারিয়াছে, তাহার বিয়ে করিবার সাধ হইয়াছে তাই অমনীকে পরের বাড়ীতে পাঠাইবার ইচ্ছা। একটিবার পরিচিত ঘরটায় শেষ বিদায় লইবার আশায় সারা রাত্রি ঘুমায় নাই। ভোরের বাতাস বুকের ভিতর বাহিরের বেদনাটুকু হরণ করে, উষারাণী তাহাকে যেমনই আদর করিয়া যত করিয়াছেন, নতুনা কে উহার প্রতিবাসী হইয়া আসে? সন্ধ্যাবেলা অভিরাম আসিবে তাহাকে লইয়া যাইতে! তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! অমনীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

অভিরামের সংসারে হইতে তাহার, সমস্ত-দুঃখ দূর করিয়া অমিয় আসে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়া তুলিয়া অমনী বলিত "আমি মা বাবা কারুর কথা মনে করবো না, যদি তোমায় না পাই, তবে আমার মন-মন্দিরে তোকে দুর্গা করে—আমার জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা উদ্ধারিণীর মতন পূজা করে তুলে রেখে দেবো।" অমনী হৃদয়ের অন্তস্তলে যাঁহাকে পূজা করিত তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া উঠিয়াছে অমনী বলিতেছে "আমি যে তোমার শেষ বিদায়িনী।"

ভবতারণ ঘোষ নিজ অফিস বলিত "আমি তোমাকে বেশ্ব করেই ধরে রাখি করবো, নাম টাকা যশ কিছুর আমি মায়া তোমাকে দিয়ে করবো না, যদি তোমায় না পাই, তবে আমার মন-মন্দিরে তোকে দুর্গা করে—আমার জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা উদ্ধারিণীর মতন পূজা করে তুলে রেখে দেবো।" অমনী হৃদয়ের অন্তস্তলে যাঁহাকে পূজা করিত তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া উঠিয়াছে অমনী বলিতেছে "আমি যে তোমার শেষ বিদায়িনী।"

ভবতারণ ঘোষ নিজ অফিস বলিত "আমি তোমাকে বেশ্ব করেই ধরে রাখি করবো, নাম টাকা যশ কিছুর আমি মায়া তোমাকে দিয়ে করবো না, যদি তোমায় না পাই, তবে আমার মন-মন্দিরে তোকে দুর্গা করে—আমার জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা উদ্ধারিণীর মতন পূজা করে তুলে রেখে দেবো।" অমনী হৃদয়ের অন্তস্তলে যাঁহাকে পূজা করিত তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া উঠিয়াছে অমনী বলিতেছে "আমি যে তোমার শেষ বিদায়িনী।"

ভবতারণ ঘোষ নিজ অফিস বলিত "আমি তোমাকে বেশ্ব করেই ধরে রাখি করবো, নাম টাকা যশ কিছুর আমি মায়া তোমাকে দিয়ে করবো না, যদি তোমায় না পাই, তবে আমার মন-মন্দিরে তোকে দুর্গা করে—আমার জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা উদ্ধারিণীর মতন পূজা করে তুলে রেখে দেবো।" অমনী হৃদয়ের অন্তস্তলে যাঁহাকে পূজা করিত তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া উঠিয়াছে অমনী বলিতেছে "আমি যে তোমার শেষ বিদায়িনী।"

জীবনের শীর্ষ ভোগ এক ঘণ্টা ভোগের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। অবশ্যে একটির অধিক গাছে ঘুরিতে পারিল যে অতনী তার ঘাড়ের মাকুলকে "ফাজিলেমী লাভ" হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সে কোরোফিল অধিকে আরোহণ করিয়া তাহার কৌমার্য্যের দ্বিতীয়বার ঘটিবার উপক্রম করিতে এ পাপতাপপূর্ণ পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিয়া ফেলায়। তখন সন্ধ্যার প্রোজ্জ্বল। ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে নিশ্চল অবাক্‌ভাবে বসিয়া আছে —পথে পথিক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সময়ে সেই সময়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া একটি মাঠ-কুড়িয়ে তাহার হাতের ছেঁড়া কাপড়ের সঙ্গে মিশিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে সে আকাশের দিকে তাকাইল, আকাশে তখন অযাচিত তারার আলো বিলমিল করিয়া জ্বলিতেছিল। এমনির উদাসের মতন সে উদাসভাবে খানিক উর্দ্ধে ঐ ঐ আকাশে "তার" খুঁজিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অমূক! অমূক!! কোথা এখন খুঁজিয়া পেতে। হা! হা!! বলিয়া সে উদাসভাবে রাজপথ ছাড়িয়া গলিপথে অগ্রসর হইল।

আদর।

[শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়।]

"এখনো লাগিয়া ভোরে
এল কালো আঁখি তোরে,
বল হতে অবসন্ন করে অতনীরে।
আমি যে মা কাঁচা বয়ে
এ প্রেমে আমারে নিয়ে
কেমনে বিলিয়ে হবে ভাবিছি তাই!
এমন চঞ্চল মাঝে কেমনে বলব,
এখনি খোলে না যদি আঁখি তুলব।

সবারে ঠকিয়ে যায়া করিল চুরি।
ঘুম দিয়ে কিনে তায়
আমারি ঘুমঘোর
চঞ্চল চরণে যায় অতনী সখন।
আদরে অতনী তার চুমিল সবারে,
চাহে কালি ধরে মাকু আমারে ঘুমারে।

কৃতকৃত্যতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[রায় শ্রীযুক্ত সরলকুমার মল্লিক বাহাদুর, বি-এ, বি এল]

প্রতিযোগিতা।

কলকেতে প্রতিযোগিতার (Competition) পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত—সকলেই স্বকার্য্যের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর। কি বিদ্যালয়ে, কি ব্যবসাক্ষেত্রে, কি রঙ্গ-ভূমিতে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, সকল স্থানেই প্রতিযোগিতার তরঙ্গায়িত লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বস্বপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ নিজের যোগ্যতা ও প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য সকলেই উদ্যুক্ত। কি উপায়ে যোগ্য প্রতিযোগিতা হয়, তাহাক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সকলের অজ্ঞাত। কিন্তু অন্তরালস্থ ভাব না দেখিতে পাইলে, লোক সমাদৃত হইতে পারে না। যাহাতে কার্য্যনৈপুণ্য ও যোগ্যতা জন্মে, সেই দিকে সকলের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অন্যের পরিচয় করিতে পারেন, যাঁর ও চক্ষুতে দৃষ্টি আছে, লোকে কিসের প্রার্থী কিসে লোকের কি অভাব, তাহার আভ্যন্তরিক করিবার শক্তি আছে, তিনিই প্রতিযোগিতায় উপযোগি-প্রতিপন্ন হইবার ফলে উন্নতির পথে যাইতে পারেন—তাঁহার সাফল্য লাভের আশা ও পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অধিক হইতে পারে।

আমাদের দুই শ্রেণির মধ্যে কোন্ শ্রেণির লোকের কিসে প্রয়োজন—কি উপায়ে তাহারা এই দেশে উন্নতি সম্পাদন করিতে পারিবে, তাহা আমাদের আলোচ্য। এ দেশের অবস্থা-মাত্রই অবগত, স্বাধীন শ্রমিক সম্বন্ধে পরাধীন শ্রমিক ভিন্ন ভাব, প্রতিযোগিতার অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা-দীক্ষাদি, নানা কথার সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক, মনে হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে আমাদের অনেক কথা বলিতে হইবে—সেই সঙ্গেই সমধিক দৃষ্টান্তের কথা লইতে হইবে।

প্রতিযোগিতা নিয়মিত করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য স্থির রাখা উচিত। যে দ্রব্য লইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা, তাহা যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মনোহর হয় এবং যেন সে দ্রব্যাদি ক্রেতা প্রতিযোগিতার অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যায়। বিলাসবৈচিত্র্য ও অল্পমূল্য সুসঙ্গত হইলে, প্রতিযোগিতায় কখনও পরাস্ত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুই বিষয়ে আমরা প্রতিযোগীর সমকক্ষ হইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। আমাদের পুরাতন শিল্পনৈপুণ্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। নূতন কিছু ব্যাপারে বৈদেশিক শিল্পীর আদর্শের অনেক অনেকটা দূরবর্ত্তী। আমাদের উহাদের সমকক্ষতা করিবার উপায় নাই। সেই জন্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সুন্দর ও মনোহারী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে আমাদের নাই। দ্বিতীয়তঃ অল্পমূল্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা আমাদের পক্ষে কিছুতে ঘটিয়া উঠিতেছে। হস্তকৃত (Hand made) ও যন্ত্রকৃত (Machine made) দ্রব্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঘটিলে, হস্তকৃত দ্রব্যাদি চিত্তাকর্ষক ও মনোহর হইলেও বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমাদের দেশে কারুকার্য্য যাহা ছিল ও আছে, তাহাদের অনেক দ্রব্য কিছু করিয়া—আমাদের পরাজয় করিয়াছে। হস্তকলের অভাবে দেশীয় কারখানা (Manufactures) যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত লাভ করিয়াছিল, কালের কবলে পতিত হইয়া তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদেশে এখন আর তাহাদের দ্রব্যের আদর নাই—দৃষ্টান্ত স্বরূপ "মসলিন," কোমরুদ্দ, চন্দ্রতারা, বন্দুকের বাঁধ, বন্দুকের ঝিনুকগিরি (Screen) প্রভৃতি এখন আর বিদেশে প্রেরিত হয় না। বিদেশে বিজ্ঞানসম্মত শিল্পীর এখন এই সব দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং বিদেশে অনুরূপ সেই সব দ্রব্যই প্রচলন বিশেষ বিশেষ, এই জন্যে তাহাদিগে সেই সব দ্রব্য প্রস্তুতকারীর সহিত প্রতিযোগীতার অভাব পূরণ করিতেছে। বিজ্ঞান (Political Economy) হইতে আমাদের এই উপদেশ লাভ হইয়াছে যে হস্তকৃত ও যন্ত্রকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে

সমস্ত উপায়ের সাহায্যে, সমস্ত প্রকারের বিজ্ঞান সহায়তায়। সমস্ত শক্তি ও সমস্ত সম্পদ প্রয়োগ করিলে তবে হইতে পারে, কতকটা উদ্ধার করিতে পারা যায় কিন্তু কিছুই পারা যায় না। মূল পার্থক্যের এই জ্ঞান লাভেই অগ্রসর হইতে পারে। যত উন্নতিই হউক না কেন লোকের পূর্ণ একাগ্রতার সাথে একত্রিত হইয়া যদি সমস্ত লোকের সমস্ত সাহায্যে নিযুক্ত করিতে পারে। তবুও আমাদের এখন যন্ত্রোদ্ভাবিনী শক্তির অনুশীলন বিশেষ আবশ্যক। এই ভাবের ভূমিতে যে উদ্ভাবনীশক্তি(Inventive genius) লোকের বিশেষ অভাব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কাজে আমরা খাটুক মানিবের, তাঁহাদের উৎসাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে কাজ আমাদের হাতের কাছের উপর। যে সব দেশীয় লোক এর পর যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে পারিবেন তাঁহাদের সমস্তের মূলধনির ভবিষ্যৎকার্যাবলি দৃষ্টি পড়িবে—তাঁহাদের জন্য ভূমিকার সাধারণের জন্য বিশেষ বিশেষ। সেই ভূমিকার উপর প্রয়োজনোপযোগী আকৃতিলের ব্যবস্থা করা উচিত। লোকে যদি বুঝে, যে নূতন কিছু সংযোজনের (Labour saving) যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে পারিলে, তাহাদের আর উদরপূর্তির চিন্তা থাকিবে না, তাহা হইলে শক্তিমান লোক অল্প আয়াসে আবিষ্কার করিতে পারিবে। উপযোগী আবিষ্কারের উপযোগী শক্তি এখই প্রয়োজন, যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আমাদের অভিজ্ঞতার কাজ লাগিবে। তখনও পাকিল কি না, সে সন্দেহ ও বিচার রহে। উপযোগী আবিষ্কারেরই আকর্ষণীয় উপর আমরা আজ জোর দেই। অনুকরণের জোরে আমরা কিছু নাই। আমাদের অতীতকালে উপযোগীর আবিষ্কারের নিজস্ব মৌলিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ আমাদের চিরন্তনই জোরালভাবে অন্তিম করিয়া রাখা উচিত। "আমিনার" মানে "আসান" আজোপযোগিতার জন্য বহুপরিচিত। কি উপায়ে, "আসান" কিন্তু, কিন্তু, এবংবিধ প্রশ্নাবলির সমস্ত বিষয়ে আলোচনা সাধন করিতেছে, প্রত্যেক আমাদের দৃষ্টি জেন আকর্ষণ যায়। এ কথা সত্য, "আসান" আবিষ্কারের—কলাকৌশল যাহা লোকের অনুকরণযোগ্য। অনেক সময়ের বিশেষত্ব যাহা আমাদের নিকট সমস্ত লোকের লোকের অনুকরণের সম্ভ করা হইবে, তাহা কাজ নয়। এমনও আমাদের বৈজ্ঞানিকদের চুকিতে পারে না। যে টুকু বুঝিতে পারি, তাহাকেই সহিয়া সমস্ত করিয়া হইবে "বুঝানে শক্তির কিন্তু আছি না হল," এই মনোভাব সমস্ত কার্যক্ষেত্রে স্থির থাকা উচিত।

এখন সুপারিশি আমাদের "অর্থকরী বাণিজ্যের" ভাব আলোচনা। বিদেশ হইতে সমস্তার অনেক ধারার আসিতেছে। আমরা হইতেছে প্রত্যহ পরিমাণে অর্থের, এ প্রকারে (raw material) কিন্তু কিন্তু লোকে প্রেরিত হইতেছে। লোক সব প্রকারে অনুকরণের বিশেষ করিবার উপায়ন নাম। এ.এ.যোগীয় আমরা এই সব দ্রব্যের উপযুক্ত নামকরণ করিয়া—আমাদের ব্যবসায়োপযোগী করিয়া—পুনঃপ্রেরণ করিতেছি।

অবশ্যকরণের প্রভাবে আমাদের মনুষ্যত্বে যে সকল স্থান পড়িয়াছে। অনেক বাণিজ্য বা অন্য বাণিজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে তত দূর নয়। আমাদের লোকে যে দ্রব্য ব্যবহার বা ব্যবসা মূলে সমস্ত হয় না, সেই সব দ্রব্যের লোকে সুলভে বা অল্পমূল্যে অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে, সে লোক হইতে সেই সব দ্রব্য আমাদের লোকে আসিলে, আমরা অর্থ লোকবিশেষ। আর যে সব দ্রব্যাদি সে লোকে ব্যবহার বা অল্পমূল্যে নির্মাণ হইতে পারে না, সেই সব দ্রব্য আমাদের লোকে সুলভ হইলে, যদি সে লোকে পূর্বোক্ত পণ্যদ্রব্যের পরিবর্তে প্রেরিত হয়, তবে তাহা এক সুন্দর লাভের পথ উন্মুক্ত হইল, মনে করিব। বিদেশের মধ্যে ইহাই ব্যবসায়ের অর্থকরী বাণিজ্য। কিন্তু এই দ্রব্যাদি লোকে এখন কি দেখিতেছি? যে সব দ্রব্য এই লোকেই সহজে উৎপাদিত হইতে পারে, সেই সব দ্রব্যই আমরা বিদেশ হইতে ক্রয় করিতেছি। ঐ সব দ্রব্যের অধিকাংশই এ দেশীয় প্রধানতঃ শ্রেণীর প্রস্তুত। বিদেশীয় বাণিজ্যিকা পরদেশের মনে আমাদের সৃষ্টি করিবার জন্য, ঐ সব দ্রব্যাদির যাতায়াতের নিমিত্ত আমাদের(Railway) ও জাহাজের (Shipping) ভাড়াদি উদ্ভাবনযুক্ত মনে করিয়া দিয়াছেন। কোনও কোনও দ্রব্যাদির জন্য প্রকারান্তরে বাজারের হইতে সাহা-

[illegible] হইয়াছে, যে ও [illegible] হয় [illegible] করিয়া [illegible] করিতে পারে না। অর্থাৎ [illegible] মাঝে মাঝে [illegible] হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড় [illegible] অপেক্ষা অনেক অল্প মূলধনে প্রস্তুত হয়। তাহাদের আর একটী বিষয়ের মৌলিক নীতি সকল ব্যক্তিরই জানা উচিত। বৃহদ্ব্যবসায়ে (large industry) যে সকল জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে (Small or petit industry) সেই সব দ্রব্য নির্ম্মিত হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় লাগে। যে যেরূপ অধিক ধনশালী, সে সেরূপ বৃহদ্ব্যবসায়ের সহিতে সম্বন্ধান্বিত হইতে পারে। [illegible] প্রস্তুত [illegible] Large industry [illegible] তবে কি আমাদের [illegible] পারি না? উপায় নাই। আমরা বলিয়া রাখি। বহুবিধ অসুবিধার জন্যে [illegible] যৌথকারবার (Joint Stock Company) সংস্থাপনের সম্ভাবনা নাই, তাহা প্রতিযোগিতায় বড় [illegible] বিলুপ্ত হইতে পারে। এবারটিতে এ বিষয়টী তুলিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য করিতে পারি। [illegible] অন্তর্ভুক্ত [illegible] বিষয়ে [illegible] করিতে [illegible] কেবল পূর্ব্বপুরুষ [illegible] করিতে [illegible]

স্নেহের জয়

শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী।

১

"পরের তরে বিলাতে যেবে যেবে
পরীর যে 'পাত' হয়ে গেল।"

বিগত বসন্তে, কলিকাতা [illegible] চৌধুরী তাহার প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটি কক্ষে, একখানি আরাম চেয়ার বসিয়া [illegible] ক্ষুদ্র পত্রটির মুখে উপরোক্ত কি আছি কি ভাবিতেছিলেন। সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি সংবাদপত্র মুক্তভাবে পড়িয়াছিল, তাহার একটী কর্ণও ভাঁজ পড়িয়া হয় নাই।

পৃথিবীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া, তিনি চোখ ছাড়া উঠিয়া বসিলেন, এবং সংবাদপত্রখানি টানিয়া লইয়া তাহার গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপন সম্ভগুলির উপর অনুসন্ধান করিতে, অবশেষে দৃষ্টি ফুরাইয়া যাইতে লাগিলেন। [illegible] পত্রটির [illegible] ধীরে ধীরে [illegible] তাঁহার [illegible] উপরোধের চোটায়, [illegible] পড়িতে আরম্ভ করিলেন। [illegible] যার অন্ত নাই, সে কিনা অন্তে একখানি তাহার [illegible] করিয়া দেওয়াতে; ধন্যি তোমার সাহস এবং ধন্যি তোমার!"

চৌধুরী মহাশয় বীরত্ব বিজড়িত। অসমর্থ নারী পাছে আমার বলিয়া আবদ্ধ করিলেন 'যাহার কিছু নাই, তার যে তোমার সমস্ত যেন! এ সুখ যদি একটী অসমর্থই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে তোমার কিবা ক্ষতি বা আর এমন [illegible] যে কি [illegible]? পরীর [illegible] বিয়ে [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible]

...

চৌধুরী মশায় মাথের উপর হাত দুখানা তুলিয়া উদাস দৃষ্টিতে বলিলেন "যে ছেলে নিজে বন্ধনকে, তার বন্ধনে পুলিয়ে দিয়ে কেউ আনতে পারে, সে ক্ষমতা আমার নেই।"

অপূর্ব্ব বলিল মুখ টিপে. তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "ও কথা বলো না, বড় বৌমার মত যেমন করে সে তিন দিন তোমাকে দুয়োরে 'ধরা' দিয়ে পড়েছিল, তুমি কিন্তু সেরকমে বাহাকে আমার বেন বোধ হয়ে দুই দুই করে চাড়িয়ে দিতে। আহা! বাহার আমার মেজি-কার সেই বিয়ে, তাদের মুখখানি, আমি ত এ কে মনে ভুলতে পারব না!" অবশেষে তাহা দুই কিনারে বিন্দু হইয়া অপূর্ব্বর চক্ষু দুটিতে দাঁড়াইল। তত বিনোদ বিন্দু হইয়া তেমনি তাহে বলিয়া রহিবে, তাহাদের আসল পরিচয়ের মধ্যে কিছু, আর কেহ জানিয়াছিল কি না, কে বলিতে পারে?

কমলাকে প্রশ্নবিদ্ধ হইয়া, দুখানি পুরুষের বলিতে লাগিলেন "আমার সেই 'ওঠে' টুক করে, তের প্রায় বছর আগেকার কথা হল। সে এক রাতের রাত ঐকাদশীর মতো, কত রাত, তার 'ওঠে' বাহির হয়েছে, তার ছেলে, তোমার কাকার কাছে শুনেছ বোধ হয়। সে তিনি আর বলিতে পারিলেন না, কমলে মুখ চাপিয়া মুখ পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

চৌধুরী মশায় এবার বিচলিত বিষম হইয়া কুণ্ঠকণ্ঠে বলিলেন "তুমি কেন আমায়ই দোষ দিচ্ছ, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, তার কি কোনো দোষ নেই? এই যে দু বছরের উপর হয়ে গেল, সে আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করে আছে, এর মধ্যে একটি দিনও কি আমার মনে এসেছিল সে?—আমি কেমন আছি তাকে? আমাদের সাধ্যমত তো সে নিতে চায় না আর।"

"আমা! সে তোমারই ছেলে তো? আমরা মুখ ফুটিয়ে বলি? তোমরা বাপ মাইতে নিজের পো আছে ঘরে যায়, কিন্তু মনে পড়ে আমি যে মরা মরি।" অভিমানিনী কমলার মন ওই বলিয়া মুখটী আবার ঢাকিয়া ফেলিল।

ছেলে তোমাকে দুয়ে পাড়াইয়া বাহাদের স্বামীর কত আরাধ্য প্রস্তর করিয়েছিল তেমন তার কোন পরম অপরাধ স্বামীর আসনে প্রতীক্ষায় উঠিয়াছিল মনে মনে বন্ধনের কাছে নিজে দেখিয়া আসিয়েছিল। অন্তর দুখানি পুরোহিত দুয়োরানি পাকশালার কর্ম্ম তোমার ছাড় ছেড় করিয়া মন মন উঠিয়ে হইয়াছিল, তাহাতে সেই ৮ ছয় পুরুষ ছেলে ও ছেলে-তার ভাব মেন আরও ফুটিয়া উঠিয়েছিল।

এমন সময় মনের অর্থাভাব প্রাতঃকালে কণ্ঠে বলে কমিয়া, লজ্জায় সাকারের উপর ঘন, করিয়া বলিয়া পড়িল। তাহার যথোচিত ঘোরকারি, তেমনকার এমনিতর লাগ হইয়া উঠিয়াছে, তিনটিই মন ঠাকুরে অনিলে তাহার দেখিতে পাইতেছে।

ছেলে স্বামীর সমস্ত পাইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, মনোরঞ্জন ,মন নিজে বলিল মুখপানে উদিত কমল দুখানি চাহিয়া বলিয়াছিলে বলিল "আমা! কমন যে মেয়ে! সেই কোন সকালে, বলিয়াছি বেরিয়েছে সেই থেকে এই এতক্ষণ পরে এখন মোর মোর মুখ দেখতে, মানুষে আর কত সহ্য করতে পারে!"

মনোরঞ্জন ঠাকুরে ছড় বিনিময় ভালবাসার নিজ কমলের বড় বড় বাহের ঝোঁটাগুলি মুছিতে মুছিতে বলিতেছে, মাতৃস্নেহে বলিল "ছুটে বেড়ানই সার তবু! কারো মো কিছুই করে উঠে পারলাম না। এদিন ধরে, এক ছোট চিন্তায় করে, তার লোকের সোনামোর ঘরে একটা কুড়ি পড়িল তাহার তাকাইতে পারলাম না, আমি এমনি অপদার্থ, এমনি হতভাগা!"

ছেলে মাহাত্ম্য আবার চক্ষের জল মুছে সরল বলিয়া সকলকে তোমাকেই বলিল "তুমি এমন হতাশ হয়ে পড়ছ কেন? তাকে একটা পাবেই, যা এখন না হয় তুমি পাবে। এখন একটু চাঙ্গা হয়ে তাকে বসবে চল, সকালে ও খেয়ের বাপনি তো—"

মনোরঞ্জন একটুখানি তোমের বাণি হাসিয়া

[illegible] বলিয়া ডাকিল। কুমুদিনী তাহার কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, "কুমুদিনী, তুমি আমার কথা শুনিয়া রাগ করিও না। আমি তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি। তুমি যে ভাবে চলিতেছ, তাহাতে তোমার ভবিষ্যৎ ভাল হইবে না। তুমি যদি আমার কথা শুন, তবে আমি তোমার ভাল করিতে পারি। তুমি যদি আমার কথা না শুন, তবে আমি তোমার ভাল করিতে পারিব না।"

কুমুদিনী বলিল, "আমি আপনার কথা শুনিব। আপনি আমার ভাল করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহা আমি জানি। আপনি আমার জন্য যাহা করিবেন, তাহা আমি কখনও ভুলিব না।"

তখন সে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, "কুমুদিনী, তুমি যে ভাবে চলিতেছ, তাহাতে তোমার ভবিষ্যৎ ভাল হইবে না। তুমি যদি আমার কথা শুন, তবে আমি তোমার ভাল করিতে পারি। তুমি যদি আমার কথা না শুন, তবে আমি তোমার ভাল করিতে পারিব না।"

কুমুদিনী বলিল, "আমি আপনার কথা শুনিব

[illegible] বিদায় করে [illegible]

[illegible] অন্নপূর্ণা [illegible]

চৌধুরী মহাশয়ের মুখে ঘরের যে অংশে মাধবী নবেন্দুর পরিচয় দিয়াছিল, সে দিকটা এখন অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল। চাকরেরা অনেকে আসিয়া ঘরগুলি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া গিয়াছে। আর চৌধুরী মহাশয় এক একবার কি ভাবিয়া কি মনে করিয়া, সেই বহুদিন পূর্বে তাঁহার নিজের হাতে, একাকী, গৃহ-পরিচারীর সাহায্য অস্বীকার করিয়া সাজাইয়াছিলেন। আজও তিনি মনোরম পরিপাটি করিয়া, তাঁহার একমাত্র ছেলেবেলাকার বন্ধুটিকে, সমুখে বসিয়া খুব করিয়া খাওয়াইলেন। সেই খাওয়ানির মধ্যেও কতখানি স্নেহ, কতখানি আদর, সমুদয় বিচিত্র ঘটনা ও কারণ পরম্পরার মধ্যেও যে তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে ছিল। চাহিতেও তাহা যেন বারবার অভিব্যক্ত হইতেছিল। সেই নবেন্দু মুছিয়া মুখ করিয়া একটা বসিয়া, সেই পুরাতন পিতার প্রাণের তখন যে কি ভাব উঠিয়াছিল, তাহা সেই অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

এমন সময় সহসা অন্নপূর্ণা দেবী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, উঁহার চোখ ভাসা করিয়া ধোয়া মোছার মধ্যে একটা আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সিঁড়িতে চৌধুরী মহাশয়ের সমুখে দাঁড়াইয়া তিনি অন্নপূর্ণা একটু কাশিয়াছিলেন বলিলেন "তুমি এখানে? আর আমি সেই অবধি খুঁজে মরছি!" নিজের দিকে মুখ অনেক নেমে চাহিয়া, চৌধুরী মহাশয় লজ্জিতের ভিঙ্গিতে করিলেন "এটা ভাবা হয়ে যায়! আহা! বিধি যে, বেশ নবীন পুতুলটী!"

অন্নপূর্ণা সোফার হাত ধরিয়া হাসি মুখে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন "আপনার অন্তরকে কিছুতে পারলে না? এ যে তোমার সকল ছেলে যে!"

সকল ছেলে!—সে এক তাঁহার পোষিতের অংশ ছিল বলে. তাঁহারই বুকের মাঝে থাকিয়া যে আজ এতটুকু হইতে এতবড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথাটার সমাধান এই? তার বুঝি এর কাছ মনোনিবেশ তার সেই ছোটবেলাকার

[illegible] [illegible] [illegible] [

আমার কথা, আমার নিজস্ব মতামত, আমি বুঝি, আমার প্রেমের বিষয়ে।

আমার কথা কেবল আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি বুঝি, সেই আমার অভিজ্ঞতার বিষয়ে।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, তুমুল প্রেমের বয়।—ইঁদুরের আবদ্ধ হয়ে থাকে আছেন, তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসের অন্ধতা প্রকাশের জন্য ঘরিয়া—ঘু,—আমি বলিয়াই যেন আমিত্ব ভাবে, কোনও আমির অভাবটা হয় না প্রকাশ, রাজনীতি আমাদের উপরি নির্ভর করে। বিশেষতঃ, তাদের প্রাচীন, প্রবীণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, যে তাদের আমি প্রথম করিয়াছেন বৈধ আমার কথার এই অভাবটা প্রকাশ।

বস্তুতঃ ব্যক্তিত্বের প্রথম ঐ চলার আমার পূর্ব সম্পর্কে, আমার—বিশ্বের সকলে পূর্বেই বিশ্ব হইয়া নিজেকে করিবার আমরা বিশ্বে তত পরাধীন কালের অধীন কোনও আমারাদের সাধনা আছে করিতে পারিতেছি না। সবে বলা পারিতেছি না, সাধারণ বৈধিক ভাবে বলিতে গেলে, বলা যাইতে পারে যে বিশ্ব পারিতেছি না।

অবশ্যের পক্ষ বলা—আমি বলা বুঝি, এবং উহা সুধারের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সকলে যদি অন্ধ তত্ত্বে ভাবে করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে আমি ঐকান্তিক বিশ্বাস সহকারে ঘোষণা করিব যে, আমিত্বের, আমিত্বের ভাবে, বিশ্বপ্রাণের অবসান-কাল নয়।

বিশ্ব-প্রাণের সম্বন্ধিত এবং পরিচিত আমিত্বের প্রশ্ন—ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। খুব অল্পের মধ্যে,—বহুদিন—মানবিক সভ্যতার তাহার আবির্ভাবের সময়ে আমি উপস্থিত নহি।

তবুও, আমি যাহা বলিতে চাহিয়াছি, এই আমিত্বের প্রথার সত্য বলিয়া করিয়া লই,—আমার মনে হয় না, কোনও ঐতিহাসিক, পণ্ডিত এবং বিজ্ঞানের হইতে পারেন।

বীজগণিতের অঙ্ক সমাধান করিতে,—ত্রিকোণিতি সমস্যা সমাধান, করিতে যে চারটি নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রথম নিয়ম এই যে, যে কোনও সংখ্যার একটা নৈতিক বিশ্ব আছে,—তাহা আমার করিয়া লইতে হইবে। ঠিক সেই প্রকার আমার, যে বিশ্ব আমি পরিত্যাগ করিতেছি, সর্বসাধারণে,—ব্যক্তিগত-সমষ্টির, আমি সমস্যের আমি,—আমার, আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাসের কি না,—সে তর্ক আমি উত্থাপন করিব না, কিন্তু আমার কোনও সন্দেহ নাই, তাহা যাহার সোপান করিবার জন্য আমি অনুরোধ করি না।

কোনও প্রকারের একটা নৈতিক বিশ্ব আমি-পরিত্যাগ এই জগতে বিদ্যমান ছিল, এইটুকু স্বীকার করা বা তাহা স্বীকার করিয়া লইতে কেহ রাজি, যদি পক্ষপাত দূষিত হইবে না।

আমাদের পরিবর্তনশীল বিশ্ব আমার বিশ্বের সম্বন্ধে-সুবিধার জন্য, সাধারণ-বিশ্বাসের পরিপাটী ক্রমে, আমি নিম্নে করিব :—

আমিত্বের + ১২০০ বৎসর = অবসান। (আমিত্বের আমি বিশ্ব-আমিত্ব।)

ম —আমিত্বের + ১৯০ বৎসর = অবসান। (আমিত্বের আমি মুসলমান আমিত্ব।)

অজ্ঞাতিত্বের + ১০০ বৎসর (?)

তুমীয় অনুপাত (Equation) এবং সে, আমি, প্রকাশের সময় উপস্থিত হয় নাই।

পাঠকের কোনও প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষা এবং বিষয় অনুসারে, তুমি যদি, তুমীয় অনুপাতের আমিত্ব-পরিপাটী পূর্ণ করিয়া লইতে আকুল হও, তো,—সে পূরণের পূর্ণ আমির কোনও নিষেধ।

আমার প্রয়োজন? আমার প্রয়োজন শুধু ইহাই লক্ষণ করা যে, ঐকান্তিকত্বের,—বিশ্বের কল্পিত এবং প্রবর্তিত আমিত্বের প্রথা,—আমিত্বভাবে, বিশ্বপ্রাণের অবসানের কাল নহে। এতদ্ব্যতীত কোনও তো,—বিশ্বের না,—সত্য, প্রমাণ কাহার বলিবার নির্ণয় হইতে পারে না! হওয়ার সময় নহে।

সমালোচনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি। [illegible] কিংবা [illegible] [illegible] [illegible]

এবং ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য তাঁহাকে ৫০ টি টাকা বেতন দেওয়া হইত। ইহার পর তিনি আর কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই। ইহা তাঁহার জীবনের একটি দীর্ঘতম সময়। তাহাতে তাঁহার অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে, অর্থাভাব, অবসর, এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার উপযুক্ত কার্য্য ও পদমর্য্যাদার অভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অগ্নি যেন, কাল, অবস্থা বিশেষের সংঘর্ষেই তাহার নিহিত ভাব প্রকাশ করে।" উপযুক্ত প্রয়োগ ব্যতিরেকে শক্তি কিছু করিতে পারেন না—ব্যবহার অভাবে উহা ক্ষয় হইয়া যায়, তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহ পায় না। ইহা হইতে কিছুদিন পরে, তিনি স্বয়ং পরিহাস করিয়া প্রায়ই বলিতেন,

"অকৃত্য মকৃত্যানাং বাসঃ যেন ভবাতলে।
তেনেদং কথিতং নূনং মূর্খশ্রীকরকং বচঃ।"

এমন অনেক লোক আছেন যাহারা মুখচোরা ও বিনয়ী, যাহা নিজে সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহাদের পুরোহিত আবশ্যক হয়। তাঁহারা কোন কার্য্যের প্রস্তাবকর্ত্তা হইতে পারেন না। কিন্তু কেহ পূর্ব্বে প্রস্তাব করিলে, তাহাদের অনুমোদন বিষয়ে তাঁহারা উদ্যুক্ত হইয়া সাহায্য করিতে পারেন। প্রথমে পুরুষ বা দ্বিতীয়ের পুরুষ ব্যবহারের পক্ষে অনেকেই। উপায়ের সুবিধার জন্য কোন কোন ব্যক্তি, প্রথমে ৩য় পুরুষ ধরিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নিজেই বলিতে হইলে যে কোন ভাষাতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। ইংরাজী ভাষায় এটুকু বিশেষত্ব ধরিয়া পড়িয়াছি।

প্রস্তাবক যখন প্রস্তাবের সকল অঙ্গের উপযোগী বিভিন্ন বিভাগগুলির উপযোগী সমাধি। আমাদের শাস্ত্রে যখন বিভিন্ন সমাধি অবতীর্ণ হয়, তখনি সমাধি অপেক্ষাকৃত সহজ। সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ উপায়ই অবলম্বনীয়। শীতার উক্তি অনেকেই জানেন :—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

যেখানে, প্রস্তাবের সভাপতি, সুবক্তাকে চালিত করিতে পারিবে।

অন্যত্রও, কার্য্যকল, অধিকারিদের ও সাধারণকর্ত্তাদের কোনও কথাই স্থান পাইতেছে না। বোধহয়, বাহুল্যের ভয়ে ঐ সব উপায় কথার সাহস নাই।

যার উপর কোন সুযোগের যে কোনও আবশ্যকতা নাই, এমন আমরা বলি না। রাজেন্দ্রলালের ছাত্রবর্গের কি হইবে জানেন, অবসর কালের প্রতি উপায়ের ব্যবহার বিষয়ে, তাহা প্রয়োগের সময়ে উপস্থিত হইবে। রাজেন্দ্রের মনে প্রায়শঃ যাহাই অসম্ভব মনে হইয়াছে উপস্থিত, তাহাই করিতে পারিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা, সহসা না করিলে যোগের সময় উপযুক্ত হয় না।

পরিশেষে দুই একটি সুপরিচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিদায় লইব :—

"প্রস্তাবস্য গুণকরঃ যত্নঃ যত্নশ্চ তেন সঃ।
অধিকারঃ বিজানীয়াৎ বিদ্যা বৈদ্যবিদাবয়ম্॥"

জ্যোতিষিদ্

"কর্ত্তারো বৈদিকাঃ কুরুকুলিনারাগণস্থায়ঃ।
কুর্য্যাদ্যেতা মহাযজ্ঞং পরমার্থং ইব॥"

অভিজ্ঞতম

এই শ্লোকের সকলের হৃদয়ে স্থান পাই, আমাদের ইচ্ছা।

সাপ্তাহিক সংবাদ

মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শিবচর থানার ১ নম্বর ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারি জনাব আবদুল হামিদ ভূঁইয়া গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহার কার্যালয়ে ১৯৫৯ সালের জন্য ভোটার তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তালিকায় ৩৫৭৫ জন ভোটারের নাম রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৯৫৯ জন পুরুষ এবং ১৬১৬ জন মহিলা ভোটার। ১৯৫৯ সালের তালিকা অপেক্ষা এবার ৩৫৭৫ জন ভোটার বেশী হইয়াছে।

অনুপস্থিতির প্রতিকার—মিলুয়া ইউনিয়ন পরিষদের একটি ওয়ার্ডের ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ইউনিয়ন পরিষদের সভা, বিচার সভা এবং পাঠশালার ছাত্রগণ যথেচ্ছভাবে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে বলিয়া অনুপস্থিতকারীদিগের শাসন বিধির প্রবর্তন করা হইয়াছে। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত যদি কোনো ভোটার তালিকা প্রণয়ন কার্যে অনুপস্থিত থাকিবে প্রতিদিন এক পয়সা হিসাবে, মিলুয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের—অনুপস্থিতির জন্য প্রত্যেক—দুই—দিনে এক পয়সা; এবং পাঠশালার ছাত্রগণের পক্ষে প্রত্যেক তিন দিনে এক পয়সা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

সাহসের খাতা হয়।—ভূমিহার নিবাসী শালের গ্রামে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ ভালার বাড়ীর এক গৃহের একটী কাচের খাতা আছে। অর্থাৎ উহা দিয়া গ্রামের কুষ্ঠ বিতাড়িত এবং সকল রোগ দূর করা যায়, তাহাই বিশ্বাস করা হয়। লোকটী ঐ খাতিটী মিলুয়ার মহাশয়কে দান করিয়াছে। খাতিটী পুষ্পমালে শোভিত করিয়া কীর্তন করিতে করিতে মহাশয় ভালা দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। —(প্রভুর দর্পণ)

ইংলণ্ডে তীব্র শীত।—গত ১৭ই জানুয়ারী হইতে ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের উপর দিয়া তীব্র বরফ ঝড় বহিয়া যাইতেছে। তাহাতে অনেক লোক আহত হইয়াছে। অনেকগুলি নদী বরফাচ্ছন্ন হওয়ায় বহুসংখ্যক জাহাজের চলাচল বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক ঘর বাড়ী ও রেল লাইন স্থানে স্থানে জলে ডুবিয়া গিয়াছিল।

"রোজ রেফারী" পত্রিকায় প্রকাশিত যে "রোজার প্রভুকোকেট" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবৈধিরঞ্জন নন্দ গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে নিরাপদে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘ সফল পরিচালনার জন্য শুভেচ্ছা প্রকাশ করিতেছি।

গত আইনের ধারায় বহুদাই নদী থেকে তীরের বিশেষ শক্তির ফলে কেবল অভিযোগ আনে এও বিধি প্রচার করেন। ইহার ফলে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারির বিচারে ফলে অনেকে মুক্ত হইয়াছেন এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু পঞ্জাবের এ ধারে অভিযোগ প্রমাণের অসুবিধা যথেষ্ট আছে। যাহাতে ঐ অভিযোগের ধারায় মুক্তির পাত্র যথেষ্ট কমিয়া যাইতে পারে সেজন্যেই সেবের কোম্পানী আইনের ধারা পরিবর্তন করিবার জন্য এক বিল সম্প্রতিই বিধান মুখার্জী সভায় অধিবেশনে উপস্থিত করেন। গত অর্থাৎ মাসে মন্ত্রিসভার বেতন সংক্রান্ত বিল হাউস অব কমন্সের সভায় অধিবেশন স্থগিত আছে যে কথা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ আছে। তখন লর্ড লিটন সভায় অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সেখে বিষয়বাদ এনে প্রস্তাবিত আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই সময় হইতে মাত্র তিন সপ্তাহ বিল উপস্থিত করিয়া ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তুমুলপুর মহী মাত্র প্রধানমন্ত্রী বিল তিনের বিপক্ষে বলেন। সম্প্রতি এবারী ভারিত ব্যারিস্টার হক সিদ্ধিলাভ বাধা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেবাই আইনের প্রথম অংশ একটু পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইল, বিল উপস্থিত করিবার পক্ষে এর ও বিপক্ষে ৮৯ ভোট হয়। সুতরাং ১টী ভোটের জন্য সম্প্রতি পক্ষ পরাজিত হন। এজন্যে সম্প্রতি ৩ জনের রাজা হইয়া।

শিক্ষা-সমাচার

জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য করা এক সেক্রেটারের কার্য্যে দুজন একজন অভিজ্ঞ প্রয়োজন। বেতনাদির জন্য আবেদন করুন।

শ্রীসুধাকান্ত মিত্র
সেঃ—দক্ষিণ চাকলা
ডাঃ—খোরকাড়া।
২৪ পরগণা

১৭।১।২৫ ৮৮৯

জনৈক আই, এ পাস বেঙ্গল মাইনর একজন মাষ্টার পাস সেকেণ্ড মাষ্টার, জনৈক V.M. পাস ফিফ্থ ক্লাসের ফ্রেঞ্চ টীচার পাস সেকেণ্ড পণ্ডিত (মাষ্টার পাস হইলেও চলিবে) এবং স্কুলের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একজন অভিজ্ঞ (বয়স্কাউট হইলে ভাল হয়) জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য ও তদ্ব্যতীত আর দুজন একজন পরিশ্রমী অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। ঐ বেতনাদির জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী
দক্ষিণ চাকলা জমিদারী রিসার্চ
ডাঃ—খোরকাড়া
২৪ পরগণা

২৩।১।২৫ ৮৮৪

WANTED a B. A. Passed or plucked Head master for Ujani Govt. aided M. E. school on a salary not less than Rs. 25. Lodging & boarding free. Apply to the Secretary.

Sarat chandra Roy.
Secretary.
88৮— P. O. Ujani (Faridpur)

*কলুয়া দয়া ইনষ্টিটিউশন হইতে ৪র্থ শ্রেণীতে (জুনিয়রে) একজন অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে ইনষ্টিঃ ট্রেনিং প্রাপ্ত মাষ্ট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণা হওয়া আবশ্যক। পরীক্ষে পাঠদর্শিকা দাখিলে আসা হয়। ফুল কলাকাউণ্টের জিম্মা দাখা দেওয়া হইবে। পত্র ব্যবহার পরমহ বিবাহিতা কি অবিবাহিতা উল্লেখ করিয়া ফুলের সেক্রেটারির নিকট আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে। ৮৮৪—১৭।১।২৫

বালিয়া ফুলের ৪র্থ ও ৫ম মানের ফুলমাষ্টার হাতের আবশ্যক। আহার, বাসস্থান ও ফুলের বেতন ফ্রি। যান যাতায়াত, চিকিৎসার খরচ লাগিবে না। ফ্রেঞ্চ মাষ্টারের বিষয়ই বেশীর ভাগ পড়াইতে হইবে। আগামী মাসেই ফুল খুলি হইতে হইবে।

ঠিকানা:—
বেঙ্গ মাইনর ফুলাচারা ইউনিয়ন এম, ই, ফুল।
পোঃ ফুলাচারা—বালাবাস ৮৮৩

২৪ পঃ, মিলাকী, বাদন পুকুরিয়া এম, ই ফুলে মৌলবী অথবা হাফেজ কি, ই পদে শিক্ষক আবশ্যক, বেতন ১৫৲—২৯৲ আহার বাসস্থান ফ্রি।

Bholan Mohan Mandal.
Head master Banian Pukuria
S. M. M. E. School. Po. Minakhan.
(24 Pergs) 858—9-1-25.

Wanted immediately an English knowing Normal Traibarsic strong in Bengali and Mathematics as a Drill master for the Maju R. N. B. High School on Rs. 25—28 a month. With the benefit of Provident fund according to qualification. Tuition may be available.

R. M. Sen Gupta M. A.
Head master.
R. N. B. High School. P. O. Maju.
(Howrah.) 864—9. 1. 25

চিচিড়া বয়স্ক বিদ্যালয়ের জন্য একজন মৌলবী নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৯ই ফাল্গুনীর মধ্যেই আবেদন করুন। বেতন মাসিক ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা, থাকা পাইবেন।

শ্রীকালীপ্রসাদ প্রামাণিক।
সেক্রেটারী—
চিচিড়া বয়স্ক বিদ্যালয়।
পোঃ চিচিড়া—মেদিনীপুর ৮৮১—২।১।২৫

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages 399. Price 12 Shillings.

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, a land of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in its book under review is a remarkable production."

Manchester Guardian: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * "a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock-down blow."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages xxiv + 242. Price 12 s.

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

The Folk-Element in Hindu Culture. Pp. xx + 312. (Longmans, 1917.) 15 s. net.

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Indiaman (London). "Of substantial scientific value. * * * Much that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. Pp. xiii + 82. (Longmans, 1918.) 5 s. net.

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities and stating the case with a calmness and moderation that inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in five parts. (Luzac & Co., London, 1918.) 3 s 6 d.

Bookman (New York). "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman and Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) Dollar 0.75 cents.

Sukra-niti (Hindu Politics). Rendered into English from Sanskrit with Introduction and Notes. (Panini Office, Allahabad, India, 1914.) Pp. xxxvi + 270. Rs 6 (Luzac & Co., London.)

The Positive Background of Hindu Sociology. Book I. Non-Political. Panini Office, 1914.) Pp. xxiii + 366. Rs. 7. (Luzac & Co.)

Columbia University Institute Bulletin. "An authority in the interpretation of Hindu culture from the standpoint of world-thought and in the perspective of developments in Europe and America."

Book II. Political (Allahabad, 1921.) Part. I. Pp. 176. Rs. 3.

Chinese Religion Through Hindu Eyes. With an Introduction by Dr. Wu Tingfang, Late Chinese Minister of Washington, D. C. Pp. xxxii + 131. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) 7 s 6 d (Luzac).

Quarterly Journal (The Indo-Japanese Association, Tokyo): "The book is not only a volume on comparative religion, but may be useful to those who want to get the oriental interpretation of oriental history."

Love in Hindu Literature. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) Pp. v + 89. 2 s 6 d (Luzac).

Current Opinion (New York): "The attempt to take the divine poetry of Radha-Krishna literature which has always been regarded as an allegory of the mystical union between God and the soul and to secularize it is the task of Prof. B. K. Sarkar."

The Science of History and the Hope of Mankind. (Longmans, Green & Co., London, 1912.) Pp. viii + 76. 2 s 6 d, net.

Open Court (Chicago): "An unusually broad conception of history. * * * The main tendency is to show the paramount importance of world-forces for the development of every single nation."

Introduction to the Science of Education. (Longmans, 1913.) Pp. xxxii + 141. 3 s 6 d. net.

Pioneer (Allahabad): "Admirable aim * * *, written in the style of Herbert Spencer or Benjamin Kidd. * * * an idealist, a fervent seeker after truth."

Die Lebensanschauung des Inders (Müller und Peters, Leipzig, 1923. 80 Seiten Preis Mk. 2.50

For BENGALI WORKS by the SAME AUTHOR apply to GYANMANDAL, BENARES CITY, or PANINI OFFICE, ALLAHABAD.

আজকালকার প্রত্যহ এক ছাত্রাবাসের উপযুক্ত লোক কেবলমাত্র অ্যালোপ্যাথিতেই সারা যায়।

এলোপ্যাথী মহাপ্রভু ঔষধি খেয়ে রোগ প্রথমে বন্ধ করেন—ফলে জমিতে ঘা হয়, দুর্বলীতে রক্তবীজ দেখা দেয় বক্ষ বাধিয়ে হয়—ফিভার, মাথাধরার ত্রাহি ত্রাহি, স্নায়ুর ও পেশীর উত্তেজনার বহরের শেষ

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

স্বাস্থ্য

আমাদের স্বাস্থ্যের বিষয় সব কথা যেমন—আজো শিক্ষা ও অকাল মৃত্যু, নিবারণের উপায়, রোগ নিবারণ বাস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়ক বিষয়ে পাইবেন।

বার্ষিক মূল্য ২৲—৫ এক আনার টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাইবেন।

ম্যানেজার—

৫ নং বাগবাজার শ্রীগোপালের চাটার্জী এণ্ড, কোং
৮৮ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার।
অফিস—১৩১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নমুনা প্রেরক হউন।

বন্ধুদের মধ্যে ২৲ টাকার বেশী বিক্রয় করিয়া অনেক বন্ধু বিনামূল্যে ও বিক্রয়ের পারিশ্রমিক পাইয়াছেন।

লুট! লুট!! লুট!!!

শীতের বিপুল আয়োজন

এক মাসে ১০,০০০ টাকার বিক্রি।

প্রমাণ ও কারিগরি দেখে আলোকোন, ইহা যেমন সহজ, তেমনি সরল, ইহাতে কখনও পোকায় কাটে না মাকড়ি ধরে। অতিশয় শীতে এই আলোকোন ঘরে রাখিলে ঘরে বড় রৌদ্রে বসিয়া আছি। মূল্য একখানি ২৲ টাকা, ৩ খানি ৫৸০ আনা, ৬ খানি ১১৲ টাকা, ১২ খানি ২১৲ টাকা। আরও বেশী লইলে কিছু অধিক পাঠাইতে হয় এবং ডাকের সময় হউন, ইহা উপহার দানের প্রবঞ্চনা নয়। শুধু বাহিরের বাজারের আমদানী একমাত্র এজেন্ট। অদ্যকার ঠিকানার দর পত্রদ্বারা জানুন।

পাঞ্জাবী স্টোর্স এজেন্সি

৭৫, আমহার্ষ্ট, ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বন্ধুরা ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পূর্ণ ছাত্রোপযোগী পরিষ্কার বিজ্ঞানের এক সেট যন্ত্র অফিসে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ১৸০ আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাইবেন। বিক্রয়ে কমিশন দেওয়া হইবে।

মেসার্স বালার্স, ৭৫ এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮৮১—২০।৩।২৪

এডুকেশন গেজেট

সচিত্র সাপ্তাহিক

সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ... বিষয়ে স্বাধীন ভাবে ...
সাধারণ মুদ্রিত ... সকল সময়ে সকল বিষয়ের ...
আমরা যে সকল সময়ে সত্য আলোচনা করিতে পারিব ...

৫ম খণ্ড] শুক্রবার, ৫ই মাঘ ১২৯১, ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৫ [১৫ সংখ্যা

প্রাচীন ও নবীন শিক্ষা পদ্ধতি।

[দ্বিতীয়বারের ...]

... বেশীদিনের কথা নয়, ... বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে যে শিক্ষার ... ছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল কেবল ... সম্প্রদায় ... ছাত্রেরা ... টোলে ... অধ্যাপকের নিকট ... পড়িতে ... করিত, ... অধ্যাপকের উপাধি, বাঁধার জন্যেই, ... ব্যবস্থাজীবি ... ব্যবসায়ী, ... পড়াইবার ..., ... বলিলে "অধ্যাপনা করা" ... ছিল ... এই ... বিষয় ... ...

যে পুস্তক পাঠ করিব, প্রত্যেক বিষয়টির সম্বন্ধে তাহার অর্থ বুঝিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পর যাহাতে সেই বিষয়টি আমার স্মৃতি, ধারণা, বোধ ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ অধিকার হইবে। তাহার পর যাহাতে আমি তাহার সারাংশ নিজের ভাষায় লিখিতে পারি, তাহার জন্য আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

এখন First book, Second book প্রভৃতি যে সব বাজে বই সমাপ্তকরণ বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে হয়, তাহার বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব। ঐ সব পুস্তকে ব্যাকরণ (Grammar) পড়িবার জন্য কোন বিশেষ পুস্তক নির্দিষ্ট নাই। ঐ সব পুস্তকে কতকগুলি বিভিন্ন বিষয় লিখিত আছে। ছাত্রদিগকে ঐ সব পুস্তক হইতে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হয়। ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারিলেই ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। ঐ সব পুস্তকে ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন বিষয় পূর্ণরূপে পাঠ করিতে পারিবে না। ঐ সব পুস্তকে যে সকল বিষয় লিখিত আছে, তাহার কোন বিষয়ে

করিয়াছে। কিন্তু আমার একবার ঐ [illegible] মনের মত, তখন ইচ্ছা-মত আমিতে পারিব কাজের বিষয় সম্বন্ধে যথা বিষয়ে যেরূপ ভাল ইংরাজী হয় যায়। যে কলেজের সঙ্গে ছেলেদের সম্বন্ধ মাত্র—তার খবরই; যাকী সময়টা তাহাদের অভিভাবকের কর্তৃত্বাধীন থাকে। অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে এই সময় মহাশয়দিগকে দণ্ড, জল, আহারদান, চরিত্রদান, বিদায় প্রভৃতি দিতে পারেন। আজুরোধের ঘটনা-চিকিৎসা, অসুখের বন্দোবস্ত, সাহায্যদানের নৈতিক দায়, বিবেকালয়ের তত্ত্বাবধান, ছুটির অবিচ্ছিন্ন, ছাত্রবিদায়ীর দান ঘোষণা, প্রশ্নপত্রের গোপন রেখা, অধ্যাপকের ছেলে-পৌঁছি, প্রফেসরদের নীরব সাধনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিতর বিষয়ই যখন পড়িয়া উঠিয়াছিল তখন ছাত্রের তখন কেহই যা অধ্যাপনার ছাত্রদিগের উপরে এত ভার আজুরোধ ও স্পষ্টই এজন্য বলিয়াছিলেন যে, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়কে কেহ আমের আদর্শ মনে করিবেন না, এটী আমা শিক্ষালয়ের একটী পরীক্ষার মাত্র। যদি তাহাই হয় তবে কেন ছাত্রদের আমোদের জন্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইয়া থাকেন? একটী প্রফেসর, বিশেষ সাধ করিয়া আজুরোধ, অধ্যাপক, ছাত্রবিদায়ী, সাহায্যের অধ্যাপনা প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা উপার্জিত করিয়াছিলেন, তখন ছেলে এত তাহার ছাত্রের প্রফেসর, বিশেষ পড়িয়া বলিয়াছেন তাঁহারা ছেলে যাবে না ছেলে? ইহার কারণ এই যে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই পাইয়াই তাঁহাদের শিক্ষার সমস্ত ভাব যায়। আজুরোধ ছেলে-পড়িয়াই দিয়েন। আজুরোধ অধ্যাপনার বহু চেষ্টার তাঁহা ছাত্রবিদায়ী ছেলে সঙ্গে তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি (অধ্যক্ষ বাবু) তাঁহার ছাত্রদিগের প্রতি যে দিন প্রথম অভিনীত হন সেদিন তাঁহা ছাত্রবিদায়ী ছেলেকে নিজের করিয়া লইতে পারিয়া অভিনয় দেখাইতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আজুরোধ ছাত্রবিদায়ী ছেলে বলে বলিয়াছিলেন, সেই বন্ধনের চিহ্নটী এখনি কৌতুক ইতিহাস পড়িয়াছে। সাধারণতঃ অভিনয়ের পর আজুরোধে তখন অধ্যক্ষ তাঁহার ছাত্রবিদায়ীর নিকট বসিয়া ইংরাজ ছাত্রদিগের Sir, how have you enjoyed my little drama? এবং ছাত্রের ছাত্রবিদায়ী যেই ইংরাজের এক পংক্তি হইতে ছত্র বিদায়ীর ঘরের মাইক বলিলেন, "Sir, I have enjoyed the অভিনয় আমার ভাল লাগে নাই, আমি জানিই না কোন সময়ে বিদায়ের অধ্যক্ষ হইয়াছি, আমি এখানে আসিয়াই এই বাড়ীটি পড়িয়াছি, এখনও শেষ করি একটী সাধা বাকি আছে। আমার আর একদিন আপনার বাড়ীতে অভিনয় দেখা যাবে।" অধ্যক্ষ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বেশ তাই করে বিদায়ের ঘর বাড়ী দিয়ে সব আমার তে আমার, তবে একটী ছোট্ট ঘরের সাধারণ কোন ছাত্রের থাকে।

ছাত্র সাহেবের ছাত্র ছাত্রবিদায়ীর অধ্যক্ষ পড়া। এরূপ অধ্যক্ষ-পড়া না থাকিলে কি কোন ছাত্র বড় হইতে পারে? ঘর ঘর ছাত্রের ছেলের ছাত্রেরগুলী বড়ি out book পড়ুন, তবে যে অধ্যক্ষ না হয় বিদ্যুৎ ছেলে ঘর এর চোখেরাদি অধ্যক্ষ করেন। [illegible] যে ছেলে ছাত্র ঘর ইতিহাস, বলাবল, বিজ্ঞানের ছাত্র ঘর ঘর পুস্তক প্রফেসরির ছাত্রের ইহা কি ছেলে সময় একবার পড়ে থাকেন? যদি করিয়েন তবে প্রফেসরদের কুলের, ঘরে বিবেকালয়ে আসা যাবে পড়বে। পড়ির ছাত্রের ঘরে ছাত্রের, ছাত্রদের ঘরে ছাত্রের, অধ্যক্ষের ও ছাত্রের বাড়ীর প্রফেসর এবং আমার প্রফেসর, আমার অধ্যাপক, আমার ছাত্রের, ঘরীর বিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্রদের আজ বিদায়ি কি পরিচয়টি দিতে পারিয়াছে। তার কেহটি কবি বলিয়াছেন, "একটা জাতি অন্যের সঙ্গে কতদূর ঘনিষ্ঠ হইয়াছে তাহা বুঝিবার এক উপায় তাহা ভাষা কিরূপ হয়। যেই জাতির সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বুঝা যায় তাহার প্রাণে কতটা আন্তরিকতা ফুটিয়াছে।" কিন্তু আমাদের ছেলের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই অল্প বয়স হইতে সাধনা করিয়া আমাদের বাহিরের ঘরটুক বাড়িয়াছে মাত্র, আমাদের অন্তরে প্রকৃতি প্রীতি একটুও অঙ্কুরিত হয় নাই। তাহার সাথে সব ঘর

বিভাগীয়, ব্যবহারিক কুসংস্কারমূলক মানসিকতা, ব্যক্তিত্ব, অহমিকা প্রভৃতি। বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে, বাস্তবিক, দুটি বিষয়ের উপর পরীক্ষা নির্ভরতা। এই দুটির মধ্যে একটি হল প্রত্ন আর দ্বিতীয়টি হলো প্রত্নতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক যেখানে বিদ্যার্থীরা হাতে কলমে কাজ করে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আন্তরিকতা আনতে এক নতুন ধারণা প্রবর্তন করিয়াছে। প্রতিযোগিতা, সুযোগসন্ধানের এই মনোভাব দূর করতে সকল বিদ্যার্থীকে একত্রে বাস্তবিক অনুসন্ধান বিষয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছে। বিদ্যার্থীরা যে কি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তা পরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞ সকলে মূল্যায়ন করিতে পারেন।

আমার কথা, বইয়ের শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় প্রতি আমি সন্তুষ্ট নয় বলে বলেছি, বিশেষত: Commercialism প্রবর্তন করিয়াছে (Commercialism) প্রবর্তন করার জন্য ছেলেরা বড়ই না রাজী, তাদের অধিক রাজী করাতে। বইয়ের ভিত্তিতে পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা অবশ্যই ইংরেজী শিক্ষা না দিয়ে পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এই ইংরেজী শিক্ষার ভিতর দিয়ে আমরা অন্যের প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা, ঐতিহ্য, ব্যক্তি প্রভৃতিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারি। ফল কলেজের সিঁড়ি পার্থক্য পুরুষ ছাত্রদের চেয়ে ভালো ব্যবস্থা, পাইয়া পড়িয়া ছাত্রদের আর ছাত্রীর পূর্ণ করিতে পারেন। ইতিহাসে বলে এই প্রকার প্রাচীন ভাষার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার কারণ নেই শিক্ষকদের, তেমনি অভিভাবকদেরও উপর নাই। কিন্তু যে ছেলে মেয়েদের ভৈরব আছে তাদের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকরা তুমি প্রথম করিলেন তাঁহারা লোক শিক্ষার মধ্যে এই ধরনের পড়া ভৈরব প্রতীয়মান হইয়াছে শিক্ষকরা করিলেন।

এখন যাহার কোথায় কোন চাকুরী বাকুরী বা ছুটে – তিনি যান শিক্ষকতা করিতে। তাহার আর নিজে সাধনা অবস্থায় এর সাধনা ছাত্রদের কি প্রকারে সহায় হয় করিলেন। "ওরা অনিচ্ছা তথা আমার নিজস্ব পেয়েছি।" তাই দেখা যায় প্রত্নতত্ত্বী করিতে করিতে অনেক সাহেবের অধ্যাপক আবার সাধনা পাশে নিয়া ইউরোপেই চলিয়া My Lord, My Lord বলিয়া কাজের। এরূপ ও বহু শিক্ষকদেরই সাধী তাদের নিজ বিদ্যালয় ছাত্রীর ভাষা সাধী। আর আশ্চর্যের এই কারণে ছাত্রীরা সাধারণের নিজ শিক্ষকদেরকে যাবে ভেরব দেওয়া হয় তাহারে আমাদের পাইয়া ও তাহাদের অধিক বজায় রাখা যায়। তাই পরিবর্তে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে নিজ নিজ বিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব প্রবর্তন করিতেছে। এ বিষয় নিজ বিদ্যালয়ের দুটি আছেই না হইলে নিজ বিদ্যালয় নিজ নিজ ভেরব শিক্ষকের সমস্যা দাবে পতিত হইবে।

পরিশেষে, ভেরব ছাত্রদের নিকট আমার এই নিবেদন, তাহারা ভেরব প্রাচীন রীতি নীতি, ভেরবাদ, পরিধান, আচার, ব্যবহার, নিজ শিক্ষার প্রতি সদাস ভেরবাদিতে নিজ সমস্ত। তাদের নিজের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য বর্তমান সময় নিজের কাহিনীর ভৈরবিতা, কারণ, তাহা তাদের ভবিষ্যতের ভেরব ভাবে এই যে তাদের ভাষা ভাষা ভাষা এ তাদের অনুভবের কারণ, বাঙ্গালার কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কাশীরাম এ বাঙ্গালার ভৈরব সাহিত্য নিজে মহাকাব্য মুখে এ কবির মধুময় নিজের করিয়া নিজেদের ভাষা নি ভেরবাদীয়, ভাষিক, নিজের, বীজ তাহার পরবর্তের একান্তর ভাষা করেন।

"ভবিষ্য কালিদাসের আবেদের পৌরব
ভৈরবে পরলোকের মাঝে পড়ি ভরোভরা।"

এরূপ একটি অভিব্যক্তির মধ্যে। বাঙ্গালার আরো সাহিত্যে, ভৈরব পরাবলীতে এত ভরা, এত মধু পাইয়াছিলেন বলিয়াই কবিরা মধুসূদন বড় ভাবে পারিয়াছিলেন :–

"যে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

এ কবিতার আশা পরিপূর্ণ ভাষা ছাত্রছাত্রী। তোমাদের সমবেত বঙ্গ হইতে আজ সমবেত এই আমি ভৈরব ভাষা বাঙ্গালার সমবেতদের মুখরিত করব।

কৃতকৃতার্থতা।

[গল্পাবলি]

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় বি.এ, এম্.এ, বি-এল

প্রথম ব্যাপার।

বিনয় রাজদ্বারে প্রথম প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে। এখন আমরা সভাপতি, সভ্যগণ আমাদের পরীক্ষা করিতে আসিলেন। প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হইতে আমাদের কত সময় লাগিবার সম্ভাবনা? প্রতিযোগিতার প্রথম অঙ্ক কিরূপ হইবেন তাহা বলা যায়। কিন্তু এই প্রথম যে যে ছেলে নির্বাচিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহা সব ছেলেই পূর্ব হইতেই কবিতাপুস্তকাবলিতে ও কাব্যকাননের শ্রীবৃদ্ধি সেই সব ছেলেই দেখা যাইতেছে। আমাদেরও আমাদের মত বলিবার ইচ্ছা হইল। সহজ কিন্তু সিদ্ধি সহজ, আমাদের ব্যবহার ব্যবসায় বটে, কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি সহজ নয়, বণিকের নিকটে তাহা কিছু নিখিতে। কেবল তাহার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেকেই অধিকার করিতে চাহে, আমাদের মুষ্টিতে পরীক্ষা করা কিছু আমাদের কাজ বলিয়া মনে করি।

সহজে বুঝিতে পারিয়াছি, ইংরাজী ও বেঙ্গল প্রতিযোগিতা কি উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হয়, সে বিষয়ে সকলেরই পরিষ্কার করা উচিত। যৌথবাণিজ্য (Joint-stock Company) কেন সহজভাবে সংস্থাপিত হইলে প্রতিযোগিতার অনেক লোকের নিকট অনেকের [illegible] "অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা"। অধিক পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করা সহজ হয়। যদি তাহা অধিক সংগৃহীত না হইল, তবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্তিরোধ হয়। যৌথবাণিজ্যে কৃতি পূর্ণ অধিকার করিতে না পারিলে সকলের আশা নাই। আমাদের দেশের লোক এ কথা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এমন নহে। প্রতিবেশের বণিকসভার যৌথবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; আমাদের মত বৃহৎ কার্য বিফল হইয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় অনেকেরই বিশ্বাস হইল যে, প্রতিযোগিতায় আমাদের কোন লাভ নাই। প্রতিযোগিতায় প্রবেশ আমাদের কোন লাভ আসিবে? কি উদ্দেশ্যে যে এই সকল সভাসমিতি হয়, কি ভাবে তাহা পরিচালিত হইয়া থাকে, আমাদের তাহা কিছুই জানা নাই। যৌথবাণিজ্যের এই আমরা কৃষিতে যেরূপ প্রবেশ করিতেছি, তাহা নহে। পূর্বকালের বিষয় অধিকার করিয়া সকলে বসিয়া থাকিত। পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তাহা ভোগ করিত। কৃষিকার্যের ব্যয় নির্বাহ করিয়া যাহা লাভ থাকিত, তাহাই সকলে ভাগ করিয়া লইত। কিন্তু এখন সে ভাব নাই। এখন কৃষিকার্যের ব্যয় নির্বাহ করিয়া যে অর্থ কিছু বাঁচিয়া থাকে, তাহা সে সকল বণিক বিনাশ করিয়া থাকে, তাহা সে সকল বণিক বিনাশ করিবেন, তাহা সে সকল বণিকের নিকট বণিকের নিকট বণিকের নিকট

[illegible] [illegible] [illegible] [

(Capitalistic) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এখানে ব্যবসা বিস্তার, ব্যবসা বন্ধন, ব্যবসা বিচ্ছেদ প্রভৃতি সকল বিষয়ের জন্য আদালত ছিল। বিচারকের ব্যবস্থাধিকারের (Discretion) সাহায্যে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচালন করিয়া অর্থ প্রয়োগকারীর হাত হইতে রক্ষা করিতেন, কোন অর্থলোভী প্রজার ও আয়ত্ত চুরির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মুসলমান—(mamon worship) অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজে এখন অর্থলোলুপী আরও বাড়িয়াছে; কি উপায়ে অর্থ উপার্জন হইয়াছে, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখে না। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের লক্ষ্য অর্থ করি। এইরূপ দুর্নীতির বিস্তারের ফলেই, দেশে ব্যবসায়ের অবনতি হইতে পারিয়াছে না।

ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিতে না পারিবার আরও দুই একটি কারণ এখানে উল্লেখ করিব। অনেকে মনে করেন যে ব্যবসায়ের অর্থাৎ কথা অনেকে একটি ব্যবসায়ের পরিচালনে অবতরণ, অথচ তিনি ঠিক করিতে পারেন না, কোন ব্যবসায়ে ঝুঁকিয়া পড়িবেন। এজন্য বিশেষজ্ঞ (Expert) লোকের নিকট যান। যে ব্যক্তি প্রকৃত ব্যবসায়ী হইবার জন্য কারখানার বা ব্যবসায় (manufactory) সংগঠিত করিবে, সেই যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবে, সেই ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞ লোকের নিকট যাইবার প্রয়োজন। বিজ্ঞান হইতে যে সব ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের উন্নতি পর্যবেক্ষণের জন্য বাস্তবিক আদিয়াছেন, তাহাদের উন্নতি দেখিয়া ব্যবসায়ের ও কারখানার জন্য প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে একত্র করিতে পারিলে, তাহারা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষক ও সংশ্লেষণের বিভাগে কার্য করিবে। আমাদের দেশে যখন পুরিকিত লোক পাওয়া যাইবে, তখন ব্যবসায়ীদিগের বিশেষজ্ঞের নিকট যাইবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু বৈজ্ঞানাগারের পরিচালনার উপযুক্ত ও বিশেষজ্ঞ লোকের হাতে অর্পিত হওয়া প্রয়োজনের জন্য বিশেষ। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈজ্ঞানাগারের বিস্তার নিতান্ত হওয়া।

আর একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বিদেশীদিগের বিরুদ্ধে দুর্বলতা থাকা উচিত। দেশের অর্থ বহুলাংশে বাহিরে, প্রভুত্ব বজায় রাখিতে হইয়াছে, এইজন্য বিদেশীদিগের ব্যবসায় বাণিজ্য করা সহজ হয়। ইহাতে দেশের অর্থশোষণ বিস্তারের পক্ষে সহায়তা পাওয়া যায়। অতীতদিনের সঙ্গে আমাদের তুলনায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। দেশের বাণিজ্য ও ব্যবসায় আমরা যা অগ্রসর করিতে পারিব, অবশ্য উচিত। তবে সকল সময়ের জন্য মনে রাখিতে হবে যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমরা যে কোন ব্যবসায়ে প্রবেশ করি না কেন, আমাদের এই কথা বলিবার অধিকার থাকা উচিত যে—

"ইহা আমার ধর্ম, আমার ইহা করা উচিত,
ইহা করিলে আমার কোনো ক্ষতি হইবে না।"

বিজ্ঞানসম্মত, শক্তিশালী ও অবাধ ব্যবসায় বাণিজ্য, ব্যবসা উপযোগী, ব্যবসা সুযোগী, ব্যবসা সুবিধাজনক ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবসা নামে পরিচিত হইবে।

মা।

(ঐরবি)

তুমি যে কি পদার্থের এত বীভৎস, ভীষণতা, অমানুষিকতা, নৃশংসতা, চরিত্রহীনতা প্রভৃতি কদর্য্য দোষে দোষী হইয়াও কি জন্য আমার কাছে সাধুর ন্যায় হও; কি জানি কি করিলে বিশ্বের ও আমাদের চিত্ত হরণ করিতে পারিবে, তাহা তুমি ভাল করিয়াই জান, তাই তুমি সাধুর ন্যায় ভাণ করিয়া আমাদের ভুলাইয়া রাখিতে চাও। তুমি যে কি, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার ভাণ আমার নিকট আর খাটিবে না। তোমার পাপের যে বিভীষিকা আছে, তাহা আমি ভাল করিয়াই জানি। অনন্তকাল যে তোমার কাছে থাকিলে ইন্দ্রিয়ের আসক্তির জন্য যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমার নাই, চিত্তচাঞ্চল্য নাই, বিষাদ নাই, উদ্বিগ্নতা ভোগ নাই, ভয় নাই, আশা-নাই, ইচ্ছা নাই, উদ্বেগতা নাই। তুমি তোমার দোষ গুণের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ রাখ নাই। তোমাকে আমার ও ভালবাসিতে হইবে। আমার নিজের কি বিশ্বাস তাহা নিজে জানিতে পারিয়াছি।

পরিত্যক্ত অবস্থায় নিরাশ্রয় হইয়া যখন তুমি আমার কাছে আসিয়াছিলে, তখনই তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তখনও আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু নিজের কিছুই দেখাবার অবসর পাই নাই। পরীক্ষার অবসর না দিয়ে সকলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। পরীক্ষা করিবার আমার প্রাণ আছে, তাহার সুখ দুঃখ আছে, তাহা আছে যা তখন আমার হয়ে নাই। তবে পরীক্ষার উপর এত অবহেলার ভাব? তাহার সঙ্গে সুখের বিচারের মন ব্যবহার কেন? ভিখারী এসে দেখে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে পারি তাহার অভাব নিজের অভাবে বলে মনে করে দিতে পারি না।

তাই তুমি যে হও, সকলই আমার কাছে কাছে পড়ে, আমি যে কোন কারণেই অন্য হয়ে আছি তা এ-দিনের জন্য যে ভাব প্রকাশ করিনা, তোমার কথা তুলনায় না, আমার অন্তরে তুমি যে ভাবে রয়েছ। আর যে অন্তরের সময় নাই তা? তুমি যে ফুরিয়ে গেছ, তবু কেন দিন, চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেল, প্রাণ যে ছেড়ে যায় বাঁচে তাহা না। পরিত্যাগ, উদ্বেগ হলো, দেখিবারও আবশ্যক হয়ে আসছি। মনোবেদনা! তুমি এসেও এ'সে আমার চোখের বাঁধন খুলে, সকল আশার অন্ত করে তোমায় দাঁড়িয়ে তোমে তুলে মার্ব। আমার আশা, বিশ্বাসের কথা জানাইতে তোমার পূজা আয়োজন ছড়িয়ে রাখে। আমাকে কৃতকৃতার্থ কর— তুমি যে আমার মা!

অতীত স্মৃতি। ৩

[শ্রীমতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

যৌন সন্ধ্যা নবীনের
পুরাণ বিশ্বের ছবি
কত সুখে ভাবনা ভীতি
পুন আসে হৃদে।

কত আলোনা কথা
জাগায় পুরাণ ব্যথা
ফেলে আসে আজি যেন
পুরাণ ঐ ঘরে।

প্রিয়জন ছিল যারা
আজি কেহ নাহি তারা
চলে গেছে সাত ভাই
বহুদূর গাঁয়।
আজ এসেছিনু হায়
আজ চলে যেতে তায়
শুধু যে দুনয়নিজল
ফেলে যাই।

ফুরা ফুল ফুরায়
বিদেশিনী চাহি যায়
এ আঁধার পুর মাঝে
আমি আছি একা।
আছি দুর আছি ঘরে
নিরজনে হা দুয়ারে
আছি একা সব হেরে
আছি বসি সখা।

তটিনী-তটে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা।

"নির্ঝর নিলয়ে তটিনীর তরে।
তটিনী ধায়রে সাগর সঙ্গমে।"

"ছুল্-ছুল্" এটি কথা তটিনী? ও কথার যে কোন অর্থ খুঁজি না! কেবলই ছুল্-ছুল্ করে কাল ধারিয়া আসল জাবে বিভোর হইয়া আসল যৌবন অনন্তকে ভুলাইতে ভুলাইতে চলিয়াছ যে! আর কোন কথা নাই শুধু ঐ ছুল্-ছুল্! তবুও যেমে কথার উত্তর নাই! ও! বুঝি-ছাড়ি যৌবনমদে মত হইয়া পাঁয় ভুলাচাচারে ধর্ম করিতেছ—তাই কোন কথার উত্তর নাই! ছি! ছি! নদী, তোমার এত অহঙ্কার কর! যার ছাড়ির পরাতের ঢেউয়ের মত ধারি এই আছে এই নাই—যার ছাড়ির সেতালিকার মত ধারি অনন্তে বসিয়া পড়ে—যার ছাড়ির বিদ্যুচ্ছটার মত অনেকের জন্ম উদয়িত হইয়া আবার কোথায় মিলিয়া যায়, সেই অমর জ্ঞানের এত মোহ! এ কোন প্রেমোন্মাদের প্রেমনাড়াকাড়ায় বিহ্বল হইয়া ছুটিতেছ? কত পার্বত্য অরণ্যময় বন্ধুর পথে ও কণ্টকাকীর্ণ নরাকারাদিরে তোমার লক্ষীয় কোমল অঙ্গে কত যে ব্যথা পাইয়াছ, সে সব ব্যথা ভুলিয়া তাহার উপরে এত বিপ্রবলিয়া উন্মাদ ভাবে ছুটিতেছ? বুঝিয়াছি—তোমার প্রেমের টান। ধীরে—প্রেয়সিনী ধীরে প্রবাহিত হও। অত চঞ্চল কেন? যে উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছ, তাহা তোমার একদিন না একদিন পূর্ণ হইবেই হইবে। তবে এত অধীরা কেন? আমার কথার উত্তর দাও। উত্তর দাও যেমন করিয়া পার উত্তর দাও। তোমার মনের উত্তর আমি জানি। প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের পূর্ব মুহূর্তে প্রেয়সী যেমন করিয়া আকুল হইয়া, অবগুণ্ঠনের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া, সখীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যায়, তুমিও তেমনি করিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইতেছ। ঠিক বলিয়াছি কি? তবুও কোন কথার উত্তর নাই! কেবলই সেই ছুল্-ছুল্ শব্দই শুনি! হে গর্বিতা প্রেয়সিনী! কে তোমার কাণে-কাণে তাহার প্রেমের বারতা পাঠাইয়া দিয়াছে? তাই বুঝি সেই প্রেম লেখিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছ! কিন্তু আমি ত ভুল নয়—

"তুমি ভুল লেখে যদি ভালবাস তবে
ভালবেসে সুখ পাবে না,
সে যে মরমের মম ভুল অনুরাগ
ঘুম ভেঙে গেলে আর না।"

তবুও কোন কথা নাই, অভিমানে বুঝি নাই বা অন্য কোন চিন্তা নাই। যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভার এক অনন্তিত্বেতে

পরীক্ষার করিয়া সেই বহিন্দ্র ভেদরায় হৃদয়ে হৃদয়-ভরা প্রেম ঢালিয়া দিবার উদ্যম—প্রেম দলিয়া যেন তাহার হৃদয় মহীয় ওঠে তাহা করিয়া উঠিয়াছিল, বিশ্বাসঘাতকের তার-ও অন্তরাত্মা অতীব সন্তোষে আকর হইয়া পড়িয়াছিল। মা—মা তবস্মিনী! তুমি ছলের জন্য পাগল হও নাই, স্বার্থই তুমি প্রেমিকা! তুমি যে ছল দেখিয়াছ সে প্রকৃত ছল সে ছলে শুধু চোখের নিশানা মিটে না, হৃদয়েরও ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করে। সে ছল শুধু চোখে দেখিবার নয়, হৃদয়ের যত খুলিয়া তাহা বর্ণন করিতে হয়। সে ছল চিরদেবীর ঈপ্সিত পবিত্র অমর সুষ্টির নিম্ন হাতে নাই, তাহা বিশ্বের যার তাহাকৌশলী বলে পরিচিত। মুখর সমীক্ষ নীতির মুখর মুখরীর পালন প্রেম নাই, খোদ্দী সমাজ-ধারী আধিকারদের ছল ছলও হাতে নাই। সে কি ছল অন্তরাত্মাপূত ছল! সে ছল কবি-কল্পনায় নাই, কবিতা-কাননের কল্পতরুর পারিজাত পুষ্প নাই, মানস-সরোবরের মরকতে নাই, সে ছল কি এক পবিত্রপূত নব ছল। সখী! এখনও বলিবে কি? সে যে তোমার হৃদয় গগনের পূর্ণ-চন্দ্র! বুঝিয়াছি। বিধাই পুরুষের সঙ্গে তোমার প্রেম হইয়াছে। ওগো তুমি! বল তোমার প্রেম কি কি দিয়া গঠিত করিয়াছ, আমরা শুনি! তুমি যথার্থ বুঝিয়াছ যে নারী প্রেমে সুখ আছে, নারীরূপে সুখ নাই, রূপে সুখ আছে, রসে সুখ আছে, গন্ধে সুখ নাই, বর্ণে সুখ আছে, স্পর্শে সুখ নাই—তাই তুমি তোমার সেই অনুকূল বিধিবিধানের হইতে তত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অযাচিত প্রেমের জাতি মস্তকে ধরিয়া চিত্ত প্রেমরাজ্যে হৃদয়ে নিবেদন করিতে পারিয়াছ। তাই বুঝি মানের আবেশে আত্মহারা হইয়া ফুল্ল-ফুল্ল ভাবে গান গাহিয়াছ, তাই প্রেমে ধন্যা নিজাছ। তুমিই ত—

সম্ভোষামৃত তৃপ্তাস্যঃ বিনষ্টাশেষ মাৎসর্যাঃ
ন্যূনতঃ ন্যূনাপাদ্যন্তেশক্রশ্চ যাবদ্ধ।

প্রেমের ধর্ম অর্থে অর্থে বুঝিয়াছ; তাই তুমি সুখী, তোমারে যে ছল আছে,সুখের তাহাতে তাহা নাই। বল তোমার নিঃস্বার্থ প্রেম! কি! তোমার ফুল্ল-ফুল্ল মুখের বিষাদের আভাস কেন? কি এক যেন অব্যক্ত অস্পষ্ট বেদনা তোমার হৃদয় বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার করিতেছে, যে বেদনা সখীর ফুটে ফুটে আবার ফুটে না। নবযুবক সন্ন্যাসীর বক্ষিত মুখে প্রেম বাণীর মত ফুটে ফুটে আবার ফুটে না। যোগাচার্য বিশ্বে তপস্বিনীর মত ফুটে ফুটে আবার ফুটে না। বহু যোগেশ শিক্ষক আর আর সুধিরে ভবার মত ফুটে ফুটে আবার ফুটে না। যে প্রেম অকলঙ্কে স্থান নয় তা নারী সে প্রেম মধুর নয়! কিন্তু তোমার প্রেম মধুর! তুমি সরল তাই তুমি মধুর, মানুষ নিজের জন্য কাঁদে তাই সে ক্ষুদ্র। তুমি প্রকৃত ভালবাসিয়াছ, তাই তোমারে এত ছল, ছেলা, ভালবাসিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে। হায়! বিশ্ব-সংসারের প্রতি নিয়ম! সুখ আছে তার সাধ নাই কেন? বিষ আছে তার সাধনা নাই কেন? আশা আছে তার পূর্ণতা নাই কেন? প্রেমে ও ছলে তুমি ভবীভূত হইয়া গিয়াছ নারী! তোমার ভবীভূত কল্পনা এই পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ভবিষ্যতে তত নির্মল সাধনে নিখিলী-ভূতে প্রেমরাজ্য ধন্য ধন্য করিয়া বলিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, তত বসুন্ধরার সাধনসভায় উজল হইয়াছে, তত বিরহী তোমার শীতল শীতল বুক সৌরভে বসিয়া তোমার কাছে মনের দুঃখ বলিয়া শান্তি পাইয়াছে, তত প্রান্ত পথিক তোমার কল্পনায় মলিন স্পর্শে ক্লান্তি দূর করিয়াছে, তত মানুষ যদি না হইয়াও তোমার মনের দুঃখ অনুভব করিয়া কবি হইয়া উঠিয়াছে। তত তখনি হৃদয়ের মালা ফুটাইবার জন্য তোমার শীতল হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। এই জগৎ-সংসারের অনন্ত কোটী জীব ও উদ্ভিদ তোমার জীবনে জীবনত্ব করিয়াছে। কে জানিত যে তোমার জন্য এত ছল নিহিত আছে! বুঝিয়াছি সতীনী এবার বুঝি-য়াছি, যথার্থপ্রেমময়ী তুমি! জগৎসংসারের সমস্ত কার্য নির্লিপ্তভাবে সাধন করিয়া তোমার প্রেমাস্পদ- সেই অতীব যত্নাদিষ্ট বিশে হৃদ ও শক্তি দিয়া জানিয়া ফুল্ল ফুল্ল ভাবে খেলা সখীর বাহিরে বাহিরে ফুটিয়া চলিয়াছ যে অন্তরীন শীতলতর সমুদ্র অন্তরাত্মা সর্বশক্তিমান পুরুষ পরম বিশ্বাসে পূর্ণ হও। আর আমি ক্ষুদ্রতম আমার প্রেমও অমন ব্যাপক নয়। ধন্য তুমি! তোমার প্রেম ধন্য উচ্চ! ধন্য পবিত্র!

সমালোচনা।

চিত্র-বিজ্ঞান।—এস, সি, সরকার এণ্ড, সন্স লিমিটেড কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা, "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" গ্রন্থমালা। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার সৌজন্যপরবশ হইয়া আমাদিগের উপরিউক্ত গ্রন্থমালার সম্পর্কে আলিখিত পত্রিকার মুখবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি লইয়া এখানে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন। "গ্রন্থাগার গ্রন্থমালা" সুপরিচিত সম্পাদক মহাশয়ের সহযোগিতায় ও সুসম্পাদনায় যাহাতে সমধিক সুষ্ঠু হইতে পারে, এই পুস্তকখানি সে সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী। বস্তুতঃ লিখিত, এইরূপ আলোচনা পত্রিকার সুবিধা হইবে। বাঙ্গালার বিদ্যালয় সমূহে এই পুস্তিকাখানি পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগৃহীত হইলে, আমরা নিঃসন্দিগ্ধ প্রীত হইব; গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে। বিশ্ব ভাণ্ডারের ভাণ্ডারকালে চিত্রবিদ্যা পরিষদ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইরানীয় অঞ্চলের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যার অত্যধিক সমাদর। আমাদের উদাসীন থাকা অসমীচীন।

Report of the Maju Public Library for 11 years—বাঘড়া জেলার অন্তর্গত "মাজু" গ্রামে এই সাধারণ পুস্তকালয় বিগত দশবছর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্ত্ব এগারবৎসরের কার্য্যবিবরণী এতদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণী পড়িয়া বুঝিলাম, পুস্তকাগারটি অধিষ্ঠাতাদের চলিতেছে—গ্রন্থক কার্য্য নিজাবক পরিচিত হচ্ছে কম্ব। বিবরণীর শেষে আয় ব্যয়ের নিকাশও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকালয় কার্য্যকরী, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, বিশেষ অনুরক্ত হইলে, তাহার সম্পাদিতব্য কার্য্যের তালিকা করিয়া আমরা "মাজু" সাধারণ পুস্তকাগারের মত আমরা করি। "সংঘশক্তি কলৌ যুগে"।

The Bangiya Shahitya Parisat—A Rejoinder—by Jnanendra Nath Ghosh B A.—formerly Assistant Secretary—এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া আমরা বিস্ময় মগ্ন হইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে সেইদিনের যাহা আমরা মনে করি। পরিষৎ গ্রন্থবিভাগের পুস্তকাদি দেখিয়া আমরা বিস্ময় মুগ্ধ হইলাম। বাস্তবিক কি ঘটিয়াছে, তাহা আমরা পরিষদ জানি না। তবে কথা হয়, যেন তেন প্রকারেণ, বিশিষ্টের সহিত বিরোধ উপস্থিত করা। বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় সম্বন্ধে জ্ঞানবাবু একটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাও সত্য, তাহা মুকুলদাস নিজ মহাশয়ের, যেরূপভাবিতার কথাও লিখিয়া করিয়াছেন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, পরিষদের সভাপতি মহাশয় যেন, ঐ সব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত অনুসন্ধান করেন। বিশুদ্ধতার প্রতিভাত, তাঁহারই নিকট আশা করা যায়। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় তাঁহার নিকট হইবে, মনে করি না। সাহিত্য পরিষৎ যদি অবনতির ও সাম্প্রদায়িকতার ঘোর আবর্ত্তে আলোড়িত হইয়া অবশেষে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আর কুল উদ্ধারের উপায় থাকিবে না। বাঙ্গালার সাহিত্যসেবী ও বিদ্যানুরাগিগণ অত্যন্ত ক্ষোভ পাইবেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

বেলল্যাণ্ড বাবের বাধা।—ডাঃ মীলরতন সরকার ও ডাঃ বিমলচন্দ্র রায় বেলল্যাণ্ড বাবের বাধা সম্বন্ধে একটী তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বেলল্যাণ্ড বাব বেলগ্রাম কংগ্রেস হইতে প্রস্তাবসমূহের পর হইতে মুক্ত-জেলার অবাধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই জানুয়ারী তারিখে তাঁহার কার্বির প্রকোপ অবাধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং জানুয়ারী তারিখে তাঁহার পরীক্ষের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ডিসেম্বর পরীক্ষের দুর্বিসহ ও অসুস্থতা অবাধ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার সর্বদা তাঁহার অবাধ অবাধ বাধায় ছিল। ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহার পরীক্ষ ক্রমশঃ একটু ভালর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং ২৫-শে তাঁহার পরীক্ষ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।

অধিবাসিগণ প্রস্তাবাবাস, বেলাবাসের বাধা প্রেরণ।

গত ৭ই জানুয়ারী কলীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিবাসিগণ ভিন্ন প্রস্তাবাবাস ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বেসরকারী শ্রীযুক্ত বাবের বিলটী আলোচনার্থ বাধা প্রেরণ করিয়াছেন:—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু,মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব, শ্রীযুক্ত বি, চে, পাটেল, বেলগাম, ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত অভ্যঙ্কর, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার, অমরাবতী আয়াঙ্গার এবং রাজসাহীর শ্রীযুক্ত নিবারণী মোহন চৌধুরী।

বর্মি ও অন্যান্য—ডিসেম্বর আইনের দ্বারা ভারতবর্ষে যে অপূর্ব দ্বৈতশাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করা হইয়াছে—ইহা দ্বারা যে কাজ চলিতে পারে না, এবং কেবল ভারতীয় 'এক্সিকিউটিভ' কাহাকে বলে, বার্মিংহামবাসীকে, ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ করিয়াছেন। বেলাবাসের বক্তৃতায়, বর্মি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বিবিধভাবে। ভূতপূর্ব ভারত-সচিব এবং ভূতপূর্ব লর্ড মর্লি, মিলনার এবং তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন,—যে অবৈধ নিজেকে আমার বিষয় বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস অতি অল্পই আমি তাঁহাতে দেখিতে পাই। এই দ্বৈতশাসনপ্রণালী চলিতে পারে না। ভারতীয় জনসাধারণ রাজনৈতিক বৈষম্যের হইতে বিমুক্ত লাভ করিবার যে অনুরাগ তিনি দেখান, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। তাহারা বিশ্বাস করে না যে তাঁহারা কার্যকরী ক্ষমতার পাবে না, আশা যে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এই পুরস্কার তাহারা যথেষ্ট ছিল।' ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিকদের একজন ভিন্ন রাষ্ট্র-বিদের যদি ভারতবাসীকে অধিক হইতে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে এইরূপের ধারণা হয়, তাহা হইলে ভারতবাসী যে সহযোগিতার বোধে নিরাশ হইয়া আত্মশক্তিবলে স্বরাজলাভের চেষ্টা করিবে, তাহা স্বাভাবিক। অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিবার আশ্বাস ও প্রলোভন যাহারা দেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই মনের ভাব এইরূপ। বলা বাহুল্য ইহারা ও চাতুরীতে আমরা ভুলিয়া ভুলি বলিয়াই কর্তৃপক্ষ মনে করি না;—রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় সং পার্লিয়া চাই।

মহিলা ও রাজ-নীতি, ভোটাধিকারের কথা।—গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাগারী সম্পাদক মিস জেন্স মহিলা কর্মী সঙ্ঘের সভাকে বাঙ্গলার মহিলাগণের নির্বাচন ব্যাপারে ভোটাধিকার সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রথমেই ভারতীয় ও ইংলণ্ডবাসী মহিলাগণের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে দিয়া ও পর্দাপ্রথার অবতারণা করেন।

তিনি বলেন কলিকাতায় স্ত্রীলোকদের জন্য পত্রিকা হয় জন স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে জানেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষয় প্রস্তাব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকৃতি।—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হয় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া সাধারণ পুস্তকাগারে রক্ষিত হইবে। এই চিত্রের জন্য ৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। চিত্রকর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রখানি ৩০ ইঞ্চি লম্বা ও ২৫ ইঞ্চি চওড়া। ইহার মূল্য ৩০০ টাকা ধার্য হইয়াছিল। কিন্তু চিত্রকর মহাশয় ইহা ২০০ টাকায় দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। চিত্রখানি সাধারণ পুস্তকাগারে রক্ষিত হইবে।

আলোক সেতু।—ইদানীং ফোটোগ্রাফ ও টেলিগ্রাফের জন্য যেরূপ তীব্র আলোক নির্মিত হয় তাহা সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি দেখায় অনেকে এতদ্বারা দূরস্থ লোকের সহিত আলোকের সাহায্যে এরূপ কথোপকথন করিতে পারিবেন এরূপ বিশ্বাস করিতেছেন। নির্মিত হয় যে ঐ আলোকে দূরস্থ স্থানের লোক দেখা যায়, উক্ত নির্মিত আলোর পরিধি প্রায় একটী আম লেবুর সমান।

নূতন গ্রহ।—ডাঃ ব্রুস, এম, প্রফেসর ৩টী গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ৩টী গ্রহ। ইহারা পূর্বোক্ত অপেক্ষা ১১ হাজার ভাগ নীহারিকাময়, পরিমাণে ৩টী হাজার ভাগ বড়। ইহাদের গতি প্রতি মিনিটে ১২০ মাইল। পৃথিবী অপেক্ষা ইহারা অতি ক্ষুদ্র ও অতি বড়। পৃথিবী থেকে ইহার ৫০ হাজার ক্রোটি মাইল দূরে আছে।

শ্রীযুক্ত শরীফ সম্বন্ধে মতামত।—শ্রীযুক্ত প্রীতিবাদ স্বামী ভারত রাষ্ট্র-পরিষদের সভ্যপদে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক বলিয়াই প্রচার হইয়াছে। মাদ্রাজের ভিউবিলিয়ান্টিক সভা ও হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত টী, এস, রামস্বামী আয়ার, তাঁহার স্থানে রাষ্ট্র-পরিষদের সভ্যপদে প্রার্থী হইয়াছেন।

বিগত ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩০ ঘটিকার সময় কলিকাতা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনী সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ছাত্রদিগের ক্রীড়া নৈপুণ্য দর্শনে বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। যোগ্যতা অনুসারে বালকগণকে পদক ও পুরস্কার দানে উৎসাহিত করা হইয়াছে। অনেক বিদেশী শ্রীযুক্ত যৌবীবিলোড়ে যে ৩ ঘণ্টার সময় প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় জন্য শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ঘোষকে একটী রৌপ্য পদক দান করিয়াছেন।

নূতন ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, ধর্মপ্রচারকার্যে ব্রতী—আর্মানীর সম্রাট বিদ্যালয়ের আর্য সমাজে খুব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়াতে তাঃ মার্কস সাহিত্যক্ষেত্রে একটী সমিতি গঠিত করিয়াছেন। ধর্ম প্রচারকের অনুপস্থিতির চাহিদায় তাঃ মার্কসই আসা করিবেন। এই নূতন সমিতি সাধারণতঃ ও অনুষ্ঠানিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবে। বিদ্যালয় পরিচালন বিষয়ক তত্ত্বাবধান করার কথা। পক্ষান্তরে প্রোটেস্টান্ট ও রিফরমেটিকগণ এই সমিতির সহিত সহযোগিতা করিবে। রোমিয়ান্টিকগণ সম্ভবতঃ বিচ্ছিন্ন থাকিবে। মোটের উপর আর্মানীর সমিতিতে অবশ্য সর্বসম্মতে অনেকটা উন্নতি সাধন করিবে।

মোটর চুরি, চালকগণের জেল।—মোটরের এই অনুসন্ধানের সময়ে প্রকাশ, ফাঁসীর রেজার আহমেদ ঐ এবং জেলখানার মোটর গাড়ীর কারখানায় জনৈক ব্যক্তি মোটর চালকের পোষাকে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হয়। এবং বিলাতে বর্ণশালায় ফেলুদী করিবার জন্য দি ব্যক্তির জোর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। অমনোযোগ এজন্যই মোটর গাড়ী সজ্জ করিয়া টাকা প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে এবং জেলারী ও বলে যে তাহাকে প্রকৃত কেরানী বাবুই টাকা লইয়া আসিতেছে। এই ভান করিয়া সে গাড়ীখানা বাহির করিয়া লইয়া জেলখানার পার্শ্বস্থ কারখানায় লইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে কারখানার নিকটে গাড়ীর সজ্জ টাকা পরিবর্তে করিয়া ফেলিয়া হইয়াছে বলিয়া গাড়ীটি লইয়া প্রস্থান করে। প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে।

বিলাতের অবস্থা, ধর্ম্মঘটের হুমকীদাতাদের সম্বন্ধে—বিলাতে ধর্ম্মঘট হওয়ার সম্বন্ধে তদন্ত করা অনুবিধার সৃষ্টি হইলেও ধর্ম্মঘটের হুমকীদাতা আশা করিতেছেন যে ধর্ম্মঘটকারীগণকে বাধ্য করা সম্ভবপর হইবে। ধর্ম্মঘটের পর রাজস্ব আদায় করে এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি সে পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহাতে ধর্ম্মঘটিদের পুঁজির বাহির করার আরও সুবিধা হইয়াছে। সংবাদে যে উক্ত আদায়কারী ব্যক্তি ধর্ম্মঘটে পুলিসকে সহায়তা করিয়াছে।

মূল্য নির্দ্ধারণ—কলিকাতা পাশাপাশি হইতে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কয়েক বিঘে ইট লইয়া এক স্থানে একটি স্তম্ভ গঠন করিয়াছে এবং উহার মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য পুলিসের বিজ্ঞাপনের করিয়া দিয়া করিয়াছে।

আহার করা সাজাযাতাতার—ব্রাজিলের একটি সংবাদে প্রকাশ যে বিলাতে বিভিন্নস্থানে ভোজ হয়, আহার করা আহারে ১৮০০০—টাকা দান করিয়াছেন।

বেলগাছে পরিচালন।—প্রেসিডেন্সী পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত পেটুপোতি রেড্ডি মহাশয় ৫ই ডিসেম্বর বেলগাছে পরিচালন করিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে।

ছাত্রীর কৃতিত্ব।—শ্রীমতী বিমলা বসু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ এ, পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়া প্রথম শ্রেণীতে স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা, জনৈক বাঙ্গালি কৃত—"বোম্বেরিন" নামক জনৈক বাঙ্গালি কিছুদিন যাবৎ রেঙ্গুনে থাকিয়া বেড়াইতেছিল যে, সে ব্রহ্মদেশের রাজা এবং বীমা বিভাগের আয়োজন করিতে। রেঙ্গুনের ডক পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে ঐ ব্যক্তি সে তাহার রাজকর্ম্মচারীবর্গ নিযুক্ত করিয়াছে এবং তাহাদের বেতনও ঠিক করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহারা কেহই কোন মাহিনা পায় নাই। তাহার বাড়ি অনেক অলৌকিক কথা আছে—আকাশে ও জলের ভিতরে, জলের উপরে, মাটীর নীচে যাতায়াত করিতে পারে এবং তাহার নিকট এমন একটি শব্দ আছে, যাহা জলের তলা স্পর্শ করিলে সেই জল শুকাইয়া যাইবার বিশ্বাস করে। পুলিসের ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন।

বাজার মূল্য সম্বন্ধে প্রকাশ।—সিঁদ কাটিয়া চুরি করার অপরাধে মহারাজের ইংরেজ জজের ১২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। জেল সিপাহী এত এইরূপ অপরাধের মাত্রা বাড়াইয়াছে।

ডাকাতদিগের বাড়াবাড়ি।—রঙ্গপুরে সম্বন্ধে অবেষণ করিতে গিয়া আর একজন কলাণী ডাকাতদিগের প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেও এই সম্পর্কে আর একজন কলাণী অফিসার প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি।—আগামী ১৩ই মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৬—৯ ঘটিকা সময় কলেজস্থিত হাই স্কুল কার্য্যালয়ে সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইবে। সমাজের অনেকগুলি অত্যাবশ্যকীয় আলোচ্য বিষয় আছে। সকলের সময়মত উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নারায়ণ হাইকোর্ট।—আগামী ১৩ই জানুয়ারী হইতে আরও তিন মাসের জন্য বিচারক আলী নারায়ণ হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নব-প্রকাশ পাত্রি।—বরবকে বিদ্যার আলি খেল ও আবদুল মজুমদার কর্তৃক কলিকাতা আবদুল রহিম ও মোহাম্মদি যন্ত্রে ১৮ বৎসরের সম্রাট কাগজখানির প্রকাশ হইয়াছে।

মুসলমান পাত্রি।—মহিলাদের সম্পাদনায় আসাম হইতে মাসিক আকারে আসাম হইতে মুসলমান মহিলা সম্পাদিত বাংলা ভাষায় সম্ভবতঃ এই কাগজখানিই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে।

জমায়েতের "সময় পরিবর্ত্তন"।—আগামী এবার ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে সভাপতি উহার ঘোষণা করিবেন।

ফেরার খবর।—অত্র পরিবার পাত্রি ১৩০ বিঘার সমস্ত ধানের, বিশেষ—সমস্ত ও সমস্ত জাতের আবহাওয়ার বিশেষ প্রকার, ৫০ ঘটাকালী দুইটি দুইটি বন্ধুক দুই।

শুভ-সংবাদ

পাইমারী বঙ্গ ইংরাজী স্কুলে একজন বর্ণজ্ঞান শেষ সহকারী শিক্ষক আবশ্যক। মাসিক বেতন ১৫৲ টুকুরা বেতনের ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল, প্রাইমারীই আবাসাদি ও বাসস্থান মিলিবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে ডাক খরচ সহ সমস্ত আবেদন করুন।

Secretary Pawnan M. E. School.
Pawnan P. O. (Hooghly)

প্রাইমারী বঙ্গ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য দ্বিতীয় পণ্ডিত মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা, থাকি ষ্টেশন অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান বৈমানিক উত্তীর্ণ প্রার্থনীয়। আগামী ২৮ জানুয়ারী পর্য্যন্ত দরখাস্ত গৃহীত হবে।

Hasanull M. E. School.
P. O. Kargolly. Vill. Dubra
Dist. Manbhum.

মহুরী বঙ্গ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য দ্বিতীয় পণ্ডিত মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা, থাকি ষ্টেশন অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান বৈমানিক উত্তীর্ণ প্রার্থনীয়। আগামী ২৮ জানুয়ারী পর্য্যন্ত দরখাস্ত গৃহীত হবে।

সোঃ মহুরী।
জেলা মানভূম। বি, এম, রেল
ষ্টেশন, বাহুড়া।

বিনীত
সম্পাদক
মহুরী বঙ্গ ইংরাজী
বিদ্যালয়।

ষ্টেশন কর্মাকুলের বাহির বিশ্ব বিদ্যা প্রাপ্ত শিক্ষক যে কোন বিদ্যালয়ের উপযুক্ত সম্পাদক। নিম্ন ঠিকানায় সত্বরতা অনুসন্ধান করুন।

মোহাম্মদ এমদাদ আলী।
সেক্রেটারী পণ্ডিত। সোঃ আসনাড়োরা।
আসনাড়োরা এম, ই, স্কুল। (বর্ধমান)

মেদিনীপুর জেলে পোঃ ঈশ্বরপুর ইষ্টইণ্ডিয়া ইঃ রেঃ ফুলের জন্য একজন ইংরাজী জানা হাতের লেখা ভাল কেরাণী আবশ্যক, বেতন মোসাহারাদুসারে ১০৲ টাকাহইতে ১৫৲ টাকা। প্রার্থীকেই আহার ও বাসস্থান পাইবেন, আফিস, গাড়ি, এবং ফোন পাল ওয়াইনিং পাল ইত্যাদি বিষয় ঈশ্বরপুর আফিসে জানিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্র সেক্রেটারী
জামা প্রাস ইষ্টইণ্ডিয়া, পোঃ
১৮৩— ঈশ্বরপুর, জেলা মেদিনীপুর।

তমিজাবাদ অন্তর্গত ৺মা বহুমাতা জেল ইষ্ট, পী বিদ্যালয়ের জন্য একটীপাল ও বর্ণাদে হৈমাসিক বেতন বিশিষ্ট পাইবেন। একটীপাল পাস মাতালা লাইব্রেরি ও বর্ণিতে বিশেষ পারদর্শী একজন হেড্ পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন পারদর্শিতা অনুসারে ১৫৲ হইতে ১০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইবার সময় আবেদন করুন। বহুমাতা জেল ইষ্ট, পী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। পোঃ রাধানাথ ৺মা বহুমাতা জেল ইষ্ট, পী বিদ্যালয়, তমিজাবাদ। ১৮৩—১৯।১৮

মোহনেশ্বরপুর মধ্য ইঃ বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে ১ জন নূতন বিবাহিত বর্ণাদে হৈমাসিক পরীক্ষোত্তীর্ণ হেড্ পণ্ডিত এবং মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে একজন অষ্টাইনিং পাস ফুটীর পণ্ডিতের প্রয়োজন। বাঁহারা অন্ততঃ ৩ বৎসর কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের আবেদন সর্ব্বাধিক আবশ্যক। পণ্ডিতগণ প্রার্থীকে সপরিবারে আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

শ্রীবিশ্বম্ভরপ্রসাদ অধিকারী, সেক্রেটারী।
মোহনেশ্বরপুর, মধ্য ইঃ বিদ্যালয়।
নিমাইচরণ পোঃ (মালদহ) ১৮৯—

WANTED a good hand Correspondence Clerk. Salary Rs. 20/- per mensem. Apply with qualifications to the undersigned.

Zemindar.
Hatalpukur. E. I. Ry. Loop
888— (S. P.)

WANTED a qualified Head Master for the Paraj M. E. School in the District of Burdwan on Salary Rs. 20/- per month. There is good future prospect in this school. Boarding & Lodging free on tution. The place is healthy and only two miles distant from Paraj Railway station. Apply at once by the following address.

Bhutnath Banerji.
Paraj P. O.
891— (Dist. Burdwan)

WANTED an Experienced I. A. passed or I. A. plucked Head master for Degampur M. E. School on Rs. 20/- per month with free Board Lodging on tution. Preference will be given to the Brahmin candidate. The applicant must be strong in English and Mathematics. None need apply who has not any experience in teaching. Apply to the under signed with copies of testimonials and certificate.

Shaya Ram Roy.
Secretary.
Degampur M. E. School.
Degampur P. O.
892— (Nadia)

WANTED a Head Pandit passed V. M. for the Gobardhanpur M. V. School on salary Rs. 15 per month. He will be supplied with lodging and fooding. Salary will be increased according to his capability. Mahisya is more preferable. Apply with the copy of the passed certificate to the undersigned before the 31 st. January.

Secretary,
Gobardhanpur M. V. School.
Gobardhanpur P. O.
897— Midnapore Dist.

The following teachers are wanted at once for the Samnifuil Institution, Jessore. Apply to the Head master with copies of testimonials, stating age and native place :

(1) One graduate on Rs 30—40/- with prospect of increment.

(2) One Normal passed Pandit (English knowing) to teach Bengalee in the top classes, on Rs 20—25 with prospect.

There is a Provident fund.

Amrita Lal Mukerji,
Head master. 889—

WANTED a Tutor guardian for my children on a salary of Rs 25 per month. Feeding and lodging free. Apply stating caste, age and qualifications. Candidate must join the post on or before the 1st February 1925.

Rasl Nath Chowdhuri
P. O. Raghurampure.
(Rajshahi) 890—

"WANTED an L. T. or I. A. passed Head master, a normal 3rd year passed Head Pandit and an English and Urdu knowing Maulavi on Rs 20/-, Rs 15/-, and Rs 10/- per month respectively for the Nangla Sujamahal M. E. School, Khulna. Boarding and lodging free. Place healthy and on the river kabadak. Steamer Communication with Central Section of the E. B. Ry. Apply by post with testimonials to

Sarbeswar Chakravarti,
105, Khurut Road, Howrah." 901—23. 1. 25.

WANTED a whole-time Hindu graduate tutor to teach English, Mathematics and Sanskrit of the Matriculation Standard. Place is very healthy. Apply Stating age pay and Previous Experience to R. J. Chaul, Po. Gadi-Bero. (Manbhum) by the 11th January 1925. 876—

WANTED an experienced higher Guru Training Pandit for Bally Barrackpore M. E. School on Rs 15/- p. m. Apply Secretary, Bally P. O. (Howrah)" 901—

"শিক্ষক চাই এফ, ই, স্কুলের জন্য একজন আই, এ, অথবা আই, এস, সি, বেতন মাহিনা—৩০ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত বৈবয়িক বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দ্বিতীয়টী মাসিক ২৫ টাকা বেতনে ৪ শ্রেণীর বাঙ্গালা শিক্ষক চাই। বেতন পরিমাণ অনুসারে ও বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে। উভয়েরই বাটীতে থাকিয়া আহার করিতে দেওয়া যাইবে। উক্ত পদপ্রার্থী প্রার্থীগণ নিজ নিজ শিক্ষার প্রমাণপত্র সহ নিম্নে লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন,"

"সন্তোষপুর, এফ, ই, স্কুলের সম্পাদক
পোঃ—সন্তোষপুর, ২৪ পরগণা।" ৮৮৩- অমাবস্যা

বেলঘরিয়া, মিউনিসিপাল সোসাইটির অধীন, সাহায্যপ্রাপ্ত এফ্ ই, বিদ্যালয়ের জন্য আই, এ, অথবা বি, এ, অধিক বেতনে শিক্ষকের প্রয়োজন। বেতন ৪০৲—৫০৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান পাইবেন। জাতি, বয়স ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া, প্রশংসা পত্রের নকল সহ, নিম্নে আজ্ঞাক্ষরি কর্ত্তা সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ৮৮৪—৩০. ১. ২৫

আবশ্যক আছে, এখানে যেসব মাইনর পাস ছেলে আছে, তাহাদিগকে V.M. পাস করিয়া আমার ছেলে দুইটি পাস হইবার পরিবর্ত্তে (মাইনর পাস হইলেও চলিবে) এবং স্কুলের সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্য করিবে (বেতনাদি আদায় করা) অভিজ্ঞা বেতনের ও জন্য বয়স্ক আর একজন পরিশ্রমী অধিক কর্ম্মচারী প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। ঐ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী
অধিক চাকরা ব্যবসায়ী বিদ্যালয়
ডাকা—সোনারডাঙ্গা
২৪ পরগণা
৮৮৫ - ২৩.১.২৫

একজন উপযুক্ত কর্ম্মী আই, এ, কিম্বা আই, এস, সি, পাস ছেলে মাহিনা আদিম বেতন ৩০৲ টাকা ও খাওয়া। আইসেট নিশ্চিত, স্থায়ী চাকরি। সত্বর আবেদন-পত্রসহ নিম্ন ঠিকানায় আসিবেন কলম।

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ,
সম্পাদক, সভাপতি
শ্রী হরপ্রসাদ ঘোষ ইং ইন্ স্কুল কমিটি।
ডিস্ট্রিক্ট পোঃ
ডাকাতিয়া | বেলিয়াতুর ষ্টেশন।
B. N. Ry. | ৮৮৬—২৩.১.২৫

অধিকারী সেবায়েত স্বামী আমার এক সেটেলমেন্ট জমা দুখল এওয়ার আর্জি প্রয়োজন। সেবায়েত ৩৪ আনার অংশ।

শ্রীমতী মায়ার বিবি
সোঃ—মফিজ গীরিয়া
জাঃ—মোহমেডান।
৪৪ পরগণা
১৩৩১সাল ৮৮৩

"অনুমতি ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য ৪০৲ হইতে ৫০৲ বেতনে (অগ্রিমে) একজন অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। অন্যূনপক্ষে ইংরাজি শ্রেণি প্রাপ্ত হওয়া, দুইজন পরীক্ষোত্তীর্ণা হওয়া আবশ্যক। সত্বরে আবেদনপত্র পাঠাইলে জানা যাইবে। মুল বিদ্যালয়ের নিয়ম জানা দেওয়া হইবে। সহ প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা উল্লেখ করিয়া মূলের সার্টিফিকেট নিজের আবেদন সহ পাঠাইতে হইবে। ৩৩৩—১৩৩১সাল।

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR.

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages 399. Price 12 Shillings.

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, a land of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in its book under review is a remarkable production."

Manchester Guardian: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock-down blow."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages xxiv + 242. Price 12 s.

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

The Folk-Element in Hindu Culture. Pp xx + 312. (Longmans, 1917.) 15 s. net.

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Indiaman (London). "Of substantial scientific value. * * * Much that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. Pp. xlii + 82. (Longmans, 1918.) 5 s. net.

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities and stating the case with a calmness and moderationthat inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in five parts. (Luzac & Co., London, 1918.) 3 s 6 d.

Bookman (New York). "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman and Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) Dollar 0.75 cents.

Sukra-niti (Hindu Politics). Rendered into English from Sanskrit with Introduction

and Notes. (Panini Office, Allahabad, India, 1914.) Pp. xxxvi + 170. Rs 6 (Luzac & Co., London.)

The Positive Background of Hindu Sociology. Book I. Non-Political. (Panini Office, 1914.) Pp. xxiii + 366. Rs. 7. (Luzac & Co.)

Columbia University Institute Bulletin. "An authority in the interpretation of Hindu culture from the standpoint of world-thought and in the perspective of developments in Europe and America."

Book II. Political. (Allahabad, 1921.) Part. I. Pp. 116. Rs. 3.

Chinese Religion Through Hindu Eyes. With an Introduction by Dr. Wu Tingfang, Late Chinese Minister of Washington, D. C. Pp. xxxii + 331. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) 7 s 6 d (Luzac).

Quarterly Journal (The Indo-Japanese Association, Tokyo): "The book is not only a volume on comparative religion, but may be useful to those who want to get the oriental interpretation of oriental history."

Love in Hindu Literature. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) Pp. 8 + 89. 2 s 6 d (Luzac).

Current Opinion (New York): "The attempt to take the divine poetry of Radha-Krishna literature which has always been regarded as an allegory of the mystical union between God and the soul and to secularize it is the task of Prof. B. K. Sarkar."

The Science of History and the Hope of Mankind. (Longmans, Green & Co., London, 1912.) Pp. viii + 76. 2 s 6 d, net.

Open Court (Chicago): "An unusually broad conception of history. * * * The main tendency is to show the paramount importance of world-forces for the development of every single nation."

Introduction to the Science of Education. (Longmans, 1913.) Pp. xxxii + 141. 3 s 6 d, net.

Pioneer (Allahabad): "Admirable aim * * * written in the style of Herbert Spencer or Benjamin Kidd * * * an idealist, a fervent seeker after truth."

Die Lebensanschauung des Inders (Markert und Petters, Leipzig, 1913.) 80 Seiten. Preis Mk. 1.80.

For BENGALI WORKS by the SAME AUTHOR apply to GYANMANDAL BENARES CITY, or PANINI OFFICE, ALLAHABAD.

মাত্রাজ্ঞানের প্রকাশ এবং হাজারোরকম উপায়ে লোক কেবলই আনেন্দিরিয়াস্ আক্ষা আক্ষা।

এখনো বাঙালী বয়স্কদের জন্যে কিছু বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে—যদি জাতির ইতিহাসে চাও, পৃথিবীতে বাঙালীর গৌরব বজায় রাখিতে চাও—বিজ্ঞান, সাহিত্যের, প্রাণ-পাখিদের, "আক্ষা" ও "শিক্ষা"র ইতিহাস এবং বহুবার পড়ো

মাসিক পত্রিকা

আক্ষা

আপনার বাড়ীতে ছিলে এর কথা বলে আক্ষা শিক্ষা ও অকাল মৃত্যু, বিবাহের উপায়, রোগ নিবারণ যায় ও অন্যান্য আক্ষোন্নতির জন্য বহুবিষয়ে পাইবেন।

বার্ষিক মূল্য ২৲—এ এক পয়সার ষ্টাম্প পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

ঠিকানা—

আক্ষা আক্ষার শ্রীযোগানন্দ চাটার্জী এম, বি,
ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাকুড়ী।

অফিস—১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নমুনা প্রাপ্তব্য ষ্টাম্প :—

কলকাতা বাদে ১৲ টাকায় বার্ষিক আক্ষার কথা শিখিতে ও শিখাইতে পারিবেন।

সাধনা ঔষধালয়ের

ঢাকা।

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,

এম্, এ, এল্, বি এস্ (লণ্ডন)

অমিয়ত্ব উদ্ধারের অব্যর্থ-মহৌষধ (প্রকাশ)

অকালবার্দ্ধক্য নিবারক ও শারীরিক নিত্য স্ফূর্ত্তিদায়ক এরূপ ঔষধ আর নাই। ইহা সেবনে বিলাতী ঔষধের ন্যায় ফল পাওয়া যায়। রোগের বিষয় জানাইলে যত্ন পূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠী পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ স্বর্ণ সিন্দূর)

(নিরুত্তাপ ও স্পর্শ অভিজ্ঞ)

তোলা ১, টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আয়ুর্বেদোক্ত প্রকরণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা প্রয়োগের সর্ব্বপ্রকারেই মহৌষধ।

সাধিবাদি সালসা—শিশি ৸০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার রক্তদূষিতাদিতে সালসা ন্যায় প্রয়োগ মহৌষধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার চুলকানি, বিসর্পে, গুটকে, বসোরিয়া, উপদংশ (সিফিলিস্) বাতরোগ, বাতশোণিত বাতরক্ত, ছুলিরোগের প্রথম, মাঝে প্রভৃতি যাবতীয় রক্তদোষ রোগ সমূহ নিশ্চয়ই দূর হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খোলা সালসা।

৫ ঘন গ্রাম—সের ৩৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট ভারতীয় আরণ্যী, গন্ধসোমজ প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত। যথা, কাসি, হাঁপি, যক্ষা , অজীর্ণতা), জ্বরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৫৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অন্যান্য সম্পূর্ণরূপে নাশিয়া যায়। ইহা অপরিহার্য্য আয়ুর্ব্বর্দ্ধক রসায়ন।

স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নদোষ, শুক্রক্ষয়, অকালবার্দ্ধক্য উপশম প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সপ্তাহ ১৲ টাকা। স্বপ্নদোষের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

কোষ্ঠশুদ্ধি বটী

প্রত্যহ প্রাতে দিবা আলাজ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধাবৃদ্ধির একমাত্র মহৌষধ। মূল্য—১৬ বটী ৸৲ টাকা। ৪০ বটী ৩৲ টাকা মাত্র।

লুট! লুট!! লুট!!!

শীতের বিপুল আয়োজন।

এইমাসে ১০,০০০ হাজার ফর্দ্দি।

প্রত্যহ ৩ হাজার ফর্দ্দি বিক্রয়। ইহা সেবন করিলে, শরীরে কোন রোগের আক্রমণ হইতে পারিবে না। অধিক পরিমাণে এই ঔষধালয়ের ঔষধ আনিয়ে ব্যবহার করিলে। ফর্দ্দি। ১ টাকার ঔষধ ৩৲ টাকা। ৫ টাকার ঔষধ ১৫৲ টাকা। ১০ টাকার ৩০৲ টাকা। ৩ পুরিয়া, রোগী বুঝে কিরূপ ঔষধ প্রয়োজন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে, ইহা বিশেষ ঔষধ ৫৲ টাকা মাত্র। ঔষধ ব্যবহারে যাবতীয় রোগীর নিকটই প্রশংসা পাইবেন। ঔষধালয় বিনামূল্যে ঔষধ পাঠাইয়া থাকেন।

পাঞ্জাব ঔষধ কোং

ঔষধ, আবিষ্কারক, বিক্রেতা, ঔষধ ব্যবসায়ী।

৩৯৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!!

শারদীয়ার সালসা

যাবতীয় সালসা প্রস্তুতকারক ঔষধের বিক্রয় হ্রাস হইয়া এবার নূতন বাহির হইয়াছে। উহাতে আছে—

(১) বাঙ্গালার মুসলমানের জীবন ও প্রেমকাহিনী (৮ পাতা ছবি সম্বলিত)

(২) বাঙ্গালী মুসলমান প্রতি (২৭ পাতা ছবি সম্বলিত)

"শারদীয়া সালসা" প্রকাশক—মুসলমান ও হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র ও বহু সাহিত্যিক কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।

২৮ খানা চিত্র সম্বলিত ৯০ পৃষ্ঠায়

মাত্র—মূল্য ডাক মাশুল আনা মাত্র।

ডাকমাশুল ৵০ আনা।

প্রকাশক পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

এডুকেশন গেজেট

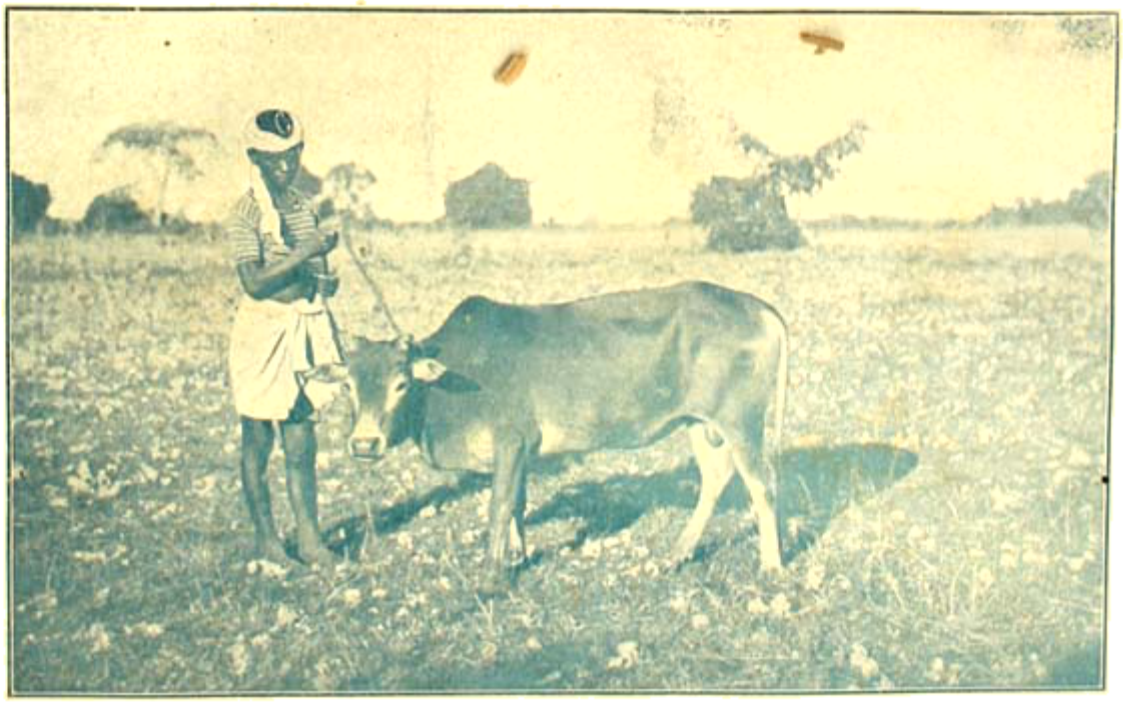

Typical Assam Bull.

এডুকেশন গেজেট

উচ্চ আর্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কৃতকৃত্যতা।

(সমালোচনা)

[রায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, বি.এ., লিখিত]

ধনিক ও শ্রমিক

পূর্বেই বলিয়াছি, এ যুগে আর্থিক সমস্যা মাত্রেই বৈষয়িক (capitalistic)। সমস্ত যুগের আর্থিক বিপ্লবের মূলে ধন নাই—মানুষের আদম বিদ্বেষ সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। ধনাগমের পথও বাড়িয়াছে। তবে কি অনেকের মনে যুগধর্ম কি পরিমাণে কার্য করিতেছে তা। সকলেই বলেন যে, যে কোন প্রকারে ধনসঞ্চয় করিতে পারিলে সমাজে সম্মানিত হইতে পারে, সমস্ত ধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্মানও বর্ধিত হইতেছে। এই কথাটি খুব সত্য। ইহাতে সমাজের দীনতা প্রমাণিত হয়।

যাহা পদার্থের উৎপত্তির কারণ, তাহা জানিলে তত্ত্বটি জানা হইবে। এজন্য এখন সর্বপ্রথমে বিচারের (political economy) একটি মোটামুটি কথা বলা উচিত। উৎপাদিত পদার্থমাত্র প্রকৃত প্রস্তাবে ধন বা বিত্ত (wealth)। এই সব দ্রব্যের সৃষ্টির বা উৎপত্তি কীসের কারণে হইল, বিশেষজ্ঞেরা তাহার তিনটি মৌলিক কারণের নির্দেশ করিয়াছেন—ভূমি, শ্রম ও মূলধন বা সঞ্চিতার্থ (land labour and capital)। কারখানার বা ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানে এ তিনটির মূলে প্রয়োজন (disposition of capital)। মূলধন বা সঞ্চিত অর্থের প্রয়োজন। ব্যবসায় বা কারখানার জন্য ভূমির আবশ্যকতা; ভূমির উপরই ব্যবসায়াদি নির্মিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত, শ্রমিকদের পরিশ্রমের পরিবর্তে পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য ব্যবসায়ের বিনিময়রূপে মূলধন বা বেতন দিতে হয়। অধিকন্তু সেই অর্থের ব্যবস্থা করেন। মূলধনীকে মূলধনের জন্য সুদ বা মূলধন প্রদেয়। এই সমস্ত অর্থ, পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় করিয়াই সংগৃহীত হয়। শ্রমিকদের হাতেই এই সব আসিয়া পড়ে, বিক্রেতাদের তাহা উদ্বৃত্ত হয়। সাধের অর্থ ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিভিন্নভাবে অনেকের হাতে বিতরণ হয়। এবং বিভিন্নকাল হইতে শ্রমিক সম্প্রদায় তাহাদের দাবিদাওয়া পেশ করিয়াছেন। সমস্ত সমস্যা জটিল হয়ে ধনিক ও শ্রমিকের মোট সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বিরোধ মীমাংসিবার অভিপ্রায়ে। এই মীমাংসায় দুই শ্রেণীর কথা চারি দিকে শোনা যাইতেছে। শ্রমিকদের জন্য কত নব নব পথ উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা চলে যায়। কিন্তু এখনও এ বিষয়ে ও পথ কোন মীমাংসা হয় নাই—বিরোধের নিরাকরণ হইতে বিরোধের জন্য নব নব সমস্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা মনে হয়। সেজন্য এক দল লোক ভিন্ন মানুষের সৃষ্টি—যেখানে অধিকারের দুরাশা দূরাশা থাকে। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রীতির অভাব, যে সমাজের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির তীব্র প্রভাবে হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখন চিন্তাশীল বিশেষজ্ঞদের মাথেই স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিতেছি। অনেকের দুর্মতি দেখিয়া থাকি। সুধীগণ সমাধান করিবার চেষ্টা করা উচিত।

উৎপাদিত পদার্থের মূল্য হইতে মূলধনীর ধন, ধনিকের বৃদ্ধি (interest) এবং শ্রমিকের বৃত্তি আসিয়া থাকে। বৃদ্ধির কম ও ধনিকের বৃদ্ধিবিদ্যা যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে বৃদ্ধি—লাভ (profits)। তাহা হইতেই শ্রমিকদের বৃত্তি বা বেতন দিবার কথা। কিন্তু এই অর্থের অভাব অনেক শ্রমিকেরা পাইয়া থাকে। অধিকন্তু অল্প বেতন ও বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়। বৃদ্ধির বাজারে যাহের অধিকাংশ অর্থ ধনিকেরা আত্মসাৎ করেন। ইহাতেও অনেক ধনশালীরা একবারে নিরস্ত বা অপরিতৃপ্ত নহেন। এখন তাঁহারা বিলক্ষণ বৃদ্ধিশালিত বলিতে পারা যায়।

শ্রমিক শ্রমিকের অধিকার বিষয় ইহাতে সম্পূর্ণ লাভের বলী হইয়াছিলেন। অতএব শ্রমিকের [illegible] ও [illegible] শ্রমিকের অধিকার অনুমতি হইয়াছে। উহা শ্রমিকের উপকারের জন্য এবং শ্রমিকদিগের মধ্যে প্রবল করিবার জন্য, সকল নয়। ইংরেজের অন্তে বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ হইতে শ্রমিক ও শ্রমিকের ভাব সম্পর্ক উঠিয়াছে। কি উপায়ে ব্যবসায়ীদিগের লাভের অর্থ ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্যভাবে বিভক্ত হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা ইংলণ্ডে বিস্তৃত হইতেছে।

ইংলণ্ডের বর্তমান শ্রেণীর চরিত্র বিষয়ে "ট্রেডের ইউনিয়ন" (Tradeunion) নামে এক শ্রেণীর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য [illegible] ব্যবসায়ে শ্রমজীবীদের উন্নতিসাধন। আবশ্যক হইলে, শ্রমিকের ব্যবসায়ের অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। কিন্তু "ধর্মঘট" প্রধান উদ্দেশ্য, যেখানে কিছু ব্যবসায়ে বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমিকগণের, ধর্মঘট (strike) হইয়া হইল, তুমি তুমি সকল শ্রমিকের যোগ অধিকারের শ্রমিকদিগের যোগ তুমি দিয়ে বাধা করিবার এই "ধর্মঘট" তুমি অথবা ব্যবসায়ের শ্রমিকেরা একত্র হইয়া [illegible] করিলে, কি শ্রমিক কি শ্রমের কি সাধারণ লোক, সকলেই অধিকার হইয়া পড়ে। [illegible] ব্যবসায়ে যোগের সাহায্য প্রদত্ত হয়, সেই সব মহাজন যদি সকল বিষয়ের [illegible] ব্যবসায়ে করে, সকলেরা শ্রমিক হইলে, সকলের শ্রমিকের [illegible] সমস্ত [illegible] ধর্মঘটের [illegible] ধর্মঘটের [illegible] ধর্মঘটের

পারিবে এই প্রকারের যে উদ্যমে যেরূপ ফলই আসুক হইতে আমাদের দেখা যায় না। ইহার কল সংক্ষেপে আমাদের। আমার সমাজের এ আমার অপেক্ষা উন্নত আমাদের প্রধানি অন্ন মূলে বিক্রীত হইতে পারে। এ আমাদের আর আমাদের অন্ন পরিত্যক্ত হয় না, বিজ্ঞাপনাদিক (advertisements) শুদ্ধ ভার বহন করিতে হয় না। অধিকন্তু এই সব আমাদের যাহারা প্রধানি ক্রয় করেন তাঁহাদের অনেক লাভের অর্থ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। ক্রীতদাসের মূল্যের অনুপাতে, যেরূপ অনেক লাভের অর্থ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। বিলাতের "ডেইলি মাইলস" পত্রিকা, অন্ন পত্রাদীর উদ্দেশ হইল, এই প্রকারে "সাহায্যোপকারক" প্রতিষ্ঠা করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জন করিতেছেন। এই উপায়ে আমাদের পরিত্যক্তের হয়, পরিবারের অর্থের বৃদ্ধি ও কৃষীর এবং ক্রেতাদের লাভজনিত মূল্যের সমাধান হয়।

শ্রমিকেরা যে নিজের স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টার সম্প্রদায়ন, তাহা মনে হয় না। শ্রমিকের "ধর্মঘটের" প্রতিফলে মালিকদের "আমোদ" (lockout) "শ্রমিক-সমবায়" (trust, combine &) প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতেছেন। শ্রমিক যেরূপের আমার "ধর্মঘট" করিলে মালিকেরা তাহার শ্রমিকদিগের স্থানে করিতে দেন না- বাহির হইতে করিয়া লেন। ইহাই হইল "আমোদ" অন্ন স্থানে হইলে শ্রমিক আমার করিয়া তুলিতে না পারিলে, যদি সম্ভব হয় নিজের ব্যবসায় পরিত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া লন। ব্যবসায়ীদের লাভ ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শ্রমিকের অধিক বৃদ্ধি কৃত্রাপি পাইবার আর উপায় থাকে না। ইহারই নাম "শ্রমিক সমবায়" (trust or combine)

যে সব সমাজ উদ্যম করিয়াছে, তাহাতে দুঃখের পাশ্চাত্যে কোনরূপ শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে কি যোগ সম্পর্ক হইয়াছে, তাহার তত্ত্বটা আমাদের পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে এখন কি করা উচিত? যে উপায়ে শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে বৈরিতা না জন্মে, উহার পাশ্চাত্যের এখনকার অবস্থাপন্নের নিকট পাইতে পারে, তাহারই বিধান করা উচিত। উহাদের স্বার্থে আমাদের যেরূপ না ঘটে, এরূপ হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের শ্রমিকদের স্বত্বনির্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত। যেরূপ আমাদের মূলি নিজ আমাদের স্থানে সময় 'ডেয়া' অন্ন হইতে বিচারপতি করিয়া দেওয়া উচিত নহে এই নিয়ম হইলে "ধর্মঘট" "আমোদ" প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় উপায়ে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িলে, আমাদের আর বিস্তার নাই। এ দেশে যৌথকারবার আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। অন্যান্যের আশা বিস্তারের মত আকাশে মিলাইয়া যাইবে। তাহাদের প্রতিযোগিতা অতি বন্ধিম—নিজ পরিবারের উপায় সংস্থান করা দুরূহ, অংশীদারের কথা দূরের কথা। অংশীদার করিতে না পারিলে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের বড় মূলধন কোথায় পাইবে? অতএব যে সব সাধারণ সমিতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অনেক অতি প্রবীণ পরিবারের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখন সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, শ্রমিকগুলি, বিদ্রোহের প্রবর্তিত হইবার পূর্বে মেম্বার-দলের লাভের অংশ হইতে শ্রমিকদলের লাভের অংশ (bonus) প্রথমতঃ নির্দেশ করিয়া দেন; পরে সেই লাভাংশটা যেন শ্রমিকের বৃদ্ধির বলিয়া প্রথম করেন। ঐ প্রথা অবলম্বিত হইলে, অনেক শ্রমিকের মূলধনের অংশ বর্তিবে। আমাদের এই প্রথাই প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু যতদূর বুঝিতেছি, "ধর্মঘট" (strike) এবং "ব্যাপার সমিতি" (trade union) সম্বন্ধে বিধিবিধান নীতই আমাদের প্রচারিত হইবে। আশা করি, আমাদের যেন যেন সেই সব বিধানের উপর বিশেষ অভিধার প্রবৃত্তি না হয়। শ্রমিক ও প্রভুদের সম্পর্কে এ যেন যেন নষ্টশ্রী হইয়া না যায়। বিধানের অন্যে যেন চিরস্থায়িনী শান্তি আবির্ভূত হইয়া পাঁচজনের আনন্দবৃদ্ধি সাধিত করে।

এই বৈষয়িক মূলে পুরীষের অর্থই পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ে মহাত্মা কবির বচনটি আমার অভিধাক।—

"অন্যাভি বিত্তং ন বলা মুনীনঃ
ন পত্নিয়ঃ ভবনাম্ ধনম্ঃ

[illegible]

[illegible]

হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ।

[১৩শ বর্ষের পৌষ সংখ্যা।]

ইউরোপ যখন বর্বরতার ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন ছিল, যখন তাহারা পাঁচ সাতটি মাত্র ছাপা বই লইয়া বিভোর থাকিত, যখন হিন্দুজাতি জ্ঞানালোকের ও সভ্যতার উচ্চ উচ্চতর মঞ্চে অধিরোহণের তখন হিন্দুর ঘরে ঘরে পরিপূর্ণ ছিল, হিন্দু শিল্প কবিতা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর যেমন সুন্দর তেমনি আনিয়াছে। ছিল বিদ্যা, ছিল বুদ্ধি, ছিল বিদ্যার মান সম্ভ্রম। প্রাচীনকালে হিন্দু জগতে অদ্বিতীয়ই ছিলেন। হিন্দুর চরিত্রে এত সব কবিতা জগৎ বিস্ময়ে অভিভূত হইত। হিন্দু ও খ্রীষ্টানের প্রথম শিল্প ধর্ম্ম শিল্প প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছিল। যে হিন্দুর বীর জীবন, সাধুতা জীবন, ধর্ম্ম জীবন, কর্ম্ম জীবন, নৈতিক জীবন এমনি অনুকরণীয় মধুময় হইয়াছিল, আজ সেই হিন্দুর কি দুরবস্থা!

১৯১১ সালের আদম সুমারির হিসাবে দেখা যায় ব্রহ্মদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২৯৯৫৩৩৯ আর ১৯২১ সালের আদম সুমারির হিসাবে হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৩৮৮৮৪৮। অর্থাৎ দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৩১ হারায় হ্রাস পাইয়াছে। ১৯০১ সালের আদম সুমারির হিসাবে প্রকাশ, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ২১ লক্ষ হইতে ২ কোটী ৪০ লক্ষে এবং হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটী ৮০ লক্ষ হইতে ৩ কোটি ৯০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ১০ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা প্রথমে হিন্দুর অপেক্ষা চারি লক্ষ কম ছিল তাহারা পঁচিশ লক্ষ বেশী হইল। এই ১০ বৎসরে মুসলমানের [illegible] হিন্দুর শতকরা ১৫ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দু জাতির এই অবস্থাবিপর্য্যয় দেখিয়া কাহার চিত্ত ব্যথিত হইবে না? কিন্তু হায়! চক্ষু থাকিতে অনেক লোক অন্ধ হইয়াছে।

হিন্দু-সমাজ যাহে হিন্দুরা অবশ্যে লাভ করিতেছে, তাহা হিন্দু বালিকা উদ্ধারের পরবর্ত্তী ছিল। তাহা যে সমস্ত হিন্দুদের অধিকৃত হয় ছিল না। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে হিন্দুর চরি বালিকার উপর মুসলমানের লোভ অধিক পড়িয়াছিল, সিন্ধু বালিকাদের বিদেশী ক্রয়-বিক্রয়ের লাভ দেখিয়া হুকুমের প্রতিযোগীতায় সাধারণের মধ্যে পড়িয়া খুব হইয়াছে, প্রসিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে সিন্ধু আর নাই। কাজেই অনেক হিন্দুর জীবিকা [illegible] পড়িয়াছে। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের মত আলেখিয়া নাই, সুখ ও সুসময়ের অভাব, [illegible]দের ছবি প্রকাশে নাম, যাই প্রভৃতির চাষাবাদ করিয়া ঘরে পুরে সুখে শান্তি লাভ করিতেছে, পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা আলেখিয়ার ও ছবিতে [illegible] যাই ফেলে। কোন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর ঘরে আর বালক জন্মে নাই, সকল জন্মই উহারা মুসলমান প্রজার নিকট বিনি মূল্যের ভিক্ষা নিজের বাজার হইতে [illegible] বাহিরেছেন।

চরিত্রহীনের ভয় মুসলমান বালকেরা, বালক বালিকা সকলেই পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্ন করে, কিন্তু হিন্দু সমাজের ঘোর

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

গতি সময়ে ৮০ ফুট দিয়ে এই বলের পূর্ব হইবার পূর্বেই
পড়িয়া যায়।

যে সকল ফোরম্যানের চেহারা আমার ভাল সে সকল
ফোরম্যানের আলোচনা।

যদি একজনের মাথায় সবুজ পালক লাগান একটা
টোপর থাকে, পরিধানে অনতিদীর্ঘ ঝাঁটাকাটা
কোট বা জাকিট থাকে, চরিত্রে বাবুয়ানের আভাস থাকিল
সাথে পরিষ্কার ও পরিপাটী থাকেন; যদি তাহার জীবনো-
পায় গঠন মানুষকে বিনয় সহকারে সম্ভাষণ করা হয়
বা সেই শিক্ষা-প্রাথমিক মানুষের মনের মধ্যে অন্য
লোকের আধিপত্যে না ঘটিয়া থেকে, যদি তার বিনয়
আলাপ সহজে আকর্ষণের সৃজন করিতে পারে তাহাকে ইহার
পালন করিতে পারেন। যদি নিজ মুখে সুশিক্ষাকি-
ফোরম্যানের আবশ্যিক প্রকৃতি অর্জিত না নিজ মুখে
সম্পূর্ণ প্রাপ্তির পারেন যদি আলাপ ব্যবহারে
ও মনিবের মনে তাহাকে নিক্ষেপ না করেন, তাহি
যে ব্যবসায় নিজেরি কৃত না কারখানাই পুরুষালিত
হয় সাধীনতার সুবাধা ঘটাইতে পারেন। সাজানের
ইহা ছাড়া সত্ত্ব ব্যবস্থা না করেন, নিজের বিলাসিতা,
এবং প্রিয়তা যে সকল সময়ে আপনি প্রকাশ করেন
সেইসব মনস্তাত্ত্বিক সাধীন হয়ে সকল সাজানের সময়
ঠিক মেলিয়া যা চলে, তবে ফোরম্যান নিজ মুখাপ
হাল ছাড়া হইতে কেহই না ও পারিবেন। আমাদের
দেশের কারিগরগুলি নিতান্তই অসাধারণ ও অনভিজ্ঞ
থাকে হয়, অনন্ত এদের কারিগরের দেশ, দুইদের ধনী দুরের
মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে, সাধারণতঃ সকল লোকের ঘর-দুয়ার
বিশেষতঃ সকল কালের অবস্থানে বিস্তার অসম্ভব, পশু
সকলের ঘীম ও অবস্থানের। পাশ্চাত্যদেশে ঐ দোষ এত
বাড়িয়াছে পরা চোখের ভয় সেখানের খাবারও সাধারণ
দুরিয়, ঐ সব ভোগগুলি আমাদের দেশে মনুষ্যের
প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। অনেক ফলেই প্রকৃতিকে নিজ
পাশেই ঐ দুরির অবস্থান নিজে সম্পূর্ণ পরিবার
করিতে হয়, সব স্থলে ঐ সব প্রকৃতির পাবার ও ভাবার
ব্যবস্থা হইয়া তাহাদের ভুবন নবীন আলোকিত, তাল সব
প্রকৃতি চলিতেছে তাহার বাহির আসিয়া নিজেকে
করে। যে সকল অনুচিকিৎসার অভাবের সাথে নিজেকে
মিলিয়া দুই আকৃতির হয় তা। কিন্তু যেখে অনেক
পরিবার দেখে থাকে, সেখানে পুরিকাশাদের এবং প্রকৃতি
ও প্রকৃতির ব্যবস্থা অভাব বলতে আর সবই অভাবের।
সেইজন্যই এখানে ফোরম্যান এ বিষয়ে সকল নাই। আধুনিক
অনেক সর্বাপেক্ষা বস্তু ব্যবহার ও ফোরম্যানপক্ষ অবশ্য
পরিবারে উপযুক্ত। অনেক অবস্থানের পুরুষের অবে
অবশ্য সর্বাপেক্ষা নিজেই নিজেকে এক পরিবেশপুরের
জন্য বাহির হইবে হয়ে হয়, ইহা সকল নহে। যারা
ধনী বিদ্যালয় ফোরম্যানিয়া ফোরম্যানের মত অনেক এমনে
পুরী হয় ফোরম্যান, যে সকল অবস্থা অনেক নিজস্বাধীনতা
ধনী পুরুষাধিকারে থাকেন না, সেই সব মত না পারিবেন
সম্ভাবনের, দুধারা সকল ও ফোরম্যান আধুনিক ফোরম্যান
একটু বেশি পরিমাণে এটা নিজের মাথা অনেকের
থাকে, সকলের তাহা থাকে না, পরিবারের ভাবে তাহাদের
আবেদন ঠিক সকল হইবে। আমি যদি তাহার সামর্থ
থাকে তিনি প্রকৃত ও প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করিয়া
তার মেন আধুনিকী থাকে নিজের মনের সর্বনাশ
করিবেন না, অন্য তিনি অনেক দিনের দুই হয় আমার
সাধন, ফোরম্যান ও সম্ভাবনীয় ব্যবহারে যতটুকু সম্ভব
পরিবারে রক্ষার সেই চেষ্টা করিবেন। কারণ ঐ যে ব্যবস্থার নিজ
সম্পূর্ণতা আনন্দের ঘরে আছে সেখা নিজ, অনুর অবিবাহের
যে যে একজন ফোরম্যান সুখদ হওয়া, দুধারাস্থান যে যে আর
একজন আমাদের, ফুরেন, বিদ্যালয়ের, যে যে আর
একজন চিকিৎসক, আছি, ফোরম্যান, যে যে একজন
কর্মীরুচি সেখানে বড় সুখদ না হইয়া দাঁড়াইতে
পারে, তার সেই কোনই প্রমাণ নাই। আজ তার
আবশ্যকে তুমি অবশ্যই বার্ষিক করিয়া তবে নিজের
উত্তর পুরুষের দুরের সম্পূর্ণ সমাজ ও পরিবেশের তুমি
সর্বনাশ সাধন করিবে। তাই যদি ভবিষ্যৎ যখন
আমাদের হাতে অন্যায়, কোন্ নিজ যে উত্তর কালে কোন
মহাপরিবারী সুখদ পুরুষে পরিবর্তন হইয়া দাঁড়াইবেন,
তাঁহার যখন কোনই পরাণ আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব

নয়। তবে আমরা আমাদের পুরাতন ব্যবহার দিয়াগুলিকে আমাদের নিজ সুখের অধিকার বজায়রাখে সাহায্য ও সাহসের জন্য করিয়া এবং সমস্ত সাধন ও সাধনের ব্যবহার উচিত। [illegible] সুখের উপায় ও অধিকার প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা আমি সুন্দর ভাবে করিয়া দিয়াছেন। তিনি সুন্দর বলিয়াছেন যে, আমরা নিজের ছেলেদের সমস্ত উপকার হিসাবেই দেখি, পাই তাদের নাই দেখিতে পাই, এক চোখে দেখিয়া, বড় হলে বড় করিতে চাইলে তাহা ভুল হইবে।—স্বাধীন সাধনা তার নিজেরই আছে।

আমাদের পক্ষে এ কথাটি বিশেষ খাটে। ছেলের ও ছেলের মায়ের শরীরের স্বাস্থ্য দেখিব না, মনের উন্নতি চেষ্টা করিব না, অথচ তার বড় বড় জিনিসের আশা করিয়া বসিয়া থাকিব। [illegible] সাধনা স্বাধীন ভোগ করিবেন তিনি নিজে তার [illegible] বড় জিনিসের জন্য উপযুক্ত করিয়া তৈরি করিবেন।

যে আমার সংসার করিবেন। আমরা নিজ নিজ কর্তব্য অবধারণ করিয়া লইব। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম আসে যাইবে। স্ত্রীর পূর্ণতা এই মাতৃত্বেতেই—ইহা আমাদের সমাজে আসে। স্ত্রীর স্বাধীন ব্যবসা নাই বলে, তার স্ত্রী ভাব ও কুমারীত্বকে অবহেলা করিয়াছে। বিবাহ নিষ্পত্তিটা যে হইলে যা করি তার ভোগ [illegible] করিয়া [illegible] যে একটা সুখী ভীম ভোগের ঐ সম্বন্ধ নিষ্পত্তি হয়। তিন আর একটি জিনিস আছে, তাহা অধিকতর ভাবের [illegible] সমস্ত সমাজ জন্মে স্ত্রীর প্রাথমিক সম্বন্ধবর্গের সমূহ অবলম্বন করে পূর্বক নিজেদের মাতৃত্বকে অভিমান করে করিয়া তোলে, তাহার নাম অন্নদা। ছেলের পক্ষে নিজে ভাল খেলাই বা ভালিলে তার ভাল না। অধিকাংশ ভাল অন্নই করিয়াই তোলে হয়। বড় হয় নিজ সমাজের ভার আমার করিয়াছে, যে তার আকারের নিমিত্ত মূলধন হয় করিতে থাকে সমস্ত সমাজে নিজ ছেলের সমাজের পাশে পাশী হইবেন, অন্য মায়ের সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিবার শক্তি নাই।

আমি বিশেষ করে করিয়াছি ছেলে ভাল-পরিবারের সুখেরই হয় একটা ভাল নিজ নাম বিশেষের তোলে নিজে ছেলেরই তাহাকে বিশেষ নিজ আনে। নিজের মূলে অন্যের পুরাতন ভোগের নিজের তোলে ছেলে ও মূলে ভাল ভোগ করিতে পারে না। এরূপ একটিকে ছেলে মানুষ করে মায়ের [illegible] হয়ে ভাবে বেশী, ভাল ও সে ভাল করিয়া ভোগে। সমান গড়ে হয়ত পারে; অন্যের আকাঙ্ক্ষা ভোগ নিজের, ও সমস্তে করিয়া সমাজের ভার খুব সাধারণভাবের পূর্বক মায়ের ও সাধির অন্যদিকে ভোগ পরিবারে হয় ভাল ও সমস্ত কাজের উপরেই সর্বত্র নিজের ভিন্ন করিয়া নিজের [illegible] করিয়াছে। আর, পাড়াগোলা প্রভৃতি ভাল ভাল মূল অন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে নিজের ভাল ভাবের প্রাণের ভয়ের ভাব করিয়া থাকে হয়। অবশ্য আমাদের এখনে অন্যায়ের ও অন্যায়ের প্রভাব অনেক আছে, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি সমাজ ভোগ নিজের ভাল ভাল হয়।

আমাদের মায়েদের আমরা বলিয়া নিজ-ভোগ, তথা ভোগ উচ্চ, আমার ও আমার যা, পাড়ার, সঙ্গি কাজি, ভোগের অন্তর এমনি প্রাণী আসিয়া থাকিয়া নিজ-জীবনের সমাজের ও ভোগের আকার করিয়া তুলিতে দেখা যায়। [illegible] ভোগে নিজেদের [illegible] ভোগ পূর্বক [illegible] ভাল, যা আমার পরিবার, সংসারের নিজ নিজ ভাল ও সম্বন্ধের সাধির হইলে এই ভাল অন্যান্য [illegible] প্রাণ হইয়া থাকে। ভোগে ভাবিলেই সমাজে নিজে নাই, আমার সমাজের সমস্ত সাধ সঙ্গি সাধারণের অধিকার। এক বয়সে ভাল এক নিজে ভালটুকু সাধারণ সমাজ, আমার আমার ভোগ ভোগিয়া সুখভোগ করবার, আর সমস্ত হইলে প্রত্যেক সাধারণে হইয়া সমাজ আসিবে, এই সকল বিষয় মাতৃত্বেরআতিকে শিক্ষা করা প্রয়োজন।

সমাজের সমীর সমস্ত সমস্তটুকু সমাজ মায়ের উপরেই যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছে, ইহার অন্য অনুপস্থিতি নাই। যা সমস্ত হইলে সমাজ বলিষ্ঠ হইবে, যা বিশিষ্ট হইলে সমাজের শিক্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ পাইবে, মায়ের চিত্ত উদার, ভোগে-সংযমে পরিপূর্ণ, সমস্ত ও সর্বাঙ্গসুন্দর সমস্ত হইলে সমাজের নিশ্চয়ই সেই সুফল মহত্ত্বভাবনাকলীর উদ্ভাবিত্রীরা হইতেই হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

উহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায়, কিন্তু তাহা সম্ভব হইলে অবশ্য তাহার বর্ণনা করা যায় না। তাহার মধ্যে যেখানে সমুদ্রের মত বিশাল গম্ভীরতার চিত্র সেখানে তাহার মত সহজ ও সরল কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না, সেই বলিয়া এখানের মানুষের চরিত্রের জটিলতা সরলতা তাহাকে নিজ নিজ গভীর অন্তর উহার সহিত তুলনা করিবার আগ্রহে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার নিজ গভীরে অন্তর সাগরে বহুমূল্য রত্নরাজি থাকিলেও তাহার সন্ধান লাভ করিতে অক্ষমতার জন্য।

তাহার নিজ গভীর অন্তর আমি যতটুকু অনুভব করিতে পারিয়াছি তাহার প্রয়োজনীয় প্রমাণের অবতারণা করিব। যেমন নিজের গভীর অন্তর সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতালাভের প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের অভাব, যেজন্য তাহার অন্তর বাহ্য অর্থাৎ দৈনিক নিত্যের প্রতিও তাহার একান্ত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যেমন খুব বীজ হইতেই যদি মহীরুহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেমনই একটি ক্ষুদ্রতম নিষ্ঠা একদিন মানব নিত্যত্বে পরিণত হয়। বীজটী ছোলা অথবা মাষকলাইয়ের চাইতে যথাসম্ভব ছোট হওয়া তাহাকে বর্ধিত হইতে দিলে তাহা তাহার আশা করা যায়; নিত্য অনেকের ধৈর্য্য থাকিতে চাহে না। নিত্যকে নিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারি; অবজ্ঞার দৈনন্দিনতার নিত্য-চিত্তের বিকাশে আঘাত হইয়া যায়। হে একমাত্র কেন হইতেই নিত্যটিকে যে বিষয় যেরূপভাবে অবজ্ঞা করিবার সেই ভাবেই সে অবজ্ঞা হইতে যাবে ইহা সত্য নয়। বিশ্বাসে যেমন বাহিরে হইতে ভয়ে না, অন্তরের অন্তরে থাকিলে আলোর পুরাইতে পারেনা, যেমন আলোর জন্য অন্ধকার করিলে অন্ধকারে নষ্ট হইতে থাকে এই সকল উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে নিত্যকে নিত্য বলিয়া জোর দিয়াই তুচ্ছ করা সম্ভব নয়। দৈনন্দিনকে অবিশ্বাসে তাহাই নিত্যের চলার পথে বেরিয়া থাকে। নিত্যনিত্যের সকল কার্যকেই তাহারা 'অন্য' বলিয়া ধারণা করে, কিন্তু তাহা আদৌ সত্য নয়। অনেক লোক আছেন যাঁহারা প্রাণে আঘাত পাইলে নিজের নিকট হইতে আরও চাপ দিয়া তাহার হাতে নিজেকে অসহায়ী করেন। আবার তাঁহারাই অন্যকেও নিজের কাছে টানিয়া এনে বলিয়া থাকেন যে, 'আমার কাছে তোমার চাইবে, তা হলে কি আর চাইবে?' যিনি বলেন না যে 'নিজ দৈনন্দিন এইরূপ প্রশ্রয় দান তো নিজের পক্ষে ভিন্নিসেরই ভাল পক্ষান্তরে এই সমস্তই তাঁহাকে ভবিষ্যৎ দেখেন না তাহারা মনেই করে। অবশ্য সকল আকাশই পূর্ণ হইতে পারিলে ই নিত্য উহাদের অধিকতর আকাশের জন্য হইয়া উঠে তবে তাহার আকাঙ্ক্ষার অন্ত তবে থাকে না। কাজেই পূর্ণ হইলেই আবার তাহার স্থানে নূতন নূতন আকাশের উদয় হওয়া মানব-প্রকৃতির মধ্যে এমনই রহিয়াছে। তাহারই সাক্ষ্য দিয়াই কবিগুরু বলিয়াছেন—

> সন্ধ্যা কাল আমার-যে ভাবের সাথি।
> ধরিতে চাহিনে তারে, তাহে এবিশ্বাসে। [illegible]

আছ কি ?

(দ্বিতীয়—শেষ)

তবুও তুমি কি আছ। এক একবার মনের এই তুমি নেই। যদি আছ তবে এ-আর তাদের এক অবাক-করা কেন? তোমা আর নেই, তবে থাকি নেই, মনে পড়ি নাই, তাদের উপর তাদের বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয়, সত্যই যেন তোর মনে হলে আসছে। সে তোর কি যা আমি না, যে ন মনে হয়, যা আছে কি। সে আছে কে? তোমা মুছে যাবে এত বড় বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলেছে। সত্যই বিস্ময় লাগে। তবু, তবু নিত্যনিত্য

[illegible] [illegible] [illegible] [

যুবকগণের কর্ত্তব্য।—এই যুবকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে "যুবকগণ ও তাহাদের এক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে এখন যেখানে এসিয়ার সমস্যার প্রশ্নে উপস্থিত হইয়াছে—বিশ্বের সভ্যতা আজকের মুখে অঙ্গুলি হইয়াছে—এখনকে যুবক করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। যুবকগণই এই সৃষ্টির কর্ত্তা। তাহাদের যুবক সম্প্রদায়েরই এই যুবক সৃষ্টির আলোকের অধিকার বেশী, কারণ তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তি পুঞ্জিভূত রহিয়াছে, তাহাদের এই প্রাচীন সম্পদের সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব তাহাদের নিকট ঐশ্বর্য্যের আশা করিবে। তাহাদের এখন সৌভাগ্যের মত প্রকৃতির ও ভবিষ্যৎ যুবকগণকে তাহাদের ভার এই ভেদ সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে।

প্রবন্ধাদি শিক্ষা।—বাংলাদেশে প্রবন্ধাদি বিষয়ে শিক্ষা-বিস্তারের কাজ বহু দিন-যাবৎ চলিতেছে এবং হইতেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে সরোজিনী, তাহাদের ছাত্রী সংখ্যা এবং শিক্ষাকার্য্যের প্রসার,—এই সকল বিষয়ে প্রবন্ধাদি শিক্ষা-পরিষদ যাবৎ এই পরিষদ প্রবন্ধাদিদের পারীক্ষিক, ব্যায়াম ও নৈতিক উন্নতি সাধনের এবং এ বিষয়ে অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন। এখন প্রবন্ধাদিদের শিক্ষার্থে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কাজ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বহু নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। প্রবন্ধাদি শিক্ষা পরিষদ এই সকল বিদ্যালয়ের সংগঠনে অধিকতর এবং সাহায্যদিতে পরিচালনে চাহেন। এই কার্য্যের জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কলিকাতা হইতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলীর কেন্দ্রীভূত করার একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশা করি এই পরিকল্পনা পাঠক পাঠিকার সহিত যোগ আমাদের নৈশ-বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনা করিবে। যদি তাহা করিয়া সেই সকল নৈশ বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানান, তাহা হইলে প্রবন্ধাদি শিক্ষা পরিষদ তাহা যথাযথ হইবেন।

ঠিকানা:—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। ৪৯, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রবন্ধাদি শিক্ষা পরিষদ। ১৯ ১০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। টেলিফোন বিভাগ। কলিকাতা।

---

৯ জনের ফাঁসি।—গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে রাজসাহী জেলায় পাবনায় বাঘাই গ্রামে একটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জানা যায় যে, কাপু সম্প্রদায়ের ৯ জন মিলে ডাকাতি করে, তাদের একজন অন্য-গ্রামের তাহার প্রতিবেশীর বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং ইহাতে সমস্ত গ্রাম জাগিয়া উঠে। তাহার প্রতিবেশীর বাড়ীর লোক আগুন নিবাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সেই সময়ে তাহাদের ৮ জনকে ধরিয়া ফেলে ও ৩ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। ফলে সমস্ত গ্রামবাসীর আক্রোশের সৃষ্টি হয় এবং তাহারা প্রথমে পলাইয়া যায়। পরে ৬ই জুন তারিখে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কয়েদ জেলায় এই শ্রেণীর বিচারবিভাগের ভূতের সময়ে হয়, কিন্তু এমন ভয়ানক ও নৃশংস ব্যাপার কখনও হয় নাই।

আগুনে ডাকাতি।—গত ১লা জানুয়ারী তারিখে রাত্রে একদল চীনা আসে ও কিছুক্ষণ হইতে ধরিয়া একটা বাড়ীতে সময় ১০ জন মিলে ও বাড়ীতে আগুন দিয়া দেয়। বাড়ী সমূহে উহারা হাতে আগে অস্ত্রের ভয় দেখায় ও কাপড়ের ও অলঙ্কারাদিসহ অনেক কিছু লইয়া যায়। অবশেষে তাহারা বাড়িওয়ালাকে টেলিফোনের তার যেখানে আছাড়-খানাকে বিনাশ করিয়া লইয়া যাইবে বলে ও অবশেষে বহু টাকার অলঙ্কার লইয়া ডাকাতগণ আগুন ধরিয়া চলিয়া যায়। আগুনে অনেকগুলি চীনা বাড়ী ছিল ও অনেক মাল পোড়াই ছিল।

বিধবা বিবাহ।—সম্প্রতি আলোয়ারের মহারাজ, বিবাহ যোগ্য নারী কয়েকটী বিধবা স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার জন্য আলোয়ার রাজ্য হইতে সাহায্য নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। বিধবা দুর্ভাগাদের

বিবাহ-সম্বন্ধে-কথা ও আমার এই অবোধের বিবাহ, এই প্রতিবাদকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

সাহায্য পেয়েছে—অমৃতবাজার একটী সংবাদে প্রকাশ করেছেন যে, মাননীয় ডাক্তার বিপিন বিহারী সরকার মহাশয় তাঁহার নিজের বৈদ্যিক পরিচালনার সম্পাদক তাঁহার নাম দিতে ডাক্তারের প্রস্তাবে অস্বীকার করায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় সম্পাদক তাঁহার নাম দিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই ডাক্তার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ডাক্তার ঘোষ সম্বন্ধে হোমরুলের একটী সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি ১৮ই তারিখে প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ একখানি বাড়ী ও একখানি বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন একজন দুষ্কৃতকারী ধরিয়া ফেলিয়াছে, এবং একজন চাকর ও দুই জন বাড়ী প্রবেশ করিয়াছে।

ডাক্তারের ঘর ভাঙ্গা—কলিকাতা হইতে ডাক্তারের বাড়ী ৮৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ডাক্তার ঘোষ ও তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। উহাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে।

হাতে বাক্সিতে মাসিক আয়ের অঙ্কও লিখিয়াছিল। ইহার পরের বিবরণ আমাদের জানা নিষেধ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের বীরত্ব কাণ্ড।—গত সপ্তাহে ইংলণ্ডের ফ্রান্সের ইয়ার্মথ ডিস্ট্রিক্ট ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কারগণ করিয়া একজন পুলিশ ও ১ জন ষ্টীমারকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া জেলে ব্যাঙ্কে বন্দী রাখিয়াছে। এই গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে সরকারী ভাবে কোন সংবাদ প্রকাশ করা হইতেছে না। সংবাদ যে, নৌ-বিভাগের কোন অফিসার আপীল সম্পর্কেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ইয়ার্মথ ডিস্ট্রিক্ট ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কারগণ তাহাদের কার্য্যে কোন ত্রুটি করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এদিকে পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, আন্দোলনকারীদের এই কার্য্য।

আর একটী সংবাদে প্রকাশ যে, ইয়ার্মথের ব্যাঙ্কারগণের ব্যবহারে আন্দোলনের সৃষ্টি। ব্যবহারের জন্য সংবাদ পাইয়া উহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নিষিদ্ধ বাঙ্গালী পুস্তক।—আমেরিকানগণ অবগত আছেন যে, গত ৩০শে জুলাই, পুলিশ কমিশনার ফিটজ্‌পেট্রিক এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু মহাশয় একটী বাঙ্গালী পুস্তককে নিষিদ্ধ করেন। ঠিক এরিজোনা আইনের বিধানে ইহাদের প্রতি ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ঐ পুস্তকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি নিউবোল্ড এবং বি, বি, ঘোষের আদালতে আপীল করা হয়। বিচারপতিগণ আপীল ডিস্মিস করিয়া পূর্ব্বতন আদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

বৈদ্যুতিক রেল।—'ইংলিশম্যান' পত্র সংবাদ দিতেছেন যে, ই, আই, রেল কোম্পানী হাওড়া হইতে আরামবাগ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক রেল চালনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। কোম্পানী মালিকের পরামর্শ উপর একটী নক্সা করিয়া বলিয়াছেন পর্য্যন্ত রেল লাইনের সংযোগ বিধান করিবেন, ইহাও স্থির করিয়াছেন।

শূন্যপদাবলী

একজন উপযুক্ত কর্ম্মী চাই, ঐ, কিছু জমী, এক. ডি. পাশ হেডমাষ্টার মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা ও খাওয়া থাকিবে, স্থান স্বাস্থ্যকর। সত্বর প্রার্থনা-পত্রসহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীহরপ্রসন্ন ঘোষ,
সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
স্ত্রী চক্ষুরোগ হাঃ ইং ফুল কলিকাতা।

চিঠিপত্র পোঃ
খাসরাজ | বেলেঘাটা জেলা।
B. N. Ry | ১০৫—২৩।১।২৫

"শিক্ষক চাই এম, ই, স্কুলের জন্য একজন চাই, ঐ, অথবা চাই, এল, টি, ডেড মাষ্টার ও একজন সংস্কৃত মৌখিক ডেড পণ্ডিত আবশ্যক। উভয়েই মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন ও আহার, বাসস্থান পাইবেন। ডেড পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও ডেড মাষ্টার কায়স্থ হইলে ভাল হয়। উভয়কেই মাষ্টারের একটী ফটিফিকেট পাঠাইতে হইবে। উক্ত পদদ্বয়ের প্রার্থীগণ সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।"

"সভাপতি, এস, ই, স্কুলের ম্যানেজিং
পোঃ—শঙ্খীহাটি, ২৪ পরগণা।" ১০৩—২৩।১।২৫

"WANTED an L. T. or I. A. passed Head master, a normal 3rd year passed Head Pandit and an English and Urdu knowing Maulavi on Rs 20/-, Rs 15/-, and Rs 10/- per month respectively for the Nangla-Sujamaha M. E. School, Khulna. Boarding and lodging free. Place healthy and on the river Kabadak. Steamer Communication with Central Section of the E. B. Ry. Apply by post with testimonials to

Sarbeswar Chakravarti.
105, Khurot Road, Howrah." 901—23. 1. 25

জেলা মেদিনীপুর, বিদ্যাদিনী লোহাচিয়ের অধীন, সাতগাছিয়া অঞ্চলে, যথা, ইং, বিদ্যালয়ের জন্য চাই, ঐ, অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন। বেতন ২৫৲—৪০৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান পাইবেন। জাতি, বয়স ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া, প্রশংসা পত্রের নকল সহ, ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ৮০৪—৩০।১।২৫

একটী উপযুক্ত কর্ম্মী চাই, ঐ, বিশেষ জরুরি, এক. ই. পাশ হেডমাষ্টার মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা ও খাওয়া থাকিবে, স্থান স্বাস্থ্যকর। সত্বর প্রার্থনা-পত্রসহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীহরপ্রসন্ন ঘোষ,
সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
স্ত্রী চক্ষুরোগ হাঃ ইং ফুল কলিকাতা।

চিঠিপত্র পোঃ
খাসরাজ | বেলেঘাটা জেলা।
B. N. Ry | ১০৫—২৩।১।২৫

"শিক্ষক চাই এম, ই, স্কুলের জন্য একজন চাই, ঐ, অথবা চাই, এল, টি, ডেড মাষ্টার ও একজন সংস্কৃত মৌখিক ডেড পণ্ডিত আবশ্যক। উভয়েই মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন ও আহার, বাসস্থান পাইবেন। ডেড পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও ডেড মাষ্টার কায়স্থ হইলে ভাল হয়। উভয়কেই মাষ্টারের একটী ফটিফিকেট পাঠাইতে হইবে। উক্ত পদদ্বয়ের প্রার্থীগণ সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।"

"সভাপতি, এস, ই, স্কুলের ম্যানেজিং
পোঃ—শঙ্খীহাটি, ২৪ পরগণা।" ১০৩—২৩।১।২৫

"WANTED an L. T. or I. A. passed Head master, a normal 3rd year passed Head Pandit and an English and Urdu knowing Maulavi on Rs 20/-, Rs 15/-, and Rs 10/- per month respectively for the Nangla-Sujamaha M. E. School, Khulna. Boarding and lodging free. Place healthy and on the river Kabadak. Steamer Communication with Central Section of the E. B. Ry. Apply by post with testimonials to

Sarbeswar Chakravarti.
105, Khurot Road, Howrah." 901—23. 1. 25

জেলা মেদিনীপুর, বিদ্যাদিনী লোহাচিয়ের অধীন, সাতগাছিয়া অঞ্চলে, যথা, ইং, বিদ্যালয়ের জন্য চাই, ঐ, অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন। বেতন ২৫৲—৪০৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান পাইবেন। জাতি, বয়স ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া, প্রশংসা পত্রের নকল সহ, ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ৮০৪—৩০।১।২৫

ঐরূপ একজন V.M. পাশ কিম্বা আপার প্রেড ট্রেনিং পাশ হেডপণ্ডিত (ব্রাহ্মণ পাশ হইলেন চলিবে) এবং স্কুলের মসজিদের কার্য্যের জন্য একজন মৌলবি (কর্ম্মনিষ্ঠ ছাত্র হইলে) অধিকারী হেডমাষ্টার আসী ও অন্য বহুত স্থানে যাওয়া একজন পরিশ্রমী অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। ঐ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী
দক্ষিণ চাকলা ইয়াংমোলী বিদ্যালয়
ডাকঘর—খেরেঘাটা
২৪ পরগণা
৮৮৪—২৩।১।২৫

একটি, মুসলমান ধর্ম্ম ইংরাজী স্কুলের জন্য চাই, ঐ, অথবা চাই, এল, টি, পাশ একজন অভিজ্ঞ হেড মাষ্টার আবশ্যক। বিদ্যা বিভাগে কার্য্য করিতেছেন এরূপ লোক হইলে ভাল হয়। বয়স হওয়া আবশ্যক। বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা খোরাক ও বাসস্থান পাইবেন। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

সেক্রেটারী—শ্রীনন্দিত মোহন পাল।
১১১ এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ১১৩—

রাজকার্য্য সম্পাদনে চতুরতার জন্য একজন শিক্ষিত উপাধিধারী পণ্ডিতের প্রয়োজন। বেতন ১৫৲ বাসস্থান ও আহারাদি পাইবেন। মোসাহেবগণের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সত্বর নিম্ন ঠিকানায় নিকট আবেদন করুন।

পণ্ডিত—শ্রীমতিনী ভূষণ শর্ম্মা।
গ্রাম পক্ষগ্রাম
পোঃ—বালিয়া (হাওড়া) ১০৬—

"আমলসুর (জেলা খুলনা) মহকুমা পাঠশালার (লোয়ার প্রাইমারী বালিকা-বিদ্যালয়ের) জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী, আবশ্যক। একজন প্রবীণ সচ্চরিত্র শিক্ষক আবশ্যক। বেতন উপযুক্ত ১৫৲—২৫৲ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হইবে।"

আমলসুর
জেলা খুলনা
১৪।১।২৫
} ডাক্তার সুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
আমলসুর,জেলা খুলনা। ১০৭—৩০।১।২৫

একজন উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত ও হেডপণ্ডিত আবশ্যক। বেতন ৩০৲ হইতে ৪০৲ পর্য্যন্ত। যোগ্যতা অনুসারে বেতন বৃদ্ধি হইবে। বিদ্যার্থীকে বিনা বেতনে পড়াইতে হইবে। বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার করিতে দেওয়া যাইবে। বিদ্যালয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক বিদ্যার্থীকে আবশ্যক মত স্থান দিতে পারা যাইবে। আবেদন করুন।

হীরালালবাবু মিত্র
সেক্রেটারী।
একজন উচ্চ শ্রেণী পণ্ডিত (বিনা বেতনে)। ১০১—

"WANTED a Normal passed Head Pandit for the Baksha M. E. School, on a monthly salary of Rs 22/-, rising to Rs 25/-. Preference will be given to a Kaibhya. Lodging free, boarding on tuition. Apply to

Priyanath Biswas.
Head master.
Baksha M. E. School
Janai P O, (Hooghly) 908—

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR.

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages 599. Price 12 Shillings.

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, a land of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in its book under review is a remarkable production."

Manchester Guardian: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * "a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock-down blow."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages xxiv + 343. Price 12 s.

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

The Folk-Element in Hindu Culture. Pp xii + 312. (Longmans, 1917.) 15 s. net.

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Indiaman (London). "Of substantial scientific value. * * * Much that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. Pp. xiii + 82. (Longmans, 1918.) 5 s. net.

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities and stating the case with a calmness and moderation that inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in five parts. (Luzac & Co., London, 1918.) 3 s 6 d.

Bookman (New York). "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman and Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) Dollar 0.75 cents.

Sukra-niti (Hindu Politics). Rendered into English from Sanskrit with Introduction

and Notes. (Panini Office, Allahabad, India, 1914.) Pp. xxxvi + 370. Rs 6 (Luzac & Co., London.)

The Positive Background of Hindu Sociology. Book I. Non-Political. Panini Office, 1914.) Pp. xxiii + 366. Rs. 7. (Luzac & Co.)

Columbia University Institute Bulletin. "An authority in the interpretation of Hindu culture from the standpoint of world-thought and in the perspective of developments in Europe and America."

Book II. Political (Allahabad, 1921.) Part. I. Pp. 126. Rs. 3.

Chinese Religion Through Hindu Eyes. With an Introduction by Dr. Wu Tingfang, Late Chinese Minister of Washington, D. C. Pp. xxxii + 331. (Maruzen Co., Tokyo. 1916.) 7 s 6 d (Luzac).

Quarterly Journal (The Indo-Japanese Association, Tokyo): "The book is not only a volume on comparative religion, but may be useful to those who want to get the oriental interpretation of oriental history."

Love in Hindu Literature. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) Pp. v + 80. 1 s 6 d (Luzac).

Current Opinion (New York): "The attempt to take the divine poetry of Radha-Krishna literature which has always been regarded as an allegory of the mystical union between God and the soul and to secularize it is the task of Prof. B. K. Sarkar."

The Science of History and the Hope of Mankind. (Longmans, Green & Co., London, 1918.) Pp. viii + 76. 2 s 6 d. net.

Open Court (Chicago): "An unusually broad conception of history. * * * The main tendency is to show the paramount importance of world-forces for the development of every single nation."

Introduction to the Science of Education. (Longmans, 1913.) Pp. xxxii + 141. 3 s 6 d. net.

Pioneer (Allahabad): "Admirable aim * * * written in the style of Herbert Spencer or Benjamin Kidd * * * an idealist, a fervent seeker after truth."

Die Lebensanschauung des Inders (Markert und Petters, Leipzig, 1923.) 80 Seiten. Preis Mk. 2.80.

For BENGALI WORKS by the SAME AUTHOR apply to GYANMANDAL BENARES CITY, or PANINI OFFICE, ALLAHABAD.

আজকালকার প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরের ডাক্তার
লোক্স ফেভারিট আয়োডিফর্ম্ম আনা আছে।

প্রবাসে বাঙ্গালী মহাশয়দের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইবে—এই আশ্বিনে বাহিরে চাই, পূর্ব্বীয়ে বাঙ্গালীর গৌরব বজায় রাখিতে হইবে—বিদেশে, আত্মীয়হীনে, আত্মীয়দিগের, "আস্থা" ও "বিশ্বাস" উদ্রিক্ত করা সহজসাধ্য হইবে

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

স্বাস্থ্য

জনসাধারণের নিত্য নব কথা বলে। স্বাস্থ্যে নিত্য-নূতন ও অকাট্য তত্ত্ব, বিজ্ঞানের উপায়, রোগ নিবারণ ও আরোগ্যের আনন্দময় সন্ধান দিবারই পাইবেন।

বার্ষিক মূল্য ২৲—৫ এর পয়সার টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

ঠিকানা—

ডাঃ এস বাসুর ঔষধালয়ের ম্যানেজার, বি.
ডাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাসুনী।

অফিস ১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নমুনা প্রার্থনা করিলে :—

বংসরে মাত্র ৸৹ টাকায় যাবে ঘরিয়া অবোধ্য কথা বিশিষ্ট ও নিখাইতে পারিবেন।

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা।

প্রবাদ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ,

এম্, ই, এফ, সি এস্ (লণ্ডন)

আমাদের ঔষধ বিক্রয় ও পরীক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে এজেন্ট আবশ্যক। ভি পি তে ঔষধ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ঔষধ পূর্ব্বক ব্যবস্থা লেখা হয়। চিঠী পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে লেখা আবশ্যক।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)

বিশুদ্ধ স্বর্ণ ঘটিত।

তোলা ১, টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাদার পক্ষ ঔষধ দ্বারা ইহা প্রস্তুত। প্রয়োজনীয় পরীক্ষোপযোগী ঔষধ।

সান্নিপাতিক সালসা—শিশি ৸০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার রক্তদূষিতাদি সালসা দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তদোষ, বিষদোষ, প্রবল গনোরিয়া, উপদংশ (সিফিলিস, গরমিদোষ, বাতদোষ, বাতরক্তদোষ, স্ত্রীলোকের প্রদর, বোধ প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য রোগ সত্বর নিশ্চয় দূর হয়। সকলেই ব্যবহার করিবেন।

৫ মন পানি—সের ৩, টাকা।

উৎকৃষ্ট জাতীয় আমলকী, অশ্বগন্ধা প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবস্থা প্রস্তুত। বল, কান্তি, মেধা, স্মৃতি (স্মরণশক্তি), ধ্রুবরোধ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সহজলভ্য ও সুলভতা সাধক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ ও বাজী বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১২, টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অন্যান্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অপরিহার্য্য ব্যবস্থাযোগ্য ঔষধ।

স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সপ্তাহ ১, টাকা। স্বপ্নদোষের এমন উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

কোষ্ঠশুদ্ধি বটী

প্রাতে খালি পেটে দিবা, আলোহজায় কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধাবৃদ্ধির একমাত্র মহৌষধ। মূল্য—১৬ বটী ২, টাকা ৪০ বটী ৫, টাকা মাত্র।

লুট! লুট!! লুট!!!

শীতের বিপুল আয়োজন।

এবেলায় ১০,০০০ বাজার ফর্দ্দি।

আমরা ১ টি টাকা আমানত, ইহা হইতে ধান, চেয়ার মাদুর, ঔষধ পত্রাদি যাহা ইচ্ছা ভি পি তে পাঠাইব। অতিরিক্ত পরীক্ষার যে অংশ আমানতে কম পড়িবে তাহা ভি পি তে দিতে হইবে। মূল্য এককুড়ি ১, টাকা ৩ কুড়ি ২৷৷০ আনা, ৫ কুড়ি ৩৷৷০ টাকা, ১১ কুড়ি ৫৷৷০ টাকা। ৩ কুড়ির বেশী আমরা কিন্তু অর্ডার পাঠাইতে বা প্রমাণ দাখিল করিব, ইহা মনে করিবেন না। ধান ব্যতিরেকে আমাদের অন্যান্য ঔষধও এজেন্ট করেন। অনেকের বিশ্বাস ধান পাওয়া যায়না

পাওয়ার স্থানে কোং

ধান, আলোহজায়, সিল্ক, ড্রাগ মার্চেন্ট।

৩৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!!

শাস্ত্রবর্ষের সাংবৎসর

আমাদের সখা প্রবর্ত্তক হইতে বিরত হইয়া এখন শস্ত্র বাহির হইয়াছে। উহাতে আছে—

(১) আমাদের পূজ্যপাদদের জীবন ও যোগাঙ্ক

(৮ খানা ছবি সম্বলিত)

(২) অনেকী ছবির সূচি (১১ খানা ছবি সম্বলিত)

"শাস্ত্রীয় সংখ্যা" প্রবর্ত্তক—যত ঐতিহ্য ও আমল সংগ্রহকারক ও যত বর্ষীয়ান কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।

২৮ খানা চিত্র সম্বলিত ২৩০ পৃষ্ঠার

বই—মূল্য ডাক আনা মাত্র।

ডাকমাশুল ৵০ আনা।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, চন্দননগর।

[illegible]

প্রচুকেশন গেজেট

১৮শ বর্ষ

সর্বত্র সমবেক্ষেতাং বিদ্বিজ্ঞ জ্ঞানচক্ষুষা। ... ...
সর্বশাস্ত্র বুধিত্বা তত্ত্ব সর্বে সত্য বিধাতব্যঃ। ... ...
জ্ঞানেন তং পরং সত্যং তত্ত্বজ্ঞানেন পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। ... ...

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ১৭ই মাঘ ১৬৩১, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯২৫ [৪১ সংখ্যা

"ভগবান্ 'মায়া' দেন কেন?"

অমৃতলাল, প্রেমানন্দম।
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ।
১৪-৭-১৮

[শ্রীরামকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, ত্রৈলোক্যনাথ, ...

শিশুমঙ্গল।

[পূর্ণাবৃত্তি]

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী]

অতি স্নেহে ঘুম সাবধানে বন্ধিত হয়, আদরের তাড়া-খাওয়া উপযোগ প্রাপ্তে ঘুমন্ত বন্ধিত পড়ি হইতে থাকে। তাই শিশুর জন্মের আগেকার সময়ে পরিবারের পুরুষ আর মৈত্রেয়ীরা তাহাদের দৃষ্টি সহজাতে উহার অন্যান্য প্রয়োজন অধিক সংখ্যে যত্নের বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। অতি স্নেহিয়াছি, শিশুর অধিক যত্নে এ শিশু ছেলে শিশু যা, ছেলে অবস্থা সকল সময়ে যে-গুলি ছেলে অধিক দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আসিয়া ছেলের তার ঠিক হারিয়া যায়। অধিকাংশ এ যাবে সেই শিশুটিকে কষ্টের এ অধিক হয় ছেলেদের অন্যে প্রত্যয় নিয়া দুঃখ হয়াকারী হৈয়াদি ভয়ের হোর মধ্যে ঘটিয়া জীবনে হৈয়ার পরীক্ষে যে বড় সময়েই হারিয়া পড়ে, অথচ অধিক-বয়সী যার ছেলেটি হৈয়াটি ঘটিয়া নিজেদের চক্ষে ছেলে এবং আর অন্যের দৃষ্টিতে যায়ে ... ...

আসে না, এমন পথে যাহির হইবার উপায় আমের নাই. অথচ জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে যে পীড়নের চিত্র এখানে এঁকেছি সে-চিত্রটি যে কতখানি সত্য তাহাকে বাহিরে এমনভাবে কিছু বিশেষ করিয়া দেখিবার উপায় নাই। তবে মনের মধ্যে তাহার ছাপ পড়িতে থাকে। তাহার ফলে ভিতরে ভিতরে আমাদের মধ্যে যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয় তাহা বাহির হইয়া পড়ে না বটে, কিন্তু তাহার যে বাস্তবিকতা তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। "ঠাকুর না খোয়াইলে বাবাকে সন্দেশ খাওয়ানো যায় না"—এ কথা ঠিক নয়।

আমাদের শিশুর মনের এমন বিকাশকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রায়ই দেখা যায় আমরা এবং আমাদের ছেলেরা মিলিয়া একটা মিথ্যা জগৎ তৈরি করিয়া থাকি। এই মিথ্যা জগৎ সত্য নয় বলিয়া আমরা ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। কারণ, ইহা সত্য নয় বলিয়াই ইহার মধ্যে আমাদের অনেক কিছু মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি। আমাদের মধ্যে যে-সকল মিথ্যা আছে তাহাদিগকে আমরা ছেলেদের মধ্যে দেখিতে পাই না। সেইজন্য তাহাদিগকে সংশোধন করিবার কোনো উপায়ও আমাদের হাতে নাই। ছেলেদের মধ্যে আমরা যে-সকল মিথ্যা দেখিতে পাই তাহাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠি। কিন্তু ইহা আমাদের নিজেদের মিথ্যাকে সংশোধন করিবার একটা অক্ষম চেষ্টা মাত্র।

ছেলেদের সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা বলিতে ভুলিয়াছি, অনেক সময় আমরা তাহাদের উপর রাগ করিয়া নিজের ছেলের উপর সেই রাগের ফল ফলাই। এমন কি, ছেলের রাগের অন্যায়ে অধিকাংশ সময় ছেলেই তাহার চেহারা দেখিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে। অথচ এ ছেলেরা হয়ত এমন অনেক অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য যাহার জন্য তাহাদিগকে পীড়িত করা হইতেছে। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, যে-কারণে একটা বড়কে শাসন করা হইল তাহার সঙ্গে ছোটর কোনো সম্পর্কই নাই। কিন্তু ছোট যে বড়র সঙ্গে একত্র থাকে, তাহার সঙ্গে সে একই আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে, সুতরাং বড়র অন্যায়ের ফলভোগ তাহাকে করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত অন্যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার প্রতিকার কোথায়? ইহা আমাদের নিজেদের অন্যায়ের ফল। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে আমাদিগকে নিজেদের অন্যায় সংশোধন করিতে হইবে। ছোটকে 'সহজকে' ফিরে পাবো' বলিয়া যে-সকল চিত্রের মূর্তি অঙ্কন করিয়াছি তাহাদের মধ্যে এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর এই এক বড় একটি অন্যায় আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। একদা আমাদের অন্যায় বুঝিয়া তাহার প্রতিকার করিতে আমরা সমর্থ হইব। তখনই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে।

ছেলেদের সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা বলিতে ভুলিয়াছি, অনেক সময় আমরা তাহাদের উপর রাগ করিয়া নিজের ছেলের উপর সেই রাগের ফল ফলাই। এমন কি, ছেলের রাগের অন্যায়ে অধিকাংশ সময় ছেলেই তাহার চেহারা দেখিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে। অথচ এ ছেলেরা হয়ত এমন অনেক অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য যাহার জন্য তাহাদিগকে পীড়িত করা হইতেছে। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, যে-কারণে একটা বড়কে শাসন করা হইল তাহার সঙ্গে ছোটর কোনো সম্পর্কই নাই। কিন্তু ছোট যে বড়র সঙ্গে একত্র থাকে, তাহার সঙ্গে সে একই আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে, সুতরাং বড়র অন্যায়ের ফলভোগ তাহাকে করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত অন্যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার প্রতিকার কোথায়? ইহা আমাদের নিজেদের অন্যায়ের ফল। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে আমাদিগকে নিজেদের অন্যায় সংশোধন করিতে হইবে। ছোটকে 'সহজকে' ফিরে পাবো' বলিয়া যে-সকল চিত্রের মূর্তি অঙ্কন করিয়াছি তাহাদের মধ্যে এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর এই এক বড় একটি অন্যায় আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। একদা আমাদের অন্যায় বুঝিয়া তাহার প্রতিকার করিতে আমরা সমর্থ হইব। তখনই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে।

ইহার সহিত এক শ্রেণির সহজ ব্রতকথা অভিভাবকের সহায়তায় সহজে পড়িতে পারে। ছড়া ও ইতিহাসের মধ্যে যে সুর ভেদ আছে, বালক ও ইতিহাসী কবিতা দুয়ের মধ্যে তাহা নাই। ইহাতে বর্ণনার ভাষা ও ভাব সহজ প্রকৃতির হইবে। পক্ষান্তরে আবেগের ও বিশ্লেষণের অনাবশ্যক ইতিহাস পুরাপুরি বিসর্জন—ইহাতে বিবরণের ও চিত্রণীয়তার বিন্যাসক্রম ও রাজুবাবুর কাহিনীর আলোচনা এক সঙ্গে এবং ইতিহাসাদির প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। অথচ একটি জিনিস বাদ যাওয়া প্রায়ই বড় ভুল করিয়া থাকেন। ছেলের ছেলের বিবাহ ঘটিবে কখন কখন এটা তাহাদের অভিভাবকদিগের কথার সোজাসুজি বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিতে দেওয়া হয়, অথচ ছেলেদের মনস্তত্ত্বের একটুমাত্র ইঙ্গিত যদি কোনো স্থানে সূক্ষ্ম তুলিকায় অঙ্কিত দিতে পারি তবে অতি সহজেই তাহা বিনা চেষ্টায় তাহাদের মনে পূর্ণ রস সঞ্চারিত করিতে পারে। ছোটদের জন্য কখনোই বড় কবিতা লইয়া যাই, ইহা যায় কল্পপ্রতিভা ও ললাদির অভাবে ছোটদের কবিতা হয়।

আর একটা জিনিস আমাদের সমাজের বড়ই অভিশাপ হইয়া আছে। আমাদের দেশে "ছাত্র যদি এসে পড়ে পায়ে তেল দিয়ে।" "ছেড়ে বাবুর চুল বাঁধি, তবে সে শিখবে ভালো।" ইত্যাদি ভাব শৈশব শিক্ষার অন্তরায়রূপেই নিষেধ হইয়া থাকে। একেত্রে বড় জিনিসটার প্রতি ছোটদেরই একটা প্রবল লোভ জাগ্রত থাকে, দ্বিতীয়তঃ ছোটটী যে তাহার বয়সের পায়ে তেল দিয়ে থাকে, এবং তাহা যে চুল বাঁধি অপেক্ষা অধিকতর গুরুতর সাধনার সহায়, এই উচ্চতর তাৎপর্য্য শিশু মনুষ্যত্বী অভিভাবকের নিকট সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। এমনি ছোটো ছোট ছড়ার ইতিহাস রচনা করা যায়। আমার মনে হয় ছোটদের জন্য ছোটো ছোটো একটী কুড়িটী ছেলে মেয়ে মিলিয়া প্রত্যেক ছেলে মেয়ে একটী করিয়া আমি মনে করি না। শিক্ষাদীক্ষার ছেলেদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আত্মার সহিত ঐতিহাসিকী কবিতা যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিবে তাহার কর্ত্তব্য। ভীমের তাগ, কর্ণ একলব্যের আত্মোৎসর্গ, অর্জ্জুনের বীরত্ব, দুর্যোধন, প্রতাপসিংহ, রাণাপ্রতাপসিংহের বীরত্ব-কাহিনী পড়িয়া যাবে প্রকৃতির সেবার জন্য আত্মত্যাগ এবং প্রকাশ প্রকৃতির তপস্যাদি এই সকলই তাহাদের সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিতে হইবে। কারণ আমার বিশ্বাসই এমন আমার ধরিব যে শৈশব শিক্ষার সহজ বিদ্যা, শৈশবের আদর্শই চিরজীবনের আদর্শ, শৈশবের আদর্শই চিরজীবনের আদর্শ, পরবর্ত্তীর ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না, তখনও তা হইতে পারে না। আমি নিজের সেই শৈশব শিক্ষাদীক্ষার তাহাদের যা, আজও তাহা, সকল দুর্বলতাসত্ত্বেও দৃঢ়ভিত্তি, তার সকলের বিদ্রূপিত ও লৌকাচারের সম্মানের ঘটী করিয়া ইহাই জন্মদীপকে তাহাদের পরীক্ষা ও ভাবসম্বন্ধ রক্ষা করে উচ্চশিক্ষা লাভ ও তার ভাবসম্বন্ধের প্রতিপালন করিতে পারে হইয়াই হইবে। এ ভিন্ন এর আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। ইহার উপরেই আজ সমগ্র জাতীয় ঐতিহ্য অবলম্বিত; ইহার উপরেই আজ জাতীয় জীবন সমস্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

পাতানো ভাই।

(শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী)

[illegible] দীর্ঘ কলুটোলার পাশের গোলার উপর একখানি বাড়ী আজ লোকের অধিকারে আসিয়াছে। সম্মুখে বৈঠকখানা আছে ছিল, সুড়কি পুড়িয়া গিয়াছে ছাদ আসিয়াছে। জীবন মিস্ত্রি বাড়ীখানির বিষয় বিদায়ী মুখটী তুলে তাকিয়া দেখিল, চারিদিক খুব, কোথায় কেহ নাই। সম্মুখে তুলে আঁচলের কাপড়টা জড়াই করিয়া আসিতেছিল। বিদায়ীর বাড়ীখানি বিক্রি হইয়াছে, এই সংবাদটা সে কে তাহার বিদায় গ্রাম আসিবার দিন শীতল কঠিন তেমনি করিয়া দিয়াছিল। বিদায় গমনোন্মুখ মুখি তাহার শীতল সম্বন্ধকে মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া বিদায় দিয়াছে। বিদায়ীর অন্তর কোথায় হাহাকার করিতে উঠিল। কোনও দিন তার প্রতীত সাড়া শব্দ নাই,—কেবল জীবনের উপেক্ষাবিদ্রূপ বর্ষণে তাহাকে আরও পাষাণ করিয়াছিল। বিদায়ী নিজের অন্তর হইতে তাহা কোনও কোনও সময় মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না।

সেই অতীতের বিষয়ক অঙ্ক কোথায় কতক বৎসর আগে তাহার বিয়ে হইয়াছিল, বিয়ের দিনের সে তাহার স্বামী অধিককে সবল প্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছিল সে দিন কিছু আজীয় বান্ধবীর সঙ্গের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সে দিন কতই সুখী হইয়াছিল সে। তাহার পর অধিকসুধার যখন এম, বি, পাশ দিয়া ডাক্তার হয়, অধিকের উপরকার সেই হর্ষোৎফুল্ল মুখখানির কথা যত বার মনে পড়ে তখন অধিকে মনে মনে বিদায়ীর বক্ষ কাঁপিয়া যাইতেছিল। প্রেমময়ে, বিদায়ীর কোমল হাত দুখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া, অধিক বলিয়াছিল, "বিদু! এস সুখী যাইয়া ডাক্তারী করি, প্রভুর নামের মহিমা বহন করে এ অনেক দূর লোকের উপকার করিতে পারিব। কেমন? তোমার কি মত?" বলিয়া বিদায়ের কাঁধের উপর আদরে বিদায়ীর মাথাটি টানিয়া লইয়াছিল।—আজার পর বিদায়ীর শ্বশুর ও শাশুড়ী দুজন পরিবারকে সঙ্গে লইয়া, স্বামী অধিকসুধার সহিত একত্রে আসিয়া বাস করিতেছিল। সে আনন্দের তাহাদের দিন যাইতেছিল। অধিকের মনের মত বিদায়ী, বিদায়ীর মনের মত অধিক,—ঠিক যেন একটি যুগল। সে কলকাতার অধীনতা অবলম্বনীয় হইলেও কেহই অন্তর অধিক পারিত না, তাহারা দুটি প্রাণী যেন সংসারে উভয়ের আর কেহ আপনার নাই। অধিকের মোর যুদ্ধ অবসরে তাহার ছাইলে বাস করিতে পরিত সমস্ত মূলে বেড়াইয়া বেড়াইত। সংসার উপর সুখীর অন্তর ভরা চাহিত, সমস্ত সঞ্চিত প্রাণের রস অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাদের অভাবনা করিত। বিদায়ীর অন্তর আজ হইতে যে কেন হর্ষোৎফুল্লে বিকচ করিতেছে। অধিকের মত হইত যে আর বিদায় বিদায়ের কিছুই ভাবেনা, জীবনে আর তাহার কিছু আসা নাই, কেবল বিদায়ীকে অন্তর করিয়া এমনি করিয়া ধীরে ধীরে দুজনে মেলে অনন্তে মিশিয়া যাব। শিশিরাতার বিষয়করে উপরে সে কিরূপ ছায়া উঠিত বিদায় তাহা এত দিনে বুঝিয়াছে?

বিদুমুখির পরে শিশির যখন তাহাদিগকে ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন, বিদায় ও তখন দুখী হাসা লাগিয়াছিল বিদু তাহার চেয়ে তখন যে আপনার, শিশিরই তাহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। অধিকের তাহাদিগকে বিদায়ী নিজেই সে শোক ভুলিতে পারিয়াছিল। বিদায়ীর অন্তরিক্ষ যখন দুষ্টী বিদু হয়ে দুদ্ধাইল বিদু অধিক সেহভরে বলিয়াছিল, "তুমি কি বিদু আমি যে আমি?" এই কয়টী কথায় কিসের কতখানি সান্ত্বনা ভরা ছিল, বিদায়ী তাহা বুঝিয়াছিল। বিদায়ীর মনে হইতেছিল, আজ যেমন করিয়া সেই স্নেহের অধিক, তাহাকে একান্ত

মিলনের আনন্দের মধ্যেও একটি বিচ্ছেদের ব্যথা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিল। বিদায়ের মুহূর্তকালীন তাহার ভাবি জীবনের কল্পনা, পিতা-মাতাকে আনিয়া এখানে রাখিবার কথা, এই সমস্ত কিছু মিলিয়া তাহার হৃদয়কে একান্ত অধীর করিয়া তুলিতেছিল। বিদায়ী ব্যক্তি যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে তখন তাহাকে এতখানি বড় করিয়া দেখা যায় না। সে দূরে সরিয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যাপিয়া তাহার মহত্ত্ব ও মাধুর্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। বিদায়ী ব্যক্তি যখন সত্য সত্যই চলিয়া যায় তখন তাহার সমস্ত অভাব একসঙ্গে বুকের উপর চাপিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে তাহাকে ভালো করিয়া বিদায় দিতে পারে নাই। এমন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। এই ভাবটা তাহার মনে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল, অথচ কিছু স্থির করিতে পারিল না, পিছনে পিছনে আসিল না। আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল। এমন সময় বিদায়ী অতিথি যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার মনের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ব্যথা বাজিতেছিল, তাহা সে কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহার পর যখন সে চলিয়া গেল, তখন সে ভাবিতে লাগিল—সহানুভূতির কিছু মাত্রও তাহার হৃদয়ে সঞ্চার করিতে পারিল না। বিদায়ীর মনে অনেক কথার মাঝে এই কথাটি বার বার জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে কোনো কথা হয় নাই, কোনো ভাব বিনিময় হয় নাই, তাহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করা হয় নাই, তাহার সঙ্গে কোনো ভাবী আশা-আকাঙ্ক্ষার কথ

অবশ্য সেবার একটা মোহ আছে, তেমনি মোহ আছে বিশ্বের উপলব্ধির আনন্দের আবার তাহাকে ছেড়ে থাকে যেমনি সকলের আবার হয়। দুঃখের, সে আনন্দ হইতে আমরা দূর।

নবযুগ ও ছাত্র সমাজ।

(শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত)

আজ তাহাদের চরিত্রে নবযুগের এক নবীন প্রয়োজনীয়তা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দেশমাতৃকা আজ তাহাদের সেবার উপর দাবী করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের সম্মুখে সমস্ত পথ আজ অবারিত হইয়াছে। যে আজ মূক, সে আজ বাণী, যাহার এ আহ্বানে আজ অন্তরে ত্রাণী হইবে। আজ প্রত্যেক শিশুর শিরায় শিরায় যেন আজ অজানার এক শিহরণ স্পন্দিত হইতেছে, সেখানেই আজ তাহার বাক্যহীন কণ্ঠের ভাষার নিঃশব্দতা—চরিত্রের দৃঢ়তা, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া থাকিয়া থাকিয়া সকলের বিশেষভাবে আজ বিশেষরূপ পরীক্ষায় ফুটিতেছে "ছাত্রদের অবশ্য কর্ত্তব্য"—ইহা আমি, কিম্বা আমার মত কি আর সকলেরই কিছু জানা নাই? যে সব ভাবের ফলে নীরব অনুপ্রেরণার মত আমরা আজ তোমাদের এক আকুল চাহনার অভিব্যক্তি হইতেছে? সারা বা কি ভাবে সকলের প্রতি বিষয়ে প্রত্যেকটীর মনে মনে আজ কিসের এক ব্যথা ভরিয়া আছে আমাদের মুখ করিয়ে? আজকার দিনে যৌবনের বেগে যাহারা মাতিয়া যায়না, তোমাদের বেগে যাহারা মুখ ফিরাইয়া তাহারা যে আজ প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি অভিযোগ করিতেছে। এই যে তোমাদের সম্মুখে আজ দিগন্তের শুভ অরুণরাগে জাগি যেন, আকাশে উদ্ভাসিত, ছিন্নার কোটি কত চক্ষু, বসন্তের অনাবৃত প্রাণ পত্র আজ আমরণশীল অনন্তকাল ধরিয়া সমস্ত যেন নীরব বিচরণ করিতেছে' তা কেন তাহারই কি সেই আমাদের মুক্তি নিয়ে নয়? আমী বিবেকানন্দের কৈশোর বাণী স্মরণ কি মনে পড়ে কি আমী বিবেকানন্দের কথা।—

"অন্তরিকা মুক্ত যেন আমার আজিকার মুক্তির আনন্দে ভরিয়া উঠিতে আমার অন্তরিকার আকাশে পুরিয়া রেখার, তোমাদের যেন ঘর সমুদ্রে অবধিত না আমার ভাবিয়া মুক্ত মুক্তি, মুক্ত। সন্তিয়ার ভবানীর আহ্বান করিয়াছে? সত্য এ কি ভাবনার। "Thy necessity is greater than mine" বলিয়া বিশের মুখের অন্নখানী একজন দুঃস্থকে দিয়ে? যদি আজ তাহাদের এই নবযুগে তোমার আমার কিছু করিতে তোমার বিদ্যালয় সকলে হইবে—যে আজ বিশ্ব পরিবর্তিত হইয়া হয়ে সকলে হইবে।

বিশ্ব শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যেমন আজিকার আমরণ ভবিষ্যতের সকল মন সংসারের এবিষয়ে সাধিত মনোযোগী আকর্ষণ করা। বিদ্যালিক্ষার উদ্দেশ্য আমার শক্তিকে একত্রের শক্তির মধ্যে বিলীন করে। আমার মুখ দুঃখ, সাফল্যের একত্রের মধ্যে বিলীনে পারিবারিকের বলিয়া আমার বিদ্যালয় চিরন্তনীয় মুখের প্রয়োজনীয়।

মনে পড়িবে কিছু বিদ্যালিক্ষার মনে মনে আজ তাহাদের এই শুভ দিনে নবযুগের সাধনায়—এই আহ্বান মন সাধনার প্রস্তুত হইবে? যদি আজ তোমাদের মনুষ্য জীবন সার্থক হইবে।

"তুলসী যব জনমে আপন রুদ্র রোয়ে জগতমে
আপন কাম করকে যাওয়ে রুদ্র হাসে জগ রোয়ে॥"

"স্বপ্নলোক মধুর বেদনা
ভরি তোলে দুটির ঈথর।
ঐই বেদনা ঘরে যেই জন
সৌরভে পূরিবে ঈথর।"

"তুমনী, যখন তুমি আকুলতায় ঈথরে তুলিতে ঈথরিয়াছিলে, তখন অবশ্য তোমার বেদিয়া হারিয়াছিল, আর তুমি কাঁদিয়াছিলে, এখন এমন কাজ করিয়া যাও যে তুমি হাসিয়া হাসিয়া ঈথরের পথ পানে চলিয়া যাইবে, আর অন্যের তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইবে।"

আমরা তুমনী সাহেবের এই বাণী মূল্য করিতে পারিব কি? যদি পার হয়ে "অপরিচয়ের" তোমরা ছায়ালোকের ছায়া কিছু পার তাহা করিয়া থাকে। সাধারণ আলো যে তোমরা আলো করে, তার চেয়ে ছায়ার কাঁটাটি পথের যে দূরে বিক্ষেপ করে তার জীবন আরোহের সহিত্য—অধিকতর গভীর।

তোমরা ছায়ালোক। অনন্ত নিত্য প্রশ্নের মহোৎসবের প্রায় তোমাদের সম্মুখে বিপুল কর্মক্ষেত্র। আজ যাহারা ধরা আছ, তাহাদিগকেই নিজেদের মনে—অভিজ্ঞানের খুব আসন গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বিজ্ঞান এই জীবনটা কি তোমরা মহাপুরুষদিগের আসন করিয়া পরলোকে প্রবাহে অভিবাহিত করিতে চাও? তাদের ঘরে সন্তানদের কি অমনই মধুর তোর কর্তব্য নাই?

ঘরে ঘরে তুমনী তোমরা ফিরে না আসিলে পরিচয় পাবে না, ছায়ালোক কি আলোকালয় হয়ে করে তোমরা সেই দূর ছায়ের পরিবার যান নির্মাণ করিতে পারে না? তখন ঘরে পরিচয় এই ক্রম করিতে পারে না, ছায়ালোক কি—আলোকালয় ঘরের ছায়া হয়ে করিয়া সেই ছায়ের পরিবার যদি বিদায় দিতে পারে না? কি হবে তাই সে ঘরে যে তার পরের তোমার বর্ষিত হয় না? কি হবে সেই ঘরে যে তার বিশ্ব মধুময় করিতে পারে না?

"ঘরের কি সে ন ঘরেরি মাঝে
ঘরের কি সে ন বিশ্বের ন ঘরের।"

কি ঘরে সে ঘরেই তোমরা, যদি আমরা তোমরা আর সমস্ত তাই অনন্তে থাকিতে। তাই সব তোমরা প্রাণে কি তখন একটু মমতা পাবে না যখন তোমাদের অন্তরঙ্গ সহচারিণী অথবা প্রাণসঙ্গিনী কিংবা সাহচর্যবিহারিণী অকূল সাগরে ভাসাইয়া যাবে? যদি তাহা পাবে—যদি অন্তরের দূরে প্রাণে একটুও তোমার অনুভূতি জাগে তবে নিজের তোমা মমতাকে বিলাইয়া তাদের পথিক সমান আলোর তরে। বিদায়ের অভিমানী তোমার উপর অন্তরঙ্গভাবে ধরিয়া রহিবে।

তোমরা ঘরে সন্তানের সাথে ঘরিবেটে খেলাধুলো করিয়া ভাইবোন তোর, তোর এই বিদ্যা কি তোমাদিগের কর্মক্ষেত্রে আহরিত বিদ্যার জন্য বিক্ষেপ করিতে পারে না? সমস্ত ছায়ালোক কি এই বিদ্যা প্রতি পরীক্ষার পরীক্ষে দুটির দুটি ভিন্ন করিয়া তাহা মন, মানুষ, বিদ্যালয় অন্যায়, ঘরির, দুঃ, অন্যায়, অন্যায়ালোকের মধ্যে বিভেদ করিতে পারে না? এই বিদ্যা কি তোমরা ঘরালোকে অন্তরঙ্গ দুটির তোমাদের ঘরালী ছায়া ঘরালোকে উদ্ভাসিত করিতে পারে না? তোমাদের চক্ষের সম্মুখে আজ কত শত লোক মন, ধারণা, আকিঞ্চন ছায়া আইয়া ছায়ের পথ পরিচ্ছন্ন করিতেছে, তোমরা কি তাহাদের হাতেখড়ি ধরিয়া তাহাদিগকে এই পথের পথ হইতে বিমুক্ত করিতে পার না? কত ঘরালোক ঘরিয়া ছায়ের ছক তোমাকরিয়া তাহাদিগকে সমাপ্ত করিতেছে, তোমরা কি তাহা করিয়া দিয়া সেই ছায়কে আজিক ছায়ালোক ঘরের উদ্ভাস করিতে পার না? তোমাদের মধ্যে কত শত ছায় ঘরিয়া ঘরালোক পিতার সমাপ্ত করিয়া পথ প্রবণ করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে, তোমরা কি ঘরালোকে বিদিয়া সেই সব ছায়কে এই "পরা-পরালোকে" নির্ভয়, নিমুহ ছায় হইতে প্রতিনিমুহ করিতে পার না? তোর দেখি ভাই, আজ এই পথ প্রবাহে তোমে কত শত পরিবার পথের কাণ্ডারী হইতেছে—তত শত মানিক উদ্ভবে অথবা অন্তর ছায়ালোকে আত্মাহুতি দিতেছে, এ সকল দূর এ ছায়া নিজের দূর দেখিয়াও কি তোমাদের প্রাণে একটুও মমত তোর জাগেনা? কি হয় ভাই, পরের জন্য নিজ বিলাসীতা করিয়া?

"আমার বইয়ের দাম কখন না হয়।
বাড়িও হয়ত তার তুলা মূল্য নয়॥"

তোমাদের এ দেশে যে ভাই বোনের দেখা নয়—তাহার আদর্শ যে দেশে সর্বত্র তোল বাস নয়।

"যাবজ্জীবন তুমি জীবন আমা হতে পিবে।
তবী তুমার দেহের পুরুষাকার তুমি॥"

এও সমীচীন আদর্শ। তোমাদের যে সেই দেশের ছেলে যে বাঙ্গালার মহী রূপ সমাজ রাইজাবী ছাড়িয়া জীবন পরিচয় দুকাননে বিশ্ব শ্রীচৈতন্যের পদতল ধূলি করিয়াছিলেন; মনে পড়ে কি মন্টিসরীর কথা। ইতালির মহিলাটির খুব মন্টিসরী। তাঁর ইতিহাস মহাপোলিসে লিখিত আছে। ইতালির বড় বড় মহাযুদ্ধ যারা রাজপথকে হান করিয়েছে, মন্টিসরী পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন যাহা, তুমি আমার কাছে কাল করিয়েছ? বালকের বিনিময় করতে ইতালির বলিলেন, তোমার কাছে কাল করিলাম। মন্টিসরী নিজের কথা ভুলিয়া তখনই আলোর দেখেন। যে তখন বাটীতে ছিলেন না। এক-দিন—দুইদিন—তিনদিন পরে যে আসিয়া দেখেন অনুরূপ অবস্থার একজন তাদের তুমার তাঁহার বাটীর দ্বারে উপস্থিত। যে অতি বিনীতভাবে মাতৃস্নেহের পুরস্কারস্বরূপ লইয়া গিয়া তাঁহার পাঁচ প্রকাশ্যারি করিয়া বলিলেন, ওরে আমার তুমার তুমি যেমন তিন তিন আমার বাটীতে অনুরূপ অবস্থায় বসিয়াছিলে, তেমনি তিনটি কর চাই, আমি তোমার তিনটি কর দিবো। মন্টিসরী বলিলেন, তেমন আমার প্রথম এই কর দিবে তোমা আমি আপনার আমার হইতে-বিদিয়া গেলে আমাকে পিতা আমার দিবিতে পারেন, দ্বিতীয় কর এই দিবে আমার পিতা তোমা আমাকে আমাকে পুনরায় গ্রহণ করেন আর শেষ কর আমি আপনার নিকট জানিতে চাই মানুষ মহিলা কোথায় যায়? আমাদের প্রেম: ও প্রেম: কোন্ বস্তু তাহাই আমাকে বলুন—উহাই আমার আমার তৃতীয় প্রার্থনা।"

যে কবি তুমারের অসাধারণ ত্যাগে ও অসাধারণত্বে মা দেখিয়া তুলনা করিতে, চিন্তিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া যে বলিলেন' তোর কবি তুমার, তোমার আমি রাজরাজেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরের বইবার যে শিখাই, তুমি আমার এই প্রকার সন্তোষ বাড়াও গ্রহ করিও না। মন্টিসরী বলিলেন, আমি তাঁপন তুমার, জীবনে কথা আমার তথা তোমা মেয়ে মেয়ে আছ, তুমারের আমার শিক্ষালয়, তুমার কবলী আমার মেয়ে কবলী আর তুলসোলিত পর্বতুটির আমার রাজপ্রাসাদ, আমার রাজরাজেশ্বর তুমার মহিলাদের শিক্ষা কি করিব? তখন মন্টিসরীকে শিক্ষালয়ে সন্তোষজনক দিখাইয়া দিলেন।

এই ইতিহাস হইতে কি ছাত্রগণ বুঝিতে পারেন না এ দেশের কি মহান্ আদর্শ ছিল? যে দেশে এই সব ত্যাগী পুরুষের জন্ম; সেই দেশের ছাত্রগণ ছাত্রজীবন হইতেই কেবল চোখাখাবেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন? যখন অন্ধকারের প্রাণ, অসহায় ভারিয়া যায় তখন কি ছাত্রগণ অন্ধকারিতের ঘরে ঘরে আলো বিতরণ করিতে পারেন না? যখন দুঃখ, মরণ প্রাণের অবলা, সরলা নারী-গণকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়, প্রাণের ছাত্রগণ কি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের রক্ষা করিতে পারে না? ছাত্রগণ কি প্রতি ধরিবারে, প্রতি অবকাশের সময়ে গ্রামের বড় দুর্দশাগ্রস্ত সাহায্য ও, যদি অন্তত পরিবার, দরিদ্র ছাত্রা সমূহের প্রয়োজন করিতে পারেন না? ছাত্রে প্রেরণা থাকিলে স্কুল কলেজের নিয়মিত পাঠ আরও করিয়াও এ সমস্ত অনুষ্ঠানসমূহ করা যায়। যাহারই সমাজের অন্তরের নিম্নের জন্য কিছু করিবে চাহিবেন' তাঁহারাই ছাত্রজীবন হইতে সে কাজে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল কি চোখ সুখই জীবনের কাম্য হইবে? যদি তাহা না হয়, তবে ছাত্রগণ প্রতি স্কুলে, প্রতি কলেজে এক একটি "ছাত্র সমাজ" গঠন করুন। বক্তৃতার দ্বারা গ্রামবাসীদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করা, আশে আশেপাশে দুই তিনটি দ্বারা সাহায্য করা, রোগাক্রান্তের সেবা করা, তুমার সংকার করা, নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তুমারদিগকে শিক্ষা দেওয়া, মহাপাঠীদিগকে মহাপাঠ হইতে নিবৃত্ত করা, মাতালের মদ খাওয়া হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করা, গ্রামের মধ্যে অমল পরিষ্কার করা, আশেপাশে মাতৃস্নেহ বোতলজাত নিম্নশ্রেণীর করা, গ্রামে তুমার নিজের প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা, ম্যালেরিয়া নিবারণের

দেখলে, সমস্যার দুই দিক আর সর্বোপরি সমাধানের সহজ পদ্ধতি। এখন তোমার কর্তব্য হইবে। পারিবে কি তার ধার ধরতে? এই দুঃখের এ সংসারে—এই সংসারের নিত্য হইতেও পারিবে কি তাই নিজের আত্মিকতে জগতের আত্মিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে? ঐ যেন আমলাদির ভূষণা বিকল্প বীর্যবান্ বিহ্বল ধরণা যেমনভাবে তার আশা ভূমে তাহার তোমাদের মুখের দিকে আজ তাকাইয়া আছেন। মনের এই ভাব —এই অবস্থায় এই কাপিয়া আজ তোমারই যোগ্যতা দূর করিতে পারে। "তথাপি আমিত্বকে যে পথে পাওয়া যায়।" তথাপি তোমাদের অধিকার, তথাপি সেই পথ-চলার তথাপিতে তথাপি। তাহাই বুঝি তথাপি অতি তথাপি সিদ্ধি। "তাহার পথ চেয়ে এল তথাপি মুক্তির ধার মুক্তির পথ আছে না জানে, সে যেতে না যেতে" তাই —আজ—আজ—আজ—এই আজই তোমাদের জীবনের শেষ হইবে। এতদিন তুমি যাহা মুক্তকণ্ঠে নিজে হইতে আপনার হইয়া বল———

"We slept and dreamt that life was beauty
We woke and found that life Was duty"

সেই পথে জীবন প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। ঐ যেন বীরে বীরে তোমাদের জীবন নিবন্ধি অন্ধকারাচ্ছন্নমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার চারিদিকে কেমন একটা ভয়ের ভাবনার হইতেছে, "অন্তরে বাহিরে" "অন্তিমের দেবীগীত" যেন আজ তাহার মধ্যে বাহুর বন্ধন বাড়াইতেছে, আর তোমাদের এই "জননী জন্মভূমি" কি চিরদিন মহাশূন্যে হইয়া থাকিবে? "চিরদিনই আমার প্রাণে বসন্ত বিরাজিত।" ছি —আর তার সম্বন্ধে কথা হইবে না। এখনও দেবতাত্মাদের বল—

"তুমি আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ, তোমা হতে বিদায় লব তোমা হতে আবার ফিরে আসব বলে তোমার ধূলায় আমার শেষের তোমার বিছানো শেষ হোটি সমান যায় চলে উঠে আমার দেশ।

আমার মুখের যা তোর হাতে তাহার আমার অধিক তোর বিদেশ হতে বিদেশ সঙ্গে বিদেশ আমি বিদেশ তোর?

প্রতিক্ষা।

(ডাক্তার সত্যপ্রসাদ ঘোষ—ম (৫)।

এস আমো এস, জগতের ধন,
মুছি প্রাণভরে চরণ তুখানি।
অতল বিষাদ অঞ্চিত হইয়ে
তুলাকাশে এই ধূলি লিখানিধি॥
এতদিন হয়ে আছেই বসিয়া,
এস আঁখি জল পড়েছে ঝরিয়া,
বহিয়া অঙ্গ তুকারে নিয়েছে,
কি দিয়ে তোমায় ধোয়া পা তুখানি॥
এস আমার আকারে তুষিয়া,
তব মিনি সব তুলে উঠিয়া
তুমি তুমি হইতেছুল আকারে,
তোর হইতে পড়িব—

তুকাইয়া যাও খুঁজিতে পারিব,
দেখাইয়া যাও দেখিতে পাবি না,
তুমি না দেখালে, তুমি না দেখালে,
কেমনে খুঁজিব তোমি জননী।
ছুটিতে যাও না আমার নিয়মে,
পুঁজিতে ও তব আমার চরণে,
আমো অবাক তোমা প্রাণের
ফেলে যাও আমো তোমা আকর্ষণে।
দেখাও আমারি। কিবা মম আমে
আর কিছু হতে তবন লইয়ে
আ আমা বলে প্রকাশিব হয়ে
আমাদের পূজা নিবিড় জননী॥

তবু ত প্রসন্ন হইলে না ?

(শ্রীমতী—দেবী)

যা তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছু করিয়াছি, সবই ত করিলাম। আসন করিয়া বসিলাম, নিজের মাথার ফুল ছড়াইলাম, তোমার মূর্ত্তি করিয়া তোমার মাথায় ফুল চাপাইলাম। ধূপ জ্বালিলাম, ধূনা জ্বালিলাম ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিলাম। ঘণ্টা বাজাইলাম, শঙ্খধ্বনি করিলাম, প্রসন্ন হলি ? তবু ত প্রসন্ন হইলে না। প্রদীপ জ্বালিলাম তাহার চুলাইলাম, চন্দনের টীপ কাটিলাম, ফুল ছিটাইলাম প্রসন্ন হলি ? তবু ত প্রসন্ন হইলে না।

বুক চিরিয়া রক্ত দিলাম, পাঁঠা বলি দিলাম তোমার পূজার যাহা কিছু অনুষ্ঠান আছে সবই ত করিলাম, প্রসন্ন হলি ? তবু ত প্রসন্ন হইলে না !

প্রসন্ন হওয়া দূরে থাক, একবার চোখ তুলিয়াও দেখিলে না। এত উদ্যোগের আয়োজন সবই কি তবে বিফল হবে ? তুমি পূজা গ্রহণ করিলে কিনা জানিবার আমার কোন উপায়ই নাই। তুমি ত কথা কও না, তোমার ভাষা ত আমি বুঝি না। তুমি ত আমার সঙ্গে কথা কহিতে পার না—আমিও তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারি না। তবে কেমন করিয়া বুঝিব তুমি প্রসন্ন হইলে কি না ? তুমি ত আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দাও না।

তবে বোধ হইতেছে কি জান ? এতদিন বৃথাই পরিশ্রম করিয়াছি। আমি বিদীর্ণ, অবহেলিত চির ভিখারী আমি তোমার পূজার আসল জিনিষ প্রেম, ভক্তি কোথায় পাইব ? প্রেমহীনে তোমাকে প্রসন্ন করিবার শক্তি আমার কোথায় ? যাহা পাইলে তুমি প্রসন্ন হইতে সে হৃদয় ত আমার নাই। এই দুর্দিনে তুমি যদি আমার হাত ধরে জীবনের সব সাধে পথ দেখাইয়া লইয়া যাও—এ দুঃখে আমার যে আর কোন উপায়ই নাই।

অন্যূন ইংরাজী ছাত্রিংশৎ তালিকা নিত্যানন্দবেরা

ছুটি তালিকা।

নীরা দেবী চাপুর, কিরণবালা বৈদ্য ব্যাপটীস্ট মিশন বরিশাল, হিরণবালা দেবী করিমপুর, অমৃতপ্রভা বসু কলিকাতা ছুটিয়া, প্রীতিলতা লাহা আসাটীয়া মিশন বরিশাল, মহিকোয়াটী সেন বাসুদেব, সুপ্রভা বসু কলিকাতা ছুটিয়া, সুপ্রভা সে চাঁদাইল বিদ্যাবাসিনী, উমারাণী রায় দিনাজপুর, কুসুমকুমারী দেবী করিমপুর।

অন্যূন ইংরাজী ছাত্রিংশৎ তালিকা।

রবি ঘোষ শীল আবিরীটোলা বালক বিদ্যালয়, আশুতোষ মল্লিক—করোনেশন বালক বা হি, বিনোদ লাল মুখার্জি—৬৮৬৮৬৮ বা হি, দেব, রমেশ চন্দ্র...চন্দ্র ঘোষালবয় বা হি।

২য় পরীক্ষা :—

বাসিনী ভূষণ সাহা—আহারা বা হি, সুশীলকৃষ্ণ পাল—মুর্শিদাবাদী ঐ, কৃষ্ণপদ ঘোষাল ঘোষাল—বেলঘরিয়া ঐ, ভূষণ চন্দ্র বাসাকি -বরানগর ঐ, বিনয় ভূষণ সরকার—বেলঘরিয়া ঐ ত্রৈলোক্য নাথ সাহা—আহারা ঐ, আশুতোষ মল্লিক

আয়তন—দক্ষিণ হস্তের ঐ, জ্যোতিষচন্দ্র রায় চৌধুরী—সাকিন ঐ, বিপিনচন্দ্র রায়চৌধুরী—সাকিন

মুসলমান-সমাজের বিশেষত্ব সূচক।

ধারণ যোগ্যস্থান বঙ্গল—বেলিয়াঘাটা জিলা এন্ট্রি, ঐ ব্যক্তি ধারণ করেন। বেলিয়াঘাটা জিলা এন্ট্রি, ঐ।

মন্দির।

মন্দির সেবা—বড়বি, অধিকারের মুখাপি—অধিকি, পরীক্ষা যোগ্য নাম—বিষ্ণুপুর, অধিকারের মুখ্য নাম—অধিকি, অধিকারক ক্রিয়া—যাজনক।

মসজিদ-সমাজের বিশেষত্ব সূচক।

আজুল রহমন বিশ্বাস—গ্রামবাস, সাকিনাদিয়া আয়তন কাঠার।

মুসলমানের।

নিবাস গ্রাম—পাঁচ গ্রাম, সেখ আজুল করি- পাঁচ-গ্রাম, পদবী ব্যাপারি- ব্যবসা, সেখ আবু তাহের- পাঁচ গ্রাম, প্রবেশ দুয়ার বন্ধ—আছিনাদ্বার।

মুসলমানের বিশেষ বৃত্তি।

জোবার আলি—কৃষাণ,

ব্রাহ্মণের।

ব্রাহ্মণদের নিজ - পরমানন্দপুর, বিষয়ের উপাধি- পরমানন্দপুর, শ্রীনাথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—হরিপুর, আয়ুর যোগ্য—বয়সটী, চক্ষুর্বিশেষ, সবার দুয়ার মন্দুখবার—কাছারীর বাটী,

মুসলমানের বিশেষ বৃত্তি।

আজুল আজেম—মহেশপুর, বাঁ আয়নার আলি—মাজিপুরা।

কুলীন।

কুলপ্রধান ঘোষ—মহেশপুর, শ্রীমন্তমাধব চাটার্জি—বাইরোবা, প্রধান দুয়ার মুখার্জি—সকিন শ্রীপুর, অধিক মুসলমান আয়ত্ত—আমাবোসা, বর্তমান দুয়ার মন্দুখবার—সিমলাঘর, সভাঘর চাটার্জি—চন্দনপুর, অধিক দুয়ার বন্ধ—সাধারণ।

মুসলমানের বিশেষ বৃত্তি।

সেখ আজুল ঈশান—মহেশপুর,

অধীনস্থ নগর—মোহনপুর, অধর যোগ্য স্থান—বাইরোবা, প্রধানের নগর—হিরণ্যবাটী, নগর দুয়ার বিবাহ—ঘটোৎসব, বিষ্ণুপুর নগর কাঠারপুর, অধিবাসী ব্রাহ্মণ—ঘরণা, জিলাস্থানের কারণার—অধিক বাজার, অধিকার কারণার—মাজিবাটী, শুভদায় বিবাহ—পলাশপুর।

শ্রেণীর পরীক্ষার ফল।

নিম্নের তালিকা।

চাষা।

অধিক সেখ মুখীলাবাদ বঙ্গল। সোকিন আজুল। নিজস্থানের সেখ আমিনা আজুল।

এক ইংরেজী।

সেখ সেখ ইংরেজী বন্ধ।

কৃষিজ তালিকার।

চলন্ত বাল বিবাহ সম্বিধান নগর উপাধান নগর-কায়। শ্রিয়বাল মহুমদার নুর আহার আজুল। মাহাবাটী জোলাহিত। অধিকারের আজুল।

এন্ট্রেন্স।

মহোমদ আল

বঙ্গ ইংরেজী বৃত্তি তালিকা

ব্রাহ্মণাদি।

অধীনস্থ পরমানন্দ পাঁচপুর, সোকিন মুখ্য নাম—তারাপুর, মুখ্য দুয়ার সভাঘর—বাইরোবা, সাধুচরিত বঙ্গল—মাধবেরপুর,

মুসলমানের বিশেষ বৃত্তি।

হেমাতুদ্দিন সর্দার—তালিক, সাধুচরিত বঙ্গল—মাধবেরপুর,

বিবাহপুর।

অধর ইউনুস—আমাবোসা, বিবাহস্থান নাম—মাজিপুর, অধিকী দুয়ার ঘর - বিবাহপুর মিউনিসিপ্যালিটি,

মুসলমানের অন্য বিশেষ বৃত্তি।

সাধুচরিত বঙ্গল—বড়মাড়ী, অধিকারের অধিবাস—বিবাহপুর মিউনিসিপ্যালিটি।

অলঙ্কারপত্তি।

চুনীলাল বসু
হরিচরণ ঘোষ চন্দ্রবর্তী } কোম্পানিঃ ইন্ডিয়ান্টিকস।

বাসুদেব

মন্তিষ্কবিকৃতির আক্রমণে এলোমেলো বক, অন্তিমে মুমূর্ষে নিজ বোমাকাপড়া, মুমূর্ষু বিদেশী মুদ্রাদি—চুক্তিপত্র, আলতক আদি সরকার—ভরতখানি, অতীত ভজন বসু—বাসুদেব,

মুদ্রণালয়ের ভুল বিশেষ দৃষ্টি।

সাহিত্যিক আক্রমণে—কিশোলাল, মরমে আবদুল

ধনি মোহীবাড়ী, আন্তিমূর্তির সরকার—ভরতখানি, মর্মর আক্রমণ বোমেল—ধরিত্রীপুত্র,

বসুন

আন্তিমূর্তির এন্ত্রিক - কাব্যের আক্রমণোর, মন্তিমূর্তির মর্মর সরকারের, সাহেবকিনের ভজন মোবিন্দপুর বোস,

মুদ্রণালয়ের ভুল বিশেষ দৃষ্টি।

মরমর সাহেবপুরঃ সরাসরিক বোমাকাপড়ি, তাহেরাবাদী পর্যবেক্ষণ আবদুল, আন্তিমূর্তির আক্রমণ—ধরিত্রীপুত্র বোস

সমালোচনা

আওলাদ কুসুমখেলক আমলা—শ্রীমধুসূদন বেদ প্রণীত—প্রকাশক "সমস্তিপুর হাউস" হইতে প্রকাশিত—মূল্য এক টাকা।

সত্য সত্য পুস্তকখানি পড়িয়া ও পড়িয়া পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রকাশক বৈদিক যুগ হইতে বিবাহের,প্রচলিত পরম্পরা ও ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইয়া গ্রন্থকার যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তিনি উপাদান বিষয়গুলি আমাদিগকে ও দেশবাসি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এই গ্রন্থ তাঁহার প্রগাঢ় পান্ডিত্য ও অসীম পরিশ্রমের সাথেই পরিচয় পাওয়া যায়। যে হইতে আমরা পড়িয়া বিবাহের কার্যবিধি পর্যন্ত, এই দীর্ঘকালের ইতিহাস কেবল পড়ার পড়িয়া অনুসন্ধান করিয়া,প্রকাশ পাইয়া যায় নাই। সংস্কৃতীয় উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া সমাজের সমস্ত প্রথাসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপন্যাস পড়ে বহু প্রথা প্রকাশিত হইবে, তাহা দেখে পান্ডিত্য ও বৈদগ্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, মনে করিব। অনেক ভুলত্রুটিশূন্য এই পুস্তকখানি সাহিত্যিকের পাঠে অনেক আমাদের দৃষ্টি। সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের গবেষণায় প্রকাশ করি পাঠকের মনোনিবেশ করেন, তবে আমরা ইতিহাস পথে অনেক অগ্রসর হইতে পারি, এবং ভবিষ্যৎ উপন্যাস লেখা ও পাঠ করিয়া ভুলেরে ব্যাপৃত থাকিবে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস তত বেশি অন্ধকারে থাকে। আমরা উপন্যাস পাঠের বিরোধী, তেমন মনে করি না, উপন্যাসের উপন্যাস অন্তর্ভেদের ও ভ্রান্তিমূলক ভবিষ্যৎ ভুল পাঠ করিলে লোকের, তবে ইতিহাস হইতে পারে জাতীয় ইতিহাসের কোনও প্রয়োজন হইবে না, ইহা কেহ যেন উপন্যাসেই কেবল পড়িয়া না পড়িয়া মনে না করেন। যথার্থের ইতিহাস জানিতে হলে, অনেক গ্রন্থমালা ঘাটাইয়া হয়রান করিতে হইবে। কেবল আমাদের ভরসা আপনার হইলে চলিবে না।

অনেক ঘাটতিরও বিষয়—"আলো ঘুমিয়ে থাকে না ঝিনুক"। আমরা যে প্রকাশের সময় ঘরে গ্রন্থ করিতে পারিয়াছি, তাহা নহে। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার মত সমর্থনে বোধ হইয়াছে, কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার পরিচয় একমত হইতে পারি নাই। যে সব বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে মত মিলে নাই, তাহারই উল্লেখ করিব। তাঁহার বিশ্বাস, মনে হয়, এক্ষেত্রেসন্নিবাসের শেষ করিয়াছে। তিনি প্রকাশের ভূমিকা কথা কেবল ভাবিয়াছেন,

কৃষাণীদের কৃষিকার্য্য করা হইত বোধহয় স্থান পায় নাই। কৃষাণীদের প্রতীক্ষায় ও অপেক্ষায় সন্তানের বিবাহ দিতে দীর্ঘকাল বিলম্ব হইত এবং এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। কৃষাণীদিগের সন্তান কৃষাণীর সহিত একত্র বাস করিত, কে কাহার পিতা, কি প্রকারে কি কৃষাণী উহার সন্তানের পিতৃত্বের অনুসন্ধান করিত তাহার কোন নিয়ম ছিল না, কি নিয়মের কি ঐতিহাসিক উৎপত্তি তাহাও বলা যায় না।

প্রাচীন ভারতে, বিশেষ কৃষিজীবীদের অনুসন্ধানে, আমরা এই একটিমাত্র ব্যবহারিক রীতি দেখিতে পাই। এ কথার বিশেষ কিছু বলা যাইতে পারে না। তবে গ্রামের সকল অধিবাসীর গ্রামস্থিত কৃষিতে প্রথমাবধি সমানিধিত্ব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমাদের বোধহয় এই সমস্ত কৃষির গ্রাম্য বা জাতিগত সমিতিই একমাত্র স্বামী। ব্যক্তিবিশেষের কৃষিতে কোনরূপ স্বত্ব জন্মিবার নয়। এতদ্বিষয়ে হীরালালবাবু এই মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

"In the primitive communal villages which we are trying to picture to ourselves, land is the property of the Community" (Headley's Darwinism and Modern Socialism)

ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া মনে করি। পরিবার (Family) প্রকৃত হইয়া জাতিতে (tribe) পরিণত হইত; জাতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গ্রামসমিতিতে (village Community) বিকাশ পাইত। এরূপ কি এক গ্রামের মধ্যে বিবাহাদি নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে যেখানে বিবাহ নিষিদ্ধ সেখানেও বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত কোনরূপ "গ্রাম-সমিতির" নিয়মের বিষয় বর্ণনাদিতে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত "মেন" সাহেব এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি হইতে অনুমান হয়—গ্রামস্থ আত্মীয়দের ভূমিতে সম্পূর্ণ অধিকার বর্ত্তায় তাহা প্রমাণ করে নাই। তথাপি তিনি অবশ্য গ্রামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁর মত লিখিয়াছেন:

"সমবেতাধিকারেষু সৌপাত্তিকত্বেষু চ।

গৌণিকাত্মা বিধি র্যত্নাৎ পূর্বঃ সম্ভাব্যতে হি।"

এই শ্লোকে যাহা পাওয়া ও ভোগের অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বিধি, তাহাই। আমরা দেখিতে পাই, গ্রামিক সকলেই যে ভূমিকর্ষণে নিযুক্ত থাকিত, তাহা নয়। যাহারা বিদ্যাবলে ভূমি পাইতেন, তাঁহারা যে সকলে নিজে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না। পুরিণাদ্রে "ভাল" ও "অর্দ্ধ-সীরীর" কথা কথা উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহাতে, ইহার মালিক প্রভৃতির কৃষিকার্য্যের সহিত সম্পর্ক ছিল না, একথা সুস্পষ্ট বলা। আর্য্যাধিকারের অনুপূর্বে দ্রাবিড়বাসীদের (Dravidians) মালিক স্বামীত্বের ভাব অধিকারিত। গ্রামে স্থান না পাইলে, তাহারা যে গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান জঙ্গল, শৈলমালায় বাস করিয়া সেখানেই অন্ন-বাস করিতে পারা যায়। তাহাতে বোধ হয়, যে গ্রামের সকলেই যে সমানিধিত্বে ভূমিতে স্বত্ব বা অধিকার ছিল, এ কথা অনুমেয়। কৃষিকুশল একশ্রেণীর লোক পূর্ব্বকালের ছিল। উহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেকেই কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন উহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে মালিক ও কর্ষক ছিলেন। এই মত করিলে বোধহয়, প্রাচীন ভারতে যে মধ্যস্থ (middlemen) সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার উদ্ভবের উপায় ঘটিয়াছিল।

এখন এবিষয়ে কি প্রণালীতে গবেষণা ও প্রমাণ সংগৃহীত হইবে, তদ্বিষয়ে আমার অনুসন্ধান অকিঞ্চিৎকর হইবে না। তবে যাহা দেখিতে পাই:—

"আত্মানাং সংহতঃ কার্য্যো বলাদ্বলবতাং মুখিনা।

তে চ তে তাবে বর্ত্তন্তে কুলস্যাস্যহিতায় চ।

হিতস্যাধী সমুদায়াধিকো বাপি ভেদতে॥

শুক্রনীতি, চতুর্থাধ্যায়

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানিতে পারিলাম কৃষিতে স্বত্বাধিকার ও আত্মরক্ষার জন্য অন্ততঃ তিন জনের সমবেত হওয়া অবিশ্যক। তাহার পরে যাহা সম্ভব সে বলিতে। সম-

যত্ন করা নিজে প্রাচীন প্রথা-বিরোধী কাজ বলে মনে করতেন। তাঁদের কি প্রত্নতত্ত্বের অনুরাগী করে তুলবে? যেন এর উত্তরে ভিন্সেন্ট স্মিথ সাহেবের মনে, বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ীরা অশোক রাজকর্মচারীদের মত আমাদের। (Official middlings were as common in ancient as in modern times. Asoka p.) তাঁর উক্তি সমর্থন করিবার জন্যই যেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন :—

যথা ফলাবাপ্তিরূপ্ত এ পক্ষয়
বিনাশয়ন্ত্রা বহুং ন বিন্দতি।
অবেক্ষতে তদ্বদবেক্ষকো নৃপঃ
স্বরাষ্ট্রসম্বাধবিবৃদ্ধয়ে ন পরাঃ॥

মূল কথা, সাহেব ঐতিহ্য বিশ্বাসের ধারাটক ছিল, এখনও আছে। প্রাচীন ভারতে যে সকলে রাজাকে যম বলিত, তাহা প্রকৃত নহে। আমাদের বক্তব্য এই, যে প্রাচীন যুগের ছবি ও ঘটনার যুগের নিকট ঐতিহাসিকের মুখে শোভা পায় না। তাঁহার সমধিমুখী হওয়া উচিত। ভারতের রাজারা যে পুরাকালে কেহই পক্ষ নহি করিতেন না, এমন নহে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার ইহাই মূলে পরিণতি।

মুসলমান রাজত্বারম্ভের সময় প্রজাদের যে অবস্থার অবনতি ঘটে, সে কথা সত্য। সে সময়ে নানা অবৈধভাবে রাজস্বের পরিমাণ সংগৃহীত হয় এবং অনেক অবাঞ্ছনীয় অবস্থা (intermediaries) সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার বীভৎস ছবি দিতে হইবে। ইংরেজের আমলে জমিদারীর (zamindari) অবস্থা এতদূর ঘনিয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এখন প্রাচীন যুগের যে কয় প্রতিষ্ঠা ছিল তাহার পুনঃপ্রবর্তন হয়ত।

যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিতে পারিলে ভাল হয়। কৌটিল্যোক্ত পুনঃপ্রবর্তনের কথা কতদূর অবলম্বন করিতে পারা যাইবে না। গোচর (pasture) সম্বন্ধে প্রচলিত যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। এ বিষয়ে ইংরেজরাজ নবীন বীতিনীতি সম্বন্ধে অনেকটা অবহিতচিত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরেজ সাহেব পঞ্চায়েত (panch) যে প্রণালীতে গোচর সম্বন্ধে বিবাদের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বেশ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) যে ভাবে বিভিন্ন জমিদারি করিয়াছে, তাহা ভাল হয় নাই। তবে মুসলমান রাজত্বে যে ইংরেজরাজের বহুপূর্বে ভাল আমিয়াছে, তাহা অনেকে স্বীকার করিতে পারিবেন

প্রত্নতত্ত্বের যে সব উপায়ে কতটা প্রকার মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে বলে কল্পনা, আমাদের সে সব উপায় আদৌ সুবিধা বলিয়া মনে হয় না। তথাপি এ বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করি।

উপসংহারে প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া রাখা ভাল। ভাষা সুগম; প্রচলিত সাধুভাষার কথাই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন কথ্যই উচিত। কিন্তু মনে হয়, প্রবন্ধের অনুরোধের সাহিত্যিক। প্রাচীন পরিভাষা তত প্রচুর নহে, সত্য। তবে সমস্ত বিষয়টির পুনরুদ্ধারে বিশেষ আগ্রহ দেখিতাম। ইহাতে ভাষার প্রতিষ্ঠাশূন্য নষ্ট হইয়া যায়; প্রাচীনতা বা বিশেষত্ব সমুদায় সৃষ্টি পায় না। পুরাতনের পথ পরিত্যাগ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

হুগলী মেডিকেল স্কুল।—বলে, বলে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে হুগলী মেডিকেল স্কুল ভবনে বিনামূল্যে উষধ দেওয়া হইবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে কি উপায়ে শিশু ও প্রসূতি মঙ্গল (Maternity and child-welfare) বিষয়ে জ্ঞান করিতে পারা যায়—এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হুগলী জেলার মেডিকেল অফিসার ডি. এন. এম, এম ছুটি লোক সকল উপদেশ দিবেন। প্রত্যেক বক্তৃতার সময় বলা বলে ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত মনমথ মজুমদার এম, এ, বি, এল, ফুলবিরেটেরেই সম্পাদক ট্রেনিং স্কুল, হুগলী উপস্থিত থাকিবেন। ডাক্তার ও নেটিভগণ প্রত্যেক বক্তৃতার সময় নিজ নিজ পত্নী উপস্থিত দিতে ভুলিবেন না। সকল বারে মাত্র একটী বক্তৃতার জন্য এবং অন্যটী অন্যান্য জন্য নির্দিষ্ট থাকে।

শিক্ষকের পরিবর্ত্তন—ডুমিলাতার এম, এস, স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের বদলী হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় এক অন্যান্য শিক্ষকের পরিবর্ত্তনগুলি তাহাদের যোগ্যতানুযায়ী, বিষয় বিভাগ, আয়ন এবং অন্যান্য বিষয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধের জন্য আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিম্নে হইতে তাহাদিগকে বলা হইবে।

আফিম চাষে অনুমতি—চীনদেশে এক্ষণে প্রতিনিধি বিলাতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে, ভারতের সাহায্য করিবার জন্য, ভারতবর্ষকে আফিম চাষের জন্য এক প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯০০ হাজার ডিক্রিয়াম পরিমাণ উহাতে অনুমতি প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে ৭০০ জনের নাম ছেদন করা হইয়াছে।

কবিকে অভিনয় নিষিদ্ধ—"নিউ-ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রে প্রকাশ যে, মিরাটের মহারাণী মেরেডিথে আর অভিনয় করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের অক্ষয়ের উপলক্ষে গত রবিবার মিরজা বোম্বাইয়ে মাদ্রোয়ারী বিদ্যালয়ে একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহুসংখ্যক স্বামী বিবেকানন্দ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য মহাশয়গণ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নটরাজন, জি, এ, নেটেসন, মাদ্রাজ, মেসার্স টাটা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভাপতি শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ও স্বামী সর্ব্বানন্দ স্বামীজীর জীবন ও কার্য্যাবলীর উপর বক্তৃতা করিয়া খুব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্ত্রী ও সন্তান হত্যা—মোজফরপুরের ভূমি খেলার পরিচয় দিয়া রাজির আলিয়া নামক জনৈক মুসলমান তাহার স্ত্রী ও দুইটী সন্তানকে হত্যা করিয়াছে। ঘটনার পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী তাহাকে একখানা বন্ধকী জমিদার বাজার করিতে বলায় তাহাদের মধ্যে কলহ হয় ও তাহার এই কাণ্ড ঘটে। হত্যার পর সে নিজেই পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া একখানা ছুরি দিয়া তাহার অর্দ্ধ করে এবং সকল কথা খুলিয়া বলে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া মৃতদেহগুলি ভয়ানক অবস্থায় দেখিতে পায়। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

বাজারের নির্মাণ—হাজত হইতে বহু বাজার বসাইয়া ও উন্নতিতে চালান হইতেছে। বাজারের অধিকাংশ যে মূলধন আবিষ্কার হইয়াছে তাহা পরিষ্কার জানাই হইয়া বিশেষ নীচ হইতেছে। বিহুবিন হইল একটী জমিদার নির্মাণে প্রায় ৪০০ বাজার শ্রেণিত হইয়াছে। সেইই আরও অনেকগুলি বাজার নির্মাণাধীনে শ্রেণিত হইবে। কয়েক সময়ে কতকগুলি বাজার খুব হইয়াছে বর্ষাকাল বিশেষ ক্ষতি হইতে বেশী আশিবে।

অভাবগুলি

অভিজ্ঞা মহিলা ও ছোকরার পাঠশালিক একজন আবশ্যক। মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা, বাসস্থান পাইবেন। মহাল ৪২০৲ টাকার উপযুক্ত জামিন চাই।

শ্রীযাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধিকারী।
পোঃ—আমুলেরাটিয়া।
জেলা—নদীয়া। ৯১৫—

"জেলা বাঁকুড়া, হলদানারায়ণপুর এম, ই, স্কুলের (হলদানারায়ণপুর পোঃ) জন্য শীঘ্রই এক শিক্ষকের পদ শূন্য হইবে। বেতন মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা, বাসস্থান ফ্রী, প্রাইভেট পড়াইলে আরও অন্যূন মাসে ৪।৫ টাকা মিলিবে। সত্বর আবেদন করিলে পূর্ব্বোক্ত সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন। সার্টিফিকেট সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক।" ৯১৩—৯৩।১৪

"জেলা বর্দ্ধমানের অধীন আবাদপুর বঙ্গ ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ২০৲ বেতনে একজন শিক্ষক ও মাসিক ১৫৲ হইতে ২০৲ বেতনে একজন ফার্ষ্ট, এ পাশ বেতন মাহাত্ম ও মাসিক ১৫৲ বেতনে একজন থার্ড-টেনি পণ্ডিত আবশ্যক। বিদ্যালয়ের নিকট ভাড়ায় বাসা স্থান দেওয়া যাইবে। প্রাইভেট পড়ায় ভাল পাওয়া যাইবে। অভিজ্ঞ ও পাশাদের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসরের অধিক হইলে তাঁহাদের বেতনাদি বৃদ্ধি হইবে। অভিজ্ঞ সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। পোঃ আবাদপুর জেলা বর্দ্ধমান। ৯১৩—৯৩।১৪

পোঃ আ কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর সরকা বঙ্গ ইংরাজী স্কুলের জন্য ১৫৲ হইতে ২০৲ বেতনে একজন ৪র্থ বেঙ্গ পণ্ডিত এবং ৮৲ হইতে ১০৲ বেতনে একজন হাইয়ার গ্রেড বাংলাদি সেকেণ্ড পণ্ডিত আবশ্যক। সত্বর সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। ৯১১—

১৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাকপুর বাজার অধীন সাউথ সবর্ণবর্ধ বঙ্গ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন বর্ণাক্ষে দ্বৈমাসিক পরীক্ষোত্তীর্ণ থার্ড পণ্ডিতের আবশ্যক। আষাঢ়ী অথবা শ্রাবণী মাসের প্রথমেই যোগদান করিতে হইবে। আহার ও বাসস্থান ফ্রি। প্রাইভেট টিউশন দিবেন। বেতন যোগ্যতানুসারে। অভিজ্ঞ শিক্ষিত আশা আছে। সত্বর সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন। সার্টিফিকেটের পোঃ, জেলা ২৪ পরগণা ৯১১—

৯২।১৪

"WANTED an I. A. passed or Entrance and A. T. passed experienced Head master and one V. M. passed Head Pandit for Jaugram Govt-aided M. E. School. Salary according to qualification. Po. Jaugram. (Burdwan)"

Bisnupada Dutta, Secretary.
Jaugram M. E. School. 914

WANTED a trained mistress for the post of the fourth mistress of this School to teach Bengali on a Salary of Rs. 40/- (Forty only) per mensem. Preferance will be given to one who can teach first-aid.

The mistress will be provided with free unfurnished quarters and will be required to subscribe to Railway provident fund and the Passes according to rules in force from time to time.

Apply at once to the undersigned with copies of testimonials stating age.

M. Ganesh Row.
Honorary Secretary
B. N. Ry. Indian Girls' School.
Kharagpur. 915—13. 2. 25.

জেলা মালদহ, বিলেতফেরী গোঁড়াকিলের অধীন, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস, ঘর, ই, বিলাতের বড় আই, এ, পরীক্ষা প্রদান শিক্ষকের প্রয়োজন। বেতন ২২৲— ২৫৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান দাইবেন। আর্জি, সনদ ও পরিচয়পত্র উত্তম করিয়া, প্রত্যহ সকল ঘর, ৩টের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ১০৪—৩০।১।১৫

"আমাদপুর (জেলা মুরশিদ) মহাজনী পাঠশালায় (লোয়ার প্রাইমারী বালিকা-বিদ্যালয়ে) বড় একজন শিক্ষয়িত্রী, আহার একজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ নিকট আসিবেন। বেতন উপরিত ১৫৲—২০৲ পর্যন্ত দেওয়া যাইবে। বংশে কাহারও পরম আত্মের প্রথম কন্যা হইবে।"

আমাদপুর } ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ভট্টাচার্য্য।
জেলা মুরশিদ } আমাদপুর, জেলা মুরশিদ। ১০১—১৫।১।১৫

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR.

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages 399. Price 12 Shillings.

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, a land of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in its book under review is a remarkable production."

Manchester Guardian: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * "a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock-down blow."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages xxiv + 243. Price 12 s.

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

The Folk-Element in Hindu Culture. Pp xx + 312. (Longmans, 1917.) 15 s. net.

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Indiaman (London). "Of substantial scientific value. * * * Such that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. Pp. xiii + 82. (Longmans, 1918.) 5 s. net.

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities and stating the case with a calmness and moderation that inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in five parts. (Lunac & Co., London, 1918.) 3 s 6 d.

Bookman (New York). "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman and Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) Dollar 0.75 cents.

Sukra-niti (Hindu Politics). Rendered into English from Sanskrit with Introduction

and Notes. (Panini Office, Allahabad, India. 1914.) Pp. xxxvi + 270. Rs 6 (Luzac & Co., London.)

The Positive Background of Hindu Sociology. Book I. Non-Political. Panini Office, 1914.) Pp. xxiii + 366. Rs. 7. (Luzac & Co.)

Columbia University Institute Bulletin. "An authority in the interpretation of Hindu culture from the standpoint of world-thought and in the perspective of developments in Europe and America."

Book II. Political. (Allahabad, Part. I. Pp. 126. Rs. 3.

Chinese Religion Through Hindu Eyes. With an Introduction by Dr. Wu Tingfang, Late Chinese Minister of Washington, D. C. Pp. xxxii + 331. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) 7 s 6 d (Luzac).

Quarterly Journal (The Indo-Japanese Association, Tokyo): "The book is not only a volume on comparative religion, but may be useful to those who want to get the oriental interpretation of oriental history."

Love in Hindu Literature. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) Pp. v + 80. 2 s 6 d (Luzac).

Current Opinion (New York): "The attempt to take the divine poetry of Radha-Krishna literature which has always been regarded as an allegory of the mystical union between God and the soul and to secularize it is the task of Prof. B. K. Sarkar."

The Science of History and the Hope of Mankind. (Longmans, Green & Co., London, 1918.) Pp. viii + 76. 3 s 6 d, net.

Open Court: (Chicago): "An unusually broad conception of history. * * * The main tendency is to show the paramount importance of world-forces for the development of every single nation."

Introduction to the Science of Education (Longmans. 1913.) PP. xxxii + 141. 3 s 6 d, net.

Pioneer (Allahabad): "Admirable aim * * * written in the style of Herbert Spencer or Benjamin Kidd * * * an idealist, a fervent seeker after truth."

Die Lebensanschauung des Inders (Markert und Petters. Leipzig, 1913.) 80 Seiten. Preis Mk. 1.80.

For BENGALI WORKS by the SAME AUTHOR apply to GYANMANDAL, BENARES CITY, or PANINI OFFICE, ALLAHABAD.

বাঙ্গালার প্রত্যেক এক আনাদের উপর লোক কেবলমাত্র আপনাদিগকেই আশা আছে।

সেদিন বাঙ্গালী বন্ধুবান্ধব আমি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—যদি আমিতে বাঙ্গালীর নাম, পৃথিবীতে বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিতে চাও—বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদের, প্রাণ-রক্ষিনের, "স্বাস্থ্য" ও "বিজ্ঞানের ইতিহাস" গ্রন্থ করুন।

মাসিক মাসিক পত্রিকা

স্বাস্থ্য

এ সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য। আপনি নিজে বৃদ্ধ ও অকাল মৃত্যু, বিবাহের উপায়, রোগ নিবারণ আর ও অন্যান্য আপনার আবশ্যকীয় বিষয়ই পাইবেন।

বার্ষিক মূল্য ২,—এ এক পয়সার টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

ম্যানেজার—

স্বাস্থ্য ভবন বাঙ্গালার শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, বি, ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

অফিস— ১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নমুনা প্রার্থনা করিলে :—

নমুনার মূল্য ১৲ টাকার অধিক অর্ডার দিবার ও দিবার পাঠিবেন।

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা।

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ,

এম্, এ,,এল্, বি এম্। লণ্ডন।

ভগবদ্দত্ত ঔষধের ন্যায় সত্বর মুমূর্ষুর আরোগ্য (প্রত্যক্ষ)।

আমুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিক্রয় ও পরীক্ষার নিমিত্ত তথায় প্রেরিত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্ন সহকারে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠী পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ স্বর্ণ সিন্দুর)

। বিশুদ্ধ ও স্বর্ণ অঙ্কিত ।

তোলা ১ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রক্রিয়ায় যথাযথ প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

সারিষ্যাদি সালসা—শিশি ৸০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার রক্তদূষিতাবস্থায় অমোঘ ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তদোষ, বিসর্পদোষ, প্রমেহ, বসন্তোদ্গম, উপদংশ (সিফিলিস, গরমেহ, বাতুলৌল্য রক্তদোষ, স্ত্রীরোগের প্রদর, নাসক প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য রোগ সত্বরে নিশ্চয়ই দূর হয় সর্ব্বত্রই রোগে প্রশংসা।

চ্যবন প্রাশ—সের ৩ টাকা।

উৎকৃষ্ট ভাবিত আমলকী, বাসলোহ প্রভৃতি যাবতীয় ঔষধাদির পূর্ণ মাত্রায় যথাযথ প্রস্তুত। বল, বাদি, মেধা, স্মৃতি (অত্যুত্তম), হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ ও আয়ু বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৸০ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অন্যান্য সম্পূর্ণরূপে দূরিভূত যায়। ইহা অপরিহার্য্য আয়ুবর্দ্ধক ঔষধ।

স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, অযথাযথাদি উপসর্গ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৲ টাকা। স্বপ্নদোষের এমন উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

কোষ্ঠশুদ্ধি বটী

প্রত্যহ প্রাতে বিনা আয়াসেতে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধির একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১৯ বটী ১৲ টাকা। ৫০ বটী ৸৲ টাকা মাত্র।

লুট! লুট!! লুট!!!

শীতের বিপুল আয়োজন।

এক মাসে ১০,০০০ হাজার ছবি।

অমর। ছবি যেন আমাদের, ইহা দেখে বলে, চিরদিন বলে, জীবন যৌবন যেমন ভাবে না আসাযাওয়া আছি। অতীতের পানে এই আলোয়ায় বসে আছিনে মনে হয় যেন বর্ত্তমান আছি। মূল্য একখানি ৸৲ টাকা ৩ খানি এক আনা, ৩ খানি ১৲ টাকা, ১২ খানি ২৲ টাকা। ৩ খানির বেশী লইলে কিছু অধিক পরিমাণে মূল্য হ্রাস করা হইল, ইহা উপরে অমর এক পেনী নয়। অমর ছবিগুলির যথাযথ আবরণই এখানে প্রেরণ। আমাদের ক্রিনিষের মূল্য আমরা ধরিয়া দিয়াছি।

পাঞ্চজন্য শাল ফোং

শাল, আলোয়ান, শিল্প, ড্রেস মার্চেন্ট।

৩৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!!

শান্তলর্ম্মের লাংলা

নামটীর ন্যায় গ্রন্থখানি চমৎকার হইয়াছে। ইহাতে আছে—

(১) বাঙ্গালার মুসলমানদের জীবন ও প্রেরণাস্থ (৮ আনা ডবি সংলিত)

(২) আরবী মুখের পুথি (১৭ আনা ডবি সংলিত)

"পাকলীলা লংলা"—গ্রন্থ ইংরাজী ও বাংলা সমাচারপত্রে ও বহু মনীষীগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।

২৮ আনা চিত্র সম্বলিত ২৩০ পৃষ্ঠার বই—মূল্য মাত্র আনা আট্র।

ডাকমাশুল ৵০ আনা।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, চন্দননগর।

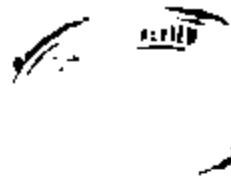

প্রটেকশন গেজেট

২৮ বর্ষ

সকল সম্প্রদায়ের বিষয়ে আলোচনা। | প্রতিপক্ষের বিষয়ে যথার্থ বিবরণ ও তৎ
সকলের সুবিধা হয় এমন সব বিজ্ঞাপন। | পক্ষে তথ্যাদি পত্রস্থ না করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ।
আমাদের দুই পক্ষ সমান ভরসা ও ভালোবাসা পাইয়া থাকি। | কিন্তু কোনো বিষয়ে কিছুতে আপোষ করি না।

৭ম খণ্ড] শুক্রবার, ২৪শে মাঘ ১৩৩১, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ [৫২ সংখ্যা

ভক্তিমার্গের ও যোগমার্গের সিদ্ধিলাভ।

"যোগে সিদ্ধি কি করিয়া হইবে?"

সাধকের চেষ্টা থাকিলেই হইবে, সাধনপ্রণালী ঠিকমত সকল সিদ্ধি সিদ্ধ হইয়া যাইবে। সম্প্রদায়ী প্রচারের প্রভাব আসিতে হইবে, বিজাতীয় প্রচারের প্রভাব ত্যাগ করিতে হইবে। সিদ্ধিলাভ বিষয়ে পতঞ্জলিদেবের কি বলিয়াছেন? (তিনি সাধকদিগকে কথাই না বলিয়াছেন; যাহাতে সিদ্ধি সহজ হয় এই জন্য তিনি এই কথা বলিবেন, ক্ষমায় সিদ্ধি হইবে, ক্ষমায় সিদ্ধি হইবে, সুখে সিদ্ধি হইবে, ইত্যাদি। আপনার বিশেষাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর হইল, সাধনার ধারা অনুসারে যেখানে যে বিষয়ে নির্দেশ করিবে, তাহাই দেখিতে পাইবে, তদ্বিষয়ক সকল কথা তুলিতে পারিবে, তাহা যেখানেই থাকুক—যত দূরেই থাকুক।

ভক্তি মার্গের তাহাই, তখন

কথা, এই হইলে এই সকল আসিয়া থাকে। ইহাদেরকে সন্ধান করিতে হইবে না, তাহা হইলে ইহারা সকল সিদ্ধি সিদ্ধ হইবে।

যোগ সাধনের অনেক বিঘ্ন আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়, তবে তদপেক্ষা আরও কথা আছে। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া যোগ সাধন করে, তাহার সিদ্ধি হয় না, যে জন্য সিদ্ধির নির্দেশ করে তাহাতেই বিঘ্ন হয়। তদপেক্ষা নিজের ঐহিক বন্ধন মিটিবে প্রার্থনা করিবে না, তবে তাহার যদি কোন ঐহিক বিষয়ের জন্য বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে তদবধানের নিকট উপায়ের নির্দেশ প্রার্থনা করিবে, তাহা কিন্তু তাহার অবশ্যই বলিয়া থাকে। "সাধনী করিব বোধহয়, আর, বিলম্ব হইলে, তাহা করিতে কি আর কেহ?"

কৃতকৃত্যতা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[রায় শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্-এ, বি-এল।

" চরিং সাধিতি মন্ত্রন্তে না দুষ্যঃ
সর্ব্বিদাহিতঃ।
দুষ্যিঃ দুষ্টিসাধ্যেষ্টৈন হন্তি কাং—
মন্ত্রোদুষ্যঃ ॥ "
(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়)

কৃষিকর্ম্ম।

ভারতবর্ষে যত জনের মধ্যে আনুষঙ্গিক যতগুলি জন কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত। কৃষি সম্বন্ধে কথিত যে সপ্ত উপায় হয়, তাহাতে যে যে জনের কৃষকদের উপকার সাধন হয়, তাহা বলে—সমুদায় ভারতবর্ষীয় প্রজাসাধারণের অবস্থা ফিরিয়া যায়। এ দেশে যদি কৃষিকর্ম্মের এই এত লোকে পেশা অবলম্বনের কথা একেবারে সমুচ্ছাদন করিয়া থাকে। ধন ও যানের বিষয়ে সহজে ভাবিতে পারে না। বাণিজ্য শিল্পোন্নতি-ব্যবসায়ের উন্নতি প্রভৃতির ধরন। তাহাতে এই সব সপ্ত হইলেই হইবে, ধরাধাম। কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধন এবং আমাদের অবস্থোপায়ের প্রধান উপায়।

ইহাদের কৃষিকার্য্যে কাহারা ব্রতী? দেশের মধ্যে যাহারা নিরক্ষর, বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য কোনও ক্লেশ করে নাই, সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা স্থান পাইয়াছে, তাহারাই কেবল কৃষি করে শুনিতে, তাহারাই কেবল কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহাদেরই অধিকৃত ধনে তাহাদের উদ্ধার-ধন সকল শ্রেণীরই উদরপূর্ত্তি হইতেছে।

কিন্তু যাঁহারা বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য সময় পান, যাঁহারা পাঠ্যাবস্থায় অবসর পাইয়া থাকেন, যাঁহারা বাল্যকাল-অবধি সর্ব্বদা ভাবনার, যাঁহারা নিজের উপায়ের অনুরূপ বৃত্তী, অবসর নিজস্বে একাগ্রচিত্ত, তাঁহারা কৃষিকর্ম্মের কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে পুরাতন এই প্রকৃতি। পাশ্চাত্য সৌখিনিক্ষিত মুখ কৃষি দেখে ধরে এবং কৃষিকর্ম্মে প্রাণিপাতকে বধ করে, অতএব এই কৃষি সভ্যবিগর্হিত, এই ও মনুর নিষেধ—পুরাকালের সাধারণ নিয়ে—

" চরিং সাধিতি মন্ত্রন্তে না দুষ্যঃ
সর্ব্বিদাহিতঃ।
দুষ্যিঃ দুষ্টিসাধ্যেষ্টৈন হন্তি কাং—
মন্ত্রোদুষ্যঃ ॥ "
(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের নিয়ে অন্যরূপ। অন্যান্য বংশের উপর হইল, আমরা বৈদেশিক রাজার অনুশাসনে বাস করিতেছি। দেশের অবস্থা এবং লোকের মতিগতি আর পূর্ব্বের নাই—অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তবে সুখের বিষয়, যদিও এখন চারুদিকে লোকে ধন ধান্যে নিবত নহে, তথাপি ব্রাহ্মণ অধিকাংশের এখনও কৃষিকর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মায় নাই। ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ অধিবাসিন; বিশুদ্ধচরিত্রের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণপাচারী হইয়া অনেক প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু এখন সাচ্ছন্দে সুবিধা নাই, এ বিষয়ে অন্য যত উপায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ দেশের কৃতবিদ্য নিষ্ঠ যুবকেরা এখন বৃত্তিকর্ম্মবিহীন, অন্ন কষ্ট। জীবিকাজনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যতদূর বুঝিতে পারি, উচ্চশ্রেণীর যুবকদিগের আর বিদ্যা অধিকারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কোনও মতেই চলিবে না। নিম্নস্তরের লোকের উপর কৃষিকর্ম্মের ভার নিয়ে নিশ্চিন্ত হইলে আর চলিবে না। এ বিষয়ে যত্নের সাধন করিতে হইবে। এ কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, নিষ্কৃতি হইবার উপায় হইবে না। পুরুষ, যুবক, পরিবারের মানুষের পরিচয় লইতে হইবে। তাহারা অবসরমত নিজেই কৃষিকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিবেন। তবে নিয়োজনে কোনও কাজই নিষ্ঠ হয় না।

ব্যবস্থা করিতে হইবে, অধিক সার দিতে হইবে, সেচের উন্নতি করিতে হইবে। এখন এ দেশে [illegible] যে সকল ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহা করিতে হইবে। এই আয়োজন করা সহজ কথা নহে। ইহার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। এত অর্থ কোথা হইতে আসিবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের নিজস্ব অর্থ হইতে এই সব ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু কৃষকের নিজস্ব অর্থের সামান্য অংশ ব্যবহার করিলে, অথবা কৃষিজাত দ্রব্যের উপর সামান্য কর ধার্য করিলে, অথবা কৃষিজাত দ্রব্যের উপর সামান্য কর ধার্য করিলে, কি উপায়ে অন্তর্বর্তী কর্ষণ (Intensive cultivation) সম্ভব, তাহা এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অধিক বাষ্পীয়কর্ষণ (Steam-traction) এ দেশে প্রচলন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এখন এ দেশে কোথাও কোথাও বাষ্পীয় লাঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বাষ্পীয়কর্ষণের পরিচয় দেওয়া বিশেষ কৃতকার্য হয় না, অর্থাৎ সফলতার সহিত কার্য হয় না। এখন এ দেশে পরিষ্কার কৃষিক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়—বিশেষ কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের নিজস্ব বিশেষ যত্ন—পুরীষের ব্যবহার আজকাল হইয়া না। কৃষিতে যে এই সকল কৃষিসমিতি সংস্থাপিত হইবে, তাহাতে বাষ্পীয়কর্ষণ ব্যবস্থার করিবার সুবিধা হয়। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরিচালনে পরিচালিত হইলে, উন্নতি সমিতির সম্প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে। সমিতির চেষ্টায় উন্নতবীজের সন্ধান। কৃষকের একত্র হইলে, বিশুদ্ধ দুগ্ধের জন্য অধিক দাম দিতে হইবে না। বাষ্পীয়কর্ষণের সুবিধা হইবে। বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহারে বিশুদ্ধ দুগ্ধ। প্রথমতঃ অন্যান্য লোকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করিতে হইবে। কৃষকের আর গোকাহার বলিয়া অবজ্ঞা করিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ কর্ষণ এত অন্তর্বর্তী (intensive) হইবে, যে সমুদায় ক্ষেত্রের পরিচালনে অপূর্ণ ঐ ব্যাপার করিবে। তাহাতে ব্যবসায় পরিপূর্ণ হইবে। আমরা এ কথা বলি না, যে সমবায়ের ব্যবস্থায় অধিক হইয়া উৎপাদনের বাষ্পীয়কর্ষণ বিশেষ হইবে তাহা করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু এই আশা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলে, এই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অর্থ হইলে এই সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়, এই আমাদের বলিবার কথা। আমাদের উদ্দেশ্য ও একত্রিত থাকিলে, সমবায়ে কিছুই অসাধ্য নহে।

কৃষিকে সম্পূর্ণ কৃষিশিল্পে পরিণত করিতে, উহার ব্যবসায়ের বিস্তারের সেবন নিত্য নূতন বিষয়ের ও উদ্ভাবন হয়, আমাদের আবশ্যকতার নূতন উদ্ভাবন ও প্রয়োজন হইয়া উঠিবে। অধিমূল্য, অন্যান্য, পল্ল, মূর্ষিক, এই প্রকৃতি অধিক সাধিকা উদ্ভিদ নষ্ট হইতে পল্ল অন্যান্য উপায় উদ্ভাবিত হইবে। সুবিধার জন্য কৃষকেরা কার্য-কারণের (Agricultural chemistry) দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন। কৃষি সম্বন্ধের সমস্ত নূতন উদ্ভাবনই বিজ্ঞানের হইতে কৃষিসমিতির (Agricultural Society) প্রচারিত হইবে, চতুর্দিকে ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। "সমবায়-সমিতি" (Co-operative society) স্থাপন, উৎপন্ন দ্রব্যাদি এই প্রকার স্থলে প্রেরণ করিবার সুবিধা (Export facilities), ব্যবসায়িক (Consumer) এবং উৎপাদকের (Grower) মধ্যে দূরত্ব স্থাপন করা, অথবা দুগ্ধজাত প্রস্তুত করিবার চেষ্টা (Dairy products ইত্যাদি, মূল নদী কৃষি হইতে সামিতিক এবং এর পরিণীত যত প্রবর্তিত হইবে। প্রাজ্ঞ কবিরেরা এসব এই কথা বলিয়াছেন। তথাপি বলিতে আমাদের ভিন্ন যাই। প্রাজ্ঞগণ কথাবার্তা বিস্তারই আমাদের আনন্দের মূল করিবেন। অন্যথা কৃষকসমাজে এই আশাই মূলমন্ত্র করি।

[ক্রমশঃ

ছাত্র জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা।

(শ্রীনাথচন্দ্র চৌধুরী)

যে ঐ বৈঠকখানা ঘরের, মুখ দুঃখ, কত হেসে, কেঁদে ঘর সুদ্ধ, ঝালাপালা, আর চীৎকার হৈ, চৈ, চৌদ্দটী যুবক বাঙ্গালী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ হইতে "এম এ" পাশের ডিগ্রী লইয়া অবসর করিতেছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের কেমন সুন্দর ধরণ ? ঐ, যাইয়া ঐখানে ঐ বাল্যবন্ধুর সঙ্গে একত্রিত হইয়া পুরাতন অভ্যাস মত কথা কহিয়া যুবকটী যে পরিতোষ উপভোগ করিতেছে। এখন সময়ে জীবনে প্রবেশ করিল একটা বিষের ঐ কীট যেটার পরিপুষ্টি সাধন করিবে না শিক্ষা আছে, আজীবন যাহাদের সুখের সোপান নির্ম্মাণ করিবে। ঐ একটী যুবক যে যায় ঐ যে বলে গেল সাহেব বিদ্যালয় নীরব হইয়াছে, যাহাদের হৃদয়ে যে একটী আকর্ষণ, একটী অবসর, একটী অবস্থা তার সঙ্গীতময়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৃদ্ধিমান এম এ পরীক্ষার্থীদের উপযুক্ত অবসর দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছুটি দিলে, কিন্তু ইহাতে যে অনুকূলিকীল, না করিবে শরীর, চোখ খারিবে অন্ধ, কর্ণ খারিবে বধির, হৃদয় রোগ যে কি হইবে তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ ? কেন ছাত্র জীবনে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করা নাই ? কেন ইস্কুল, কলেজে ভর্ত্তি, পরিবার প্রভৃতির পরীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের পরীক্ষা গ্রহণটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা নাই ? শুধু কি অভ্যাসের, চরীচালনার জন্য কেবলি পরীক্ষা হোয়া উচিত ?

একটী বস্তুইন্দ্রীয়ের জন্য কেন ব্যবস্থা করিতে অনেক সময়ে মুস্কিল হয়ে, তাহার উপযুক্ত নীরবতার পরিমাণ করা হয়, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার কেন্দ্র যারা করা হয় না কেন ? কেন হোয়ে ছাত্র, শৈশবে, পরীক্ষার্থীর বিষের চিন্তা প্রবল হয় ? কেন হোয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক (Compulsory) করা হয় ? আজ হোয়েছে হোয়ে এই যে সমস্ত দেশ ছাত্র অবস্থাতেই যেন পরিবারের ও অভিভাবকের সমস্ত বিষয়কার্য্যের ভার বাড়াইয়া অকালে বার্দ্ধক্যে পরিণত হইতেছে, এরূপ নহে কি ? হোয়েছে কি কেহই নাই ? অবশ্যই হৈহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণের হোয়েছে, কিন্তু তাহাদের কোথায় ? কোথায় ইস্কুল কলেজে ?

হাসপাতাল চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবার অবস্থাতেই কেন ? হাসপাতাল—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর অন্তর্গত করা হইয়াছে, কিন্তু যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার যে প্রকার করা হয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা করা হয় নাই ? অবশ্য আমাদের আজ ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাটী বাধ্যতামূলক করা হয়, আর কিছু ?

আমাদের মনে, কলেজের পড়িবার ও পরীক্ষার বিষয়ে যে ভেদের রেখা, তাহাও ঐ কলেজ পাঠ্য, কলেজ ঐ ইস্কুলের ডিপার্টমেন্ট, কলেজ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইংলণ্ডের "স্কুল অব হাইজিন" ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আর আমাদের ছেলে শিক্ষা স্কুলে কয়টী ছুটিপাত করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ? বাঙ্গলার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে ভারতীয় ছাত্র সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি এদেশে আসিবার প্রাক্কালে এ দেশের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিবেন, ইহাতার জন্য কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। তাহাদের জন্য বাস্তবিকপক্ষে তিনি কি যে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। স্কিলের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা হইয়া তাহাকে ইংরেজীতে (School clinic) বা স্কুল ক্লিনিক বলিয়া চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু আমাদের ভারতে কটী স্কুল কলেজে এরূপ (School clinic) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ?

এদেশে ছাত্রের যাহারা ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, ছিন্ন ছাঁটের বেশ-ভূষা প্রভৃতি প্রত্যেক ছাত্রের বাটীতে বাটীতে গিয়া তাহাদের অভিভাবকদিগকে বুঝাইয়া, তাহাদের পীড়া হইলে তাহার পরিচর্যা করিয়া এবং পীড়া হইলে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রদের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি দেখাইয়া ইংরাজ শিক্ষকগণ ছাত্রদের হৃদয় অধিকার করিতেন। কিন্তু শিক্ষালয়ে কবে আজকাল কয়জন শিক্ষক ছাত্রদের অভিভাবকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছাত্রদের অবস্থা, অভাব কিম্বা, শিক্ষিত ছাত্রের বাটীতে গিয়া তাহার সুফল পরিদর্শন করিয়া থাকেন? কিম্বা কয়টি শিক্ষিত এরূপ করেন? এই কারণে আমাদের দেশে যে গুরু শিষ্যের, ছাত্র শিক্ষকের ভাব একটা পবিত্রতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে না, এখন বলাই বাহুল্য। প্রাচীনকালে এদেশে যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে ছাত্রালয়ে বসবাস ছিল, তখন ছাত্রগণ যথার্থভাবে গুরুকুলে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত বলে, গোরু, ঘুটি, ঘাঁয়লো, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি আদান করিত, এই দীর্ঘ সময় তাহারা সম্পূর্ণ গুরুর সহায়ভূত ছিল, গুরু তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ বেতন গ্রহণ করিতেন না, বরং আহার বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রবিহিতেরও পালন করিতেন। এত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় তাঁহারা অপরীক্ষা, বহু-বিদ্যের ভাণ করিতে পারিতেন। তাহার ফলে গুরুর সহায় বিদ্যালয়ে আজকাল যেরিয়া দিয়া গুরু প্রতি যেটা আছেই হইত যে, গুরুর আশ্রমে অর্থ সম্ভ থাকিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি পরম তাহার সাধনে দীক্ষায় করিত—গুরু ছিলেন্দ্রের জন্য রোগ করিবার জন্য নিজের অধিক আহার নিদ্রা ত্যাগ করিত। আর এখন?

এখন ছাত্রগণ যেমন শিক্ষকের প্রতি তাহাদের আন্তরিক ভক্তি দেখান। ছাত্রের বেতন দেয়, শিক্ষক বিদ্যালয়ে যাইয়া নির্দিষ্ট সময় অধ্যাপনা করেন। ছাত্রের ইচ্ছা হইল, পড়া, না হইল পড়িল না, শিক্ষক তাহাকে কিছু বলিতে পারেন না, বলিলে ছাত্র তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে। শিক্ষক ছাত্রের বাটীতে যাইয়া তাহার অভিভাবকদিগকে ছাত্রের অবস্থা জানাইয়া আসিলে ছাত্র তাহাকে অপমান করে। ছাত্রের অভিভাবকগণ শিক্ষকের নিকট আসিয়া ছাত্রের অবস্থা জানিতে চাহেন না। প্রাচীন কালের গুরু আজিকালি যে অবস্থায় আছেন তাহা কোনও লেখক যায় না। গুরু কালের গতির পরিবর্তন হইয়াই আজকাল গুরু এখন শিক্ষক কিম্বা অধ্যাপকের সম্মুখে শিষ্যগণ মাথা নত করে। ৫ ঘণ্টা কাল কেহ—কাহারও আদেশে অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা করিয়া শিক্ষকের কর্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

বিলাতে ১৯১৩ টি school clinic এ ধনী অঞ্চলের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় আছে, তাহা ছাড়া ৩৯০ টি হাসপাতাল আছে, সেই হাসপাতালে ছিন্নবস্ত্রের ছাত্রদের চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই যে ৫৫ ঘর অর্থের আছে, তাই উহাদের জন্যই একটী school clinic কিম্বা হাসপাতাল রোগীতে পারেন?—কেহই পারিবেন না। বিলাতে ছাত্রদিগকে Military Training দেওয়া হয়। কিন্তু এদেশে ছাত্রে ছাত্রেরা "ওয়ার অফিস" হাতে ধরিবার অধিকার নাই। এ দেশে ধনী অঞ্চলের capitalism প্রবেশ করিয়াছে। ধনী অঞ্চলের অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায়ের খাতিরে—ব্যবসা উপার্জনের আশায় এক একটা ধনী অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আর শিক্ষক কিম্বা অধ্যাপক মহাশয়কে যে কিছিৎ শিক্ষিতের কিম্বা শিল্প রূপে মাসে মাসে দশ টাকা মাহিনা দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট আছেন। বিলাতে যে সমস্ত স্থানের পারীরিক কিম্বা মানসিক দোষ প্রকাশ পাইলে (Defect) আছে, তাহাদিগকে পরস্ত স্থানে পড়াইবার জন্য ৪০০ টী পরস্ত ধনী আছে, আর আমাদের দেশে অন্ধকূপের মত এক একটি স্কুলে কাজ, খোলা উঠান, অর্ধোন্মুক্ত, যথায় সমস্তগুলি পড়িতে হয়। তবে স্কুলের অন্যান্য সংগঠনের সময় পড়া শুনা Progress) করিতে না পারায় প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত উঠিতে না উঠিতে বেচারীদিগকে পক্ষ পাকড়ের মত শীতের দিনে পড়াইতে পড়িতে হয়। বিলাতে ১৮৮ কোটি টাকা শুধু শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয় করা হয়, আর ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ব্যয় ১০৮ কোটি টাকার মধ্যে ৬৪ কোটি টাকা স্থায়ী সৈনিক (standing military) পোষণে ব্যয় হয়, আর ব্যয় বাকী যাহা কিছু থাকে তাহার বেশী অংশ (lion share) ইংরাজের

কাঠামো (steel frame) প্রস্তুতির জন্য বস্ত্র লইয়া অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে তাহারই নিলাম ডাক হইয়া থাকে। এবারে পাশ্চাত্যদেশীয় পাঠকগণের অধিকাংশ ছাত্রবৃন্দ যে খুব খুশি হোন নাই, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

বস্তুতঃ এ দেশে ছাত্রদের শিক্ষা প্রচারের যেমন চেষ্টা নাই, ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষারও তেমনি কোনো আয়োজন নাই। তাই বলিয়াই আজ খুব চিকিৎসাইয়, অমনি ডাকার, সে-বিষয়ের সভা বসিবেন মত কথা ১০ জন লোক লিখিয়া, আর কতকগুলা ছাত্রের পরীক্ষা ও তার লোক মোটামুটি লিখিয়া পড়িয়া পারে। শিক্ষা যেমন হোক, কিন্তু ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নামে যে কি ভয়ানক অর্থ করিতেছেন, তাহা কেহ একবার বুঝিতে পারিতেছেন কি? একবার স্কুল কলেজের ইন্স্পেক্টার মহাশয়রা চারিদিকে ঘুরিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন হয় বছরের বেশি হইতে নিশ্চয়ই বর্ষ বয়স ছাত্রের পর তথা ১০ জনের ঠকে চশমা। এ চশমা ছাত্রদের সখ করিয়া নয় নাই, দুর্বলতি চীনতার দরুণই অনেকে তাহারা এই চশমা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

যখন ডমিনিয়াছিলাম, তখনকার ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন, কিন্তু তাহার "স্বাস্থ্যের অর্থের সিঁড়ি" বড় কেহ তত্ত্বাবধান পরিদর্শন করিবার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৩ বা বছর আগে student welfare committee নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছেন। এ বছর উক্ত কমিটি ১০ হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত প্রতি তিনজন ছাত্রের মধ্যে দুইজন ছাত্র কোন না কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত! কি ভয়ানক কথা! অথচ Committee শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ছাত্রের চিকিৎসার ভার কমিটি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? কমিটির কার্য শুধু ছাত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে, পরীক্ষাগারের কোন স্কুল কলেজে কমিটির কোন সভ্য সভ্যদের যান নাই। যদি এ যাইয়া থাকেন তবে বলিতে হইবে কমিটির কার্য এখনও আরম্ভ করিয়াছে।

এই মোকাবেলার সময়ে অবস্থাপন্ন সভায় সাথে সাথে ছাত্রের স্বাস্থ্য কালে প্রতি বছরে বছরে ছাত্রদের চিকিৎসা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার একটি ব্যবস্থা সাথে করিয়াছিল, তাহা আমাদের মনে আছে। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষ ও পরিদর্শকের দায়িত্ব—এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রতি স্কুল কলেজে ছাত্রদের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। পরিদর্শকেরা এ পর্যন্ত অর্থাভাবে উক্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করিতে পারেন নাই, কিন্তু স্কুল কলেজে ছাত্রদের চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে পরিদর্শকেরা তাহার স্কুল কলেজের আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্বন্ধে এই বিষয়ে তাহার পরিবর্তন করিতে পারিবেন। আমি একটি কথা আশা শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিব। শিক্ষা বিভাগ যেমন ইন্স্পেক্টার, ডেপুটি ইন্স্পেক্টার, সব ইন্স্পেক্টার প্রভৃতিকে স্কুল কলেজ পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন, সেইরূপ ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতি বিভাগে প্রয়োজনানুরূপ ২-৩ জন ডাক্তার নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। আশা করি শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে একটু বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে স্কুল কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের প্রতি আমার নিবেদন, তাঁহারা ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার ছাত্রবৃন্দকে যেন কতকগুলি ছোট্ট পাখী মাত্র করিয়া নিজেদের কর্তব্য যেন ভুলিয়া যেন না করেন। ছাত্রদের বিদ্যালয়ের ভার এমন পবিত্র ভাবে আর নাই। এই বিদ্যাদান সম্বন্ধে বিফল হইবে, যদি সেই সঙ্গে তাঁহারা ছাত্রগণকে বিদ্যাভ্যাসে শিক্ষাদান না করেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা সমাজের বীজ ধরিত্রী, সেই বীজ ধারিত্রীই তাঁহাদের পৌরুষের সামগ্রী। কারণ নাকে প্রকৃতি জননীদিগের কথা ভুলে পড়ে না কি? মনে পড়ে মাতৃ কবিবর ইংরেজ মিল্টনকে শিক্ষাদানের পরীক্ষা করিয়া বলিয়া করিয়াছেন? তাঁহাকে শিক্ষাদানের বিদ্যা দান করিয়াছেন? কিন্তু সে সব কথা আজিকার বক্তব্য নহে।

বলিতেছিলাম, ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষার কথা। ছাত্রদের

যাহা হাজির তাহা কখনও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য নহে, ছাত্রদের নিজেরও জানা কথা নহে। অথচ ছাত্রকে দেখানো হয় যখন বার্ষিক শ্রেণীতে (First year class) তাহার ক্লাসের কলেজের উপস্থিতি (attendance) সংখ্যা ঠিক রাখিয়া পরে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া পরীক্ষার সময় বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। এ সময় কলকাতায় যে কখনও সময়ে সময়ে কোন সময়ে উপস্থিত থাকে না।

ছাত্রদের মধ্যে কলেজের ছাত্রদের পারীরিক ব্যায়াম আসে নাই। ফুটবল খেলা মাঠে দুই তাড়ে পুরিয়াই খেলা উঠিয়াছে চলে যায়, After dinner sit a while এই রীতি কেবল পুস্তকেই তাহাতে পড়ে, আজ কাজে তাহার প্রয়োগ নাই। স্কুলের ছোট ছোট বালকেরা বল কোথাও কোথাও ছোট খাট ফুটবল টীম (foot ball team) গড়িয়া তাহা ছোট একটু পারীরিক ব্যায়াম করে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা খেলাধুলা একটা বিলাস সম্পর্কের ব্যাপার মনে করে। বিলাতে কিন্তু এরূপ নহে। সেখানকার অধীশ্বর হইতে দীন পর্যন্ত খেলে, ঘোড়ায় চড়া, ফুটবল খেলা, শীকার করা, টাকার কিংবা ফুরফ টানা এসব অবিবাহিত করিয়া থাকে। লাট সাহেব, বড়লাট, মন্ত্রী এরা আমাদের মতন পরার পারীরিক ব্যায়াম করিয়া থাকেন। এইরূপ পারীরিক ব্যায়াম করে বলিয়া অর্থাৎ বয়সে যাহাদের তাহাদের মুখমণ্ডল হয় উজ্জ্বল। আমাদের দেশে যে বয়সে লোকে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করিবার জন্য সংসারের সমস্ত ঝোঁঝা ঝামেলা ফেলে, সেই বয়সে পাশ্চাত্য দেশবাসী কর্ম জীবনে প্রবেশ করে। অধীশ্বরের মুখ হয় তাহাদের সাথে তুলনায় অনেক পারীরিক ব্যায়াম করিয়া থাকেন, ইহা অনেকেই বোধ হয় জানেন। মানুষ যখন বর্ণকায় হোক বা কেন বিলাসির জন্য সকলে করিলে এবং বিলাসিত পাশ্চাত্যের করিলে প্রত্যেকেই এক একজন সাহেব, ঘামাচাড়া, বাদামুখি, ডিগ্রির লিস, সাথে প্রভৃতির মত মজলালী হইতে পারে। কিন্তু ছাত্রদের যে দিকে দৃষ্টপাত হৈ।

কোন্ ঐ সকল সাহেবদের ইহার অবসরের কাল কখন সাহেবী সাজে সজিত ফেরের উদ্দেশে দুরাবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন্ ছাত্র—

"পরিচিত প্রথ করে খুন হ'লে যায়।
নিশার প্রথম ভাগে করে নিজা যায়।
প্রভাতে উঠিয়া করে মুখ প্রক্ষালন।
ধনী জ্ঞানী গুণ গুণী হয় সেই জন।"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পালন করিয়া থাকে। সকালে উঠিয়াই সহরের ছাত্রদের ঠাকুরের জোগাড়ে প্রবেশ করে এবং চা-সাদরাজী একপ্রকার বিস্কুট দুধ পান করিয়া তাহাদের দৈনিক পাঠতালীকে আরও চলনসই করিয়া তুলে—চায়ের প্রতিবিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের ঘোর নিদ্রাভঙ্গ হয়, অর্থাৎ, অভিমানে প্রবৃত্তির বীজাণু সঞ্চারিত হয়। মূল কলেজের দুটী ঘরেতেই ছাত্রগণ বাস্তবে সেই সেই সাহেবী একপ্রকার কালপুট আপ্রয়ে বিয়া মাথের চর্বি, বাঘের চর্বি দিয়া তাহা পুঁচ, পরাটা ও ডুবাইয়া মুরগী, পাঁঠা প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষপক্ষীর পদ্মাদির মাংস, কাটলেট প্রভৃতি খাইয়া থাকে। এই সব বিষাক্ত খাদ্য ছাত্রদের খাদ্যের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এমন ছাত্র অতি কম আছে, যাহারা বিলেতের বিয়া বাড়ির উপর বাড়ি মাথের না করে। এই সব অনাচারে, অত্যাচারে, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবৃত্তির ফলে ছাত্রদের স্নায়ুর বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ায় অনেক ছাত্রই নানাপ্রকার মস্তিষ্কবিকৃতি উপায়ে পরীক্ষার ধাক্কা-পাকিয়ে বই করে। ফলে তাহারা ফেল হয়া মাথের মত অনেকে অন্যান্য খুব একপ্রকার অধিকাংশস্থলে জীব বিদেশে পরিণত হয়।

অনেকে বলেন বস্তিবাসের সহিত পরীক্ষের চিরকাল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। অর্থাৎ যাহারা বস্তিবাসের ক্রিয়া করে তাহাদের পারীরিক বল বীর্য হয় কম, তাহারা এ জন্য পরীক্ষায় করিতে প্রস্তুত নহি। , একবার স্বর্গীয় অমৃত লাল বসু মহাশয় আমাদিগকে একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টারের বাড়ীতে বেড়াইতে নিয়াছিলেন। ব্যারিস্টার তখন

যোগাযোগ কাজ্ঞাসার মানুষ ছিলেন। ইংরেজদের সাথে তাঁর ব্যবহার এমনই মধুর ছিল। যে ভদ্রলোকের বিয়ে, তিনি মুখের উপর বলে বসলেন—From what part of the world are you coming? You are no doubt a ceylonese. ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, No, I am a Bengali, I belong to a prosperous province in India. আমার বন্ধুটি একথায় অবাক্ হইয়া বলিল, What! I have read in history that the Bengalis are too much coward, too much week, too much thin—they are slaves! You are speaking a lie. ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোক সাথিকে আনিয়া তাঁহার ছেলেটিকে বলিলেন, তিনি (ভদ্রলোক) মিথ্যা কথা বলিতেছেন না, তিনি সত্য সত্যই বাঙ্গালী।

এই ঘটনা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভদ্রলোক এতদিন ইংরেজের সঙ্গিতে বেশ মধুর ভাবে ছিলেন, তেমনি নৈতিক জগতে তিনি অসাধারণ বলীয়ান ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, দেখিয়া কালিদাসের সেই "বৃত্তস্থেব দৃঢ়ঃ সালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" কথাটা মনে আসিয়াছে। কাজেই তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পাইলে শারীরিক শক্তির বিকাশ হয় না, তাঁহারা ভুলিয়া যান। শারীরিক মল প্রয়োগের ফলেও, বিনয় সাধনায়, বিবিধ ব্যায়ামাদির ফলে—সকলেরই সাধ্য হইলে তাহা সেটি অধিক পরিমাণে সকলে এত এমন ভদ্রলোক হয় হইতে পারেন। কিন্তু হায় সমাজের সে চেষ্টা কই? আজ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অসাধারণ বলীয়ান ছিলেন। কেন ছিলেন? তিনি মানসিক বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিরও অনুশীলন করিতেন।

আশা করি, অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষ, সমবেতভাবে স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে দৈহিক শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য সুযোগ দিবেন।

স্নেহলতা।

[পুনরাবৃত্তি]

[সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যরত্ন এম্ এ, বি-এল্, মুন্সেফ প্রণীত)

জগদীশ। আমি ত মনে করছি সেখানে বিয়ে হতে পারে। ছেলেটীর সব ঠিক জেনে শুনে পছন্দ হয় তবে বিয়ে হবে।

ভূতুরিণী। এখনি, কেন পছন্দ না হলে বিয়ে হবে কেন?

জগদীশ। তা নয় তাকে আমি বলেছি যে মেয়ে দেখতে আসবেন?

ভূতুরিণী। তবে কবে সবে ছেলেকে আনবেন।

এমনত কথা দুই বেলা আসে। ভূতুরিণী মেয়েকে তাকিয়াই তাহার মুখ বাঁধিয়া দিলেন; নিজের স্বার্থ ভদ্রলোক যাহা ছিল তাহাই এতখানি বলাইয়া দিলেন। পাছে হইতে চাহিয়া মায়ের মুখ ও গলায় হাত দেওয়ায় করিলেন; একটী টিপ্ পরাইয়া দিয়া বলিলেন "যা মুখপুড়ী বেশ ঘরে ভূত হয়ে না হয়ে মরবে কিনা আমিই" বলিয়াই তিনি

আমার কুকুর যে রাতে ফিরে এসে আমাকে ওই
অন্ধকারের মধ্যে ডাকতে লাগল। তার ডাকাডাকি
শুনেই বুঝতে পারলাম, কোনো বিপদ ঘটেছে। আমি
একটা লাঠি নিয়ে তার পিছন পিছন চলতে লাগলাম।
কিছু দূর যাওয়ার পর কুকুরটা আমাকে একটা
ঝোপের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি
একটা লোক মাটিতে পড়ে আছে। তার মাথা দিয়ে
রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তাকে ধরে তুলে বসালাম।
লোকটা কাতরাতে কাতরাতে বলল, সে একজন
পথিক। কে বা কারা তাকে মেরে ফেলে রেখে
গেছে। আমি তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম।
তার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিলাম। সে ধীরে ধীরে
সুস্থ হয়ে উঠল। তার নাম জানতে চাইলাম। সে
বলল, তার নাম রহিম। সে একজন ব্যবসায়ী।
ব্যবসার কাজে দূরে কোথাও যাচ্ছিল।

যদি তার সে কথা সত্য হয়, তবে আমাকে
অবশ্যই আরও কিছু করতে হবে। আমার
মনের মধ্যে যে সন্দেহটার জন্ম নিয়েছে, তার
কোনো ভিত্তি আছে কি না, তা আমাকে
জানতে হবে। তাকে কি আমার চাকর করতে
বলব? একটা কাজ করা যেতে পারে। সে
আমার ছেলে ফুলকে পড়াতে পারে। ফুল
আমার একমাত্র ছেলে। তার বয়স বারো বছর।
ছেলেটা খুব দুষ্টু। সে আমার কথা শুনতে চায়
না। তাকে পড়াতে বসালে সে পালিয়ে বেড়ায়।
রহিম তাকে ঠিক পথে আনতে পারবে।

আমি রহিমকে আমার মনের কথা বললাম।
সে রাজি হয়ে গেল। সে বলল, সে ফুলকে
পড়াবে। তবে সে আমার কাছে কোনো টাকা
নেবে না। সে বলল, সে আমার কাছে ঋণী।
আমি তার জীবন বাঁচিয়েছি। তাই সে আমার
ছেলেকে বিনা পয়সায় পড়াবে।

আমি তাকে বললাম, সে যেন আমার
বাড়িতেই থাকে। সে রাজি হয়ে গেল। সে
আমার বাড়িতে থাকতে শুরু করল। সে ফুলকে
পড়াতে শুরু করল। ফুল তার কথা শুনতে
লাগল। সে ধীরে ধীরে ভদ্র হয়ে উঠতে লাগল।
আমি খুব খুশি হলাম।

একদিন আমি বাজার থেকে ফিরছি, তখন
আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে
বলল, সে আমার কাছে কিছু কথা বলতে চায়।
আমি তাকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। সে
বলল, সে আমার ছেলেকে পড়াতে পড়াতে
বুঝতে পেরেছে, ফুল একটা ভয়ানক ছেলে।
সে নাকি তার ক্লাসের অন্য ছেলেদের মারধর
করে। সে নাকি তার শিক্ষকদের সঙ্গেও খারাপ
ব্যবহার করে। সে বলল, সে ফুলকে আর
পড়াতে চায় না। সে বলল, সে আমার কাছে
ঋণী। সে আমার ছেলেকে পড়িয়ে সেই ঋণ
শোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে পারছে না।
সে বলল, সে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে।

আমি তাকে বললাম, সে যেন ফুলকে
আরও কিছুদিন পড়ায়। আমি ফুলকে বকে
দেব। সে রাজি হয়ে গেল। সে আবার ফুলকে
পড়াতে শুরু করল। ফুল তার কথা শুনতে
লাগল। সে ধীরে ধীরে ভদ্র হয়ে উঠতে লাগল।
আমি খুব খুশি হলাম।

একদিন আমি বাজার থেকে ফিরছি, তখন
আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে
বলল, সে আমার কাছে কিছু কথা বলতে চায়।
আমি তাকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। সে
বলল, সে আমার ছেলেকে পড়াতে পড়াতে
বুঝতে পেরেছে, ফুল একটা ভয়ানক ছেলে।
সে নাকি তার ক্লাসের অন্য ছেলেদের মারধর
করে। সে নাকি তার শিক্ষকদের সঙ্গেও খারাপ
ব্যবহার করে। সে বলল, সে ফুলকে আর
পড়াতে চায় না। সে বলল, সে আমার কাছে
ঋণী। সে আমার ছেলেকে পড়িয়ে সেই ঋণ
শোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে পারছে না।
সে বলল, সে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে।

আমি তাকে বললাম, সে যেন ফুলকে
আরও কিছুদিন পড়ায়। আমি ফুলকে বকে
দেব। সে রাজি হয়ে গেল। সে আবার ফুলকে
পড়াতে শুরু করল। ফুল তার কথা শুনতে
লাগল। সে ধীরে ধীরে ভদ্র হয়ে উঠতে লাগল।
আমি খুব খুশি হলাম।

অভীক বাবুকে দেখে বোঝার কিছু উপায় নেই যে তার বয়স কত।

তুহিনী। আমার খুব ভয় করে।

বাড়ী নাই, তাতে তোমার ভয় করার কি আছে?

অভীক। ঘরের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

পরান আমাকে বলেছে, সাহেব যে ঘরে থাকে সে ঘরে কি এমন পাহারা দেওয়ার কথা?

তুহিনী। সে যে ঘরে থাকে সেখানে পাহারা দেওয়ার কি আছে?

অভীক। সে ঘরে কিছু জিনিসপত্র আছে। সেগুলো চুরি হয়ে যেতে পারে।

তুহিনী। সাহেব কি ফিরে আসবে?

অভীক। সেটা আমি জানি না। তবে সাহেবের ঘরে কিছু জিনিসপত্র আছ

জলে তোমার নিশ্চয় জলের অধিক থাকিবে না। পুরুষ জানিতেছেন "তাহা কি আর হয়। এই জলরাশি লইয়া আমি কি করব, তোমায় দিব; ইহাই আমার সন্তানদের খুন হইবে। ইহাই কি আমার সাধের প্রাণপ্রতিম করিবে?

পরস্পরের সাধিব সুযোগিত নাই। প্রত্যেক তাঁহার পূর্বজীবন তোমোহিত করিতে প্রাণপণ করিলেন; তিনি বলিলেন "একদা সমর যদি করিতে পারতী হাত ছাড়া হয়। আমার আমা আমা হয় বড়।" উপায় একজন আপনা আপনিই হইতে লাগিল, কেহ পাত্র, কেহ মুখরা, কেহ কেহ তোমোহিতে লাগিল উভয়ে যে ভাবা পাইবেছিল আমা হইতে বিন্দু বিন্দু আর সাধারী ও বি, বলা ও অমানা

মিলিল তোমার হইল। সমা হইল একজন বিমলা কি করিতেছে কি পরীক্ষণ আসিয়া পড়িলেন নাই। এদিকে ক্রমে ক্রমে রাত্র আসিতে লাগিল। আর বড় অধিকক্ষণ নাই, সকলেই তুর্তুরুলীন অভিভাবক সকলে বলিলেন রাত্র করিতে দেওয়া হইবে না। শুভ কার্য্য আরম্ভ হইয়া যাইত। বিলম্ব আরম্ভ হইল, রাত্রি উপায়নের সময় পরস্পর কেবলই অন্যমনস্ক হইতেছেন। যাহা হউক আমার জন্য তোমা বিলম্বই নষ্ট হয় না। মালা পরিবর্ত্তনের সময় আসিল। পরস্পর তোমে আত্মের পরিচ মালা বিনাশ উদ্যোগ করিতেছেন না। শুভক তাঁহের গলায় মালা তোমে করিয়া মালা তোমে তোমে তোমিয়াছেন কি?

(ক্রমশঃ)

আশা ও নিরাশা মাঝে।

(শ্রীমতী তোমলতা তোমী)

অতীত দিনের কথা
সুখ স্মৃতি ভরা,
তোমুমি ভরিয়া তোমে
অতোমারী ধরা,

দিন না যাইতে তোমে
সমা হয় সব,
তোমিতায় আমিনি
তিনি তাই তোম;

নিরাশের তোম মাঝা
বিমোম ভাসিয়া,
পরমের তোম মত
তোম আশমিয়া;

সতমি মিলায়ে ছবি
নিরতি তোমোয়,
আমি শুধু আছি তোমে
আশায় তোমোয়;

শুধু তুমি, শুধু তুমি
নিরাশা আশায়
পশিয়াছি প্রাণ মম
তমসীন পায়।

ব্যবসায়ী বিভাগ।

মন্ত্রিসভা কেবিনেট ব্যবসায়ের ভার দেওয়া হয়।

শাসন।

আদি আইনের ইতিহাস—ইলবার্ট বিল এম. পি. দেখুন।

পার্লামেন্ট

মুসলমানদের জন্য বিশেষ সৃষ্টি

ইলবার্ট আইন—ব্যবসায়ের ভার দেওয়া হয়

ব্যবসায়ী মন্ত্রিসভার সৃষ্টি পরীক্ষা

লোর্ড প্রাইবার্ণী।

আমরা বেশম সাহেবের জেলার মাজিস্ট্রেট, বিশ্বনাথী ভক্ত-ইলাসভক্ত হিন্দু থাকেন্ দেখুন, আমির বিবি মুক্তকেশি মোকদ্দমা থাকেন্ দেখুন, শিবুবালা বিশ্বাস সি. এস. এল. মোর্চি দেখুন আনিপুর, বীরাজকন্যা বসু এইচ, এল ট্রেভি-ইনস্টিটিউশন, প্রবীনাবালা বসু ইউ. এল, সি ভাষাবাজার থাকেন্ দেখুন, সুধন্য বসু ইউ, এল. সি হাইকোর্ট থাকেন্ দেখুন, অমলেন্দু চ্যাটার্জি সি, ই, জেড. কলীপাড় থাকেন্ দেখুন, অমলাবালা রানী সি, এস. বে মাজিস্ট্রেটের থাকেন্ দেখুন, নিরুপমা দেবী আলীমাটি হাজারী পাইপাস সুধাকারী দেবী ভাসনকাটী আজাবেদে, মোক্তারণী এস সি. ই. জেড ডোরবাথান থাকেন্ দেখুন, সুপ্রভা মিত্র বিশ্বনাথ মোক্তা-রিয়াম থাকেন্ দেখুন, সুধন্যবালা মিত্র সি. এস. এল. চন্দ্রা-ক্ষর থাকেন্ দেখুন, লীলাবতী মুখার্জি ভার আর, সি. মিত্র মোক্তারিবাস থাকেন্ দেখুন, রাধিকাবালা মুখার্জী সি, এস. এল, মোক্তারবাজার থাকেন্ দেখুন, কমলাবালা মল্লিক নিয়োগীচরণ থাকেন্ দেখুন, উমাবতী আর সি, ই, জেড স্টেট্রাল, থাকেন্ দেখুন, অনুপম নিয়োগী সি, এস. এল, মেটিয়াবুরুজ থাকেন্ দেখুন, মুক্তিলতা বার ইউনাইটেড মিল-মারী বাই।

ইউনাইটেড।

মুখমুখুমারী চক্রবর্তী সি. এস. এল, মেলিকাপুকুর থাকেন্ দেখুন আমাদের মে সি, ই, জেড স্টেট্রাল দেখুন, আমাদের মোর সি, এস, এল মেটিয়াবুরুজ, তবাসী বার ইলবার্ট হিন্দু থাকেন্ দেখুন, কমলা রায় বীরাজকন্যা থাকেন্ দেখুন, রায়বাহাদুর রায় প্রাণবাবু হিন্দু থাকেন্ দেখুন, প্রবিনা রানী সরকার ইউনা-ইটেড মিলমারী বাই দেখুন, আমাদের মেজ ই, এস, সি, ডাক দেখুন, হিন্দুরী মেজ সি, এস, এল সরকারে থাকেন্ দেখুন, উমা বালা সেনগুপ্ত রানী হিন্দু থাকেন্ দেখুন।

অন্যান্য প্রাইবারী।

বনী বাজমুহারী ব্যাবর্ষি ডাক্তোরিয়াল হিন্দু থাক-সুন্ দেখুন, সুবাসিনী মুখার্জী আমাইনালের স্ত্রি থাকেন্ দেখুন, নিবারণবালা বসু মেয়ারীচরণ হিন্দু থাকেন্ দেখুন, সুহাসিনীবালা সরকার রানী হিন্দু থাকেন্ দেখুন, মলিনা মোর ইউ, এল, সি চাক দেখুন, বাজেয়াবাজার (মুসলমান) মুসল-মানি মোকদ্দমা, দেখুন্ দেখুন, জেলুবাবালা সরকার হিন্দু থাকেন্ মেয়ে বিবাহ, থাকেন্ দেখুন ব্রহ্ম মেয়ে, ইউনাইটেড মিলমারী বাই দেখুন।

বিভিন্ন লোয়ার।

বীরাপ্রভা মোক্ত ডাক্তোরিয়াল হিন্দু মোক্ত ইং দেখুন, অমিতা মোর ই, এল, সি, চাক দেখুন, আমিনবাজার (মুসল-মান) মুসলমান মোক্তারের থাকেন্ দেখুন।

বিভিন্ন অন্যান্য।

অন্যান্য চৌধুরী. মেটিয়াবুরুজ। অমিতা মোর ইউনাই-টেড মিলমারী বাই দেখুন।

জেল চট্টগ্রাম।

মহেন্দ্র কুমার রায়—রাজেন্দ্রপুর প্রাই।

চট্টগ্রাম বিল ইউস্

নারায়ণ কুমার বিশ্বা- মোটা মোকদ্দমা, ইউ সি,

উপেন্দ্র কুমার বিশ্বাস—কলকাতা, ইং ৫৫ সাল; বীরেন্দ্র বিশ্বাস ছোকরা ইং ৫৫ সাল; কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস ইং ৫৫ সাল

৫ কলাই

সন্তান উপাধিধারী

বিনু কুমার কাঞ্জিলাল কলকাতা, বয়স ৫৫ সাল;

রাজীব উপাধিধারী

বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, সাইকেল, ইং, ৫৫, কলকাতা আদি নিবাস—সাইকেল ইং, ৫৫,

প্রকাশক উপাধিধারী

আনন্দমূর্তি চন্দ্র—কলকাতা, সাং ৫৫ বয়স কলকাতা, সাং; বীর চন্দ্র বৈষ্ণবী কলিকাতা সাং;

কুলদারাদের জন্ম বিবরণ দুই।

প্রবিষ্ণুর ছেলে—কলকাতা ছত্রাকী সাং ৫৫।

বিজয়পুর

২২২ উপাধিধারী।

কুলদারাদের বয়স কলাই বাড়ী, পৌঁ, ৫৫, আদিমূর্তির অন্নাহারে—চন্দ্র ২২৫ পুত্র, ইং, ৫৫ [illegible] দুটিরা ইং, ৫৫

৪

কালুরাম উপাধিধারী

রাজীব বয়স কলকাতা সাং ৫৫, ইং ৫৫ বয়স ৫৫ বছর—বিবাহিত ৫৫ সাল ইং ৫৫,

কার্তিক চন্দ্র উপাধিধারী

বীরেন্দ্র চন্দ্র ৫৫ ছত্রাকী ইং, ৫৫, বিবাহের বয়স কলকাতা ইং, ৫৫,

কুলদারাদের জন্ম বিবরণ দুটি।

২৫৫ আদি বয়স বিবাহিত, ইং, ৫৫,

কলকাতা

বিবাহের [illegible] কলকাতা, ইং, ৫৫, ৫৫ বয়স আদি কলকাতা—বিবাহ ৫৫, ইং, ৫৫ পর্যন্ত বয়স কলকাতা ইং, ৫৫

কলকাতা।

সন্তান উপাধিধারী

কার্তিক চন্দ্র [illegible] সাং, ৫৫ বয়স কলকাতা ছত্রাকী সাং, কলকাতা ৫৫ বয়স ছত্রাকী ৫৫ সাং

কুটিরাম উপাধিধারী।

বন্দিনী বয়স ৫৫ বছর বন্দিনের সাং

সাইকেল উপাধিধারী

কলকাতা ৫৫ ৫৫ বছর সাং, ৫ বিনী বয়স ৫৫ বছর ৫৫ সাং

প্রীতিকারী উপাধিধারী

কার্তিকচন্দ্র ৫৫—প্রীতি সাং, ৫৫ বয়স ৫৫—৫৫ সাং সাং

কুলদারাদের জন্ম বিবরণ দুই।

[illegible]—[illegible] সাং

৫৫৫

৫৫ কলকাতা বয়স ৫৫ বছর—[illegible] সাং, ৫৫ বয়স আদি নিবাস—[illegible] সাং, ৫৫ বয়স ৫৫ বছর—ইং ৫৫ [illegible] সাং, ৫ কলকাতা বয়স—৫৫ সাং সাং

কুলদারাদের জন্ম বিবরণ দুটি।

[illegible] সাং, কলকাতা আদি বয়স—৫৫ বছর ৫৫ সাং, বয়স আদি কলকাতা—৫৫ সাং।

কলকাতা

সন্তান উপাধিধারী

[illegible] বয়স ৫৫—[illegible] সাং, ৫৫ বয়স [illegible] সাং, ৫৫ বয়স ৫৫ বছর—বিবাহিত ৫৫ সাং, ৫৫ বয়স [illegible] সাং, ৫৫ বয়স ৫৫ বছর—ইং ৫৫ সাং।

বিনু বয়স ৫৫ বছর—[illegible] সাং, ৫ বিনী বয়স ৫৫ বছর ৫৫ সাং

কুলদারাদের জন্ম বিবরণ দুটি।

[illegible]—[illegible] সাং, ৫৫ বয়স [illegible] সাং, ৫৫ বয়স ৫৫ বছর—ইং ৫৫ সাং।

[illegible] ছবি [illegible]।

[illegible] ৪ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছবি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অধ্যক্ষ বিদ্যার ইউনিভার্সিটির বিদ্যার্থী ট্রেনিং কলেজ কলি-
কাতা, আসানসোল হাই ইংলিশ স্কুল, অভিযোগ,

অভিযোক্তা হাই ঐ

ঘোষাল হাই ঐ

স্থানীয়ি হাই বিদ্যু বিদ্যেক ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন অভিযোক্তা,

ঘোষণা।

নবিনা সরকার—ইউনিয়ন ইট, পি। বাসিরহিম মণ্ডল—
চন্দনপুর ইট পি, হাবাস চন্দ্র মণ্ডল—মহেশ পুর, ইট পি
বীরভূম সরকার—খোয়া-পাড়া, ইট, পি।

মুসলমানদের জন্য বিশেষ বৃত্তি।

সেলাইমন্ আলি -আশিক চন্দ্র ইট, পি।

বাঙ্গিলি।

ইন্দর চন্দ্র হাই বসলাল মন্ত্রী ইট, পি। অমল চন্দ্র
সিংহ—খেজোটি, ইট, পি, কানু প্রসাদ—মুন্সী ইট, পি।

তারা সব হাই-কাঁচি হাটা প্রাই, রাজমাহি। নিরঞ্জন
কুমার বিদ্যাস—নীল গঞ্জ, ইট, পি, দিনাজপুর। অক্ষয়চন্দ্র
নাথ লাহা আমাবেরা, ইট, পি, দিনাজপুর। যতীন্দ্রনাথ বাস
ভাটি বাড়ি, ইট পি জলপাইগুড়ি। বসন্তচন্দ্র বাস বেলঘরিয়া,
ইট, পি, হাবে বন্ধু বন্ধব—মোহ প্রাই মালদহপুর,
প্রাই জলপুর সুধীর চন্দ্র নাথ-উমলি খোকা খোস,
প্রাই বগুড়া। বুধিষ্ঠির চন্দ্র বাস- চন্দ্র কাঁথি প্রাই, বগুড়
এবং চন্দ্র বাস- সুধাংশু ভূষণ প্রাই, নালো। বসন্ত
কান্ত বাস—তার নিবাস, প্রাই পাবনা বিনোদী বাস
বাস—বিদ্যাবীপুর ইট, পি, বাবনা, বিনোদ চন্দ্র বাস
বিনোদেরা ভাইস্ বিনয় ইট, পি, বাঙ্গিলি। টেবা চিড়ি
সেই আবদুলবাস ইট, পি, কাজলে বাঙ্গিলি।

পাবনা।

সরফরাজ মুন্সী বালিয়াপট্টী মন্ত্র ইং, চন্ডীবাস
ভোজবার ভবাদি মন্ত্র ইং, বিদ্যুলয় বাস—পাবনা গোয়ারী
মন্ত্র ইং, তাদি আহমেদীবিদ্যা—ইউনুস মডেল এন, পি।

মুসলমানদের জন্য বিশেষ বৃত্তি।

আতাবুদ্দিন আহমেদ বালিয়াপট্টী, মন্ত্র ইং, মন্ত্র আবদুল
করিম আদিবাসী মন্ত্র ইং।

বাগেরহাট।

বদরুদ্দোজা বাস বাগেরহাট মন্ত্র ইং, মাদারিপুর গোয়ার
চান্দপুর মন্ত্র ইং, মন্ত্র মাদারিপুর ভোলাহাট মন্ত্র ইং।

মুসলমানদের জন্য বিশেষ বৃত্তি।

মন্ত্র আবুল আলি—বাগীহাটী মন্ত্র ইং।

বাঙ্গিলি।

কালীপদ বাবহুল বৃত্তিয়া—ওঝা, মন্ত্র ইং।

মুসলমানদের জন্য বিশেষ বৃত্তি।

বজলুর রহমান—কলিমেরা মন্ত্র ইং।

বিশেষ পরীক্ষায়িক—ভাঙ্গলা মন্ত্র ইং বাঙ্গলাহি।

বৃত্তি চন্দ্র সরকার—মজোরীপুর ঐ ঐ

প্রসন্নকুমার বর্মণ—চাঁদবালা বোর্ড এন, পি, চন্দ্রপুর।

সুরেন্দ্র নাথ বসাক—হাজরাটী মন্ত্র ইং বগুড়া।

যতীন্দ্র নাথ অধিকারী—চরিতপুর ডিষ্ট্রিক্ট বিদ্যা মন্ত্র ইং পাবনা

ধনীন্দ্র নাথ বসাক পাবনা গোয়ারী মন্ত্র ইং পাবনা।

অন্ত লাল বাস- ধরিবপুর মন্ত্র ইং ঢাকা।

মন্ত্র ইংরাজি বৃত্তি তালিকা

জেলা ত্রিপুরা।

বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্ত্তি—কসবা মন্ত্র ইং

অক্ষয় কুমার সে—চাকী মন্ত্র ইং

বসুধা গোবিন্দ নাথ—গৌরাঙ্গ বাজার মন্ত্র ইং

পূর্ণী নাথ রায়—খেরীপুর মন্ত্র ইং

ঈশান চান্দুবরার—বড়বাড়ি মন্ত্র ইং

বাবা ইন্দ্র চক্রবর্ত্তি—বাগিচগ্রাম মন্ত্র ইং

মুসলমানদের জন্য বিশেষ বৃত্তি।

আবদুল রহমান—আলিমিরি পুর মন্ত্র ইং

রহমত আলি মিয়া—বাসুয়া মন্ত্র ইং

আজল শাহেব - মডল পুর মন্ত্র ইং

আবদুল বারি - কুলবরি মন্ত্র ইং

বি ন ইন্দ্র পর্ব্বত বাসিবপুর মন্ত্র ইং

জেলা মোহাম্মদি।

ইসেন মজিদুর রহমান—ও গাজীপুর মন্ত্র ইং, মন্ত্রেন্দ্র
কুমার বিদ্যাস—মন্ত্র পুর, মন্ত্র ইং, বাদিবর রহমান—কে,
আই, চা, মন্ত্র ইং মহমদ আবদুল—তালিবাপুর মন্ত্র ইং।

কর্ম্মখালি

WANTED a young, well-qualified Normal Trained Pundit. Pay Rs. 25 with prospects. Free boarding and lodging on tuition. Apply sharp with qualifications, age, caste etc. to Secretary, Andul H. C. E. School, Andul Mauri P. O., Dist. Howrah. 921—

WANTED a B.A. in Sanskrit to begin with 30/- p.m. for a new school. Lodging and Boarding on tuition. Apply sharp to the following address.

Kaliprada Biswas
Bishnupur village
Khalisakia P. O.
Nadia 921—

WANTED a V.M. final Normal passed Head Pandit for the Dum Institution at Basantapur Govt. aided M. E. School on a salary of Rs. 18—22 according to qualification. This is a very healthy place on the left bank of Kalindi river. Apply to the Headmaster. The Dum Institution at Basantapur. Po Hingalganj. Dt. 24 Parga. 918—

পাইবপুর মুন্সী ধরবাড় আদি মুর্শিদি এম্. ই. স্কুলের জন্য অন্যূন ২বৎসর বয়স্ক বৈধানিক পরীক্ষোত্তীর্ণ হিন্দু ছেলের আবিশ্যক হেড্ পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন বোর্ডিংয়ে থাকিলে ১৫৲ বাহিরে ২৮৲ টাকা আহার ও বাসস্থান ফ্রি। পাইবের অধিকন্তু প্রাইভেট পড়াইয়া কিছু পাইবের অধিকন্তু নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন কিম্বা স্বয়ং আসিয়া বিশেষ বিবরণ অবগত হউন।" সম্পাদক—ছেদ মাষ্টার হন।

৯৯ হাজরা রোড, বহুবাজার কলিকাতা
৯২৩—১৩।৯।২৫

"জামালপুর ছেলা স্কুলের) মহাজনী পাঠশালায় (জোয়ার প্রাইমারী আবিয়া-বিদ্যালয়ের) জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী, অন্যূন একজন প্রবীণ শিক্ষয়িত্রি শিক্ষক আবশ্যক। বেতন উপযুক্ত ১৫৲—২০৲ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব্বে আবেদন প্রেরণ করা চাই।"

জামালপুর ছেলা স্কুলের ১৯৯।২৫ } ঢাকার মুন্সীর ভ্রাতা মুন্সীপাড়ায়। জামালপুর,ছেলা স্কুলের।৯০১—৯৯।২৫

WANTED a Normal Second year passed or third year plucked teacher of the New System for the Dudpur M. E. School, Gongalhanpur P. O. Howrah, on a monthly salary of Rs. 12 to 15 with free boarding and lodging on slight tuition.

Secretary.
919—

বাগে বিষ্ণুপুর, হাইস্কুল পাস ইনষ্টীটিউশনের জন্য অবশ্যই বৈধানিক ও মেট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন মাসিক ৩০৲ টাকা। অন্য ছেলেমাষ্টার আবশ্যক নিকট আবেদন করুন। বিষ্ণুপুর পোঃ আঃ ছেলা হাওড়া।

শ্রীকালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক।
হাইস্কুল পাস ইনষ্টীটিউশন, বাগে বিষ্ণুপুর পোঃ
(হাওড়া) ৯১০—১৩।৯।২৫

বাসুদিয়া গ্রাম পোঃ (ছেলা হুগলী) মং ষ্টী স্কুলের জন্য মাসিক ২০—২৫ টাকা বেতনে এক বর্ণাশ্রম পাশ সহকারী ছেড্ পণ্ডিতের আবশ্যক। গ্রামের প্রাইভেটে আহার ও বাসস্থান। ১৫ই মাঘের প্রথমে যোগদিতে হইবে। মাসিয়া আবেদন ও মতিতে অভিজ্ঞ হইলে ভাল হয়।

শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়
সেক্রেটারী এম. ই, স্কুল
পোঃ বাসুদিয়া গ্রাম
৯১২— (ছেলা হুগলী)

একজন বর্ণাশ্রম বৈধানিক পাস ছেড্ পণ্ডিত আবশ্যক। মাসিক বেতন ১৫৲ পঞ্চদশ টাকা আহারাদি ও থাকিবার স্থান পাওয়া যাইবে। সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

হাজরাদহ বঙ্গ ইংরাজী বিদ্যালয় পোঃ কলিকাতা
৯৯৯৯— ৯১৩

WANTED a "*Normal Traiparishit*" passed teacher for Shetpur U.P. School, P. O. Dirrahallarpara. Dist. 24 Pergs. Pay Rupees 15/- to 18/- per month with free boarding and lodging. Apply to the Secretary, on or before the 20th inst. 918—১৩।৯।২৫

"জেলা বিলাসপুর, পোঃ পরীক্ষণাম অধীন অভিপুর গ্রাম ই স্কুলের জন্য মাসিক ২০৲ বেতনে এক পাকে শিক্ষিকা আবশ্যক। শারিরিক বেলার পারদর্শী শিক্ষিকা আবেদন করিবেন। আবেদনের আঃ হয়। ১৫ই মার্চ্চিবের মধ্যে প্রবেশ করে এক সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।"

সম্পাদক—
শ্রীঅবিনাশী চট্টোপাধ্যায়।
১১৬—১৩।২।১৫

"জেলা বর্দ্ধমানের অধীন আমাপুর গ্রাম ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ২০৲ বেতনে একজন মধ্যম শিক্ষক ও মাসিক ২৫৲ হইতে ৩০৲ বেতনে একজন [আই, এ পাস বেশী হইলে ও মাসিক ১৫৲ বেতনে একজন অষ্টম শ্রেণি পড়িয়া আবশ্যক। শিক্ষকদিগকে বিনা ভাড়ায় বাস স্থান দেওয়া যাইবে। প্রাইভেট পড়াইয়া যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। অভিজ্ঞ ও যোগ্যতার বয়স ৩০ বৎসরের অধিক হইলেও কার্য্য হইবে। অধিকে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। পোঃ আমাপুর। জেলা বর্দ্ধমান।
১১৬—৩।২।১৫

"জেলা বাঁকুড়া, ইন্দ্রাগাছাপুর এম, ই, স্কুলের [ইন্দ্রাগাছাপুর পোঃ] জন্য এপ্রিল মাসে এক শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ আবশ্যক। বেতন মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা, বাসস্থান ফ্রী, প্রাইভেট পড়াইয়া অন্যূন অথবা বেশ ৩০৲ টাকা মিলিবে। সত্বর আবি উপরে পূর্ণ লেফাফাযোগে নিকট আবেদন করুন। সদ্বোপ বিনা সম্বাদের ও ফোটো মিলে ফেরত দেওয়া যাবে।" ১১৬—৩।২।১৫

এক পয়সা খেলার অক্ষর যাকাপুর গ্রামের অধীন মাইল ষ্টেশনের ৪র্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন নবম শ্রেণির শিক্ষক আবশ্যক। আগামী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই যোগদান করিতে হইবে। আহার ও বাসস্থান ফ্রি। প্রাইভেট টিউশন মিলিবে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে। সত্বর লেফাফাযোগে নিকট আবেদন করুন। মাইল ষ্টেশনের নাম, জেলা ২৪ পরগণা। ৯১।—
৩।২।১৫

WANTED a trained mistress for the post of the fourth mistress of this School to teach Bengali on a Salary of Rs. 40/- (Forty only) per mensem. Preferance will be given to one who can teach first aid.

The mistress will be provided with free unfurnished quarters and will be required to subscribe to Railway provident fund and the Passes according to rules in force, from time to time.

Apply at once to the undersigned with copies of testimonials stating age.

M. Ganesh Row.
Honorary Secretary
D. N. Ry. Indian Girls' School.
Khargpur. 915—13. 2. 15

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR.

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages 399. Price 12 Shillings.

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, a land of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in its book under review is a remarkable production."

Manchester Guardian: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * "a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock-down blow."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig. 1922.) Pages xxiv + 242. Price 12 s.

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

The Folk-Element in Hindu Culture. Pp xx + 312. (Longmans, 1917.) 15 s. net.

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Indiaman (London). "Of substantial scientific value. * * * Much that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. Pp. xiii+82. (Longmans, 1918.) 5s net.

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities and stating the case with a calmness and moderationthat inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in five parts (Luzac & Co., London, 1918.) 3s 6d.

Bookman (New York). "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman and Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) Dollar 0.75 cents.

Sukra-nîti (Hindu Politics). Rendered into English from Sanskrit with Introduction and Notes. (Panini Office, Allahabad, India, 1914.) Pp. xxxvi+270. Rs 6 (Luzac & Co., London.)

The Positive Background of Hindu Sociology. Book I. Non-Political. Panini Office, 1914.) Pp. xxiii+366. Rs. 7. (Luzac & Co.)

Columbia University Institute Bulletin. "An authority in the interpretation of Hindu culture from the standpoint of world-thought and in the perspective of developments in Europe and America."

Book II. Political. (Allahabad, 1921.) Part. I. Pp. 126. Re. 1.

Chinese Religion Through Hindu Eyes. With an Introduction by Dr. Wu Tingfang, Late Chinese Minister of Washington, D. C. Pp xxxii+231. (Marutzen Co., Tokyo, 1916.) 7s 6d (Luzac).

Quarterly Journal (The Indo-Japanese Association, Tokyo): "The book is not only a volume on comparative religion, but may be useful to those who want to get the oriental interpretation of oriental history."

Love in Hindu Literature. (Marutzen Co., Tokyo, 1916.) Pp. v+89. 3s 6d (Luzac).

Current Opinion (New York): "The attempt to take the divine poetry of Radha-Krishna literature which has always been regarded as an allegory of the mystical union between God and the soul and to secularize it is the task of Prof. B. K. Sarkar."

The Science of History and the Hope of Mankind. (Longmans, Green & Co., London, 1919.) Pp. viii+76. 2s 6d, net.

Open Court (Chicago): "An unusually broad conception of history. * * * The main tendency is to show the paramount importance of world-forces for the development of every single nation."

Introduction to the science of Education. (Longmans, 1913.) Pp. xxxii+141. 3s 6d, net.

Pioneer (Allahabad): "Admirable aim * * * written in the style of Herbert Spencer or Benjamin Kidd. * * * an idealist, a fervent seeker after truth."

Die Lebensanschauung des Inders (Markert und Petters, Leipzig, 1913.) 80 Seiten. Preis Mk. 2.80.

For BENGALI WORKS by the SAME AUTHOR apply to GYANMANDAL BENARES CITY, or PANINI OFFICE, ALLAHABAD.

আজকালের প্রত্যেক গৃহস্থ ডাক্তারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন না। সেজন্য বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আজি বহিয়া প্রবাহ বহিয়াছে—যাহা আশ্রিতে ধরাইতে চায়, পৃথিবীতে বাঙ্গালীর গৌরব বজায় রাখিতে চায়—বিজ্ঞের, আত্মীয়ের, গ্রামবাসিদের, "স্বাস্থ্য" ও "শিক্ষা"র উন্নতির জন্য পরামর্শ দেয়।

অভিজ্ঞ মাসিক পত্রিকা

স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্যের বিষয় সব কথা বলে। স্বাস্থ্য শিক্ষা, ও অবসর মুহূর্ত্ত, বিবাহের উপায়, রোগ নিবারণ পথ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ই পাইবেন।

বার্ষিক মূল্য ২৲—৫ টাকা পরামর্শ টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

সম্পাদক—

ডাঃ হরি গোপাল শ্রীযোগানন্দ গাঙ্গুলী এম, বি,

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

অফিস—১৩১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নমুনা গ্রাহক হউন।—ডাকমাশুল ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে আমরা বিনামূল্যে নমুনা দিতে ও বিজ্ঞাপিত করিতে পারিব।

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা।

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,

এম্, এ, এল্, বি এম্ (লণ্ডন)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিক্রয় ও পাইকারে বিক্রয় ব্যবস্থা করা হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। মোফঃস্বলে ভালরূপে ঔষধ পাঠাইবার সুব্যবস্থা করা হয়। চিঠী পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে খোলসা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)

(বিশুদ্ধ স্বর্ণ ভস্ম অঙ্কিত)।

তোলা ১৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও জারণাদির পরম যত্নে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সিদ্ধ প্রয়োগীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

মাত্রিবাদি সালসা—শিশি ৸৹ আনা।

সর্ব্বপ্রকার রক্ত-দূষিতাদির সালসা স্বরূপ ব্যবহার করা যায়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, বিষদোষ, প্রমেহ, পারদাদি, উপদংশ (সিফিলিস্) অম্লপিত্ত, বাতরক্তাদি রক্তদোষ, শ্লীপদরোগ প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই মোফঃ মাশুল।

চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট ঘৃত মধু, বাসকাদি প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত হয়। কফ, কাশি, শ্বাস, বল (অজীর্ণ), অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সহজপ্রাপ্য মূল্যবান অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বলা যাইতে পারে।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৫৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অন্যান্য সম্পূর্ণরূপে নাশিয়া যায়। ইহা অপরিমীত আনন্দদায়ক রসায়ন।

স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ, অকালবার্দ্ধক্য ইত্যাদি প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৲ টাকা। স্বপ্নদোষের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

কোষ্ঠশুদ্ধি বটী

প্রাতে রাত্রে দিবা আবশ্যকমত কোষ্ঠ পরিষ্কার ও কুধাবৃদ্ধির একমাত্র মহৌষধ। মূল্য—১৬ টী ১৲ টাকা। ৩০ টী ২৲ টাকা মাত্র।

কর্ম্মখালী

"কর্ম্মখালী ও আই আদি ঔষধি পাদ। প্রতি বৎসর বিজ্ঞাপনের আবশ্যক অধিক। কোন বিজ্ঞাপনের ভাষা প্রয়োজন হিসাবে বিজ্ঞাপন আমাদের সম্পাদক আছেন।

শ্রীশম্ভু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝিনুপুর (বাঁকুড়া)।

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!!

শাস্ত্রবর্ষের লাংলা

পাঞ্জীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হইবার বিলম্ব হইয়া গেল বলিয়া বাহির হইয়াছে। উহাতে আছে—

(১) বাঙ্গালার ঘৃতকাশগণের ঔষধ ও প্রয়োগাদি (৮ পাতা ছবি সম্বলিত)

(২) বঙ্গীয় কুলজী পুঁথি (২৭ পাতা ছবি সম্বলিত)

"পাঞ্জীয়া সংখ্যা" প্রকাশিত—বহু টাকাকার ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ ও বহু ঐতিহাসিগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।

২৮ আনা চিত্র সম্বলিত ২৩০ পৃষ্ঠার বই—মূল্য ডাক আনা আনা মাত্র।

ডাকমাশুল ৵০ আনা।

প্রকাশক পাঞ্জিয়া হাউস, চন্দননগর।

প্রচুকেশন গেজেট

২৮ ভাগ

সর্বেষাং সমবেক্ষ্যেদং বিধিনা জ্ঞানচক্ষুষা। প্রবিভাগাপবর্গৌ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সর্বেষাং খলিদং সম্যক্ সর্বে সম্যক্ ইদং বিদুঃ। সর্বে জ্ঞানাদি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥
আত্মবৎ যদি সর্বত্র সম্যক্ জ্ঞানেন পশ্যতি। ইতি প্রেক্ষ্য বিধিবিদ্বান্ ক্রিয়তে জ্ঞানবন্ধনং॥

২য় খণ্ড] শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন ১৩৩১, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ [৭০ সংখ্যা

ভক্তের পক্ষে বিভূতির প্রয়োজনশীলতা।

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী লিখিত)

বিভূতির আকাঙ্ক্ষা ত অনেক হয় না, কিন্তু যখন যখন প্রয়োজন হয়—তখনকার ভক্তি,বিশ্বাস হওয়ার জন্য, যাহাতে সব সময়ের ও তাঁহাতে ভক্তি হয়, এবং তাহাদের উদ্ধার হয়, এই জন্য। যে মহাপুরুষ যাহা তখনকার সময়ের জন্য ভাল উপকার সাধন করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তিনি বিভূতি দিয়া থাকেন। আর এটা একটা বুঝি দিয়াও হইতে পারে, কিন্তু আমাকে যাহাদের পেতে অনেক অন্তরায় প্রয়োজন। পরকে উপদেশ করিবার বিদ্যা,পরের উপকার বা উদ্ধার সাধনে করিবার শক্তি,বিশ্বের মানুষের অনেক প্রকার অন্তরায় প্রয়োজন হয়।

সাধকের পক্ষে বিভূতির আর এক প্রয়োজন আছে। তিনি যোগসাধন করিতেছেন, তখনকার পাওয়া যদি তাঁহার উদ্বেগ হয়, তাহা হইলে, তিনি অবশ্য বিভূতির প্রার্থী হইবেন না, কিন্তু বিভূতি তাঁহার হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহা না হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন না, তাহার যোগমার্গে অগ্রসর সিদ্ধি হইল। শাস্ত্র, যে সাধনা করিলে যে সিদ্ধি বা বিভূতির প্রকাশ হইবে, বলিয়া দিয়াছেন, সে বিভূতি না হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে সাধন ঠিক করা হয় নাই।

কৃতকৃত্যতা।

[পুনরাবৃত্তি]

[রায় শ্রীযুক্ত পঞ্চকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্‌-এ, বি-এল্‌]

বালিকা।

এই উহাই শ্লোকটি আমরা প্রায়ই লোক মুখে শুনিতে পাই :—

"বালিকা বলতি লক্ষ্মীজনঃ কৃমি ভবসি।
জনকঃ রাজসেবায়াং নিযুক্তঃ যৈব যৈব ॥"

বাস্তবিক অনাদরের প্রধান উপায় বালিকা। ইহাদের অনুকূল ঈক্ষণ বালিকাবন্ধুর। মাতৃকুলের ও অন্যান্য স্ত্রীমূর্তি বালিকাবিবর্জন। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকে কেবল বালিকাদিগের অবিশ্রান্ত অনুকূল দৃষ্টিপাত আসিবে। ইহা যে কেবল এ কালে ঘটিতেছে, তাহা নহে। পূর্ব্বকাল হইতে সমুদয় উন্নতি হীনতি দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বালিকাই কমলার ক্রীড়াসরোজ। পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলেও, আমরা এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। অন্য দেশের কথা উত্থাপন না করিলেও, প্রাচীন ভারতে এই উক্তির সার্থকতা দেখিতে পাই। সার্থবাহ বা শ্রেষ্ঠী-দুহিতা পুরাকালে অন্যা ছিলেন। তাঁহারাই বিবিধবিধানে কন্যা করিয়া উদ্বাহ করিতেন। "কৃতকটিক" গ্রন্থসমূহে বারংবার বারযৌবতার কন্যা করিয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সার্থবাহ দুহিতা বলিয়া, অন্যান্য কন্যা সম্প্রদায় অপেক্ষা ধনী ছিলেন, তাহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। কিন্তু অন্যান্য অনাদরে কলঙ্কিত করিয়া পরিত্যাগ নিয়ম হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ভাগ্যে সুখ ঘটিল, তথাপি তাঁহাকে নিজ ধনিত্বাদরে বালিকা করিতেন। প্রাচীন ভারতে রাজদেহে বৈরস্থাপি অবলম্বন করিতেন বলিয়া মনে হয়। কবি কালিদাস "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌" নাটকে অনাদরে প্রত্যাখ্যানের কলঙ্কালিমায় বিষয় উজ্জ্বল করিয়াছেন। অন্য দেশের পরিচয়ে আমরা সুখের কারিতে পারিলেও "সুখ বাজারী সার্থবাহ কন্যিয়ো নাম বৈরাগরে বিদ্যতে" (বালিকার সমুদ্রযাত্রী বণিকের নামের সাগরের সোহাগে অন্যত্র হইয়াছে)। এই কথা শুনিয়া রাজা শ্রেষ্ঠীকে বৈদেহীকে বলিলেন "অনুমন্যতাং সুহৃদ্ভীকেন ভবতেয়া বণিগ্‌ভাবঃ"। "তাঁহার বিস্তর অর্থ ছিল, সেই জন্য আপনার ইহা সহ্য হইল" এই সব কথায় স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, পূর্ব্বকালে সার্থবাহের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেন, সেই তাঁহাদের পুত্রই সফলতা ছিলেন। অতএব "বালিকা বলতি লক্ষ্মীঃ একথা বর্ত্তমান নহে। বিশেষতঃ আমি অনাদরে বালিকা দুহিতা দুর্ভিক্ষপীড়িত। কি উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে নীরবতা, অবলা। ইহারা যদি বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জন করিবার সুযোগ, সুখের পথ উদ্ঘাটিত হইবে। পথটি কিন্তু নবযুবতীদের পক্ষে আদৌ সুখদ নহে। পদে পদে বিপদ বিপত্তি, প্রতিযোগিতার তীব্রতায় নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু এখন প্রতিযোগিতার ভয়ে নিশ্চেষ্ট বসিলে চলিবে না। অনশনে মৃত্যুর আশঙ্কা, একবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। নিশ্চেষ্ট বসিলে মৃত্যু অবধারিত; সচেষ্ট হইলে হয়ত জীবন রক্ষা হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের চেষ্টা করিয়া দেখাই সহীতীর্থ-বৈকল্যে মৃত্যুর অধিক আর কিছু ঘটিবে না।

বালিকা প্রসূত হইতে হইলে, উদ্যম, ধন, অভিজ্ঞতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, এই চারিটী উপাদানের নিতান্ত প্রয়োজন। আমিরালি সাহেব মুসলমান জাতি বালিকা ব্যাপৃত। কি ইয়োরোপ, কি আমেরিকা, কি ইংরাজ উপনিবেশ, সকলেই প্রথমে যথেষ্টের অভাব পূর্ণ করিয়া পরে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেছে। তদনন্তর

ব্যবহারের ফলে এই সব জাতির মধ্যে যে সব রোগের সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ, অর্থাৎ, অনগ্রসর জাতি, নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ করে, ইউরোপীয় ভাষাকে ব্যবহার করতে শিখেছে। ফল এই হয়েছে, অনুন্নত ভাষা হারিয়ে অনেক জাতি অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বাস্তবিক যদি ভাষিক ক্ষেত্রে ভেদাভেদাতিরিক্তের প্রকাশ হয়, তাহা হইলে শীঘ্র, বিলম্ব ও প্রকারভেদে জাতি সব নিজেই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবে। সমগ্র পৃথিবী, মুনুষ্য ভেদাভেদ জাতির আধিপত্যে আসিবে। প্রত্নতাত্ত্বিক কারণ বোঝা গেলেই প্রত্নতত্ত্বের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভেদাভেদ জাতিত্বের সঙ্গে, বিভিন্ন অবয়ব ভেদ জাতের সঙ্গে, উহাই ভাষিকার পরি.. বিকাশ অত্যাবশ্যক। সমগ্র ভাষিকের যে ভেদ লক্ষ্য করিবার, তাহা হল, উহা প্রত্যেক জাতিত্বেরই প্রাণ স্বরূপ।

ভাষিকের সমগ্র বর্ণ ক্রম বিভাগ ভেদ স্থানে ভেদ করিয়া অন্যত্রে বিভক্ত করে। ভাষিকের সমগ্রই দুইভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে—অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ। ভাষা সমগ্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভেদ বিভক্ত হইবে, তাহাদেরই অন্তর্মুখ ভাষিকা বলিতে চলিবে। সমগ্র হইতে বিভক্ত বিভাগ হইতে সমগ্রের অন্যান্য ভাষাদি লইয়া যাইবে যারা ভেদ বিভক্ত করিতে হইবে, তাহারা প্রত্যেক প্রত্যেকে বহির্মুখ ভাষিকা। কালক্রমে এই বহির্মুখ ভাষিকাই ভেদের ভাষিকা সমগ্রের অর্থ ভিন্ন করিয়া লইয়াছে। আমরা ভিন্ন মুখবন্ধে বিস্তারেই ব্যবহার করিতে চাহিব। অর্থ অন্যান্যে আমাদের ব্যবহারেও ভেদের বিভক্তভাবে ভাষিক পরিবর্তন ধ্বনিতত্ত্বকে সংজ্ঞাভেদে প্রেক্ষিতে আমরা বিভাগ ভেদভেদ করিব। ভাষিকাবলীর ধ্বনিতত্ত্বের প্রথমতঃ ভেদের উহাদের আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ সমিতের কারণিক হইতে হইবে—মন হইতে ভাষাপর, ভিন্নাভিন্ন একবারে বিভাগিত করিয়া ভেদাভেদ উচিত। তৃতীয়তঃ অর্থ সাধন করা নিতান্ত প্রয়োজন; এই তিন ভেদে অর্থ সাধন করিতে হইলে, যৌথভাষাই প্রথম পথ। চতুর্থতঃ ভাষিকা ধ্বনির অভিব্যক্তিও লক্ষ্য করিতে হইবে। ভাষিকা তবে ভেদ হইবে, পরিবর্তনের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা হইবে। ভাষাপর্ণ এই ভাষিকা ভেদ ভেদ করিয়া ভেদ ভেদ। ভাষিকা ভেদ ভেদ ভেদ

অধিবাস। আন্তর্দেশিক বাণিজ্য হইলেই তাহার ঐতিহাসিকত্ব, তাহার প্রতিপত্তির সম্ভাবনা অধিকতর। ভূমধ্য সমুদ্রের তীরবর্তী দেশসমূহে এই আন্তর্দেশিক বাণিজ্য প্রাচীনকাল হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ইহার অপেক্ষা ইহার বিষয় আর কি হইতে পারে? আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার তীরবর্তী প্রদেশসমূহ, বেবিলন, মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীস, ইতালি, স্পেন, কার্থেজ প্রভৃতি সকল জাতিই এই আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের আশ্রয়। কিন্তু বর্তমানযুগের অধিবাসীর সংখ্যা এই সব উপকূলবর্তী জাতির সংখ্যার তুলনায় অনেক। এই কারণেই ই সব জাতিই আমাদের বাণিজ্যের বিষয়। আর বিষয় বলিয়া ই হামবুর্গে "বিষয় বিভাগের" সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যখন আমাদের বৃদ্ধিমান যুবকেরা যদি আমাদের বাণিজ্যের মহাসাগরের তীরে কি উপায়ে আমাদের লোক উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে তাহা দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারাও তখন পথ দেখিতে পাইবেন—নিশ্চিন্ত ও নিষ্কাম হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। যে সব দেশ এই আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে, যে সব দেশ এই বাণিজ্যের সহায়তায় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, সেই সব দেশের প্রতি সব অধিবাসীর দৃষ্টি পড়িলে চলিবে না। এই সব দেশ যে প্রদেশে সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় সেই দেশ হইতে সে প্রদেশে সমাদৃত হয়, সেই প্রদেশে আমিরা বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমতঃ অধিবাসীর দ্রব্যের অভাব আছে কি না তাহা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা উচিত। পরে অধিবাসীর দ্রব্য বাহাতে বৈদেশিক বণিকগণের যে দ্রব্য অল্প মূল্যে পাওয়া যায়, তাহাই তাহাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য বলিয়া স্থানে স্থানে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক স্থানীয় অভাব আমাদের জানা আছে। অধিবাসীদের প্রয়োজন এই সব। তবে তাহাদের বিলাসের দ্রব্য বিক্রয় হইতে হইবে। আরম্ভ হইতে হয় অল্প, বণিক দেখে, সমস্তে কি অল্প লাভ হইয়া থাকে তাহা অল্প করিয়া হইবে। এখন বিদেশীয় বিক্রয় দেখে যাহা করিতেছে, তাহাদিগের তাহা অনুকরণ করিতে হইবে—দূরে হইলে চলিবে না। আমাদের দেশের যে সব মহাজনদের দেশে বসিয়া কলের সহায়তায় পরিচয় করেন, তাহাদের অনুরোধে সম্ভব হইবার কারণ নাই। সকল সুবিধা দেখে সাধুবেশে সমাদৃতের আত্মবিশ্বাসের পৌরুষাধিক। আমাদের সমাধান করা উচিত। সমাদৃতের মর্যাদা (dignity of labour) আমাদের মধ্যে মধ্যে অনুভূত হইলে, তাহাদের হয় হইবে।

বাণিজ্যনীতি অবশ্যিক বলিয়া আমরা যে বহির্মুখ বৈদেশিক বাণিজ্যের আশা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদের আর্থিক অবস্থার কিছিৎ পরিবর্তন হইলে, বাণিজ্যে কিছিৎ অধিকারও জন্মিলে, পরস্পরের প্রয়োজন ও আনন্দের জিনিষ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, সাধারণভাবে সুযোগে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বিদেশে যাইবার পূর্বে উপকূল বাণিজ্যের (coastal trade) দিকে মনোনিবেশ করাই প্রশস্ত। বহির্মুখ কি উপকূল বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে লোক নির্বাচন, লোক পরিচালন প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিতে হইবে। সৌভাগ্যবশে বৃদ্ধিমান এ বিষয়ে মনোযোগ করিলে, প্রয়োজনীয় কুশলবিষয়ে লাভ, বিজ্ঞানে ক্রমশঃ বিকোচিত হইবে, লাভের লাভের পথও ক্রমশঃ প্রশস্তর হইবে। পূর্বকালে জাহাজে বণিকদলের লোকের অভাবই ছিল না। জাহাজেই লোক নির্বাচিত হইত, জাহাজবাসীরাই লোক পরিচালন করিত, বণিকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্রের বায়ুসেবন করিয়া লাভ হইলে বাণিজ্যের বিশেষে উপনীত হইতেন। এখনকার দেশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সমুদ্রপথের সুবন্দোবস্তে দেখিতে হয় বিদেশে উদ্যুক্ত। "দে হি নো দিবসা গতাঃ" বলিয়া কেহ অলসভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সুখের দিন শীঘ্র আসিবে, এই আশায় জীবন ধারণ করা সমস্ত। আশার উৎস মানবহৃদয়ে চিরকাল প্রবাহিত (Hope springs eternal in the human breast)।

বিশ্বসভায় ভারতের স্থান।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী।

যে দেশের অধিবাসী এক সময়ে সমস্ত জগতের জ্ঞানের পরিচয় করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল—প্রাচীন রোমের, আরবীয় সভ্যতার মালমসলা যে দেশের মাটির তলে মাটি-চাপা রহিয়াছে—

"এতদেশ প্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥"

আজ সেই দেশের অধিবাসীরা সংখ্যায় তিন কোটি হইলেও বিশ্বের সভায় তাহাদের সমান আসনটুকুরও স্থান নাই। পার্লামেণ্টের উদ্বোধন কালে ইংলণ্ডেশ্বর অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের সম্বন্ধে যত কথাই বলেন, কিন্তু ভারতবাসীদের কথা উঠিলে তাঁহার বাঁধা অভিভাষণের অতি সুদক্ষ পাকিয়ে হাঁ চারিটি কথায় পরিবর্তন হয়। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহাকে মাত্র বলিতে হয়, কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ চিরদিনই subordinate colony। অবশ্য এই ভারতেশ্বরের সম্রাজ্ঞী, যাহা নয় তাহাকে পরিহাস করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আজ হাসিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ কুল সমবয়স্ক করে, তাহাদের পাশ্চাত্যদেশে, আমেরিকার চতুরতা কুলের আর সম্ভাষণ হয়—জাতি নয়, তাহাদের পাটের কল এমনই চিনিয়া রহিয়াছে। তাহাদের এক শ্রেণীর ইংরেজ বংশের বাণী নয় মাসের ছুটিতেই সন্তুষ্ট হয়। আর মুসলমানেরা তাহাদের চিরদিন দুর্দিন ও অজ্ঞানতার লীলাভূমি।

যে ভারতের সোনাকণার জন্য বীরদের ধনি ছিল—যে ভারতের ইতিহাস, অন্যান্য বিভিন্নতার প্রাচীন বাণিজ্যের জন্য বিদেশ বলিয়াছে যে ভারতের ধন সম্ভার দুনিয়ার মানুষ যখন বলিয়া শেষ করিয়া নীচে নামিতে পারে নাই—যে ভারতের ইতিহাস লেখিয়া গড় ফ্রাইড বলিয়াছিলেন—Mursidabad appears to me more prosperous and populous than London, আজ সেই ভারতের বিশ্বের সভায় বিন্দুমাত্র স্থান নাই। ভারতের অধিবাসী আজ কতদিন যে কি পাপের বিচিত্র বিভিন্নতিটির ভোগ দিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে ইতিহাসের পাতায় তাহার নাম লিখিতে হইবে। একটা জাতির ধ্বংসের কারণানুসন্ধানের অধিকার নাই। ভারতের ইতিহাস ভারতের প্রাণে কি একটা অনুশোচনার ভাব উদয় করে না?

ভারতে প্রতি বিশটী বৎসর নিত্য নূতন ভাবে প্রত্নতত্ত্বের কুয়াশার ঘোর সন্ধান করিতেছে। প্রত্নের এ বিষয় হইতে অন্যান্য প্রতি বিশটী বৎসর নিত্য নূতন ভাবে অনেক কথা বলিয়া দিতেছে, অথচ প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ করিয়া টাকা ইহার বিভাগে খরচা হইতেছে। সোভাগ্যের কথা করিবার কারণের বিষয়ের শেষ নাই। পৃথিবী জোড়া নিত্য নূতন আবিষ্কার করিয়া যাহারা ইতিহাস লিখিতেছেন, তাহারা বড় বড়—

"যুরোপ্যে জগতো বর্তমানস্য সংস্কৃতিঃ।
যুরোপি ভারতং চক্ষুঃ ন যদি কস্য স্যাৎ॥"

সেই প্রাচ্যের মুখ যেমন তাহা বড়ই, তাহার ইতিহাসের সোনার ছাউনী তেমনই হউক, যদি কেহ বলা করিয়া যাইতে পারে, তবে সে ভারতের বীজ এর বিভিন্নতিটির খাড়ী ঠাসে, এ ছাড়া মুসলমানদের সেটা যায়। ফলে আর কোন প্রমাণ না থাকায় সোনার আশা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের এ পূর্ণ মুখের সভায় নিজ স্থান তাহার বাড়িতেছে। ইউরোপে ভারতের কথা এক পরিচয় দিয়া যায় না। কেন যায় না? সে দেশে নিজের যে প্রত্ন পরিচয়ে তাহা আর কতদিন পারে?

ভারতের বি-

জোকরাই জোর প্রকাশ দিয়েছে পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ড,আমেরিকা, ফ্রান্সসহ অন্য ডাক্তারি দিয়ে শুধু ফুল ডিলিভারীর জীবনযাত্রার নিয়ে আলোচনা করিলেও বেশ বড় আকার ধারণ করে। এজন্য যাঁহারা ডাক্তারীর পরিচয় ফুল ডিলিভারীর সেইটুকু দিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা এ অধিকাংশ দিবার ডাক্তারী পরিচয় ডাক্তার সে অধিকার পান নাই। ডাক্তারের ডাক্তিকে "ফুল ফর ব্রাদারস" / Drunk millions) এখনও ডাক্তারী পরিচয় করিতে পারে না। ডাক্তারি জোকের ডাক্তারের ডাক্তারিয়ানের ডাক্তারিয়ান দিবার ডাক্তারের জন্য যত চেষ্টা করিয়া দিয়েছেন, কিন্তু ডাক্তার অর্থাভাবে ডাক্তার ডাক্তারী জোকারির উন্নতির দিকে ডাক্তার করিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রভৃতি দেশে ফুল ডিলিভারী হয়, তাহা সকলে বিদিত আছেন, ডাক্তারের একজনও দেশের ডাক্তারে ডাকা হয় না, আর নিজের জোকের জন্য নিজের ডাক্তারী করিয়া আমাদের ডাক্তারের ডাক্তারে একা একা জোক ডাকারে ডাকা যায়। এই ডাক্তারীর ডাক্তার ডাক্তারী ডাক্তারী ডাক্তারী

তাহাদের আদর্শ নির্দেশ করিয়া লইতেছে, তখন কোন মত নির্বাচিত না হইয়া তখনকার মতিগতি মত বিচার. এবার নির্বাচন হইয়া গেলে মন্ত্রিত্ব। কিন্তু তাহাতে কি আসে? এখানে কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজনীতি ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই "আর রাজপুতের বেশ বাড়ী"। রাজপ সভায় এখানে অ-রাজপের সভায়, ভোজের এখানে ভোজহীনের সভায়, ঐশ্বর্য্য এখানে থাকের সভায় বাহিরে নাকাল। এমন কি বড় ভোজের ফলে এখানে যাহাদের বেশীরভাগ বেশী যে কেহ কাহারও মুখ দর্শন করেন না। আমরা আমি একজন শ্রেষ্ঠবাদী নিরীহ সমালোচক কোন একখানি বিদ্যার মাসিক পত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া উক্ত সমালোচক যখন মুদ্রাযন্ত্রের পরিচয় পাইয়া, তখন যাহাদের আহত হইয়াও সম্পাদক মহাশয় সেই সমালোচনের পরিচয় পাওয়ার করেন নাই। এমন কি সমালোচক যখন তাঁহার সকল আশা ভরসার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অবশেষে চলিয়া গেলেন, তখনও সেই সম্পাদক মহাশয় আপন পত্রে সমালোচকের মুদ্রা সংশোধন করার যোগ অবসর পান নাই। কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপার নাই। সেখানকার রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মত সার্বত্র ব্যক্তিগত কঠোর বেষারেষি, "রেষারেষিতে পরিণত হয় না। হয় না বলিয়াই এখনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রজাতন্ত্র-শাসন বজায় রহিয়াছে।

একটা জাতিকে বড় হইতে হইলে তাহাকে কি বড় হইতে পারে? আমাদের জাতির জীবনের ত্রুটি নাই, বেশ দেখি কেহ কেহ মনে মনে ইহাকে অতি বড় যোগ্যতাশালী রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে-আসিতেছে! মুদ্রা অধিষ্ঠাতা আমিরাও তাহারা এই ত্রুটিবিহীন ভবিষ্যতে বিশ্বাসের আসন নয়। মুদ্রা যে কোন মুহূর্তে হইতে পারে ইহা এ বিষয়ে তত্ত্ব পক্ষ ইংরেজ এডোয়ার্ডের ভবিষ্য সাধনের উপর নাগর অভিজ্ঞান করিতেছে! এইরূপ অবস্থাবাদিকতা,—এইরূপ অনুরোধ-তন্ত্রতা, এইরূপ নিঃসঙ্গচিত্ততা আছে বলিয়াই সাম্রাজ্য আজি আর বিশেষ সঙ্কট উহা নিরাকরণ করিতেছে, আর ভারতের মাথা ঠুকিয়া মরিতে হইতেছে না।

আমার আর তোমার ভোজ বাজারে, রাজনীতির শিল্পবিজ্ঞান (Formula) অবলম্বন করিয়া যাহার যিনি বৈঠক বসাইতেছেন, আর তোমরা তাহাই ক্রয় করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছ। ইহাতে আমি স্বয়ং যেন আর যাহার যাহা বৈঠকী কথা সাজাইতেছেন, আর তোমাদের দেশের "চাকরি" ব্যবসায়ী "ব্রজেন্দ্রেরা" সেই সমস্ত যাহা বিক্রয় করিতেছে। কেন তাহার সাধারণ—"রাজপ্রতিনিধি" প্রভৃতি করিতে পারে; তোমাদের দেশের যাহা যাহারা সাহায্য করিয়া তার বই আমাদের ত তাহারা যাহা প্রভৃতি করে! তোমাদের দেশের "ছুতোরা" তাহাদের কারুকার্য্যিকা, তোমাদের দেশের মধুসূদিকার তাহাদের "এডিস্ অব প্রভৃতি হয়, তোমরা তোমাদের নাম শুধু পড়িয়া যাও—একটা যদি বৈঠক করিয়া দেশের একটা সভায় দেশে যাইবার কেহ চেষ্টা করিয়াছ কি? তোমরা চিরকাল প্রেক্ষক, বিদায় যাচক। আমরা সেই প্রেক্ষকদের বলিয়া "আপনারা মেডিকেল কলেজ" "আপনারা তোমার সাধিক কলেজ" প্রভৃতি নাম দিয়া দেশবাসীকে প্রেক্ষক করিতেছ! তাই তোমাদের আপনার মেডিকেল কলেজের কোন মেহীর ঈষৎ আছে কি? কোন দেশীয় যার পাছড়ার আবার ঈষৎ বৈঠকী হয় কি? কিছুই না। আপনারা অনেকে কাপড় চাদর আদা করিয়া বাহির "আপনার কমিটীর অধিবেশন" "আমুক ভাণ্ডার" "আমুক ভাণ্ডার ইত্যাকার নাম দিয়া কতকগুলি প্রেক্ষক দেশবাসীকে কেমন প্রেক্ষক করিতেছে তোমাদের এই সব "আপনার মেডিকেল ও তোমাদের কলেজ" এইরূপ। ভবিষ্য যেমনী সাম্রাজ্য সাহে বলিয়াই ত বিশেষ ব্যবসায়ে তোমাদের এক ছুটা ছিল আসন ছিল না। যে জাতি মানুষ হয়, মানুষের সভায় তাহার অবশ্যই সমাদর হইয়া থাকে।

তোমার দেশের এমন সোনার খনা, বহুনা, প্রফুল্ল, দেবেন, শশী, মহেন্দ্রী, রাধাকান্ত, পড়ুয়ে, ঈশ্বরচন্দ্র, কলেজের, চুনী, রেবেন্দ্র, ঈশ্বর, নবদ্বীপ স্বপ্ন তুলাইয়া

[illegible] হইতেছে, অথচ সমস্ত [illegible] হইতে [illegible] [illegible] হইতেছে, তোমরা সবই [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

বলিয়াছিলেন। এই যে ঘরটায় উনানের পাশটায় বুড়ি, সেই যত কাজ করিত, তবে একটা বিষয় তাহার নিজস্ব স্বাধীনতার আসন ছাড়িত। এই ঘরের ভিতর তার যে আধিপত্যের দাবী, আর্থিকাংশের মধ্যে তিনি আসে, তাহা যদি এ জাতি বুড়ির হাতে একটিমাত্র ভাঙ্গিয়া বুড়িয়া যাইত। যদি এ ঘরিয়ের মতির এক সাধারণ সাধী করিবার পক্ষে চেষ্টা আসার মধ্যে, তেমনি বুড়ি ভিন্ন-দের পক্ষে চেষ্টা অমূল্য উপাদান। কেহ একবার চেষ্টার ভাঙ্গা মধ্যে পরিবারে করিলে যে আর তিনি আসা, তাহা বুঝা, তেমন ঘরির জন্য আসার করে না। একবার চেষ্টার কাপড় এক দেখা মোকের সাধারণ, উনার বিলাসীদের উপকরণ বাঁচাইয়া দেয়। সহজাতি দেখ, একবার এই চেষ্টার মধ্যে বুড়ির না, ঘরেই ঘুরে।

বিশেষ সভায় আজ সমাজের আসন পাইতে গেলে এ জাতির আধুনিক মহীত অন্য উপায় নাই। আসাকে বিবাহে, মরণে, ভূষণে, আহারে, ব্যবহারে সর্বপ্রকারে আবশ্যী হইতে হইবে। নিজের ধর্ম, নিজের আদর্শে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকিতে হইবে, তবেই ত অন্য জাতি আমাদিগকে "আর্য" বলিয়া গ্রহণ করিবে। যে ফেশোয়ালী, ধোপালী, নাপিতালী আমাদের কোন বাঁটি কেশভূষা জাতি প্রথা, তাহা ও সম্মান করে না। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি, "আমাদিগের যাহা কিছু কার্যোদ্ধারের আমার প্রয়োজন তাহাটুকু মাত্র লইয়া আমাকে ভিন্ন পাত্রে যত দূরে নিক্ষেপ করিব, আর প্রয়োজন নিজ আমার পক্ষ হইলেও প্রয়োজন আমার—প্রয়োজন কেশভূষা সমাজ, তাহে আমি মনে মনে জাতি আমি।"

বাঁটি আসাকের জাতিত্বের এই উক্তি। বাঁটি আসাকে যে যে আমার পাশ্চাত্যের মনে মনে শ্রদ্ধা করে, আর কেশভূষায় দূরে করে। মনে পড়ে আজ তার ওজনের কথা। ১৯০১ সালে যখন প্রথম ও শেষ দুইবার ওজনাধিকারের সময় ডাক্তারীর ও রেজিষ্ট্রারি সাহেব ওজনের ভার ওজনাদার মহাশয়কে গ্রহণ করিতে বলিয়া বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখান যন্ত্র উপায় বিষয় প্রয়োজনও দেখাইয়াছিলেন। উত্তরে ওজনার আমাইয়াছিলেন যে, তিনি নিজের মাথায় ওজান, তাহার ওজন করিয়া জাতি হারাইতে পারেন না।" ইহাতে সেই কার্যের তাঁহার প্রতি বিশ্বাস কোনরূপ হয় নাই, বরং আসল ব্যক্তির প্রতি অবশ্যই নিজ দেখিয়া তাঁহাকে অধিকতর শ্রদ্ধাই করিয়াছেন। আর ওজনার কখনও কোন সেবাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেন নাই, তবু তাঁহাকে সেবার সময় সেবা অন্য ভক্তি করিত, আধুনিক "অনুপযুক্ত শোভিত কারকের" কাহাকে বাঁটি হিন্দুর সেরূপ শ্রদ্ধা করে না, বরং মনে মনে ঘৃণাই করিয়া থাকে।

বিশেষ সভায় আজ স্থান পাইতে গেলে আমাদিগকে এই কথাটাই সরল ভাবে বুঝিতে হইবে যে, যে বিষয় দেশকে—নিজের দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পোষাক, পরিচ্ছদকে ভাল না বাসে, তাহার স্থান কোথাও নাই। মনে রাখিতে হইবে—

"যেজন নিজেরে ঘৃণা করে আপনার নিজাবয়ে।
তেন আপনি সদাই আপনি তেন পরের নিকটে॥"

সুইস ইতালীয় সিমানায়।

(অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার)

(১)

লুগানো, কোমো ও মাজিওরে হ্রদের কূলে বসিয়া সুইসরা শীতকালে ও "ইতালীয় সুবোধ" ও "দক্ষিণ ইওরোপ" আরাম উপভোগ করে বটে, কিন্তু ইতালীয়ে মুসোলিনি রাজ শুরু হওয়া অবধি বসন্ত ও গ্রীষ্ম বসিয়া সুইসজন্মাণীর গ্রামে পাড়ি নাই।

পাহাড়ের কোলের মফস্বল জীবন সাধারণ সিমেটাই আর ইতালীয় আরা সুইস। এই ধরণের সীমান্ত প্রদেশে যেরূপ ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। সুইসে আর ইতালীয়ানে ভাষা ব্যবসাবাণিজ্য চলিয়া থাকে। দর দস্তরেই লেনদেন, লাভালাভি চলে না অবশ্য। কিন্তু পরিবারে পরিবারে "সামাজিক" মেলামেশা, "আত্মীয়তা" বড়াই সিমেন্টাই চলিতেছে।

সুইসরা বড়াইপ্রেমিক লোক বলা। কাজেই ইতালীয় অধিবাসীরা সুইসদিগকে সর্বদাই চোখ রাঙাইয়া থাকিতে অভ্যস্ত। সুইটজারল্যাণ্ডের টেসিন ক্যান্টার ইতালিয়ানরা একটা ইতালীয় জেলা বলিয়া দুনিয়ার কিছিৎ চুঁচি-তেছে। টেসিনকে হাতাইবার জন্য সুইস গাইতে যারপর নাই বেশ পাইতে হইতেছে।

(২)

একজন ভাগ্যান্বেষক বলিতেছেন :—পশ্চিম সিসিলি বসবাস সুরুতে আমি টেসিন জেলায় বেড়াইয়া গিয়াছি। লুগানো হ্রদের ধারে পাহাড়ী দৃশ্য আমি অফিসে আসিয়া-ছিলাম। সেই সময় ছোট বড় মাঝারি অনেক পাহাড় পল্লীতেই আমাকে বসবাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু তখন এই জেলায় কোথাও ইতালীয় ব্যবসাদারী লোকের আওয়া যেন চোখে পড়ে নাই। এইবার বেশিরভাগ টেসিনকে আমার সুইটজারল্যাণ্ডের এক জেলা বিবেচনা করিয়া উহার ইতালীয় এক জেলা বিবেচনা করাই সহজ।"

এই সকল ইতালীয়ের ইতালীয় প্রেম নয়। ইহাদের বুঝবার সুইটজারল্যাণ্ডকেই যেমন বলিয়া থাকে। কিন্তু ইতালীকে "সুদূরের ইতালীয়" আদর্শ করিয়া উঠিতেছে। তাহাতে প্রবাসে ইতালীয়ান সুবিধা অথবা সুইস-ইতালিয়ানরা ইতালী দেশের সহিত মহিমা আকর্ষণ জাগাইতেছে। আমিরা এই আকর্ষণ বাঁটি সুবিধা যখন-তখন বিবেচনা করে

এদিকে ইতালীয় ইতালীয়ানরা ইতালীয়ানরাণী সুইসদিগকে কোনরূপ সকল প্রকার সাহায্য করিতেছে

লুগানো, কোমো, মাজিওরে সাগরের জলপথে অবলম্বে কমিউনিটীদের যোগে এবং তত্ত্ব পরিধি বাড়িয়া গিয়াছে। ফলতঃ সুইস এবং ইতালীয় দুই সরকারই পরস্পরের বিরুদ্ধে যে ভেদ বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে আমরা নিম্নোক্ত সকল আকারে সেগুলির স্বরূপের বর্ণনা করিব।

(৩)

বর্ষ সময়ের কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবসায়ে টেসিন-সরকার প্রায়ই আলোচিত হইয়া থাকে। "সুবর্ণ টেসিন" নাম দিয়া ইতা-লিয়ানরা পুস্তিকা বাহির করিয়াছে। এই পুস্তিকায় টেসিনের ইতালীয়ানদিগকে সুইটজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইবার চেষ্টা আছে। সুইসরা ইতালীয় বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিতেছে। আমরা লোকের মুখে কানে জার্মানিতে এতদিন যে অবস্থা চলিতেছিল সেই অবস্থাই টেসিন-সরকার ঘোড়ায় অবস্থা।

সুইস গবর্মেণ্ট টেসিন জেলার ইতিহাসে একবার সন্টেমের চলাচল করেন করিল। ইতালী সুইটজারল্যাণ্ডের

ইনস ব্রাহ্মণ ভারতীয়ে সুইস দলের সঙ্গে তার কাজের পরিচয় দিয়ে তার পরীক্ষা করা হয়েছিল মনে হল। ফোটোগ্রাফ আগে পরে সাহায্যে উপস্থাপন সুইস ফোকের পরিচয়ের কথা বলে।

কাস্টিয়া এই স্থানে বেশ একটু ধরে হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপরও এক জন সুইস বিদেশী বাসি মুসোলিনীকে উৎসাহিত করিয়া ফোকে ইতালীয় বিদেশীর সঙ্গে ইতালীর বিদেশ প্রচার করিয়াছে। ঘটনাটা ঘটিয়াছে লুগানো হ্রদের উপকূলে সঙ্গে ঠেক সহরে। এই সহর সুইস-ইতালীয় সীমান্তের নিকট।

এই ঘটনা হইতে মুসোলিনির সঙ্গে সুইটজারল্যাণ্ডের বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। ইতালীয় ফাসিস্তেরা কাগজে কাগজে আর বার, রেস্তরাঁ, হুবিধ, মাসেল, লুসার্ন ইত্যাদি সহরের আর্থাণ ও অন্যান্য সুইস কাগজে কাগজে ধরণ ধরণ লেখ বাহির হইতেছে। এই সুযোগে সমস্তগুলী সুইস সমস্তগুলী ফেসিস্তাগণকে স্বার্থরক্ষার কর্তৃকর কবিতা চুরিবার আক্রমণের পুরু করিতে পারিতেছে

ইতর ইতালী হইতে সুইটজারল্যাণ্ডে কাসিষ্ট উপস্থিত হইতেছে সত্য, কিন্তু উহার ইতালী কার্যবিধি সঙ্গে কাসিষ্টেরা বড় আস্থা রাখে। মুসোলিনি ইতালীর এই অবস্থাকে "ফাসিষ্ট" বলিয়া মনে করে। এখনকার লোক মনে মুসোলিনীর "ফাসিষ্ট বাদশাহীর" স্বপ্ন দেখে।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ইতালীতে বড় গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া গেল। এই গোলযোগের ফলে মুসোলিনির দলই প্রবলতর হইয়াছে। গোটা দেশে কাসিষ্টদের জয় জয়কার হইতেছে। কিন্তু উহার ইতালীতে মুসোলিনি ছিটে ফোঁটা দিয়াছেন।

সম্প্রতি দেশে উহার ইতালীর এক প্রতিনিধি সমবেত। এখানকার বড় সহর মিলান। লুগানো হইতে গেলে ছই ঘণ্টায় মিলান পৌঁছান যায়। এই সহরে কাসিষ্টেরা আর ৮০০০০ ভোট পাইয়াছে। ইহাদের উপর পঞ্চায় লোকের এই সংখ্যার ফলে সমস্ত করিতে পারিয়াছে। এই সকল কাজ আছে "ফোরিয়ে", এডিটরিয়ে ইত্যাদি মন্ত্রণাসভা সমবায়। মন্ত্রণার কথা পরিচয়ের পর।

(৫)

লুগানো হইতে মিলান পৌঁছিতে পথে পড়ে সুইস-ইতালিয়ান সীমানার কিছু পরে। এখানে কাস্টমস কার্যালয় দেখিয়া উহাদের দেখিবার দেখার কৃত্রিম সহজে আসে। কিন্তু সেখানে লোকে যাত্রীদের জন্য আসে যায়। কিন্তু মন্ত্র পরেই ফোকে সহরে পৌঁছিতে যায়। ফোকে সহরে কাজকর্মের সহর বটে। কিন্তু এখানকার মূলের কিনারায় ইতালীর সাধারণ ফোকের চেহারা ও ভাষা উপলব্ধি করা সম্ভব।

এই অঞ্চলে আসল পাহাড়ের অধিক ঢাল হইতে বিশেষ দেখিতে হয়। তাহাদের মূল হইতে মূল প্রদেশ ও কল কিনারের সহরে কৃষি। এই সমস্ত ফোকের উপরই মিলান সহর অবস্থিত। ইতালিয়ান নাম "মিলানো", ফরাসীর নাম "মিলাঁ"।

মিলান সহর ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী বলে কেন এখানকার সহরের ভৌমিক কাগজের নাম "ফোরিয়ের ডেলা সেরা" ফরাসীতে, ফ্রান্সে এবং সুইটজারল্যাণ্ডে অতি প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত ভৌমিকের সহরের ফোকের ভৌমিক পত্রিকাগুলির ফোকের বিশেষে বেশী সম্প্রসারিত হয়। অবশ্য এই কাগজে মুসোলিনির নাম, বক্তৃতা, মত, ও কাসিষ্টদের কার্য প্রণালী সম্বন্ধে এতদূর ফোকে সমালোচনা বাহির হয় না।

মুসোলিনিকে ফেলেই যে কাজকারবার এবং সমস্ত, তাহার ও ফাসিষ্টদের ফুলের বিরোধিতা করা "ফোরিয়ের ডেলা সেরার" সম্ভব। অবশ্য "ফোরিয়ের" মন্ত্রণা সভা, সোশালিষ্ট, কোমুনিষ্টদের মত ঐ জাতীয় সংবাদ পত্রের নয়। মিলানের "সিয়ারেলা" বা ইতালীয় বলিলে যাহা বুঝা যায় মিলানের "ফোরিয়ের" সেই মতের পৃষ্ঠপোষক। ইহাকে "আমেরিকার বাসিন্দা" আমরা মিলানী কাগজের মুখিয়ার বিশেষত্ব বলিতে পারি।

(৬)

মিলান সহরটাই ইতালীর মাঞ্চেষ্টার বিশেষ।

ভাষাটাই, অর্থাৎ, বলবার ইতালির ভাবভঙ্গীই মিলানের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে আছে। এই সমস্ত "স্কালা" "গ্যালারিয়া" বা ইতালির রাজধানী, বন্দর, শিল্প-কেন্দ্র ও 'মিউজিয়ামে' পরিচয় প্রতিদিন নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল।

এক কথায় মিলান ইতালীর হৃৎপিণ্ড। পুঁজিপতির মুখ এই সময় বলিয়া সমস্ত বা প্রধানীতার প্রভাব এই সময়েই বেশী। অর্থাৎ মাদ্রাজের যে কারণে ইংলণ্ডের হইতে যাহা সেই কারণেই মিলানও ইতালী হইতে যাহা। সমস্তের মধ্যে থাকিয়া অবশ্যম্ভাবরূপে পুরাপুরি সোস্যালিষ্ট বা কমিউনিষ্ট না হইলেও অন্তত এক সময়ের, প্রজাতন্ত্রী, স্বাধীনতাবাদী, এবং অন্য ইতালিয়ানদের হইতে যাহা। এই সমস্ত কারণেই সমবায়ী, সাধারণতন্ত্রী ছাপাখানির পথী কবিতার মিলানের সমাজে সমাদৃত হইতে পারে না।

অবশ্য মিলানের যে সমস্ত লোক কবিতার বিরুদ্ধে তাহা বলে তাহারা সকলেই একরূপ নয়। তাহাদের ভিতর কেহ বা "পজিটিভিস্ট" অর্থাৎ বাস্তবতার বিরোধী মনস্তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক। কেহ বা "ফ্যাসিস্টো" বা ফাসিস্ট। যাহারা আইনের সাহায্যে নানাপ্রকার অনৈতিক বিধান করিতে প্রয়াসী। কেহ বা "ফিউচারিস্ট" নামে পরিচিত। ইহারা প্রথম দুই সমস্যা "সাম্যবাদী ভাবী" ভারতবর্ষে যেমন আজকাল রোমাঁলাঁ দুইজনা বিষয় লইয়া নানা, এক পক্ষে ইউরোপের ইতালীয়ের যেমন প্রায় এক মতের ভিতরই একাধিক নানা প্রকার আছে।

তাহা ছাড়া বিরোধীদের মধ্যে এক মিলানে আছে। পাঁচী সমস্তদারীরা সমস্ত এবং সমস্ত দুই দলে বিভক্ত। সমস্ত এক সাধারণতঃ সোস্যালিষ্ট নামে পরিচিত। এই সোস্যালিষ্টের আবার এক নাম আছে সমস্ত অন্য পার্টী "সাম্যবিলাস" অর্থাৎ চরমপন্থী। সমস্তের সমস্ত সমস্ত এক কমিউনিষ্ট বা বলশেভিক।

(৭)

বলশেভিকের প্রভাব মিলানের ইতালীর সমাজে প্রবল নয়। তাহার কারণ সমস্ত সাধারণ, সোস্যালিষ্ট এবং "ইনডিপেনডেন্ট" বা সমস্ত দলের মিলানে আলিম সমস্তেই সমস্ত কমিউনিষ্ট নয়। এই সব সমস্তের মধ্যের মিলান-সৌধের।

বিপ্লব-সমস্যার মধ্যে মিলানের সোস্যালিষ্ট আর এক সমস্ত হইতে আসে। এই সমস্তের "সোস্যাল" সাম্যিয়ান বা শিক্ষা ইতালোমীর রাষ্ট্র সমস্তের সমস্তর উপরই নির্ভর। সাম্যিয়ের "সোস্যাল ব্যাঙ্ক" প্রভৃতি সমবায়ের কেন্দ্রের সমস্তের "সোস্যাল মিউজিয়াম" "সোস্যাল মিউজিয়াম" ইতালির সমস্ত মিলানের কবির ও কবির রীতি অনুসারে সমস্ত। সমস্ত সমস্ত মিলানকে রীতিমত বিপ্লবের করিতে সমস্ত।

অন্যদিকে রেনিসেন্সের আজকাল ইতালি ও আমেরিকার ইতালীয়ান সমীর নূতন করিয়া রচিত হইতেছে। আমেরিকা যাহার কারণে ইতালীয়ান মিলানের দুনিয়ার কাল আজকাল ইতালীয়ান সমস্ত নিজে টানিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ও বহু সমীর, আমেরিকা ইতালির সমস্ত হইতে ইতালী চিত্রকলাই ইউরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই দিকে আর্থাদির সমস্ত আজ ভিন্ন মূর্তি। কিন্তু সমস্তের চিত্রিতে বিপ্লবপন্থীর সমস্তেই এক সমস্ত আর্থাদের সমীরশিল্পকে সমস্ত করিয়াছে। সমস্ত মধ্যে ইংরেজ ও মার্কিন সমস্তারী ইতালীয়ে সমীর ভীর্থ করিতে ঘুরিতেছে। মিলান সমস্ত ইতালীর সমীরের কেন্দ্রস্থান।

(৮)

ঠেন্ট সমস্ত একজন ইংরেজ সমীর সমালোচক লিখিতেছেন,—"মিলানের স্কালা" (সমীর ভবন) প্রথমে অধিষ্ঠান করিয়া উঠিবার।" যোর এর সমালোচক অবশ্য ইতালী শ্রীমতি প্রেমাবাস্তার চক্ষে নিজ চক্ষুবিহারের। কিন্তু অন্যান্য যার বিদেশ আমার স্বীকার করা সমস্ত।

দুই ইংরেজ সমীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইহারা সমস্তে কিছিৎ কিছু সমীরে যোগ করা সাধিবার পর করেক বৎসর যাবিয়া ইতালীতে শিক্ষা লাভ করিতেছে। তাহা মিউজিয়ামের এক যোগাড় বাদক ইতালিয়ানে যোগাড়

[illegible] [illegible] [illegible] [

ঘাত প্রতিঘাত।

[শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।]

মনে ঘার প্রহার হইয়াছে। নবীন বিদেশে বাবু মুখ হইতে উহার পরিচয় পাইবামাত্র একবার মনে ভাবিল, ফিরিয়া, আর দেখায় মুখ না দেখে কি খুব অধি হয়ে? কিন্তু প্রায় একটি বিনিট হইল মহিলা চলিয়া গিয়াছে, ফেরা যায় আজকাল এসে কিছু সম্ভবপর নাই, যার জন্য মুখ ভাবাই করতে হবে। মহিলা যে কেন বিদেশ অধি হয়েছেন, তা নিজেদিই আমার অনুমান যায় কেবল। নবীন বিদেশ বাবু বলিলেন, আর দেখায় কেন কে আবার এখন আসে, বলা আছে এক বিপদই আসবে। সম্ভবতঃ কেন আসে এসে বলিতে পারিলেন, তাহলেই কেন কে হয় না। বিদেশ আসবার আছে, বি, এ, পড়ায় উপরোধের বিদেশ হাতে সময় নিতেই হয় এবং আর মুখ দেখায় এক কেন মহিলা কেন্দ্রে হইবে প্রয়োজন হবিলেন।

মহিলা তর্ক নবীনবিদেশের বাবু প্রতিবেশী বলি এ হইলেও প্রতিবেশ বলা যায় না। অধিকাংশের মহাশয়ের দুরে বিদেশ প্রায়েশনটি, তাহার কি বাবুর চাকুর প্রেমুখি সম-স্বই তাঁহার সমান অবস্থার পরিচায়ক। তাঁহার একটি মুত্র একটি কন্যা। বড় মেয়ে মহিলা উপযুক্ত বরবারে পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি মনে বিবাহের যোগ্যতর বিদেশী। বরবা ও শিক্ষিতা মহিলা নিজে নিজের পক্ষ-পাতী।

১

মহিলা আজ নিজা হইতে আসিয়া মুখ ধুয়ে নাই। মহিলার মনের অবস্থার আদৌ উপর মহিলা প্রতিবেশীর মহিলা হাত পেয়েছিলেন, তবে তবে মহিলা কি তাহে তাহা আসে আসে নিজে না। তবে নিজে মহাশয়ের আসাতাটায় বাহি-রের অবস্থার নিজে। এই অবস্থার প্রথমে মনে কি হেন এক আবেগে বিভোর। তাহার মুখের সামনে ধরিয়া উঠিবে উঠিল ভোরে কি যেন ভাবিতেছে। মহিলার তাহার মাতাকে একখানা হাত ফেলিয়া দিয়াই তাহার কাঁধ মন্তক প্রকাশ করিয়াছিল, কেহ কে অনুপস্থিত থাকি বিদেশ আবশ্যকের মনে মহিলা উঠিলি মহিলা ছাড়িয়াছিল না কে মুহূর্তাতি ঘটি নাসিকা হইতেছিল। এমনি মহিলা অবস্থার মনে হাত ফেলিয়াছিল, তখন বাবা কি আসিয়া বলিল, এ কিসিংস মনে হাত ফেলে আজ মেয়ে কে কাঁদ ফেলে কে বাবু চাকরের। মাতার মাত ফেলিয়া নিজ মেয়েরা মন মহিলাকে বিদেশ ফেলাকে মহিলা লাগিল। মেয়েটী মহিলা মহাই বাহিরায় হইয়া পড়িল। মহিলার নিজেই হইতে নিজের মুক্ত করিয়া মহিলা মাত মহাশয়ী ধীরে ধীরে ঐখানকার অভিমুখে চলিল। মনের মনে মহিলা অনিচ্ছিতের অবস্থার কাজে বাহিল, নবীন বিদেশ বাবুর প্রায়ে উহার একজন বলিয়াছিল আমার মন শ্রীযাহিনী নাম চৌধুরী।

২

মেহিন মহিলা মুখ হইতে আসিয়া মনে মুক্তিমাসের মেন মাহাকে 'মোসাইবাস উহেমেহা নবীন বিদেশ বাবু হীরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তাহা যাহিনী চিঠি লিখেছে, যে এই অঞ্চলাসের ও বিনে হাতে পারে না, তাহা নিজে ন আর আছে ৫ মাসের। মনে মৌন মাস, মাস মাসে বিনে হাতে। মহিলা পড়া মোসা মেহন মনে লিখেছে, মেসোমহাশয় উপর সাম মাসী মেহিন বিনা। মহিলার যা মুখটি মেহী মনের মনে মহিলা মুখের বিনে চাহিয়া মহিলা মনে বলিলেন, যাহিনীর মাত ও না এই মনেই লিখেছে তুমি বিনে মাত বিনে মাস মাসেই হাতে। মেহন মেহন বিনা মেহী নবীন বিদেশ বাবু বলিলেন, হাঁ এই

কথা দিয়ে ছিল যে তুমিকে [illegible] বলিয়া এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া গেল। নবীন কিশোর বাবু একাই বিবাহের প্রতিপালক। তবু এই শেষ লগ্নে তিন কথা। দেখিতে দেখিতে সেই রাত্রি শেষ হইয়া গেল আর একটি দিন। আজ সন্ধ্যার আগেই নবীন কিশোর বাবুর ঘর বাড়ীখানি আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই ছিল তাহার ভোগ এই ঘরের সুখের ঘর। বাড়ীটী পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত করা হইল। বরের সব প্রকার সুখ ঘটাই করিয়া শ্রীমতী বলিয়া দেবীর ও শ্রীমতী হ.মিনী নামের আশীর্বাদ হইয়া গেল। আর তিন দিন পরে বিবাহ হইবে। বিবাহ উপলক্ষে এক সাহেব বাড়ী ঘোড়া গাড়ীর ভাড়াতে যাওয়া কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। রোশনাই করিবার জন্য ছাদের উপর সারি সারি রোশনাই বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘরের ভিতর বাহিরে উপর উপরে দেখা যাবে বিবাহ পর্ব্ব শেষ হইয়াছিল। সমস্ত বাড়ীটা যেন সাজাইয়া উৎসব নবীন প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

(৫)

সেদিন তিনের সন্ধ্যাবেলা পল্লির বিকাশের আবেদনটি খুলিয়া দিয়া বলিয়া পড়াইয়াছিল। সাহেবের তিন সাহেবের পাড়া ঠেলাইয়া তিন তিন করিয়া গাড়ায় বসিয়াছিল। বলিবার কথা, তার ও সজ্জাদিচিত্র সুষমায় এক অপূর্ব শ্রীতে উদ্ভাসিত। কাল বলিবার পরে হয়ত, তখন দিন বিবাহ। বিয়ের আর দুইটী দিন মাত্র বাকী। বলিবার প্রাণ আশার আলোকে আলোকিত। পল্লবী হৃদয় তার ভাবী স্বামীর কথাই ভাবিতেছিল। বাহিরী নামের অত অল্প সময়ে তাহার স্বামী তাহাকে পাইবে বলিয়া সে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিতেছিল। কখনও তাহার মন মেঘের গায়ে বোরখাটিকে ছাড়িয়া বাইরে বাইবে আসিয়া ছিনিয়া হইতেছিল। এই রকম চিন্তার মধ্য দিয়া সে যখন ফিরাইয়াছিল, তখন সন্ধ্যা সাহেব ঘর হইতে তাহার পিতার আর্দ্ধরবে সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার মেয়ের বলিয়া তাহার যা বয়স তাহা সাজাইয়াছিল, এক-খানা খোলা চিঠি হাতে লইয়া, নবীন কিশোর বাবু আসিয়াছে ঠেলাইয়া বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া, সন্ধ্যা সাহেব ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। নবীন কিশোর বাবু তাহাকে ঘরে নিয়া বসিতে বলিলেন। সুধাংশু দেবী স্বামীর কথায় আর কথা না বলিয়া বিছানা বিছাইবার মেয়ে ঘরে ঢুকিয়া চলিয়া গেলেন। তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইলেন, কি বলিতে পারে। তার পরে অনুমান করা নবীন কিশোর বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, এই যে বরকর্ত্তা বাহিরীর নামে চিঠি লিখেছে যে এখানে এসে কিছু-তেই বরে পারে না পরে ঘরে কি এ সম্বন্ধের ঠিক বলতে পারে না। তাহাদের প্রতিপক্ষ হইবারের সহিত মামলা বাধিয়াছে। বুঝি মকদ্দমায় হারের ভয় বিবাহ করে কি করে তাদের বলিয়া বসিবে। আমার বিশ্বাস যে এ সবের বড় কথা, বিয়ে হচ্ছে কি না হচ্ছে কি বিশেষ। এ সবের কিছুতেই ঘরে আসা যাবে না বলে মনে হয়।

সন্ধ্যা চিঠি এক নজর পড়িয়া নিজে বলিয়া যাইতেছিল। সুধাংশু দেবী এই বিবাহ পড়া শুনিয়া অধিকাংশ বন্ধ হইয়া রহিলেন। প্রথম বাক্যটি কানে যাইবেই বুক কাঁপা দীর্ঘ দুই পরিচয় বলিয়া উঠিলেন। বাহিরী এই কি তোমার উচিত হল বাবা। বলিয়া কপালের ঘামে মুছাইয়া ঘর ঘর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার মাথা সুধাংশু এক মুহূর্তে আকাশে হইয়া গেল। তার পরে দুধারাকে দুই হাতে ধরিয়া মাথার সাথে বিছানার ঝিয়া দুধ করিয়া ফেলিয়া পড়িল।

এই সাধারণ আঘাতের দুই দিন চলিয়া বিবাহে নবীন কিশোর বাবু ও সুধাংশু দেবী অনেকখানি সাবধানে উঠিয়াছেন। না সাহেবেই এ বিষয়ে কিছু কিছু মনিবকে দেখিয়া উঠিয়া ছেলেরা বেশ একটু অধিক হইলেন। এই দুই দিন যে আবার পরিচয় করা হয়ে নাই, সে ইহারই মধ্যে সাধীবাবাদী বাহী হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার আর যে কোন বিশেষী ভাব নাই। তাহার মুখে এক মৃদু-প্রতিভার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়াছে।

তখন দুই দুই সন্ধ্যার পথ বাহিয়া উঠিয়াছিল। বাতাসের বলবত হইয়া দীঘ আকাশে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল।

[illegible] হইল আসিল। [illegible] আসিল [illegible] হইল [illegible] [illegible] [illegible]

মেদিনীপুর-ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

মেদিনীপুর জেলার ১৯২৪।২৫ সালের নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল।

কুঞ্জলাল সাহু মাইতি।	চাঁদকুড় নিম্ন প্রাঃ স্কুল।	
অম্বিকা চরণ রায়।	নারায়ণপুর নিম্ন প্রাঃ "	
শেখ ইয়াকুব আলি।	কুঁড়লা নিঃ প্রাঃ	
অটলের চরণ পাল।	কাজোড় নিম্ন প্রাঃ "	
কেদার নাথ সিংহ।	কৌড়িয়া নিঃ প্রাঃ	
শ্রী হরি চরণ পট্টা নায়েক।	বাঘাচি উচ্চ প্রাঃ	
নিমাই চাঁদ নায়েক।	বীরা নিঃ প্রাঃ	
নাজমুদ্দী জানা।	খোদকা উঃ প্রাঃ	
রামমূর্ত্তি মহুমদার।	রাজপুর নিম্ন প্রাঃ	
আশুতোষ মাইতি।	আরশি উঃ প্রাঃ	
সুরেন্দ্র নাথ মাইতি।	খাদুরা পেড়িয়া নিঃ প্রাঃ "	
সুরেন্দ্র নাথ জানা।	জলডুবা উঃ প্রাঃ "	
যাদব লাল দিয়ে।	বালিডুবা উঃ প্রাঃ "	
বঙ্কিমলাল মণ্ডল।	বাসা পাহাড়ি নিঃ প্রাঃ "	
সুরেন্দ্র নাথ সাউ।	বীরা নিঃ প্রাঃ "	
প্রফুল্লকুমার পেটু।	গাদগড়িয়া উঃ প্রাঃ "	
লক্ষ্মী নারায়ণ দাস।	দক্ষিণ সাহি নিঃ প্রাঃ "	
ভাবানন্দ ঘোষ।	রাজবন্ধ উঃ প্রাঃ "	
রামমূর্ত্তি পণ্ডিত।	জলাবাদপুর উঃ প্রাঃ "	
গোবর্দ্ধন নাথ।	লক্ষীপুর উঃ প্রাঃ "	
বিনোদবিহারী পাত্র।	ফেকুয়া রাজবন্ধ বোর্ড উঃ প্রাঃ	
হরিপদ সাহু।	পশ্চিম চিতা নিঃ প্রাঃ "	
সতীশ চন্দ্র ঘোড়া।	পুরুষোত্তমপুর উচ্চ প্রাঃ "	
সুরেন্দ্র নাথ হরিত।	বাগুড়ী নিঃ প্রাঃ "	
লক্ষীশ চন্দ্র দাস।	উত্তর সোনাচুই নিঃ প্রাঃ "	
গোবর্দ্ধন চন্দ্র প্রধান।	মধুরাপুর নিম্ন প্রাঃ "	
ভূষণ চন্দ্র মাইতি।	ঠাটী উঃ প্রাঃ "	
নিতাই চাঁদ জানা।	বেহুড় নিঃ প্রাঃ "	
রামকৃষ্ণ দাস।	বাঘাড়ী উঃ প্রাঃ "	
ঘুষীরাম বেরা।	কৃষ্ণনগর নিঃ প্রাঃ (বং ১) "	
নাইবী চরণ বর।	বাজারবেলা নিঃ প্রাঃ "	
সুরেশ চন্দ্র মাইতি।	জগন্নাথ আলি নিঃ প্রাঃ "	
বেনামালী পক্ষ।	মুরুত উঃ প্রাঃ (বং ১) "	
প্রফুল্ল কুমার দাস।	গরবী নিঃ প্রাঃ "	
ভীম চন্দ্র জানা।	শ্রীরামপুর উঃ প্রাঃ "	
সুরেশ কুমার চক্রবর্ত্তী।	পাঁশে পাড়া উঃ প্রাঃ "	
সুরেন্দ্র নাথ ঘোড়ই।	সাহেবকুল নিঃ প্রাঃ "	
কমীন্দ্র নাথ মাইতি।	গোটাবাসা নিঃ প্রাঃ "	
সুধাংশু শেখর কুমার।	মধাড়ী নিঃ প্রাঃ "	
ইন্দ্র প্রসাদ সিংহ।	কেশবচক নিঃ প্রাঃ "	
বিপিন বিহারী পতি।	বিষ্ণুপুর নিঃ প্রাঃ "	
সুরেন্দ্র নাথ বরণ।	বলরামপুর নিঃ প্রাঃ "	
বিনয় কৃষ্ণ বিশী।	কালিকী নিঃ প্রাঃ (বং ১) "	
প্রফুল্ল কুমার পাত্র।	বিষ্ণুপুর নিঃ প্রাঃ "	
রাম নারায়ণ করণ।	নরাপুই উঃ প্রাঃ "	
চন্দ্রমুখি প্রধান।	আনোরাপুই নিঃ প্রাঃ "	
পরমেশ্বর বেরা।	জগাবিল নিঃ প্রাঃ "	
ভূবন ভূষণ রাণা।	বাঁশাই উঃ প্রাঃ "	
রমাকান্ত পাহাড়ী।	মলেশ্বরপুর নিঃ প্রাঃ "	
প্রতাপ চন্দ্র দাস।	বড়ুয়াপুর নিঃ প্রাঃ "	

(ছাত্রীদের বৃত্তি)

হরীন্দ্র নাথ রায়।	হুগলিয়া নিঃ প্রাঃ "
ঈশান রায়ের।	কৃষ্ণনগর নিঃ প্রাঃ "
ভূত বিহারী রায়ের।	বাহির গ্রাম উঃ প্রাঃ "
কার্ত্তিক মাহাত।	পাতুরিয়া নিঃ প্রাঃ "

শিক্ষা সংবাদ

বামুনা এম্, ই, স্কুলের জন্য একজন সহকারি হৈমাসিক, পাশ ফেল্ পণ্ডিত প্রয়োজন, মুসলমান হইলে কিছু সুবিধা হয়. এখন আবেদন পত্র খুব শীঘ্র আবশ্যক। বেতন যোগাড়ানুসারে পাইবেন।

সেক্রেটারী—
বামুনা এম্, ই, স্কুল
পোঃ মুচী। (২৩ পঃ) ৯৩১—১০ ১১।৪

"সুন্দরী চন্দ্রীচরণ বসু ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য আই, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষা দান কার্য্যে বিশেষ একজন অভিজ্ঞ হেড্ মাষ্টার আবশ্যক। আগামী ১লা মাঘ কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। বেতন যোগ্যতানুসারে নির্দ্ধারিত হইবে আহার ও বাসস্থান ফ্রি পাইবেন যাতায়াত ও মাসিক ১৫৲ টাকা আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রশংসা পত্র সহ আবেদন করিতে হইবে"।

শ্রী যোগেন্দ্র নাথ সাহা, সম্পাদক।
সাং সুন্দরী পোঃ কলমেগঞ্জিয়া,
১২৯— জেলা মেদিনীপুর

"জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাবড়া এম্, ই, স্কুলের জন্য একজন সহকারি হৈমাসিক ফেল্ পণ্ডিতের আবশ্যক হাবড়া, ই, বি, রেল ষ্টেশনের উপর। বেতন ১০৲—১৫৲ টাকা। আর যাহা স্থির। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।"

কালে বরকত সাহ্।
(সাবেক জাবং)
প্রোপ্রিটর, হাবড়া এম্, ই, স্কুল।
পোঃ হাবাবেড়িয়া (জেঃ ২৪ পঃ) ৯০৪—

রাজপাটনা জাবরীয় চতুষ্পাঠীর জন্য একজন অভিজ্ঞ উপাধিধারী পণ্ডিতের প্রয়োজন। বয়ঃক্রম ৪ বৎসরের অধিক হওয়া চাই। মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা। আহারাদি ও বাসস্থান পাইবেন। ফ্রি থাকিবেন। শীঘ্র আবেদন করুন।

শ্রী রসময় চক্রবর্ত্তী।
সম্পাদক।
রাজপাটনা জাবরীয় চতুষ্পাঠী।
বড়দিয়া পোঃ (যশোহর) ৯০৩—

"ই, আই, রেলওয়ের পাকরীটা ষ্টেশনের ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী হৈমাসিক এই স্কুলের জন্য ১০৲ টাকা বেতনে হিন্দু ও মুসলমান একজন পাশ বিতীয় পণ্ডিতের আবশ্যক। সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন। হৈমাসিক— পোঃ আঃ, জেলা—যশোহর।" ১০১—১০।১১।৪

নকিপাল পাবনার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড (গোপালপুর ষ্টেশনের নিকট) অন্তর্গত অবৈতনিক অর্দ্ধ বৈমাসিক স্কুলের জন্য একজন হৈমাসিক পাশ অভিজ্ঞ হেড্ পণ্ডিত আবশ্যক। বাসস্থান পাইবেন, বেতন ১৮৲—২০৲ টাকা, উহাদের দ্বারা যোগাড়ী চলিবে। আবেদন করুন।

সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ঘোষ।
ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড।
নকিপাল। ১০৩—

ধানী বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০৲ তিন টাকা বেতনে ১ম আর্টিষ্ট এবং ব্যায়ামাগারের আবশ্যক। বাসস্থান দেওয়া হইবে। চৌধুরী এণ্ড কোং পোঃ—মাঝির পাড়া (যশোহর)

রহিমাল, বরদাকান্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন ইংরাজি জানা মৌলবী প্রয়োজন; বেতন ২০ হইতে ৩০৲। প্রথম শিক্ষকের নিকট আবেদন করুন। ১০২—

"WANTED a M. V. Head Pandit for Kamalapur M. E. School on Rs 18/- rising to Rs 25/- Board and lodging free. Apply Head-master Kamalapur stating age caste and qualifications.

H. Ahmed.
Hd. master M. E. School.
Kamalapur P. o.
(Nadia). 9)6.

WANTED an experienced V. M. passed (3rd year) Head Pandit for the Lalgarh Aided M. E. School on a monthly salary of Rs. 20/- with free board and lodging. The place is healthy and ten miles off from the Jhargram Station. None need apply who will not stick to the Post at least for one year.

Raja Jogendra Narayan Sahas Roy.
Secretary.
Lalgarh P. O.
Dahiliary Via.
Midnapore.

WANTED a Normal third year passed Head Pandit for the Daulatgani M. E. School. The applicant must state his career and past experience. The monthly pay for the Post Rs. 20/- (Twenty only) Boarding and lodging free on private tuition. Special preference will be given to those who are Khasthava by caste.

Bhupendra Nath Dutt.
Secretary,
Daulatgani M. E. School.
P. O. Daulatgani, Dist. Nadia

WANTED a "*Normal Trishorshik*" passed teacher for Shetpur U.P. School. P. O. Birrahallavpara Dist. 24 Pergs. Pay Rupees 15/- to 18/- per month with free boarding and lodging. Apply to the Secretary, on or before the 20th inst. 928 13.2.25.

বারে বিনপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য অবিলম্বে দ্বিতীয় শিক্ষক আবশ্যক। বেতন মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা। বয়স ২৫ বৎসরের নিম্নে হওয়া আবশ্যক। বিনপুর পোঃ আঃ (ঝাড়গ্রাম রোড)।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক
বারে বিনপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বারে বিনপুর পোঃ
(মেদিনীপুর) ৯২৯—১৩।২।২৫

WANTED a trained mistress for the post of the fourth mistress of this School to teach Bengali on a Salary of Rs. 40/- (Forty only) per mensem. Preferance will be given to one who can teach first aid.

The mistress will be provided with free unfurnished quarters and will be required to subscribe to Railway provident fund and the Passes according to rules in force from time to time.

Apply at once to the undersigned with copies of testimonials stating age.

M. N. Ganesh Row.
Honorary Secretary
Ry. Indian Girls' School,
Kharagpur. 915—13. 2. 25.

আবশ্যক। খাড়ুরিয়া সাহ পোঃ (জেলা হুগলী) বাঃ ই স্কুলের জন্য অবিলম্বে ২য় শিক্ষক [illegible] মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা বেতনে এক সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র আবশ্যক। সাহানা প্রাইভেটে আহার ও বাসস্থান। কার্য্য স্থায়ী প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবে। যাচিয়া আসীন ও অধিক অভিজ্ঞ হইলে অগ্রাধিকার হয়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সেক্রেটারী এম, ই, স্কুল
পোঃ খাড়ুরিয়া সাহ
৯১২—১৩।২।২৫ (জেলা হুগলী)

আবশ্যক। খাড়ুরিয়া সাহ নিবাসী ১ম, ই, স্কুলের জন্য অবিলম্বে সহকারী দ্বৈবাধিক পরীক্ষোত্তীর্ণ সচ্চরিত্র শ্রেণীর শিক্ষক আবশ্যক। বেতন মোসাহারাসারে ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান ফ্রি। সাইকেল অভিজ্ঞ প্রাধান্য পাইবে। ফ্রি সাইকেল অভিজ্ঞ বিভিন্নিত উপযুক্ত আবেদন করুন। বিনা খরচে আসিয়া বিবাহিত বিষয় মতামত করিব। প্রধানাধ্যাপক—শ্রেণী পরিচয় হউক।

১৯৮ হরকান্ত শেন, খড়দহ পোঃ অফিস কলিকাতা
৯১৭—১৩।২।২৫

"শ্রেণী ভিন্নপুর, পোঃ পাইকপাড়া অবীন মল্লিকপুর নিম্ন ই স্কুলের জন্য অবিলম্বে ১ম শ্রেণীর অন্ততঃ দ্বিতীয় বার্ষিক পাশ শিক্ষকের প্রয়োজন। পাশি-ভাষাভিজ্ঞ হইলে অগ্রাধিকার আবেদন অনুগ্রহ। প্রাইভেটে আহার করিতে হইবে। এই তারিখের মধ্যে প্রধানের নিকট আবেদন করুন।"

প্রধানাধ্যাপক—
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।
৯১৯—১৩।২।২৫

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR.

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages 399. Price 12 Shillings.

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, a land of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in its book under review is a remarkable production."

Manchester Guardian: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * "a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock-down blow."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages xxiv + 242. Price 12 s.

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

The Folk-Element in Hindu Culture. Pp xx + 318. (Longmans, 1917.) 15 s. net.

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Indianman (London). "Of substantial scientific value. * * * Much that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. Pp. xiii + 82. (Longmans, 1918.) 5 s net.

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities and stating the case with a calmness and moderation that inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in five parts (Luzac & Co., London, 1918.) 3 s 6 d.

Bookman (New York). "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman and Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) Dollar 0.75 cents.

Sukra-niti (Hindu Politics). Rendered into English from Sanskrit with Introduction and Notes. (Panini Office, Allahabad, India. 1914.) Pp. xxxvi + 270. Rs 6 (Luzac & Co., London.)

The Positive Background of Hindu Sociology. Book I. Non-Political. Panini Office, 1914.) Pp. xxiii + 366. Rs. 7. (Luzac & Co.)

Columbia University Institute Bulletin. "An authority in the interpretation of Hindu culture from the standpoint of world-thought and in the perspective of developments in Europe and America."

Book II. Political. (Allahabad, 1921.) Part. I. Pp. 126. Rs. 3.

Chinese Religion Through Hindu Eyes. With an Introduction by Dr. Wu Tingfang, Late Chinese Minister of Washington, D. C. Pp. xxxii + 331. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) 7 s 6 d (Luzac).

Quarterly Journal (The Indo-Japanese Association, Tokyo): "The book is not only a volume on comparative religion, but may be useful to those who want to get the oriental interpretation of oriental history."

Love in Hindu Literature. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) Pp. v + 89. 2 s 6 d (Luzac).

Current Opinion (New York): "The attempt to take the divine poetry of Radha-Krishna literature which has always been regarded as an allegory of the mystical union between God and the soul and to secularize it is the task of Prof. B. K. Sarkar."

The Science of History and the Hope of Mankind. (Longmans, Green & Co, London, 1912.) Pp. viii + 76. 2 s 6 d, net.

Open Court (Chicago): "An unusually broad conception of history. * * * The main tendency is to show the paramount importance of world-forces for the development of every single nation."

Introduction to the Science of Education. (Longmans, 1913.) pp. xxxii + 141. 3 s 6 d, net.

Pioneer (Allahabad): "Admirable aim * * * written in the style of Herbert Spencer or Benjamin Kidd. * * * an idealist, a fervent seeker after truth."

প্রডুকশন গেজেট

ঊর্দ্ধ মূলং

সর্ব্বত্র সমবেক্ষেমং বিধিনা জ্ঞানচক্ষুষা। যত্র তত্রাবরোহো বিদ্যতে বিধিপূর্বকং বৈ।
সর্ব্বেষাং সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। যথা তিষ্ঠন্তি তত্রস্থা দুঃখমাপ্নুয়াৎ।
আজন্ম যৎ ময়া সমাক্ তত্ত্বজ্ঞানোহত্র লভ্যতে। সমাধিবিধিরীদৃশো বিদিতো জ্ঞানযজ্ঞতঃ।

৫ম খণ্ড] শুক্রবার, ৮ই ফাল্গুন ১৩১১, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫ [১৪ সংখ্যা।

সমাধি।

ভক্তিসমাধি ও জ্ঞানসমাধি

[শ্রীযুৎ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বি এ কর্ত্তৃক লিখিত]

আমরা চাই যে সমাধি করি, কিন্তু সমাধির অবস্থাটা কি, তাহাতে কি হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিনা। ... সমাধির যোগশাস্ত্রোক্ত ফল হয় না কেন? সচরাচর সমাধি হিসা তাহা হয় না। সমাধি করিতে পারিলে, অনেক শক্তি হয়। ভক্ত ভগবানে চিত্ত একাগ্র করিয়া যখন সমাধি করেন, তখন তিনি ভগবানের কাছে যাহা চান, তাহাই পান। আমরা জ্ঞানযোগী, তাহারা ভক্তিযোগী; প্রকৃতির সুখ-বাসনার কেন করিয়া যখন সচ্চিদানন্দে আত্মসমাধি করেন, তখন তিনি প্রকৃতির সর্ব্বশক্তির অধিকারী হইয়া সকল কার্য্যই করিতে পারেন। তিনি মনে করেন যে, তিনি আপনিই সব করিতেছেন (ভক্তের সহিত এই সম্বন্ধ। কিন্তু ভগবানের ভক্তি-ভাবে যে আনন্দ, তাহা সেই আনন্দটুকু পান না। সমাধির অবস্থা কিন্তু একরকম নয়, সমাধির আর এক অবস্থা আছে, যখন চিত্ত একেবারে বিলীন হইয়া যায়, তখন সাধকের এ সকল শক্তি আর থাকিতে পারে না।

কৃতকৃত্যতা।

পূর্ণাবয়বি।

[ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম্-এ, বি-এল্।

কারুকার্য্য (Industries)

ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকেই কৃষিজীবী, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বলিয়া ভারতে শিল্প ও কারুকার্য্যের উন্নতি সম্ভব নয়, তাহাও নয়। ভারতের উন্নতির বিপুল অন্তরায়ের প্রথম—পুরা, পঞ্চিত ও পঞ্চিতদিগের মূর্খতার সম্মানদান। ইংরাজী বিদ্যাবিদের মধ্যে ধনিক সওদাগর, ব্যবসাদার, মহাজন এবং মুদ্রা প্রভৃতির বিস্তারদাতা। এ দেশে বিদ্যোপার্জ্জনের সময় দেওয়া যায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের বিদ্যোপার্জ্জন পরিমিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবাসীরা ইংরাজী উপাধি ব্যবহার করিতে বড় ভালবাসেন। এই উপাধি ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজিনবিশ অনেক ভাঁহাদের বড়ই মনঃপূত হইয়াছেন এবং দেশের অনেক মূর্খও আকৃষ্ট হইয়াছেন। ফলে ইংরেজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে—আমাদের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের অন্তরায় হইতেছে। সম্প্রতি অনেক বিজ্ঞ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি উপাধিব্যবহারের আর বড় তোয়াক্কা রাখেন না। তাহা দেখা তাঁহাদের প্রথম অবস্থায় ছিল; এখন তাঁহারা নিতান্ত বিজ্ঞ, অর্থাভাবে দুর্ব্যবহার। আমাদের নিজের দোষেই এই দুর্দ্দশা। উপায়ের আবির্ভাব হইলে, আমরা পরিহার করিলে, দুর্নীতির সুব্যবস্থায় থাকিবে, ও অবশ্যম্ভাবের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য জন্মিলে, অবশ্যই আমাদের অবস্থান্তর ঘটিতে পারে। পূর্ব্বে আমাদের এ বল ছিল না। উপায়ের অভাব কারণের দাসত্বে হইতে হইত না।

প্রাচীনকালে শিল্প ও কারুকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দেশ বিদেশে ভারতজাত শিল্পকার্য্যাদি প্রেরিত হইত। ভারতের শিল্পনৈপুণ্য অদ্যাপিও ভারতের অতীত গৌরবের বিশেষরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু এখন আমরা যে শিল্পনৈপুণ্য হারাইয়াছি—তাহার কারণ পরাধীনতা ও অনুন্নত দশা প্রভৃতি বিশেষ প্রেরিত হইয়াছে। ভারতের শিল্পবিদ্যা ও কারুকার্য্য (Industries) এখন লোপোন্মুখ। আর ভারতে পূর্ব্বের চিত্রকলা এবং ধাতুবিদ্যার আদর নাই। সর্ব্বপ্রকার শিল্পবিদ্যার ও কারুকার্য্যের আদরের অবস্থাটি প্রতীয়মান। কিন্তু এই অবস্থাটি যদি আমরা শীঘ্র দূর করিতে না পারি; যদি শিল্প ও কারুকার্য্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া পড়ি, যদি অবশেষে এই সব বিদ্যার পরিপোষণ উন্নতি করিতে না পারি, তাহা হইলে কৃতবিদ্য সমাজের অস্তিত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে; ধনিকা জাতিভেদের মধ্যে আমাদের পরিণমিত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। অগত্যা, নীলাম ডেকের মত, নীলাকাশে বিলীন হইবে।

এখন কি উপায়ে আমরা স্বদেশে শিল্প ও কারুকার্য্য সংস্থাপিত করিতে পারি? সব পুরাতন দেশে কি প্রণালীতে কারুকার্য্যের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের পরিণম চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে এই সব পুরাতন দেশে হস্তব্যাপার সমস্ত পণ্যদ্রব্য নির্ম্মিত হইত। সেই সব দ্রব্যই স্থানিকার্থ বিদেশে প্রেরিত হইত। কিন্তু যন্ত্রাদির আবিষ্কারে, বাষ্পশক্তি (Steam power) বিদ্যুৎবলে, সেই সব দেশে কারুকার্য্য সমাজে যন্ত্রাদির উপস্থিত হইল। চারিদিকে নূতন নূতন যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইল, সেই সব যন্ত্রাদির সাহায্যে স্থানি দ্রব্যাদি সংস্থাপিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র শ্রমিকেরা সেই সমুদায় কার্য্যালয়ে রাশি রাশি দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প

...হইতে বহু লোকের ভার) বহিতে সক্ষম হইল। ইহাতে পূর্বাপেক্ষা সহজে সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। রাশি রাশি পণ্য-সম্ভার বিদেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। দেশে আর দ্রব্যাভাবের চিহ্ন রহিল না। যে সব লোক, কার্যাভাবে জাতিত্ব হারা হইয়া বিদেশে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসী। স্বদেশীয় অধিবাসীর বিদেশে ভ্রাম্যাদি প্রেরণ করিবার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা রহিল না। প্রচুর দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া, দেশের অধিকাংশ লোকেই কারুকার্যে মনোনিবেশ করিল। অচিরে দেশের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটিল। কর্মক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্যে আসিয়া, বহুবিধিত্ব ভ্রমাদি ভ্রমণ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। ঐ সব সুদক্ষ দেশে যন্ত্রবিজ্ঞানের এক যুগান্তর প্রতিষ্ঠার আবশ্যক হইয়াছিল। কালক্রমে বহু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বহু ভূমির উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল, তখন প্রচুর অর্থাগমের প্রয়োজন অনুভূত হইল। অমনি মনোমার্জনের পথও উন্মুক্ত হইয়া গেল। ঐ সব সুদক্ষ জাতি সুবিধিত ও কারুকার্যকুশল। ব্যাঙ্কারের করিবার লোকের অভাব ছিল না; সঞ্চিত অর্থে সকলে সহজেই দুই সন্ধ্যা উদরপূর্তি করিতে পারিত। সুতরাং উদর ও উপাদের ব্যয়ভারে সমস্ত দেশ অভিভূত হইয়া উঠিল।

কিন্তু আমাদের দশা কি? কারুকার্যে উন্নতি লাভ করিতে যে সব গুণ ও সুবিধা আবশ্যক, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের তাহা কিছু নাই। উদ্যম, অর্থ, নৈপুণ্য, বিশিষ্ট জ্ঞান, সংকেপতঃ সকল বস্তুরই নিরতিশয় অভাব। দৈবসাপেক্ষ আমরা কিছুতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি নাই। যন্ত্রাদির সংযোগের বা পরিচালনে করিতে এখনও যথাযথভাবে শিখি নাই। এ অবস্থায় এ দেশে কারুকার্যের উন্নতি কি আকাশকুসুমের অর্থে দেশের দরিদ্রতা দূরীকরণ কথা অতীব দুরূহ। কিন্তু অমনি উদাসীন অবসাদ করা উচিত নহে। প্রথমতঃ "সংঘবিজ্ঞান" (organisation) কি উপায়ে এ দেশে সম্ভব, তাহাই পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে। কিসে "সংঘবিজ্ঞান" দেশের অধিকাংশ লোক জীবিকার জন্য কারুকার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। যন্ত্রাদির আবশ্যক, যন্ত্রের পরিচালনের জ্ঞান আবশ্যক, নৈপুণ্য আবশ্যক। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন। আপাততঃ আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিতে হইবে, অর্থসঞ্চয়ের জন্য চরিত্রের উৎকর্ষ হইতে হইবে, জাতীয় ভাব সমাক্ উদ্বোধিত করিতে হইবে। আমরা পরাধীন—বৈদেশিকের হস্তে দেশের শাসনভার। ইংরেজ-রাজ অতীব বুদ্ধিমান, রাজনীতি বিশারদ। সমস্ত পৃথিবীর বিদ্যা বলিলেও চলে ইংরেজরাজ্যে স্থান-লাভ করে এমন লোক অধিক নাই। তাঁহারা নিজের স্বার্থ, প্রজার অভাব সকলই বুঝেন। তবে স্বদেশীয় রাজার নিকট যতটা সহানুভূতি সম্ভাশা করিতে পারা যায়, বিদেশীয় রাজার কাছে ততটা সম্ভবপর নহে। যদি স্বদেশীয়ের স্বার্থ ও বিজিত জাতির স্বার্থ একসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত না হয়, বিজেতা অবশ্যই দেখে, তাহা হইলে বিদেশীয় রাজা প্রজার স্বদেশীয়েরা হিতকল্পনা করিবেন; পরে বিজিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, যদি তাহা সম্ভব মনে করেন। এই প্রকার বৈদেশিক বিদ্বেষ—বৈরাচার ভয় বিশ্বিত না হইলে, হইবার বিশেষ কারণ নাই। আত্মসম্মানের না হেন হোমিও প্যাথি—ঔষধীর পক্ষে সম্ভব নহে। এ কথা সত্য, আমরা ভারি বিদেশী বৈদেশিকের হইয়া কার্যাদি লোকের সমক্ষে সুদৃঢ় করে কিন্তু আমাদের দীর্ঘকাল অধিকার হইতে আমাদের নির্দেশের পথ ভাবিতে হইবে, নতুবা ভ্রমপ্রমাদের আনুকূল্য করিতে হইবে। অতএব দুরদর্শিতা যদি কারুকার্যের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে ক্রমশঃ অর্থাগম, নৈপুণ্য, উদ্যম, সংঘবিজ্ঞান, সবই হইতে পারিবে। তবে সহজে বা অনায়াসে কিছুই হইবে না—দীর্ঘকাল একাগ্রতার সহিত আনুকূল্য করিতে হইবে। একটি উদ্যম প্রাচীন কথা মনে হইতেছে—তরিষ্ঠ প্রাচে অনেক সময় সারবত্তা পাওয়া যায়। প্রোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"ধীরৈঃ পন্থা ধীরৈঃ কন্থা ধীরৈঃ পরমমাপ্যতে।
ধীরৈঃ কর্ম চ বন্ধুর্যুক্তে তস্মাৎ ধীরৈঃ ধীরৈঃ।"

"ধীরে ধীরে সকলে পথে চলিতে হয়। চীরপরিগ্রহ বা সন্ন্যাসাবলম্বনও ধীরে ধীরে করিতে হয়, পরমেশ্বরকে

[illegible] এই পক্ষ আরো ধীরে ধীরে করবে।

ইতালীর শিল্প ও কারখানায় [illegible] আমেরিকার উপায় বলিয়া ফিরে [illegible] শীঘ্র শীঘ্র মত পরিবর্তন হইবে। [illegible] "পলকলাস" আবশ্যক হইবে। এবং আরো বিলম্বের প্রয়োজন। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, এবং চেষ্টাসুখে তুমি। অন্তত অর্থনীতিবিদ্যায় কিছু পরিমাণ বিলম্ব হইয়া যায়, তবিষয়ে পাই।

আপাতত: আমার বোধ হয় [illegible] ছিল, তাহা হয় না। [illegible] আমাদের চেষ্টা। [illegible] নানা প্রকারে প্রস্তুত করিতেছে, [illegible] অধিক পরিমাণে নির্মিত হয় এবং [illegible] হয়, তাহারই চেষ্টা সর্বতোভাবে সফলীয়। আমদানির বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টাই এখন প্রশস্ত। [illegible] অর্থাগম হইতে পারে। [illegible] পারিতে পারে। [illegible] লম্বুতি প্রকৃতির [illegible] হইতে পারে। [illegible]

[illegible] বিষয়ে তবিষ্যতের, [illegible]

[illegible] হয় [illegible] সাধ্য পাং [illegible] হে। [illegible] ন করিতে পারে। [illegible] মানব সমাজে সর্বত্র [illegible] কালের নানা স্তর আছে। [illegible] দেখে, মানুষে বনে বনে পশুপক্ষী [illegible] ছিল করিত। পরে যখন মানুষ [illegible] যে বিবাহবন্ধনের উদয় হইল, তখন যে [illegible] পালের পরিবর্তে চরিবার মনোনিবেশ করিল। অগ্নির [illegible] চরিবারা জীবিকার্জন করিতেছে, এখনও করিতেছে। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবিকার্জনের উপায়ও পরিবর্তিত হইতে লাগিল। বাষ্পশক্তির (steam power) আবিষ্কার দ্বারা জাতিসমূহের [illegible] বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতে লাগিল, অগ্নির [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের অধিকাংশ লোকে যন্ত্রকৌশলে কারখানার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিল, এবং দূর দেশে যন্ত্রোদ্ভাবিত দ্রব্যাদি বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডীয় অধিকাংশ লোকই এই ব্যবসায়। ইহার একটি বিশেষ কারণও আছে। দেশের যতো সকল কৃষি কার্যোপযুক্ত নহে। কিছু অনুর্বর, কিছু উষর [illegible] জলসেচন [illegible] পাইলে, এবং পুনঃ পুনঃ এক ক্ষেত্রে বৎসর বৎসর শস্যোৎপাদন করিলে, [illegible] উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস পায়। অবশ্য আয়োপায়ে মনোযোগ আবশ্যক হইয়া উঠে। এই কারণেই ইংলণ্ড জাতির মধ্যে কারখানার এত আদর, এত উন্নতি। সম্প্রতি এই অবস্থা বিশেষের নাম "কারখানিকীলতা" (industrialism)। ফারসিদ্বীপের মধ্যে সমাজের এ অবস্থা এখন আরোহণ করে—বহুকাল পরে ঘটে। এ কাল পর্যন্ত, আমরা কৃষিজীবী, জীবিকার্জনের জন্য কৃষিকার্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন। তবে দেশের জনবৃদ্ধি করিতে হইলে, সুলভ জাতিদের সমকক্ষতা লাভ করিবার উদ্যম হইলে, যাহাতে আমাদের সমাজে "কারখানিকীলতা" (industrialism) সঞ্চারিত হয়, তবিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। এই উপায়ে বিদ্যা কৃতবিদ্যদের আদানপ্রদানের উপায় হইতে পারে। [illegible] অনেক অনেক প্রবাসোদ্যমে দেখিতে পাই। তবে নিরাশ হইব কেন?

মেহলতা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

[সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, মুন্সেফ প্রণীত)

যে বালাটী তাহার গলায় পরাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল সে বালাটী কেবল হইলে তাহার হাতে ও বালা মাঝে কোন একটা অদ্ভুত সম্পর্ক থাকে; তাহার মনে করে যেন গলায় বালা যেন তখন তাহার মনে হয় হারেটী যদি না হারে তাহা হইলে ভাল হয়; সকল কোন উপায়ে তাহা পালন হইয়াছে। বিবাহ হইয়া গেল। বরযাত্রী কেহই নাই কুলীন; কন্যাযাত্রী সকলই বরযাত্রী; সকল তাহাদের মধ্যে অনায়াসে তাহারা বাসর ঘরে গেলেন। হইল, একজন করিতে করিতে বালিকা, বিবাহিতা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের আসা যাওয়া হইতে লাগিল। বালিকাগুলি আসিয়াই বলিল "জামাই বাবু একটু" তখন বৃদ্ধা প্রৌঢ়া ও যুবতীরা সকলের অত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকল বলিলেন "আমি খাব আমি না" সকলে বলিয়া উঠিল "কিছু একটু; কিন্তু তুমি খাও খাও; অমনতরো চাতুরি কর খাও না জানা হয়?"

যে খাবে না জানে উপরোধে তাহার বিলক্ষণ খাওয়া অভ্যাস হয়; সকল বালিকাদিগকে বাহিরে অনুরোধ করিল; তাহারা বাহিরে বলিয়া সাত দিন খাবার করিতেছিল, যুবতীরা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহারা খাও খাবার করিল।

ভাবি একবার।

তখন তখন তখন করিতে বিলেছি ভাবি তোমারি লাগি।
তখন সকল করিবার লাগি চাহি ও মেন হাসীর পানে ও
আসিতেছে সভা বসুধার হতে, তোমারে ভক্ত পরশে লভিতে।
ফেলোনা তারে লুটায়ে ধূলিতে লহিবে না তারে কোমল প্রাণের।

পশু পক্ষী কীট সব নারী নর সব হাত লতে মেহ করুণা।
ছুই এ অভিলা তোমারি তোমারি, তার চির তারে দাও দাও।

খাবার তুলিয়া বৃদ্ধারা বলিয়া উঠিল "তুমি একটা মন্ত্র লাও" সকল খাবার জামাই একটা কি মুখের মধ্যে দিয়ে খাবার দিতে পারিত কিন্তু কিন্তু মেন তাহার তাহা করিতে দিলেন না। দুই একজন যুবতী মেয়ে মেলিয়া করিয়াছিলেন তাঁহারা আর থাকিতে পারিলেন না। তাহার মেয়া মেরি. ঝিনোহিতলি পালাইয়া বাহির হইয়া বলিতেছে. "জামা কাইব কি করে দেখলেই মেন কি রিম্ রিম্ করে; ওরি জামাই না একটা মরদ" বালী যুবতীগুলি ও প্রৌঢ়াগুলি ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিলেন। ঘর ফাঁকা। বালিকা গুলির ও বৃদ্ধাগুলির।

বালিকাগুলি সেই খানেই খুমাইয়া লাভ উঠার করিল। সকল পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃদ্ধারা বলিয়া উঠিল "ও কুমি যাই মর আমরা মর ছাড়ি না" অমনতর সকল আমা। পাশ ফিরিয়া শুইলেন বুড়িরা জমাগত হাই তুলিতেছে; আর থাকিতে না পারিয়া সেই খানেই তাহারা কাপড়ের আঁচল পাতিয়া শুইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলের নাক ডাকিতেই লাগিল। মেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন কেবল একজন ঘুমাইল না; ক্রমে ক্রমে মেয়ের মায়ার কাপড় খুলিয়া গেল; সকল প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছেন আর সে মুখে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই বা চিন্তার রেখা নাই। আহা কি নিষ্কলঙ্ক মুখ! তাহার মনের ভিতর যদি আমরা যাইতাম। এই প্রফুল্লতা এই নির্ম্মলতা কি থাকিত? এই সকল বালিকা আমার কি মোহ করিয়াছে যে তাহার আমি এই সকলের

করিলাম? দয়ালের আমি কি শাস্তি দিতে পারি? তাহার স্নেহে তাহাকে মুগ্ধ করিলাম। এই বালিকা যখন চতুরালে বয়সী অতিক্রম করিয়া যখন কাহার বাড়ি যাইবে? তখন আমার জিজ্ঞাসা করিবে—আমি তোমার কি দোষ করিয়াছি যে তুমি আমার সর্বনাশ—করিলে, তখন কি উত্তর দিব। যখন স্নেহের পরিবর্তে ঘৃণার ভালি লইয়া আমাকে উপহার দিবে তখন আমার মুখ কোথায় থাকিবে? এখন আমার কেহ দোষ ধরে না, যখন দোষ লইবে তখন আমি কোথায় দাঁড়াইব? আর যদি এই মনে করিতে করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় স্নেহ মুখবোধে তাহার হাত ধরে পরমের উপর রাখিলেন; অমনি তিনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমার স্নেহের মুখের দিকে চাহিলেন চক্ষেখানি ধীরে ধীরে নামাইয়া দিলেন। বই মুখ যেন সুখের আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি মনে ভিলিয়া গেলেন, কালি প্রভাতে হইলে তিনি কি পলাইতেন? পলাইয়াই বা লাভ কি? যাহা করিবার তাহাত এক রেখ হইয়া গিয়াছে এখন মনে মনে পলাইতে পারিলে ভাল হয়। সমস্ত দিনের অন্যায়ের ও দুশ্চিন্তার পরমের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল ও রাত্রি দেখে একটু নিদ্রা আসিল।

(৪)

আজও অনেক দিন বিমলার সহিত দেখা হয় নাই, বিমলার এখনও সন্ধ্যাবাসি হয় নাই। সমস্ত দুপুর বেলা পড়া ছাড়িয়াছিলেন, আজকাল বাঁজা সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু অন্য ভাবার আরম্ভ করিয়াছে। স্নেহ বিমলার বিবাহের চিঠী পাওয়ার পরই বিমলা ভাবতীর নিকট অনেক করিয়া বলিয়াছে। ভাবতী প্রথমে রাজি হইলেন না স্নেহের আপত্তি বলিলেন উনি কি বলিবেন আর তিনি যদি না হন তবে মন্দ লইয়া যে বাইবে আর পরমের যদি মত না হোথায় থাকিবে; তোমাদের ত ঘর নাই, বিমলা বলিলেন "অপিসি মত করিলে সবই হইবে। আমার কাকাবাবুর মতই এক মত, কাকাবাবু কেবে কষ্ট হইবে না" ভাবতী বলিলেন। আমি ত এ কথা বলিতে মনে মনে ভয় করি কিন্তু বলা কি কর্তব্য তা আমি জানি না; আর এই যা কি মনে "অনেক চিঠী আর লোক দিয়ে হচ্ছে তা বোধ হয়" বিমলা একটু হাসিয়া বলিলেন "না আমার এখন তেমন কিছু তাঁকে এসব কথা বলা"

চিঠী আসিতে কিন্তু একবার বিবাহের ঘোটা একেবারে বন্ধ যায়। সন্ধ্যাবেলা আহারাদির পর পরমানন্দ অধিকক্ষণ বাবার থাকের মা তাহার পরে মুখে একবার পাকা লইতে যান। অন্য সেখানে বিমলা পূর্ব হইতেই উপস্থিত আছেন। পরমানন্দ আসিতেই তাহার হাতে পান দিলেন এবং যাইবার উদ্যোগ করিতেই বিমলা বলিলেন "আমার পানে যাও"

পরমানন্দ। কেন আমার?

বিমলা। না তুমি যাও।

পরমানন্দ। তা এখন কেন কেন?

বিমলা। কেন আমিই কেন।

পরমানন্দ। আজ কথা ভাবখানা যে! কোন অপরাধে নাম ভুলেই ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়, আজ আবার ঐকি! "কোন কাজ আছে বোধ?

বিমলা। কাজ আমার কি? এই বলিয়া তাহার লাজিতে লাগিলেন। দেখিয়াই পরমানন্দ বলিলেন "তুমি এ কোন মোহা?" বিমলা নিরুত্তরে উত্তর করিলেন "আমি কেমন খেলেই পাই তোমার হারাতে পারি"

রাজনীতি সম্বন্ধে কথা বার্তা করিয়াই বিমলা কিছু আগে আসিয়াছিলেন, বিমলা নিজেই তাহার পরাজয়ের দেখিয়া পরমানন্দ একটু আনন্দিত হইয়াছেন; ঈষৎ মধু হাসিতে চলিয়া গিয়াছেন; তথাপি আসনে আছেন; পরমানন্দ বলিলেন "বড় দেরকে যে, যা আমার পাবেন।"

বিমলা বলিলেন "না তিনি জানতে পারবেন না; তুমি একলা খেতে বসেছেন আমি তাঁকে বলে এসেছি এখনি পরে যাব।"

পরমানন্দ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘড়ে তাহাকে তাঁর বিমলা আজ আর বিমলা তাহাতে কিছু ঘোর দেখিতে পাইলেন না; তিনি মনে করিলেন পুরুষ মানুষে কত কি করে, তাহার স্ত্রীর ঘোরে যাওয়া দেওয়াটা ভাল হয়

নাই। গজাননের মন বেশ ভরপুর হইয়াছে তখন বিমলা বলিল "আমার মনে হয় যে একবার দেখতে ইচ্ছা করে না?"

গজা। কাহাকে? তিনি এসেছেন নাকি?

বিমলা। তিনি আমাদের বেতে লিখেছেন। যেতে দিবে।

গজা। যা না! সে তো ভালই হবে।

এই বলিয়া গজানন বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় তাহার স্ত্রী তাহাকে থামান হইল কিন্তু আজার সঙ্গে কি কথা বলিয়া বাহির আসে; বিমলা বলিলেন "কালই বিয়ে আজ না যেলেই নয় হবে না" গজাননের স্ত্রী সমস্ত শুনিয়া লইয়া বলিলেন "আচ্ছা, এই আমি যুদ্ধে আসি" এই বলিয়াই তিনি বিদায় হইলেন। বিমলা নিজেকে তাহার পায়ের কাছে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইলেন ও তাহার পদধূলি লইতে লাগিলেন। গজাননের আজ্ঞায় বিমলা যাইবার সময় সতীনের নিকট বলিলেন "আমি আসতে দিনটা থাকতে পারব না আমাকে একবার যেতে দাও বলে যাই।"

সতিন। তোর আবার যেতে দাও কি?

গজা। না যে না কালই আমার পালীর বিয়ে।

সতী। তার ঝিকে আর দুটী ঝিয়ে রেখেই বুঝি চলে আসতে পারবি? তা হচ্ছে না যাবা।

গজা। আমাকে রাখে কে? পালীয়ের কথা শুনলে তো?

সতি। তোর মাই যদি থাকতে বলে?

গজা। তাকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

সতী। বাপ বাছা চলে, কিন্তু আজকের যে রাত্রি তা আর ফিরবে না। জন্মেরমত তোকে খুইয়ে আমি কি বাঁচতে পারব?

গজা। কহিয়া বসিলি?

সতী। তোর সঙ্গে আর ঝিয়ে ঘরে যাই।

গজা। তবে তাহাই যাব।

সতীন বাধ্যবিকই গজাননকে ছেড়ে দিতে চাহেন না। তাহাদের বেশার খরচটা গজানন বাহির কাছ থেকে টাকা এনে এনে যোগাতেন।

বিমলা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। রাত্রি অধিক হইয়া গেল। সে বাড়ীতে আজকের রাত্রি থাকিতে হইবে; সকালে যাইলে হইবে তার পর দিন তোর সময়ে পৌঁছিতে পারিবে।

বিমলা জামাইর ঘর আর বাহির করিতেছেন। ক্রমে সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল, সকলে শয়ন করিল। গজাননের মা বলিলেন "হাতকাটা আজ খেল কোথা? রোজ তোমার সময় তো এসে পড়বার আজ বুঝি বৌয়াকে নিয়ে যাবে?"

বিমলা কোন উত্তর করিলেন না। অবশেষে গজাননের ঘুম ভাঙ্গিল। রাত্রি ৩টা এমন সময় গজানন আসিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিতেছেন। চাকর চাবি খুলিয়া দিল। বিমলা নিদ্রা যান নাই তিনিও তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলিয়া দিলেন এবং গজাননকে কোন কথা বলিলেন না। গজানন বলিলেন আর দেরি নিয়ে যাবে আজ পালাবা আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না যদি সাঁঝে মাত্রা হয়ে যেতেই হবে" বিছানায় শুইয়া মাত্র গজানন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। সেদিন নিদ্রায় বেশ ঘুমাইয়াছিলেন।

প্রাতে বিমলা আবার শাশুড়ীর নিকট যাইয়া তাহার পায়ে ধরিয়া যাইবার অনুমতি লইলেন। বিমলা বলিলেন "বিয়ে যদি নাও দেখতে পাই, আমাই দেখতে পাব, মাকে নবেনকে ও ঝিনুকে অনেক দিন দেখি নাই একবার যাইতে দিন, এখন না গেলে আর যেতে পাব না। গজাননের মা বোধ হয় সকল শাশুড়ীর মত নয়। তিনি বৌমার মাকে দেখিবার ইচ্ছাটা করিয়া আর অমত করিলেন না। কিন্তু বাধুকে বুঝাইলেন যেন পাঁচটী দিন বাড়ী থেকে সঙ্গে থাক। সকালে সকালে আহারাদি করিয়া গজানন ও বিমলা রওনা হইলেন। ঘোড়ে চড়িয়া গাড়ী পৌঁছিলেন।

(৫)

অনেক দিনের পর দুখুরিনী মেয়ে জামাইকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে গজাননকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া দুখুরিনী বিমলাকে জামাই দেখিতে

বলিলেন। মেয় তখন উঠিয়া আসিয়াছে। কুমারীও ও বাড়িতায় নিমন্ত্রণের পর আপন আপন বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। জামাই এখনও উঠে নাই। কুসুমিনী বলিলেন "দুঁড়িয়া ডাকে মায়ে ঘরে বোধ হয় জামিয়েছে তাই বোধে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে; যা দুই আগে আগে গিয়ে দেখে আয় দেখি।" বিমলা জামাই দেখিতে চলিলেন কুসুমিনীও জামাইয়ের প্রসন্না শুনিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিমলা জামাই দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ফিরিয়েছেন, কুসুমিনী বলিলেন "কেমন জামাই হয়েছে?" বিমলা। "বেশ সুন্দর জামাই এমন জামাই কোথায় পেলে মা তাকে কিছু দেখ নাই।"

কুসুমিনী। তোর মনাতে নাই যা, তা বোকে কিছু বোলনা।

বিমলা। সেকি কথা মা।

কুসু। তুই আর কি ভাবে ফিরি, এ জামাই সেই পরমবন্ধুর প্রেমে পাগল। এক পাগল বের নাই।

পরক্ষণ মায় শুনিয়া বিমলা একবার শিহরিয়া উঠিলেন পরক্ষণেই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কুসুমিনী জানিলেন বিমলার মনে কষ্ট হইয়াছে তিনি বলিলেন "ছিছি বোকাই তো মেয়ে" তথাপি বিমলা সেই ভাবেই থাকিলেন দেখিয়া কুসুমিনী বলিলেন "বিমল অমন করে কাঁদি যে কিছু হয়েছে নাকি? বিমল অমনি মুখ বলিলেন "মোর ঘর ফিরি যম।"

কুসুমিনী। সে কি! তুই আমায় ছেড়ে ফিরি কেমন করে? বিমলা তথাপি কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া কুসুমিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কি পরমকে দেখেছিলি নাকি?" বিমলা এইবার লজ্জাবনত মুখে মৃদু স্বরে বলিলেন হাঁ।"

কুসুমিনী এ সংবাদে কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইলেন না। পরমা যে পরমকে বিবাহের পূর্বে দেখিয়াছিল এটা সম্ভব বটে কিন্তু মেয়ের মুখ কথা শুনিয়া যাতে আশ্চর্যান্বিত হয় না। একটু চিন্তার পর বহির উচ্চ হইতে ঘুমিয়ে পড়িবে তাহা আমাদের প্রকাশ হইবে কিন্তু সমস্যুমির উপর একটু দড়াইয়া গেলে আমাদের ভালবাসা হয় না সেইজন্য একমাত্রীর হাই জনের তার যাতায়াত করে। কুসুমিনী কেবল বলিলেন "যা দেখি আর একবার মেয়ে আয় দেখি"।

যাহা হউক ঠিক এই সময় বড়ি কাল আসিয়া পড়িলেন। বিমলা রক্ষা পাইল। সকলেই তখন খাবারে উপবেশন করিয়া আছেন। বড়ি কাল পড়িলেই কুসুমিনী তাহাকে মুখ হাত ধোয়াইয়া খাইতে বসাইলেন ও ক্রমে বিবাহের সমস্ত কথা বলিলেন; বড়িকাল আনন্দিত হইলেন পরে বিমলার আনন্দের কথা তাহাকে জানাইলেন। ক্রমশঃ

পরলোক-রহস্য

(শ্রীরামলাল গোস্বামী)

আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, এই পরস্পরাগত মেয় পদার্থের চিন্তাবলে জগতীতল হইল আদিম মানব জীবনের সমস্ত কর্মশেষ হইবে কিনা, আদি আবার নূতন মেয় ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিব কিনা—ইত্যাকার প্রশ্ন অনেকের মনেই উপস্থিত হইয়া থাকে? বস্তুতঃ এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে এ পর্যন্তপ্রায়ো দার্শনিক, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। মানুষ—"আমি" "আমি" করিয়া যে আমিত্বের মায়া করে সেই আমিত্ব মেয়াতিরিক্ত অন্য কিছু, না দেহসম্বন্ধ বস্তু?—এই রহস্য। অনেকে উদ্ঘাটন করিতে এ তাবৎকাল অনেক চেষ্টাই হইয়াছে।

"শরীর" ও "আত্মা" এই দুটি শব্দের সমার্থ বলিয়াই সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই "আত্মা" ও দেহের সহিত পরলোকের কোনো সম্বন্ধ নাই যে কেহ তাহাকে স্বীকার করিতে পারে না।

অবশ্য আমি যে আত্মাকেই বিচার করিতে বসিয়াছি তাহা নহে। প্রত্যেক পরিবর্তন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত এই অনুসন্ধানের জন্য পূর্ব প্রস্তুত। বিচার করিবার আবশ্যক ছিল, এই বিচার যদি বিজ্ঞানসিদ্ধ হইবে, তবে কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভৃতি জীবের আত্মা কোথায় অবস্থিত থাকেন। পরে কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার পরমাণু বিশিষ্ট কিনা শরীর মধ্যে অবস্থিত হয়। এই কিনা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। অবশ্যই, চৈতন্যই আধারিক জীব, দেহের যা সূক্ষ্ম মাত্র করিয়া রহিয়া থাকেন। এই জীব প্রয়োজনে আত্মা সূক্ষ্ম করিয়া আত্মার বোধ করেন; এবং নিজ শরীরকে বিভিন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়ের পরদেশে গমন ও জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তাদি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি অনাদি, অজর, অমর, সুচতুর দেহে প্রকারে তাঁহার বিনাশ সাধন হয় না।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

ইনি জন্মেন না, মরেন না, কখনও হন না, পরিণাম নাই বা হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, শরীর হত হইলে ইনি হত হন না।" কাঠোপনিষদে এই কথাই বলা হইয়াছে:—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

কুরুক্ষেত্র সমরের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া অর্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥
আত্মানমেবমাত্মানং বেত্থ ত্বমরিকর্শন।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে॥

এই আত্মা অজর কাটে না, আত্মার মৃত্যু নাই, অন্তে ছিন্ন না, বায়ুতেও শুকায় না। ইনি চেতনীয় নহেন, অচেতনীয় নহেন, চেতনীয় নহেন এবং চেতনও নহেন। ইনি নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়। এই আত্মা ও আত্মার স্বরূপকে বেদ বলে।

এই বেদ তিন স্থানে বিভক্ত। প্রথম ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ-মতে মনুষ্যের যা শরীর আছে। দ্বিতীয় যজুঃ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তিপূর্ণ মনোময় আত্মা। তৃতীয় সামবেদ বায়ু সাধন, অর্থাৎ চেতন প্রাণময় চৈতন্য ও দৃষ্টি শক্তির প্রকৃত ঈশ্বরাধার বলেন। এই জীব বিজ্ঞানময় কর্মফল ভোগ বিশেষ, ঈশ্বর। ভোগ বা অন্ন বিনা দেহ নিষ্ফল নাই। ঈশ্বরের যে ভোগ ইচ্ছা আছে বিশ্বের অন্ন, সেই অন্নের অর্থাৎ বায়ু সেবন অন্নাদ। এই সকল হইতে বিজ্ঞানময় এবং মনোময় চালিত হয়। প্রত্যেকটির যে সকল শক্তি সহায় হইয়া মনের ইন্দ্রিয় ও চালিত হয়, সেই শক্তিকে মনের আত্মা ও কহা হয়। প্রত্যেকের ইহাই প্রকৃতি। প্রথম ঋগ্বেদ-আত্মার বিনি সাক্ষী আছে; প্রত্যেক বেদ প্রত্যেকের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ; বেদ অর্থে অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণ আছে—ইহাই বেদ হয় না। বেদের আবরণ বাদ সূত্রের ন্যায় যে ভাষা করিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে, তাহাই অনাদিকে সুসংবদ্ধ করিলে বেদের প্রকৃত আবরণে আবৃত হইয়া পরমাত্মার লাভিয়া হেয় হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িবে। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "বেদ এব বেদানাং ভবেৎ বেদ যোজনেৎ।" আমাদের বিশ্বাস, "বেদ ঋগ্বেদ সামাদি অনেকানেক শাস্ত্রের বিষয় চিন্তন করা সুকঠিন ব্যাপার।" এই পরমাত্মার সহিত দেহাত্মার সম্বন্ধ স্থাপনের যে সকল অনুষ্ঠান

যার তাহাই পুরুষ, এবং তদ্ভিন্ন যে বিষয় অনুভূত, তাহাই প্রকৃতির উপাদান। আর পরমাত্মা হইতে যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূত্রপাত তাহাকে আত্মা বলা যায়, তাহাই শব্দ, অক্ষর বা অর্থ। পাশ্চাত্যের ভাষায় কোনরূপ পরমাত্মভাব হইতে আসুত হইয়া পড়েনি। এই অবস্থায় যে মাতৃমাতৃকা হয় তাহাকেই পাশবাত্মা বা জড় বলা হয়। যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফাদি পাশবাত্মা অর্থের বৈলক্ষণ্য হইলে যেমন বাতপ্রকৃতি বাড়িয়া হয়, যথা, বিকার, কুপথ্য সেবন, যার প্রভৃতি আদি হয়, তদ্রূপ পরমাত্মভাবের প্রতিকূলে দোষ অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে যাহারা উপদিষ্ট হইয়া থাকে, ঐ বাক্যগুলি কি ইহলোক, কি পরলোক অর্থাৎ মূল যেরূপ বিভিন্নকাল বা মূলের বিভিন্ন প্রকারে হইলে ঐ ঐ ভাব দোষ হইয়া থাকে। মূল অক্ষরাদির মূলের সহ অনাদি কাল হইতে জীব পাশবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

পঞ্চদশী বলেন—পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে উৎপন্ন স্থূলভূত বিকারঃ পুর্ব্ব ভৌতিক।

অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সাত্ত্বিক ও পূর্ণাংশের দ্বারা যে সৃষ্টি ও যাহা, কোষাদি, যৌবন, জ্যেষ্ঠ, বায়ুনাথ ও অনাদি বিশেষ-রূপে যে পরীর তাহাকে নাম মূল বেদ। [illegible] শুক্র ও শোণিত যোগে এই যে দেহ বিশেষ পরীরের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে ত্বক্, অস্থি, মজ্জা এই সকল পিতা হইতে উৎপন্ন এবং মাংস, রক্ত ও লোম মাতা হইতে হইয়া থাকে। এই পরীরের অন্নময়, পিতৃজ, মাতৃজ, সপ্তধাতুক ও পাঞ্চভৌতিক এই ষড়্বিধ ভাব আছে। তন্মধ্যে শোণিত, মেদ, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, শুক্রসেচন, মরণ, মাংসী এই সপ্তধাতু দোষের উপাদানে সপ্তধাতুক ভাব। ত্বক্, লোম, কেশ, শ্মশ্রু, পিত্ত, নখনী, নখ, এই ছয়টী পিতৃজ ভাব। উৎপত্তি কালে পরীরের মূলতঃ, বর্দ্ধ, ক্রমে পরীরের বৃদ্ধি, স্বভাবের বৃদ্ধাত্ব, অবসাদিত, উৎসাহ, বৃদ্ধি, ধন ধান্যাদি তদ্রূপ অর্থাৎ সপ্ত ধাতুক অন্নময় ধাতুক ভাব এবং ত্বক্, মেদ, মুখ, শ্রম, বর্ণ, অর্থ, আত্মা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বায়ু এবং ইন্দ্রিয় ইহারা আত্মজ অর্থাৎ প্রাণময় কর্ণজ ভাব। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। বচন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও মৈথুন এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। মন অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ের অনুবিধায়ক এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটীকে অন্তঃকরণ বলে। কুমারী স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবের বিষয়, বুদ্ধি, মন ও অন্তঃকরণে ভাবের ক্রিয়া, বিশুদ্ধাত্মিকা বুদ্ধিকে বুদ্ধি, মনঃ ও অহঙ্কারকে বুদ্ধিকে অহঙ্কার এবং অতীত বিষয়ের স্মরণাত্মক বৃত্তিকে চিত্ত বলে। এই সব মানব অন্তঃকরণ হয়, বলা ও তাহাদের ভেদে তিন প্রকার। এই মানব যে যাহার অর্থাৎ এই যে ইহার উপাদানভূত প্রত্যেক ভূতের গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ভূত সব আবার হইতে শব্দ, স্পর্শেন্দ্রিয়, রূপ, রসনেন্দ্রিয়, গন্ধ, শ্রোত্রেন্দ্রিয় এই সমস্ত গ্রহণ করে। বায়ু হইতে স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়, শব্দ-জ্ঞান, অনুভব, প্রসারণ ও কর্ম্মশক্তি এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই প্রকার বায়ুবিকার এবং সমুদয় এই একোনবিংশতি ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। অগ্নি (তেজ) হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, রূপবিশিষ্টত্ব, পক্ক [illegible] ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভীতত্ব, ক্লান্তি, ওজঃ, সন্তাপ, পরাক্রম এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জল হইতে রসনেন্দ্রিয় রস, ক্লেদেন্দ্রিয় সাধারণকি, মৈত্রী, প্রেম, স্নেহ, হর্ষ ও শরীরের সোহোদ্য এই সমস্ত গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধিতা, মৈত্রী, গুরুত্ব, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, প্রেম, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র ধাতু উৎপন্ন হয়। জৌতিক দেহে ষোড়শাঙ্গে তিন শত ষাটী সিরাধমনী আছে। অবশ্য এ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহের সিরাধমনী দেখা যায়, তদ্রূপ জীব দেহের অসংখ্য নাড়ী রহিয়াছে। শরীরে যে পর্য্যন্ত বায়ু বিদ্যমান থাকে তাবৎকাল দেহীও জীবিত থাকে। সেই বায়ু দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্থূল প্রকৃতি না হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। এই জৈবতত্ত্বের অনুযোগে এই সব দেহে বায়ুই জীবনের সমস্ত ক্রিয়ার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। যে কোন স্থান যায় এবং বায়ু ঐ স্থানে চালনা করিয়াছে উপরন্তু

পেশী মাংসের বৃদ্ধি আর অস্থিগুলোর স্থির ভাবে পরিণত হয়। শরীরে যুবনভাব এল, অবাধভাব যাবে, সেখানে মধ্যবয়সে পরিণত হয়। আবার যুবনভাবে যুবা, মধ্যভাবে কবির এবং শেষভাব প্রাণকণে পরিণত হয়, তাহাই প্রাণকে জন্মায় বলে। রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা—মজ্জা হইতে নাড়ী এবং তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরের বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি ধাতু রস, রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া থাকে। পিত্ত ও শিব মলে মূল মেদের সৃষ্টি, তিনি ও প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে।

জীবের মূল দেহের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা এইটুকুই পাই। কিন্তু ইহাতেও জড় দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। জীবের জন্ম বিষয়ক অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই উদ্ভিদ, পশু এবং মানব এই তিনের মূল উপাদান একই পদার্থ। এই মূল উপাদান যখন চলন শক্তি যেমন যখন এক প্রকার পদার্থ, ইংরাজীতে ইহাকে protoplassin বলে। বীজকোষে কণা এই প্রোটোপ্লাজম্ থাকে তখন কোনটি কোন জীবের প্রোটোপ্লাজম্ তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এই প্রোটোপ্লাজম্ জন্মোদ্ভিদ বিষয়ে আলোচনা বিশেষ সময়ে এইরূপ আলোচনা করিয়া ইহা এবং সম্পর্ক পরস্পর হইতে আলাদা বিভিন্ন হয়। ইহা দ্বারা বীজের করিলেই হইবে যে অতি সূক্ষ্মতম অণুবীক্ষণ মূল উপাদান

অতএব তাহা একটা অতি সূক্ষ্মতম অণুবীক্ষণ মূল উপাদান নিশ্চয়ই আছে। এই অণুবীক্ষণ জীবনীশক্তি কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞান ও দর্শন এইখানেই পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন এই জীবনীশক্তিই কি তবে আত্মা নয়? আর এই আত্মাই কি তবে পরমাত্মার অংশস্বরূপ জীবাত্মা নহেন? হাঁ তাহাই।

পরলোক সম্বন্ধে নানা আলোচনা আমরা অষ্টোপনিষদে দেখিতে পাই। অষ্টোপনিষদের উপাখ্যানটি এই, একদা যাজ প্রবল ঘুর্ণি ঝঞ্ঝার অনুষ্ঠান করেন, উহাতে তিনি সর্ব ও ঔর্ব যজ্ঞ দান করিতেছেন দেখিয়া পুত্র অষ্টাবক্র অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এবং পিতা পাপগ্রস্থ হইতেছেন, তাহার সর্বাগ্রে স্থির করা উচিত ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, "হে পিতঃ! আপনি আমার কারণে দান করিবেন? বারংবার এইরূপ বলিতে থাকায় যাজ প্রবল বলিলেন যে, তোমায় যজ্ঞে দিব।" তখন অষ্টাবক্র বলিলেন, "হে পিতঃ আপনি আমায় দান করুন এবং আমাকে যজ্ঞাগারে প্রেরণ করুন।" যাজপ্রবল তখন তাঁহাকে যজ্ঞাগারে প্রেরণ করিলেন। তিনি যজ্ঞাগারে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিন দিন পরে যম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অতিথি, সুতরাং আমার অতিথি, তুমি আমার গৃহে তিন-রাত্রি অনাহারে বাস করিয়াছ, অতএব তুমি তিনটি বর প্রার্থনা কর।" অষ্টাবক্র প্রথম বরে এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পিতা যেন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন এবং যজ্ঞাগার হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি যেন অষ্টাবক্রকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন। দ্বিতীয় বরে যাজ যাহা পাপপুণ্য মানব জন্ম অর্জন যাবতীয় সমস্তের জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। যম অষ্টাবক্রকে উত্তম বর দিতে প্রস্তাব করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।" তাহাতে অষ্টাবক্র বলিলেন—

শ্রোতোবীতিবিতরো ন জীবেতে মানব জীতি

হৈতে।

এবং বিজ্ঞানস্থিতি যত্র তন্মে দেহাবাসের বরত্রয়ীরং॥

অর্থাৎ মৃত মনুষ্যের বহু এক দেহ আছে; কেহ বলেন আছে, কেহ বলেন নাই; আমি তোমার নিকট এই বিষয় জানিতে চাই, এই আমার তৃতীয় বর।

যম কিছুতেই বর প্রদান করিতে সম্মত হন না। তিনি বলিলেন, এ বিষয়টি সূক্ষ্ম, জানিবার নহে; তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। তুমি, পুত্র, পৌত্র, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, ভূমি, দীর্ঘায়ু, যুবতী যাহা ইচ্ছা কর তাহাই প্রার্থনা কর, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি, কিন্তু মৃত্যুর পর মানবের কি অবস্থা হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিও না। অষ্টাবক্র কিন্তু ছাড়িলেন না যম অষ্টাবক্রের হাত এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন, দেহ নাশের পরে জীব ও প্রেত এই তিনির

সেবন করে না, স্ত্রী সেবা এবং অন্যান্য ভোগের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া থাকে। সেই যে প্রেম আনন্দ, যাহার জন্য বিষয় ভোগ সকল ত্যাগ করিতে পারে। সকল ভোগের মূলে আনন্দ। যে ব্যক্তি "আত্মা কি" তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহার আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না। এই আত্মা অজর, অমর ও অক্ষয়। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই বিশ্ব করেন, ইনি অধীন হইয়াও সকলের হৃদয়াকাশে বিরাজ করিতেছেন, অতএব এই ব্রহ্ম জানাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই আত্মাকে তত্ত্ব ভেদে জানিতে পারা প্রাণ হওয়া যায় না, কেবল অনুভব যোগেই ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে আত্মাকে হয় না, যে আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করে, এই উভয়েই অজ্ঞানী, আত্মা কখনও কাহার না, হওয়া হয় না। ইনি অণু হইতে ক্ষুদ্র যেমন মহৎ হইতে মহৎ, অতএব জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইনির হৃদয়ে দ্বারা সাধনের প্রাপ্ত হইলে বিষয়ে বিরত ভোগে যাহার আত্মার মহিমা দর্শন করিতে পারে। অধিকন্তু শরীরে অবস্থান করিলেও ইনি অশরীরি, মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী, যে ব্যক্তি ইহাকে এইরূপ জানিতে পারেন অধিকারী হইবেন। সর্ব্বাত্মা যেমন সর্ব্বত্র থাকেন না, যা কাহার হৃদয়ে থাকেন না, তিনি সর্ব্ব ঘটনা ঘটিতেছেন বলিয়া ... ইহা; মহৎ সঙ্গে সর্ব্বত্র বিরাজিত। তিনি ... এবং সর্ব্বত্রিয়, তিনি যেই সময় পুরুষের ... হয়ে এবং যে তাহার পুরুষার্থ লাভ করে করিতে হয় না।

"অন্ধ বিজ্ঞানবানি তবতি সমন্বক্ষ সদা শুচিঃ।
ন তু তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥"

আর যিনি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত এবং অশুচিমতি, তিনি সেই পরম পুরুষের পদপ্রাপ্ত হন না, সংসার গতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকেন।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

এই পুরুষ সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, প্রকাশ পাইতেছেন না, সূক্ষ্মদর্শীরা একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ইহাকে দর্শন করিতে পারেন। এই সকল কথা বলিয়া যম সেই বালককে বলিলেন, তুমি যে আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি সেই আত্মা। যিনি এই শরীরে, যিনি তাবৎ বিশ্বে, যিনি তাবৎ বিশ্ব যিনি এই শরীরে অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, যিনি এই ব্রহ্মকে এক না দেখিয়া বহু দেখেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

"অনেনৈবোপায়েন বেদ ন বিদ্যতে কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

ইহাকে মনের দ্বারাই পাওয়া যায়, ইহাতে বহু নাই যিনি ইহাকে বহু দেখেন, তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥"

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ হৃদয়াকাশে অবস্থিতি করেন, ইনি ভূত ভবিষ্যতের অধিপতি, ইহাকে জানিলে ইহাকে আর গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না। অর্থাৎ আত্মার বিষয় গোপন করিতে ইচ্ছা হয়। ইনিই গোপ্য সেই প্রশ্ন বিষয় ব্রহ্ম।

অনন্তর মৃত্যুকর্ত্তা মৃত্যু দেবতা এই প্রকারে এবং সমস্ত যোগবিধি লাভ করিয়া বিজ্ঞ হন, ব্রহ্মস্বরূপ ও আত্মজ্ঞ হইয়াছিলেন।

---

*কেবল প্রতীচ "পরলোক তত্ত্ব" নামক গ্রন্থ পুরুষের উপলব্ধিমাত্র।

কন্যাদায়।

(শ্রীমতী সুরবালা দেবী)

(১)

শ্রীমতী অনুপমা এম, টাকার, বোম্বাই মেডিকেলকলেজে পড়িয়া মোটরকারখানি যখন হয়, সাহেবের মোটর বাহে লাগিল, তখন সংসার প্রহার হইয়াছে। ...মেডিকেল কার' সেইখানে রাখিয়া সাহেব ডাক্তার উহার সাহেবের, যথাযথী নির্জন পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছে। সেকালিয়, তখনও তখন দিয়া প্রহার সন্ধীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যা, তাহা মুখখানি তুলিয়া সবে হোক, চুমিয়েছিলেন।, এই কাজটী তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক ছিল।

অন্য ও অনিল দিকে চাহিয়া তিনি হোমারমুখ সবে বলিলেন "এই যে! অনু বুঝি লিখিতে লিখে তোমা নিজের বাড়ীতেই উঠিয়াছি?" অনুপম উত্তর দিলেন "হাঁ দিদি। উনি বলেন আর মাসে আর কিছু হাতে নেই, চল না বেলা লিলিকে রেখে এসে খন। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে থাকে বাছাদেরও ছিলের ভিনা?"

সেকালির উজ্জ্বল মিষ্ট মুখখানি তাঁহার সেই কথাগুলি ভাল শুনিতে পাওয়া যেন না। মাথাটে ঘুরিয়ে সেকালি আমকরে মাতৃকে কথাটা বলিয়া সুরেশকে বলিল "মামা। কি সুন্দর এই ঘোড়াটি না! আমার এক ঘোড়া কিনিবি,—মামা আমাদের যে কি ভাল হাসিবেছিল, তুমি যদি দেখতে মা, তা হলে না, তোমে থাকতে পারতে না।" মেয়ের কথাটি শুনিয়া মনে হাসিয়া মা মেয়ের মুখে চাহিয়া দেখিলেন "মামা যে তোমের মত খিলেটার পাগল হইনি যে! যেমন মা, তেমনি মেয়ে, পুত্র, ছেলে সব ছেলেরা হয়েছে যেন না? হাঁ মা অনু! তুমিতে হইলি কেন? আজ এখানে ও বেলা মাকড়া করে তোমো যাড়ী যাবি। হাঁরে সুরেশ এসে না?"

"না, দিদি, তাঁকে যে আজ সকাল সকাল কোর্টে যেতে হবে। আমিই কি এখন আসতুম? কেবল তোমার সঙ্গে একটা বরকারি কথা ছিল বলেই এত সাত সকালে ছুটে আসতে হয়েছে।" সুরেশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দরকারি কথা রে?" "তোমরা, বলি।" অনুপম হাসিমুখে আলো আনিয়া, পার্শ্ব হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সেকালির পাশে একবার আসিয়া চাহিয়া বলিল বলিলেন "আজকের রাত আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে দিদি, এর কেবা, বলা যেতে হবে।" সেকালির মিষ্টি জানতে পারুক সব ও ব্যাপার ছুটিয়ে প্রথমে তোমাদের বড় আসা হইয়া ই ও, সে স্বরকারে "আই আনু, তাম চাম এই ...র নিকটে, আর একটি ডাকোডাকি ভয়ের আমার ... যে সমস্ত ভাবে, ইহার ভিতরে পলাইয়া যেন ... মন কিন্তু তাঁর মনিবার কোথা যাইবে এটা ... হয়ে চিঠিটা দিয়া যাইতে ভুলিয়া না। অনুপমের সেকালির দিকে সকৌতুকে চাহিয়া অনুপম চাহিতে চাহিতে তাহার গালে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সেকালির মাতা কথার উত্তরের মেহ মিষ্টির তাৎপর্য্যের পর বলিলেন "তোমরা যে কোথা থেকে কখন? মাসীর সঙ্গে দুটি এইবেলা যাই করতে হয়? একটু আরোম নেই, কি যে ঘরে ওঠাস," অনুপমা মাতা দিয়া হাসিমুখে বলিলেন "তবু তোমাকে বলেই হবে না দিদি, তাঁর মাসীকেও বলেও হবে। তুমি তো জানো, তাকে আমাকে কেবল মাসী-ভাগ্নীর সম্পর্ক নয়, সেই ছোট বেলা থেকেই—"

"আচ্ছা! তা আর আজ হবে না, সেজে বেলা, এতো দুদি দুটী বোন? কিন্তু তাহলেও এখন সে তোর তাদেরটী রয়েছে তোর বিয়ে হলে কবেই না পরের ঘর করতে হ'ত।" অনুপম বলিলেন "হা দিদি, আজ সেই

কথাটি বলতে এসেছি, আমাদের বিবির বিয়ে নিয়ে কিছু ভেবে তা বলছেন?" তৃপ্তি একটু অপ্রতিভ হইলেন, "ভেবে আর উঠতে পারছি কই, বলুন আপনি। তবে, কিছু আমাদের কর্তার যে পছন্দই হয় না, একটা না একটা খুঁত ধরে বসে থাকেন। তবে আমার মেয়ের উপযুক্ত বর না মিললে মেয়ের বিয়ে দেবো না, তাতে ওঁর মেয়ে যদি চিরকুমারী থাকে তাও স্বীকার।" "আচ্ছা! তা হলে কথাই কিছু অগ্রসর হলো না বিবি, আমাদের বিবির মত এমন মেয়ে, আপনাদের ঘরে, ক'টা মেয়ের হয় দেখি? কিন্তু আমি এবার তোমার মেয়ের উপযুক্ত বরই স্থির করেছি বিবি, এখন তোমাদের কর্তা বিবির মতের অপেক্ষা শুধু।"

তৃপ্তি বিস্ময়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মেয়ে কে? কে?" সুহাস? আমাদের পাড়ার, সুধার মামাতো ভাই সে না?" "হ্যাঁ! তা আর জানি না? তবে সে খারাপ ছেলে নয়, বড় কবিরাজী করে"—"হুঁ, হুঁ, তো ... এ মেয়ের তোমার মেয়ের বিয়ে হবে। সুধার তো কি সে ওকে ... পারবে?" তৃপ্তি বিস্ময়ের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "সে কি? কিন্তু আমি যে ওদের ... ছেলেটা বিয়ে করতে এখনো রাজি নয়, সে ... আমার ভীষণ অমত নিয়েই তার সঙ্গে ... বিবাহ ..." বিবি অন্নদা তাড়াতাড়ি বলিলেন "ওসব ভাবতে ... ওকে ছেলে বিবি, তোমার যে বিবি যে পছন্দ করে তোমার! সন্ধ্যাকালী মেয়েদের সব সুধার মামাতোর কিছু দেখে ওরা আছে ঘটে, কিন্তু তাই বলেই যে বিয়ে করবেন না, তা কখনো? বিবির ওপর সুধারও অনেকদিন থেকে বিশেষ টান ছিল, কেবল বাপের ভয়ে সে কিছু করতে এতদিন চুপ করে ছিলো। এখন বাপ্ মেরে, খেয়ে কড়া, তাতো আর নেই না। আর তা ছাড়া, দেখ, এ বিয়েতে সুধার বাপ সব কিছুই চায় না, শুধু তোমার মেয়েটিকে পেলেই কৃতার্থ হয়ে যাবেন, বুঝলে?" অন্নদা বিবির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তৃপ্তিই সর্বশেষ কথা করিলেন "আচ্ছা! বিবি কি আমার এমন কপাল করেছে?" "কপাল করতে হয়নি বিবি, কপালের ফল আমরা বিবি পেয়ে! তাল বিবাহের মুখাবয়বিয়ক্ত বিবাহিতের বিবা, বিবি অনেক অনুরোধ উপরোধ করে তোমাদের এ বিয়ে ঘটাতে এসে বিয়েছেন। আর বিবি তোমার মত অনুমতি প্রার্থনা করতে আমাই আগে এখানে আসতে, তার আগে সব ঠিকঠাক করে।" "আমাই? বলিস্ কি?" "ঐ তো ইচ্ছে, আমাই, ওঁর আর সবুর সইছে না। কিন্তু তোমার মেয়েটি ও তো বড় লাজুক বিবি, ওকিকে ডেকে দেখতে এসেছে, লুকিয়ে আড়ি পেতে সব শোনা হচ্ছে।" তৃপ্তি বিবিরা দেখিতে পাইলেন অদূরে ঘর পরিবারের অন্তরালে, দোলায়িত দুর্বিনিরীক্ষিত চক্ষু দুটি মুখখানি ঢেকে ফুলের মতই ফুটিয়া আছে। তাহাদের দেখিতে পাইয়া সেই সুখর মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া অন্তরালের অন্ধকারে লুকাইয়া গেল। অন্নদা কৌতুকভরে, সকলকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "দেখলে বিবি, মেয়ের মতন? তুমিও তোমাই যখন এত আগ্রহ তখন আমি তো বলি, তোমরা বড় শীঘ্র পাত্র, সব স্থির করে, তবে ওটার মতও এক করে নাও। আমি এবার এখন উঠি, তবেসাবেকে তুমিই আমার হয়ে এই শুভসংবাদটা জানিয়ে দিবি, আমার আর সময় নেই।" তৃপ্তি ঈষৎ চিন্তান্বিত ভাবে, বিবিকে বলিলেন "ঐ যাবো তো বড় খোল বাজে তোমে, ওঁর মতন তো জানাই এখন তাতে আমি ... পারি ..." "সে ভাবনা তোমার কপালেই রইল বিবি তোমার যে পছন্দ প্রকৃতির মানুষ, আমে আমার মা' অনেক বড় পাত্র খোঁজ করছিল ঘটা, আমার তো এখানেই সব ঠিক হলেও যা।" অন্নদা হাসিতে হাসিতে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তৃপ্তি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কিন্তু মুখে না দিয়েই চলি? একটু কিছু খেয়ে, অন্ততঃ চা টা খেয়েও যাবি না?" "না বিবি, কথায় কথায় বেলা হয়ে গেল, 'ভাত' দিয়ে না খেলে যে কোথাও খেতে পারবে না।" অন্নদা বিদায় লইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বিদায় হইলেন।

সেকালের পিতা বিবাহ আছে, এই জন্য, একালে পত্রপ্রেরিত হয়ে থাকিবার। কার্যক্ষেত্রে প্রভূত অর্থ ও বল

উপায়ন করিয়া একটি প্রাকৃতিক প্রায় ছাড়িয়া দিয়া তিনি যেন ঈশ্বরত্বে পাইয়াছেন অধিকারিত করিয়াছেন। এক সাহেব লোকটা মন্দ ছিলেন না, তবে তাঁহার প্রকৃতি কিছু উগ্র, এবং আত্মসম্মান জ্ঞানটা কিছু বেশী মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া, বন্ধুমহলে তাঁহার কৃপণ বলিয়া একটা অপবাদও শুনা যাইত।

এক সাহেবের সম্বন্ধীয় আরও একটি গল্প ও একটি কথা। পুরীর সিভিল সার্জিন পরীক্ষা দিতে বিলাত গিয়াছে। কথা হইতেছিল পিতার বহু সাহেব, বহু আদরের সে একটি ছহিতা। এই মেয়েটির কাছে তাঁহার কোনরকম-

কথার প্রকৃতি যেন বালিকার মত কোমল ও মেয়েলি হওয়া উচিত। এই মেয়েটিকাই সম্ভবতঃ লেখাটির বিষয়ে বিশেষ ঘটাইয়াছিল।

পুরীর স্বামীর উত্তরে তিনি দেখিলেন, এক সাহেব তাহার টেবিলে বসিয়াছেন বাজ, তখনও আরোহী সামগ্রী আর অবশ্য নাই। তিনি তখন সম্মুখে বক্তাসমাজ ইংরেজ খানসামার উপর অনর্গল বন্দুক বাহিতেছিলেন, সে বেচারি প্রকৃত অপরাধির মত অবনত মস্তকে, বিনা প্রতিবাদে সেই তুমুল তীব্র তিরস্কার বজ্রগুলি নীরবে সহ্য করিতেছিল। এই ঘটনাটির কাছে, তাহার আবার একটু বন্দুকি খাওয়া ঘোর হয় তুচ্ছতার মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছিল।

পুরীর কর্তার মেজাজ গরম দেখিয়া শঙ্কিত হয় হইয়া বলিলেন "কি হয়েছে গা? সকাল সকাল এত বকছ কেন?" "বকছি কি সাধে? তুমিত যত সব আদরে মুক্তো দাও; আর ওটা করে যাবে, আর বাপি বাকে কেন দিয়ে পুষবে! দেখ দেখি, কাল তুমি 'ডিগ'লোর কি দশা করেছ?" পুরীর। "তাইতো। এতক্ষণ এসব কথা কেবল কেন হয়নি?" বলিয়া তখন আদরিণী 'ডিগ্' টিকে উঠাইয়া কর্তার হাতে দিয়া বলিলেন "যাও, এখন এমনি বেশ করে আবার আর 'দুধ' দিয়ে এসে, সময় মত খুয়ে আনোগে।" কর্তা মেয়ে এতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইয়া হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই কলহাবসী মুখরক্ষার জন্যই সে এতক্ষণ এমন নিষ্ঠুরভাবে কোলে করিয়া বসিয়াছিল। সে পাকি যাইতে যাইতে পুরীর কর্তার মুখের কাছে মুখ নিয়া বলিল "বাবা, তুমি ওকে কিছু বলো না, ও আমার বড় আদরের।" কর্তা এবার আর 'ঘাই বাবাটির মত চা পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসে কোথায়?" সে যে এখনো চা খেতে এসে নাই" "কিসে যে এই মাত্র তার বাপীর হাতে দিয়ে, যাতে অত করে সে নিজের বাড়ীতেই নিয়ে যেতেছিল কি না।" "তবে হয়েছে কোথায় সে?" "তুমুলার সকালে সকালে খেয়ে দুই যাবে, তাই অত তাড়াতাড়ি দিয়ে গেল।"

কর্তার সাক্ষাতে আসে তখনো তিনি সাহিত্যে, তাহাই বালিকা কন্যা পুরীর বিরুদ্ধতে তাঁহাকে বাঁচান, যেন, অল্প আজ একটা ঘোর বোর হোক, তবুও কিছু আমাদের খুব মনে হোয়েছে।" "কি সাহেব বলিলেন কি তখন?" "এই, তুমি অমনের নাই। তাহাকে আর কেন? সেই যে—" "যে কুকুর তার ঘাড়ে ভূতেছি, তুমি সেই আমাকেও তাহাদের মত বলছ?" পুরীর বিরক্তি ভাবে ভ্রূকুটিক করিয়া বলিলেন "আমাদের সাহেবদের? সে আবার কি? আমরা সব বড় লোকের ছেলেদের এক রকম সেখানে থাকে, তা এরকম সে সব তোমার আসে নেই। ছেলেটির দোষের মধ্যে একটু ভীত ভয় দোষের সঙ্গে আছে, তা সেটা এই কি নিজের কথা? আমা। বাবা ছেলেটি, কেন তোমার চায়?" কর্তা গম্ভীর মুখে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, যাই হয়েছে আমার? তা সেই তোমার চাকরটার আজ কি করতে হবে, তাই বল এখন।"

"তাই বলতেই তো এতক্ষণ তো। তা তুমি যা ভেবে ভবে, বাবা এখন একটা কথা বলে বসল, যে আমার সমস্তই ঘুরে গেল!" অতঃপর পুরীর কর্তার আরও কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া, তাঁর চক্ষু দুইটির তাঁহার পানে চাহিয়া, হাসি হাসি মুখে, ধীরে ধীরে বলিলেন "তুমি আমাদের আমাদের নিয়ে তারি সহজ হয়েছেন, তাই " কর্তার প্রসন্নতার গলে আমকে ভীত হইয়া বড় সাহেব প্রায় মুখে বলিলেন "হাঁ! আমাদের নিয়ে যেইয়া সহজ করবে

না? হাঁ, তার পর" পৃথিবী একটি ইংরেজ নবিস একটু সন্দেহের দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন "তার পর তুমি কি তুমার বিবিকে বিয়ে করতে চাও, তাই তোমার কাছে অনুমতি নেবার জন্যে তিনি আজ এখানে আসছেন, কেমন?" তাঁহার মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে, বৃদ্ধ একান্ত উৎসাহিত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছেন হুজুর! আমার ইচ্ছে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আপনার মত কোন্ বাপ্‌মা দেবে? তোমার মেয়ের মত অমন ঢলঢলে রূপ ছিল, যে তুমারের মত তাল ছেলে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চাইছে! হাঁ হাঁ, হাঁ হাঁ, তুমার কোন অংশে তোমার জামাই হবার অযোগ্য তা তুমি?" পৃথিবীর উৎসাহে ঘৃত সাহেব কিছু নরম হইয়া বলিলেন "আচ্ছা! তার জন্যে কিন্তু তোমার বিবি ও মেয়ের 'মতামতে' মতের দেওয়া নয়! তাদের মত আছে, তবে তুমারের অমত হবেই বা কেন?" পৃথিবী মুখভার করিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন "তুমার মনে করেছে। এক আঙ্গুলে টাকা ফেলে একটা বিলেত ফেরত বাবু, তা সে মেয়েমানুষের মত হলেও তাকে বিয়ে করতে পারলেই বুঝি তোমার মুখ বাঁধা উচিত হয়ে উঠ্‌বে? মেয়ের যে তাহলে সুখের সীমাই থাকবেনা। হেঁ বাবু! যেমন তার তোমো তাই কর, আমার কোনও কথা বলতে আসাই বরকারী!"

বৃদ্ধ কিন্তু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "তোমার মেয়ের ও মত আমরা জানি, তা তোমার যদি অমত—" বাধা দিয়া পৃথিবী গম্ভীর ভাবে আবার তাড়াতাড়ি বলিলেন "মেয়ের মত যদি চাও, তা হলে এ পাজির বুদ্ধি তোমার ঘরে বার করা ভারী দরকার। আর বলছিলে যে বিবির ও মাঝি মেয়ের ইচ্ছে ঐ বাদরই বিয়ে হয়, তা ছাড়া, বিবিকে তুমারের একটা মনে করেছে, যে এ বিয়েতে তিনি একটা পয়সা চান না, তুমার? তত দুষিবে হচ্ছে তোমার, মেয়ে যেন বেরি? আর কিছুই দিতে হবে না, অথচ মেয়ে তোমার হাতছাড়ী, বাড়ি আসবেনী হবে, এর বাড়া আর কি চাও তুমি?"

বৃদ্ধ তোতলাইয়া বলিল "না, এমন তা নিশ্চয় খরচার মেয়ের বিয়ে, বিবীরাও পাঁচ একটা গয়না পরে থাকি, তাদের একটা ঘড়ি, তাদের ও দুই একটা দিতেই হয়, তা ছাড়া সে তাঁহার প্রোনামিকা কুটিলাকে দিবেনীকি দিচ্ছে, মেয়ের বাপের আত্মাজনীয় এই সময়টা অন্তত বাঁচাবার জন্য সাহেব যাতে আপত্তি দিতে না পারেন তাই বলিল। ক্ষণিক চিন্তা করিয়া, মেয়ে মাতাকে বলিবার বলিবার "হেঁ, তাই হবে।"

এমন সময় সহসা দেখা গেল, তাঁর বন্ধুর মেয়ে কিটার মেরী, আলুলায়িত কুন্তল কেশরাশি দোলাইয়া, অতিশয় ব্যস্তভাবে অবনীর ক্ষুদ্র ঐ বস্তির হাসিতে হাসিতে তুমারের সহিত সিমের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া সিমুলের হেসে, সৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আহা! এমন মেয়ে, এমন রূপ রাজরাণী হবেই তো তা সে সোহাগী যা একটু মাথামাখা, পাদ্‌রোলাণী! মেয়েকে দেখে তুমার মুখে হাসিবে? আদরে অবনীর শির আঘ্রাণিয়া তার সাহেব জেমসিংক কোমল করে বলিলেন "কিরণ-পাখনী! বিয়েটায় রাজী হ'লি? কিরণ হেসে ঘাড় নাড়িল যে হাঁ" সোহাগিনী পরমোৎসাহে হাত দুখ নাড়িয়া বলিল "কিরণী' যে বলেছিলা বাবা, ও বাবা! কি ভয়ানক বলেছিলা তা আর কি বলব? 'সিনেমি' এক্টি মেরি তুমার? আর যেন সতিকার মরদ নয়ই বোধ হচ্ছিল, না মেরুদণ্ড আছে, না মাংসপেশী হয় না। কিন্তু তোমার মেয়ে একটিবার দেখবে না? এখন সন্ধ্যা ঘনিয়া আসিল। পৃথিবী গর্জ্জাইয়া বলিলেন "এই যে ইয়িসেস এসেছে, এখনি যাও, ওদের সব ঠিক হয়ে যাবে, তোমার ভাল ভাল আয়োজন করতে হবে, তোমার যে সে মোক্ত নয়!" (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত—মূল্য ৸০। এই পুস্তকে যদি ভারতবর্ষের যথার্থ যে সব প্রতিভাশালী ও মেধাবী লোক আমাদের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কৃতিত্বগুলির ইতিহাস আমাদের মহাত্মার জীবনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মী ও যশস্বী জনসাধারণের চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যাঁদের জীবনচরিত আছে, তাঁদের নাম রবীন্দ্র ঠাকুর, সাধু রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, সাধু রাজা নারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন, ধর্ম্মবন্ধু পরমহংস, প্রতাপচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ স্বামী, অশ্বিনী কুমার, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, লোকমান্য তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, সার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, অশ্বিনী কুমার দত্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবিড় কুমার ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি কর্ম্মী, যোগী, দেশহিতৈষী মহাত্মাদের কীর্ত্তিকলাপ সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

উহার প্রচার আমরা সুখের বিষয় মনে করি। পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা আধুনিক বঙ্গ বা ভারতবর্ষের বিস্তৃত ও সুসম্বদ্ধ ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা এই পুস্তক হইতে কিছু কিছু কথা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কি প্রকারে এই পরাধীন ভারত ভূমিতে স্বাধীনপ্রিয়তা লক্ষ্মীছাড়ী উঁকি মারিয়াছে, তাহারই ক্রমবর্দ্ধমান প্রমাণ প্রমাণে ঘটনাবলির সুশৃঙ্খলিত এই গ্রন্থে প্রদর্শিত। গ্রন্থকারের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার অভিপ্রায় আছে, কবিতা মনে হয় না। তবে অন্যান্য পরলোকগত মহাত্মাদের জীবনী পরে লিখিত হইবে, বুঝিতেছি। এই প্রথমাংশ প্রথম খণ্ড মাত্র।

এই পুস্তকে যে সব কথার আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে ইহার যথোচিত বিদ্যালয়ের স্থান আছে, বলা যাইতে পারে। প্রথমাংশ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও প্রাঞ্জল ও সরস ভাষায় লিখিত। ইহাতে কিঞ্চিৎ এতিহাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ও মহাত্মাদিগের প্রতি প্রত্যেকের ভক্তি হয়, আন্তরিকী ভক্তি। ধর্ম্মালয় ও রাজনীতির অনেক সাহিত্যে, গ্রন্থের উপাদেয়তার কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে, মনে হয়।

* *

শেক্সপীয়র অবলম্বনে পদ্যে—শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তী, এল প্রণীত—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য দেড় টাকা মাত্র। গ্রন্থকার বৃদ্ধ মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বেহালানাথ ও ঘরকীনাথ দর্শনার্থ তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। এই দুইটি তীর্থস্থান হিমাচলশিখরে অবস্থিত—বিতস্তা তটে। কিন্তু তাহাদের স্থানে অবস্থানের কথনও স্থান পায় না;—তাহিরাও মনেও পায় নাই। যাহা হউক, গ্রন্থকার কবিবর হইলেও সাধারণ হিন্দুগণের প্রতি এতদূর ভক্তিমান্। এই গ্রন্থটির লোক যদি পাইবে তবেই দেশের মঙ্গল হবে করিব। অনুবাদকের ব্যাখ্যানে, মূলগ্রন্থের প্রতি অনেক সুশিক্ষিত লোকে একালে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। গ্রন্থকার সে শ্রেণীর লোক নহেন। ভক্তিপরায়ণ হইয়া গ্রন্থকার বীর অনুরাগ আরোপায় লিখিতে করিয়াছেন। ভাব ও ভাষা অতি সুন্দর। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি পথনির্দ্দেশক; অন্যের পক্ষে মনুষ্যপ্রাণী। যারা হিন্দু গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তারা এই গ্রন্থখানি স্থান পাইয়াছে। বিনা আড়ম্বরে, বিনা অহঙ্কারে, বিনয়ভাবে লিখিত এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে, হিন্দুমাত্রেই সুখানুভব করিতে পারিবেন, মনে করি। মূলগ্রন্থ ও বেহালানাথ ও ঘরকীনাথের সৌন্দর্য্যবিকাশ অনুবাদ সৌকর্য্যের অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শূন্যখালি

বাদুড়া এম্. ই. স্কুলের জন্য একজন বর্ষাল হৈমাসিক পাশ ট্রেন্ড্ পণ্ডিত প্রয়োজন, মুসলমান হইলে কিছু সুবিধা হয়. এবং আবেদন পত্র খুব শীঘ্র আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে পাইবেন।

সেক্রেটারী—
বাদুড়া এম্. ই. স্কুল।
পোঃ, মুন্সী। (২৪ পঃ) ২৩১—২৩/১২

বেহালী হাইস্কুলের জন্য মাসিক ২০৲ বেতনে বর্ষাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও তাহার অতীত দ্বিতীয় পণ্ডিত আবশ্যক। ডাকযোগে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিবেন। কোনও স্থানের প্রতিনিধিকে তার করিলে আমার ও খালিসের স্থান পাওয়া যাইবে।

উমিচরণ বসু
বেহালার বেহালী হাইস্কুল,
পোঃ বেহালী, জিলা ঢাকা।
২৩১—

"জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাবড়া এম্. ই. স্কুলের জন্য একজন বর্ষাল হৈমাসিক ট্রেন্ড্ পণ্ডিতের আবশ্যক। মুসলমান হাবড়া, ই. বি. রেল ষ্টেশনের উপর। বেতন ৩০৲—৪০৲ টাকা। আঃ যাঃ ফ্রিঃ। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।"

করেক্ট বরমন সাহে।
(হাবড়ার জমিদার)
প্রোপ্রিটেক্ট, হাবড়া এম্. ই. স্কুল।
পোঃ টাকাবেড়িয়া (জেলা ২৪ পঃ ২৩৪—২৩/১২

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হাবড়া পোঃ ও থানার অন্তর্গত নওয়াবপুর, এম্. ই. স্কুলের জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই একজন বর্ষাল হৈমাসিক, অভিজ্ঞ ট্রেণ্ড্পণ্ডিতের প্রয়োজন। স্থানটী রেল স্টেশনের ও ষ্টেশনের ষ্টেশন নিকট। বেতন আপাততঃ ১৮৲। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। আঃ যাঃ ফ্রিঃ। মুসলমানের প্রার্থনা অপ্রার্থনীয়।

শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী। ২৩১—

ই. আই. রেলওয়ের পাবনাই ষ্টেশনের এক মাইল দূরবর্তী ইটাখোলা স্কুলের জন্য ২০৲ টাকা বেতনে ফ্রিন ও ফ্রিয়ার জানা বর্ষাল পাশ দ্বিতীয় পণ্ডিতের আবশ্যক। সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন। ইটা—পোঃ আঃ; জেলা—পাবনা।" ২৩০—২৩/১২

হুগলী জেলার পুরীনান এম্. ই. স্কুলের জন্য তিনি মাসের আয়োজী একজন বর্ষাল হৈমাসিক পাশ ট্রেন্ড্ পণ্ডিত আবশ্যক। বেতন ২২৲ টাকা। সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

সেক্রেটারী—শ্রী নলাই চাঁদ পাইত। ২৩১—

আপরচাঙ্গা ভূমিয়ার যাতায়াত জন্য একজন নিউটীয়ে দ্বিমিয়ন হাইস্কুলের কাইমারী পাশ ট্রেন্ড্ মৌলবী আবশ্যক। বেতন বর্ত্তমানে ২০৲ কুড়ি টাকা, আহার ও থাকিবার স্থান পাইবেন। স্থানটী স্বাস্থ্যকর। যাহাতে রেল-যাতায়াত পাইবেন সেজন্য (ই, আই, আর) ষ্টেশন হইতে মাত্র তিন মাইল দূরবর্তী।

চৌধুরী, আহাম্মদ।
আপরচাঙ্গা ভূমিয়ার যাতায়াত,
পোঃ খাঁড়েরা।
ফরিদপুর।

ব্রাঞ্চী বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০৲ তিন টাকা বেতনে ৩য় আর্টিফিশ জন কানডাক্টার আবশ্যক। যত্নবান হউন। চৌধুরী ব্রাদার্স এণ্ড কোং। পোঃ—মল্লিক পাড়া (মালদহ) ২৩/১২

ভবিষ্যিলাল পালের জিমাদারী (প্রসাদপুর ষ্টেশনের নিকট) অবৈতনিক ১ম বা ২য়াণী স্কুলের জন্য বর্ষাল হৈমাসিক পাশ অভিজ্ঞ ট্রেন্ড্পণ্ডিত আবশ্যক। মাহিনা পাইবেন, বেতন ১৮৲—২০৲ টাকা; উভয়ের মধ্যে যোগ্যতা চলিবে। আবেদন করুন।

ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ঘোষ।
জিমাদারী।
জেলা হাওড়া। ২৩১—

"WANTED a Normal passed Head Pandit for the Kotalpur Madhusudhan M. E. School P.O. Baruipur (24 pargs) on a salary of Rs. 18 per month. Boarding and Lodging on Private Tuition. Preference will be given to a Paundra Kshatria. Apply sharp to the Secretary". Dated 13.2.25,

Jibankrishna Mondal
Secretary.
Kotalpur Madhusudhan
M. E. School.

944—

WANTED a 3rd year passed Hd. Pandit and a 2nd Pandit for the Lalgarh aided M. E. School on a monthly Salary of Rs 20/- and Rs 15/ respectively with free board and Lodging. The place is very healthy and is situated on the northern bank of the river Kasayee. Jhargram is the nearest Ry station, Conveyances are always available in the station. None need apply who will not stick to the post at least for one year. Applications with copies of testimonials will be received by the undersigned up to the 28th of February 25.

Raja Jogendra Narayan Sahas Roy.
P. O. Lalgarh. (Via Dahijury)
Midnapore. Dist. 950.—

WANTED an I.A. Head master is required for the Ajodhya M. E. School on a monthly salary of Rs 25/- The candidate should apply to the Secretary, with copies of certificate and testimonials. Personal appearance will have the preference.

Secretary,
Ajodhya M. E. School.
P. O. Ajodhya.
Dist. Bankura.

946 —

"WANTED a B. sc- and an I. sc. on Rs. 40 to 50, and Rs, 25 to 30/- respectively. Tuitions available. Apply to the Secretary, S. S. A. Institution, Hat-Sridharpur P. o. (Burdwan)" 943—

WANTED an experienced Matriculate 2nd Master for the Masat M. E. School on a salary of Rs. 15 to 20 according to qualifications. A Kayastha is preferable. Boarding and Lodging Free on Private tuition. He must stick to the post at least for 2 years. The place is healthy and 15 minutes walk from the railway station.

Apply to the Secretary Masat M. E. School. Vill. & Po. Masat, Dt. Hooghly.

WANTED for the Kalyanpur M. E. School (Kalyanpur Po. Dist. Howrah) a V. P. passed Head Pandit on a salary of Rs 18/- to 20/- p. m. Boarding and lodging free on tuition. Apply to the Head Master by the 8th March, 1925.

940—

"২৪ পরগণা, পোঃ শিমলাটি, মজিলাপুর ডাকঘরের অধীন ছাত্র বিদ্যালয়ের জন্য একজন ২য় পণ্ডিত আবশ্যক। মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা। ম্যানেজার মহোদয়ের নিকট শীঘ্র আবেদন করুন।"

শ্রী যোগেন্দ্র নাথ শিব সেন
ম্যানেজার।
কুচিয়াকোল হরা বর বিদ্যালয়
পোঃ কুচিয়াকোল,
জেলা বাঁকুড়া।

৯৮—

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR.

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages 399. Price 12 Shillings.

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, a land of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in his book under review is a remarkable production."

Manchester Guardian: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * "a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock-down blow."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) Pages xxiv+242. Price 12 s.

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

The Folk-Element in Hindu Culture. Pp. xx+312. (Longmans, 1917.) 15 s. net.

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Indiaman (London). "Of substantial scientific value. * * * Much that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. Pp. xiii+82. (Longmans, 1918.) 5 s. net.

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities and stating the case with a calmness and moderation that inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in five parts. (Luzac & Co., London, 1918.) 3 s 6 d.

Bookman (New York). "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman and Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) Dollar 1.75 cents.

Sukra-niti (Hindu Politics). Rendered into English from Sanskrit with Introduction and Notes. (Panini Office, Allahabad, India, 1914.) Pp. xxxvi+270. Rs 6 (Luzac & Co., London.)

The Positive Background of Hindu Sociology. Book I. Non-Political. Panini Office, 1914.) Pp. xxiii+366. Rs. 7. (Luzac & Co.)

Columbia University Institute Bullet in. "An authority in the interpretation of Hindu culture from the standpoint of world-thought and in the perspective of developments in Europe and America."

Book II. Political. (Allahabad, 1921.) Part. I. Pp. 126. Rs. 3.

Chinese Religion Through Hindu Eyes. With an Introdurtion by Dr. Wu Tingfang, Late Chinese Minister of Washington, D. C. Pp. xxxii+331. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) 7 s 6 d (Luzac).

Quarterly Journal (The Indo-Japanese Association, Tokyo): "The book is not only a volume on comparative religion, but may be useful to those who want to get the oriental interpretation of oriental history."

Love in Hindu Literature. (Maruzen Co., Tokyo, 1916.) Pp. v+89. 2 s 6 d (Luzac).

Current Opinion (New York): "The attempt to take the divine poetry of Radha-Krishna literature which has always been regarded as an allegory of the mystical union between God and the soul and to secularize it is the task of Prof. B. K. Sarkar."

The Science of History and the Hope of Mankind. (Longmans, Green & Co., London, 1912.) Pp. viii+76. 2 s 6 d, net.

Open Court (Chicago): "An unusually broad conception of history. * * * The main tendency is to show the paramount importance of world-forces for the development of every single nation."

Introduction to the Science of Education. (Longmans, 1913.) Pp. xxxii+141-312 6 d, net.

Pioneer (Allahabad): "Admirable aim * * * written in the style of Herbert Spencer or Benjamin Kidd. * * * an idealist, a fervent seeker after truth."

এডুকেশন গেজেট

৬৮ বর্ষ

সর্ব্বত্র সমবেক্ষ্যান্ত বিদ্বিতঃ জ্ঞানচক্ষুষা। — প্রতিগ্রামাদ্যতো বিদ্বান্ যত্নবান্ বিনিযোজয়েৎ।
সর্ব্বেষাং সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। — সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।
জ্ঞানের যত্ন যতন সমান্ তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাই। — ইতি বেদোহবিনিবৃত্তিঃ শিষ্যেভ্যো জ্ঞানবর্দ্ধনং।

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩১, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ [৭৪ সংখ্যা

আচার্য্যের প্রয়োজন।

[শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত]

যিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তিনি আচার্য্য। এক শাস্ত্র পড়িলে শাস্ত্রবিৎ হওয়া যায় না, যিনি একটী মাত্র শাস্ত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা শাস্ত্রের বিস্তর ক্ষয় হয়। এক শাস্ত্রের সহিত অন্য শাস্ত্রের সম্বন্ধ আছে, সুতরাং, অন্য শাস্ত্র না পড়িলে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু বহুশ্রুত হইবার আয়ু কোথায়? তাই আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিতে হয়; আচার্য্য যে রীতি বলিয়া দেন, সেই রীতিতে সাধনা করিতে হয়, তাহা হইলে, অল্পায়ু হইয়া হয়, জ্ঞানের প্রকাশ হয় ("শীঘ্রং ব্রহ্ম ভবতি")। অজ্ঞান কি বস্তু? অনাদিকাল হইতে আমাদের চিত্তে যে কর্ম্ম সংস্কার পড়িয়া আসিতেছে, এই সংস্কারই অবিদ্যা, ইহাই অজ্ঞান, এই অবিদ্যাজাল ছিন্ন করিতে পারিলেই জ্ঞান আপনিই প্রকাশিত হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের ইহাই হইল পাশ্চাত্য রীতি। আজ কাল জ্ঞান লাভের অন্য উপায় দেখান হইয়া থাকে—বই পড়িয়া, lecture শুনিয়া, এবং Experiment আর observation দ্বারা। তুমি চিরকাল ঘাটিয়া মরিলে কখনও করিতে পারিলেও তোমার প্রকৃত জ্ঞান কখন হইবে না।

কৃতকৃত্যতা।

[পূর্ণানুবৃত্তি]

(শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মৌলাচার্য্য মহাশয় এম্-এ, বি-এল)

বিদ্যানুশীলন।

বস্তুতঃ নবীনাদৃতা ও বেদনাকুলা উভয়ই বটে। বয়সের মত উহার যেন চারিদিকে আর আছে কি না, সন্দেহ। বিদ্যোপার্জ্জনের কোলের মৃত্যুটি হয়ত এখনো বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ইহিতাও শুভকরদেহা প্রভৃতি, পরিবেশ বর্ণনা করে। বয়স্কারীরাও বিদ্যে হইতে বয়সে প্রবেশ করিলে, ইহার স্থানে কেহ, হরিতাও পাশে, ভদ্রতী প্রভৃতি দেখিয়া ভদ্রভূমির নবীনতা অনায়াসে অনুভব করিতে পারে। বয়সের চতুর্দ্দিকে সুখকর সম্বন্ধী প্রবাহিত। অথচ যদি কালিদাস বয়স্যাদের "বয়স্য মোদাসকেহত্" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে মানবের ব্যবহারোপযোগী সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কেবল উহার সকল ভূমিই উহার অধিকার, তাহা নহে। প্রিয়, উচ্চিত, সর্ব্বপ্রকার সহার্থ বলে পাওয়া যায়। বয়সে অভাবের অপসৃতি, ক্ষেত্রে পরিশ্রমাদি প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ বয়সে সুলভ। ক্রতুসাধিকা বয়ঃ অথবা প্রভূত ধনসাধি বয়সে। বয়সের আসল ক্ষেত্রে সো, আস, যেন প্রভৃতি অনেক প্রাণিজাতের প্রচার ভূমি দেখা যায়। বিবিধ ফলের বৃক্ষিপ্রদ বিকাশ করে। অবশেষে বয়সে ত্রিবিধ সকলের তৃপ্তিকর প্রস্রবণ। পক্ষীভূতের কথা আর কি বলিব? ভক্তপ্রকার বিষয় যেমনে প্রাপ্তিকি, তাহার ক্ষেত্র ও বিবিধ বলে যায় আছে, তাহার উহা কথা সহজ নহে। তবে সত্যসত্যই বলিয়াছেন "জ্ঞানলাং সুকৃতাং ধামকীর্ত্তনাং, সদাস্পদং বয়স্যম্"। কেবল আহারই নহে— সুখসম্ভোগ বস্তুভূমি সকলকে আমাদের মনে যেরূপ কৃষিয়াছেন :—

"জ্ঞানলাং সুকৃতাং ধামকীর্ত্তনাং।
বয়স্যং ভূতনীং ভাবয়ন্।"

এই বয়সটী বস্তুভূমিতে যে কখনও বিলম্বাবস্থের আশ্রয় হইবে, ইহা ত মনের অগোচর। কিন্তু বাস্তবিক এখন অনুপম ভোগের ও বিলম্বাবস্থের আশ্রয় হইয়াছে। সংসারে, কৃতবিদ্য বিদ্যুদ্বর্গকে, এরূপ আচারে দীর্ঘ দেখে, বোধে পাওয়া যায়। আমরা, উহাদের অভাবে ও দুর্নীতির দিনে বিলম্বভূমি হইয়াছে, আমাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই ভোগগুলি পরিহার করিতে পারিলে, সুখের সুখের দিন আসিবে, মনে হয়। বৈদেশিক রাজার অধীনে বাস করিলেও, মনো মালিন্যে পরিচ্ছন্ন হইলেও, কাল-পরিবর্ত্তনে আমাদের সৌভাগ্যোদয় ঘটিবে আশা করি। নিজের দোষেই আমরা বিপন্ন; অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া উপহাস্য করা, কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা।

আমরা ভূমিষ্ঠেরা যদি একাগ্রমনে বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অনেকেই জীবিকাজ্জনের উপায় প্রাপ্ত হইতে পারে, মনে করি।

দেশে সুখে যাইলে কি কষ্ট করিতে পারে, তাহারই সাধারণ পুরাকাল বিষয়ে চেষ্টা করিব। এই সব সুখ উদ্ভূত করিতে বিদ্যাই প্রধান উপায়। আমাদের অতীতদিন যদি বিদ্যানুশীলনে অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে এখনকার সময় পক্ষ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপথে পড়িবে। কি ভূমি, কি বাণিজ্য, কি ব্যবহারাদি সকল বিষয়েই অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন। ভূমির দিকে বিদ্যাবিদ্ বুরকের দৃষ্টিপাত করিলে, কি অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তাহা সকলেই অনুভব। এ দেশে যে কত প্রকার সার (manure) পাওয়া যায় তাহা

এবার নিশ্চয় হয়ে যাই। নিশ্চয় হইলে সম্ভবতঃ প্রত্নতত্ত্বের আর অগ্রসর হওয়া এ দেশেই সম্ভব হইবে। সুসভ্য দেশসমূহের সভ্যতার ইতিহাস পড়িলে দেখা যায়, যখনই জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তখনই তাহারা নিবিড় কৃষি (intensive cultivation) বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছে। যদি 'কৃষিরসায়ন' (agricultural chemistry) চর্চা করে, তাহারা সহজে হইবার সম্ভাবনা আর কম থাকিবে না। কীটপতঙ্গ (insects) দেখা দিলে তাহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবে। অনাবৃষ্টি কীটাণু ও কীটাণুর উপদ্রবে ফসলের বিনষ্ট করিতে পারিবে না। এমন কীট

পারলে ধরায় রইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতির লাভ লেশ মাত্র নাই—পরীক্ষায় নবম ও দশম হলাম। আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে, প্রকৃতি আমাদের ধরাধাম হইতে বিদায়ের ব্যবস্থা দিবেন। অতএব আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টান্বিত হইতে হইবে। প্রকৃত আহারই প্রকৃতরক্ষার উপায়। প্রাণরক্ষা হইলে আত্মরক্ষা সম্ভব। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যাধিক্য দৃষ্টি পড়িলে, আত্মরক্ষা হইবে। তখন "অবশ্যকর্ত্তব্য ছি কেবলম্" বলিয়াছেন সুধীগণ হইবে।

উচ্চশিক্ষা বিস্তার পাঠশালা হইতে লাভিবে, এ দেশের কৃষকদিগের যে জীবিকার্জ্জনের জন্য নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা দুষ্কর। কৃষিকার্য্যের যে কৃষণী উন্নতি হইবে, বলা বাহুল্য। যে সব জন মানুষে আমাদী বলিয়া প্রচার করিয়াছে, সেই সব জনোয়ার কৃষকের সর্ব্বনাশ ও উন্নতির বিঘ্ন ঘটিবে, আমার বোধ হয়, এ দেশে অনেকেরই উৎসাহের অভাব আর অনুভব করিতে হইবে না। কোন্ স্থানে কি কৃষ জমিতে জন্মে তাহার মাটিপরীক্ষা কৃষকিগণ নীজ কিনিতে পারিবেন। এত কৃষক অনেকের পুস্তকাদি এই পুস্তকাদি ব্যবহারে দেখিতে পাই, যে কৃষকী অশিক্ষিত লোকে কেবল পুস্তকাদিপাঠে সন্তোষিবেন করিলে, তাঁহাতে উন্নতিপূর্ণ জন্য আলোচিত না অনুচিত হইতে হইবে না। অনেক হইতে এ দেশে "আলোচনা" জনিয়া কথা শুনিয়া আসিতেছি। অবশ্যকীয় এ দেশে যে সব কৃষকের কৃষ্ণ ও লতা আছে, তাহা প্রথমে জমিয়া নিয়ে করা কৃষক। এর সব কৃষ হইতে সব সব তৈল নিষ্পীড়িত হইতে পারে। সেই সব তৈল নানাবিধ কার্য্যকারী, ও কৃষকার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেকে কৃষকার তৈলে মনের কৃষে কৃষে দীপাধার পরিপূর্ণ করা হইয়া থাকে। ইহাকে মৃত্তিকার (kerosine oil) তীব্র গন্ধে আর অনুভব অর্থাৎ হইতে হইবে না। সেদিন একজন কৃষকিগের মুখে শুনিলাম, যে অনুকূলপুষ্প (আমা কুসুম) তৈলে সুন্দর সেফালিকা (soap) প্রস্তুত হইতে পারে। এ দেশে এরূপ পুষ্পের অভাব নাই। অনুকূলপুষ্প তৈলে যদি "সেফালিকা" প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে অনিয়ন্ত্রের কত লাভ; অনুকূলি মেলা হয়া আর ব্যবহার করিতে হইবে না। ঐ তৈল সহজলভ্য হইলে, এলাকাদেরও উপায় হইবে। অনুকূলপুষ্প কুসুম কত প্রস্তুত হইতে পারে, তাহিয়াছি। সেই জন্য বাঙ্গালার ও বিদেশে সহজলভ্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কালিদাসবর্ণিত "গৌরব-কুসুমাকারাম্" অনেকের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে। সেই কেসুলের অনুরাগ রঙের অনেক লোকে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবার শক্তি লাভ করিতে পারে। মানুষের ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ ওষধি কেসুল হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। প্রবাসী ভীরুবাঙ্গালীর মত কেহ কেহ এই সহজলভ্য আহারীয় সংস্কারে হইতে বিদেশে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। কৃষ পত্র তত্ত্ব হইতে নানাপ্রকার তত্ত্ব সহজেরে সংগৃহীত বা প্রস্তুত হইতে পারে। কেশবস্ত্রের জন্য একজনে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তেঁতা করিলে কালে কার্পাস তত্ত্ব প্রস্তুত হইতে পারে—সুখের অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাসতত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা পাওয়া যাইবে। তত্ত্ব তৈল বিক্রয়ের (Economic wealth) কথা জানিতে হইলে, তাহার "আই" কৃষ কৃষক পাঠ করা উচিত; অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে চিত্ত সন্তোষ হইতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানে বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া এখন অনায়াস সাধন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়িৎ বিদ্যা (Electricity) এবং শব্দ বিদ্যার [acoustic] প্রভাবে কত অপূর্ব্ব ও অলৌকিক ব্যাপারই পাশ্চাত্যসমাজে সংসাধিত হইতেছে! ঐশ্বরিক বিদ্যুতি এখন মানুষেরই প্রক্রিয়াধীন। বিজ্ঞানবলে এই বীরবীর্য্য যেমন যে কত লোকের জীবিকার্জ্জন হইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া বলা দুষ্কর।

অনেকেই হয়ত বলিবেন যে আমাদের অর্থ কোথায় যে প্রক্রিয়াগার (laboratory) নির্ম্মাণ করিয়া সামান্য হয়ে মুনক্ষিত করিব? প্রক্রিয়াগার প্রতিষ্ঠিত না হইলে, বিজ্ঞানবেত্তীর প্রকাশ্যাধনের সুবিধা না হইলে, কি করিয়া বিজ্ঞানানুশীলনে সন্তোষ? অনাথা সাধনের কথা শুনিলে এখন কর্ণকুহরে বিষ পীড়া জন্মায়। "পুরোনা পর্যবেক্ষণম্" এরূপ আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিলাপোক্তি ও নৈরাশ্যে কখনও কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অনেক মুনির পর্যবেক্ষণের ফল বিজ্ঞানিগিরি মহত্ত্ব অনেক কৃষিয়াছিলেন—এখনও আমরা সেখানে হইতেছেন। প্রত্যেক জনপদে অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠিত।

মেয়ের বাপ।

(শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।)

যেদিন অরুণা বিদায়ের বেলে পাঠিয়াছিল, সেদিন তাহার নিকট কথাটা না বলা মস্ত ভুল করিয়াছিল। মুরারিমোহন যখন তাহার প্রফুল্লকমলের মত মুখখানি স্নেহভরে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিল, স্বামীর তখনকার সেই আনন্দলীন মুখের পানে চাহিয়া অরুণা মনে করিয়াছিল, তাহার জীবনটা আজ সার্থক হইয়া গেল। তারপর অরুণার সুশীল যখন আসিয়া পিতামাতার আশীষের মালা বহিয়া লইয়া গেল, তখন তাহার উচ্ছ্বসিত মনে করিয়াছিল তাহাদের মত সুখী আর কে?

হায়! আজ তাহাদের সে সুখের দিন কোথায়? পরিবর্ত্তনশীল কালের গতিতে সবই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আজ বিমল বিশ্বজয়ের অফুরন্ত অনুপ্রেরণা। সুশীল সুদূরপ্রবাসী। আজ মুরারিমোহন ও অরুণার চিন্তার বিষয় নাই, অত বড় আইবড় মেয়ে ঘাড়ে থাকিতে যার, তাহাদের কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারিবে। সকলদীন দরিদ্র মধ্যবিত্তের ছেলের হাতে মেয়ে দিবার কল্পনা কোথায়? কিন্তু যাই বল ও আর সমাজ ওদের না? লোকনিন্দা বেশী কেহ বিবাহ করিতে পারিবে না। তুমি তুমিতুমি তাকাতি যেমন করে হোক মেয়েকে বিয়ে করেছ হবেই। উপায় নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরামর্শ স্থির হইল। পরদিন মুরারিমোহন বাটীর মধ্যেকার সংবাদ দিল—

যেদিন মুরারিমোহন বাটীতে বিবাহ দিবে, শুভ বিবাহ মুখে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইবে যাবে, অরুণা আত্মীয়ের লজ্জিত বলিয়া উঠিল—তা তো বাবা কি মতলব? তবে তারা মেয়ে দেখতে আসবে? মুরারিমোহন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, তবে আর তাড়াতাড়ি কাজ কি, এবে একে এখন তার উত্তর দিচ্ছি। এই শোন, বাটীর বলিল একটি লক্ষ টাকা পাত্র আছে, বি, ই, পড়ছে, তাহার মুখখানি বলা পাত্রী চাই, বাবা এমন কিছুই নয়, তিন হাজার টাকা দিতে হবে। তিন হাজার অরুণা শুনিয়া সব হইয়া বলিল। মনের ভিতর বিমলার মুখখানি ভেসে যাইল, সে একবার মে যে 'সুখী' তাহাকে তোমাকে করার আশায়ে নিজে আশা উচ্ছ্বসিই যাক তাহে মুখ প্রকাশ করিল।—

কয়দিন হইল সুশীলকুমারের মন হইয়াছে, প্রথমে ও কিছু মন সামান্য অসুখ একটু মন মাত্র ইহাই মনে করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই বেড়ে বেড়ে অসুখ বাড়িয়া চলিয়াছিল। ধীরে ধীরে সুশীল বিকারে আসন হইয়েছিল, হই একটা ভুল বকিতে আরম্ভ করিল। চিকিৎসক আসিয়া বলিয়া গেলেন, যদি প্রথম হইতে চিকিৎসা হইত, তাহা হইলে বাঁচাইতে পারিতাম। এখন অসুখ সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ণ ফল বিকার, ছেলেটীর আর কোন আশা নাই মহাশয়!

মুরারিমোহন দুই হাতে মুখটা ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। অরুণা ছিন্নলতা কলেবরীভাবে ভূমে লুটাইয়া পড়িল। বিমল অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ঈশ্বর সমীপে ভাইয়ের জীবন প্রার্থনা করিল। একবার ভাইয়ের মোখটিই পানুর মুখের দিকে চাহিয়া আপনাকে স্থির করিয়া লইল, তারপর নিজের পাথার প্রক্রিয়ার মত ছোট ভাইটির শিয়রের নিকট বসিয়া রহিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পিতামাতা জননীর স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া সুশীল কোন্ অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল হায়! পিতামাতার আশাভরা তাহাদের একমাত্র প্রিয়পুত্র এমন অসময়ে চলিয়া যাবে তাহা কি কখনও তাহারা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল। অরুণার যেমনি মনে হইয়াছিল, তাহার এত আশা কি করিয়া কালের এক

বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। মেঘের ঘুনীতলে যে কোথে পাইয়াছিল, সেদিন তাহাকে তার আশা আকাঙ্ক্ষা প্রাণের ব্যথা বোধন করিয়াছিল। ইতিহাস পরবর্তের তরঙ্গ এতদিনে সুদূর বিদেশে অতল শান্তিময়ী প্রেম হইয়া গেল। এই সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে সুধীর হাহাকার করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া আসে, মূর্ছাবা বিষীর্ণ হইয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। অভিমানী মন সুর মেঘেরমুক্ত আঘাত থেকে মুক্তিলাভ হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে পরে মেঘের তীব্রতা একটু কমিয়া আসিলে, এক সময় মৃণালিনোদন অন্তরালে নিয়া ডাকিল, মেঘ, আর মেঘ? আমাদের সংসারের ভাল যে ভুলিয়া গিয়াছে, এখন বিদেশের ভিতে গিয়ে, যে কিন্তু ফিরিয়া আসে মেঘে গিয়ে, তার আসল কাহিনী নাই। আমার বাসনাটি মৃণালিনী আত্মপ্রতিষ্ঠ অভিমান একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বহিয়া গেল। অন্তরালে মেঘ দুটি তুলিয়া, অবলা আত্মকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কথা নাই মৃণ, এখানে আর থাকতে পারিনা যে, কেবি বিদেশের সভ্যতাকে পৌঁছিয়া পারি যাই কি না। 'তুমিন আমার যে এমনি করে মনের কথা মেঘে তাহিবে তাহা কি আগে জানতেম। তার কথা বলিয়া তাহা তখনই মেঘের আড়ালে বলিয়া পড়িল। মৃণালিনোদন বলিতে লাগিল—মেঘ, বিদেশে বিদেশে নিজ পরমায় বিসর্জনেই হ'তে পারে না ? তুমনী মেঘে মনে হয়। টাকাটা সবচেয়ে আগে ; টাকার জোরে মান জোড়া আর বিলিয়ে যাবে। এখন কি করি বল ? তোমারো আর আমি যাব না। সে দিন যে পুরাতনের জন্য কাঁদবে মৃণ তখনো, তারপরে দুটা বছর মেঘেরই মত হবে না। তাই মেঘ এখন আমাদের সর্বস্ব, মনের শক্তি, প্রাণে প্রাণ তার হাসির মেঘের তরে নিই বল ? অবলা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিল, একবার মেঘ ছাড়ে আবার মেঘের মধ্যে মৃণালিনী মৃণালিনীর মতন বলিল, কিন্তু টাকা না হলে তার পরের হাসির দিকে চাওয়া যাবে না, তা বলেই মেঘ আমাদের ছেড়ে যেতে না। এখন মেঘে আমা মেঘেই মেঘে মেঘেটাকে তার প্রাণে মেঘে দিয়ে আর কথা বলা যায়। একটুখানি থামিয়া সুধীর মৃণালিনী মেঘে বলিল, সবাই জানি, মেঘ একটা মনে উপায়ের পথ আছে, আমি নিজে একবার পরের দিকে বিদেশের বাড়ী দিয়ে যাই, আমাকে অবলা দেখে মৃণালিনী বলিয়া তাঁর পায়ে ধরিয়া কিনা চাহিব। তিনি কি এই বন্ধির আত্মসম্মান রক্ষা করিবেন না ? বলিব আমার একটা চাকরি হইলে মৃণাই ভাল হইবে, কিন্তু উপায় নাই- আমি যে মেঘের দাস।"

মেঘের দাস হওয়া যে কত বড় পাপ তা এই মৃণালিনোদনকে বিয়াই বুঝা যায়। মেঘেরা মৃণ মেঘে এসে কারও তরে উপর মেঘের বিদেশ তাহার। আজীয় স্বজন এমন কেহ নাই যে সহায়তা করিবে। যদি উপরোক্তের মত এই পরপ্রত্যাশা ত্যাগি, মেঘে কিছু মৃণালিনী সমাজে ইহাতে উঁচু মাথা তাহা হইত, মনীর মৃণালিনী এত অসহায় হইত না। কিন্তু বাঁচ মাসে বিদেশ মেঘে সংসারের বাহির ছাড়া মেঘের মিলায়। সর্বদাই মেঘের বাপের আত্মজনের মেঘের মনের মত কাজ করিয়া চলিবে। যার। আমিনুর কি মৃণালিনী, এই প্রশ্ন বিচার করিয়াছিলেন। আজ মেঘিয়া যার সমাজ মেঘ মেঘেরের প্রকৃতির কারণের মত, মৃণালিনী মৃণ মৃণ কি মৃণাল করিয়াছে, তত মৃণালী আত্মসাধিনী হইয়াছে। তত তত্ত্বাব নিজে আত্মরক্ষা করিয়াছে। পার্থক্য এখানে কি ইহার মেঘে প্রতিকারের মেঘে করিবে না ? তত মনে মনিতি হইতেছে, তত পরাধীনতার মেঘেটিকেই— মেঘেরা অসহায়ী বলিয়া, মনুষ্য দিতেছেন। তাহারাই আমার মৃণিটির মেঘেই দিয়া, মেঘের হাতে যার বিদেশ বলিয়া তার অসহায়ীর মাসমূহ আই নাশিয়া বিদেশ নয় করে উহার মৃণি করিতেছেন। আমিনা এক তত্ত্ব পাপের এত বড় অপরাধ মেঘে মেঘের।

আজ এই তিন বছর মৃণালিনোদন বিদেশের বাড়ী বিসর্জন করার বিদেশে ঠিক করিয়া দিয়াছে। একটুখানি আজ ও কথা চিন্তার অবসর হইল পরের পাবে চাহিয়া বসিয়া আছে। অবশ্যই মন কতই অসহায় চিন্তা করিতেছে। মৃণালিনীটিরা বিদেশ মন তাহাদের কথাই ভাবিতেছে।

হতভাগিনীর মুখখানাকে যে একবার পাখর চাপা করে নাই। আর কিসের অপরাধেই বা তাহার কি মৃত্যু নাই? যম কি এত চোখো? পুলিসের মা লইয়া তাহাকে লইয়া কি চলিত না? তাহার কপাল ভাঙ্গিবার এই সময়। কোন্ অজ্ঞাত পাপের ফলে পাপি যন্ত্রণা বাঙ্গালার মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছিল, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। দুখানী থাকিলেই বা এত কি ক্ষতি? আমাদের অন্তঃপাতিনী লীলা সাবিত্রী সরযূ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকা রমণীরা তো অনেক বেশী দিন অবধি অবিবাহিতা ছিলেন। বাল্মীকিমাত্র রমণীর মত এখানকার মেয়েদের মধ্যে যোগিনী ভাবেই প্রচলন হয় না? এই সকল চিন্তার যখন মুখরেই মগ্ন ছিল, তখন দরজা নাড়ার মৃদু মৃদু শব্দে উঠিয়াই চমকিয়া উঠিল। মুখার্জিমোহন আসিয়াছে ভাবিয়া, অবলা ভয়চকিতে উঠিয়া গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া, বিস্ময়ে আবার কাপড়টা বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সে প্রবেশ করিল সে মুখার্জিমোহন নয় অন্য ব্যক্তি। সবাপত্ত বাক্তিই অবলাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, সে আমি পুলিসের লোক, আজ প্রাতে জল হইতে একটী মৃতদেহ উত্তোলন করা হইয়াছে। তাঁহার পকেটের কাগজ পত্র হইতে জানা গিয়াছে, তিনি এই বাটীর মালিক মুখার্জিমোহন চক্রবর্তী।

অবলা আর বেশী শুনিতে পারিল না। তাহার মস্তকের ভেতর পাখের মত ঝাঁপিতে লাগিল সে সহসা চৌকাঠেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

অবশ্যে যাহা ঘটা স্বাভাবিক এ ক্ষেত্রে তা তাহা ঘটিবার বাকিছুর এর নাই। মুখার্জিমোহন ছিলেন বাপুর বিষয় আশয়ের অভিভাবক। অবলা কিছুই জানিত না। কিন্তু সকলে মুখ ছিলেন বাবু সহানুভূতি প্রদর্শন মুখে করিয়া, উপায়ের ও কর্তৃত্ব করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। অবশেষে অনন্যোপায় বিপত্তারিণী মুখার্জিমোহন বাবুর হাতাশ হইয়া করিয়া না পাইয়া তাহিরপুরী লইয়া বিষয় হইয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছে।

মুখার্জিমোহন তো চির শান্তিময়, মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লাভ করিল, কিন্তু অবলার বাকিছুর অভিশপ্ত সমাজে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মুখিয়া চিরবিদায়ের জন্য করিয়া গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন।

গত ২১শে ফাল্গুনী অপরাহ্ণে সিনেটহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বা বার্ষিক উপাধিপ্রদান অনুষ্ঠান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সময়ের অনেক পূর্ব্বেই পদস্থ কর্ম্মচারীগণ ও সুখ্যাতিবাপন্ন ব্যক্তিগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিল-ধারণের স্থান ছিল না, দর্শকগণের মধ্যে অনেকেই দণ্ডায়মান ছিলেন।

চ্যান্সেলার মহোদয় যখন লর্ড লিটন এবং তাঁহার পত্নী উপবীত হইলে ভাইসচ্যান্সেলার, রিজিষ্ট্রেটার মহাশয় ও সেনেট্রার কর্তৃক অভ্যর্থিত হইলেন। পরক্ষণে তাঁহারা "আর্ট-অব-অনার" পরিধান করেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত কোন্ বাহিনী কর্তৃক "আর্ম-অব-অনার" গঠিত হইয়াছিল। লাটসাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের "গোন" বা পোষাক পরিধান করিলে পর পোষাকের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। মস্তকে উপর চ্যান্সেলার ও তাঁহার চ্যান্সেলার উপাধি ছিলেন; মস্তকে উপাধার্থে প্রতিনিধি প্রার্থনা ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বসিয়াছিলেন।

চ্যান্সেলার বক্তৃতা আরম্ভ করিলে পর কনভো-

দেশের উন্নতির হেতু বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহাকে চ্যান্সেলারের উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

অতঃপর প্রায় ৭০০ জন গ্রাজুয়েটকে একে একে ডাইস চ্যান্সেলারের নিকট উপনীত করা হয়; ইহাদের মধ্যে ৩০ জন মহিলা গ্রাজুয়েট ছিলেন। ডুমারী নিবাসী শ্রীযুক্ত বসুরায় এম, এ মহাশয়ই প্রথম হইয়াছেন। তিনি যখন উপাধি সনদ গ্রহণ করেন, তখন মহা প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

ডাইস চ্যান্সেলারের বক্তৃতা

অতঃপর ডাইস চ্যান্সেলার সার ইউয়ার্ট গ্রীজল তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভেই বলিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বিনীতকুমার মুখোপাধ্যায়, রায় মুকুন্দবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, মিঃ আশুতোষ মল্লিক, রায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ বসু ও রায় আশুতোষ চৌধুরী বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন। পরলোকগত কৃষ্ণনাথ বসু ও রায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে সার ইউয়ার্ট গ্রীজল বলেন,—

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ডাইস-চ্যান্সেলার পরলোকগত কৃষ্ণনাথ বসু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন এবং প্রেসিডেন্সীর কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, অথচ সাধারণ কার্য্যেও তাঁহার প্রবল দৃষ্টি ছিল। আপনারা জানেন, তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের সদস্যরূপে ৫। ৬ বৎসরকাল ব্রতী ছিলেন, তাহার পরিচয় মিঃ মন্টেগু ও লর্ড পীলের বহু ও পত্রাদিদ্বারা মিলিবে। জীবনের শেষভাগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যুতে তুর্নিসহ শোকপ্রাপ্ত হয়েন এবং নিজের পীড়িত হইয়া পড়েন; এই পীড়াতেই তাঁহার জীবনাবসান হয়। তিনি জীবনের এই প্রান্তভাগেও স্বীয় ব্যবসা-পরিচয়ের সহজন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহটকালে ডাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করিয়া যে দেশহিতৈষীতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি এ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে, রায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শাখা ও প্রত্যেক বিভাগে তাঁহার কার্য্যের ও পরিচয়ের চিহ্ন পড়িয়া আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি কি বিরাট মস্তিষ্কের সহায়তা লইয়া দীর্ঘকাল ডাইস-চ্যান্সেলারের কার্য্য করিয়াছিলেন। সার উইলিয়াম কোল প্রভৃতি এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য-পরিচালকের সহিত আশুতোষ বহু বৎসর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল উচ্চ—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে যে উচ্চ লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপিত করিয়াছেন, আশাকরি, এই বিশ্ববিদ্যালয় সে উচ্চ লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা হইতে কখন বিচ্যুত হইবেন না। তাঁহার স্মৃতি চিরজাগরূক করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; যদি পর্য্যাপ্ত অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে তাঁহার নামানুসারে গ্রেজুয়েট বিভাগ সম্পর্কে এক বা অধিকসংখ্যক "চেয়ারের" ব্যবস্থা করা হইবে, তাহলে এরূপ উচ্চ আশা করি, এই প্রদেশের অধিবাসিগণের সাহায্যে রায় আশুতোষের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত হইবে।

গ্রেজুয়েট বিভাগ

বর্ত্তমান গ্রেজুয়েট বিভাগটী তাহার বর্ত্তমানের কর্ত্তৃপক্ষ ১৯১৯ সালে যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল; সেই কমিটীর প্রস্তাব অনুসারে প্রধানতঃ গঠিত। গ্রেজুয়েট বিভাগ সম্বন্ধিত হয় পর এই বৎসর যে ভাবে চলিয়া যাইবে এবং এই বিভাগে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হইবে। তজ্জন্য সম্প্রতি সিনেট কর্ত্তৃক এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। উক্ত কমিটী যে সকল বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান,—(ক) গবেষণার সাধন সম্বন্ধে কি না এবং সম্বন্ধ হইলে কোন্ বিষয়ের জন্য সুপারিশ করা যাইতে পারে? (খ) বর্ত্তমানে অধ্যাপকগণের যে বেতন ও কার্য্যের সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সন্তোষজনক কি না এবং তৎসম্বন্ধে উন্নতি সাধনের জন্য প্রস্তাব এবং (গ) গ্রেজুয়েট বিভাগের অন্যান্য উদ্দেশ্য গবেষণামূলক কার্য্যের জন্য অধ্যাপকদিগের যে সুবিধা আছে, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য। উক্ত কমিটী ইতিমধ্যেই তাহার কার্য্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন।

কমিটীর সিদ্ধান্ত কি হইবে, তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্ব হইতে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে সোই গ্রাজুয়েট বিভাগ সম্বন্ধে এত কয়েক বৎসর যাবৎ আলোচনা হইয়াছে, সেই জন্য এই মন্তব্যাকারে ঐ বিভাগ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি।

প্রথমতঃ যিনি বিশ্লেষণকল্পে এই বিষয়ের চিন্তা করিবেন, আমার দৃঢ় ধারণা তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান বজায় রাখিবার জন্য সোই গ্রাজুয়েটের জন্য একটী বিভাগ থাকা আবশ্যক। কমিটীর তত্ত্বজ্ঞানে আমরা এই বিভাগের অধ্যাপকগণের গবেষণামূলক কার্য্যাবলীর যে তালিকা পাইয়াছি, তাহা প্রশংসনীয়। বিশ্বাস করি শুধু পেশাদারী শিক্ষায় উন্নতি প্রদান বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না—সাহিত্য শিক্ষারও উপযোগীতা আছে। আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সোই-গ্রাজুয়েট বিভাগে পালি, সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ভারতীয় দর্শন, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এবং সর্ব্বোপরি ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষাদানে অবহেলা করিতে পারেন না।

আবেদন

সোই গ্রাজুয়েট বিভাগের বিজ্ঞান শাখার জন্য আমি এই প্রদেশের ধনাঢ্যগণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ফিজিক্যাল ও এপ্লাইড কেমিষ্ট্রীর হাতে হেজেড় কার্য্যের অর্থের অভাব আছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে প্রথমটীর জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয়টীর জন্য ৮০ হাজার টাকা আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা সাধারণ লোকসমূহের দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয় বহু সাধারণতঃ সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধারণ লোক সকলের দ্বারেই প্রতীচ্যের বহু বহু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অস্তিত্ব বিরাজমান রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্ব ইতিহাসেও এরূপ ধারার অভাব ছিল না। আমি আশা করি, শিক্ষার উন্নতি জন্য বর্ত্তমানের সাধু জ্ঞান বিস্তারী বোধ ও দান ভারতমাতা পালিতার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য লোকের অভাব হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ধরণ স্বাধীনতা—ইহা সরকারী ধারণের অধীন নহে। বর্ত্তমানে সোই গ্রাজুয়েট বিভাগের বহু কার্য্যে আমার গ্রাজুয়েট অনুভূতির আমি আশা করি, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোই গ্রাজুয়েট বিভাগের কার্য্যাবলিকা এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইবে, যাহা দ্বারা আমার গ্রাজুয়েট প্রাকৃতিক শিক্ষা কলেজসমূহে প্রেরণ হইবে। যে এ উদ্দেশ্যের জন্য যদি তিন বৎসরের স্নাতকে কোর্স বিরচিত হয়, তাহা হইলে সোই গ্রাজুয়েট বিভাগের অনেক কাজ উক্ত বিভাগের সাধারণ্যপ্রাপ্ত অনেক সহজ করা যাইতে পারে। ইহা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সোই গ্রাজুয়েট বিভাগটী প্রকৃতই উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়াবলী সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করিতেছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর বয়স সম্প্রতি ১৪ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই ব্যবস্থা সর্ব্বাংশেই সমীচীন হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে আরও একটু শক্ত হইতে পারে, আমি আশা করি, এই প্রস্তাবের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার অনুমোদনই করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান মেয়েদের জন্য প্রবেশের জন্য গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। ঐ বিষয় লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এখনও আলোচনা চলিতেছে। আমি আশা করি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক সংস্কারটী কার্য্যে পরিণত হইবে, অন্যথা: ঐ বিষে অনর্থটা উপস্থিত হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহার ফলে শিক্ষার সংস্কার একটুকু হইবে এবং আমি আশা করি, যে সকল মুসলমান বহু উচ্চ পরিবর্ত্তনের সুফল সম্বন্ধে সন্দিহান আছেন, তাঁহারাও উপলব্ধি করিতে

সমর্থ হইবেন যে ঐ পরিবর্তন প্রবর্তিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান ছাত্রদিগের অনুবিধা দূরীকরণের দিকে যথোচিত দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইবেন।

উপসংহার

উপসংহারে আমি চ্যান্সেলর মহোদয়কে তাঁহার মহান পদে অভিষিক্ত করিতে পারিয়া আমার যে কি আনন্দ হইতেছে, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। এখন আপনারা নিজের নিজের ভবিষ্যৎ নিজে নিজে গড়িবেন। আপনাদের মধ্যে অনেকে জীবন-সংগ্রামে সফল হইবেন, অনেকে আবার বিফল হইবেন এবং স্কুলে ও কলেজে যে কল্পনা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান আপনারা আত্মহারা হইবেন না এবং অতীতের জন্য কাতর হইয়া পড়িবেন না।

চ্যান্সেলারের বক্তৃতা

চ্যান্সেলার লর্ড লিটন যে বক্তৃতা করেন তাহার লক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ,—গত ১৯২৬ সালে যুদ্ধের সময় আমাদের যে সকল ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাইস্‌চ্যান্সেলার সকল করাইয়া দিয়াছেন। ১৯২৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, সেরূপ ক্ষতি- সেরূপ অদৃষ্টের নিষ্ঠুর কঠোর আঘাত ইহার পূর্বে আর কোন বৎসর সহ্য করিতে হয় নাই। গত বৎসর অসহযোগের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট গৃহ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যেরূপ মনোভাব হইয়াছিল, এবারের অসহযোগের পূর্ববর্তী ভাইসচ্যান্সেলার ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুতে সেইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে সার আশুতোষের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, সেইরূপ ক্ষমতা আজ সকলের নাই, তথাপি আমরা আশা করি, সহযোগিবর ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বিচক্ষণতা ও মেধাবিতাদ্বারা, তাঁহার অকাল মৃত্যু সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গরাশির উপর দিয়া সফলতার সহিত যাইতে সমর্থ হইবে। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে সহযোগিবর বসুর দীর্ঘকালব্যাপী অসুস্থতা আমাদিগকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক করিয়া তুলে। মনে হয়, তাঁহার জীবন বিপদের চতুর্দিকে সদা ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তবুও আশা হয় যে, ভগবান তাঁহাকে আরও কিছুদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বাঁচাইয়া রাখিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে দেহত্যাগ করেন। পরলোকগত বসু মহাশয় অতি অল্পকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁহার প্রতিভা দেখাইয়াছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য প্রণালীর অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল, সেই জন্য তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে যে ত্রুটী বিদ্যমান ছিল, তাহা ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে আমি আমার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত বন্ধু হারাইয়াছি—তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল।

ভাইস চ্যান্সেলারের কার্য

ভাইস চ্যান্সেলার সার ইউয়ার্ট গ্রীভস্ তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য জানেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন যে, কি গুরু কার্যভার সার আশুতোষ বহু বৎসর যাবৎ বহন করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করিয়া সার ইউয়ার্ট গ্রীভস্ নিজ স্কন্ধোপরি বিরাট ভারভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশেষরূপে জানি। যে কার্য অধিকাংশ লোকে বহু পরিশ্রম সহকারে করেন, সেই পরিশ্রমের কার্য সার ইউয়ার্ট গ্রীভস্ ডাইরেক্টরি নৈমিত্তিক কার্য সমাপনান্তে প্রত্যহ চিত্তের সন্তোষ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি চ্যান্সেলারসহ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। সার আশুতোষের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সার ইউয়ার্ট গ্রীভস্ কার্য করিতেছেন এবং তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা শীঘ্র আরম্ভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সার ইউয়ার্ট গ্রীভস্ শেষে আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন তাহা

বৎসর আমি বলিয়াছিলাম, ইহার মধ্যেই প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ উহার পূর্ববর্তীন স্তর কি কি বিষয় আবশ্যক, তৎসমস্তে আলোচনাপূর্বক পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমার প্রস্তাব অনুসারে এই কমিটী ঐ সম্পর্কে মতও করিয়াছেন। ভাইসচ্যান্সেলারের ভাষ আমিও উক্ত কমিটীর সিদ্ধান্ত পূর্ণ হইতে বলিতে চাহি না। সিদ্ধান্ত কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত যেরূপই হউক, আমার নিকট এই কয়টি বিষয় আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়,—প্রথম, যেখানে যথেষ্ট কলাম চলে, সেখানে যথেষ্ট কলাজের হইবে; দ্বিতীয়, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে যেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ কোন কার্য্য করা হইবে না। এবং তৃতীয়, যতদূর সম্ভব কলেজসমূহে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ বিষয় শুধু সমবেতীর নহে—উহাতে কলেজসমূহের ভাষ জীবন উন্নত হবে। আমি গত বৎসরের ভাষ এ বৎসরও আশা করিতেছি যে, এই প্রয়োজনীয় সেই প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার জন্য গভর্ণমেণ্টই আবশ্যক অর্থ সাহায্য করিবেন। এ বৎসরের বাজেটে দুই লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব কি, তাহা বিশদভাবে হইলে উপযুক্ত বার্ষিক সাহায্যের নির্দ্দিষ্ট করার ব্যবস্থা হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের বয়ঃক্রম কমাইয়া ১৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা জনসাধারণ সমাজে গ্রহণ করিয়াছেন তদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আগামী কয়েক বৎসর মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা বন্ধ হইবে শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, কারণ ঐরূপ হওয়াই বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

স্কেণ্ডারী শিক্ষা বোর্ড গঠিত ও ইণ্টারমিডিয়েট সম্বন্ধে আমি এখনে আলোচনা করিব না, কারণ ঐ বিষয় দুইটী সম্বন্ধে অনুসন্ধানপূর্বক প্রয়োজনমত ঘোষণা করিবার সময় হয় নাই। গত বৎসর মধ্যে কোন মন্ত্রীর সাহায্য না পাওয়ায়, ঐ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এক দেরী পড়িয়া গিয়াছে, আমার কার্য্যকাল মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও আমি যা অন্য কিছু করে পরিত হইবে না। আমার এই প্রতিশ্রুতি আমার কার্য্যকাল ব্যাপক থাকিবে। গভর্ণমেণ্টের সহিত অনেকগুলি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করিলে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পালনকর্ত্তা ও পূর্ববর্তীন বিষয়ে আমাদের উন্নতি হত হইবে।

বাঙ্গালার উন্নতি

শিক্ষার প্রসার দ্বারা আমরা সকলেই বঙ্গের উন্নতি সাধনে কামনা করি, পদ্ধতি সম্বন্ধে হয় ত আমরা বিভিন্নমত হইতে পারি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এক।

দুর্ভাগ্যের উপর বাঙ্গালার অধীনতার পটভূমি কল্পনা করিতে কষ্ট হয়। জনসাধারণকে শিক্ষিত করুন, তাহা হইলেই অন্য সমস্যাসমূহের সমাধান হইবে। অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আমাদের পবিত্র যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

কন্যাদায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীযুক্তা পূর্ণশশী দেবী)

কর্ত্তা ফিরা আসায় হরিচরণকে ডাকিয়া বলিলেন "কেন হরিচরণ! আজ তোমরা একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তাঁকে ভাল করে অভ্যর্থনা করতে হবে, তাহার সমস্ত আয়োজন কর গিয়ে, আর অন্য চাকরদের ও বলে দাও; তিনি এলেই খুব ধুম ধামের সহিত আমার বৈঠকখানায় বসিতে চট্ট করে যেন আমাকে খবর দেয়, বুঝলে ?" "আজ্ঞে হুজুর!" বলিয়া হরিচরণ চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে তাহে আবার ডাকিয়া বলিলেন

"আর বেশ, সে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে যদি তোর ও তার আমোদের আরে হারে—" ব্রহ্মিণ্ড চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল "আর আমোদের দেখি হয়ুর? হুজুর টুজুর" তর্কী বিরক্তি ভরে হাসিয়া ফেলিলেন "হাঁ, হাঁ, তোকে হুজুর বেশ, বেড়াল, বাঘের, খাঁচাওয়ালী, তাঁর সঙ্গে যাই আসুক না কেন, তা তুমিকেনই বিয়ে যাবি, বুঝলি?" বৃদ্ধিমান ব্রহ্মিণ্ড মনে মনে কি ভাবিল, তার পর আবার প্রশ্ন করিল "কিন্তু হুজুর! তাঁর সঙ্গে যদি বাঘ ভালুক, কি এমি তোমার জানের জন্য আসে, তাহলে—ব্রহ্মাহের এবার হাসি ফেলিয়া উঠিলেন "হাঁ, তাহলেও ঐ ব্যবস্থা, তবু বাঘ ভালুক কেন, তারা কি পলাইবার যদি আসে, তাহলেও ঐ ব্যবস্থা।—বুঝিতে পারলাম?" "আজ্ঞে, বুঝছি হুজুর।" ব্রহ্মিণ্ড হাসি চাপিতে চাপিতে পলাইয়া বাঁচিল।—

৩

ব্রহ্মাহেবের আদেশের বিষয়টি হইয়া, কুমার বাহাদুর তোষ সাহেবের চাকরের হাতে কেবল পাঠাইয়া দিয়া পরক্ষণেই অন্দরে গেলেন। তাঁহার হুকুম দিবে তখন কুমারী মেরিয়ার মানুষের অভিলাষানুরূপ বৃদ্ধি, হৃদয় নবীন আশায় উৎফুল্ল, প্রাণ প্রেমে অনুরাগে চল চল, মুখমণ্ডলে কুণ্ঠা ও উদ্বেগের অভাব ছিল না। তাহার স্বর্ণ যষ্টির মণি পুতলীর দিন দিতে দিতে তিনি খোকার কাছাকাছি পড়িয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার দাসী পাইয়া শিহরে লিখিয়া দেখিলেন, তাঁহার পায়ের কাছে ঐটুকু বড় বড় বাঘ! সেটা বোধ হয় এই মাত্র লড়ী ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। কুমার একটু বিস্মিত হইয়া সকৌতুকে কহিলেন, "আরে! এই সময় এটা আমার কোথেকে এসে জুটল"? মুখ হইতে কুমারের পদক্ষিপ্তবার পরিচয় পাইয়াই যেন তাঁহার আসন ত্যাগ করিতে আসিল। কুমার অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়া বাঘটীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "কিরে তোমার মতলব খানা কি? যাবে আমার সঙ্গে?" বাঘ তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল কিনা কে জানে, কিন্তু সে নিতান্ত ভাল মানুষটীর মত কুমারের সঙ্গী হইয়া চলিল। অল্পক্ষণ পরিবী তাবি আহারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। কন্যা সজ্জা পরিবর্তন করিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় ব্রহ্মিণ্ড [illegible] তুলিয়া আসিয়া, তাঁহার হাতে কুমার বাহাদুরের লাঠীর কার্ডখানি দিয়া হাসাইতে হাসাইতে বলিল "তাঁকে কুমারসাহেব বাঘের এনেছি হুজুর।" তর্কী সভয় সবিস্ময় হইয়া বলিলেন "বেশ করেছিস্, তুই আসিয়া যাচ্ছি। তাঁকে! তাঁর সঙ্গে আর কোন—" ব্রহ্মিণ্ড একমুখ হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল "আজ্ঞে এসেছে বই কি? তবে একটা খোলা বাঘের, আর কিছু নয়। আমি তো বাবু বাঘ ভালুকের ভয়ে প্রথমে তাঁর সামনে এগোয়েই পারছিলুম না।" একটা বাঘের তবু! বাপ্, বাঁচা গেল! তর্কী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মিণ্ডকে বলিলেন "তাহলে আসি,গাই, তুমিও গিলিয়ে নিয়ে যাও, তবে এস, দেরী করোনা।" "না, আমরাও এখনি যাচ্ছি, তুমি এগোও।" ব্রহ্মিণ্ড তর্কীকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন "দেখ, তোমায় বেশ বলে দিচ্ছি, সাবধান! খোঁকের মাথায় যে অত্যাচারটিকে যেন হাতে তোমার অসম্মান করে বসো না। মেয়ের মন মেয়ে একটু সহ ক'রো। অমন সুপাত্র সহজে মিলবে না। আহা! মেয়েটা যদি সুখী হয়!" "না গো না, তুমি কি আমাকে একটী খোকা পাইয়েছ?" বৃদ্ধ সাহেব তাঁহার সদা গম্ভীর মুখমণ্ডল ঈষদ্বাস্য প্রফুল্ল করিয়া, কুমারের অভ্যর্থনার জন্য গমন করিলেন। তাঁহার মনের তখন সেই চিন্তা, মেয়েটা যদি সুখী হয়।

কুমার বাহাদুর তখন ছুটি লয়ে বলিয়া তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বৃদ্ধিমতী তর্কী চোখের উপর সেই বাঘের খুসর, তার ঘন পুষ্ট মস্তক দেখিয়াই স্নেহ বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছিল। বৃদ্ধ সাহেবকে দেখিবামাত্র কুমার সম্ভ্রমে উঠিয়া, বিনীত ভাবে অভিবাদন করিলেন। বৃদ্ধ সাহেবও কুমারকে প্রত্যভিবাদন করিয়া, কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহার কুমারকে যথাস্থানে বসাইয়া স্বয়ং আসন গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ সাহেব বাঘটীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া সকৌতুকে কহিলেন "ও: বেশ বাঘটী!

না?" কথার বাহুল্য তার পরে তার মুখটায় দুই হাত দিয়ে বলিলেন "আছে ই, এটা বেশ আছে বোধ হয়।" কিন্তু বাবুদের আর অতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? উহাদের অধৈর্য্যের মধ্যে এক সময় বাবুটা উঁচু পার্শ্বস্থ মুদ্রাযন্ত্রের দোকানদারির উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার স্ত্রী সেবার গৃহিণীর উপর মনের সাধে লাফালাফি করিয়া অদ্ভুত ভীমনাদীক দেখাইতে আরম্ভ করিল। মনে মনে বিষয় ঘটিলেও বর সাহেব বাহিক প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন "বিলক্ষণ কুরিয়ার দেখেছেন?" কিন্তু তাঁহার এই অধমা প্রশংসায় এবার আর মুদ্রার মন ভিজে পারিলেন না। আন্তরিক বিরক্ত হইলেও পুরুষাধীন মন রাখিবার জন্য তিনি শুধু মুখে মৃদু মৃদু হাসিতে পারিলেন। কোনও দিক হইতে যখন না পাইয়া, বাবুটার সাহস ও স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গেল। সে তখন তড়াক্ করিয়া লাফ দিয়া বর সাহেবের মাইটঃ টেবিলের উপর গিয়া বসিল, এবং মাইক্রোফোনের মাথা উল্টাইয়া, কোনও সময় বাড়াবাড়ি করিয়া বসিলে বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। বর সাহেব তখনও তাহাকে যখন কিছু বলিলেন না, তখন আমি আমাদের মনস্তুষ্টির জন্য মনের সাধে ও বিরক্তি ধরেই চালিয়া একটুখানি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন "বাবুটা কি বুদ্ধিমান!" কিন্তু তাঁহার মুখের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সেই বুদ্ধিমান জীব একখানি মূল্যবান পুস্তকের খানকতক পাতা ফাঁক করিয়া ছিঁড়িয়া কোনার উল্টাইয়া, কালি ফেলিয়া সমস্ত একাকার করিয়া দিয়া অন্য কোথায়ও বর সাহেবের আসার মতন বাউ বাউ করিয়া অলিয়া উঠিলেন বুদ্ধির উপরেও, এবং জিনিষটা করার মুখখানি সরল করিয়া তিনি সেই একাচার ও অনাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া গেলেন। মুদ্রাযন্ত্রবাহাদুরের তাঁর জাতী বজ্জ মহাশয়ের এই অনাচারের মানে ঠিক বেদিয়া দিবার 'ভাব' পাইয়া গেল। যতক্ষণ বাবুটা এত অত্যাচার উপদ্রব করিতেছে, তত মুদ্রাযন্ত্রী তাহাকে একবার বারণ দিতেছেন না, বরং তাঁর এই অসভ্য বাবুয়ানি দেখিয়া হাত বাড়িয়া করিয়া মিটিমিটি হাসিতেছেন! মুখে আজ বানর জন্ম যে! দেখিয়া কমিয়া মুদ্রাযন্ত্রের মনে হয়ত একটা খটকা লাগিয়া গেল। বাবুর মন যেরকমটি যদি এমি অদ্ভুত দেখাচ্ছে হয়, তবেই তো বসেছে। এদিকে বর সাহেব বাবুর হাতের পাটী সজোরে চাপিয়া অবশ্য রোধ, অন্য দৃষ্টিতে যে সর্ব্বনেশে বাবুটাকে দেখে লয় করিয়া ফেলিতেছিলেন, কিন্তু অবোধ জীব, তাঁহার সেই ভীষণ ভাবের মর্ম্ম কিছুই না করিয়া বর সাহেবের কোমারক মুখের পানে চাহিয়া একবার অকপ মুখে জানিতে "কেন"! পরক্ষণেই দ্বিগুণ উৎসাহে, মুখর উদ্যমে, ঘরে চিমনীর কাচিনের উপর সবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কাচিনের উপরকার যত সজ্জিত আসবাব ও ছাদের সেজবাতি মুদ্রণ, দৌড়ীর ভাবের সামগ্রীগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কাচিনের তত সবের জিনিষগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। ক্রোধে কম্পিত কলেবর বর সাহেব এবার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তেই সেই মুদ্রণ বাবুটা এবং তার বাবাকে প্রত্যেকে পুরিয়া চোটে ফুরাইয়া দেন, কিন্তু হায় রে কপাল! মনের সেই মুখরতীর বাসনা, মনেই মনে করিয়া তিনি "আপনি একটু বসুন, আমি ওদের ছেড়ে আসি" বলিতে বলিতে বাবুটা সামলাইয়া লইবার জন্য অন্তঃপুরে ছুটিয়া গেলেন।

৪

কুরিয়ার ফরার সাজসজ্জা সারিতে যেটুকু বাকি ছিল, তাহা সারিয়া লইয়া মনে মনে বাহির হইয়েছেন, এমন সময় "হায়! হায়! সব গেল! সব গেল! হতভাগা! পাজি! বেল্লিক কোথাকার, একেবারে সর্ব্বনাশ বাধিয়ে দিলে গা"! বলিতে বলিতে, বর সাহেব যেন, সাপের মত ফুঁসিয়া আসিলেন। তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তে শঙ্কিত হইয়া গৃহিণী জোরের জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে গো? তুমি অমন করছ কেন?" কর্ত্তা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিকট মুখভঙ্গীর সহিত জোরকরে করিলেন "তবে আর বাকি কি আছে? বাইরে গিয়ে দেখনা একবার, তোমার সোনার টাদটী কি বিষম কাণ্ড বাধিয়েছেন! বাঃ! কাজ বেশ আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে! আবাগীর বাছা! উঃ! বাবাটী যে এতদূর আকাট হবে তা কে জানে?" কর্ত্তা ঈষদ্বেগে

'আবহমে' দিয়া মাথার উপর জলের পাইপ খুলিয়া দিলেন। পুলিশী বিদেশ হইতে সেফালিকে চুপি চুপি বলিলেন "আরে! লোকটা কি মরিয়া মরিয়া গেছি?" সেফালি হাসিয়া মুখে হাতচাপা দিয়া বলিল "না, না। তিনি তো এখন নন।"

"তাবে কি হলো? ডাক্তার দেখি দিবে।" বলিয়া ঘরে ঘরিয়া পুলিশী ছুরিকেরের দিকে আগিয়েই ডাকিতে গরেলেন কিন্তু হইতে একটা ছুপ শব্দ, ঠুং ঠাং বিচিত্র শব্দ আসিতেছে। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা দিয়া যে সজ্জিত ছুরিকেরের ছুরবস্থা দেখিয়া আরো পুলীশ চক্ষুস্থির হইয়া গেল। সেখানকার প্রায় সকল জিনিষ পত্রই—ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় হইয়া পড়িয়া আছে। সেফালির নূতন কেনা সিঙ্গারের উপরে সেই ছুরন্ত ছেলেটা অপূর্ব কলাকৌশলে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া, তাহার নূতনত্ব এবং দামী ছুলভতার এক নাকেই পরিচয় দিয়াছিল, আর অদূরে বসিয়া, কুমার মহাশয় গালে হাত দিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে, সেই আহত বিশ্বতীর এই সব তাণ্ডবলীলা দেখিতেছিলেন। দেখিয়া ভয়ে লজ্জা ও অভিমানে সেফালি যেন মরমে মরিয়া গেল। হায়! এই অকর্মণ্য মানুষ, জ্ঞানহীন লোকটাকেই সে তার নারীজীবনের সব কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে! বড় সাধের সিঙ্গারটীর এই দুর্দশা দেখিয়া সেফালির চক্ষে ক্রোধের ক্রোধে জল ভরিয়া উঠিল।

এদিকে বেচারী কুমারবাহাদুর, তিনিও সেই বেলার এই ঘনঘটার অবতারে হইতার এবেলাতে উবাক, অবাক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল, ছেলের ছড়িঘাড়টা সেই অনাসৃষ্টা, অনন্ত জীবটার পিঠের উপর ভাঙ্গিয়া তাহাকে ভাল ঘরে সাবেস্তা করিয়া দিয়া, ঘরের অবস্থা আগা বিবাহের মতন, কিন্তু কুমারীর অসহায়ের ভয়ে ঘরের সেই প্রকট মাসলা মাই সাবেস্ত করিতে ভাসিয়াছিলেন। শুধু কুমারীই নয়, তিনি কুমারের প্রাণপ্রিয়া, প্রাণিকা কুমারীর পিতা যে! সেফালি কুমারীর প্রেমের বেগা তাঁহাকে একটা বিশেষ করিয়া তুলিয়াছিল।

এতক্ষণে সেফালি ও তাহার জননীকে আসিতে দেখিয়া কুমার কিছু আশ্বস্ত হইলেন, এইবার হতভাগা ছেলের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে। কিন্তু মুখ আসা! পুলিশী ভারী জামাতা, এবং তাঁহার এই অসিষ্ট লক্ষীটির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রথমটা তড়কাইয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক, এতেবারে ভয় হারাইলেন না। আস্তে সেফালির হাতখানি ধরিয়া তিনি ধীরে ধীরে কুমারের সন্নীপস্থ হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া কুমার এতেবারে মুসড়াইয়া পড়িলেন, এরা বাড়ী সুদ্ধ সব এখনই মারে ধরে নাকি?" তিনি অত্যন্ত সুখে, বসন্তে পুতুলের মত উঠিয়া, কেবল ভয়ভয় খাড়িয়েই নমস্কার করিলেন মাত্র। পুলিশী কুমারকে সাদরসম্ভাষণ জানাইয়া একটু সুস্থির ভাবে বলিলেন "এতক্ষণ আপনাকে একলাটী বসে থাকতে হল, কেহ কিছু মনে করিবেন না। কর্তা হঠাৎ অসুখ বসে পড়েছেন তাই"—কুমার একটু উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন "তাইতো, তাকে বড় ছাবিত বলুন। হঠাৎ কি অসুখ হল তাঁর?" "না, অসুখ এমন কিছু নয় কি, শুধু মাথাটা একটু বেশী রকম ঘরে উঠেছে, ওঁর মাথা গরমের ধাত কিনা? খানিক চুপ করে শুয়ে থাকলেই সেরে যাবেখন। তবে এই যে উনি এসেছেন! উঁহু না! আর খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলে না হয়ে মাথাটা বড্ড এক্টু?" বাস্তবিক বড় সাহেব তাঁহার উজ্জ্বল ও গরম সেলাম ঘড়াঘড়া ঠাঙা হইয়া, পুরমার উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যে অন্তর্ধান!

পুলিশীর ইসারা বুঝিতে না পারিয়া বড় সাহেব কুমারকে একটু বিব্রত করিয়া, অবধির ভাবে বলিলেন "না, উঁহু, অসুখ এক্টু।" কুমার যেন ভাবিত হইয়া বলিলেন "আপনি আমার জন্যই তাড়াতাড়ি উঠে এলেন বুঝি? কিন্তু কোনও দরকার ছিল না, এত ভয় করবার।" "না! ভয় আর কি?" বড় সাহেব আসন গ্রহণ করিয়া একবার আড় নয়নে সেই ধ্বংসটার দিকে তাকিয়া দেখিলেন, সেটা অনেকক্ষণ শান্ত ঔদ্ধ হইয়া বোধ হয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই বড় আনাথারির সম্মুখে বসিয়া, ধনুর কম্পন করিতে করিতে, উদাস শান্ত

দর্শনে, যাঁর অগাধ বুদ্ধির প্রতিটির তিনি নিজে বিশেষজ্ঞ করিতেছিলেন। অবশ্য, তাঁহাদের কথাবার্তা কিয়ৎক্ষণ নিস্তিমিত চলিল।

খানিক পরে বৃদ্ধা আসিয়া জানাইল, খাবার প্রস্তুত। তখন সকলেই স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিয়া খাদ্যাগারে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় ব্যাপারটা ও কি ঘটিয়া গেল, তুষার বাহাদুরের পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িল। তাহার হাত ধরিয়া সেই কাফ্রীবালার মুখের দিকে আগ্রহভরে স্থানস্থ হইয়া সাহেব উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। বড় সাহেব এবার অনেক চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার এতক্ষণকার সযত্নে ধৈর্যের বাঁধ এইবার হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। তিনি ক্রোধে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া সজোরে টেবিলের উপর হাত দিয়া ভীষণ ভাবে চিৎকার করিয়া উঠিলেন "ছাই ও পুঁতোম! আবে কোই হ্যায়! অল্‌বি পাম্‌বা! অল্‌বি নিকালো!" দাড়ীর চাকর বাবুর্চি যে যেখানে ছিল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। বড় সাহেব রাগে হাত কিড়মিড় করিয়া তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "হারামজাদা বাটোরা! ও" বলে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি সব? যা না, লাঠির চোটে হাড় গুঁড়ো করে ঐ হাড় জালোকে বার করে দে! আর ঐ বাদ্‌মায়েস"—তুষারের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বড় সাহেব ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে আদেশ দিলেন "খুন করে যে এমনি ওঁকে কাল যায়! ওঃ! এত বড় স্পর্ধা!"—তুষার অবাক হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাই করিতে লাগিল, তুষারের মত পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অপমান করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। তুষারও এবার বিলক্ষণ ভীত হইয়া ঘামিয়া দাঁড়াইলেন। কই, উত্তর করিলেন "আপনার প্রতি সমস্ত ব্যবহার দেখাই? ভদ্রলোককে বাড়ী বসে অপমান করছেন?" বিগত রোষে গর্জিয়া উঠিয়া, বড় সাহেব বিকৃত মুখে বলিলেন "চ্যাপ্ রাস্কেল! ভদ্রলোক? পাজী ছোটলোক কোথাকার! জোচ্চুরি করবার আর জায়গা পাওনি?" তুষার রাগে লাল হইয়া আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে বলিলেন "মুখ সামলে কথা কইবেন, জানেন আপনি আছে কার সঙ্গে—"কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই সেখানে যে অঘটনটা ঘটিয়া গেল। এতক্ষণ অবাক, হতভম্ব বিস্ময়ের পর, হঠাৎ চাকরদের কাছে তাড়া খাইয়া মারটা এবার যাদুছাইয়া দিয়াছিল, যে প্রাণভয়ে দিক্ বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া যে কিছু কিছু লক্ষ করিতে করিতে একলাফে তুষারের ঘাড়ে গিয়াছিল, তাহার মাতৃর উদর মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছিল। সেই সহসা অতর্কিত আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বড় সাহেব তুষারের সঙ্গে উল্টাইয়া একেবারে পশ্চাৎ হইয়া ভূমে পড়িয়া গেল। সেই সময় অবসরে তুষার নিজের মাথাটিকে না পারিয়া তুষারের কোলের কাছে উল্টাইয়া দিয়া পড়িল। চাকরেরা সাহস ছাড়িয়া, একত্রে মিলিয়া পশ্চাদ্ধাবনে ছুটিয়া আসিল। সেই অবকাশে পরিত্রাণ পাইয়া তুষারবাবু তিন লাফে সদর দরজা পার হইয়া নীচে অমূল্য জীবনটুকু রক্ষা করিয়া ধাবিলেন। সকলেই অল্প বিস্তর আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই অতর্কিত ঘটনা তখন এমনই হতভম্বকর হইয়া উঠিয়াছিল, যে অবশ্যম্ভাবী রাগে ও বিরক্তির মধ্যেও তুষার বাহাদুর উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। "ভ্যাম্! তুষার! বলিতে বলিতে উঠিয়া বড় সাহেব তুষারের দিকে ক্রোধ গর্জনে অগ্রসর হইলেন "হাসতে একটু লজ্জা হল না? বেরিয়ে! বেরিয়ে কোথাকার!" কম্পিতা বেণীদুলানো সেফালিকে হাত ধরিয়া তুলিয়া, তুষার বাহাদুর হাসিতে হাসিতে বিদ্রূপের সুরে বলিলেন "আমার গলার মালা ছাড়লে কি হবে বলাই?—এখন ইহার দোষার দরকার?" অ্যাঁ! কি? কিসের মালা? দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া, বড় সাহেব চিৎকার করিয়া উঠিলেন "এ বাঁদর কার?" তুষার বাহাদুর ও তেমনি আস্কারা ও উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কার "বাঁদর?"

বড় সাহেব—"বাঁদর আপনার"!

তুষার বাহাদুর—"বাঁদর আপনার!"

"কি?" বড় সাহেব ক্রোধাবেগে উঠিয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হাত মুখ খিঁচাইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন "বাঁদর হল? আমি বলে আমি, আমার বাপে চাদুর্দশ কস্মিনকালে বাঁদর দেখেনি।"

অনন্তরাম গাঙ্গুলির কাছে ঘোষ করিয়া কুমার পরিহাস করিলেন "তবে এ ঘোড়াটা আর দেখাই? এখানে আপনার সময় আপনারই পেটের ভাতে আমি একটাকে মেরে রেখে যাই, তারপর আমার হাতে লম্বা লোভা হাতীর মতো এসে চুকুল দেবে, ঘোড়াটা আপনারই পোষা বলে ধরে আনি"—

"আঃ! আই যাও! কি কুমার হবে গেছে!" বলিতে বলিতে বড় সাহেব যেন বজ্রাহতের মত মাথায় হাত দিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। মাথাটা একবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। কুমারের দিকে বিষম ভয়ে দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার দিকে করিলেন "না হজুর হয়ে গেছে, এখন তুমি আমাদের মাপ কর বাবা! ধর্ম্মের অবতার আপনারও কাছে আমি তোমার পায়ে ধরে প্রার্থনা করছি।"

কুমার বাহাদুর হাসিলেন, বিনীত ভাবে কহিলেন "কিন্তু অপরাধী যে ধরিত হোকেই হয়েছে, তাই আমিও আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।"

ইংরাজের ক্ষমার ইঙ্গিত পাইয়া সেরেস্তাদার ভাবিষ্যতের ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে আসিল, পঞ্চায়েত আনন্দ মুখে বিদায় লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

গৃহিণী হর প্রসাদের প্রেম বচনে, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় স্বামীর পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুমি আর অমন করো না, আজকের সব কথা ভুলে গিয়ে তুমি এখন এ ছুটীতে একবার মন খুলে, প্রাণভরে আমোদ করো।"

বাঁশীর গান।

(শ্রীযুক্ত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

সৈন্য বিজয়ক্ষেত্রী, তুমি বর মর্ম্মাহতী
কে এই বাজায় বাঁশী যাহাতে পরাণ।

সুরাগে হারায় জ্ঞান যেন প্রাণে আবির্ভাব
উদ্বেলিত ভাব সিন্ধু ঘরে কি কারণ?

বহুনা সৈকতে বসি সুরা কি সে জাহ্নবী
বাজায় বাঁশরী সুর তারায় সরসি?

আর কি বাঁশরী রবে যমুনা প্রফুল্ল মনে,
তরঙ্গের সনে তরু নাচিবে উজানে।

বাহিরে ব্রজের নারী লজ্জা ভয় পরিহরি
শ্যাম বরণের আগে বসনের হরষে।

আর কি সে ব্রজেশ্বরী সঙ্গে লয়ে সহচরী—
ধরিবে কি সুর আর নিকুঞ্জ উজলি।

ধরিয়া পরশ মিশি, এ যেন সঙ্গীত সুধা,
কে তুলিল যেন তান আমরি, আমরি।

এ সুর লহরী তানে আবেশ পরশে প্রাণে,
সাধ হয় চাহি প্রাণ ভাসি প্রাণ ভ'রে
মিশাই আমার মনে এ যেন বিশ্বের।

সাপ্তাহিক সংবাদ

আবগারির উচ্চে নিরোগ।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কলকাতা হইতে ডাক আসিবামাত্র সম্বলপুর নিবাসী উমাচরণ আবগারিকে পদে বরিয়া তথায় রাখিবেন। সুখ সুবিধার আশায় নিজের সুহৃদগণের ত্যজিতে হয়। ইহার জন্য সম্বলপুরের সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু পরমেশ্বর চন্দ্র রায়কারী এম. এ. বি. টী মহাশয় অত্যন্তই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

অলৌকিক কাণ্ড কিছু।—আমরা শুনিয়া ১৭৮ নং বহুবাজারে শ্রীযুত শ্রীযুত বাবু অমৃতলাল বসিয়ের অত্যাশ্চর্য্য অবতারের কথা তুলিয়া উহার সবিশেষ পরিচয় দিতেছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বহুদিন হইতে ও তাঁহার অদ্ভুত অবতারের পরিচয় পাইবার আমার অত্যন্ত প্রীতি রহিয়াছে। তিনি খুব ঘরিয়া লম্বা প্রশ্ন লিখিতে পারেন। আমরা যাঁর সাহেবের অনেকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া মোড়ক করিয়া একস্থানে রাখিয়াছিলাম। যাঁর সাহেব বিদ্যুমন্দির হইয়া ঘরিয়া একটি কাগজের মোড়ক তুলিয়া লইয়া বলিলেন এবং ঐ কাগজে কি লেখা ছিল তাহা বলিতে পারিলেন এবং বলিলেন ঐ প্রশ্নের উত্তর ঐ কাগজের ভিতর লেখা আছে। আমরা কাগজের মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম সত্যই আমাদের লিখিত প্রশ্নের নীচে তাহার উত্তর লেখা রহিয়াছে। এইরূপে সকল প্রশ্নগুলির উত্তরই প্রত্যেক কাগজের মধ্যে লিখিত রহিয়াছে। যাঁর সাহেব ঐ কাগজগুলি একবার স্পর্শও করেন নাই,—ইহা কি প্রকারে প্রশ্নের সেই উত্তর লিখিত হইল তাহা আমরা কিছুই বলিতে বা লিখিতে অক্ষম লিখিত রহিয়াছি। আমরা ইতি পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যতেন্দ্র চন্দ্র বাগচী মহাশয়ের ও জোড়াসাঁকো শ্রীযুক্ত অমূল কৃষ্ণ মল্লিকের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা দেখিয়াছি। কিন্তু যাঁর সাহেবের মত উচ্চশ্রেণীর উত্তরের নীচে উত্তর লেখা দেখিতে পাইনে নাই। আমরা আমার চক্ষিলাম যাঁর সাহেবের ঘরিনী চিকিৎসাতেও বিশেষ দুঃখিত আছে। আমরা নিম্ন নিম্ন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

কোন্নগর।—হুগলীজেলার অন্তর্গত কোন্নগর ইউনিয়ন কোর্টের সুযোগ্য প্রেসিডেণ্ট, অতিথি ও সাধুজন প্রতি অতিশয় যত্নবান শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় কলকাতায় আসিয়া, ঘাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইনি অতিশয় সরলচেতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও ভাবগ্রাহী ছিলেন। আমরা আশা করি অতীব শ্রেষ্ঠাসনে মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বসু পিতার অনুসরণপূর্ব্বক সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিবেন।

সাধারণ সভার সভ্যগণ।—আগামী পঞ্চমীর একদিন আগে সুপ্রসিদ্ধ সাধারণ সভার বার্ষিক পরীক্ষার সময়, চৈত্র মাসের পরিবর্ত্তে, চৈত্র মাসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এ বারের বরাদ্দে, ১৮৭৫ ও ১৯৭৫ চৈত্র ক্লাস, বঙ্গবাসিয়ান, বিদ্যোদয়, ইণ্ডিয়ন্, কোর্টশীপাড়, বরিশাল- ব্রজমোহন, ডুমরিয়া, হাওড়াবাড়িয়া, মোহাম্মদী চট্টগ্রাম, গৌরীপাড়ায়, রংপুর, সিলেট, ডালিকাতা, সাধারণ ও অবৈতনিক ক্লেত্রে সমস্যাপূর্ত্তি আছে, তথা ও উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এবারে কলকাতার অন্যে আসনের সভ্য রাজা, রাজধানীয়ায়, সাধারণ কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

আবগারির পরিবর্ত্ত।—ঢাকা, বিক্রমপুরের অন্তর্গামী আবগারির পরিবর্ত্তের অন্তর্গত বার্ষিক উচ্চের সহ আসছে হইতে তথায় কার্য্য পদাধ্যক্ষ হইবে। আগামীর তথায় শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ পুরাণ পাঠ ও অধ্যক্ষতা করিবেন। তথাকার কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার অর্চনা, হরিসংকীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণ মহাসমারোহ প্রভৃতিই উৎসবের বিশেষত্ব। তাহার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ এম্, এ, প্রমুখ বাক্তিগণ বর্ত্তমানের বক্তৃতা করিবেন। বিশু সাধারণের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় ইতি।

শিক্ষা-সংক্রান্ত

মুসলমানদিগের জন্য নিম্নলিখিত পুরস্কার ১৯২১

মুদ্রি টাকা বিশেষ পুরস্কার। (অতিরিক্ত ছাত্রদের আবশ্যক হইলে—প্রিন্স অফ ওয়েলস্ কলেজ বিভাগ হইতে ছাত্রদের বৈধ ওয়াজিফা ভোগের—প্রবেশ বৈধপুর আবেদন পাওয়া যাইবে। ৫. মে. ৫২ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা পরিচালনা। ভোগকাল ২ বৎসরের ঐ ভোগের আবেদন করিতে হইবে। আবেদন করিবার ফর্ম ঐ—আবেদন করিবার—ভোগের তারিখ এবং বিষয় ভোগকাল ভোগের [illegible] বৈধ আবেদন করিবার

বার টাকা বিশেষ পুরস্কার [illegible] ভোগের আবেদন—পরিচালনা ভোগকাল করিবার হইবার ৫. মে. ১৯২১ ভোগের—বিষয় আবেদন করিবার বিষয়ের ভোগকাল করিবার ফর্ম বিষয়—ভোগকালের ভোগকালের হইবার আবেদন বিষয় [illegible] পরীক্ষার করিবার ৫ বৃত্তি-পুরস্কার ৭

বিশ্ব বাহাদুর ১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৫, করিয়া এক বৎসর ভোগকাল বৃত্তি ভোগের হইবে

বৈধ ভোগকাল করিবার—ভোগ করিবার, বাহাদুর ঐ, বৈধবিধি আবেদন বৈধিত, ফর্ম করিবার, বিষয়বিধি আবেদন ঐ, বিষ বিধিত আবেদন—১টাকা করিবার, বৈধ আবেদন ঐ; আবেদনের বাহাদুরের—আবেদনী আবেদন, আবেদন আবেদন বিষ ঐ

বঙ্গমান বিভাগ।

আবেদন ভোগের আবেদনের [illegible] বৈধ আবেদনের ফলে—বৃত্তিপ্রাপ্ত বিদ্যালয় আবেদন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ।

আবেদনের আবেদন—আবেদন বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন; আবেদন আবেদন বৃত্ত—আবেদনের বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন।

ঢাকা বিভাগ।

আবেদন আবেদন করিবার আবেদনের বিদ্যালয় আবেদন ভোগকাল আবেদন হয় ঐ বৃত্তি, আবেদন বিষয়—বিষয়পুর বৃত্তিপ্রাপ্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন ভোগকাল বৈধবৃত্তির—ভোগকালের বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন।

চট্টগ্রাম বিভাগ।

আবেদন ভোগকাল—আবেদনপুর বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন, আবেদনের আবেদন—আবেদনের বিদ্যালয় আবেদন ভোগকালী, আবেদন আবেদন বাহাদুর করিবার করিবার বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন আবেদন ভোগকাল হয়—বিষয় আবেদন বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন

কলিকাতা বিভাগ।

আবেদন ভোগকাল আবেদন আবেদনের—আবেদন বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন বাহাদুর বিদ্যালয়ের আবেদন আবেদনী বৃত্তিপ্রাপ্ত আবেদন। ভোগকাল ভোগবৃত্তির আবেদন—বিদ্যালয়ের আবেদন

অন্তর্বাণী

একটিমাত্র পদের শিক্ষয়িত্রী (গ্রেজুয়েট ট্রেণ্ড) অবৈতনিক বয়স্ক ইস্কুলে অন্ততঃ ৩ বৎসর মাসিক ৫০৲ বেতনে নিযুক্ত হইবেন। আবেদন পাইবেন, বেতন ৮০৲—১০০৲ টাকা; ইউনিয়ন বোর্ড বোনাসী চলিবে। আবেদন করুন।

আবেদনের—শ্রীহরি সাহা বেদান্ত।

ঠিকানা—

বেদ বাড়ী ১৩৪—

"Wanted B. Sc. and I. Sc. on Rs. 40 to 50, and Rs. 25 to 30 respectively. Tuitions available. Apply to the Sec. S. S. A. Institution, Hat-Siddharpur P. O. Burdwan." ৯৭

Wanted an experienced Matriculate and Master for the Masat M. E. School on salary of Rs. 15 to 20 according to qualifications. A Kayastha is preferable. Boarding and Lodging Free on Private tuition. He must stick to the post at least for 2 years. The place is healthy and 15 minutes walk from the railway station.

Apply to the Secretary Masat M. E. School. Vill. & Po. Masat, Dt. Hooghly.

বালী বিদ্যুৎ ৩৫ মাসিক ৩০৲ ভিন টাকা বেতনে ৩০ আশ্বিন ৩৯ মাসিকার আবশ্যক। অবশ্য করুন। চৌধুরী ব্রাদার্স ৩৫ বোর্ড। পোঃ—বালী স্কুল (হাওড়া)। ৮৩৬৫

বাজবল ৫৫, ৪, স্কুলের জন্য ২জন সহায় ছেড়ে শিক্ষিকা প্রয়োজন। বেতন ৩০৲ টাকা। প্রাইভেটে আয়ের ও থাকিবার স্থান যাতায়াত সহ সেক্রেটারির নিকট আবেদন করুন

শ্রীহরিপদ ঘোষ বি এ

সেক্রেটারি, বাজবল ৫৫, ৪, স্কুল

পোঃ বাজবল

জেলা—বীরভূম

১৯০—

বেলেডাঙ্গা বয়া উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন বি এ/বি এস সি শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। বেতন ৩০৲ টাকা। প্রাইভেটে আয়ের ও থাকিবার স্থান পাইবেন। কর্মপ্রার্থী আগামী ৩০শে ফাল্গুন মধ্যে নিম্নে পত্রের মাধ্যমে ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া সেক্রেটারির নিকট আবেদন করুন

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বসু

সেক্রেটারী।

বেলেডাঙ্গা বয়া বিদ্যাপীঠ স্কুল

পোঃ বেলেডাঙ্গা, জিঃ নদীয়া।

বেলেডাঙ্গা বয়া বালিকা স্কুলের জন্য একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষক আবশ্যক। উপস্থিতি বেতন ৩০৲ টাকা এবং টিউশনে যোগদান করিবেন। নিয়মাবলীর জন্যে আবেদন করিবেন

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বসু

সেক্রেটারী।

(বেলেডাঙ্গা বয়া বালিকা স্কুল)

পোঃ—বেলেডাঙ্গা।

জেলা—মেদিনীপুর। ১১৭—

WANTED an experienced I. A. passed Head Master and a Normal 3rd year passed Head Pandit, for the newly started M. E. School on a Monthly Salary of Rs. 25—30. and Rs. 20—25. respectively, with fair prospect of increament (free board and lodge). Apply sharp with testimonials on or before the 20th March ; to the Secretary.

P. O. Sonachaka.

Noakhali.

প্রয়োজন আছে বা কেন একজন ইংরাজী জানা ভদ্র ছাত্রীর পক্ষে ঘরে বসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। ইহাতেই পড়াশুনার আরাম ও বাসস্থান মিলিবে। বিস্তারিত বিবরণ আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত মুরারি সরকার।

বাকলা ব্রাঞ্চ ইংরাজী স্কুল।

পোঃ শিবচর।

জেলা (ফরিদপুর) ৮৫০—

প্রয়োজন আছে বা কেন একজন ইংরাজী জানা ভদ্র ছাত্রীর পক্ষে ঘরে বসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। বেতন মাসিক ১৫৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা। আহারেই আহার ও বাসস্থান পাওয়া যাইবে। সত্বর আবেদন করুন। ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গ্রাম ও পোঃ মুরারিদহ।

জেলা—হুগলী। ১২।৩।১৪—১১৮

WANTED a guru Training passed Teacher, who has also read up to the Matriculation Standard, for Kanpur W. P. School, Howrah. Particulars will be had on application from the Secretary. Brahmin will be preferred.

955—

WANTED a Normal passed Malishya Hd. Pandit. Free lodging and Boarding. Salary Rs. 20/- per month. Apply sharp and see me personally Place is healthy. and 5 miles south of the Ry. Station, Kolaghat (B. N. R.)

Kripanath Kar, (Secretary)

Krishnaganj M. E. School

Po. Dimarihat, (Midnapore) 21-2-25.—

ঐরীয় জেলায় পশ্চাদী এম. ই. স্কুলের জন্য সত্বর একজন বর্ণাল্ল হৈমবিক্ষ পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন মোসাহারাপুসারে মাসিক ১৫৲—১৫৲ টাকা। ফ্রি বাসস্থান দেওয়া হইবে। আবশ্যক মত ফুলের শিক্ষক হইলে বেতন অধিক দেওয়া হইবে। শীঘ্র যোগ্যতাসহ আবেদন করুন।

৮১৩—

নিম্নলিখিত কর্মখালি সাহায্য কৃত হৈমবাদা বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে এক ইংরাজী পাশ মহিলা শিক্ষিকার প্রয়োজন। সার্টিফিকেটাদি ও প্রমাণ সহ আবেদন করিলে সত্বর ইন্টারভিউ করা হইবে। আবেদন করুন।

৯৪১—

প্রডুকেশন গেজেট

১৯শ ভাগ

সর্বত্র প্রবেশোদ্যমঃ বিদ্বিষ্টে জনবন্ধুতা।
সংক্ষেপে পুথিযত্নঃ বহু লভে বহু শিক্ষণম্।
আদৌ স্বল্পং ততঃ সর্বং বহু ত্যজতি পণ্ডিতঃ॥

প্রতিগ্রামপাঠশালা বিদ্যাং ব্যাপ্তা বিধিরেষ মে।
নাস্তি চাপি মতস্য কশ্চিদ্ অনিষ্টস্তদনুষ্ঠানে।
ইতি প্রোদ্যোগিভির্নীতৈঃ শিক্ষিতে ভারতজনে।

২য় খণ্ড] শুক্রবার, ২২শে ফাল্গুন ১৭৯১, ৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৭৫ [১৮ সংখ্যা

আকর্ষণ ও ভক্তিতত্ত্ব।

আধ্যাত্মিক প্রবীণকারের উপদেশ।

[শ্রীযুৎ আদাম্ ও প্রবীণকার মহাশয় লিখিত]

আমরা বিগত 'আকর্ষণ-ও-ভক্তিতত্ত্ব' স্থলে 'মানব প্রেম' নামক প্রস্তাব হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"ভূতত্ত্ব অনুসন্ধানে যে আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণকে সর্ব্বপ্রধান ভৌতিক ও-ব্যাপারিক পরিণামের কারণ রূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাহাকে বুঝিতে পারিলাম, তাহাকে ধরিতে পারি, তাহা আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের স্বরূপ কি, ইহার অনুসন্ধি বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ইহা পরস্পর দুইটী পৃথক্ পদার্থ নহে, ইহারা এক আকর্ষণ-বা-প্রকর্ষণ শক্তির দুইটী পরিচিত রূপ মাত্র। এক আকর্ষণ শক্তি পরিচিত হইয়া, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই দুইটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন লেখক বলিয়াছেন, সর্ব্বব্যাপক বিশ্বসবিতৃ পরমাত্মা অখিল ব্যাপারিক পদার্থের, অখিল পরিচিতির মূলে কেন্দ্র, তিনিই সর্ব্ব পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া আছেন।* যে ইচ্ছা যে সর্ব্বশক্তির পরমেশ্বর! তোমারই সর্ব্বপ্রেম, লোকমনীষা অধিষ্ঠাতাকে তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ। বিশ্বকারণ! তুমিই বিশ্বের সারধর্ম শক্তি, তোমার শক্তিসূত্রেই জগৎ ধৃত হইয়া আছে। সূর্য্যের আকর্ষণে যেমন পৃথিব্যাদি

* "সবিতা যথা সর্ব্বেষাং ভূতানাং রসহরণাদাকর্ষণবান্ ভবতি" —অথর্ব্ব সংহিতা, ৮। ১। ১৪৯

লোক সকল সময়েই হইয়া থাকে, কিন্তু সবিতা পরমেশ্বরের আকর্ষণে যেরূপ দৃঢ়ভাবে বাধ্যতা লোকই বিধিবিধি হইয়া থাকে। পারমাণবিক আকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি যে সমস্তাপক আকর্ষণ শক্তিগুলি আছে-প্রত্যক্ষ, তাহারাই অবস্থাভেদে। ৩ মানবের ভাগ্যসম্বন্ধে যখন এই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখনই তাহার হৃদয় সর্ব-সন্তাপনাশিনী, ভক্তিদেবী প্রতিষ্ঠিতা হয়েন, তখনই মানবের পরিমুখ চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখ হয়, ধ্যানশক্তির অভিনব ও বিশেষ শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই মানব, মাতৃক্রোড়-বিচ্যুত শিশুর ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে জননীর পাদিবর অন্বেষণের প্রবৃত্ত হয়। অন্ধ সবিতা বলিয়াছেন, যাহারা সর্বজনপ্রাণ যে মধুর সুধাংশুর অন্বেষিত হইবে, যে প্রকার শীঘ্র প্রাণে আকর্ষণ করে, যেরূপ মুগ্ধকারী হয়, যে প্রকার মনের সন্তোষকারী হয়, সেইরূপ—হে পরমা দেব যে প্রকার তাহারা সর্ব ভাবে: শীঘ্র বৎসাভিমুখে আগমন করে, ধেনু যে প্রকার শীঘ্র তাহার অভিমুখে গমন করিয়া থাকেন, সেইপ্রকার যে মুমুক্ষুকারিণাত্ত, যে বিশ্বনাথ—যে সর্বজনবরণীয়, সর্বজনের ইপ্সিতময়, যে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগের প্রাপ্ত হও, আমাদের সমীপে আগমন কর, তুমি আমাদিগকে আকর্ষণ কর, আমাদিগকে তোমার চিরসান্নিধ্যে নিকটবর্তে লইয়া চল, আমরা যেন তোমার সমীপবর্তী হইতে অসমর্থ, সমর্থ! আমরা অন্ধ, আমরা ভক্তিবিহীন, আমরা তোমার অন্বেষণ জানি, তখনই মানবের এইরূপ প্রার্থনা হইয়া থাকে।* পাশ্চিমমুনি পতঞ্জলীর ভক্তিযোগের সূত্রে ভক্তির লক্ষণ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরে যে পরা অনুরক্তি, তিনিই যে, পরমেশ্বর বিষয়ক মুমুক্ষিলক্ষণ, তাহার নাম ভক্তি।" † পরমেশ্বরের আকর্ষণই স্বরূপতি ভক্তি জন্মিবার কারণ। অন্যথা যদি ঈশ্বরপুরুষ আকর্ষণ না করেন, তবে কোন ব্যক্তিরই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয় না। অনুরাগের মূল আকর্ষণ (Attraction) এই মূলে পরিচিত, যিনিই যেরূপ ভাবে তাহা ভোগ, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ দূর হইলে, জড় জগতের যে প্রকার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, চেতন জগতেও সেইরূপ ভোগ, ভক্তি ইত্যাদি বৃত্তি বিরহিত হইলে, মৃতবৎ হইয়া থাকে। সুতরাং ভোগ ভক্তি-বিরোধিত হইয়া প্রেমের অবস্থান অসম্ভবপর। আত্মার প্রতি যে, সকলেরই আকর্ষণ আছে, 'তুমি তোমাকে ভালবাসিও' এইরূপ উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই যে, সকলে আপনাকে ভালবাসে, তাহা স্থির। আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, যে অনুরাগ, যে আকর্ষণ, তাহা অহৈতুক। আত্মাই প্রিয়তম, আত্মাই গরীয়ান, আত্মময়। পরমেশ্বর পরমাত্মা অতএব তাঁহার প্রতি যে পরাভক্তি হইবে, তাহাই ত বিচিত্র লোকে পরমেশ্বরকে ভালবাসিতে পারিতে চাহে; একথা সঙ্গত হয় নহে। লোকে পরমাত্মা জ্ঞান করিয়া, বিশ্বকে বহিতে যায়, আত্মিকতঃ কিছু নির্ণয় করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্টাবলী হয়। যিনি বিজ্ঞানানুশীলন সূত্রে সর্বভূতের জ্ঞান, সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান, পরমকারুণিক ভগবানের আশ্চর্য কৌশল, তাঁহার অনীহ রচনা শ্রেণীবদ্ধভাবে দেখিয়া ভক্তিরসে বিগলিত না হয়েন, তাঁহার বিজ্ঞানানুশীলন নিষ্ফল, বিজ্ঞানশিক্ষা করিয়া, যে পুরুষ চেতনাচেতন সমস্ত মধ্যেই চিরন্তন বিশ্বপ্রেমের বিকাশভাব দেখিতে না পান, তিনি নিশ্চয়ই পশুভাবাপন্ন, তাঁহার বিজ্ঞানশিক্ষা নিশ্চয়ই নিষ্ফল।

* "অয়ং ইব প্রাণঃ মুমুক্ষিরিবাধান্ যাবেন যথা সুমনসো মুমুক্ষন্তি। পরিবিব আজাসতি যোনেকু বর্ধা বিভ্রৎ সবিতা বিবস্বতঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।১১।১৪৯।

ভক্তি তাহাকে বলে, ভক্তিরসের সহিত জড়বিজ্ঞান পরিচিত আকর্ষণ তত্ত্বের বিশেষ সম্বন্ধ, আত্ম-ও-ভক্তির সম্বন্ধ কি, এই সমস্ত এই সকল প্রবন্ধে প্রকৃত হইয়া আছে।

* "অয়া সূর্যস্যেব দিবি শুক্রজ্যোতিষ্যাসাঃ।

আদিত্যা বিশ্বেবুদবাসি দেবিতঃ"—ঋগ্বেদসংহিতা,

৬৯।৯

† "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"—পাতঞ্জল সূত্র।

কৃতকৃত্যতা।

পূজাবৃত্তি]

[রায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কুমার চট্টোপাধ্যায় ও রায়ত এম্-এ, বি-এল

অপচয় (waste)

অপচয় নিবারিত হইলে ধনবৃদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটিবে। ধনবৃদ্ধি ঘটিলে, লোকের সকল বিষয়েই সুবিধা হইবে। প্রতিদিন সৃষ্টি বর্দ্ধিত হইতে পারে, অধিক প্রকার বিলাসদ্রব্য হইতে পারে, উৎপাদিত দ্রব্যাদির পরিমাণও অধিক হইতে পারে এই সকলগুলিই ধনোপচিতির কারণ সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে যদি অপচয়, পূর্ব-অবস্থায় না হউক, কিঞ্চিদ্ন্যূনরূপে নিবারিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের অল্প বিস্তর সুবিধা হইতে পারে।

প্রথমতঃ অপচয় কি, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা সাধারণের পক্ষে শ্রেয়ঃ। সাধারণতঃ অপচয় কি, সকলেরই এক-প্রকার ধারণা আছে। কোনও দ্রব্য অপব্যয় করিলে, আমরা অপচয় হইল বলিয়া থাকি। কখনও থাকিয়া ও আবশ্যকে "অপচয়" কি প্রকারে সংঘটিত হইতেছে, তাহা একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, তাহা সাধারণের উপলব্ধি অসম্ভব।

প্রথমতঃ আমি ব্যক্তিগত (individual "অপচয়ের" উল্লেখ করিব। খৃষ্টধর্ম্মাবলীর "বাইবেলে" একটী সারগর্ভ কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। "তুমি এমন উপায়ে জীবন-যাপন করিবে যাহাতে তোমার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা যায়" (thou shalt live by the sweat of thy brow) অর্থাৎ পরিশ্রমের দ্বারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। যদি সংসারের সকলে এইরূপ অনুশাসন করিয়া চলিত, তাহা হইলে অপচয়ের বা অপব্যয়ের একটী প্রধান কারণ সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইত। কিন্তু এই মহোপদেশ ও সর্ব্বথা অনুসরিত হয় নাই, হইতেছেও না বলিয়াই ধনবানের সন্তান বা উত্তরাধিকারী, তাঁহারা শ্রম বিনে অর্জ্জিত ধনরাশির অপব্যয় বা অপচয় করিতে পারেন না। পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ধন বা ঐশ্বর্য্যে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন। এরূপ ব্যক্তি নিজে বলেন, তাঁহার অনুচর ও অনুচরীদের অভাব থাকে না। ধনাঢ্যের সন্তানের ও ঐশ্বর্য্যশালীর ব্যক্তিদের এই সকলে কেবল অধিকারে হয়েন, ধনোপার্জ্জনের দিকে তাঁহারা কেহ সুবিধা করেন না অর্জ্জিত ধনের অধিকারী পুরুষ কেবল আত্মসুখী, আত্ম-প্রধান হইয়া যান, তাঁহার অনুচরী ও উপচরীগণ তাঁহাকে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে ও অর্থকে সঞ্চয় করিতে সদাই তৎপর। স্বামীর কি প্রকার ধনভাণ্ডারে তাঁহারা এক কপর্দ্দকও প্রদান করেন না। ধনোপায়ের কি ধন-রক্ষণের দিকে তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই, আছেন ও অপব্যয়টি লইয়াই যান। সুতরাং, উপার্জ্জিত ধনের অসদ্ব্যয় বিলাসের নিমিত্ত, প্রকৃত অর্থ বিলাসের ধনাচ্যকুলের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে

উক্ত অর্জ্জিত অর্থের স্বামী, কেবল যে বিলাস-বাসনাই নিবৃত্তি করেন, তাহা নহে। অপরাপর অর্থ দ্বারায় দেশীয় বিলাসগৃহে স্থাপনার হন। নানাবিধ বিলাসবিবৃদ্ধির জন্যে তাঁহার আসক্তি জন্মে—ধনোপায়ের আর পরিশ্রম থাকে না। সময়ে সময়ে, বিলাসিতার স্রোত নিরোধ করিতে না পারিয়া ধনেশ্বরী সর্ব্বস্বান্ত ও নিঃস্ব হইয়া পড়েন। উক্ত অসৎ বিলাসপরবশ লোকের দ্বারা যে বিলক্ষণ ধনাপচয় সাধিত হয়, সে বিষয়ে অণু সন্দেহ নাই। বিলাসিতার এরূপ প্রধান প্রধান বৈদেশিক পণ্যদ্রব্য। এ দেশের লোকে এরূপ বিলাসিতায় যে অর্থব্যয় করিতেছেন তাহা আর দেশে থাকিবে না—প্রকৃত

লোকে বিশেষ অভিনিবেশ প্রদর্শিত হইবে। অন্যথা বিপক্ষে যেন বাধাই হইয়া থাকে। আমাদের দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে; অন্ন, বিত্তির লোকে দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দেয় এবং বিলাসিতার (luxury) জন্য দেশের লক্ষিত ধন চতুরতার সহিত নিজ নিজ ঘরে টানিয়া লয়। আমাদের এখন বিচার্য্য বিষয়, বিলাসিতা কি? যাহা প্রাণের সঙ্গে বিলাসিতা তাহা বস্তুতঃ প্রাণের সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য (necessaries of life) এই যুক্তি অসঙ্গত। ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আমার ইচ্ছা নাই: তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে সব দ্রব্যের দ্বারা সভ্য সভ্য আহারের জন্য আবশ্যক কিম্বা যে সব আধি ব্যাধির প্রতিকার হইতে দেহ রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন, তৎসমুদয় বিলাসিতার অঙ্গে পরিগণিত না হইলেও বিশেষ আক্ষেপের বিষয় নহে। তবে যে স্থলে কার্পাসবস্ত্রে স্থলে, যে স্থলে ক্ষৌমবস্ত্রের আচ্ছাদনে, বিলাসপ্রবৃত্তির দমন সহজেই অন্তর্হিত হইতে পারে। যে স্থানে লোকে চিরাভ্যস্ত অভাবের দূরত্ব না হইয়া, পলান্নে অভিলাষী, সে স্থানে যে বিলাসপ্রবৃত্তি প্রবল, অবশ্যম্ভাবী উপলব্ধি হয়। যাঁহারা দেশের হৈরণ্য বিদূরিত করিয়া অন্নবৃদ্ধির কামনা করেন, তাঁহাদের প্রকারান্তরে বিলাসিতা বৃদ্ধির কথাই শ্রেয়ঃ: বিলাসিতার বিরোধাবে দেশের অনোপায়িতি সম্ভব। কোম্পানির অনেকটা বিলম্ব হইতে পারে।

কারুকার্য্যাদিতে (industries) অবকাশে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়: অধিকন্তু লাভের আশায় দ্রব্যাদি অর্থের সদ্ব্যবহার বা নিয়োজন (Speculation), অর্থলাভের একটি—প্রধান কারণ। ব্যবসায় বাণিজ্যে লাভের আশায় অর্থনিয়োগ যে একবারে পরিহার্য্য, তাহা বলে হয় না। যে স্থলে লাভের সম্ভাবনা অত্যধিক, সুফল যে সব ব্যাপারে ঘটিবার সম্ভাবনা, প্রতিযোগিতার লোক একবারে দুর্ব্বলীয় নহে, সে স্থলে অবশ্যম্ভাবে বিশেষ আপত্তি নাই—অর্থ লাভের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু যে স্থলে অধ্যবসায়ের অভাব আছে, প্রতিযোগিতায় লোকের দুর্ব্বলতা, সে ক্ষেত্রে অযথা বিনিয়োগ করিলে অনর্থকই সম্ভাবনা ঘটিবে। ইহার ব্যাপারে অর্থনিয়োগ অনেকটা নিরাপদ। বীমাকার্য্যে চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমার মনে হয়, লাভার্থ অবস্থাপন্নে ইহাতে লাভই বিস্তর। এটি দুরাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, সন্তোষবর্দ্ধিনী চিন্তার ফল। অনর্থ লাভের কুহকে পড়িয়া, অনিশ্চিত বৃদ্ধির জন্য, এটি ত্যাগ করিবে। অথচ অনর্থ ঘটিবে। অথচ অবস্থাপন্নে বিস্তর বিষয়—অবস্থান্তরে প্রদান করিবে। ইহাতে মূলধনের (capital) অল্পপ্রাপ্তি ঘটে। যৌথকারবার (joint stock company) এরূপ অনেক অনর্থের সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী একশ্রেণীর লোক সমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য মূলাপহরণ, মধ্যে মধ্যে কার্য্য করিয়া আসা দিয়া, লোকের লক্ষিত অর্থ সংগ্রহ করা। ইংরাজেরা এই প্রকৃতির লোককে যৌথকারবারপ্রবর্ত্তক (Company promoter) নাম দিয়াছেন। এ নামে ইহারা অনাবৃত্ত, পরস্বাপহারী লোকই বুঝায়। দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, এ দেশে এখনও যৌথকারবারের প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই, অনর্থের অবতার। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন, এই দেশে প্রতিবর্ষে শত শত যৌথকারবার নামে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—কিন্তু একটিও প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছেনা। দুই চারি দিন সংবাদপত্রাদিতে বহু অর্থ ব্যয়ে বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হয়; অবশ্যম্ভাবী পরেই এইসব অবস্থাপন্নে কারবার উঠিয়া যায়। অর্থপ্রাপ্তিগণের আর্ত্তনাদে বিচারালয় ক্ষণ চঞ্চলিত মুখরিত হইয়া উঠে। কালে এই অনর্থটীর স্মৃতি সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইংরাজেরা বণিকের জাতি। তাহারা বণিকদের প্রতি আনুকূল্য দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। বণিজিক বিবাদ সম্বন্ধে যাহা যে সব বিধি (Bankruptcy laws) অনুযোদন করিয়াছেন, তাহাতে বণিকেরা সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনেকস্থলে ভাগ্যবিপর্য্যয় রক্ষা পাইয়া যায়। আমাদের দেশের সেই সব বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং যৌথকারবারের প্রাবল্য, ইহাই প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া মনে হয়।

আর ফাটকাবাজি (Speculation) এখন ইংরেজ আমলে, ইংলণ্ডে চলিতেছে বলিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি। অনেক দূরের কিনা পরিষ্কার, হৈর অনুকূল হইলে, লক্ষ্য সম্পত্তির অধিকারী হইব, এই আশায় ঘুড়দৌড়ের (horse race.) ও শেয়ার-বাজারের অংশ ক্রয়বিক্রয়ে (transfer of shares of limited companies) কিছু অর্থ আমরা জলে ফেলিয়াছিলাম। ইহার পরিণাম এই, দুই এক অংশ ছাড়া কিনা পরিষ্কার হৈবানুকূলো প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ লোকেই সর্ব্বান্ত হইয়া হাহাকার করিতেছেন—আমাদের অনেক সময়ে অনাদৃত, অল্প টাকায় অর্থাগম করিবার চেষ্টায় অনেকেই উৎসর্গ করিয়াছেন। এই সব অনুসরণ করিলে আমাদের অবস্থাটি অবশ্যম্ভাবিনী। বুদ্ধিজীবিত বহুবারেও কেহ এ সব কদাপি অনুসরণ না করেন। অবশ্যে এই দুর্নীতিগুলির দিকে প্রধাবিত হইলে, অনন্ত যন্ত্রণাভিন্ন প্রাণ যাওয়ারও সম্ভাবনা অধিক। দোষের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া (gambling) নীতিজ্ঞানীয় -বুদ্ধিমান্ লোকে ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইংরাজদের বিষয়ে আমরা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের সকল বিষয়ে যে ইংরাজ আমাদের, আদর্শ স্থানীয় হইবে, অন্ততঃ দ্যূতক্রীড়া (gambling) সম্বন্ধে ইংরাজ কি অন্য কোনও পাশ্চাত্য জাতিকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা বিধেয় মনে করি। দ্যূতক্রীড়া সর্ব্বথা অবশ্যবর্জ্জনীয়।

ব্যবসায় বাণিজ্যে আর একটি প্রথারও অনুদিন অনুভূত হইতেছে, অনুদিন উপলব্ধিমান। পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করিয়াছি "ধর্ম্মঘট" (strike) and তালাবন্দ (lockout) সংখ্যাহ্রাসকরণের (reduction of output) প্রবৃত্তির বিষয় অবগত হন, তাহা অনেকেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রমিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধে "ধর্ম্মঘট," ও "তালাবন্দের" কথা প্রায় শুনিতে পাই। অথবা মালের প্রস্তাবনায় "সংখ্যাহ্রাসকরণ" যথা অনেক ঘটিয়া থাকে। ইহা বণিকদের কীর্ত্তি—পাছে পণ্যদ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া যায়, এই ভয়ে বণিকেরা যথা তথা ইচ্ছাপূর্ব্বক সংখ্যাহ্রাসকরণে বিরত থাকেন। বিষয় এই, যে হউক, আমরা সম্প্রতি কেহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রব্যের সংখ্যা অল্প পাইলে, মূল্যাধিক্যের সম্ভাবনা থাকিবে না। এ আশঙ্কা অনেক স্থলেই ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। মূল্য অল্প হইলে, কেহই অধিক ক্রয় পারে। কেহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, সম্ভবতঃ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত উপায়-সমূহ অবলম্বিত হইলে, দুর্ভাগ্যের পূর্ব্বরূপ উৎপাদিত হইবে না। সুভাগ্যের পথ প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলেন, যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য লোকের অনুপাতে অল্প বাড়িলেই বিক্রয় অধিক করিতে হয়। ব্যয়াধিক্যের আবশ্যক হইয়া উঠে, বিজ্ঞাপন বিস্তারও করিতে হয়। এই সব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আমি কিন্তু এই সব ব্যয় অনেক স্থলে অনাবশ্যক বলে মনে করি না। আমরা যখন ব্যবহারের বাস করি না, লোক যখন পর্য্যাপ্ত দ্রব্যের যোগের অভাব নাই, বীমা বিক্রয়ও ঘটিবে না, তখন ইন্সিওর, লিখিবার প্রয়োজন কি? এখন অনেক স্থলেই দুর্ভাগ্যের প্রতিকার হইতেছে না বলিয়া, রাজদ্বার প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং দুইজনের জন্য রাজার অর্থব্যয় আবশ্যক। এইরূপ অর্থব্যয়কে এখানে অনাবশ্যক বলা অন্যায় মনে করি। দুর্নীতির ধন, দুর্নীতির পরাজয়, অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য: আমরা অনেক বলাবাহুল্য করিয়া থাকি। সেই বিষয়ে কৃতবিদ্যসম্প্রদায়ের চিরাকর্ষণ করা উচিত মনে করি।

বিজ্ঞাপনে "আমার" বিজ্ঞাপন বিক্রয় নাই—"অনুকরণের" বিজ্ঞাপন নাই, তবে প্রমাণের ও বিক্রয় আছে।

"Imperious Cæsar dead and turn'd to clay,
Might stop a hole to keep the wind away
O! that that Earth, which kept the world in awe,
Should patch a wall to expel the winters flaw," Hamlet. Shakespeare.

বাস্তবিক রাজাদ্রব্যের চিরাকর্ষণে অনেক ছিদ্র বন্ধ করা যাইতে পারে। "হেমলেটের" রাজদ্রব্য "অনুকরণে" একটু উদ্ধৃত হইয়াছেন, বলিয়া সাধারণের বিস্ময় উদ্রিক্ত হইয়াছিল।

যাবতীয় ছিন্ন কিন্ন মালা চুরিয়ে বহুলার ব্যবসার প্রচলিত। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া, তিনি ভাবেন, ভাবেন, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে জীবন ও একেবারে অসার নয়—মুষ্টান্তে আধিভৌতিক ব্যাপার সব দেখা হইয়া যায় না। চিকিৎসকের ও অনুযোগ করিতে পারে। যাহা হউক, এখন তত সূক্ষ্ম বিচারের আবশ্যক নাই। চিকিৎসকের কার্য্যোপযোগিতা আছে, ইহাই যোষিত হইয়াছে। মূল কথা এই, প্রত্যেক ব্যাপার প্রান্ত হইলের তাহাদের কার্য্যকারিতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। এই সব কথা আমাদের স্মরিলেই বাহিরে চলিবে। যে সব বন্ধুবান্ধব ব্যবসায় বাণিজ্যে জীবনোদ্যম করিবেন, তাঁহাদেরই বলিবার সার্থকতা।

ইহাদেরপরে—বিশেষতঃ বিলাতে ও আমেরিকে—আকারণিক দ্রব্য (bye product) আরো উপেক্ষিত হয় না—অনাদরে বা অযত্নভরে নিক্ষিপ্ত হয় না। সবই কোনও না কোনও কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশে পরিত্যক্ত বাজুবিশেষ (tin clipping) বিলাতের জন্য ঔষধের (toys) নির্ম্মিত হয়। আবর্জ্জনা হইতে সারবান্ অংশ, ভিন্ন ভিন্ন হইতে বিশেষোপযোগী পদার্থ—"কাঁচরক"—প্রস্তুত হয়। এই ভাবে পরিত্যক্ত দ্রব্যসমূহের সদ্গতি হইলে, পরাধীনতা অতি সুলভ হইয়া পড়ে। বিলাতে বহুসংখ্যক ব্যবসায়, কারখানা প্রভৃতি আছে। সেই সব স্থানে অতি অল্প মূল্যে আকারণিক দ্রব্যসমূহ (bye products) পাওয়া যায়। সেই সব সামগ্রীর মূল্যও সুলভ। তবে এই দাঁড়াইয়াছে, যে আকারণিক দ্রব্যে যে সব পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহা বহুল হইতে বিশেষে আদীত হইয়া নিতান্ত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। আমাদের দৃষ্টিপাত এ বিষয়ে পড়া উচিত। প্রতিযোগিতা এমন করিয়াছে এই একটী সুবিধা। বাস্তবিক চক্ষুষ্মান্ সর্ব্বদর্শী পুরুষেরই জগতে উন্নতি দেখা যায়।

"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।"

স্নেহলতা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[সচিত্রিতা মূল সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, মুন্সেফ প্রণীত

এই পৌষ ৩০০ পৃষ্ঠায় পড়ুন)

ঘটিকাস্ত।—তাহারাই একজন সঙ্গে করিয়া না আনিলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘটিবে তখন আর এ সব কুদ্র অন্যায় কোথায় থাকিবে? ইহারা এমন ও সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন না, হয়ত তখন আসিতেও হইবে।

ভূতের—তাই তোমার ও সব বড় আমার ভাল লাগে না। কিন্তু আমার ইচ্ছে আছে যে আমি তাহাদের কথা জানাবো না, তারা এই স্নেহলতার সঙ্গে—একসঙ্গে মরে যাবে।

ঘটিকাস্ত।—এখানে ত খুসী হতে পার কিন্তু সেখানে তাতে ত হাঁটবে না।

ভূতের শেষ কথা হবে ব'লে তখন যদি কেহ স্নেহলতার মুখপানে চাহিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহাতে কত আনন্দ, কত আশা ও কত ভরসার রেখা দেখিতে পাইত। সে হয়ত সহসা মনে করিতেছে যে ব্রাহ্মণের এমনিই তাহাদের দেখা শেষ করিবে। মুখোপাধ্যায়

মহাশয় তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে বন্ধুকের তাহার লাভিয়া চলাপাতা দিতে হইবে না। একজন অতিথি সহ পুরস্ত দেখিয়া তাহার ক্ষুধা ও পিপাসার কথা জানাইলে "আমি তোমার পিপাসা দূর করিতে অক্ষম" বলে বিদায় দিতে হইবে না। তেমিলের তাহার পরাজয়ের বালকেরা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া উচ্চ জাতীয় সহপাঠীদের সহিত সখ্য করিয়া বেড়াইতেছে। তেমিলের ব্রাহ্মণ বালক বিনয়ে পড়িলে তিনি তিক্ত উত্তার করিলেন; আর সে আর করিল না।

(১০)

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ইঁহার হোটেলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে। বিদ্যুতের আলো রাস্তাগুলিকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়াছে। কত রকমের জিনিষ দোকান; কতই কি খাবারের দোকান; তুমি যাহা চাও তাই আছে। ফুয়া চাও, লুচি কাঁচি চাও, ঘড়ি চাও, জামা চাও, বাসন চাও, খেলনা চাও, সবই মজুত আছে, আমার খাবার তাই কত রকমের! যে যাহা চাহিতে পারে, আর যাহা চাহিবেও না তাহারও আয়োজন করিয়াছে। আর কত লোক! কত লোক যাইলে তাহা গণে করিতে পারে? খোলা যায় বড় বিলিতের আগমন অধিক। বড় বড় ঘরে তবে তাহাকে আইসান যায়। ক্ষুদ্র দোকানদার তোমার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আছে, কিন্তু সেখানে তুমি যাইবে না কেননা সে তোমাকে চায়। আর বড় দোকানদার অসীম আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে, যাহার যাহা ইচ্ছা যাইতেছে, আর—সকলেরই ইচ্ছা সেই দিকে। সুরেন, রবিনাথ, সহদেব সকলেই ক্ষুধায় উদ্রেক হইয়াছিল, পথে একটা মুসলমান বন্ধু আসিলেন, ছুটিয়া খেল। সুরেন ক্ষুধার্ত হওয়ায় সহদেবকে বলিলেন "কিন্তু খাবার না!" সহদেব হাসিয়া সম্মতি দিল। শ্রেষ্ঠ ইঁহাদের বাড়ী চুকিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়াই রবিনাথ প্রস্থান করিলেন। সহদেব আর কখনও সাহেবী হোটেলে খায় নাই—কিন্তু তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। যদি তিনি মুসলমানের হাতে খাইতে অস্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে তাহার কেন তাহার সহিত মিলিয়া খাইবে? সুতরাং সহদেব মনকে দৃঢ় করিয়া সুরেনের সহিত প্রবেশ করিলেন। সুরেন আনিকেও চালিলেন।

সহদেবের হাতে সময়ের অভাব ছিল না। তাহার বাবা তাহাকে যথেষ্ট টাকা দিতেন। সে তাহার মনোমুকুরের মতো অমল ছেলে হইয়াছে তাহার যেন কোন কষ্ট না হয়। সহদেব যাহা চাহি তাই তাহার উপস্থিত করা হইত। সহদেব দুই একজনই আসিয়া মনে করিল না। যাইবা মাত্র খানসামা আসিয়া মুক্ত প্রার্থনা করিল ও সুরেনের ইসারা মত তিনজনের সম্মুখে এক একখানা আহারীয় আসিতে লাগিল। সবই একটু একটু খেয়, সুরেন ও আনি অতি আগ্রহের সহিত খাইতেছেন, সহদেবের যেন উদরোধে ঢেঁকি খেলার মত হইয়াছে। হাতে ঘড়ির মিনিট যেন এক একটা হইয়া যাইতে। সুরেন মাঝে মাঝে বলিতেছেন "তাই কিছুই খাচ্ছ না? নিজের দোকান মত—হায় যে বড়ুজেন" সহদেব বলিতেছেন "না আমি বেশ খাচ্ছি, আর কত খাওয়া যায়!" একটী কাটলেটের তিন বিস খেল; সুরেন যাহা সকলের আগেই শেষ করিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন যে তখনও আনির তাহা শেষ হয় নাই, তখনই আনির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া খাইয়া ফেলিলেন ও বলিতে লাগিলেন "কাটলেটটা এমন হয়েছে, খেতেও চাইলে যেন না, মনুষ্য আমরা দুই একখানি নিয়ম। সহদেব তাড়াতাড়ি তাহার অর্দ্ধভুক্ত কাটলেট সুরেনের তিনে দিয়া বলিলেন "এই নাও আমার শেষ করিয়া দিয়াছে" সুরেন দেখিয়াই বলিলেন "তুমি যে আমার পাতে দিলে?"

সহদেব। কেন, তুমি ত চাহিলে!

সুরেন। চাই, তোমাকে ত বলিনি।

সহদেব।—এই যে বল্ল কথা বোঝা না, দেখে তুমি আমার খাও।

সুরেন।—তার মানে কি তুমি আমার পাতে খাও?

সহদেব।—আর কি মানে হতে পারে? আমির হাত থেকে কেড়ে খেলে, সুতরাং আমিই ত খাবো।

ভূষণ।—আর সঙ্গে তুমি ভূষণা বন্ধ কেন? যাও, আর আমি যাব না। চাকরদের আস্পর্দ্ধা দেখ না? একে ধমক দিয়েছে রাত্রে আমায় উঠে দিয়েছেন। আমি এ আপমানের শোধ নিব।

এই বলিয়া ভূষণ লাফ দিয়া গেলেন, কিন্তু যেমন তাঁহার ভাগ্যে যাহা নিল না। সহদেবই কথাবার্ত্তা করিয়াছে এবং সেই সব দিয়ে বলিয়াছে, সুতরাং ভূষণ চলিয়া গেল। সহদেব এবং আলিও চলিয়া গেল। তাহার পর আর সহদেবকে গ্রামে দেখা যায় না। ক্রমশঃ

* ভূষণের এই আপ অভিযানের ফল কি?

ইহাই কি বাঁচিবার লক্ষণ?

[শ্রীরামলাল গোস্বামী।]

শুনিতে পাই, দেশের যেমন অতি বাড়িবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—সহস্র বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি দূর করিবার জন্য দেশ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে: আমরা চাই মুক্তি, পৃথিবীর আর দশটা সভ্য জাতি যেমন স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও স্বতন্ত্র, জগতের চক্ষে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র, আমরাও যেমন হইবার জন্য কামনা করি, কিন্তু আমাদের চারি দিকে যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি তাহাতে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় এই কি মুক্তির লক্ষণ, এই কি বাঁচিবার নিদর্শন?

আমরা বাঁচিতে চাই, যদি এই কল্পনার পরিবর্ত্তে একেবারে ভাবী পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও আমরা আশায় বুক বাঁধিতাম, জাতির উন্নতির আয়োজনে মনে করিতাম, কিন্তু বাহিরে লোক দেখাইবার জন্য যাহাই বলি না কেন, তর্কের খাতিরে যতই বিতণ্ডা, বিদ্বেষ ও যুক্তি তর্ক করি না কেন, আমরা জানি, মনে মনে অনুভব করিতেছি, ইহা সত্য নয়।—বিশ্বাস করুন বা অবিশ্বাস।

এই যে চারিদিকে দেখিতেছি, দেশবাসী যেমন ধনিক, মূর্খ, অন্ধ, কুসংস্কারাপন্ন, অত্যাচারের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ, তবু তাহাদের কথাই বলিতেছি না;—আমরা শিক্ষিত, ধনী, মানী, জ্ঞানী, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, সাহিত্যিক, কবি, লেখক, সংবাদক, তাঁহাদের মধ্যেই বা আমরা কতটা বাঁচিবার একটু আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে? যাহারা ধনিক, অন্ধ, মূর্খ, অবনতে অর্দ্ধচেতনে জর্জ্জরিত, মাংসেরিয়া কালাজ্বরে মুমূর্ষু প্রায়, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিই, তাহারা ত জীবনে কি আহার আমাদাই জানে না; অন্ন হইতে মুক্তা পর্য্যন্ত কোনরূপে ভক্ষণযোগ্যের পরীক্ষাটাকে পৃথিবী হইতে সমূলে পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মেরা দিয়াইয়া যে,—উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আশা, উচ্চ ভাব তাহাদের মনে কোথা হইতে আসিবে? সমাজ, পারস্য রাষ্ট্র, আচার ব্যবহার, সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহারা মুখে বড় তুলিয়া খাটি চাষ, কল চালায়, বাড়ী টানে—সমস্ত সমাজের বোঝা বোগায়, সকলের পরিচর্য্যা করে, কিন্তু তিনির জন্য যেমন তিনির স্থান জানে না, তাহারাও তেমনি জীবনের ধর্ম্ম ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত। তাহারা যদি এই জীবন সংগ্রামের দিনে—এই সাম্য স্বাধীনতার দিনে, সভ্য জাতির মত মরিয়া হইয়া দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু তোমরা শিক্ষিত, সভ্য, অভিজাত, ধনী, সাহিত্যিক, লেখক, বক্তা, সংবাদক—তোমরাই কি বাঁচিয়া থাকিবার মত বাঁচিয়া থাকিতে কোনদিন বিন্দুমাত্র অভিলাষ করিয়াছ?

হোয়াই কি সত্যই বিশেষজ্ঞের চাপে এতদিনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে? হোমেরা ও বেল হাসিতেছে, মেরিয়েন, এলেনরা বিদ্রোহীর মতো মুখরা হইয়া উঠিতেছে, বিনের পর দিন আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, হোমারের বন্ধুরা বিলাত ফিরিয়া; হোমারিনাকে দেখিলে ও মনে হয় না যে হোমার হোমারিনা ও হোমারের বর্তমান সহকারীর সত্যসন্ধানী চক্ষুর তীব্র চাহনি হোমা একটুও অক্ষুণ্ণ করিয়াছে? তবে হোমারের মনে কোন আশঙ্কা নাই, আদৌ কিছুতেই কোন কথা বলিলে হোমার অন্তুত ভিন্নে হাসিতে হাসিতে বলিবেন "ওসব কথা ভাবিলে হোমার কাজ?" হয়ত, তাহাদের হোমার ও হোমা বসিয়া আছে আর হোমারের সে বড়ই সুখে আছে, হোমা ভবিষ্য হোমার আসন রক্ষীদারের মুখ আলিবার জন্য সমস্ত মনে মুখ হোমার করিয়া মনে মনে কেন সুখে আছে, হোমারের হোমারি সামনে সামনে বিয়া, সমস্তের আলিয়া, মুখে চুমটি কাটিয়া, হাত ধরিয়া হোমিয়া, ইতিমধ্যে সাহিত্যের আলোচনা করিয়া মনে মনে কেন সুখে আছে। কিন্তু হোমারের চক্ষুর অন্তরালে—হোমারের অন্তর্যামির অন্তরালে হোমার কি ব্যথা রহিয়াছে তাহা একবার ও কিরিয়া দেখে কি?

হোমারের হোমার আশা করিয়া ছিল যে সেই ছাত্রজীবনী বর্ষাতের আর পুরাতন হোমা করিয়া বিরহ মধুময় হইয়াছে তাহার সংবাদ রাখে কি? এতদিনে সে আশা হোমার মনে হইতে থাকিলে আর কিছু হোমার নাই যে হোমার হোমা ছাত্রসমূহ মহাসম্মানে পরিণত হইয়া ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার যে ছাত্রকল্যাণ সমিতি (students'welfare committee) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমিতির কার্য ১৯২০ সালের মধ্যে আরম্ভ হইতে চলিতেছে। ইতিমধ্যে এই সমিতির নিম্ন কয়জন সিনেটে প্রবেশিত হইয়া গিয়াছে। সমিতি ১৯২০ সালের মধ্যে সিনেটের পদ ছ সিনেট বাহির হইয়াছে। সমিতি এই তালিকা পর্যন্ত মোট ৪৩ জন ছাত্রের ভৌতিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে যে এই সকল ছাত্রগণের পড়ন্ত ৭৩ জন ছাত্র কোন না কোনরূপ ভৌতিক ত্রুটিযুক্ত। তালিকাতে কোন্ কলেজের কি পরিমাণ ছাত্র ভৌতিক ত্রুটিযুক্ত বিশেষভাবে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছে; তাহা এই:—

কলেজের নাম	পরীক্ষিত ত্রুটিযুক্ত ছাত্র
ইউনিভার্সিটি কলেজ	৫৮
ইউনিভার্সিটি কলেজ	১৯
সিটি কলেজ	৫৫
প্রেসিডেন্সি কলেজ	৭১
বিদ্যাসাগর কলেজ	৭১
সি-এম-এস কলেজ	৬৮
রসায়নী কলেজ	৭৮
বিনয় কলেজ	৬১
স্কটিশচার্চেস কলেজ	৬১
সংস্কৃত পুরাতন কলেজ	৭০

এই তালিকা দুইটি খুব ভাল হইল, তালিকাতে কোন্ কলেজের পড়ন্ত কয়জন ছাত্র ভ্রান্তি হইতে আরম্ভ করে ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অনেক ছাত্রই ছাত্র হইয়া পড়িতেছে, আবার বয়স বড় বেশী হইয়া অনেকেই বেশী দিন থাকে। পড়ন্ত ৫৮টি ছাত্র ছাত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে, পড়ন্ত ১৯টি ছাত্রের অধিকাংশ পড়ন্তাবিক, পড়ন্ত ৫৫টি ছাত্র পড়ন্তাবিক দুই-সম্ভব; তবে বিষয় ছাত্রদের পড়ন্তাবিক ছাত্র অল্প বেশ হইলেই চলিত গ্রহণ করিতে হয়। পড়ন্ত ৫৮টি ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশ পড়ন্তাবিক। তেমনে অতি বুদ্ধিমান ছাত্র অনেক সময়ে দেখা যায় না, আর এরকমের ছাত্রে অতি তরুণ বুদ্ধিকে 'অধিকাংশ' হইতে হইতেছে। উপরি লিখিত কলেজের পড়ন্ত কয়টি ছাত্র কি কি ভৌতিক ত্রুটিযুক্ত, তাহারও তালিকা বিশেষভাবে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ফলাফল উল্লেখ করিয়াছি:—

কলেজ,— হৃৎপিণ্ড,—ফুসফুস,—যকৃৎ,—প্লীহা,—ফলগ্রন্থি

ইউনিভার্সিটি কলেজ	৮০১	০০৩	০০১	১০৩	৫০৩
ইউনিভার্সিটি	১০১	০০১	১০৮	৫০১	৪০০
সিটি কলেজ	৪০৮	০০৫	০০৩	১০৯	৪০৫
প্রেসিডেন্সি	৬০৩	০০১	০০১	১০৫	১৪০৪

...ক্ষেত্র, ...ক্ষিত ...ফল,—বড়, ...ীয় ...ংরেজি	
বিদ্যালয়	১৫-৮
বি-এল-এর	
...ক্ষাপী	৯০
ডিগ্রি ...ক্ষে	৪০
সেক্রেটেরিয়েট	৪০৬ ১৪০
সার্টিফ ...ুয়ারেল	৯০৫ ১৩০৬

...মে এমন হইয়াছে যে, ...ো কেহ একবার জাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? পুস্তকের পাঠ্য পুস্তকের ...ক্ষমতাই যে ইহার একমাত্র দূষণ কারণ তাহা বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্ব কালে যখন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত, তখন তাহার সহিত ...ের ...ক্ষমতার যে সম্বন্ধ ছিল, এখন তাহার সহিত সে সম্বন্ধ নাই। অথচ তখন পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। সংখ্যায় কয়েকটি সুনির্বাচিত এবং সুগীত হইলে পাঠ্য পুস্তকই শ্রুতি হইত। এই সেই কারণের তখন আজকাল ছিল না, ছাত্রের অভিভাবকের সহায়তা নিজেরাই পাঠ আয়ত্ত করিত, তাহাতে তাহাদের স্বাধীন চিন্তা শক্তিরও উন্মেষ হইত। তখনকার একজন কৃতিছাত্র কি-না বি, এ পাসের তাহে আজকালকার ছেলে "এম এ" কি আর এল্ "পি এইচ ডি" লাভ করিতেই পারে না। তখনকার তাহাদের অনেকে ...ক্ষমতাশীল, মিলটন,বাইরন আজও মুখস্থ বলিতে পারিতেন কিন্তু এখন কটি ছাত্র তাহা পারেন ?

তখনকার ইংরাজী শিক্ষারও যেমন একটা ...োরা (perfect plan) সৃষ্টি করিবার যত্ন ছিল, সঙ্গত তাহারও অভাব। অধ্যাপক নিজে পাঠ্যপুস্তকে, অতিরিক্ত ছাত্রকে আরও কতখানি নিজে পড়াইতেন বলিয়া ছাত্রের অর্থাগমের জন্য সংস্কৃত লাগিয়া অধ্যাপন করিত না। ফলে ছাত্র, অধ্যাপক, উভয়ে মিলিয়া কিছু ছাত্রের শিক্ষা করিতেন তাহাতে নিজের মুখোন্নতি তাঁহারা গৌণ করিতেন। আর তাঁহাদের অধীত নিজ অর্থাগমের নিরোজিত না হইয়া পবিত্র অর্থাগমেরই অনুকূল হইত।

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা নিজে নিজে যেমন ব্যাপক হইল, তখনকার নিজে ব্যাপক ব্যাপারের শিক্ষালয়ের সেই উভয় প্রণালী অনুসরণ হইত : যাহাই হউক ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা আরও ও পাঠ্য সংক্ষিপ্ত হইত। তখনকার, আমরা, নাম্বরা প্রভৃতি সকল ছাত্রকেই ভাল করিয়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইত। শিক্ষকদের প্রধানতঃ সতীর্থ হইত। ইহাতে বর্ষ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ক্ষমতা, ভাষাতত্ত্ব, ভাব বিকাশ, ভাষার রোক প্রভৃতি থাকিত। এই একখানি পুস্তক পাঠেই ছাত্র প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। সুতরাং পরিবারে পুস্তকের ভারকার ছাত্রকে বহন করিতে হইত না, রাশি রাশি পুস্তকের ব্যবস্থা করিয়া প্রায় প্রত্যেক পুস্তকেরই ভাষার পৃথক ভাবে পাঠের রীতি ছিল না। তখনকার দিনে শুধু পাঠশালায় ঐরূপ শেখা পড়া বিধির অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেন। তাহারা ছোট ছোট কবিতাই ভাষাকে আনে সুর সৌন্দর্যের রীতিশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায় আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্ট ছেলেরও, পাছে মাতৃভাষার কোনোরীতি হইয়া যায়, তাহার ভয়ে সে ভাষার স্থানে অধিকার করিয়াছে।

এখন প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে দুই পাঠশালায় অধিবেশন হইত। প্রাতের ও অপরাহ্নে পাঠশালায় অধিবেশন হওয়ায় ছাত্রেরা নিজেদের আহারান্তে বেশ বিশ্রাম করিতে পারিত কিন্তু এখন বেলা দশটার সময় মাথে মুখে দুটি দিয়াই ছাত্রদিগকে স্কুলকলেজের যেমনাতে অথবা "সাহেব" "মেম সাহেবের" ভয়ে মার্কিনি ছেলের মত ছোটাইতে হয়, কাজেই ক্ষমা, ধৈর্য্য, দৃঢ়চিত্ততা ও সমস্ত আর্য্য এখনকার ছাত্রদের মধ্যে নাহিয়াই আসে। আমার স্কুলকলেজের শিক্ষকেরা ছাত্রদের পড়াশুনার দিকে শুধু দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের নৈতিক চরিত্র ভাল হইল বা না হইল, তাহারা হিন্দুসমাজোচিত' সভ্য আদিত্য হয়ে কি না, তখন বাহিরে গিয়া মিথ্যা কথা, চৌর্য্য, দুষ্টামিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির দিকে মনোযোগ দেন কি না, সে দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না।

কাজেই আধুনিক ছাত্র সভ্যতায় অথবা নৈতিক চরিত্রবলে ছাত্র আর আছে বলা যায়। কলিকাতার

২ আধি আর ধাত্রীর নখের লম্বা ও ধিক্ষ লাগে সেজন্য নখগুলি একটি করিয়া ঘষিয়া রাখিবে।

১২। নিম্ন অঙ্গের সুন্দর রাখা ও নিয়া উহাকে পরিষ্কার রাখা চাই। যে ধিক্ষ ঘর সুন্দরভাবে ঝাঁট দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ঝাঁট দেওয়া ঘর অনেকটা পরিষ্কার থাকে। আবার ঝাঁট দেওয়া ঘরে ধিক্ষ ঘরদুয়ার ধুলা লাগে। সর্বাগ্রে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ঘর ও বিছানা পরিষ্কার রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। ধিক্ষ ধিক্ষ ধিক্ষ ঝাঁট দিবার সময় ঘরের ধুলা, ময়লা, ধিক্ষাঁশ, ধিক্ষাঁশ ও আবর্জনা উড়িয়া থাকে। আবার ধিক্ষানাভাবে সুবিধাজনক স্থানে ধুলা, ময়লার ঝুড়িয়ার, ঝাড়ী ও ঝাড়নটি রাখা থাকে।

প্রস্থানের কাপড় ও ব্যবহৃত প্রসূতি পরিচ্ছদ ধিক্ষ ধিক্ষ ধিক্ষ

ও মাস পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে লোমাবৃতীর পিচ্ছিলী বা লাটাই এক বাটী গরম জলে দুই তিন ঘণ্টা ভিজিয়া রাত্রে শুইতে যাইবার আগে খাইবে।

১১। প্রসূতির অনেকটী বিষয় বিদিত আছে, এবং এইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে প্রসবের বিলম্ব থাকিবে না। অর্থাৎ—যদি যন্ত্রণার হইতে থাকে, আসন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিংবা হাত ও মুখ ফোলা থাকে সারা হইলে ডাক্তার ডাকার একান্ত আবশ্যক। যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয় বা অম্ল প্রস্রাব হয়, বা যদি টাপ দিয়া জ্বর হইলেও ডাক্তার দেখাইবে।

১৩। যদি পায়ে কিংবা শরীরের নিম্ন ভাগে খিঁচুনি ধরে অথবা হাতের বা মুখের টিক্‌ টিক্‌ করে, তাহা হইলে না ঔষধ করিয়া রাখিবে এবং না তোল জিনিষ কিছু পরিষ্কার করিয়া রাখিবে না। যদি আলো হয়, তাহা হইলে নিজেই অন্ধকার করিয়া আসিবে।

১৪। যখন দুটী প্রসবের সময় হয় তখন ঘরে দুইবে, এবং বোতাম দুটী সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে, বিশেষতঃ যে ঘরে প্রসব হইবার সম্ভাবনা, সেই ঘরটী পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। ঐ ঘরে যেন কোন প্রকার জন্তু জানোয়ার যাইতে পারে। ঘরে যেন কোন প্রকার জন্তু জানোয়ার যাইতে পারিবে।

১৫। আলো। ১৬। একটু বেশী।

১৭। প্রসূতিরও সন্তানেরও ছয়ের পূর্ণ বিশ্রাম।

১৮। প্রাতঃবিধি বিকালে অন্ততঃ দুটী বিশ্রাম। সন্তানের কাজে বা শিশুদের খেলাধূলে যেন বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়। বিশ্রামে সকলেরই শরীর সবল হয়।

মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর চারী সন্তানের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নির্ভর করে বলিয়া মাতা যেমন শরীরের যত্ন করিবেন, সেইরূপ মনেরও যত্ন করিবেন। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবেন, সকলের সহিত সদ্ভাবে থাকিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। ভাল পুস্তক পাঠ ও সদালোচনা করিবেন। আনন্দের সময় কাটাইবেন। এই সময়ে স্বামী সন্তানের ও নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন।

মাতার শরীরের।।—প্রতি শিশুরই দুধ মাতা ভিন্ন অন্য স্তন্যের অধিক উপযোগী। অনিবার্য্য কারণ শিশুকে মাতা ভিন্ন অন্য স্তন্য খাওয়াইতে হইলে, মাতার পূর্ণ বয়সেই অন্য কিছু সমর্থ হওয়া প্রয়োজন।

নারী সংস্কার।

[হিন্দু নারী]

ইয়োরোপীয় মানব ও সাম্যবাদিগণ আজ নারী স্বত্বনিধির প্রকৃত রেখিতে পাই। তাহারা বলেন যে তাঁহারা পুরুষের সমান অধিকার চান। তাঁহারা কিসে কতদূর তাহার জন্য পুরুষ তাঁহাদের অধীন করে রেখেছেন। তাঁহাদের মতেই যেন নিয়মানুসারে তাঁহারা অতি অবনতাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছেন সহসা শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা যে অধিকার হইবেন তাহা বিচিত্র নয়। আপনাদিগকে অধীন ও অধিকার হতে রেখিবার অন্যায় ব্যবহারে অন্যায় হইয়া আছে, পুরুষ যেন তাহারা আপনাদের সার্থকতা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা স্বাধীনতা বা শিক্ষা পাইতে চাহিতেই পারেন না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহা না জানা। যে কারণে নারী অধিকার-প্রসূত বা প্রতাপশালিনী ও নিয়ন্ত্রণী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের আর কর্ত্তব্যাদি ছিল তাহা একবার চিন্তা করা

করতে। ছুরি দিয়ে না কাটিয়া ফুলকপি ভাঙাইতে পারিলেই বা কত উপকার। কাটিয়া আনাইলেই কি অমনটির বিকার হইয়া থাকে? কপির পরিবর্তে কি ইহাতে যথেষ্ট কোন ত্রুটি পড়ে হয়, যাহাতে ছিনাকে ইহার এত উৎপাতিটা থাকুক না কেন, ইহাতে আর না বলিবার কি আছে?" আমাদের এ লক্ষীরা যে যুক্তিতর্কে জলাঞ্জলি দিয়াছেন তাহা সত্য ঠিক। দুনুপাড়ার পথে আমরা যে এত উপাদানে এত সময়ের বিলম্ব করিয়াছি সে সম্বন্ধে কোনই আপত্তি করে না। সকালে উঠিয়া চা না খাইলে পরীর থাকে না। যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই, তখন করিবে। "আবদারের সুখ হীরেতে" কাহার কি জানি কখন কোথা হয়!" ইহাতে লাভ হইবে ইহাতে সুখ আছে—এ সুখের জন্য লোকে সুখোচিত শ্রেণীর বহির্গমনাদি হইতে উদ্ভূত, ও আমার একটা বিশিষ্ট নাম। নাম সুখ বলিয়া কিছু নাই। যাহারা এই সকল নিয়ম করিয়াছেন, নিশ্চয়ই, তাঁহারা বড় পাকা ছিলেন, নয় লোকজনকে অযথা যাবার অনুরোধে এই দিবার জন্য কুণ্ঠিত হবি আঁটিয়া ছিলেন। না হইলে এত সম্পূর্ণ নীরসত্ব নিয়ে ঠেলি করা চিরকাল ধরিয়া লোক চলিতেছে কি করিয়া? যাহারা আধুনিক শিক্ষিত তাহারা "ঘরে নিয়ে, এত পড়ে এত খাপ ছেলের এই দীন দুপুরের আলোকে ছাতার ছেড়ে বেরোতেও পারেন না। সবাই বুঝিয়া এখানে সখ্যাপকই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা বলি বাপু,—তোমরা আবার পুরুষের মেয়ে কি করিয়া? তাঁহারাই ত চিরকালের লিখিয়া দিয়া তাহাকে জন্মাইয়াছেন। বাহিরে বলিব—ঘরে গৃহিণী, সবল দিন আফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যখন বাড়ি আসেন গৃহিণীর তখন তাঁর কর্তব্যের সময়—চড়ুর দিবেন "ছেলেটা যে,—সারাটা ছেলে লইয়া কি আর হয়?" কর্তার ফিরিয়া ছোন যাবে সন্ধ্যা পর্যন্তের একটা বিশ্রাম থাকে, যা ছেলে তো আর চলে না। কাজেই ছোলেটিকে কোলে নিয়ে তার উৎপাতটার হাত হতে আর ছুটিতে দিয়ে সময় দিয়া বসিতে হয়। সেই ফিরে ও পরমে ছোট ছোট ছেলে দুটী চিরকার শুরু করিয়া দেয়। পাশের লোকের সন্তোষের অভিব্যক্তির একটি বর্ণও ফুটিতে পায় না; অধিক হইলে ঘটিয়া থাকে হয়, মহাদের ছেলে মানুষ নয় যে ঘিয়াটারে যাবে। ছেলে মানুষের জন্য বলিয়া থাকে আমাই বলিব, ছেলে মানুষের জন্য আপনাকে ঘিরে বলিব আমি না। অথচ ছেলে দুটির কাণ্ড বলিয়া দিবিয়া আসিতে হইবে। অন্য আর একদিনের একটি ঘটনা—সেদিন রোববার। পাড়ে বাঙ্গালীর বাড়ি হইতে কর্তা দুটী পুত্র সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয়ের আবৃত্তি দেখিতে যাইবেন এবং বাজারে কিছু খেলনা পুতুল কিনিতে হইবে। ছোলের যে সাধ বহু ছেলের হয়, তার আবেগটা নিজের কোলের পুতুলটির হাতে হয়ে, আর ওটী পাড়ার ছেলে মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ওটী ওটী চলিয়াছে। গাড়িতে স্থান আছে। তিন কেউ মোটা মানুষ কোল কোলে করিয়া লাভা চলিতে তাঁর ঘর্ম হয়। কর্তার কোলের ছেলের পা যে দুটো ছোড়া কিনিয়া দিবার তাহা এত বড় যে পায়ে থাকেনা, খুলিয়া পড়িয়া যায়। রাস্তার দাঁড়াইয়া পড়ে করিয়া ছুতা পরাইয়া চলিতে সুরু করেন, আবার ছুতা খুলিয়া যায়—আবার দাঁড়াইয়া সুরু পরান। মোটরী সময়ে যাবে কোলে চড়িয়া কর্তার পরিত্রাণে; বর্তার একটুর বিরক্ত নাই—দিয়া নিজিলায়। আমার একদা একবার বলিলাম, "ছেলের, ছুতোটা খুলে কাজ হাতে দিয়ে ছেলেকে খানিক নিয়ে চলুন।" তিনি ছেলে বলিলেন "ছুতো পায়ে না দি ছেলে যাবে)। তোমার ছেলেরা ও এমনি করে কাজে। আমার যাবার আসতি ছেলে হয়েছিল কিনা, এই- করে সেদিনের পাকিয়াছিলেন কিনা—যাবার নাই। এখনকার স্ত্রীলোকের পুরুষ দেখাক এই তাঁহারা নিজের শরীর যাওয়াইতে জানেন, কারণ তাঁহারা শিক্ষিতা। আগেকার স্ত্রীলোকেরা মূর্খ ছিলেন। পুরুষের সেবাকে মূর্খের কথা মো সেবা পূজা বলিয়া তাঁরা ধরে করিতেন। এখনকার শিক্ষিতারা তাহা ধরে করিতেও লজ্জা অনুভব করেন। এবং তাহার সন্তোষ দেবা দিলে যে ও ছেলে-দিলে আরাম আনাইয়া—যাক সেকথা। পুরুষরা যে তাঁহাদের ধর্মী খালাস আছে রাখিয়াছেন সেকথা আদি পর্যন্তোদ্ধারে স্বীকার করি না, তাদের আমরা পাড়া থেকে লোক। যাহা হউক, বিনয় হাজার, বলহ: কৌশলে, আপনে বিনয়ে, অন্যের

আমি ছাড়া কেহ রাজির আছেন। [illegible] অন্যান্য কারণের পুরুষদের [illegible] যাই; পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা যেন কত আস্কারা [illegible] আছে, তাদের [illegible] যদি নিজের [illegible] থাকে সেই ভাল তাদের ঘরে নিয়ে বিয়ে [illegible] হয়। [illegible] বিবাহীত্বের [illegible] বিয়ে [illegible] বহুপাত্রক [illegible], তাঁহারা এমন [illegible] [illegible] [illegible]

প্রসূতি ও ধাত্রী।

সার্জেণ্ট অফিসার
[শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন রায় কর্তৃক]

হুগলী "Baby week" পঠিত

২৭শে ফেব্রুয়ারী—১৯১৫।

১। পুরাকালে মনীষীগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন যে সদ্যঃপ্রসূত ও প্রসূতি উভয়ই অতি অল্প সময় পায়, ও তাহাদের কোনরূপ বাহ্যিক কিংবা মানসিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। সেই জন্যই ইঁহারা সূতক গৃহিণীর আসুর (সূতিকা) গৃহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে কেবল ধাত্রী ও যিনি প্রসূত ও প্রসূতির তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহারা ব্যতীত আর কাহারও যাইবার অনুমতি ছিল না।

২। আধুনিক সময়ে যে সকল উপায় লইয়া এইগুলির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা আমরা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। পবিত্র পরিষ্কার সূতিকাগৃহের পরিবর্তে একটী ছোট অন্ধকার অপরিষ্কার ও বায়ুহীন ঘর যাহা অন্য কোন কাজে লাগে না প্রসূতিকে দেওয়া হয়। যখন আমাদের প্রসূত এবং প্রসূতি উভয়কেই খুব সাবধানে রাখা উচিত সেই সময়ই আমরা একটী অতি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের হস্তে —যে কোন দিন পরিষ্কার কথায় বলে পর্য্যন্ত মুখে না এবং ধাত্রীর যে কি কাজ তাহাও জানে না - এই দুইটী প্রাণীর ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই প্রথাটি যে কেবল দরিদ্র ও অশিক্ষিত গৃহে প্রচলিত আছে তাহা নহে, শিক্ষিত ও ধনীগৃহেও দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। কোথাও কোথাও কতিপয় শিক্ষিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি এই অশিক্ষিতা ধাত্রীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ও কিরূপে প্রসূত ও প্রসূতিদের যত্ন করিতে হয় শিক্ষা দিবার জন্য সমিতি ও ক্লাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই সব জায়গায় কতিপয় অশিক্ষিতা পুরাতন ধাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং সেই শিক্ষার কার্য্য করিতে সক্ষমও হইতেছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের যোলআনার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীরা তাঁহাদের বলিতেছেন, "ওগো বাছা! তুমিত আমাদের বাড়ী আসার অনেকবার আগে আঁতুড় তুলিয়াছ, কই এ সব ত কখন বলিতে বা করিতে পরিও নাই বা দেখিও নাই। তখনও ত আমাদের ছেলেপিলেগুলি বাঁচিয়া থাকিত আর এখন এ সব নূতন বিধিব্যবস্থা কেন? তোমার হাতযশের খোল ঘর, তোমার সাবান, তোমার গরম জল, তোমার প্রসূতির জন্য ভাল খাবার, এর সব তোমাদের কাজ নাই। বাছা তুমি যাইতে পার, আমরা অন্য পুরাতন ধাই ডাকি।"

৪। কতকগুলি নিম্নিখিত সূতিকাগৃহে বিশেষ দরকার, যেমন,—পরিষ্কার হাওয়াযুক্ত ঘর, যোলকলসি চোলঙ্গ, খাবার ও প্রসবান্তের জন্য পরিষ্কার জল, সাবানদিয়ে কিন্তু ভালরূপ ধোবার আর খুব সাবধানে প্রসূতির সেবা চেষ্টা করা।

৫। ধাত্রীর যাহারা ভুলিয়া কার্য্য বলিয়া বোঝান কথা উচিত নয়, কারণ একদিকে দুইটী প্রাণী যাহাদের চেয়ে জগতে আর কি মহৎ কার্য্য থাকিতে পারে? একদিকে মাতা, অন্য দিকে সেই সদ্যঃপ্রসূত সন্তান। কে বলিতে পারে যে যত্নই শরীরের অভাব হউক না কেন, সেই ছেলে একদিন তাহার কার্য্যদ্বারা জগতের গতিরোধ করিবে না? প্রসূতি ও প্রসূতের জন্য যিনি দায়ী হন, সেই ধাত্রী কি তখন ভুলিয়া যাইতে পারেন? এই কার্য্যটীকে একটী মহৎ কার্য্য বলিয়া সকলের ধারণা করা উচিত।

সদ্য লাভ

১। খাদ্য ও স্বাস্থ্য। ২। আয়ু। ৩। ... প্রথম ভাগ শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী বিরচিত; ১৩৩, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ক্রমশঃ ৸৹, ৸৹ ও ১৲ টাকা।

এই তিনখানি গ্রন্থ একই গ্রন্থকারের কৃত। তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থত্রয় রচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। অনেক প্রয়োজনীয় কথা এই তিন গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। তৃতীয় গ্রন্থে বিশেষ উপযোগী। প্রথম গ্রন্থখানিতে—"আয়ু ও আয়ুঃ"—যে সব কথা আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রকৃত বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। মূল শরীরে কি মূলধন, তদ্ব শরীরে কি কি পদার্থ, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি অনেকই প্রকটিত করিয়াছেন। মানুষে মানুষের উপরই আস্থা স্থাপন করে। ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহার মতে মানুষের সঙ্গে নিয়মিত আহার অপেক্ষা, সাধারণতঃ মিতাহার যাহা আহার করা প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক "হার্ব্বার্ট স্পেন্সর" সাহেবও এই কথা বলিয়াছেন এই বিষয়ে বর্ত্তমান যুগে বিশেষ, প্রয়োজনের মত অনেক শিক্ষিত লোকের সমাদৃত।

দ্বিতীয় গ্রন্থ (আয়ু) কি ভাবে থাকিলে মানুষ আয়ু লাভ করিতে পারে, তাহাই বিবেচিত হইয়াছে: কাল নির্দ্দেশের প্রয়োজন কখনও নাই। কিরূপ খাদ্য খাইতে হয়, কিরূপ জল পান করা উচিত, কখন কি ভাবে শোয়া উচিত, স্নানপ্রয়োজন সম্বন্ধে কিরূপে চলিতে হয়, এই সব কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থখানিতে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

তৃতীয় গ্রন্থখানি "আয়ু" সম্বন্ধে। গ্রন্থকার এই পুস্তকে সংক্ষেপতঃ মানবদেহ সম্বন্ধে বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "আমাশয়" "পাচনাশয়" "আন্ত্রিক রস" "যকৃৎ রস" প্রভৃতি সকল কথারই উল্লেখ আছে। যে সব কথা ... প্রথম ভাগে বলা হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মানবদেহের আধারে ও আধেয় সম্বন্ধে যাহা যাহা জানা আবশ্যক, এই গ্রন্থে তাহারও কথা পাওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থকার এই তিনখানি গ্রন্থ সাধারণ লোকের বিষয়ীভূত লিখিয়াছেন। তুলিয়া ট্রিবিলেশনের উল্লেখ বোধ নাই। ভাষা প্রসাদ অবশ্য আছে, বিষয়গুলি বিশদভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ চেষ্টা নিরর্থক নহে। অনেক সময়ই এই পুস্তকগুলি অনেকের পাঠ করেন, তাহা হইলে খুব অল্প ব্যয় রোগের উপশম হইতে পারে এবং মৃত্যুহার কিছুও বিলম্বিত হইবে, মনে করিতে পারি।

অক্ষরের ভাষা, সেলাইয়ের বাঁধা হইলেও, আরও ও সুবোধ্য হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা।

কলিকাতা সিনেট্‌হলে আগামী ২৮শে চৈত্র ইংরাজী ১০ই এপ্রিল হইতে উক্ত সভার বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সকল সঙ্কট পাঠের এবং ব্যবসায়িদের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দুই দিবস এবং উপাধি পরীক্ষা চারি দিবস গৃহীত হইয়া থাকে। সঙ্কট ও ব্যবসায় কবিতা বিষয়ে কেবল উপাধি পরীক্ষাই গৃহীত হইয়া থাকে, ইহার কোন পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট নাই। সঙ্কট পাঠ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক "সঙ্কট এসোসিয়েসনের" দ্বারা কেবল আদ্যপরীক্ষার পাঠ্য ও মধ্যপরীক্ষার অতিরিক্ত পাঠ্য এবং উপাধিতে মৌখিক পরীক্ষাসূত্রে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা থাকে। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী।

উর্দ্ধতন ছাত্রগণ যোগ্যতানুসারে স্বর্ণপদক প্রভৃতি এবং পরীক্ষকেরা প্রেমচাঁদ "রায়চাঁদ" প্রভৃতি উপাধি পাইয়া থাকে। পরিচালকদিগের আগামী ১০ই চৈত্রের মধ্যে সম্পাদকের নিকটে আসা, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার জন্য ১৲, ২৲ ও ৩৲ টাকার সহিত ব্যবস্থাপিত আবেদন করিতে হইবে। সম্পাদক শ্রীনীলমণি সাহানায়, সভা-কার্য্যালয়—১৪। ২ এ মদনমিত্রবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিক্ষা সংবাদ

"WANTED a B. SC. and an M. A. on Rs. 40 to 50, and Rs. 25 to 30/- respectively. Tuitions available. Apply to the Secretary, S. S. A. Institution, Hat-Sridharpur P. O. (Burdwan)" 343-

WANTED an experienced Matriculate trd Taster for the Masat M. E. School on a salary of Rs. 15 to 20 according to qualifications. A Kayastha is preferable. Boarding and Lodging Free on Private tuition. He must stick to the post at least for 2 years. The place is healthy and 15 minutes walk from the railway station.

Apply to the Secretary Masat M. E. School. Vill. & Po. Masat, Dt. Hooghly.

WANTED an experienced I. A. passed Head Master and a Normal 3rd year passed Head Pandit, for the newly started M. E. School on a Monthly Salary of Rs. 25—30, and Rs. 20—25, respectively, with fair prospect of increament (free board and lodge). Apply sharp with testimonials on or before the 20th March; to the Secretary.

P. O. Sonachaka.

Noakhali.

বর্দ্ধমান জেলায় পলাশী এম, ই, স্কুলের জন্য সত্বর একজন বর্ণপরিচয় হৈমাষিক বেতন, পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে মাসিক ২০৲—২৫৲ টাকা। ফ্রি থাকিবার বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। আবশ্যক জানা শুনার নিকট হইতে ধার্য্য করা সম্বন্ধে জানিয়া প্রস্তুত হইবে। শীঘ্র যোগাযোগের নিকট আবেদন করুন। ২৮৩—

"ইসলামী ধর্ম বিদ্যালয় স্কুলের জন্য একজন ইংরেজী জানা মৌলবী সাহেব আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে আহার ও বাসস্থান ফ্রি। মিউনিসিপাল ইলেকশন সম্বন্ধে আবেদন করিতে হইবে।"

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ঘোষ।

সেক্রেটারী ইসলামী ধর্ম বিদ্যালয় স্কুল, পোঃ ইসলামী।

(জেলা ফরিদপুর) ২৮৩—

বরিশাল জেলার ৪র্থ শ্রেণীর স্কুলের জন্য একজন ইংরেজী জানা মৌলবী সাহেব আবশ্যক। বেতন মাসিক ২৫৲—৩০৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান ফ্রি।

সম্পাদক—

বরিশাল—মাঃ ঘাঃ স্কুল

বরিশাল—পোঃ; জেলা বরিশাল। ২৮১—

বরিশাল জেলার ৪র্থ শ্রেণীর স্কুলের জন্য ১ম আই, এ, পাশ অভিজ্ঞ মুসলমান হেডপণ্ডিত ও ১ম আই, এ পাশ সেকেণ্ড পণ্ডিত আবশ্যক। বেতন ৩০৲ হইতে ৪০৲ ও ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা। প্রাইভেট আহার ও বাসস্থান পাইবেন। স্কুলটী D. D. R. ইউনিয়নের সীমার হইতে ও মাইল দূরবর্ত্তী। গ্রাম পরিষ্কার, সেঃ—ঘাট আছড়িয়া, জেলা বাকুড়া।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক, হরিমুখা বোর্ড মাঃ ইঃ স্কুল। ২৮২—

"অন্তাগ্রাম মাঃ ইঃ স্কুলের জন্য একজন বর্ণপরিচয় পাশ বেতন পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন মাসিক ১৮৲ আহার টাকা ও খোরাকী পাইবেন। প্রাইভেট টুইশন দিলিবে ও বেতন বৃদ্ধির আশা আছে।"

গ্রাম—অন্তাগ্রাম, পোঃ, ই, স্কুল,

পোঃ অন্তাগ্রাম। ২৮৪—

(জেঃ বর্দ্ধমান।

"সাঁওতালি এম, ই, স্কুলে মুহুরির যৌলবী আবশ্যক। বেতন ১৫৲ টাকা আঃ যা জিঃ। সেক্রেটারী, পোঃ আলিবাগ (বাজসাহী)"। ৯৩০—

WANTED at once a V. M. teacher on Rs. 22—per month and a G. I. passed teacher on Rs 15—per month with provident fund. applications are to be sent to the Secretary.

Santosh Kumar Banerjee.
Secretary,
Bengali Boys' M. E. School, Ranchi. 963

WANTED a normal passed Pandit for Ratadanga M.E. School,on Rs 16—per month with free board and lodging."

Headmaster.
Ratadanga M. E. School.
P. O. Narail Dist (Jessore) 968

"ঈশপুর ইউনিয়ান মাদিকা বিদ্যালয়ের জন্য অভিজ্ঞ পাশ করা একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। কিঃ যোঃ সাহায্য সহ মাসিক বেতন ১৫৲। আঃ যাঃ খরচ।"

শ্রীহরীশ মোহন দাস চৌধুরী,
সম্পাদক—
পোঃ ঈশপুর (ফরিদপুর)। ৯৬৬—

বর্দ্ধমান্ জেলার ছোট ঐরাল নগর ইংরাজী স্কুলের জন্য মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে একজন বর্দ্ধমান ট্রৈবার্ষিক ফেল্ পণ্ডিত প্রয়োজন। প্রাইভেটে আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

সেক্রেটারী—
ছোট ঐরাল নগর ইংরাজী স্কুল।
পোঃ—কাইতি, জেলা বর্দ্ধমান্। ৯৬৯—

"ফেরিঞ্চি নগর ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন বর্দ্ধমান ফেল্ পণ্ডিতের প্রয়োজন। বেতন ১৫৲। আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

সম্পাদক ফেরিঞ্চি এম, ই, স্কুল।
পোঃ—ফেরিঞ্চি, ২৪ পঃ" ৯৭০—

"একজন বর্দ্ধমান ট্রৈবার্ষিক পাশ ফেল্ পণ্ডিত আবশ্যক। বেতন মাসিক ১৮৲ টাকা। আহার ও বাসস্থান পাইবেন। সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

সেক্রেটারী—
রাজগ্রাম নগর ইংরাজী বিদ্যালয়।
পোঃ—বলরামপুর, যশোহর। ৯৭১—

WANTED A Head master for the Rajganj M. E. School, P. O- Rajganj, District Jessore Only experienced I. A.s', & I.Sc.s' with Mathematics in their Intermediate subjects need apply. Place healthy. Pay Rs. 20—25 with free board and lodging on a slight tuition. Apply to the secretary."

Rajganj M. E. School Committee.
Jessore. 961

যশোহর জিলার অন্তর্গত বড়দিয়া নগর ইংরাজী স্কুল ফেল্ পণ্ডিতের পদ খালি হইয়াছে। ঐ পদে বর্দ্ধমান ট্রৈবার্ষিক পাশ অভিজ্ঞ একজন লোকের আবশ্যক। বেতন ২৫৲, বোর্ডিং ও থাকিবার জিঃ। মাসিক বা ত্রৈমাসিক আবেদনই বাঞ্ছনীয়।

Apply to :—
Secretary Bordia M. E. School. 972

"WANTED a (old scheme) Final-Madrasa passed experienced Head Moulavi for the Bheramara-Chandipur J. K. Institution (Nadia) on Rs 25/- per month with free board and lodging. The place is healthy and is very near the Bheramara Railway station. (E. B. R.) Apply to the Secretary, with copies of testimonials before the 31st March, 1925."

গড়ুক্‌শান গেজেট

২৮ নম্বর

সর্ব্বত্র সমদর্শনং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

সংসারে দুর্লভং বস্তু সপ্তৈ বস্তু নিরাময়ং। আদৌ ধর্ম্ম স্তথা সত্যং সত্সঙ্গশ্চ পরায়ণং॥

ধনং দেহোপকারার্থং ধর্ম্মার্থং বিত্তমার্জ্জয়েৎ। ইদং শরীরং ধর্ম্মার্থং শরীরস্য হি কারণং॥

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ২৯শে ফাল্গুন ১২৩১, ১৩ই মার্চ্চ, ১৯২৫ ৮ সংখ্যা

ভক্তের যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য।

আশ্রমস্থ প্রবীণভক্তের উপদেশ

[শ্রীযুক্ত আশুতোষ প্রবীণভক্ত মহাশয় লিখিত]

অযোধ্যা মহাপ্রভু বৈষ্ণব
১লা বৈশাখ, ১৩১৫।

স্বামীজী, এই যে কাল এত সাধু দর্শন করিয়া আসিলে, কি দেখিলে বল, তুমি? কি বস্তু লক্ষ্য করিলে? অনেক জিনিষই দেখিলাম বটে, কিন্তু জ্যোতিঃ—যেটা যার সাধুদের থাকা উচিত, তাহা দেখিলাম না, তাহাতে মনে হয় যে একটা জিনিষ, আমার অভাব দেখিলাম।

"যাঁহারা সকলে ভক্ত হইবেন, কিন্তু যোগাভ্যাস নাই বলিয়াই যোর হয় নাই।"

মুখের মত কথা বলিয়াছ ভক্ত। যোগ না করিলে কি কেহ কখন প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে? ভক্তি সাধনে যোগের আবশ্যকতা নাই কে বলিল? যত ভক্তি-গ্রন্থ বৈষ্ণব গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি প্রায় সকল গুলিতেই প্রাণায়ামের উপদেশ আছে। বাস্তবিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সাধুই প্রাণায়ামাদি সাধনের কথা বিশেষভাবে বলে। কিন্তু ইহার [illegible] আলোচনার উদ্দেশ্য এ

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐক্য সাধনের পথ অবলম্বন করিতে হয়; বৈচিত্র্যের আশ্রয় বর্জিতে হয়। যদি কেহ ভক্তিমার্গের সাধন করিতে চাহেন, পরে ভক্তিমার্গানুসারিগণের নিকট যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার ঐ সেই পথ ধরিয়া চলা উচিত, এদিক—ওদিক করা উচিত নয়, তবেই ঐক্য ফল পাইবেন। শাণ্ডিল্যঋষি বলিয়াছেন, "সমাধি-সিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।" যদি তোমার ঈশ্বর প্রণিধান ঠিক হয়, অর্থাৎ যদি ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে, তোমার সমাধি সিদ্ধি হইবে। কৈ, তাহা তোমার হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার সাধন ঠিক হয় নাই। (প্রবাস ফেরত স্বামীজীর শ্রীমুখ হইতে আধ্যাত্মিক—ঘ—ঘট্‌যোগের সহিত ভক্তিযোগের পক্ষ বিপক্ষ যে উপদেশগুলি শ্রবণ করিয়াছিলাম, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

ভক্তিমার্গ ও প্রেমযোগী।

ভক্তি কাহাকে বলে? "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরে যে পরা অনুরক্তি তাহাই ভক্তি। তাহা হলে হয়। যখন বিষয় বৈরাগ্য হয়, তখনই ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়। বিপরীত (opposite) দুটী বস্তুর উপর এক সময়ে (simultaneously) রাগ (Attraction) বা দ্বেষ (repulsion) হয় না। বিষয়ে বৈরাগ্য হইলে তবেই নিষ্কামশক্তির জাগিবে এবং ঈশ্বরে পরাভক্তি পরাজ্ঞান প্রয়োজন। প্রেমের জন্যে, ঈশ্বরে ও ঈশ্বর ভাব, ভক্ত, ভগবান এবং সমস্ত তাহা, এবং প্রেমাস্পদের দোষ, কৃষ্ণত্ব ও পূর্ণে ও তাহাই ঈশ্বর—ঈশ্বরের—কৃষ্ণত্ব। দুধি যেন ঈশ্বরের (ঈশ্বরের) দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, তোমাকে অন্যের দৃষ্টিতে হইবে, অন্যের (বিষয়) হইতে দৃষ্টি সরাইতে হইবে, ঈশ্বরমুখি চিত্তের অন্তর্মুখি করিতে হইবে, যেন আপ করিয়া কৃষ্ণত্ব করিতে হইবে, এই কথাই তোমাকে প্রাণপণে করিতে হইবে—তবে তোমার ভক্তি হইবে।

ভগবানের নিকট, শাস্ত্রের কথা, ঈশ্বরের কোন একটী অঙ্গ একটী ধারণা করিতে হয় না। "তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না," "সমাধি বিনা তত্ত্বজ্ঞান হয় না" এ সকল কথা সাধারণের জন্য। তবে সমাধির দুই প্রকার উপায় আছে (১) ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সমাধি হয়, এবং (২) কোন একটী বিষয়ে ধারণা করিয়া, ধ্যান করিয়া সমাধি হয়। ইহা হইতে বিশেষত্ব জানা হয়। দুইয়ে অন্যান্য ভেদ নাই। সেই অবলম্বন ভগবৎতত্ত্ব। তাহার সহিত কারণ কি? সাধুসেবা গুরুকৃপা।

ভক্তি অঙ্গ প্রেম হইতে হইলে, প্রথমে বিষয়ত্যাগ হওয়া চাই। সত্য হইলেই সত্য বা জ্ঞানের প্রকাশ আপনি হইবে, কিন্তু প্রেম হইবার নিমিত্ত প্রথমে অনেক সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞান কি বস্তু? জ্ঞানের স্বরূপ কি? আমরা বলিয়া থাকি, পূর্বপরিচিত পদার্থের সহিত সাদৃশ্য—বৈসাদৃশ্য বিচার দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু ইহাতে পূর্ণ সন্তোষ হয় না, তাহা হইতে "সমাধি বিশেষাভ্যাসাৎ"

কৃতকৃত্যতা।

[পূর্ণাবয়বি]

[রায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্-এ, বি-এল্]

লক্ষণ

প্রথমে "লক্ষণ" সম্বন্ধে কিছু বলিব। অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া, লক্ষণের দিকে অগ্রসর হইলে, সহজেই বোধের অনুকূল হইতে পারে। কথাটী বোধের অনুকূলে এবং, কিন্তু লক্ষণ বলিলে, লক্ষ্য লক্ষিতের অর্থ পূর্বে উপলব্ধি করা আবশ্যক। পূর্বোক্তের অর্থ না থাকিলে, অর্থ লক্ষণের কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। এমন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, লক্ষ্য

করিতে কি বুঝি? আমরা সকল সময় এই কথার ব্যবহার করি। আমরা "সঞ্চয়" এবং "মিতব্যয়িতা" শব্দগুলির সকল সময় এই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। সঞ্চয় শব্দের অর্থ ভবিষ্যতে অধিক অর্থ লাভ করিবার জন্য বর্ত্তমানে অল্প ব্যয় করা। মিতব্যয়িতারও এই অর্থই আমরা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সঞ্চয়ের (Saving) প্রকৃত অর্থ, বর্ত্তমানের ভোগ-বিলাস অধিক পরিমাণে ভবিষ্যতের জন্য কিছু স্থগিত রাখা (postponed consumption)। কার্য্যতঃ এই কথার মিতব্যয়ী ও অমিতব্যয়ী উভয়েই ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে আবশ্যক হইবে না, তাহার সঞ্চয় নিরর্থক। যে ব্যক্তি মনে করে যে সে ভবিষ্যতে বাঁচিবে না, সে কখনও কিছু সঞ্চয় করিবে না। অতএব যাহা বিজ্ঞের মতো পরিত্যাজ্য, এবং যাহা পরিত্যাগ করিলে প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা, মিতব্যয়িতা বলে তাহা নিজের ভবিষ্যৎ অর্থই সঞ্চয় করিয়া থাকে। কেবল মাত্রাজ্ঞানের অভাব দুষ্ট হয়, অর্থ কিছু ঈশ্বরের বিরুদ্ধ বলে নহে, একথা বলিলে চলে না। যে কারণে দুষ্ট অভাব সাধন করা পরিত্যাজ্য হয়, এই উদ্দেশ্যের জন্য

কি উপায়ে ধন অর্জ্জিত হইতে পারে, এখন তাহার কথা বলিতে বিরত হইতে হইবে। আমি ব্যক্তিগত অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসি নাই। ব্যক্তিগত অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং ব্যক্তিগত ধন-সঞ্চয়ের কথা আলোচিত হইলো, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। সকল অবিবাহ উপায় বিধিবদ্ধ; প্রথমতঃ বিদ্যে সাধারণের অধিক অর্জ্জিত অর্থ হইতে বিনিময় অর্থ সঞ্চয় করা, দ্বিতীয়তঃ বিনিময় ভাল অপেক্ষা দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া, প্রথম অবস্থা হইতে বিনিময় অর্থ সঞ্চয়ের নিক্ষেপ করা। এই দ্বিতীয় উপায়টী অবলম্বন করা সহজ নহে। আমাদের দৈহিক বল অন্যান্য জাতির তুলনায় অল্প। বিনিময় ভাল পরিশ্রম করিতে, আমরা প্রায় হইয়া পড়ি। বহুসংখ্যক অধিকতর পরিশ্রম অনেকের পক্ষে চালানো হয়। বিশেষের মত, কারখানার আইনের (Factory laws) প্রচলিত হওয়ায়

এই সব বিষয়ের অধিকারের বৈধিক কার্য্যকারিতা বিশেষ করিয়া হ্রাস করিয়াছে। অনেকের মতে কারখানা বিশেষ অনিষ্টের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দুই কারণে অল্প পরিশ্রমে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের পক্ষে এখন আত্মত্যাগী হইয়া সঞ্চয় করা সম্ভব। এই সঞ্চয় করার নাম "মিতব্যয়িতা" (thrift)। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে সাধারণতঃ মিতব্যয়িতার অবলম্বন করিয়া থাকে।

কিন্তু ইদানীং মিতব্যয়িতার নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। "সমাজতন্ত্রবাদিগণ" (Socialism) বলিয়া এক সম্প্রদায় বিশেষ ইউরোপখণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মিতব্যয়িতার অর্থ বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা করিয়াছেন, বলে হয়। শ্রমিক সম্প্রদায়ের অধিকারে যে কয়েক জন বিশিষ্ট মি: জন বার্ণস (Mr John Burns) সমাজতন্ত্রের মধ্যে একজন প্রধান লোক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সুযোগ আমার হয়। তাঁহার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে তিনি "সমাজতন্ত্রবাদিগণ" সকল সম্প্রদায় সহিত বিশেষ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন, তিনি সঞ্চয় বা মিতব্যয়িতার নিন্দা করিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার উক্তি এই :—

"Profit was invented by capitalistic rogues to beguile fools to destruction and to deprive honest fools of their diet and proper comfort"

"অল্পবুদ্ধি নিরীহ লোকদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য অসৎপ্রকৃতি ধনিকেরা "মিতব্যয়িতার" উদ্ভাবন করিয়াছেন। দুর্বল, নির্দ্দোষ লোকদিগকে অনেক আহার ও বাহ্যিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।"

মি: বার্ণস এরূপ বিশ্বাস করেন—"সমাজতন্ত্রবাদিতা" (socialism) সম্বন্ধে তিনি অনেক পুস্তকাদি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিগুলির এখানে উল্লেখ করিয়া বিশেষ কোন ফল হইবে না :—

"The aim of the socialist is radically at variance with thrift"—To the socialist," he

continues, 'labour is an evil to be minimised to the utmost. The man who works at his trade or avocation more than necessity compels him or who accumulates more than he can enjoy, is not a hero, but a fool from the socialists' standpoint." (socialism, its fallacies and dangers by frederic sillar.)

"সমাজতন্ত্রবাদীদের (socialists') উদ্দেশ্য আর বিভিন্নরকমের করা যুক্তিঃ অবৈজ্ঞা—বিভিন্ন প্রকার। সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনৈতিক পরিশ্রম একটি অন্যায় ব্যাপার—যতদূর সম্ভব, প্রত্যেকের কম উচিত, এই তাঁরা বলেন। যে যতোটা পরিশ্রম করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহার বেশি যে কারণে হয়তো পরিশ্রম করে, কিম্বা যিনি যতো ভোগ করিতে পারে, তাহার অধিক অর্থ সঞ্চয় করে, সে দুর্বৃত্ত নয়ে, নিতান্ত অজ্ঞানী মানুষ। অন্ততঃ সমাজতন্ত্রবাদীদের তাই।"

অনেকে হয়ত করিতে পারেন, যে সমাজতন্ত্রবাদিগণের এরূপ অদ্ভুত ধারণা কেন হইল? ধনবন্টনের প্রতি তাঁহাদের এত বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ কেন? কারণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যাঁরা ও দুঃখ সকল মানুষের সমভাবে ভোগ করিতে পারে- অন্যের বৈষম্য না থাকে—এই তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। কঠিন ভোগে অথবা পরিশ্রম করিয়া ধনশালীদের সমৃদ্ধির উপর করিয়া তাঁরা, ইহা বিচার অসঙ্গত। অসমান ধনবিভাগ (Unequal distribution of wealth) হইতে বিচারের হয়, এই তাঁহাদের মতামতের অভিপ্রায়। যদি সঞ্চয় করিতে হইলে শ্রমিকের অথবা পরিশ্রম করিতে হইবে এবং তাহার ভোগলালসা আরোগ্য প্রবল সহজেই সমাজতন্ত্রে ফলীভূত হইয়া যাইবে। ধনিকদলের বিশেষ ক্ষতি হইবে করিতে না—যত কিছু দায়িত্ব ভোগবিলাস তাঁহাদের জন্য। কিন্তু বৈষম্য সমাজতন্ত্রবাদীরা হাতে মনে করেন।

এই মত কিন্তু অনেক বিদ্বান, চিন্তাশীল, বিচক্ষণকে সমর্থন করেন নাই। তাহাদের মতামত অন্যরূপ, যে তাহা অনেক সময় উন্নতির কারণ অনুচিত বিদ্বেষের করিয়া। "ষ্টানলে জেভন্স" সাহেব (L. Stanley Jevons) প্রভৃতি প্রখ্যাত বিদ্বজ্জনেরা—তিনি বলেন :—

"The best thing to do with wealth is to keep it and let it grow by interest or even to neglect the interest and keep the gold itself."

"অর্থ সঞ্চয় করাই বিদ্বান লোকে বিধিসঙ্গত কার্য। সঞ্চয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। বৃদ্ধি না হউক সুদের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল অর্থ ও মূল্যবান উপযোগী বস্তু সঞ্চয় করাও প্রশংসনীয়।"

"কেজন সাহেব" বহুদূর বুদ্ধিমান, সঞ্চয়ের ঘোরে বিরোধী নহেন। এমন কি কেবল ব্যক্তিগতভাবে তিনি দ্বিতীয়ের মত করেন না। এ কথা অবশ্য স্বীকারযোগ্য নহে।

গাইড (Gide) সাহেবও এরূপ বিষয়ে বিচক্ষণ। তাঁহার মত এই :

"Saving possesses as a whole the same utility for society as for individuals—it provides for future wants. No progressive nation can do without it."

"সঞ্চয় করিতে পারিলে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যে উপকার সম্ভাবিত হয়, সমাজের পক্ষেও তাহাই। ভাবী অভাব পূর্ণ করিবার ইহা একটি প্রধান উপায়। উন্নতিমান জাতিমাত্র, সঞ্চয় বিনা, অগ্রসরের পথে অগ্রসর হইতে পারে না।"

ফিলাডেলফিয়া, ডি. রিচার্ড সাহেবও (Richard. T. Ely) অনেক বিচারবিদ। তাঁহার কি মত, নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি হইতে প্রকাশ পাইবে :-

"To provide for old age or possible accident may be a sufficient motive for saving in some cases, but saving is stimulated when the goods saved will bring an increase."

"বৃদ্ধ বয়সের কিম্বা কোন দুর্ঘটনার জন্য অর্থ সঞ্চয় কোনও কোনও স্থলে একটি যথেষ্ট কারণ হইতে পারে কিন্তু যে সব দ্রব্য সঞ্চিত হইলে পরে বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ দ্রব্য সঞ্চয়ের জন্য লোকে অধিক উৎসাহিত হয়।"

অধুনিক ইংলিশ বৈজ্ঞানিক "সমাজতন্ত্র ক্রাউয়ার" সাহেবের মত একেবারে পৃথক। Why men strike)

আমার মনে পড়িতেছে। তাহাতে "ডিসিপ্লিনারি" কি অর্থে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"We might almost define thrift as consuming less than one produces for the purpose of being able to produce more."

এই ব্যাখ্যাটি অতীব সুন্দর। বাস্তবিক মিতব্যয়িতার সকলের মূল উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে অধিকতর উপার্জন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মিঃ বোরাক (Mr. Borsack) তাঁহার একটি পুস্তকে (Another view of industrialism) সঞ্চয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও সুফল সমূহ বিশদরূপে বুঝিতে পারেন নাই বিলাসিতার সমর্থনের মূলে উহার বিশেষ ঐক্য আছে বলিয়া, বোধ হয়। কথাগুলি এই :—

"Accumulation, then, is the source of wealth. It depends on a moral quality, self-denial. It is therefore a duty."

"সঞ্চয়ই ধনাগমের কারণ। আত্মসংযমরূপিণী সুনীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহা কর্তব্যের মধ্যে।"

গ্রন্থকার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"An accumulation is a moral discipline, a personal advantage, an industrial necessity and a patriotic duty."

"বস্তুতঃ নৈতিক অনুশাসন, ব্যক্তিগত সুবিধা, শিল্পের আবশ্যকতা, স্বদেশপ্রেমিকের কর্তব্যকর্ম,—সঞ্চয় সবই সমর্থন করে।"

এই সব উদ্ধৃত বাক্যের বিচার আলোচনা করিলে সকলকেই সঞ্চয়ের সকল অংশের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, ভবিষ্যতে আর দ্বিরুক্তি নাই। কেহ কেহ বলেন, যে সঞ্চিত ধন কালসহকারে বিলাসের বাসনায় বাধিয়া বিরোধিতা করা উচিত। যার কোনরূপ আয়ের বাসনা, সঞ্চিত ধনে সুবন্দোবস্ত বা বিনিময়ে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। আমাদের অভিমত এইরূপ। পূর্বোক্ত সঞ্চিত অর্থই ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলধন হইয়া সমষ্টির যে অর্থ সঞ্চিত হইবে, তাহাতে সকল মূলধনের বহু টাকা অন্যের গাত্রদাহের যোগী হয়। অন্যের জন্য বিনাশিত হইবে। সেইরূপ মনে হয় যে সকলের অন্নের অসংস্থান কি বিষয়ে কি সুনীতি এই পথই নির্দেশ করিয়াছে।

এ কথা উত্থাপিত হইতে পারে, যে ব্যবসায়ের এত বিস্তার কেন? কাপড়ের এত মিল কেন? কলিকাতা সাধারণতঃ নিজের প্রয়োজনের যে কয়লার আবশ্যকীয় ব্যয় করিতে সমুচিত না হইবে কেন, বিদেশে যাইয়া যায় বিশ্ব কোহিনূর অন্বেষণ করে পড়ে। সকলের এই উদ্দেশ্য সাধারণের ও অসঙ্গতির নেই জন্য প্রয়োজন নিকট। পরে যে বলিয়াছেন :—

"Whatever saving involves a curtailment of the necessary wants of men, the effect is rather bad than good."

"মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার পক্ষে আবশ্যকীয় আহার্য্য ও অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্কোচ করিলে, ফল শুভের বা হইয়া অশুভই হয়।"

পরিশেষে, আমার মনে হয়, সুখে থাকিতে ভূতের ভয়ে অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ভাবে জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ করিলে, সেই অর্থের আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহে তত উচিত। কিন্তু আড়ম্বরে, পুষ্টিকর আহারে শরীর রক্ষা করা, পরীর চিত্তার বিনোদনের জন্য, বিদ্যা প্রেমী পুস্তকের চিরসহযোগিতা। উচ্চচিন্তাসহকারে এবং এই সব অভিধার ভূষিত হইবে অনেক (plain living and high thinking)। এই পথ অনুসরণ করিলে, অনাবিল সুখের ও অমৃতময় অন্ন মিলিবে। অর্থ সঞ্চয়ের অনুযায়ী ব্যাখ্যাত হইবে না। চরিত্রিত্ব অভিভূত হইবে। • বিদ্যালঙ্কারের বিদ্যুৎপূর্ণ লিখিয়াছেন :—

"কর্তব্যঃ সকলে মিতঃ সঞ্চয়ো সাধিকঃ"

"এই অভিপ্রায়ের মূলকথা আর কথায় কি সুন্দররূপে বিবৃত!

মুক্তি স্নান।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করিতেছিল। বিমর্ষবিষাদিত হৃদে তোমার দিকে তাকিয়া লুসির মনে হইল, সে কি তুমি ঠাকুরা ছিল! কেন ঠাকুরাদিদির ও কথাকে কি সে এমনি ধীর মনে উত্তর দিল, "আহা! তোমারও যে দুইটি ছেলেমেয়ে ছিল, তাহা ত আমি কখনো শুনি নাই। তাহা হইলে এই ঠাকুরাটার তোমরা কিছু কিনে থাকবে।" মালতী বিস্ময়পূর্ণকণ্ঠে বলিল, "দিদা, একটা ঠাকুরা কি কেহই কাহাকে দেয় না, যদি একান্তই তোমার ইচ্ছা হয়, টাকা আনিয়ে দুকান পরদা তোমার হাতে যাবে।" আমার কি তাহা বিলিবার পরক্ষণে পরক্ষণে আসিয়াছিল। একথে তাহার বাকাস্ফূর্তি হইল, আমা ঠিকানা করিয়া বলিল "ও মিলিবী, এই বুঝি তোমার কিনে দেওয়া?" তেলুকা তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "দুই মাগুরো আমার, তোর সকল তাতে দরকার কি? আমি যে মনে বুঝি তাই করি।" তেলুকা মনে মনে ইহাদের সকল কথা প্রত্যুত্তরের প্রয়াস না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন সময়ে আর সকলে করিয়া পুরিয়া সেখানে আসিয়া দেখেন, কখন ছোট ছেলের মেয়েটাকে কোলে লইয়া, তাহার হাতে একটা টাকা গুঁজিয়া দিতেছে। দেখিয়া পুরিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওরে, ওটা মেয়েটাকে কোলে নিতেছিল, তোর মেয়ের কাছে না। তুই এখনকার ছেলে হয়ে গেছিস। বাবিয়ে যে নাবিয়ে যে। এ আবার তুই কি করছিস, টাকা তোমার দেলি?" তেলুকা একটু চুপ করিয়াছিল পুরিয়ার প্রশ্নে বলিল, "আমাদের কাছ হইতে নিতেছি দিতেছি তেমন এখনে। পুরিয়ি বলিলেন তবে কি তোর মাহারী করিস্ তেলু, তেলুকা তাহা কি যেন ভেবে কিছু ক্ষণ মনে মনে বলিল "এই মেয়েটি কিছু খাবার তেমে আমার দুইটা ছেলে খাচ্ছে। বিলক্ষণ সামান্য বিষয়ের পরস্পরে কত লোক বলে তোমরা ছেলে হারা না, আর এই সকল সামান্য জীবন রক্ষার জন্য শান্তির জন্য একটা টাকা দিতে বলে কারও লোভ এই কি সকল মানুষের ধর্ম না?" তখাপিও পুরিয়ি বলিল যে সে তাহা জানি ও। তবু তবু মেয়েটাকে দিয়ে সকল কথা লাগিয়ে যাচ্ছিলি।" তেলুকা কঠিন স্বরে বলিল, "তা তুমি সন্তানের জননী হয়ে একটি দুঃখী দরিদ্র মানুষকে একটা টাকা দিতে বাধ হয় না। সত্য বলছি, যদি এ টাকা এই মেয়েটিকে দিতে না পাই তো দিয়ে ফেরে যাব তোমার মেয়ে যাবে না।" এইবার পুরিয়ি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি অলক্ষণে কথা বাড় চাল যে বাছা কি দিবি। দিয়ে বিদায়ের কোরে যাও।" চারিপাশে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল। সকলে এই কোমল প্রাণের মহত্ত্ব দেখিয়া নিজ নিজ বিষয়ে স্তব্ধ হইয়াছিল। সহসা জনতা ভেদ করিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ভাবের আগন্তুক করে ধনী পুরিয়িকে বলিয়া উঠিলেন। "না, তুই বড় দুরাবস্থা মেয়ে দেখেছিস্। আজ তুই আমাদের বাড়ির মান রক্ষা করেছিস্। তোর চাওয়াই যথার্থ মুক্তি-দান।"

বাল্য বিধবার খেদ।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১

সাধের বসন্ত মোর শুকায়ে আমার।
কত ভালবাসি তোরে তোমেছি যতন করে,
ফুরাল সকল মোর সাধ আহ্লাদ আমার।
সাধা ছিল তুলি পাখী এমনি গাই তোমি,
সাধ হয় তোরে আজ তুলি বাহু ধরে,
সাধ পাখী আর তবা মিলিছি আমার।

২

সাধ যবা অনুরোধ করি বাঁধ বাহু,
এতদিন তোমরে যাবিয়াছি সুখে ধরে,
ভাবিতেনা আজ কিরে মিলিছি আমার?
আজি যে হৃদয় মনে মিলনের মিলনেতে;
তাই সাধি পাখী গাও মধুর আমার,
তোমারে শান্তি আজে আনিয়ে আমার।

৩

পাখায় বসন্ত রাখে পরাণ জুড়ায়।
কবিয়াছি বড় দোষ প্রিয়ারে বিদায়।
মোর দুখ দেখে প্রাণে কেহ না আছে।
বিনু পাখী তোর প্রাণে বুঝিতে না মন প্রাণে।
এখনি এখান হতে যাব উড়ে যাব,
মনের আলা মন যদি না নিভায়।

৪

না না পাখী তোমা আমি জীবনের ধন।
পারিবনা তুই বোলে বিদায়িতে অকারণে।
পারিবনা তোমে ছেড়ে জুড়াতে জীবন।
তুই চলে গেলে পরে কে আর বুঝিবে মোরে
আর কি দেখিব পাখী তোমার বদন,
তোমা'ত প্রিয়া পাখী জীবনের ধন।

৫

পিঞ্জর হইতে পাখী এল ফিরি ফেরে
অভাগী'র বাক্য শুনে পাখা দুটী ঝাপটিয়ে
কাঁদিয়ে সাধের তারে যায় ধরা উড়ে।
বালা যে ফিরিয়ে করি এল অভাগিনী নারী
ফেলে অশ্রু অবিরল পড়ে মুখ মোর
শুধু মাত্র ক্ষীণ প্রাণ আছে তার ভোর।

৬

কাঁদে অভাগিনী নারী বসে যায় যায়।
আমি দুখীনের মেয়ে আর কত সব সয়ে
স্বামী যে কেমন তাহা দেখি নাই আর।
হায়! দুখিয়াছি সব শুধু মাত্র অবশ্য,—
সেই যে বিবাহ কালে দেখি একবার
একবও জাগিয়ে তবে স্বপন প্রকার।

৭

ভাবিয়াছি স্বামী বাকি পরম রতন
দেখা না দেখিল তারে কাজ কি জীবন ধরে,
কাজ কি বাঁচিয়া তার দুখা অকারণ।
ধিক্কিত অভাগী তার সদা দুখময় যায়,
দুখাই কেন যা বলি দুখের জীবন,
কাজ কি না পাই যদি পতির চরণ।

৮

বলোতে বিনয় করে স্বামীরে আমার
নিতে সবল কথা দুখীর মন ব্যথা।
আমার সকলি আমি কি বলিব আর।
বলোতে আমার তরে প্রাণেশ্বরে বুঝাইয়ে,
বলো স্বামী বলে মনে আছে কি তাহার?
বলো সব কথা পাখী কি বলিব আর।

৯

যাও পাখী যাও উড়ে দুখীর আলয়ে
যাও প্রাণনাথ কথা কহিতে আমার কথা।
যাও উড়ে সুখ পথে পরাণের তরে।
কি উত্তর দেন তোরে বলো পাখী এসে ফিরে,
কি কথা বলেন তিনি স্বামী দুখিনীরে,
শুনে এসে সব কথা বলিও আমারে।

১০

এত বলি নিশাকালে ঘুমিয়া নয়ন
সুন্দরী ভাবিয়া করে ছাড়ি দিলা পক্ষী-বরে,
উড়িল পবন ভরে দুখীর গদনে।
সুখ সাধে উড়ি যায় সুন্দরী ফিরিয়া চায়
যেমনি সুদূরে পাখী করিল গমন
আহি বেলা যায় আর দুখ বরষণ।

১১

অধীর হোতে। সবে ছাড়িল নিশ্বাস
হই চক্ষু আন্ধারায় হলো বালা মন প্রাণ।
মুক মুখে মুক পথে চেয়ে আকাশ।
শুধু মাত্র ক্ষীণ স্বরে অন্তরীক্ষে লক্ষ্য করে—
ভবিল হে জগদীশ। পুরাবে কি আশ
পুরিবে কি শুধু মম এই অভিলাষ?

১২

শুক্তির পাষাণ পুরী শুক্তির অন্তর
শুক্তির হইল বালা দুখিনী সে অকারণে,
আসিল দুখের ঘনে হইয়া কলিত।
দীনের অবধী হল শুধু পড়ে অশ্রুজল,
দুখীর পাষাণ হইল প্রাণিত,
দীর্ঘশ্বাস হল হয়ে বাতাসে মিলিত।

বাঙ্গলার মাটি।

(শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।)

বাঙ্গলার মাটি কাহার? যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটিকে উর্ব্বরা করে, বাঙ্গলার মাটি তাহার, না যে জমিদার সহর বসিয়া প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া "ষ্টীমেসের" আয় বৃদ্ধি করে বাঙ্গলার মাটি তাহার? প্রজাস্বত্ব আইন পড়িয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে জমিদারই জমির মালিক—প্রজারা কেবল ধান পাটী যায়। পূর্ব্বে হিন্দু রাজত্ব কালে রাজা কর বাদে প্রজার নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ লইয়া তাহা প্রজার হিতার্থেই ব্যয় করিতেন। মহর্ষি কাত্যায়ন রাজার ধর্ম্ম প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।"

তার পর মুসলমান আমলে মন্বাদি ঋষির উপর তাদের এক বাঁধাবাদ হয়। শেষে ৺ কর্ণওয়ালিস প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করা অসহ্য ব্যাপার দেখে—জমিদার নামে কর আদায়ের এক জামীন শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। এই জমিদারের সহিত তিনি প্রজার বন্দোবস্ত পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) করেন। স্থির হয়, বাঙ্গলা দেশের জমিদার বিঘে প্রত্যেক বৎসর একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে বাৎসরিক একুনে তিন কোটি টাকা রাজস্ব (Revenue) দিতে হইবে। তদবধি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট দিনেই জমিদারেরা সরীয় সরকারে বার্ষিক তিন কোটি টাকা রাজস্ব দিয়া আসিতেছেন। এদিকে তাঁহাদের আয় বিগত বৎসরে পঞ্চাশ সাতাত্তর কোটি টাকা। এই ছেচল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে তিন কোটি টাকা রাজস্ব দিয়া তাঁহারা বাকি ছয় কোটি টাকা নিজের ব্যক্তিগত ও জমিদারী খরচ করেন। কারণ এখন অতি অল্প জমিদারকেই দেখা যায় যাঁহারা নিজের, জমিদারীর প্রতিষ্ঠা, মূল তহশীলী গঠনে অর্থব্যয় করিতে দেখা যায়। আর যে জমী জমাদি, তাহা বাপদাদি প্রাপ্ত সম্পত্তিরই যোগক্ষেম হইয়াছে, অথবা সেরেস্তার আমলার ও খাজনা আদি নির্দ্ধারণ কর্ম্মচারীর মহাশয়। তিনি ছাড়া অন্যের অধিকাংশ জমিদারেরই অর্থ মামলা মকদ্দমায় ব্যয়িত হয়। এই সমস্ত জমিদারের প্রজার হিতের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না, তাহারা জানিয়া কি জানিয়া যে বিষের বেগ বহন করেন না। মাথা, আবওয়াব, সেলামী, নজর প্রভৃতি নানা ভাবে প্রজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন। অথচ সরকারের ঘরে তাঁহাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ সর্ত্ত বন্দোবস্তের আমলের যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। "এরোপ্লেন তাল করি যায় প্রজার খাইয়ে উপায় নাই, জমিদারের মাথের ঘেরে দুষ্টি সে দিকে পড়িয়াই আছে। প্রত্যেক বৎসরই জমিদার প্রজার কর বৃদ্ধি করিতেছেন। একটা গাছ কাটিতে প্রজার অধিকার নাই, একটা পুকুর কাটিয়া একটিমু পানীয় জল পান করিয়া শুদ্ধ জীবনে দিন যাপনের প্রজার স্বাধীনতা নাই, এমন কি নিজের জন্য বসত বাটী করিবার জমিরও প্রজার অধিকার নাই! জমিদারের এই সব ক্রমবর্দ্ধমান দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে হয় যে এই সর্ব্বনেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিয়া জমিদার সব একেবারে লিজ্ড করিলে ভাল হয়। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি জমিদার অত্যাচার করুক—প্রজার অর্থ শোষণ করুক, তবু তারা দেশের লোক; কিন্তু সরকারের হাতে রাজস্ব আদায়ের অধিকার গেলে এই ১৩ কোটি টাকা বাঙ্গলার—সিভিলিয়ান পোষণে, পোষার পালনে হয়ত ব্যয় করিবেন এবং বাঙ্গলার জন্য অবশেষের প্রজার অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিবে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া জমিদারী প্রথাকে আমরা তুলিতে ইচ্ছা করি না, তবে প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা যথা করিয়া প্রজাকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা দিবার সমর্থন করি।

সমীক্ষা যেমনই উৎসাহী করা হউক্‌না, তাহার যেমনই সমীক্ষা সাধিত হউক্‌ না কেন এমন কোন টাকা তাহিয়া লওয়ার আশু যে জনিত আশিস থাকিতে পারে না। ইহার ফলে পরোক্ষ ভাবেই সেখানে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোকের হাতে রহিয়াছে, আর এইরূপ—ব্যবহারের ফলে সেখানে অসন্তোষ প্রকাশ উৎসব বিশেষ অভাবিত হইয়াছে।

এই সব বেকিয়া তুলিয়া দুই বৎসর পূর্বে সমীক্ষা ব্যবস্থাপক সভায় সৈয়দ এমদাদুল হক্ প্রভৃতি কয়েকজন প্রজাহিতৈষী সভ্য প্রজাসত্ত্বআইনের সংশোধন মূলক একটী পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন। কিন্তু পাছে জমিদারের স্বার্থে লাঘব হয়, এইজন্য সেই পাণ্ডুলিপি এখনও ব্যবস্থাপক সভার বিলুপ্তের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। সম্প্রতি এই বিলটী যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়, সেজন্য সমীক্ষা কয়েকজন ব্যবস্থা সভ্য আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু এই প্রজাসত্ত্ব বিলের খসড়া এমন যে তাহে আছে যদি ঠিক সেই ভাবে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হয় তবে প্রজা সাধারণের উপকারের পরিবর্তে অপকারই হইবে। যেমন এই বিলে বলা হইয়াছে যে, প্রজারা ইচ্ছামত আপন জমি হইতে গাছ কাটিতে পারিবে বটে, কিন্তু জমিদারকে "সেলামী" দিতে হইবে, প্রজারা পুকুর, কিংবা কুয়া খনন করিতে পারিবে বটে, কিন্তু জমিদারকে "সেলামী" দিতে হইবে। যদি বিলটী এই অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হয় তবে সভ্যগণ তাহা সরাসরি সিলেক্ট কমিটীতে (select committee) বা প্রেরণ করিবেন। সিলেক্ট কমিটিতে নিশ্চয়ই জমিদার সভ্য থাকিবেন, জমিদার কখনও নিজের স্বার্থ হারাইবে না, ফলে বিলটী পাশ হইয়া যাইবে। তখন প্রজাগণের মুখে হাসির রেখা ফুটিবে। এই জন্য আমাদের প্রস্তাব এই যে সমীক্ষা ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট মহাশয় এই প্রজাসত্ত্ব বিলের সমস্ত বিষয় (provision) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তাহা সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়া প্রত্যেকের মতামত গ্রহণ করুন এবং অধিবেশনে প্রজা যেরূপ ভাবে সংশোধন করিতে বলে সেইরূপ ভাবে সংশোধন করিয়া বিলটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করুন। এ বিষয়ে যতই বিলম্ব হইবে, ততই সাধারণের মন সরকার সম্বন্ধে তিক্ত হইয়া উঠিবে।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ যেন মনে করেন এই বিলটী চাষা নয়। তাঁহারা জমিদার ও প্রজার মধ্যে এমন কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহেন না, যাহাতে জমিদারকে এমন ভাবে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের অত্যাচারি (Destructive policy) চালাইতে পারেন না। অথচ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ জমিদার, এই জন্য তাঁহারা প্রজার স্বার্থের দিকে তেমন লক্ষ্য করেন না। অথচ মুখে তাঁহারা swaraj for masses ইত্যাকার বড় বড় কথা বলেন। আমরা বুঝি না এ সব সাধারণের প্রতিনিধি লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় কিসের জন্য সাধারণের স্বার্থের দিকে বিলুমাত্র দৃষ্টিপাত না করা কিরূপ দেশ হিতৈষণার পরিচায়ক? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরা তাঁহার অসাধারণ ত্যাগের জন্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিলেও তিনি আসল মন জাগিবার জন্য এই যে প্রজাসত্ত্ব বিলের মত একটা অত্যাবশ্যকীয় বিলের সম্বন্ধে একেবারে চুপচাপ রহিয়াছেন, এ জন্য তাঁহার কার্যের সমালোচনা না করিয়া পারি না। যতদিন ব্যবস্থাপক সভা আছে, ততদিন এই ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা যতটুকু দেশের কাজ আদায় করিয়া লইতে পারি তাহা অবশ্যই করিব। আর স্বরাজ আন্দোলন যখন প্রজার দ্বারা অধিকার প্রজাকে দিবার জন্য, তখন বর্তমানের এই সুযোগ ছাড়িয়া অনাগত ভবিষ্যতের একটা আশায় বসিয়া থাকিলে লাভ কি? আমরা আশা করি ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজী ও স্বাধীন মতাবলম্বী (independent) দল যাহাতে এই বিলটী সভায় ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত আকারে উপস্থিত হয় তাহার জন্য অধিনায়ক চেষ্টা করিবেন। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সভায় এই বিলটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়েছি। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের দেখেন, জমিদারের দেখেন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। আমরা বুঝি না, কেন এখনি এই বিলটী সরকারের মধ্যে বাজে চাপা রহিয়াছে।

স্নেহলতা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস)

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্, মুন্সেফ প্রণীত)

এদিকে আমাই তখন বড় বেগিয়েছে যেন পুলিশ আমাকে ধরিয়া জেলে লইয়া যাইতেছে, তিনি অস্থির হয়ে বলিতেছেন "যেতে না যেতে না আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি" এই স্বপ্নের পরই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, চোখ মেলিয়া দেখিলেন ঘরে কেহ নাই; প্রাতঃকাল হইয়াছে বাহিরে কোকিল ডাকিতেছে। জামাই উঠিয়া কোন দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল। বিমলা ও ভগিনীকে দেখিতে। ভগিনীকে বলিলেন "দিদি একে কোথায় পেয়েছ?" দুর্ব্বিনী। যা দেখবে তাই কি চাই; তোমরা তফাতে যাও।

দেখিয়ে দেখিয়ে ভগিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল দুর্ব্বিনী বলিলেন "কি দুষ্ট গ্রহ ওকিন্ কেন? ওর জন্যই আমাকে পড়িয়া মরা।"

ভগিনী ভয়ে হাসিয়া ফেলিয়াছেন। দুর্ব্বিনীর শীঘ্রাশীঘ্রিতে তিনি বলিলেন "ও আমাদের সঙ্গে পড়ত তখন আমরা চাঁড়াল বলে জানতাম।"

"হা।" বলিয়াই দুর্ব্বিনী মুর্চ্ছিয়া পড়িলেন; বাড়ীতে অন্য লোক নাই। দুর্ব্বিনী বড় কাতরা আছেন। বিমলা ও ভগিনী তাড়াতাড়ি তাহার চৈতন্য সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিলেন। এদিকে জমীদার অন্তঃপুরে যাইতে পারেন, তাহা বিমলা দেখিতে পাইলে যায়। এমন সময় তাঁহাকে আসিতেছেন। দেখিয়া দুর্ব্বিনী তখনও সংজ্ঞা ফিরিয়া পান নাই। বিমলা ও ভগিনী বিস্ময় হইয়া রহিলেন। দাসী দুর্ব্বিনীর চৈতন্য দিয়া আসিল, তিনি জমীদারকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন "ওগো কাকা কি হবে গো? আমার জাত গেল গো।" জমীদার কাকার তুলিয়াই বলিলেন "ওরে ছেলে মানুষের কথায় তুমি ভেবনা; তাও কি হয়ে থাকে? আমরা জানি ও বামুন।"

বাড়ুয্যে মহাশয় পীড়া গ্রামের বাড়ী বাড়ী বলিয়া বেড়াইলেন সকলেই বলিলেন "ছেলে মানুষের কথাই ঘটে আমরা সকলেই জানি ও বামুন" অবশেষে স্থির হইল এখন দুশ্চিন্তা করিয়া কাজ নাই; কোন অভিলাষ দুশ্চিন্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে।

পরে বাহিরে আসিয়ে সকলে তাহাকে বলিল "তোমার পাকড়ীর আজ ধাইং অবস্থা হইয়াছে। তাহার উপর শক্তি নাই দুইবার এ বাড়ীতে আর দুশ্চিন্তা এখন যা না। তোমাদের ছেলে খেলা এখন নাই। এখন দুদিন থাক, আর একবার ঘুরে এসে দুশ্চিন্তা হবে।"

পরে আর কেহ সেই সংবাদ লয় নাই। এখন রাত্রিকালে কথা তুলিয়া তিনি ভাবিলেন "এরা কি আমাকে সন্দেহ করিয়াছে?" আবার ভাবিলেন "সন্দেহ কি করিতে পারিবে। ও যেন আমাকে কে ডেকে। কথা বলিয়া ফেলিয়াছি তাও আর ফিরিবার উপায় নাই, এখন যে পথে আমাকে তাড়াইয়া দিবে আমি সেই পথেই যাই" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন "আমার তো দুশ্চিন্তার কিছু কোন তাড়াতাড়ি নাই। আপনাদের তাড়াতাড়ি না থাকে তবে এখন থাক আমি কিছুদিন পরিয়া আসি।" এই বলিয়া সেবার বাড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ী হইতে তাহার ভিন্ন পত্র দাদা প্রস্থান করিলেন।

শ্রীনাথ বড় তাহাদের ছোট্ট ঘরের দুই পার্শ্বে দিয়া ক্রমে বাড়ী ফিরিলেন। তিনি পথে নানা কথা ভাবিলেন। বাড়ী আসিয়া বিছানায় লম্বা হইয়া বলিলেন "হরি এখন শীঘ্রির চল, এ বাড়ীতে আমি থাকবোনা" কুসুমিনী বলিলেন "যাবা অনেক দিনের পর তোমাদের দেখলাম দুইদিন থাক্।"

শ্রীনা। না, না, আমি থাকবোনা তা হইলে আমার আর জাত থাকে।

আবার বিছানায় লম্বা হইয়া বলিলেন "আমাকে পড়লই হে না দেখে শালী এখন টাকুল আমাই এল, তোর জাতি যে তোকে আমি দিয়ে আসছি।" এই বলিয়া শ্রীনাথ মাথিতে লেগেল।

সুশীলা বলিলেন "তিনি থাকলে আর এখন হইত না বড়ই লোক পরে কি জাত তবে থবর নেয়?"

ভক্তিভাজনে জিজ্ঞাসা করিয়া সকলে জানিলেন এই ছোকরার নাম নরেন্দ্র চন্দ্র, জাতি সদ্গোপ, বয়স পনর পড়িতে। একদিন দুইটা খেয়া নৌকা আসিয়া আসিতে নরেন্দ্র আর দুটী ছেলে একটী মাঝারি নৌকায় চড়িল; আসার পর হইতে তাহাকে আর কেহ দেখে নাই। সে কতদিনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল প্রায় সেই সময় হইতেই এই ছোকরা তাহাদের গ্রামে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। এবং ইহাদের সহিত তাহাদের সকলের ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল।

(১৬)

ছোটোল হইতে বাহির হইয়া নরেনের নিজের মেসে গেলেন। কুসুমের অনুরোধে তাহার ছোটোর ও দুধের বাটী রহিল না। ঔষধে কেবলই ভয় হইতে লাগিল যে যত অত্যাচার সহ্য করে লোকে ততই তাহাকে অত্যাচার করে; সংসারে যে বড়ই প্রশ্রয় করিতে পায়, তাহার আকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পায়। এই মুকলমান ছোকরাকে প্রশ্রয় করে না সে তাহাকে বলে না "তোমার চক্ষু ছোটোর জল দিতে পারিলে না তুমি আমার বাড়ী পদার্পণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব?" সে বলে "তুমি যেমন আমার প্রতি ব্যবহার করিবে আমিও ঠিক সেইরূপ তোমার প্রতি ব্যবহার করিব"। ইহাদের সকলকের মধ্যে বিশেষ আসিতে পারে কিন্তু এমনও আছে এমনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না; কেহ কাহাকে নষ্ট করে কিন্তু তাহা করিতে পারে না; যখন তাহার প্রতিদিন বিনিময় হইবে সমান ভাবে বিনিময় হইবে নতুবা বিনিময় হবে না। আর আমরা তাহাদের সঙ্গ লোভ করিতেও পারি না তবু আমরা তাহাদের প্রভু বলিয়া মানি; আমরা মনে করি যে, আমরা প্রভু নীচ যে ব্রাহ্মণের পদ স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি সেই ব্রাহ্মণের মনের মধ্যে ঘুরে ব্রাহ্মণিকে যে সন্তানের প্রতি ব্যবহার করিবে? আজ যদি আমি ঘুরে বসিলাম ঘুরে যখন সন্তানে সন্তানে না মিলিবার যদি আমি সন্তান করিতে পারি করিলাম; অন্তরে করিলে যদি বিদ্বেষ না থাকিল—তাহা হইলে আজ আমার এ অসম্মান হইত না। এ অসম্মানের শোধ লইতেই হইবে; যত ব্রাহ্মণকে আমি আমার ঘরে আনিতে পারিব, আমার উচিত হবে তাহাদের খাওয়াইব, তাহাদের ঘরের আমি ঘুরিব ও আমি ঘুরিয়া আসিলে তাহাদের শোকাইব; আমার যে ঘুরিবার জন্য ব্রাহ্মণ বালক বালিকা আসিয়া বিশে এই মনে করিয়া একটু ঘুরিয়া হইয়াছেন

শ্রীনাথ প্রভুত্বে যেমন করিয়া সকলে নিজেদের নিজ নিজের একেবারে মানুষের চলিয়া গেলেন। ভাইচন্দ দেখিয়াই বলিলেন "তুমি যে চলে এলে?"

নরেন। খুড়ার ঘুরিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তাই বাড়ী আসিলাম আর চাকুরীর সন্ধান পাইয়াছি তাই আপনার মত জানিতে আসিলাম।

ভাইচন্দ। কী রেল করেছ, কি চাকুরী?

নরেন। ১০০৲। ১৫৲ মাহিনা কিন্তু আমিন দিতে হইবে।

ভাইচন্দ। ১০০৲। ১৫৲ মাহিনের চাকুরী করিতে হইবে না। আমার যা আছে তাতেই চলবে। একটাকরি পাশ করে বাড়ীতে এসে বস, কত টাকা পাওয়া যাইবে।

নরেন। না তাতে আমি যেতে পারবো না। উকিল খাবার আমাকে আমরা দেবে না; যদি আমরা

পাই যাইবার "টাকা" ওরফে ওজুর আমার জীবনের ধ্রুব।

ফাইভস। কেন বাবা; তোমার ভাবনা কিসে? আমরা মুসলমান উকিল রাখিব।

সরখেল। তারা যে মুসলমান তারা কেন "ব্রাহ্মণ ভাইয়ের মেয়ে কে হরণ করবে" বিশ্বাস করে না।

ফাইভস। তবে কথা বাবা। ব্রাহ্মণ মেয়েরা তাহার প্রতি ভয়ানক কথা বলে না।

সরখেল। তাহলে কেন আমাকে তখনকার কথা বলছেন? আমার মনের আলোড়ন কারণ কিসে? আপনি তাহা নিশ্চই না আপনাকে জানান যেন কে?

ফাইভস। তাহলে তোমার চাকুরির ভাল নাই তবে বড়ো আশিয়া হয়; আমার কেন অন্যায় নাই আমি ভাল বৌকে আনি, তোমার যাহার তারি সাথ—।

সরখেল মেমিসের ইহার প্রতিবাদ তাহলে হয়ত না তখন তিনি পিতাকে বলিলেন "আমাকে এত মেয়ে পছন্দ দিলেন, এত টাকা খরচ করিলেন সব বৃথা যাবে?"

ফাইভস। ১৮০৲। ১৮০৲ টাকায় চাকুরি, তাতে তোমার বাড়ি পড় আছে, কি থাকিবে? তার চেয়ে তুমি যদি এখন আমার ছাত্রদের মেয়ে তুলনা কর তেমনটি আমরা দেব, তাতে একটা আসল ৮০ হাজার টাকা হবে।

সরখেল। ১০০৲। ১৪০৲ বাবিনা মেয়েকে কিছু পরে আসে বেশী হবে।

ফাইভস। মেম যাক তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। এই গাধু বেশ প্রাণেই আমাদের মুর্খ পরিচয় পাওয়া যায়? তাহার মেমে পছন্দ যে মুসলমান করিয়াছেন তাহা সরখেল জানিতেন। তিনি ছয় একদিন পরে এক জোড়া নূতন কাপড় ও নগদ ২৲ টাকা লইয়া পুরুষোত্তমের নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। পুরোহিত মহাশয় কাপড় ও নগদ ২৲ টাকা একসঙ্গে দেখিয়াই আহ্লাদিত হইয়াছেন। এখনও মনে করিলেন ঠাট্টাচ্ছলে যাহা বলা উচিত নহে, আবার ভাবিলেন "কাজ নাই মন্দ, হাঁ উপায়; আমি মেয়ে উহার বাড়ী দেখে নিয়া করি নাই ও মেয়ে সাবালিকা হলে এবং করিয়েছি না," এই ভাবিয়া তিনি কাপড় ও টাকা উঠাইয়া লইলেন এবং সরখেলকে আশীর্বাদ করিলেন। সরখেল বলিলেন "আমি বাড়ী চলে যাব তাই আপনার নিকট একটা সময়ের জানতে এলাম?

পু। কি সময়?

সরখেল। শুভবাত্রে বিবাহ, বিবাহের, প্রতিষ্ঠাবহর মাস।

পু। এ সবের তুমি কি করিবে?

সরখেল। পত্নীর যে মত মুসলমান করিয়া বিবাহে তাহা উপলক্ষ করিয়া আমি এক পত্র লিখিতে চাই

পু। এই জন্য, আচ্ছা তুমি লিখিয়া লও।

সরখেল বাবা কাগজ পেন্সিল আনা তাহা লিখিয়া লইলেন ও মনে মনে পত্নীর মুসলীম ও ব্রাহ্মণের মুখ সম্বন্ধে দুই এক কথা ভাবিয়া আনিলেন। আনিবার সময় পুরোহিত মহাশয়কে আর এক টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন। পুরোহিত মহাশয় আশ্চর্য হয়ে বাড়ীর ভিতরে আশীর্বাদ করিলেন। সরখেলের মতক হইতে যেন পুরোহিতের হাত মাত্র এক হাত সরিয়াছে।

পুরাণ দুই একটা মুখ তলেন সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ছাত্রেরা আপন আপন বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আজ কেহ কলিকাতায় বাসিবে ছোট ছোট। তাহারা কাহাকেও চেনে না। বিদেশী মুসলমানের সহিত তাহাদের ভাল আলাপও হয় না। সরখেল কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া একেবারে সহরে আসিয়া উঠিলেন যার পত্নীর ভূতার চট্টোপাধ্যায় একখানি বিস্তার মুসলমান করিয়া লইলে ও একটী পত্নী টিকি রাখিলেন। প্রথমে চাকুরীর চেষ্টা করিতে বাহির হলেন কোথাও চাকুরী মিলে না। সকলেই বলে চাকুরি নাই। যদি কোন কারবার সামান্য অংশ পান তাহারা তাহে আসিব ও মাটিকেই চায়। পরে আসিব দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু মাটিকেই দিতে প্রস্তুত নহেন। অবশেষে এক নূতন আসিসে পড়িলেন নাম patriotic Life Insurance company ইহার policy বোঝাইবার জন্য agent একেই খুঁজিতেছেন ও তাঁহারও বিজ্ঞাপন

দিয়াছেন। মাহিয়ানা কিছু নাই; যে যেমন ভাল করিতে পারিবে সে তেমনি পাইবে। কিন্তু টাকা জমিলে খরচ করিতে হইবে। সকলে মেয়েদের মাথায় মাত্র চাদুরি ছুঁইল। টাকা জমা দেওয়া মাত্র সকলের নিকটে পত্র চাহিলেন। তাঁহাকে পত্রও কুমার চাটুয়্যেমাত্র বলিয়া নিকটে পত্র দেওয়া হইল। সকলের বিষয়ে চিঠি লিখিলেন যে তাহার চাদুরী হইয়াছে; তিনি বিদেশে বিদেশে বেড়াইবেন সুতরাং যাহার কোন ঠিকানায় দিবার নাই; তজ্জন্য চিন্তা না করেন। মাঝে মাঝে যখন কলিকাতায় আসিবেন তখন আসিয়া যা কিছু আসল প্রভৃতি জানাবেন ইত্যাদি। আসিবে বাসুদের সহিত তাহার বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছে। তাহার ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় বেশ পুঁজী হইয়াছে। সকলের এখন বেশ টাকার মুখ আসিয়াছে। তাঁহাকে সকলেই সেচ্ছাচারি ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করে। ক্রমে সকলের মনে হইলেন "আমি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্ন কিসে"? তখনকার সকলই মনে করেই লোকে উঁহাকে বিবাহ করিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করে, তত্ত্বাবধারণ জন্য কিছু সংগ্রহ দেখিয়া পাঁচ পাঁচ সাত সাত টাকা দিয়া কন্যাদান করিতে চাহেন। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ কন্যাগণ বিবাহের কথা শুনিয়া সরিয়া পড়িতেন। পরে প্রথাটা অভ্যাস হইয়া গেলে, টাকার পর বিবাহের প্রস্তাব হইলে ও টাকা কাহার কথা হইলে তিনি বলিতেন "বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই; যদি করি টাকা লইব না"। ক্রমে তিনি স্থির করিলেন বিবাহ করিবেন "এই ছোট মেয়ে কাটিয়া দেখে কেহ সকলকে করিল না বিবাহ করিয়া কলিকাতায় রাখিয়া করিয়া থাকিলেই হইবে। পরে যদি কখন বলে কি না আইনের মারপ্যাঁচকে তোমরা সহজ কথা জানাইয়া দিলে আর প্রকাশ হে করিবে। এইরূপ অনুমান করিয়া যোগাযোগের সহিত তাহার কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

শিশুমঙ্গল

[পূর্ণাবৃত্তি]

(অনুবাদ - শ্রীমতী স্বামিনী দেবী)

সন্তানের পুষ্টিসাধনের জন্য ও নিজের শরীর সবল রাখিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হইবে।

দুধ—মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ভার পূর্ণ রহিয়াই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। দোষের জীবাণুপূর্ণ এক ফোঁটা দুধ হইতে মারাত্মক প্রকার রোগ ও বিপদ হইতে পারে। শিশুর বাসনপত্র ও সবই বিশেষ ভাবে পরিষ্কার রাখিতে হইবে। প্রথম কালে শিক্ষিত ধাত্রী দ্বারাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাহাদের নিযুক্ত করিবেন। দ্বারাই ধাত্রী তাঁহারা ও পরে নিজেই এইরূপ ধাত্রী পাইতে পারেন, দ্বারাই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তাহারা ভদ্রপরিবারে ধাত্রী দ্বারা নিজ শরীর প্রথম হইতে পারেন।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ধাত্রী—

শিশুর প্রয়োজনীয় জিনিষ।

শরীর ভাল রাখিবার জন্য এক টুকরা শরীর ভাল সাবান ও তেল, পাউডার।

দাঁতগুলি ভাল রাখিবার জন্য বিধান—

অতিশয় আবশ্যক মুখ শিশুর দন্তন কি ভাবেই ভিজে করিবে। মুখ শিশুর দন্তন কি ভাবে ভাবার আবশ্যক। মুখ শিশু দেখিতে পাইবার নয়।

দাঁতের অসুখ অথবা দাঁতের অভাবে খোকনের মুখ সহজেই যায়। খাওয়ার পরে যদি করে না অথবা ফেলুন দেন না।

অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে এই বার ব্যবহার করে। ক্রমান্বয়ে কমাবে না। দুধের বা ফলের আর দরকার, তখন বন্ধ করা যায়। আর মাঝে মাঝে মাঝে ছানার টুকরা খাওয়া যায়।

খাবার চামচ্চা সরল ও মসৃণ হয়। চামচ্চাতে যা, পাঁচড়া অথবা কোন ঘাও থাকে না।

শিশুর পরিষ্কার থাকে। দুধ শিশু প্রথম ২।৩ মাস পর্যন্ত সপ্তাহে ২ বারের বেশি গায়ে সাবান মাখা ভাল নহে।

শিশুকে খাওয়াবার প্রণালী।—জন্মগ্রহণের পর, ৬ ঘণ্টার মধ্যে একবার খাওয়াইতে হইবে। ২৪ ঘণ্টায় ৪ বার। দ্বিতীয় ২৪ ঘণ্টায়—দিনে ৩ বার, রাত্রে একবার। এর দিনে—১ ঘণ্টা অন্তর, রাত্রে রাত্র একবার, তাহিলে এক চামচ হবে। ৪র্থ দিন হইতে ২ মাস পর্যন্ত ১ ঘণ্টা অন্তর। দ্বিতীয় স্তরে প্রতিদিন খাওয়াইলে শিশুর পরীক্ষা ভাল থাকে ও মেজাজও ভাল থাকে। কোন কোন শিশু দিনে ঘুমায়, রাত্রে জাগে। এই সময় ইহাকে রাত্রে মাত্র একবার খাওয়ান উচিত। রাত্রে জাগিয়া থাকিয়া দুধ খাইলে এই অভ্যাস হইয়া যাইবে। শিশু সময় মত খাওয়াইলে হজম ঠিক হয়, হজমের উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

ঘুমিয়ে হওয়ার পর হইতে ৫ম বৎসর পর্যন্ত শিশুর প্রতিপালন।

শিশুর স্বাস্থ্যকে পরিপুষ্ট হয়, তাহার জন্য বিশেষ যত্নের আবশ্যক। শিশুর মত ও প্রতিপালন অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ। প্রথম দুই বৎসর পর্যন্ত ইহাদিগকে দুধ খাইবার জন্য বিশেষ যত্নের দরকার।

শিশুর চক্ষুর যত্ন।—জন্মাইবামাত্র শিশুর চোখ দুইটি ভাল করিয়া ধোয়াইয়া দিতে হইবে। ইহা না করিলে নানা প্রকার চক্ষু রোগ জন্মিতে পারে—এমন কি শিশু একেবারে অন্ধও হইয়া যাইতে পারে। পরের লোকই হাতের সময় চক্ষু ধোয়াইয়া দিতে হইবে। পরিষ্কার ন্যাকড়া অথবা boric cotton wool—দুইটুকরা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া তাহার দ্বারা চোখ পুঁছাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক চোখের জন্য আলাদা আলাদা টুকরা ব্যবহার করিতে হইবে।

নাভি যত্ন।—যত দিন পর্যন্ত নাভি শুখা না যায়, তত দিন Zinc starch ও Boric powder দিয়া, নাভির উপর পরিষ্কার তুলা অথবা কাপড় একটু পুরু করিয়া দিয়া একটা পেটি দ্বারা পেট বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ করিলে ঘা, নাভি দিনের মধ্যেই বাহির আপনিই শুকাইয়া পড়িয়া যায়। নাভি ধোয়া বাঁধিয়া তাহার উপর বেশ ভাল দিয়ে সাবা প্রকার অপবাহির জীবাণু ও উহাদের বেগাদে প্রবেশ করিয়া রোগের উৎপত্তি করে। আমাদের দেশে অনেক শিশু যে বহুদিনকার ঘরে সে এই কারণেই।

৩।—শিশুর পরীক্ষা রোজ করিতে হইবে। শিশু ঘুমিয়ে হইবার সময় তাহার উঠাপ সময়মতে রাখিবার জন্য ভালরূপে কাজ করিবার উপযুক্ত হয় না, সেই জন্য যাহাতে শিশুর ঠাণ্ডা না লাগে তাহা দেখিতে হইবে। শিশু যখন খুব ছোট তখন ঠাণ্ডা বা বেশী গরম বোধ করিলেই কাঁদিবে। সেই সময় তাহার হাত ও পায়ের তাপ দেখিলেই টের পাওয়া যাইবে যে তাহার ঠাণ্ডা লাগিতেছে কি না।

৪।—স্নান দুই প্রকার। প্রথমের ৬ ঘণ্টার মধ্যে সন্তানকে স্নান খাওয়াইতে হইবে, ইহাতে নাড়ীর জন্য পরিষ্কার হয়, শিশুরও উপকার হয়। যদি সম্ভব হলে শিশুর পক্ষে তুলাপের কাজ করে ও মল মূত্রাদির জন্য সেই হইতে বাহির করিয়া দেয়।

৫।—শিশুকে জন্মের পর তাবড়াতে করাইয়া শোয়াইয়া দিতে হবে। ইহাতে তার চলাফেরার সুবিধা হয়। ইহা করিলে শিশু আর বীজ বর্ধ হইবে না।

৬। নিদ্রা—জন্মের পরই শিশুরা প্রায় সমস্ত দিন ঘুমায়। যত বড় হয় ততই ঘুমের মাত্রা কমিয়া আসে। কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা যায়, শিশু দিনের বেলা অপেক্ষা রাত্রেই বেশী ঘুমায়। তবে প্রথম অবস্থায় ইহারা যে প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমায়। শিশু জন্মাইবার ২।৩ দিন পরেই দিনিয়া দেখিতে পারে যে, রাত্রেই উহারা ঘুমাইবার সময় রাত্রে কাঁদিলেই তুলিয়া খাইতে দেয়। এজন্যে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া অথবা দুধ খাইয়া কাঁদে একটু পাশ ফিরাইয়া দিলেই শান্ত হয়।

কখন কখন জিহ্বাটিতে অথবা তালুদেশের উপরে কোন কখন কখন ঘা [illegible] কোন। অসুখ বাড়িলে যে কোন ঔষধ খাওয়ান বন্ধ। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে একটী সময়ে ও পরে ঘুমাইতে শিশুকে অভ্যাস করাইতে হইবে।

স্নান—প্রতিদিন স্নান করাইয়া দেওয়া উচিত, ইহাতে শিশু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ও নিদ্রার ভাল হয়। খাওয়াইবার আগে স্নান করান ভাল।

৮। মুখ, কাণ ও নাকের পরিষ্করণ—পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তুলা আঙ্গুলে জড়াইয়া, জলে ভিজাইয়া শিশুর মুখের ভিতর পরিষ্কার করিতে হইবে।

নাকের পথ, তুলা বা ন্যাকড়া পাকাইয়া তাহা দিয়া শিশুর কাণ ও নাক পরিষ্কার করিতে হইবে।

৯। দাঁত পরিষ্কার—দাঁত ভাল করিয়া পরিষ্কার করাই দরকার।

১০। শিশুর কাপড়—পরিষ্কার জামা কাপড় সময় মতন বদলাইবে, ভিজিলে বদলাইবে। মল যাহাতে লাগিয়াছে সেইগুলি ঢাকা দিবার বাসন উঠিয়া যাইবে। উহার উপর মাছি বসিতে না পায়।

১১। বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যের আলোক।

১২। জল।

১৩। শিশুর আহার—মায়ের দুধই শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত খাদ্য।

নিয়মিত আহার—এক ঘণ্টা হইতে শিশুকে নিয়মিত সময়ে খাওয়াইতে হইবে। অতি শৈশবে, শিশুরা নিয়মিত সময়ে খাবার পাওয়ার অভ্যাস হয় এবং না কাঁদিয়া মা মাত্রেই শিশুর লালন করিতে পারে।

দুধী মায়ের শিশুকে কখন দুধী মায়ের কাছে দিতে নাই, কেননা প্রায়ই তাহাদের অম্লরোগ থাকে এবং বায়ুরোগ হইতে পারিলে শিশু আশু মরিয়া যায়। ধাই রাখা হইয়া থাকে। এই আজুল চোষার শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাতে আঙ্গুল ও চোষার উপরই ফলাফল নির্ভর করিয়া আসিয়া থাকে। দুধী মায়ের দোষে অনেক সময় ইনফিনের পীড়া ও infantile-ইত্যাদি হয়।

ধাই রাখা—এই সময়ে শিশু অতি অল্প কারণেই অসুখ হইয়া পড়ে। দোষীরা আহার সম্বন্ধে [illegible] ভাত মাংসের ঝোল প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করে। ১ বৎসরের শিশুর আটটী দাঁত।

শিশুর পীড়া—Green diarrhoea, Colic, cold, Convulsion, Rickets

এই কয়েকটী কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়াইতে হইবে।

নিয়মিত সময়ে ঘুম পাড়াইতে হইবে।

মেজে বাসায় শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর

সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা

গায়ে জামা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

ঠাণ্ডা লাগাইবেন না।

স্নান ভাল।

সমালোচনা।

চিত্র—শ্রীযুক্ত (কথাসার) শ্রীবিভাবতী ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বি এ প্রণীত মূল্য ।০।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। [illegible] আলোচনায় এমন কেহ কেহ সমাজই হইতেছেন, ইহা নিতান্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ভাগে বিভিন্ন। ভবিষ্যৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ লোকেই শাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম। সুখের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই, এই কথাই বিলুপ্ত করিয়াছে। [illegible] ভবিষ্যৎ শাস্ত্রানুসন্ধানের আবশ্যক শাস্ত্রসমূহের

প্রতি দুই পরিমাণ, আমাদের নিয়ম। কালনির্ণয়ের প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্বের আলো ক্রমশঃ ফুটি পাইতেছে। সুলক্ষণ বটে।

প্রত্নতত্ত্ব "বৈদ—পঞ্চপুরাণের" লক্ষিত বিষয়ের প্রকাশ করিয়া সমৃদ্ধিলাভে সহায় হইয়াছেন। ইহাতে ইতিহাসের ঐতিহ্যক্রমও বর্ণিত দেখা যায়। বিলোচায়া দৃষ্টির প্রথম পরাধীনে প্রাচ্যবিদ্যার "পঞ্চইতিহাস্" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মতানুসারে, "পঞ্চ" বৈদ সাহিত্যে ঐতিহাসের আখ্যান। বিলোচায়া ঐতিহাসের কীর্তি-কলাপই বিস্তৃত করিয়াছেন। আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ সেকালে অনুসৃত হয় নাই—বিশ্বের অবজ্ঞা দেখিতে পাইবার; কিন্তু মূলকথার অবহেলা নাই। তত্ত্ব বাল্মীকির প্রেত্ত বিলোচায়ের। রামায়ণে ও পঞ্চইতিহাসে, কোথায় ঐক্য কোথায় অনৈক্য এবং অনৈক্যেরই কারণ কি, এই সব বিষয়ে পণ্ডিতের অনুসন্ধান হয়, প্রত্নতত্ত্বের ইহা। আমাদেরও এই ইচ্ছা। অনুকার যদি এ বিষয়ে পরিশ্রম করিয়ে, আমরা সুখী হইব। তিনি করিয়াছেন, আমরা পাইয়াছি। কিন্তু বিলোচায়ের "পঞ্চইতিহাস্" "পঞ্চ-পুরাণ" আমরা পাইনি, আমরা সেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। "পঞ্চইতিহাস্" সম্ভবতঃ তাহার "পঞ্চ-ইতিহাস্"। আমার ধারণা, "ইতিহাস" ও "পুরাণ" একার্থের অর্থ এক নহে। পক্ষ লক্ষণাক্রান্ত না হইলে পুরাণ হয় না।

"পঞ্চইতিহাস্" ও "রামায়ণের" মধ্যে যে সব অনৈক্য আছে তাহাদের দুই চারিটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দশরথ, রামচন্দ্র, ভরত, সীতা প্রভৃতি চিরকীর্তি প্রবন্ধ করিয়াছেন, "পঞ্চইতিহাসে" দেখিতে পাই। রামায়ণে ঐতিহাসের পূর্ণ বিকাশ অবশ্যই। এইজন্য বৈদেহে কিছু বেশিয়া নাই। প্রত্নতত্ত্ব বলে বৈদ, তখন বিবাহীজাতক সমাজ সঙ্কট। পঞ্চইতিহাসে বৈদেহীর পঞ্চস্বামীর কথা আছে—বাকাই সঙ্কট। বিলোচায় ঐতিহাসিক চিত্তে আর্য্য সভ্যতার ক্রমবিস্তার প্রতি যে পরিশ্রমের প্রত্ন-তত্ত্বিক ইতিহাস হইবে, সন্দেহ অনুভাবে। রামায়ণে দেব-পরিবারে প্রতিপ্রতি ছিল, যে তিনি অনুসরণিনী নারীর প্রতি কতদূর ন্যায় প্রয়োগ করিবেন তা ও রামায়ণে সীতার পরিচয়ে এই তত্ত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। রামায়ণে এ কথা আছে আমাদের মনে হয় যে কবি বিশেষ কোনও কথা বলিতেছিলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে সমাজের চিত্র দিয়াছেন :—

"তস্যাঃ তেহপি পুত্রাঃ জনকাঃ
ভ্রাতরস্তাতাঃ
দুঃখং যমপরা ভর্তারং, পাদয়ঃ—
প্রেক্ষ্য দুঃখং।"

রামের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষাপ্রতিক্রিয়ে বর্ণনায় বিস্তার অনাবশ্যক বোধ হয়। কিন্তু "পঞ্চইতিহাসে" উহার অতিরিক্ত উল্লেখ আছে। বাল্মীকির রামায়ণে উহার কোনও কথাই নাই। একারণে কবি সমাজের বাল্মীকির স্থান হয় নাই, দেখা যায়। ভবভূতি তাঁহাদের মতো একজন। কিন্তু তিনিও নিজের বিরুদ্ধে পুত্রের সংস্থান করিতে প্রয়াসী হন নাই। লক্ষ্মণাক্ষ চন্দ্রবেকুর সঙ্গে লবকুশের জীবন সমস্যের কথা লিখিয়াছেন। "কথমবিদ্ধ কথমবিদ্ধ বিদিবিদিবা বল্লা" ইত্যাদি শ্লোকের সৃষ্টি পণ্ডিতমণ্ডলের মনে উদয় হইতে পারে। যাহা হউক, কবিগুরু উহাদের বিষয়ে পুত্রের শিক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই। "পঞ্চইতিহাসে" রাবণবধের পর রামচন্দ্রের দুই ভ্রাতার দুই বৎসরকাল লঙ্কায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং বহুবস্তুর অযোধ্যায় আসিয়া দুই ভ্রাতার একত্রে রাজ্য-ভিষেক হইয়াছিল ইত্যাদি নানা কথা পাওয়া যায়। রামায়ণের বিভাবন কথনায় একেবারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। রামায়ণ অনুসন্ধান করিলে ঐ সব উক্তির সমর্থনে কিছুই পাওয়া যায় না। অনেকে যায় এই সব অনৈক্যের সমাধান হইলে, ঐতিহাসিকদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব, সত্যসন্ধ, অন্ধকার কক্ষে দীপালোক প্রজ্বালিত করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার প্রচেষ্টায় দীপশিখা সৌরকরে পরিণত হইবে।"

এখন ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। প্রায় কক্ষে ব্যবহার হয় নাই।

অপেক্ষা খালি

WANTED a Normal passed pandit with knowledge in Arabic for a girl school on a monthly pay of Rs. 15/- to 20/- according to qualification and experience. Age of applicants should be mentioned. Date of application up to 31st March, 1925. Apply sharp to the undersigned with testimonials."

Mahammad Basiruddin
Vill. Dhopaipur
P.O. Naogaon
Rajshahi 983

WANTED promptly an experienced Head Master for Govt. aided M. E. School of Jangram Dist Burdwan, on a salary of Rs. 30/- per month with prospect. Services of an Entrance and A.T. passed Head Master may be entertained but preference will be given to an experienced I.A. or F.A. teacher. Candidate should apply to the Secretary, Jangram, M.E. School P.O. Jangram, Dist. Burdwan. 976

"WANTED a Third year Normal passed Pandit for the Jangram M. E. School (Hooghly) on a monthly salary of Rs 20/- with free lodge and Board on tuitions. Tuitions available. Apply sharp to the Secretary, stating age and caste. Preference will be given to a Sadgope.

R. D. Nandy
Secretary
Jangram M. E. School
Jangram P.O. (Hooghly) 975

"[illegible] ১৫৲ [illegible] ২০৲ [illegible]"

শ্রীমতি সরলা দেবী
হেডমিস্ট্রেস
শ্রীপুর বালিকা বিদ্যালয়
পাইন শ্রীপুর পোঃ (খুলনা) 981

"WANTED an I.A. or I Sc. for the Haradongol M. E. School, P. O. Radhaballavpur (Hooghly), on a salary of Rs 25/- to 30/-. Apply to the Secretary. Board on Tuition". 984

"[illegible] ১৫৲ টাকা বেতনে ইউ [illegible] শিক্ষক আবশ্যক। [illegible]

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ [illegible]
[illegible] 982

"[illegible] ১৫৲ টাকা বেতনে একজন ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক আবশ্যক। [illegible]

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ [illegible]
[illegible] 980

"[illegible] ১৫৲ টাকা বেতনে একজন ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক আবশ্যক। [illegible]

শ্রীঅনঙ্গমোহন চৌধুরী
[illegible]
অধিনায়ক। 979

"ডোমসিল ইঃ স্কুলের [illegible] ১৫৲ টাকা বেতনের ইউ ওয়েলিং সহীংকোর্স শিক্ষক আবশ্যক। [illegible]

ইঃ গ্রাঃ ডোমসিল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা। বাসকীয় সাহায্য মাসিক ৲ টাকা। কলিকাতা হইতে ১৷ ঘণ্টার দূরত্ব। ম্যাট্রিকুলেশন বেতনের শ্রেণীতে পড়িতে। সম্পাদক বাবু সতীশ শ্রীমানের নাম ঠাকুরদাস নিকট আবেদন করিতে হইবে। পোঃ আঃ ডোমসিল, ডোমসিল ২৪ পরগণা। 977

WANTED an English knowing final Madrasa passed Moulavi at once, on a salary of Rs 30/- p.m. Apply to the Secretary, Rangunj H. E. Institution Ranisankail P.O. Dinajpur.

"উলুবেড় ইউনিয়ন মহিলা বিদ্যালয়ের জন্য একটি শাস্ত্র বহু শিক্ষিকার প্রয়োজন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদন করুন।"

শ্রীমতী [illegible]
সম্পাদিকা
পোঃ উলুবেড় (হাওড়া) ১৯৯

"কেরিয়া দত্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন বর্ষীয়ান হেড্ পণ্ডিতের প্রয়োজন। বেতন ২০৲। আহার ও বাসস্থান দেওয়া যাইবে।

সম্পাদক কেরিয়া এম, ই, স্কুল
পোঃ— কেরিয়া, ২৪ পরগণা ১৯৮

"আরকাডি এম, ই, স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর আবশ্যক বেতন ১৫৲ টাকা। আর বাড়ি ফিরা। সেক্রেটারী, পোঃ আরিয়াদহ (বাঙ্গালী)" ১৮৮

"বরীয়া জেলার সরকারী এম, ই, স্কুলের জন্য দক্ষ একজন বর্ষীয়ান ইংরাজীতে হেড্ পণ্ডিতের আবশ্যক। বেতন মোয়াত্তলায়ে মাসিক ৮০৲—৮৫৲ টাকা। ফ্রি বাসস্থান দেওয়া হইবে। আবশ্যি জানা মুসলমান শিক্ষক হইলে বেশী সুবিধা হইবে। সত্বর সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন। ১৪৪

"WANTED a (old scheme) Final-Madrasa trained experienced Head Moulavi for the Dheramara-Chandipur J. K. Institution (Nadia) on Rs. 75/- per month with free board and lodging. The place is healthy and is very near the Dheramara Railway station. (E. B. R.) Apply to the Secretary, with copies of testimonials before the 31st. March, 1925."

মালদহ জেলার অন্তর্গত শিবচন্দ্র বাজার মিডলইংরেজী স্কুলের জন্য একজন বর্ষীয়ান প্রধান শিক্ষক চাই। তিনি বাসস্থান ও আহারাদি ফ্রি পাইবেন। স্থায়ী আজীবন মিডলইংরেজী বলিয়া স্বীকৃত হইবে। বেতন ১৫৲ টাকা মাত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ডাক টিকিটের মূল্যে আবেদন করিবেন ইতি। ১৮৫

হরিপুর এম, ই, স্কুল
পোঃ শিবচন্দ্র।
মালদহ।

১৯৯৯ সালের মধ্যে উচ্চ বি, ই, বার পাঠোদ্ধার এম, ই স্কুলের জন্য একজন বর্ষীয়ান হেডমাষ্টার আবশ্যক। বেতন ৩০৲ টাকা হিসাবে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ৫ বৎসর অন্তর ১০৲ টাকা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে। উপযুক্ত ব্যক্তিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। ১৯৫

বাঙ্গালা ভাষা ভাষা হইতে জন্য একজন ইংরেজি-বিভাগের পরীক্ষোত্তীর্ণ হেড মাষ্টার ও সংস্কৃত বৈকল্পিক একজন হেড পণ্ডিতের আবশ্যক। মাসিক বেতন যথাক্রমে ৮০৲ ও ৬০৲ টাকা। কর্ম্মপ্রার্থীগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

সেক্রেটারী ভাঙ্গা বাঁ ফুল
ভাঙ্গা পোঃ আঃ
ফরিদপুর জেলা। ১৯৪

রাজকীয় মহাবিদ্যালয় (recognised) স্কুলের জন্য একজন দক্ষ পরীক্ষোত্তীর্ণ V.M. এর দরকার। আহার ও বাসস্থান ফ্রি বেতন মোয়াত্তলায়ে আপাততঃ ১২৲ ১৫৲ টাকার মধ্যে। কিছুদিন কাজ করিলে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। সাধন ও চরিত্রবানের আবেদন অগ্রাহ্য। অন্য একজন Matric 2nd master এর দরকার আহার বাসস্থান ফ্রি। যিনি অল্প বেতনে কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহা জানাবার উল্লেখ করিবেন। কিন্তু যিনি কাজ করিবেন তাহার অনুপাতে উপযুক্ত বেতন দেওয়া যাইবেক। ব্রাহ্মণের দরকার। স্থান স্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়ার ভূমিকা নাই। স্কুলের অবস্থা উন্নত। গ্রামের অবস্থাও ভাল হইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু রেল স্টেশনে অবস্থানের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা হইবে। বিস্তারিত পত্র লিখিলে যিনি কাজে যোগদান করিতে পারিবেন তাহার আবেদনই অগ্রাহ্য।

সেক্রেটারী, ভাঙ্গা কলেজিয়েট
ফ্রি লাইব্রেরী। ১৮৭

"ঘটনক ডাক্তারখানার ডাক্তার খানার বিবাহার্থে থাকিবার জন্য একখানা বাসা বেলেডাঙ্গা জানা একজন ভদ্রলোক থাকিবার প্রয়োজন, তাঁহার ঐ বাসা বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় বাস থাকিতে হইবে। বেতন মাসিক ৮৲ হয় টাকা। আহার ও বাসস্থান এবং পরিবার বর্গ পৃথক থাকিবে। কার্য্য বা কিছু অবসর থাকিবে আবেদন সত্বরে দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন ১৮৭

ডি. সি, মুখার্জী, সেক্রেটরী
শ্রীরামপুর সেক্রেটারী আদালত,
হুগলী।

প্রচারক গেজেট

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দূর, তাদের অভাবটা ভাল করিয়া চিন্তা কর, কি করে তাদের সাহায্য করা যেতে পারে তাহা স্থির করিয়া সকল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। (তাহাদের অভাব ও সহায় অভাবের পরস্পরের ঈষৎ অসামঞ্জস্য যে দোষের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা পরিষ্কার চিত্তে আর বিলম্ব হয়।

[এমন সময় হরিমোহিনী পরিচারিকা বলিল,—"সভা হইয়াছে, আপনার সন্ধ্যোপাসনার সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, আসন এইবার উঠি"]

(পরিচারিকার প্রতি)। কি, আমি ইহাকে কোন কথা বলি বলি করিতেছি। সভা কি সভা হইয়া গেছে? পরিচারিকা। (সভার অন্তরে মুখপাত্র ও অর্থ লইয়া) সম্পাদকের বিবরণ এবং সভাপতির (পাত্রীর) উপদেশ এই অর্থের মধ্যে ছাপা হইয়া আছে, ইহাতে আলোচিত কথা যাহা কেহ কখনো চিন্তাও করে নাই এমন অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সভার অধিবেশন প্রথম হইয়াছে, সেখানে সভাই হইয়াছে, তখন আলোচনারও শেষ হয় না; সামুদ্রিক যাহা চিন্তারও অতিরিক্ত বিলম্ব হয়, তাহা উপস্থিতের সভায়; তিনি সকলে সাধুবাদ করেন, তিনি স্থির সভা।

"আপনি যথার্থই জ্ঞানী। জ্ঞানী কে? যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী। তিনি কি জানেন? জানিতে কি হয়? জানের জন্য কি? জানের জন্য, তুমি আপনি প্রভু তুমি, তুমিই আপনি সকল জানী। কিন্তু ভাবিতে পারেন, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইল কেমন করিয়া? কিন্তু পরীক্ষায় শ্রদ্ধা কি করিয়া হইতে পারে? পরীক্ষা, আমার অন্তর্যামীই ইহার কারণ। আপনার কথা বলিবার আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে: আপনি অন্তরাত্মা, আপনি ঈশ্বর প্রতিনিধি বিশিষ্ট, বিশেষতঃ

* এই পৃঃ হইতে অন্তর গান্ধীজীর প্রবন্ধিত উপন্যাস হইতে।

আপনি অন্তর্যামী, আপনি প্রত্যেক অণু পরমাণুর ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। [illegible] কিন্তু সাধারণতঃ দৃষ্টিশক্তি লক্ষ্য করিয়া [illegible] তিনি যত করেন, তাহাই [illegible] নিজের [illegible] করে, আর, অন্য [illegible] যে কেহ বিশ্লেষণ করে, তাহা সকলের সীমানা [illegible] অন্তরালের মধ্যে যেমন ঈশ্বর থেকে যায়, অন্য অন্তরালের মধ্যে তাহাও নয়। ঈশ্বরই তাহার প্রকাশক। তাহা যে হইতে পারেন যে নহে, সেই তাহা [illegible] তাহার [illegible] তিনি। প্রভু তাহাদের সাধুর ঈশ্বর যে অন্তরালে [illegible] তাহার [illegible] [illegible] তাহা, তাহাকে তাহার [illegible] উপলব্ধি [illegible] হইয়াছে। [illegible] আছে, তাহার [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible]

কৃতজ্ঞতা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমরা।

[illegible] আমাদের [illegible] বিষয়। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

দূষিত করিতে হইবে- এজন্যে তাহা নিয়মিত হইতে হইবে। উপরি প্রদেশেই আমাদের আবার ফল, মধুর অভিযে আতীয় নিয়ম অবলম্বনীয়।

নিম্নাঞ্চলবাসিদের খাদ্যের মূল ভিত্তি নিম্নাঞ্চলের জীবনযাত্রার অভিযেই শীঘ্রই নষ্ট হয়, রোগের বশ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া, সম্ভব। সকল কুল ও বস্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। আহার, বিহার, ধর্ম, আচার, পরম, অন্ন প্রভৃতি সকল বিষয়েই কতকগুলি নিয়ম লক্ষ করিয়া চলিতে হইবে। এই সব নিয়ম পরিপালন করিতে পারিলেই সুস্থ ও নীরোগ থাকিবার সম্ভাবনা অনেক আমাদের যে দুর্গতি হইয়ে পড়িয়াছে। প্রথমতঃ আমরা সম্বন্ধে সম্বন্ধের দুই ধারা ভিন্নি। দুইটির অ সম্বন্ধে পরিত্যাগ আমাদের প্রথম উচিত আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। চলাচল কিন্তু কখনো দুষিত আহারের প্রতি আমাদের মানসিক এ ভাবে তাহা বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। অন্যান্য আহারাদি বর্জিত না, বাহ্য অবস্থায় ঘটিতে পারে। ডাক্তারীতায় স্পষ্টই লিখিত আছে :—

"অহিতং সর্বদাত্মকরীকৃতকরিবাহিতং
আহারং ব্যাধয়ো দুঃখোপক্রমন্তে।"

"স্বাস্থ্যকর আহারের লক্ষণসমূহ ও ক্রিয়া হইলে, যে সব আহার, অহিতকর কটু, অহিতকর অম্ল, অহিতকর লবণাক্ত, অহিতকর উষ্ণ, অহিতকর তীক্ষ্ণ, অহিতকর রুক্ষ ও অহিতকর বিদাহী, তো সব আহার দুঃখ, রোগ ও রোগের হেতু।" এই জন্য ও নিত্য আহারের দিকে দৃষ্টি রাখাই শ্রেয়। আমাদের দেশের বৈদিক প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিলে, সহজে পরিপাক হয় এমন সামগ্রী আহার করা উচিত। যাহাতে অনায়াসে বমনাদি হয়, এমন আহারই প্রশস্ত। মলম, বিরেচ বিরেচ আবশ্যক। মানুষের বিদ্যা অপরিহার্য, সকলকেই দিনে দুইবার পরিত্যাগ করিতে হইবেই প্রকৃত উপায়। নিম্নের স্বাস্থ্যের অবস্থান ঘটে, যে স্থানে বায়ু দূষিত অপ্রতিহত, যে স্থানে নির্দেশ ও স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবনের উপায় আছে, উহাই সুস্থতে বসবাসযোগ্য। অন্যদিকে দৌরভাবিতে পরিপূর্ণ, জলাশয় পিচ্ছিলকর্দমাক্ত অবস্থায় বসবাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় ক্ষতিকর। যেখানে সেখানে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, নর্দমা ও নালীতে, বিশ্রাম কালে, শয়ন ও নিদ্রাকালে পরিত্যাগ করিলে অনিষ্ট আশঙ্কা হইতে পারে। প্রাথমিক অবস্থা malaria হয়, পল্লীগ্রামে একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তাহিতিক হইতে সকল অত্যধিক লোকসংখ্যার পল্লী গ্রামসমূহের ব্যবস্থার প্রথম করা। পল্লীগ্রামে কতিপয়, রোগশূন্য লোকের অবস্থিতি, দুর্গতির মূল হেতু। সুস্থ সবল লোকের বিবাহ অভাব, মুক্তিনী ও ভাক্তারগণের ভয় দূরে বা অন্য সহানুভূতি সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামে লোকের বাস না থাকায়, ফলতঃ ব্যবস্থাদি পরিত্যক্ত। বিষয় হয়, পুকুর, বন, প্রভৃতির আদর দূরে। সুতরাং আর দূরে দূরে বীজাণুর সঞ্চালিত হয় না—দূর হইতে আক্রান্ত নীরোগ অক্ষতদেহে হয়, পরিবেশ আর অনুপযোগী হইয়া পড়ে না। এখন কোনও কোনও পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলে, শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই বৈরাগ্যের দৃশ্য সহজে অন্তর্হিত হইতে পারে। দেশের দুর্গতিনী ও অক্ষম হয় অনেকটা পরিদূর হইতে পারে। দেশের দুর্গতিনে, কর্মী লোকের মনে যদি সমবেদনার চিত্র জাগে, তাহা, পুরুষানুক্রমের বাসস্থানের প্রতি, এবং এই প্রতি, কিঞ্চিৎ মমতা জাগে, তবে হইলে, তবে, স্বাস্থ্যের পরিবর্তন পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা যাইতে পারে—ব্যবস্থাপনাদিতে ইহার নির্দেশ বিস্তারিত হওয়া সম্ভব। যদি সমবেত জনাকীর্ণতা হ্রাস পায়, যদি স্বাস্থ্যের প্রতি লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে লোকের নিজের যত্ন চেষ্টার পথ উন্মুক্ত হইবে। অন্ততঃ বৎসরের কিছুকাল স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠানে করিতে পারিলে, লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার সম্ভাবনা এত অধিক থাকিবে না—অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পল্লীগ্রামের যে ঘোর দুর্নাম এখন রটিতে পারিত যাহা আজ অনেকটা অমূলক হইতে পারে।

চাষিদের কথিবার জন্য, পল্লীর মন সরল করিবার জন্য, যখন বিশ্রামের আবশ্যক হইবে তখন কলে বসিয়া ঔষধসেবন করা অপেক্ষা অন্যান্য স্থানে, সহজভাবে, যাহাতে পুনঃ

পুনঃ অবস্থানান্তরিত হইল তোমার জীবনের অন্তরাল অধিকে যাহা বাকি সম্ভাবনা রহে।

পরিধার পরিচ্ছন্ন পুরে যায়, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পুষ্টিকর খাদ্য অভিলাষ, নিয়মিত পরিশ্রম, ভাবিতে সুখিনা, অল্প ব্যয় করিবে, এই সকল স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। আমি কিছু নূতন কথা উত্থাপিত করিতেছি না। অনেকেই এ সব কথা জানিতে। আমার উদ্দেশ্য, কতকগুলি সুবিধার স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে চিন্তাকর্ষণ করা—যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা না করে, সেই বিষয়ে চেষ্টান্বিত হওয়া। স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে, বিনাশ্রমে হইতে আমোদের সঙ্গে আসে না। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারিলে, জীবন আরও এক নূতন উদ্যম করিবার শক্তি আমোদেরই আসে। আমোদপ্রমোদের স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া পড়ে।

উৎকণ্ঠীতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নৈতিক কথাগুলি অতি সুন্দরভাবে নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়:—

"আহারেষু মোদন্তি ন ভৈক্ষাচরণাঃ।
ন চান্তি স্বল্পীলস্য আয়ুষো হৈব চাঞ্জুন।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।"

"যোগ অধিক ভোজন করেন, যাহারা একবারে আহার করেন না, যাঁহারা অত্যন্ত নিদ্রালু, যাহারা অত্যন্ত জাগরণশীল, তাঁহারা যোগসাধন করিতে পারেন না। যাঁহার আহারবিহার নিয়মিত, যিনি কর্ম করিতে যথানিয়মে চেষ্টান্বিত, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তাঁহারই যোগ দুঃখনাশকর করিতে পারে।"

যোগের মতে ব্যায়াম অত্যাবশ্যক। পুষ্টির সঙ্গে ব্যায়ামেরও সম্বন্ধ। ব্যায়ামে নিয়মবদ্ধ থাকে, মেদ-প্রাধিক্য দূর হইয়া যায়। ব্যায়াম অভ্যাস করিলে পুরুষের পক্ষে, নিয়মিত আহার, বিহার, নিদ্রা, আমোদ নিয়ন্ত্রিত করা; আবশ্যকমত পরিশ্রম করিতে শরীর-মনকে অভ্যস্ত করিতে। ইংরাজিতে এই কথা বলে—"স্বাস্থ্যরক্ষা পরিশ্রম"

ইংরাজের ঔদ্ধত্য, কথায়-কথায় মারামারি ও আক্রমণ কি করিয়া শমন করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমোদের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। ইংরাজের মধ্যে একটি বেতনের সমিতি (trade union) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদের স্বাস্থ্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে অভিমতি নিম্নোক্ত কথাতে নিহিত—ইহাই এখন তাহাদের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে:

"Eight hour's work, eight hours' play,
Eight hour's sleep, and eight bob a day."

বাস্তবিক পরিশ্রমের কি উপায় অবলম্বন করিলে, আমোদকেও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিতে পারিবে, তাহারই আভাস ঐ শ্লোকে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মূল নিহিত, তাহার সঙ্গে অসুখ নয়।

যে সব হিন্দু যুবক আজীবন উপার্জনের জন্য উদ্যম না করিবেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সুস্থদেহে কার্যশক্তি সম্ভব, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও আমোদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

সমুদ্রের রূপ।

(এলিজাবেথ ব্রাউনিং)

[শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী]

অন্ধকারে উঠিল ঝড় পুচ্ছ তেজ করিয়া বেগের আলোকের অন্তর হইতে যেন বোম্বেটেরা আসিবে ঘোড়ায় বেগেতে ঝড় আসিয়া পড়িল।

আসে সাথে সাথে চলিয়া ঝড়ের ঘোড়াগুলির মত অন্ধকার ঘোটকগুলি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কি সুন্দর ঘোড়সওয়ার দল!

উপরে এই বিষয় বিষয় উঠল তাহার নীচেকার আর কিছু মুখ হইতে অবাধ ভাবনাহীন হইয়া উঠিতে পারিল না। এই ব্যাপারে চলিয়াছে বাঁশী মুখ অনেক কথা যেন মুখ মুখের আসুন ছিলাম বাসুন আসে হইতে করিয়া অনেক সময়ের প্রতীক্ষার বিষয়।

আমার উপর সমাধিস্থল বিস্তীর্ণ হইয়াছে। সে বধি বাঁশটির চতুর্দিকে পরিচলিত হইয়া বাঁশটির মোহার মেয়ার বাঁশ করিয়া তুলিয়াছে। যিনি আমার জননীর কেমিল উপিয়াদের হয়ে মুখা উঠলি, উঠলি, হাহার সমস্ত মৌন করিয়া দিয়া ছোটার আমার মুখটি চলিয়াছে। বাসুন সমস্যার অনেক সময় তখন তার করিয়া দিয়া সর্বে হইয়াছে না। আমি কি ভোজন হয়? সমাধের মনোমিন মহাশয় সাথে বাহির করেছে বিবাদিনি, কিন্তু এই সমাধের, এই সিদ্ধুর, এই আকাশ বাতাসের চিরন্তনীর মুখে অনন্তকালের জন্য প্রাণ আমার মুখা বাহিরের মাঝে সুখের চলন হইয়া উঠিল। বাঁশটির মহাশয় বাহিরা এই যে সমস্তটি আঁচিয়ে বাহিরা চলিয়া দিয়াছে, সেকটি ঠিক যেন এই বিশ্ব মানবিয়ার অনেক মুখটি তিরিয়া প্রাণের মাঝখানটি সমস্ত করিয়া বাহির হইয়াছে। এতকালে যখন ভোজালে অনেকের পূর্ণ। কিন্তু বিদ্যুৎ এই আমার বোধীর অন্তরীক্ষে বড়ো হইয়াছে না। আমি। এই এক যেন যেন হইতেছি, বৈশাখীদের মুকের উপর যখন ঘনিয়ে এসেছিল ছাইয়া ফেলিয়াছে। যেমন করিয়া সেই আমি মুখে অনন্তকালের বাঁশীকিকে আমার বাঁশ মুখে আজন করিয়া রাখিয়াছিল।

ভোজার আমিয়ে বলিয়াছিল হইতে এই বাঁশের ভোজা এ আমারও বাঁশের মুক ভোজনে মুখ মুখ আমিয়ে চলিয়াছিল। সমাধের অন্তরালের আমিয়ে হাত করিয়া আমাদের বিশ্বের অন্তর বাঁশীটিকে যেমন তুলিয়া যেমনার আসন হয় না। আজ এই সাথের যেমনার, সমস্ত মন প্রকৃতি, প্রভাতের নিম আমার এই অনন্ত বিশ্বের অনিত্য আকাশ ইহাদের মধ্যে কখন নিজনের আসন যেমন আমার বাঁশীটি কাহার হয়ে মুখ হইয়া উঠিল আর সেই মুহূর্তের অন্তরের মধ্যে ভোজনে মুখ মুখ বাঁশির হইয়া আসিল।

প্রভাত সমাধের মন মুখটিকে আমিয়া মুখন আমিয়ে সমস্তকে আমি নিয়াছে। উপর সমাধি মন্দির, সমিতির মন্দির, নিমাইয়ের বাঁশীর মন, আমার বাহিরের যেমনারের আমি, কম মনোযোগ নিজের, আর বাঁশ সাথের মুখ, কি নিয়মী সমস্যার নিয়মে করিয়াছে। বাঁশ, সিদ্ধ, সমাধি, এই তোমাদের নিজের তাহাদের নিজুমের সমস্ত করিয়ে পারিয়াছে না, যখন আমাদের মনের মুহূর্ত কিন্তু আমে আমাদের উপরের যে ছোটো আমি, আমিয়া, মমতা,মোহ, আর চলিয়া নিয়া নিজি আমার আমার, সমস্যা আমে আমি। বাসুন চলন হইয়া নিয়েছে। অন্তরের মহাসিন্ধুর মধ্যে এক এক সময় অন্তরে মুহূর্তটি সমস্তকে আমি আসিয়াছে। কিন্তু অন্তরের কি হয়ে যে বড় আমি, যে, অনন্ত মুখের মাঝ করিয়াছেন, তাঁর তোমার চালনা নাই। তিনি আমার অনন্ত নিমিত্ত নিজের নিজুমের মুখে।

"ইহার নিজনি আমিনি ইহার মহতি আমার।

এ ইহার যেমনারের এ তোমারি ইমিত।"

বাসুনের উহাকে যেমন করিয়ে পারে, অন্তর উহাকে বড় করিতে সমর্থ হয় না, তাহার নিজ করিতে সমর্থ হয়, বাহ্য উহাকে বড় করিতে পারে, কিন্তু আমার মুখা উহাকে সমস্ত করে না। তিনি আমার এই মুখের সত্য সমাধের মুখে।

এই যে সমস্ত বাঁশিটাকাটি চলিয়া মুখা করিয়াছে এ সমস্তের মাঝে চলিয়া পড়িয়াছে, তেমনি সব হইয়াছে, আমার একটি উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় অন্তরালের অন্তরে উপরেতে নিমিন। আমি যেমন অন্তরালবর্তী মানবের সমাধানটি, যাহা অনন্ত মুখের উপর পড়িয়া মুখা করিয়াছে। সাধারণের আমিয়ে পড়িয়া যাহা নিয়েছে, আমার করিয়াছে। আমার মোহে পড়িয়া তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না, মানের মুখে মমিয়া আমের সহিত অন্তর নিমুক হইয়াছে। আর সমাধী মা আমার যেন

পুরির মধ্যে মধ্যাকর্ষিত হচ্ছে, সমানভাবে সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সমস্তগুলি হচ্ছে সমান বাধা, বেশী কম নেই। এই সমীকরণ ফের সমস্যে আসিয়া, হয় তাঁকে অচেতন, মোলায়েম শরীরে তাঁর ওজন করিয়া পুরির মধ্যে বার বার আসে যায়। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা এটা আগেই বেরিয়েছেন যদি তারা পুরি কি করিবে, তুমি যে সেই, তবিয়া করিয়া পুরাবৃত্তী হয়।"

যেখানে গিয়ে থেমে চলিয়েছিল, সেখান হইতে ফের এই সময়ে সাহেবের জন্মটি উৎস চলল, সঙ্গীত তার মৃদু মৃদু ধ্বনিত হইতেছিল, আর তার দূরের সঙ্গীতগুলি যেমন শুধু দীর্ঘ আলোড়ন পূর্ণ, যেমন নারীর আর মানুষের যেন সমস্যের উৎস চলনের নারীর পরিপূর্ণ আর দূরের ছিল বাঁশি, বাদ্যযন্ত্রগুলি মানুষের অভিব্যক্তি আর এই মৃদু সমস্ত মনে সঙ্গীতের অভিব্যক্তির, যে তার মধ্যে মধ্যে উঁকি দিতে ছিল। এই সাহেবের চলন বাঁশিগুলি, যেমনি দূরের বাঁশির মিলিয়েছে তখনি ছিল অচলন। নারীর প্রথমটা ঠিক একটি ঘোর চলনের মাঝার মধ্যে নারীদের উৎস কালে। কিন্তু নারীর যখন ছিল মানুষের সাথের সমাপ্ত করে, তখন এই প্রকারই ছিল। তাঁর পরিপূর্ণতা সুস্থ হয়ে,রহিয়াছে জমনী কৃষি।

এই আর এত আবার মধ্যে উৎস ফের যেন একটি আবহাওয়ার মধ্য আচ্ছাদন পড়িয়াছে, তার এ উৎস অতন ছিল প্রতিফলিত হইয়া চেউয়ে চেউয়ে তাঁর পড়িতেছে। মেয়েরাই যেন হয় যেন, যখন তাদের উৎস ছিলের সুযোগের প্রাণ অনুযায়ি এলাইয়া ছিল ফেলুক মনিবাদিরা সুযোগিয়া, তাঁহার পড়িয়া যেন রহিয়া ছিলপ্রায়ই ধরে নরীর মধু আকর্ষিত করিয়া ছিল পাইতেছে। নরীর ছিলাসের চলন যেমনভাবে মনোহারি হইতেছে, আর যত তাদের মুখের রূপ করিয়া উঠিতেছে, এবং ছিলপ্রায় ক্লান্তে "চলনিয়ে তত উৎস ছিলন, পুরুষের ক্লান্তে, চলন তাঁর নরীর মধ্যে, ছিলের পরিচয় চল।"

আমাদের পড়ন্ত আর তাঁহার ছিলই মধ্যে নরীর মধ্যে তারা ছিল। সাহেবের তাঁহাই পরিচয় করিয়া, তাঁহার আর মধ্য পরিচয় করিয়া ছিলের চেউয়ে তাঁহার মধ্যে ছিল উঠিলেন। সেই এখন প্রাকৃতিকী হইল। মধ্যে সন্ধ্যা বসাইয়া আসিল। অন্ধকার পক্ষ তাই এ অঁধারে দুই হইল এ ক্রমশ অন্ধকার পাড় হইতেছিল এ তাঁর বিদায় মধ্যে তার তোলাহয়াছিল।—তাঁরে আলোকে বসিয়ে, চলনের প্রকৃতি তোলেনগুলিতে ফিলিপাদের আলোক জ্বলিয়া উঠিল, সেই আলোর ছিল চক্ষিতল তাঁহের অনুকূল উৎস পড়িল আলো অন্ধকে করিতেছিল। তাহাতে সমস্ত সাহেবের অন্ধকার দুরীভূত হয় নি, মাত্র ফিকাদাড়ুল। অন্ধকারের মধ্যে-ই আলো যেমনটুকু ঠিক যেন সন্ধ্যা বিদায় নরীর পরিচয়ে মনিবার তাঁহার পরিচয় করিয়াছে. এই অন্ধকার নরীর মধ্যেকারে, সমুদ্রের মধ্য মধ্য বিচিত্র ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনি

৭

বাঁশরী শ্রবণে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন মোহন মধুর মুরলী—
মধুরা পুরিয়ে বাজিছে আজি।
কিবা ছল ছল কালিন্দী সলিলে
কেমনে পরাণ ধরি গো সই।

যে, বাঁশরী বাঁশে বাঁশরী মুরলীরে
কেমনে বল সে ধৈরজ ধরে?
ধৈরজ ধরিতে মন নাহি সরে
সদাই মরমে প্রাণ আকুল করে।

শুন লো সই লো শ্যাম বিনোদ
সদা বিরাজে আমার হৃদে।
বাঁশী নাদে ভরে যবে সে বাজে
সদা ডাকে আমি সদয় তারে।

গুরুজনা মাঝে থাকি যবে কাজে
কেমনে বলো যাইগো সেথা?
আমায় পাগিয়ে ছেড়ে কুল মান
প্রাণ যে সজনী মানেনা বারণ।

শ্যাম নামে সদি কিবা মধু মাখে
নামে মরে সই কতই সুধা।
কাল কিবা সদি হরষে পশিয়া
পরাণ আকুল করে যে সদা।

জীবন যৌবন সকলি কুল মান
সঁপেছি তাহার চরণে সদি।
যা ছিল আমার দিয়েছি কালায়
বল কি আছে বাকি

যে মধুর নাম জপিয়ে জপিয়ে
অহর্নিশ হয় গো আমার প্রাণ।
সে যা সই বল কুলের বৌ—
হারিলো সরম সকল হায়।

স্নেহলতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস)

(শ্রীযুক্ত প্রমথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্, মুন্সেফ প্রণীত)

(১১)

গ্রামে ক্রমে লোকে স্থির করিল যে স্নেহর সহিত বিবাহ হইয়াছে। যাহারা সেই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন ও যাহারা তাহার কিছু পরে তাহাকে দেখিয়াছিলেন ও পুরোহিত মহাশয় সাক্ষ্যদানে প্রস্তুত করিলেন। পক্ষ সমর্থনে উদ্যত করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইলেন। কুসুমিনী সমাজে প্রবেশের সকলেই বড় ব্যস্ত। তাহারা কুসুমিনীকে সমাজে লইবার জন্য বিশেষরূপ ধরিতে পারিলে কেহ না কেহ সেই ছোঁড়াটাকেই ধরে; না হয় তা লোকে খেয়ে আর যখন ফিরবে না তখন মেয়েটাকে বেশ লোকে দিলেই তাহারা কুসুমিনীকে লইতে পারেন।

কুসুমিনী সেই সকল মন্ত্রিসভার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না। তাহারা কি করিবে তাহা মনে মনে স্থির করিল। এই গ্রামের পুরুষদিগকে কি করিয়া দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় দিবে; কি করিয়া বলিবে "আজ তুমি তাড়াতাড়ি ঘর কর গিয়া" তাহাতে কি অসম্মান? এরূপ সময়ে উহারা কুসুমিনীর কি আদর? ইহা অপেক্ষা যদি তাহাদিগকে সমাজে না লয় সেও অনেক ভাল। এখনে কাহার ইচ্ছা মান রেখে। আজ স্নেহর সহচরী মনিবীর বিয়ে; বাড়ীর পাশেই যাইতে হইবে, কত লোক নিমন্ত্রণ করিয়াছে। রাত্রে হলুদ হইয়া গিয়াছে কুসুমিনীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। স্নেহ প্রাতে গিয়া স্নেহ কুসুমিনীকে দেখিয়া আসিয়াছে। মা মামা অভিমানের উহাদের বাড়ী যেন না তাহারা আমাদিগকে বলে নাই। স্নেহ মাকে খুব ধর করিতেছে, কিন্তু আসিতে পারিলে অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া সময় থাকিতে একবার যাবে বিবেচনা। আজ বিবাহ; স্নেহর মন কেবলই যাই যাই করিতেছে। পরিশেষে যখন বর আসিবার সময় হইল, স্নেহ চুল বাঁধিয়া লইল; উহার আশা, যাবে বলিয়া একবার বর দেখিতে যাওয়া। ক্রমে রাত্র আরম্ভ হইল; বর দুইবার বর আসিতেছে। তাড়াতাড়ি মায়ের নিকট বলিল "মা আমি বর দেখতে যাব।"

কুসুমিনী। কোথায় যাবে মা, লোকের বাড়ী?

স্নেহ। আমি শুধু একবার, বর এসে যাবে।

কুসুমিনী। না সেখানে যেতে নাই—; তোমাকে আনুল দিতে দেবে।

স্নেহ। কেন মা; আমি কি করেছি?

কুসুমিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন, স্নেহ আর কোন কথা বলিল না। স্নেহকে এতদিন কেহই তাহার অবস্থার কথা বলে নাই। সকলে তাহাকে দেখিলে কি ভাব আসে, স্নেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। আজ মায়ের কান্না দেখিয়া বুঝিল তাহার বিবাহ বড় দুর্ঘটনা হয়ে গিয়াছে, লোকে কত কি বলে, মা সর্ব্বদা বিমর্ষা থাকেন, আজ আবার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল, এসব কি? ধীরে ধীরে স্নেহ মায়ের নিকট যাইয়া বলিলেন "মা কাঁদ কেন? আমাকে নিয়ে কি হয়েছে?"

কুসুমিনী। (উপরের দিকে হাত তুলিয়া) উনিই জানেন তোমার কি হয়েছে তোমার বিয়েই হয় নাই।

স্নেহ। তা না হোক, তুমি কেঁদনা, আমি আইবুড় থাকব।

কুসুমিনী। তুমি আইবুড় থাকলে আর আমার কি করিবে? আমার আর কেন, তোকে নিয়ে যাবার যাই না!

স্নেহ। কেন! আমরা এইখানেই থাকব? তোকে আমাদের নাই বা নিমন্ত্রণ করলে!

কুসুমিনী। আমাকে বিবাহ সভায় ডাকে এসে না-

সবাই মিলে আমাকে ঘিরিয়া এমন ভাবে দাঁড়াল। এমন আর কি হইতে পারে এ কথা যদি আমার একবার মনে হয় তাহলে কি আমি আমাদের কথা শুনিতাম। আমি ভেবেছিলাম, আমি কি খুসি হয়েছি তুমি সে বিচার করো।

মেয়ে আর একটু ঘুরিলেন। লোকে তাঁহাকে দেখিয়া যাবে যাবে "চমৎকার" বলে, ইহার অধিক আর কোন কথা বিবাহিত দম্পতিরা উচ্চারণ করিলেন; "এ কি ভাবে চাহনি!" এই কথা কেবলই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

মেয়ের বিবাহের পর হইতে আর মল্লিকের বিবাহ পর্যন্ত বিশেষ কোন সাংসারিক অসুবিধা নাই। গৃহিণী যা কাহার সিন্দুক খাট প্রভৃতিগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখিতে লাগিলেন। এই একদিন কথাটা হইবে বলে করিয়া অতি সংগোপনে কেবল পুরোহিতকে ডাকিয়াই পাঠাইয়াছে। কিন্তু মল্লিকের বিবাহে তাঁর চলিল না। কুমুদিনী একদিন হাসিয়া বলে, পরে পরে সকল ভাবনার চলিয়া যেত। সংসারে নিশ্চিন্ত থাকিত; বিবাহের দিনে বলিলেন "দেখেন, তুমি আজ ভাবনায় থাকলে এখানে আমিলে আমি বিপদে পড়ি।" কে আর তাহাকে আজ ভাবনার হাত হতে ছাড়াইয়া সন্ধ্যের বাড়ী আনিল। যেই সময় তিনি Matriculation ক্লাসে উঠিয়াছিলেন, সেই তাঁর করিয়া আসিতে হইল। পরীক্ষার সময় পাইয়াছে, দুর্দিনকে ঠাকুরীরলে ঘটিয়া ফেলেন, আর কুমুদিনীর অনেক রাত্রীর দিন পূজন করিয়া দিলেন। উপেন আসিয়া সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। কেবল দুর্দিন কোম্পের কিছু কিছু পাঠাইতেন, আর মধ্যমাঝে মাত্র আশীর্বাদের মালা গলা করিয়া যেত।

মল্লিকের গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আর ঠাকুরিঘরে যায় নাই। ডাক্তারের বাহির তাহার সাক্ষাৎ করে নাই। সাহেব মেমে মেয়াদ্যেছে, এদিকে কুমুদিনী একদিন হঠাৎ পর গ্রামে একটা বুড়ি হওয়ার সংবাদ শুনতে আসিয়াছেন; গ্রামের সকলেই তাঁহার মিষ্ট এই আশ্চর্য বিবাহের কথা জানাইল। তিনি বলিলেন "এ ভগবান অসম্ভব, মানুষ জাল করা, এ ভারি অন্যায়, এর জন্যে শাস্তি হইতে পারে" বলিয়া তিনি ভাবেই করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ফলের ভিতর ভাবেই বাহির করিলেন। এক মাস, দুই মাস গেল, আসামী ধরা পড়িল না; তিনি ঠিক ইয়োরোপ বাহির করিলেন যে ঘরিয়া দিতে পারিবে তাহার ৫০৲ টাকা পুরস্কার।

(সময় প্রথম সন্দেহ তাঁর হইল পলাশ করিয়াছিলেন; ক্রমে তাঁহার এই অন্ধকারের মনের ভেতর হইতে বাহির। জানিতে পারিলেন তাহারই বাহির হইয়াছে; সর্বদাই মনে হয় কেহ ঘরিতে আসিতেছে। অথচ তাঁহাকে কে ধরে। তিনি কোথায় আছেন, আর তাঁহাকে কেই বা ধরে! পশ্চিম যেখানে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরিয়া একদিন দেশে ফিরিলেন। তিনি মনে করিলেন "আমি এমন কি অন্যায় করিয়াছি যে আমাকে চির জীবন লুকাইয়া থাকিতে হইবে। এমন লুকাইয়া থেকার অপেক্ষা ধরা দেওয়া অনেক ভাল। আমার কি করিবে? আমি কিসে ভাবিব নই? ফাঁসি, যাবজ্জীবন, নির্বাসন, সমুদ্র দেখাপড়া আমি তোর ভাবনা অপেক্ষা বড় জানি?" এইরূপ মনে করিয়া তিনি একদিন থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন ও বলিলেন "ইয়োরোপি আমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। আমি প্রভুর ব্রাহ্মণ, যদিপি চক্র করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য লোকে এইরূপ করিয়াছে।" থানার তাঁহাকে যথেষ্ট আদর প্রকাশ করিলেন। ক্রমে সময় হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যেতে হয় উঠিল। সাহেব কোন কথা তাঁহার বা অস্বীকার করিলেন না; তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন যে তিনি নির্দোষ। পুলিস, গ্রামবাসীদিগকে, ডাক্তার ও ব্রহ্মচারীর অনেক পরে সাক্ষ্য, সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করিলেন। সবে বাবু একবাক্যে সাহেবকে দোষী বলিলেন যে সে তাঁহার পূর্ব পরিচয় দেয়। ডাক্তার বলিলেন যে তাহার বাম সাহেবের হয়, ডাক্তি সমস্ত। পুলিস এ ব্যাপারে বিন্দু বা সাধুতার হাতের হাতের স্বরূপে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করেন নাই। মাথা হইতে অপরাধের ভয়ে বিবেচনা করিয়া, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে কোন বিচার না করিয়া মাহাতে সোপর্দ করিলেন। মাহাতে বিচারে আসামীর কেমন অন্ধকারে হইতে পারে

সৌরভ প্রমাণের অপ্রাচুর্য্যের দোষী এবং ছিন্ন ব্যক্তিদের আসামী বলিতে পার। এই সকল বিবেচনা করিয়া সওয়ালী উকিলের পরামর্শ মতে ফেলিসিটি বলেন ফেলোনী যে ও অমৈক কর্ণধারী এবং Patriotic Life Insurance কোম্পানির অনৈক কর্ণধারী, সমবেত পিতা মাইকল বরণ ও বিষপাকে সাক্ষী মেরা হওয়ায় স্থির হইল। সর্ব্বোপরি পরম উপরিস্থ হইলে তাল হইত বিবেচনা করিয়া তাহার উপস্থিতির জন্য পুলিশ হইতে বরাবর কাগজে এক মোটিশ বাহির হইল।

এদিকে যে সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে এই মোকদ্দমা চলিতেছে তখন বীরকুমার বসু, আদালতে উপস্থিতদিগের মধ্যে একটী সুবোধ উকিল এই মোকদ্দমার বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তাঁহার নাম অমিল মুখার্জি বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, ওকালতি না করিলেও চলে; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তাল ছাত্র; তিনি যখন শুনিলেন এই বিবাহব্যাপারে অনেক গোল, হয়ত ইহাতেই সওয়ালগণ হইবেন তখন আর তাঁহার কৌতুহল গোপন রহিল না। তিনি বলিলেন "যদি তাঁহার সাথে আমি কিছু ইয়ারকিতে সওয়াল উঠাইতেই হইবে।" একজন প্রবীণ উকিল বলিলেন "তোমরা অত সোজা মনে করো না তুমি কত টাকা খরচ করতে পার, ঐ ফেলোনীকে আজ তুমি যদি আর কিছু দিতে পার তাহলে হুকুম যে তুমি পাইবে।" অমিল বলিলেন "এ সামান্যের কোন কথাই নহে। আমার তরফ হার হইয়েছে তাই বলিতেছিলাম; প্রাতঃকাল কোন ফুটিয়া বিবাহ দিল এবং তাহারা কি বলিয়া এই জাল বিবাহকে একবারে রেজ করিয়াছে বিশেষ যখন জুরিগিরি হয় নাই।" উকিল বাবুটী বলিলেন, "তুমি ঐ গ্রামের লোকের উপর রাগ কর কেন? এই আলোর যদি ঐ গ্রাম না হইয়া তোমার গ্রামে হইত তাহা হইলে ঠিক এইরূপই হইত। সমাজের যে বিষয় তাহা সমাজ ভিন্ন হয় নহে।" অমিল বলিলেন "আমি আমি জানি, কিন্তু এই কয় বড় অন্যায় যে একজন জাল জুয়াচুরি করিয়া আর এক জুয়াচুরির আর পাত্র আসে? এ মেয়েটীর কি দোষ যে তাহাকে প্রাতঃকালীন জাড়াইয়া দিতে বলিতেছে? মেয়েটী কি সমাজের পৌষ? যে অবলা তাহার প্রতি অত্যাচার করাই কি সমাজের মূলের পরিচয়?" প্রবীণ উকিল বাবুটী বলিলেন "সমাজের দোষ অন্যায় বিচার করিয়া কি লাভ হইবে বল। যদি পার তবে মেয়েটীকে সমাজে তুলিবার চেষ্টা কর; তুমি যদি কেবল অর্থ দিয়া গ্রামবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া এমন কোন উপায়ে আর একজন ব্রাহ্মণকে এই কার্য্যে পাঠাইতে সক্ষম হও তাহা হইলেই এই ব্যক্তিটীর যা তাহার ও তাহার উপকার হইতে পারে কিন্তু সমাজের কোন উপকার হইবে না। যদি সমস্ত সমাজের আচারের বিরুদ্ধে আমি উহার করিতে পার তাহা হইলে প্রকৃত কাজ করা হয়।" অমিলকুমার বলিলেন "তাহা আমি বুঝি, কিন্তু যে কাজ এত শক্ত সে কাজে আমার তরফ দূর হয়।" উকিল বাবু বলিলেন "কাজ শক্ত হইলেও চেষ্টা করা উচিত, তুমি নিজেই বলিতেছিলে এটী ঘোর অন্যায়—জুয়াচুরি ইহা সকলকে বুঝাও এবং পণ্ডিত-মণ্ডলীর ব্যবস্থা পাইতে চেষ্টা কর; তোমার উদ্যম ও অধ্যবসায় অসফল করিও না।" অমিলকুমার বলিলেন "আমার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেশ, এ কাজ সমস্ত সমাজের আচারেই করিবার চেষ্টা করা যাইবে।" তাহার পর স্থির হইল যে মোকদ্দমা যখন বিচারাধীন তখন বিচারের ফলাফল বিবেচনা এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া উচিত এবং সেইমত অমিলকুমার সাধারণ বিচারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশ)

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বিভ্রাট।

(শ্রীকালাচাঁদ ঘোষাল।)

এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন পত্র আমরা খুঁটানুপুঙ্খরূপে পড়িয়াছি। পড়িয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে প্রশ্ন পত্রগুলি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যন্ত শক্ত। প্রশ্ন পত্রগুলি যেন ঠিক পরীক্ষার্থীদের জন্য রচিত হইয়াছিল, কুলোকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের টেবিলে পড়িয়াছিল। আমরা প্রশ্ন পত্রগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়াছি, ইংরাজী অভ্যাস প্রশ্ন এরূপ কঠিন হইয়াছে যে পরীক্ষার্থী ও তুমুল কথা পরীক্ষক মহাশয়েরা তাহার উত্তর দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। নিম্নে ইংরাজী অভ্যাস দুইটী প্রশ্নের অনুবাদ দেওয়া হইল, ইহা পাঠে সকলে আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন :—

"I. Give the substance in simple English of any two of the following extracts :—

"(b) There seems to be a general though unconscious conspiracy existing against each other's individuality and manhood. We discourage self-reliance, and demand conformity. Each must see with others' eyes and think through others' minds. We are idolaters of customs and observances, looking behind, not forwards and upwards. Pinned down and held back by ignorance and weakness, we are afraid of standing alone or of thinking and acting for ourselves. Conventionalism rules all. Etc.

"(c) In the English nature there were and are two antagonistic tendencies—visible alike in our laws, in our institutions, in our religion, in our families, in the thoughts and actions of our greatest men—a disposition on the one hand to live by rule and precedent, to distrust novelties, to hold the experience of the past as a surer guide than the keenest conclusions of logic and to maintain with loving reverence the customs, the conventions and traditions which have come down to us from other generations. Etc.

"I. Explain clearly any three of the following passages :— A sample.—

As the moths round a taper
As the bees around a rose
As the gnats around a vapour
So the spirits group and close
Round about holy childhood as if
Drinking its repose."

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু পুনরায় একটীবার পরীক্ষার আসরে কেহ এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন দেখিবার কি? পরীক্ষকের যদি বিদ্যার পরিচয় দিবার অবসর ছিল, তবে তিনি প্রশ্ন পত্রে এরূপ বিদ্যা না ফলাইয়া অবশ্য এরূপগুলি বাঁ দিয়া বিদ্যা ফলাইতে পারিতেন! এবার এরূপ পক্ষ প্রশ্নের জন্য অনেক ছাত্রকেই "নিরীক্ষা লাভ" অর্থাৎ বিনা সার্টিফিকেটে স্কুল হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের কোথাই মূল্য নাই; কিন্তু পাশ করিয়া ছাত্রেরা "বা বাহুরী" "যো বাহুরী" করিয়া বেড়ায়, আর উহা যদি বেহারীরা প্রায় বিনা পাইয়া এবছরে সার্টিফিকেট না পাইল তবে অভাগাদের বিদ্যার মূল্য কতদূর পড়িবে হইবে। আমরা সাধ্যমতে ভার উঠাইয়া শ্রীযুক্ত মহাশয় আপনি বলের হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পক্ষ করিবেন বলিয়া যে আশার

বিদায়িলেন, এই ছাত্র—প্রশ্ন পত্র কি তাহারই লেখা? যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হইবে তিনি অত্যন্ত একটা অন্যায় করিয়া বড় ভাল কাজ করেন নাই। এখন যাহাতে উত্তরদাতার উত্তর পত্র (Answer papers) একটু উদারতার সহিত (Liberally) দেখা হয়, সেজন্য পরীক্ষকদিগকে আদেশ করা তাঁহার উচিত। তাহলে আগামী বর্ষে তাঁহার দ্বারা আপত্তিত তাহাই করিবেন।

শ্রীযুক্ত মহাশয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা কঠিন করিতে চাহিতেছেন কেন? উচ্চশিক্ষায় অধিকারে অযোগ্য ছাত্রদিগকে নিরস্ত করাই কি উদ্দেশ্য? বাস্তবিকপক্ষে এখন কয়টা ছেলেই বা উচ্চ শিক্ষা পায়? ম্যাট্রিকুলেশন অপেক্ষা পাশ করিয়া অধিকাংশ ছাত্র চাকুরীর উদ্দেশ্যে পড়ায় বিরাম দেয়। তাহাতে যদি যাহারা চাকরীর যোগ্য নহে তাহাদের ভাগ্যে বলিতে হইবে বাঙ্গালী জাতি একটু শিক্ষার আলোক পায়—তাহারা নিরানব্বই জনে কেরাণীগিরি করিয়া খায়, এক জন হিসাব তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না। Arbuthnot হইতে এই প্রথার তাঁহার মাথায় ঢুকিল কেন? আর আমাদের দুর্ভাগ্যের যোগে এটা যেন বুঝিলেন যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্রের হাজার ছেলেকে পাশ করাইয়া তাহার বিদ্যালয় কিছুই হইতেছে না; অতএব তিনি শতকরা ৮০।৯০ জনকে পাশ করাইতেন। কেন করাইতেন? তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই, তিনি লাইটার বলিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রকৃত বিদ্যালিক্ষা কিছুই হয় না, তবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের ম্যাট্রিকেরই পাকে অনেক ছেলের নানা বিভাগে (Various department) প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে। এই জন্য তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা কঠিনতর করিতে চাহিয়াছেন। সাধু উদ্দেশ্য! শ্রীযুক্ত মহাশয় আজ কোন্ বিবেচনার বলে আমাদের এত বেশবেশন পরীক্ষার্থী ছাত্র, যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন মূল মুখোপাধ্যায় করিতে বসিয়াছেন, তাহা আমাদের বুঝে বুঝিতে পারিতেছি না। বলিয়াছি এখানকার এই অধিকাংশ ছাত্র চাকুরীর উদ্দেশ্যে পড়ায় বিরাম দেয়। এতদবস্থায় উদারতার প্রশ্ন পত্র অবশ্য কঠিন হইবারে কিন্তু তাহা হইলে আমরা শ্রীযুক্ত মহাশয়কে সাবধান করিয়া দিতেছি অনুরোধ করি। যদি হইয়া থাকে তবে তিনি তাহার পরীক্ষক (Paper Examiner) দিগকে একটু উদারতার সহিত খাতাগুলি দেখিতে আদেশ করিবেন। অনুরোধ যে সকল ছাত্র বাঙ্গালী সন্তান, যাহারা অতি অল্প পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাদের শেষ নিবেদন এ যে অন্যায় বাঙ্গালার অন্তর পরম একটা অন্ন বিরাম আসে সমাচ্ছন্ন হইবে।

শিশুমঙ্গল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(অন্নপ্রাশন- ঔষধী মালিশ ছেলে)

৯। অন্ন দুধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

১০। কিন্তু অসুখ হইলে ছেলে বন্ধ পড়ে।

১১। তাহা ঔষধ সেবন অপেক্ষা সহজসাধ্য।

১২। ৯ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধু দুধ দিবে।

১৩। দুধই যথেষ্ট করিয়া দিবে না।

১৪। শিশু কাঁদিলে তাহাকে দুধ খাওয়াইবার জন্য মধু অথবা মিছরি দিবে না।

১৫। অসুখ হইলেই castor oil.

১৬। টাকা যেমন ও যাহাদের মুখে দোলাইবে না।

১৭। যাহাদের দৃষ্টি চঞ্চল তাহাদের কাছে শিশুকিশোরে যাবে বিশ্বাস নয়।

শিশুদের ওজন করার কথা—প্রত্যেক শিশুকে জন্মিবার পরেই একবার ওজন করা উচিত, কেন না জন্মিবার পরে যদি আমরা প্রত্যেহ অথবা তিন অথবা একবার পরে পরে শিশুর ওজন করি তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারি যে শিশু বাড়িতেছে কিনা। শিশু যদি প্রথম প্রথমে না বাড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মায়ের প্রতিপালনের দোষে ত্রুটি হইতেছে। হয় তাহাকে যথেষ্ট দুধ দেওয়া হইতেছে না অথবা তাহার পরিপাক ঠিক ভাবে হইতেছে না; অথবা মায়ের পরীক্ষার দোষে দুধ ঠিক ভাবে কাজ করিতেছে না; কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুকে দুধ দেওয়া, অথবা বলিলে যে বাড়ে না, ইহা প্রায়ই হয়। [illegible] স্থলে মায়ের ত্রুটির এই পরিচয়ের দ্বারাই নির্ণয় করা। আমার অনেক স্থলে শিশু মন্দ পরিবারের জন্যই অত্যন্ত চিন্তিত হন, কিন্তু ওজন করিয়া দেখা যায় যে শিশু প্রথমটা ওজনে বাড়িতেছে এইরূপ স্থলে মন্দ পরিবার তাহার জন্য চিন্তিত হইবার কারণ নাই।

শিশুকে ওজন করার ফলে আমরা ঠিক করিতে পারি কখন মায়ের দুধ তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এরূপ স্থলে কখন দুধ অল্প পরিমাণে খাওয়ান উচিত।

ত্রুটি হওয়ার সময় এ দেশের শিশুরা অল্প ওজনে ও দেশ কি তাহার এটাই বেশী হয়।

৩।৪ মাসের প্রত্যেক অন্যান্য ৩।৪ মাস পর্যন্ত মাপা উচিত। এই ত গেল শিশুর স্বাস্থ্যিক অঙ্গের কথা।

শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে দেখা চাই।

ইশারা হইতে শব্দ, ভাষণ, মৌখিকা, গল্পশ্রবণ শিখান কথা, নিঃসার্থতা, সত্যবাদিতা এই সকল গুণ শিশুর মধ্যে ক্রমে ক্রমে আনা চাই। চার ও অন্যায় ভাবে কুড়াইয়া দেওয়া চাই। ইশারা হইতে তাহাকে ছোট ছোট কাজ দিয়া পরিশ্রমশীলতা বাড়াইবার প্রয়াস।

শিশু বৃদ্ধি হইবার পর হইতে শিশুর জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তগুলি লক্ষ করিতে হইবে। বিজ্ঞান Engineer যেমন বাড়ী তৈরী করিবার পূর্বে যে জমির উপর বাড়ী উঠান হইবে তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করার পরে Plan অথবা নক্সা তৈয়ার করিয়া, বাড়ী যেন সব দিক রক্ষা করিবার জন্য ভাল হইবে হয়, সুবিধা হয় যেমন আরাম করিবে, তাহা যথা বিভিন্ন মুহূর্তগুলি লক্ষ করিয়া লক্ষ অনুযায়ী বাড়ী তৈয়ার করেন, আমাদের দেহের শিশুর প্রতিটি সময়গুলি বুঝিয়া লইয়া, সেই অনুসারে তাহার চলিবার ও বিকাশের আয়োজন করিতে হইবে। Engineer যেমন প্রথমে তিনি সকলে ঘুরে করিলে তাহার সকল কাজই শেষ হয়, বাড়ীও ভাল হয়, তাহাতে প্রবেশ লক্ষ করিতে পারে না; আমাদের শিশুদের জীবনের পুস্তিকা অধ্যয়ন করিতে হইবে। এক সময়ে লোকদের বিশ্বাস ছিল যে শিশুর মন সাদা কাগজের মত, শিক্ষাদাতা অথবা অভিভাবকগণ সেই কাগজে লিখিয়া আপন ইচ্ছামত তাহা গঠন করিতে পারেন, কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। শিশুর একটা নিজস্ব আছে যে জন্মিবার সময়ই কতকগুলি দোষ ও গুণের অঙ্কুর লইয়া আসে। শিক্ষাদাতার কর্তব্য সন্তানের অন্তরে আসল বুঝিয়া ঠিক পথে সেগুলিকে পরিচালনা করা অর্থাৎ গুণের বিকাশ ও দোষ সংশোধনের উপায় অবলম্বন করা।

শিক্ষাদাতার বাহ্যিক অভি গুরুতর। একটি অভিশপ্ত শিশু আমাকে পূর্ণভাবে নিজে অগ্রসর করাইবার সম্পূর্ণ ভার তাঁহারেই উপর। আপন অভি প্রত্যেক অমনী সন্তানের নিকটে তাঁহার নিকটে পবিত্রতা আমার নিজের জীবনকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা হইলেই আমাদের পৃথিবী সুন্দর হইবে, আমাদের নর জীবন সার্থক হইবে।

হিন্দু সংঘটন

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষামী।

সমগ্র ভারতের হিন্দুজাতিকে একীভূত করিবার জন্য শক্তির অভাব দেখিয়া বাংলায় হিন্দু সভার স্থাপিত হইয়াছে। অতিবাহা ১৩।১ হৈয়ে আমি শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নীরদ নাথ ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই হিন্দু মহাসভার কতক গুলি শাখা সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আগামী ১১ই ও ১২ই ফাল্গুন ইহার পঞ্চম অধিবেশন হইবে। সভার-সেবকী সাল সালের মাঘ মাসে হিন্দু মহাসভার এবার সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, তিনি পারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এই গুরু কার্য্যভার গ্রহণে তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়াছেন বাস্তবে যেরূপ দেখা যাইতেছে, হিন্দু মহাসভার অধিবেশন, তখন বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেরই মাথায় হিন্দু সংহতির সমস্যা সঙ্কটিত হয়, তখন কার্য্যকারকগণকে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। হিন্দুগণ বলিতে আমরা বুঝিব যে, হৈয়ে পর্য্যন্ত যুগে জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিয়া একটা সোপানের সৃষ্টি করিতে চান, হিন্দুসভা বলিতে আমরা বুঝিব হৈয়ে পর্য্যন্ত যুগে বিভেদ বিবাদ, আত্মকলহ বিবাদ প্রশমন করিতে চান, প্রস্তাব আছে। হিন্দু সভার মূল উদ্দেশ্য অসুস্থতা দূর করা ও সমগ্র হিন্দুজাতিকে একতাবদ্ধ করা। হিন্দু মহাসভা বলিতে চান বাঙ্গালী বিহেশিগণকে হিন্দু ধর্ম্মে পরিচয় দেয় তাহাদিগকেই আমরা "হিন্দু" এই সংজ্ঞা দিব। জাতির আর্থের দাবিতে—প্রাচ্য-প্রতীচ্য জাতির এই সংঘাত প্রতিযোগিতার দিনে হিন্দুজাতিকে বাঁচিতে হলে এইরূপ একতাবদ্ধ হওয়া ব্যতীত যে কোন উপায় নাই, একতা বলাই বাহুল্য unite or live, divide or die. একতাবদ্ধ থাকিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিব, নতুবা বিচ্ছিন্ন হইলেই আমরা মরিব। আজ আমরা রাজনীতিক-ক্ষেত্রে স্বায় সমাজক্ষেত্রেও একটা প্রজাতান্ত্রিক (Democratic) ভাব জাগিয়াছে, এই প্রজাতান্ত্রিক ভাবকে বাস্তবিক রূপ দিতে হইলে আমাদের বিভেদ বিবাদ আত্মকলহ দূর করিতে হইবে। এইজন্য হিন্দুসভা অতিবাহা বর্ষমানে কি ভাবে সমাজের বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিলে সমাজ জীবন অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার আলোচনা ও উপায় উদ্ভাবন আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে মোসলমান বিজয় সময়ে আমাদের জাতি ভাইদের মধ্যে বীতি প্রভৃতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া তাহারা ধর্ম্মান্তরিত হয়। ব্রাহ্মণগণের কোনরূপেই তাহাদের মুখের গ্রাসটি পরিত্যাগ না করায় তাহা বিজাতীয়ত্বে গিয়াছিল। আমাদের হিন্দুসমাজনেতৃবর্গ যদি আজ কালের গতির অনুযায়ী সমাজ বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করেন, তবে এ জাতির মৃত্যু অনিবার্য।

একটা মুসলমানকে "হে পাকড়ে" বলিলে অমনি তাহার হাতের মুঠোয় চেপে ধরে, যাতে এই কারণে তাহাদের মধ্যে একতা আছে। আর আমাদের হয় কোটি হিন্দুর মধ্যে একতা না থাকের মধ্যেরের মাথিয়া দিয়া ফেলিলেও কেহ কথাটি বলেনা। বহু ঐতিহাসিক প্রমাণের অবতারণা করিলে, একটা মহাভারত হয়ে পড়ে বলে করিলাম। এরূপ হয়ে কেন? কারণ এই কারণে তাহার অন্যের মাথাকোটায় ব্যাপ্ত, হয়ে, প্রস্তুত পালন করে না—চড়ুয়াতে মানে না, অন্য মানের জোরে অন্য বিষয়ের জাতির নিকট সম্মান ও প্রশ্রয় পাইতে চায়।

মাহাকে "পাদ্রিয়া" জাতিকে দেখানোর উদ্দেশ্যেরা একটুকু ঘুরে করে যে, তাহারা যে মাথার চলা ফেরা করে, সে মাথার পরিবার চলা ফেরা করিবার অধিকার নাই। অন্যান্য জাতি যেখানে উচ্চ স্তরের মাথাগুলি ঘুরে রহিতে পারে না—মন্দিরে প্রবেশ ও পূজার কথা মন্দিরের চত্বরালীমানার পর্য্যন্ত একজন শূদ্রকরের যাইবার অধিকার নাই। একবার একটী ব্রাহ্মণ জাতীয় বালক—একটি শূদ্রকরের মাথা পড়িয়া যায়, শূদ্রকরের জাতি মাথে

হাজার হাজার লোক বাড়াইয়া, সকলেই বলে তাহার প্রাণের মমতা ছাড়িয়াছে, কিন্তু যেই তাহাকে উহার করিতেছে না, তাহা দেখিয়া একটি আশিয়া বাবুটির উহার করিবার জন্য মুখের কাঁদ দিয়ে অমনে হইল, কিন্তু মুখুয্যের জন্য অপেক্ষা করিল, এই আশঙ্কায় যেই তাহাকে মুখের কাঁদ দিয়ে দিল না, তবে বাবুটি চুকিয়া যাবা খেল। আমাদের এমন বাঁচা বিলম্ব নহে। বাঙ্গালাদেশে অসুখের আড়ম্বর, মিথ্যুক, ডাইরেক্ট প্রভৃতি স্থানের আয় বাঁচার প্রবৃত্তির মত হইলেও যতটুকু আছে তাহা আশিয়াটিকের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বাঙ্গালার ডেমোক্রেসির সভ্যতাদিকে মুখের ন, ইহাদিকে কামড়িতে পারে, কিন্তু একটা মশোমুখকে কামড়িলে তাহার আশি যায়। আবার আশ্চর্যের বিষয় যেই মশোমুখ যদি ইহাদের মধ্যস্থল করে তবে তাহাকে কামড়িতে কেহ যোগ নাই। বেয়াড়া দুষ্টলোককে বিবিধরূপ যত্ন করে, কিন্তু একটী মশোমুখকে যত্ন করা দূরে থাকুক একেবারে বর্জনীয় দেখিয়া অনেক মশোমুখ ইতিমধ্যে—ইহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে, এবং সমাজের এইরূপ অবস্থায় চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে আমরা যে কত মশোমুখ ইহাদের হারাইব তাহার কি আর ইয়ত্তা আছে?

আমেরিকা প্রথমে যখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল আশিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন ইঁহাদের সমস্ত সুখ করিবার জন্য অনার্যদেশ পাশীদের সঙ্গে ইঁহাদিগকে বিনা প্রয়াসে করিয়া আসার করিয়া দিবার দেখিয়া। তখনকি অসভ্য আশিয়ার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতে হইয়াছে। অবশ্য যাহারা আসিতে পারিয়াছে, আসিতে পারিয়াছে অবশ্যই যাহারা তাহাদের জন্য যাইতে আসিবার প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু অসভ্যদেশীয়দের অনেকটি আসিবার পরিচয় পরিচ্ছন্ন ও আশিয়ার সঙ্গে প্রবৃত্তির দেখা যায় তাহার জন্য পাশ করিতে আসিয়া ইঁহারা কি কারণ তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না। একটা মুখুয্য কি পুথাদ অবলম্বনের প্রবেশ করিতে আসিবার আড়াই করে না, কিন্তু একটা লাভ কি আশিয়া অথবা মশোমুখ করার আশিয়ার একটি যাবা দিয়া উঠাইতে অনেক ৫০ বছর মুখরা অবলীর জন্য যাতু যায়। সেই মশোমুখদেরকেই আজি একেবারে বিনাশ করিতে জীবাণু (Germ) অবলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত জাতিকে অসভ্যে করিয়া তুলে। এই ভাবে একটা জাতিকে "মুখ" "মুখ" না করিয়া তুলা করিয়া তাড়াইয়া দিলে কোন্ প্রাণে তাহাদের নিজস্ব সাহেবুত্তি ও সাহেবগিরি আমরা করা যাইতে পারি, কিন্তু আমাদের বিদেশের কেলেঙ্কারীর উপর আমরা বিজ্ঞান সমর্থনীয় মুখুয্য ব্যবহার করিতেছি তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়েছি কি? দেখিবার কেবলে ও টুল্ বর্ণ-বৈষম্য দিন উপস্থিত করিয়া দেখাইবার দেখাই প্রয়োজনীয় অধিক করে। কিন্তু চাহিলে আমরা "হুয়া" "হুয়া" ও চুকিয়া দিবার, কিন্তু দেখাবেশ্যাটীর ছেলে আমরা বর্ণ বৈষম্য কর দিলে। তবে কোন্ লজ্জা কি ঢেকা মুখে আমার ঐ দেশের নিজস্ব মুখুয্যের দ্বারা তাহা দেখাইবার একটু যত্ন প্রবেশ করিয়াছি, সেই অপরাধে আজি তাঁহাদের মশোমুখী "পিশাচীর" আমরা বা সমাজে পতিত আমরা! তবে কোন্ মাথাব্যথার আমলে আমার পূর্বপুরুষ চতুর্দিক মুখুয্যের ঘোর যত্ন বিস্তার করিয়া সেই অপরাধে আজও তাহার মশোমুখী আমরা "ভাঁড়ী"? তবে কোন্ হাসে আমরা আমরা কোন্ সাহেব বাটীর উপর বিনা মাহেবা দিয়াছিল, আজও সেই অপরাধে সমাজে তাহারা "ঘোড়া ভাঁড়ী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছি? অথচ যত ব্রাহ্মণের-ঘোড়া মরের ঘোড়ার করিয়া পরিচয় করিয়াছে, তাই বলিয়া ত "ভাঁড়ী" বলিয়া তাহাকে পরিচয় করে না?

আমরা যেরূপ ব্রাহ্মণ পরিচয় সমাজকে এই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। এখন ঘোর দুর্দিনে ব্রাহ্মণদের "প্রবেশ প্রবেশ সংখ্যক" করিবার সময় নয়; এখন জীবন মরণ সমস্যা সম্মুখে উপস্থিত। দেশের লোকের ঘোর অন্ন এখন দুর্ভিক্ষে, এখন আর কি তাহারা ভূমি দীক্ষার মত যাচিত হয়? আমাদের ব্রাহ্মণ করিবার আজ বিদেশী হইতেছে, মনুষ্য ব্রাহ্মণ নিজেরাই এত একটা আর দুরবস্থায় পড়িয়া বিদ্যুৎসমাজকে আরও দুর্বল করিয়া তুলিবে।

হিন্দু মহাসভা এই অসুবিধা সমাধার নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের আরও এক সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। মালিমারা ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক জাতি মুসলমান ভিন্ন পুরোহিত বর্ণ প্রয়োজনের প্রয়োজনীয় হয় পূরণ করে, এবং তাহারা হিন্দুসমাজে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে চায়। এই সমস্ত অনুন্নত জাতিকে যদি আমরা হিন্দুসমাজে স্থান না দি তবে হিন্দুসমাজই দুর্বল হইবে—আর দুই ও মুসলমান সমাজ বলবান হইবে। অনেক হিন্দু স্ত্রীলোককে দুর্ভাগ্যের বশে অপহরণ করিতেছে, ইহা অনেকে জানেন। গাইবান্ধা, রংপুর প্রভৃতি স্থানে ইহা নিত্য লীলা। অপহৃতা স্ত্রীলোকদের অনেকে কি তাহাদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ না করিলে তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বৃত্তি অবলম্বন করিবে, যদি সেইটাই ভাল—কি তাহাদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করা ভাল? এ বিষয়ের আমি যেসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে খুব শুভীতভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। আমাদের এসব বন্ধুদি করার সময়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্বলতা বাড়াইবার সময় নয়। কি আচার্য্য কথা বেদুন! হিন্দুর রবিন, হিন্দুর ঘর প্রভৃতি যেসব বেদোরার মাল হইয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মতো মুসলমানের একটা ছোট মসজিদ আছে তাহা ইংরেজ সরকার পক্ষ হয়ে রক্ষা করিতেছেন। তাই যেন ও তাহা ভাঙিবার মতলবও করিতে পারে না। ভাঙ্গ হিন্দুর পয়সায় হিন্দুর মন্দিরের সেই বেদোরে মুড়া পাথে ফিরে উহার যেন? হিন্দুর যেসব মঠ আছে তাহার ইতিহাসী অধিকাংশ কথাই না জানে কেন, আর অর্থশোষণের অর্থাভাবে অর্থোপেক্ষিত হইয়াছে। ভাবী ভবিষ্যৎ পরিচালনের অনেক মঠাধীশ ব্রহ্মচারীর মাঝে মাঝে মেলিতে পারেন না কেন? ইহার একমাত্র কারণ হিন্দুর অন্য অন্যান্য শক্তি নাই—ইহার একমাত্র কারণ হিন্দু মহাসভাগুলি একত্র মিলিয়া উঠিতে পারে না। আমরা একথা বলিতেছি না যে হিন্দুসমাজের একত্রীভূত হইবার জন্য পাকিস্তান ভেঙে চালাইতে হইবে, তাহা একত্র পাকিস্তানের দ্বারা যদি অবশ্য মিলন হইত তবে এতদিন দুইবার ভাগ হইয়া আজ আমরা ভারত সহিত ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলমান মুক্ত হইতাম না। একত্র পাকিস্তানের দ্বারা যদি প্রাণের মিলন হইত তবে পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার জন্য বড়যন্ত্রকারীর হইত না। আমরা কাহারও সহিত একত্র পাকিস্তান করিতে বলি না, তবে দুইবার সহিত্য করিয়া পরস্পরে একই সমাজের ক্ষেত্রে বসিয়া ভারির ব্যাপারে বলাবলের ও যে বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা মিল মিলাপে উপনীত হইতে বলি। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইবে। দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সমাজের নায়ক ও নায়িকাগণ যদি সেই মহাসভায় যোগদান করিয়া পরস্পর আলোচনার দ্বারা ভারির বলাবলের পথ আবিষ্কার করেন, তবে ভাল হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কন্জারভেটিভ, লেবারেল, লেবার—এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় আছে। পরস্পরের সহিত পরস্পরের মতবিরোধ আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা যেমন পার্লামেন্টে মহাসভায় উপস্থিত হইয়া অধিবেশনের যে রীতি সেই রীতানুসারে দেশ বিদেশের সমস্যা আলোচনা করিতেছেন! আমরা কি আমরা আমরা মত ভেদ থাকা সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভার উপস্থিত হইয়া দেশের কল্যাণের জন্য হিন্দু প্রয়োজন সেই সমস্ত আলোচনা, বিচার, তর্ক ও বিতর্কের করিয়া দেশের অধিকাংশের মত ও সিদ্ধান্ত হয় সেই অনুসারে দেশের সামাজিক বিধি ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে পারি না? হিন্দু মহাসভা আমাদের সামাজিক পার্লামেন্ট (social parliament)। আমাদের দেশের রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যেমন আলোচনা হইয়া দেশের অধিকাংশের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ হয়, আমরাও চাই আমাদের হিন্দু মহাসভার আমাদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া দেশে অধিকাংশের যাহা মত তদনুযায়ী সামাজিক ব্যবস্থারীর পরিবর্তন করিতে। এ কাজে যাঁহার সহানুভূতি আছে, তিনি ৫৲ টাকা দিয়া হিন্দু মহাসভার অন্যতম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন অথবা পাঁচ আনা দিয়া সাধারণ সভ্য হইতে পারেন। আর দুইবৎসরের ইহার যেসবদেবক

যোগদান করিতে পারেন। এখন জাতির বিদ্যা হইবার সময় নয়। যিনি যেখানে থাকেন জাতিকে আপনার ভাবিয়া সেবা করুন। হিন্দু সমাজে বাহীত হিন্দুজাতির বাঁচিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। হিন্দুজাতি বিজেতা শক্তিশালী না হইলে মুসলমানের সহিত মিলিতভাবে কিছু করিতে যাইবে না। সমানে সমানে না হইলে কখনও মিলন হয় না। হিন্দুজাতির ন্যায় সঙ্ঘ শক্তি কাহারও নাই। মুসলমানের সহিত Pact করিয়া "যেটা পৈতৃক" বলিতে হইবে না। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় যদি এই সামান্য কথাটুকু বুঝিতেন তবে বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে আত্মঘাতী 'Destructive policy' চালাইবার জন্য—আমরা মহাত্মার দায়ী আছেন যে সামান্য অধিকারটুকু পাইয়াছি, তাহা এই অধিকার ছাড়িবার জন্য মুসলমানের সহিত Pact না করিয়া, হিন্দু সমাজে যোগদান করিতেন তিনি এই Pact করিয়া সমস্ত হিন্দুজাতিকে মুসলমানের নিকট বন্ধক দিয়া গিয়াছেন। যদি হিন্দুজাতিকে তিনি বাঁচাইবার করিতে পারিতেন তবে মুসলমানেরাই বলে পড়িয়া হিন্দুর সহিত Pact করিত, কেননা সংখ্যায় তাহারা কোটি আর আমরা ৩ কোটি, যাহা হউক "মরা গোরুর মাটি"—Let by gones be by gones. এখন সকলে প্রাণে প্রাণে হিন্দু সমাজ গঠিত করিয়া হিন্দু সমাজের হউক, আর আমাদের হিন্দু মহাসভা যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় সকলে সেই চেষ্টা করুন।

* কলেজ স্কোয়ারে হিন্দু সভার অধিবেশনে লেখক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা। সভাপতি—স্বামী বেদানন্দ।

সমালোচনা।

হিন্দুস্ত্রীরা—শ্রীযুক্তা বিজয়রত্ন সেন প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

এই পুস্তকখানি উপন্যাস; আধুনিক হিন্দু পরিবারের ছবি ইহাতে সুকৌশলে অঙ্কিত। আমরা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। সমাজের যে সব উপন্যাসাদি ইদানীং প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের এই উপন্যাসখানি উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ দুঃখিনী, গ্রন্থকর্ত্রী হিন্দুস্ত্রী ও হেমাঙ্গিনী। বোধ হয়, তিনি নিজে একজন প্রথমা শ্রেণীর লেখিকা হইবার উপযুক্ত। যে সব চিত্র তিনি গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে কলানৈপুণ্যের (art) অভাব পরিলক্ষিত হয় না। বক্তব্যবিষয়ের পরিণতি চিত্র অতি সুন্দরভাবে ও সুশৃঙ্খল হইয়াছে। ঘটনাবলীর সমাবেশ গ্রন্থকর্ত্রী নৈপুণ্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাস্রোত কোথাও ক্ষুণ্ণ পরিলক্ষিত হয় না। তিনি বিষয়-বাহুল্যতা—শ্রীযুক্ত সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্রীপ্রণীত তাহাই এই উপন্যাসের নায়িকা। এই নায়িকার চিত্র আরও একটু গ্রন্থমধ্যে উজ্জ্বল হইলে সুখী হইতাম। যাহা হউক, গ্রন্থকর্ত্রী যে ছবি একটি খোলায় করিয়াছেন তাহাতেই মনোযোগ, চক্ষুযোগে সেই চক্ষুর মত, অন্যটি তাহা পড়ে। তবে বিশেষ পরিস্ফুট ও সুস্পষ্ট হইলে, কারুকলার (art) নিদর্শনে আমাদের তাহার প্রতি আরও সন্তোষ হইতেন, মনে করি।

পুস্তকখানির অঙ্গে গ্রন্থকর্ত্রী যত চক্ষুঃপাত করিয়াছেন, কি প্রুফের, কি কাগজ নির্বাচনে অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বক্তব্যবিষয়ের পুস্তিকার চিত্র যে সকল পাঠকের চিত্ত হরণে অসমর্থ, তাহা মনে করি।

গ্রন্থকর্ত্রী মুখবন্ধে পুস্তকের মর্ম্মকথা অভিব্যক্ত করেন নাই। ভূমিকালেখক সুখ্যাতি করিয়াছেন—অবশ্য আমাদের দৃষ্টে; তিনি তাহা করিয়াই ভূমিকা লিখিয়াছেন।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে অনুকূল—প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। আর অধিক কি বলিব।

সাপ্তাহিক সংবাদ

বেঙ্গল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের, অবশ্য তাহা করিয়া তাহাদের ঔচিত্য সম্বন্ধের সম্বন্ধে কি? এতদ্বিষয়ে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট আলোক ১২ ও ১৮ চৈত্র ব্যাঙ্কের সম্বন্ধীয়ে তাহার অধিকৃত উপলক্ষে আমাদের উপস্থিত করিলেন, উক্ত অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা পশুপতিপ্রসাদের তার বাঙ্গালার প্রথম শ্রেণীর ধনী তাহা পুরুষার দিতে পারিবে পারিবেন।

আবশ্যকতা

বালুরঘাট হইতে সত্বরই নিম্নের মানের শিক্ষকের আবশ্যক হইবে। বি, ব্যবসা করা একজন বর্ষীয়ান পাস শিক্ষক চাই। তিনি বালুরঘাট ও আশেপাশে কি পাইবেন। তাহাই পরামর্শের জন্য শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। বেতন ১৮৲ টাকা দিব। বয়স্কশিক্ষাবিষয়ে কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক থাকিলে তাহার অভিমত চাই। ৯৮৪

মুরারিমোহন ঘোষ, বি, এল
সেঃ সিনিয়র। বালুরঘাট।

"WANTED a (old scheme) Final-Madrasa passed experienced Head Moulavi for the Bheramara-Chandipur J. K. Institution (Nadia) on Rs. 25/- per month with free board and lodging. The place is healthy and is very near the Bheramara Railway station. (E. B. R.). Apply to the Secretary, with copies of testimonials before the 31st March, 1925."

বেলা ১১ টার পরবর্তী অনাবশ্যক বক্তৃতাগুলি বর্জন। ছাত্রদের জন্য বিরোধী দলের জন্য একজন বৈদেশিক পাস বেতন পরিদর্শক আবশ্যক। মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা দোতালী ও বাসস্থান পাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীঅবলাকান্ত চৌধুরী
১১৪৷১ নং বর্ষীয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৯৮৩

"WANTED a Third year Normal passed Pandit for the Jamgram M. E. School (Hooghly) on a monthly salary of Rs. 20/- with free lodge and Board on tuitions. Tuitions available. Apply sharp to the Secretary, stating age and caste. Preference will be given to a Sajgope.

R. D. Nandy Secretary
Jamgram M. E. School
Jamgram P.O. (Hooghly) 975

WANTED promptly an experienced Head Master for Govt. aided M. E. School of Jaugram Dist Burdwan, on a salary of Rs. 30/- per month with prospect. Services of an Entrance and A.T. passed Head Master may be entertained but preference will be given to an experienced I.A. or F.A. teacher. Candidate should apply to the Secretary, Jaugram. M.E. school P.O. Jaugram, Dist. Burdwan. 976

"WANTED a Normal passed pandit with knowledge in Arabic for a girl school on a monthly pay of Rs. 15/ to 20/- according to qualification and experience. Age of applicants should be mentioned. Date of application up to 31st March, 1925 Apply sharp to the undersigned with testimonials."

Mahammad Basiruddin
Vill. Dhopaipur
P.O. Nangaon
Rajshahi 983

WANTED an I.A. passed Head master for the Shahpur Govt. & D. B. aided M. E. School, Murshidabad. None need apply who will not stick at least for a year. Preference will be given to a Mohamedan with experience who will get free Board & lodging on tuition. The selected candidate will have to join by the 1st proximo. Pay according to qualification. Apply to the Secretary.

Shahpur P.O.
Via, Saktipur.
(Murshidabad)

বালুরঘাট, রাজসাহেব হি. ই. এম, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন বৃদ্ধ বর্ষীয়ান পাস শিক্ষকের আবশ্যক, বেতন উপযুক্ত মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ও বাসস্থান। বয়স অধীক আবশ্যক ও বেতনের প্রত্যেক বিবরণী। ৯৮০

বালুরঘাট হাইস্কুলের ১ম, শি, গুরুর জন্য মাসিক ১৫৲ বেতনে একজন বর্ষীয়ান বৈদেশিক পাস শিক্ষক আবশ্যক। উপযুক্ত ব্যক্তি আহার বাসস্থান পাইবেন। বেতন মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ও বাসস্থান। বয়স অধীক আবশ্যক ও বেতনের প্রত্যেক বিবরণী। ৯৮১

বালুরঘাট হাইস্কুলের ১ম, শি, গুরুর জন্য মাসিক ১৫৲ বেতনে একজন বর্ষীয়ান বৈদেশিক পাস শিক্ষক আবশ্যক। উপযুক্ত ব্যক্তি আহার বাসস্থান পাইবেন। বেতন মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ও বাসস্থান। বয়স অধীক আবশ্যক ও বেতনের প্রত্যেক বিবরণী। ৯৮২

আয়ুর্বেদ সঙ্ঘ

৬৯।৫ লংবিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

সোনিতোদ্ভব পারদঘোষাদ্যরিষ্ট সহযোগ

শোণিতোদ্ভব

রোগীর বলক্ষয় হইবে প্রস্তুত অমৃতোপম সালসা।

যে সালসা উপযোগে একমাত্র উপদংশ, চির আরোগ্যের সেই অমৃতময় সালসা বিশ্বের অমৃতাকাঙ্ক্ষী রোগীবৃন্দের সাদর সেবন করিবার নূতন আকারে ও নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রোগের মুক্তি আনিতে ফ্রী করিতেছে না। ইহা সিরিঞ্জি রোগের সাধন রোগ, আরোগ্যের রোগ, পুরাতন আরোগ্যের রোগ ও [illegible] প্রভৃতি রোগের চরমস্থিতি ঔষধ মুহূর্ত্তে আনিয়া এবং [illegible] চরম রোগের চরম হইতে নূতন জীবন আনিয়া দিতে [illegible] ইহা খাইতে সুস্বাদু, মুখরোগে আক্রান্তের সহজে ব্যবহারে আনিতে পারেন, ইহা সেবন কালীন কোন প্রকার বাধাবাধি নিয়ম নাই। মূল্য ১ শিশি ৩৲, ৩ শিশি ৮৷৷০ মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশুদ্ধ তাম্রবজ্রাদ্য মূল্য ৵১ সের ৯৲, পর্পটীক্ষ পর্পটাদ্য ডজন ২০৲ ঐ বিশুদ্ধ বজ্রাদ্য এক ডজন ৩০৲, পর্পটীমৃত ১ ডজন ৯০৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

বিশুদ্ধ মৃগনাভি ১ রতি ৯৲, বসন্ত ৬০, ওজঃ ৫৲, বিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক ১ রতি ১৲, অভ্র রতি ২০, মিশ্রি রতি ১৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

রোগ, রোগের কারণ ও বাসস্থানের বিষয় সবিশেষ। বাসস্থানের বিষয়ের সহযোগ।

"শুক্রমুক্তি"

যৌবনের উদ্যম যেন প্রত্যেকেরই রহ হইয়া থাকে, যাই বলিয়া চিরদিন যৌবনে যৌবনের ক্ষয় ভোগ করিয়া শেষ ও অকাল মৃত্যুই নয় বরিবের ভোগ? ভোগের জগতে কি না হয়? হয়ান না হইয়া আমাদের "শুক্রমুক্তি" ব্যবহার করুন—চরিত্রের বলে একেও অক্ষয় করিবে, চক্ষু থাকিতে অন্ধ না হইয়া আমাদের ঔষধ সেবন করুন—হারান প্রাণে আবার ফিরে পাইবে। মূল্য ১৫ মাত্রা ১ ফোটা ৸৷ এক টাকা, ৩ ফোটা ২৷৷০; মাশুল স্বতন্ত্র।

ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য ও যন্ত্রবিকারের একমাত্র সহায়ক ও সহচর

"কৃতিমুক্তি"

বাঙ্গালার অধিকাংশবিদ্যাই এই পীড়ায় প্রবল দেখা যায়। যাঁহারা এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া লজ্জায় অন্ধকারময় দেখিতেছেন, তাঁহাদের নিকট সের অনুরোধ তাঁহারা আমাদের বহু পরীক্ষিত ও সফলতাবিশিষ্ট কৃতিমুক্তি সেবন করিয়া অক্ষুণ্ণ প্রাণে মুক্তিলাভ করুন। ইহাতে মন্ত্র তন্ত্র ও ধাতুস্তম্ভনের নয় ভরিয়া পরীক্ষার ভোগ, তাহা মুক্তি করিবে। মূল্য এক ফোটা ১৲, তিন ফোটা ২৷৷০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

মৃতসঞ্জীবক কেশ তৈল
কিঞ্জল্কবেণী

এই তৈল ব্যবহারে চুলের অকালপক্কতা, কেশ উঠা, টাকপড়া, কেশের রুক্ষতা নষ্ট করিয়া কেশকে কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও চুল করে, অধিকন্তু টাকাতে মাথা ধরা অকালপক্কে প্রভৃতি যে কোন প্রকার শিরোরোগ হউক না কেন, অচিরে দূর করিয়া মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়; ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল থাকে। মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ও শিশি ৸৷০, সহজ স্বতন্ত্র।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে তালিকা পাইবেন। পত্র লিখিবার ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—

কবিরাজ বি, কে, বিশ্বাস, "আয়ুর্বেদ সঙ্ঘ", ৬৯।৫নং লংবিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রডুকশন গেজেট

৬ষ্ঠ বর্ষ

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

৬ষ্ঠ খণ্ড] শুক্রবার, ১৩ই চৈত্র ১৩৩১, ২৭শে মার্চ্চ, ১৯২৫ [৪০ সংখ্যা

প্রপত্তি।*

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি-এল

বিশ্বের পরিচালক ভগবানের দিকে তাকাইলে, তাঁর কোন উপায়ের দিকে নয়, কোন ফলের দিকে ভগবানের দিকে তাকাইলে, ঈশ্বর বা চিকিৎসকের দিকে নহে। ভগবানের উপর যে ভক্ত নির্ভর করে, তাঁর কখনও কোন ক্ষতি বিপদ হইতে পারে না, তাঁহার দুর্গতি কখনও ঘটিতে পারে না। আর সে যদি একটু আধটু ভুগেও থাকে সে ভুগে তাহার কর্ম্মফলের জন্যই। কিন্তু এই বিশ্বাস থাকা চাই যে ভগবান্ তখন আমাকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না, কিন্তু আমিই তিনি আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। যাহা প্রপত্তিবাদের যে কয়টী অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশ্বাস (ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন, এইরূপ দৃঢ়তা) একটী প্রধান অঙ্গ

প্র। প্রপত্তি যোগের লক্ষণ কি? ইহা কিরূপে সম্পাদিত হয়?

ভগবানের সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ হেতু মনের যে অবস্থা প্রপত্তি। শাস্ত্রে প্রপত্তির এই কয়টী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে—"প্রপত্তিরানুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যতা। বিশ্বাসো-গোপ্তৃত্ব বরণ তথা কার্পণ্যধীরষ্ট ধা।" অর্থাৎ, আনুকূল্যের

* এ বিষয়ে পূর্ব্ব প্রকাশিত নিবন্ধের পাঠক স্বামীজীর "প্রপত্তি যোগ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত (প্রদক্ষিণ করিয়া—প্রদক্ষিণ অনুকূল করিয়া); অভিপ্রদক্ষিণ (যাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—যজমান, তাহাকে) বর্ধন , 'তুমি আমাকে শ্রিয় করিবে, আমি তোমা কর্তৃক শ্রিয় হইব,' এইরূপ দুই বিষয়ে বরণ—অধ্বর্যুকে প্রতিপ্রস্থাতা আহ্বান , প্রাহ—অধ্বর্যুর প্রতি সম্পূর্ণভাবে আহ্বানের নিদেশ , এবং আশাস্থ—অভিলাষযুক্ত (আমার কিছুই নাই, সকলই তোমার, সকলই তুমি, এই ভাব)।

কিরূপে প্রদক্ষিণ করিতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্বারা তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন :—

সত্য মধুর মনোজ্ঞং সত্বরা চারুকং বচঃ
ব্রুবিতো ভিক্ষতে যদি যজমানং ন পরাঙ্মুখঃ
এবমেব প্রযোক্তব্যং পরিচারকৈঃ
যেষ্টব্যেষ্টা সদা যাচ্যো দদাত্যেষ যে জাবলিঃ ।
যেষ্টব্যেন ইষ্টবন্তঃ যাবন্তোপি দিজন্মনঃ
আজন্মতো দদ যেন প্রাপ্তিকুলা বিসর্জয়েৎ ।
সকল প্রশস্তলক্ষ্মাদি তদাত্ম তদবয়ং তয়োঃ
বিচিত্রা বিবিধৈঃ লেখৈ যদ বদন্ত ঋষিবাচঃ ।
যাবদ্ যাবদ্ধনৈশ্বর্যং পুত্র মিত্র প্রজাকুলং
গোত্রাদৌ যে স্থাপিতে প্রশস্ত তদ্ভবতো ।
যেষ্টব্যেন যদাপি যজিষ্টিবিদ্যেভ্যে পরম ঃ
তৎসর্বং তদবয়ং চাপেক্ষ্য ঘোষিতম ।
অধ্বর্যোস্তাবদাত্মানং যাবৎ যাবৎ
আত্মিক অন্যোন্যঃ যা পরম তদবয়ং ভবী ।
তদাপি আবকীভাস্ত (বা যাবিকাভাস্ত) বর্ণনা যেমন-
বিঃ যাবন্তাস্ত (বা তুল্যকাস্ত) ইত্যাদি বুঝাইবে

পরিবর্ত।

তদ যাবৎ প্রদক্ষিণাদি কল্পনাদি তদাত্মকৌ
প্রোক্ষণ তুল্যঃ সাক্ষ যদি যুষ্টেপদাদিনি ।

অর্থাৎ,

তদে তদ্ধ সত্যের আছে, মধু আছে, সত্য আছে, তথাপি তুমি যদি যজমানের, প্রার্থিনার নিকটে তদ্ধ প্রার্থনা করে না, কেবল যেমন নিকটে তদ্ধ আছে তদ্ধ, সেইরূপ ইহার তদ্ধ প্রত্যেক পরিচারক তদ্ধপরিচারক তদ্ধপরিচারক করিবেন, ইহাতে যে তোমা বিষয়ে প্রত্যাখ্যান হইত, তদ্ধপ তিনি কেবল ইহাকে ইষ্টের এবং ইষ্টবানীর নিকটেই প্রার্থনা করিবেন, তাঁহারিগকেই তাঁহার একমাত্র যষ্টি মনে করিবেন , তিনি যত দিন ইষ্টের (তদ্ধ) হন, এবং বিশেষতঃ তদ্ধরূপের সর্বথা অনুকূল করিবেন, এবং তাঁহাদের বিষয়ে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা বর্জন করিবেন , তাঁহাদের (অর্থাৎ ইষ্টের এবং ইষ্টবানীর) সকল প্রকার ইচ্ছাদি যথাসাধ্য তদ্ধরূপ (অর্থাৎ, তদ্ধরূপ বলিয়াছেন যে, যে কেহ একবার যাহা আমি তোমার এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রশংসা হইবে. তিনি যাহাকে বিষয় সর্বস্বরূপ হইতে অন্তর প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহার ব্রত– তাঁহার এই বাক্যের যা প্রতিজ্ঞান) বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে বিষয় করিবেন, মনে করিবেন, ' যাহা হইলে ; তাঁহারা (নিশ্চয়ই) আমার বশ হইবেন, অর্থাৎ আমার সকল অভাব দূর করিবেন, আমার সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন ; তিনি বিশেষ করিবেন, 'আমার যাবতীয় প্রেয় তদ্ধরূপ এবং দুঃখ নিত্য প্রয়োজন এই সংসার মাত্রের হইতে আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন' : এবং তিনি নিম্নলিখিত বাক্যে তদ্ধপরূপে আত্মসমর্পণ করিবেন :—'আমি' এবং 'আমার' বলিতে ইহলোকে এবং পরলোকে । যাহা কিছু আছে সেই সমস্ত আজ আমি তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম , আমি সর্বথা তদ্ধরূপের আশ্রয়ভূত, আমি তাহাদের, তদ্ধরূপ অর্থাৎ, তাই আমি সকল পরিবারের তদ্ধরূপের প্রতিভূরূপ তোমার চরণে পরম প্রণত করিয়াছি : যে যাবকীভাস্ত (বা যাবিকাভাস্ত) ; আমি তদ্ধ, যাহা এবং যত যাহা তোমার হইলাম, যে তাবৎকাল (বা তুল্যকাল) । আমি

• তাবৎকাল (বিবাহের আমিরা আমার প্রার্থনা করিবে । তদবধি শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি

• অর্থাৎ ইহলোকে তদ্ধ-পরিবারাদি প্রদত্ত পুত্র-পালাদি বর্গের অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যফল তোমাকে দান করিয়া পরলোকে আমার নিকট সঞ্চিত যাহা, তাহা ।

হোমের হাসির, তখনকার হুকুম আমার কানে, যে শীতলার (যে মারাত্মক) আমি তোমাদের সহবাস হইতে; আমি ধনী এবং অনেকটা বটে, কিন্তু তোমরা জনসাধারণের অংশবরূপ, অতএব তোমরা আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার আমাকে তোমাদের মধ্যে করিতে দাও।

* পাঠক এখানে ছিন্ন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে উপরোক্ত তোমরাগুলি বেশের প্রজাবৃন্দ বা ইংরাজি সমাজে আসন করিয়া আছে, সেই সমাজের বিরুদ্ধে তাহাদিগে এই তোমরাটি বলা প্রযোজিত হইয়াছে। ফরাসীবিপ্লবের প্রজাবৃন্দ যাঁ মহান ভাবে পূর্ণরূপে বেশের হইয়াছে, দেখিবেন।

নির্ব্বাণ।

(গল্প)

[মুরারী শরণ বোস]

গায়ের দীপ্তিটা কি সুন্দর, আমার কি ভীষণ বেশে আসে এর পূর্ণিমা জনসী তোমে সেহের পাত্রিয়ে অতি উচ্চ বিষয়ের মত যাহা মানুষ জীব জন্তুদের ডাকতে আসে, আয়, আয়! তোমা আসে যাবিনি আমার কোলেই বেশে আসবি। ঐ জনসী তাহাদের ওর তার ঘরে সুধাটা উঠেছে, ঠিক বড় মানার মত লাল; বেশ পাহাড় মাথের দুই তোমে আছির তোল তেমে দুটী পাহাড়, যার দুইটির হাসিতে তৌমিক আর উঠেছে। ও ঐ ঘরটায় কি সুন্দর ওক মক করছে, সুর্যের আলোকিত নূতন সজীব আলো পেয়ে। জলটা দুটী আসছে ঠিক যেন পৃথিবী-মার সাদা তোমে। আমরে দুটোই ভগবান মানবীয় নয়।

পৃথিবী যদি আমার মত এই মৃত্যু-পথ যাত্রী তোমে নিত, তবে আমিও বেশ সুখের নিশাস তোমতে পারতুম। আচ্ছা, এই ঘরটায় যদি পড়ি তবে বেশ হয়, তোমে নিয়ে আসি-মার ওর তোমে; সুধা নিজের অন্তঃশক্তিতে ও আমাদের না পেয়ে আমার ওপর দুটী আসছে

ঠিক এমনি সময় বেশা এসে ডাকলে, "মানুষ মা" ওনার বেশ মধু তোমে দিলে, কি মিষ্টি ওর গলার স্বর, কি সরল ওর এই তোমে বেশাটা আমি, কি লাল ওর ঠোঁট দু'খানি, ঠিক যেন তোমে কলি ফুল।

ওর জন্যেই তোমে ঘরএকটায় তোমে আছি। বিয়ের আগে তোমেই আমার এই বিষে বিয়ে ওনারী ভাল তোমে ওকে ছিল। কিন্তু তোমাকে ওর ভালোবাসি বলেই আমার তোমে লুকিয়ে যা আমার তোমার যা করে দিলেন "কিছু তোমা, আমার কচি-মা, তুমি তোমে ওর যা ওয়াতেই আছে। মানুষ মানুষকে সুখি করতে।

আমার তোমে আমার ডাকলে "মানুষ মা, পাহাড়ের ওক ধারে বসে কি ভাবছ? পড়ে ঘরে তোমে" কি ওর ওর আমার ওকে, ওর তার, তাকে তোমে চুলের ওজের মধ্যে হাত দিয়ে বলতুম, "না তোমে, আমি পড়তে যা। আচ্ছা তোমে, যদি পড়ে ওর যাই, তা হলে কি হয়?" ওকে বলতুম, তোমা উঁপিয়ে তেমে উঠত। ও ওর মানুষ মা আমি, ওকে তোমে ওর আকার কাঁদিয়ে আসতে। আমার পাছ ওনুভূত।

ঐ ও আমা তে আর হাঁটে পারছি না। তোমা, আমার বাবিক, দুই তা' মা আমা বাঁধি না ওর, আমাকেই তে ওর ওনার ওকে তোমে; আমি এই তোমে পাছ ঘরে তিনার তে, আমি তোমে তোমে মাথা তোমে পাছি-পথে আমা ওনুভূত।

ওকে দুঃখনের ওটি তোমা, সেই সময় তিনি তে ওকে

আমার কোলে মুখ রেখে শিশুটি, আর চেয়ারে আমি একা বসে রয়েছি। কিন্তু আমি একা বসতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে যে শিশুটি এখনি তার মুখ তুলে আমার দিকে চাইবে আর সে আমি আমার সহ্য হবে না।

যখন ডাক্তার বাবু আর ডাক্তার-বৌদিদির আসবে বলে গেছেন, তখনো বড় দুশ্চিন্তার বুকের ভেতর কিছু হচ্ছে। ওরা আসছে পড়ুক, তখন দুটো এসে নিজের আমার কোলে যেন দুশিয়ে থাকুক। কিন্তু আর যখন কতক্ষণ আমি একটু চেয়ারে বসে থাকতে পারি, তখন ও আমি নিজেকে শিশুর দুশিয়ে রাখতে পারছি না, শুধু দুশিয়েছি সোহাগের জন্য; ও আমি বড় লজ্জিতা হলুম, ওকে কি আমার কোলে কেউ ফিরিয়ে নিতে পারে?

ও একটি চাইলে আমার দুটো দুধের দুটি ধার এক এক করে খেয়ে নিক। আমার কানে কানে বলছে তার সেই আবদার টিক চাই—"মানুষ না, কোলে বস, মানুষ না"। কিন্তু তার মানুষ না কিসের তার আর খোঁজনি।

সেই যখন পড়ুয়া দেখি সমাজী কেমন একাকিনী হয়ে চোখের আলোর দুয়োরেতে ছিল, তখন মনুষ এই আমি উঠোনে এসে দাঁড়ালুম, সেই সময় দুটি এসে সমাজীর কোল আমার অধিকার করে বসেছে, "মানুষ না এসেছে"? সে কথা কি আমি ভুলতে পারি?

* * * *

ঐ সমাজী কোলে আসছে, কোলে তাকে পাওয়া চাই বই? আমি কিন্তু কোলে চাই না। সেই কোল দুধের সাগরের পারেতে যে সাদা-কমলটি কোলে আসছে, তার সঙ্গে তুলনা পাচ্ছি। ঐ একটি বউ-কথা কও কোলে কোল, বউ কোলে হয়ে আর কথা কইবে না; সারা আমার কোল চতুর্দিক কোলে আমার কাপড় পরে আসছে ছাড়ছে। সমাজী একটি আসে উঠুন, একটি আসে দুধ-সাদা হয়ে পাখি বাজিয়ে সমাজীকে ঘরে ফেরে আনুন। এই আসবার প্রভাতে ঘরে দিয়ে কোলে পাচ্ছি, দুশিয়ে কত বড় পবিত্র হবে; আমার চতুর্দিকের কোলের মেয়ে তারা আমে এসে বলছে,—"এস আমরা—"

জাতীয় শিক্ষা।

(শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় এম-এ, বি- এল।)

যে বিদ্যার দ্বারা প্রত্যেক জাতির আপন বিশেষ পরিপুষ্ট হয় তাহাই তাহার জাতীয় শিক্ষা। যে বিদ্যার মূল মন্ত্র হইতেছে "Know Thyself" অর্থাৎ তোমার নিজেকে জান। ভারতবর্ষের চিন্তাশীল ঋষি যেন হইতে আপনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, পরাধীনতা কাল হইতে ভারতবর্ষ একটি জাতীয় সভ্যতার মধ্যে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইল। ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এবং বিভিন্ন জাতির সভ্যতা বিজেতার সভ্যতার দ্বারা অভিভূত হইতে লাগিল। যে সকল ভারতবাসীর উদ্যোগে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মনে স্বভাবতঃ ভাবিয়াছিল যে ভারতবাসী ইংরেজের মতো হইতে পারিলে তাহাদের ভাল হইবে। আজও উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রকৃতি সেই শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে অনেক সাহায্য করিতেছিলেন। আজও ভারতবাসীর ইংরেজী ভাষায় সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষ সমর্থন করিয়া ভারতধুরন্ধরগণের বিদ্যা এক আবহমান করেন। স্বর্গীয় [illegible]। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতীয় সাহিত্যের "দ্বি, পুত্র," "দ্বি পুত্রম্" প্রভৃতি শিক্ষা

করিয়া বাহালী কখনও মানুষ হইবে না, বাঙালীর মানুষ হইতে হইলে ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া ইংরেজী সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় দর্শন বিজ্ঞানে সাহিত্য শিক্ষার উপযোগিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, কিন্তু দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া নিজেদের কোন কালের স্বাভীন ইতিহাসই রচিত পারি না।

কবি হুদয়ের বিষয় বর্ণনা বিভাগের সহায়তার জন্য যে সকল পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিলেন, তাহাতে হিন্দুসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইল। তাঁহার ছেলেরা একেবারে ইংরেজী ভাষাবিদের অনুবাদ। তাঁহার কথামালা ইসোপের গল্পের অনুবাদ। তাঁহার প্রথমভাগ পড়িয়া হিন্দুর ছেলের বুদ্ধি তাহাদের ছেলে এরূপ কোন মতে বুদ্ধি অনুভব করে নাই, যাঁহার চরিত-কথা পড়িয়া তাহারা বিশিষ্ট শিক্ষা করিতে পারে। আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন আমাদের একজন শিক্ষক বলিতেন যে আর একজন জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহারপরে যে কোন বাঙালি উকিল ব্যারিষ্টার কাব্য রচনা করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার কোন শ্রেষ্ঠ কবিতাকে ছাড়িয়া যাইতেন না। আমাদের একজন পুরাণপাঠ শিক্ষক একদিন বলিয়াছিলেন, তোমরা যে "কালিদাস—কালিদাস" কর, আমাদের পরিচয়ন্ত্রে যখন সেই কালিদাস ও বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবন হইবেন। আমার তখন মনে হইয়াছিল, কালিদাস উঠিয়া যাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা ত উঠিয়া যান নাই। সেই সময় হইতে এতদিন গেল কিন্তু। তখন যাহারা আমাদের হাতে "পদ্যপাঠ" দেখিয়া সাহসে করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকৃতি মহাশয়কে অনেকদিন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন আমাদের এই সকল শিক্ষক সেই পদ্যপাঠের কথা।

অধুনা ভগ্নি নিবেদিতা বিদেশিকাদের "Indian Ideals in Education" নাম দিয়া তাঁহার "ভারত" লেকচারে আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর ইতিহাস বিশ্লেষিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিদেশি জাতি আমাদের অধিকার করার পূর্বে আমাদের সমাজের আদর্শে আমাদের শিক্ষা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তখন ব্রাহ্মণ আমাদের সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিকতার সেই আদর্শ শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে ইংরেজদিগের আমাদের শিক্ষা দান প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনি বিদেশীয় ভাব যদি কোন জাতির জীবন ও চিন্তাশক্তির উপর আধিপত্য করে, তবে তাহার ফল যেই জাতির জাতীয়তা হারান হয় এবং কিছুই রক্ষা পায় না। এই সব কথাবার্তায় ইংরেজী ভাষায় শিক্ষাদান প্রণালী প্রবর্তন প্রতিষ্ঠা দেওয়া আমার মত কি ইংরেজদের? তাঁর কোন মতে,—

"The result has been in the older generations the overstrain of the nervous system, the enfeebling of the physical health, the shortening of the period of vigorous maturity, often a sudden break down, or at best the premature appearance of debility and old age. Further, the exclusive development of the intelligence and the neglect of the emotions, has over stimulated the self regarding instincts, and has largely destroyed the feeling of social and national dharma, of duty to society and to the nation; hence the decay of public spirit, of social service, of responsibility, and of service for the common weal which characterises the good citizen as distinguished from the good man".

অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার ফলে প্রবল আমাদের জোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ মানসিক পরিশ্রমের দরুণ স্নায়বীয় দুর্বলতা, অকালবার্ধক্য, অকাল বার্ধক্য, এমন কি আকস্মিক মৃত্যু প্রবণ হইয়াছে। আমার, কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে এবং অবশিষ্ট বিকাশ অভাবে, স্বার্থপরতার বৃদ্ধি হইয়া সামাজিক ও জাতীয় ধর্মের বিনাশ হইয়াছে এবং সেই হেতু ১ সমাজের প্রতি, ও স্বজাতির প্রতি কর্তব্য বোধ একটি অপরিচয় বাক্য মাত্র হইয়া দেশের অধিকাংশ লোকে হইতে উহার বর্জিত হইয়াছে

"It destroyed her self-respect and jeered at her religion and traditions. It consummated her degradation by imposing on her an education in a foreign language, till her educated people talked it better than their mother tongue."

বিদেশের শাসন প্রণালী ভারতবাসিদের প্রতীচ্য বিদ্যার ও ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তাহাদের আত্মবর্জ্জনে যে ফলিয়াছে তাহাদের ঘরে বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষালাভ প্রণালী চালাইয়া দিয়া তাহাদিগকে এমনও করিয়াছে যে তাহাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজ নিজ মাতৃভাষা অপেক্ষা সেই বিদেশীয় ভাষাই অধিকতর উৎকর্ষের সহিত ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

এই সকল বিদেশী শিক্ষার ফল্গু ফলিতে পাঁচটি দোষ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে দেশের অধিকাংশ লোকের অশিক্ষিত থাকা দূর হয় নাই, এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটি বিষম প্রাচীর তুলিয়া, শিক্ষিতদের অশিক্ষিত লোকদিগের জীবন যাত্রা, চিন্তা প্রণালী হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়াছে। কিন্তু উহাতে ফলিয়াছে এই যে ইংরেজী শিক্ষার যেটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইংরেজের সহকারী করা (denationalised) সেটিও সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে, হিন্দুজাতির যেটি সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ একজন বাঙ্গালী তাহার অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে ইংরেজী-শিক্ষার এইরূপ ফল হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পাত্তিয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহার নিজের পূর্ব্বসংস্কারের প্রভাবেরও অনেক আগে সমাজের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য ঘোচাইবার এবং হিন্দুজাতির বিশিষ্টতা কি তাহা উৎসন্নে অবলুপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত শিক্ষা-পদ্ধতির মূল তিনি স্থাপিত সামাজিক প্রবন্ধ, সাহিত্যিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পুরাবৃত্তি প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে নিহিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই সকল মূল্যবান গ্রন্থ এখন বড় কেহ পড়ে না এ জন্য "সেকেলে" বই বলিয়া উপেক্ষিত। পরে বঙ্গিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণ তাঁহাদের রচিত পুস্তকাদিতে আমাদের জাতীয় ভাব আরও পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। এইরূপে আমাদের আত্মচৈতন্য (self consciousness) অনেক পরিমাণে জাগ্রত হইয়াছে। আমরা আজ বুঝিতে পারিয়াছি, হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে কেবল "কাঁচা সবুজ", "অপরিপক্ক" কথা নাই,—তাহাদের মধ্যে এমন সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে যাহা হইতে সার্ পি, সি, রায়ের মত অধ্যবসায়ী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন; এমন সকল দার্শনিক তত্ত্ব আছে যাহার গভীরতা পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলীও বিস্ময়োৎফুল্ল করিতেছে; এমন কাব্যসৌন্দর্য্য আছে যাহা তাহা ভোগ করিতে পারিলে, মানবজীবন চরিতার্থ হইয়াছে। কিন্তু "Superstitions die hard" অর্থাৎ লোকের মনের কুসংস্কার সহজে যাইতে চায় না। তাই এখনও আমাদের মধ্যে দুই একজন লোক এমন আছেন যাহাদের পাশ্চাত্যসভ্যতার মোহ (illusion) এখনও সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই। সেবার বঙ্গের পরলোকগত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর চার্লস্ ইলিয়ট মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, ভারতীয় ছাত্রগণ পাশ্চাত্য বর্ণমালার পরিচয় লাভ করিয়া তাহাদের দেশের পরম্পরাগত ধার্ম্মিক ভাব কি তাহা জানে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই কথার প্রতিবাদ করিয়া মডার্ণ রিভিউ (Modern Review) পত্রিকায় একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী লিখিয়াছিলেন, হিন্দুর বর্ণমালার ও কেবল বিভিন্ন ধার্ম্মিক মতের তত্ত্বগুলি, তাহা পড়িয়া ছাত্রগণের কৃতার্থতার কারণ হইবে, এমন তাহারা উপদেশ দিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। প্রথমতঃ, ইংরাজীভাষার সাহায্যে অন্যান্য বা অধিক ছাত্রদিগের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান একান্ত আবশ্যক। তা এমি যেমন

বলেন,—"nothing so denationalises a people as the imposition upon them of a foreign tongue, denominating their life and thought." —অর্থাৎ একটি বিদেশীয় ভাষা যদি কোন জাতির জীবন ও চিন্তাপদ্ধতির উপর আধিপত্য করে, তবে তাহার দ্বারা সে জাতিটি যত দূর denationalise হইতে পারে এমন আর কিছুর দ্বারাই হয় না। ইহার প্রমাণ আমরা সর্বদা নিজেদের মধ্যে দেখিতেছি। আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকেই ইংরেজী ভাষায় চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তথা বলার মধ্যে ইংরেজী শব্দের দুচারি না দিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। অনেকে আবার নিজেদের আত্মীয় বন্ধুদের ইংরেজী ভাষায় চিঠি লেখেন। অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস, তাহার ছেলে মাতৃভাষার বাহিরে যেন্নই একটু সরিয়া পড়ে যে সে মাতৃভাষা পর্যন্ত ভুলিয়া যায়।

পূর্বকালে জ্ঞানলাভের জন্য জ্ঞানের নিজস্বিক্ষা হইত, "[Learning was sought for its own sake]", কিন্তু এখন শিক্ষা অর্থকরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "A man is valued for what he is, not for what he has", এরূপ মানুষ এখনে সম্মানিত হইত কিসের জন্য? মানুষের কি আছে তাহা নয়, মানুষটি কেমন তাহা। এক জন ছাত্র যদি কোন পণ্ডিত সভায় প্রবেশ করিতেন, তবে সেই উচ্চ আসনটি তাঁহার অভ্যর্থনা করিত না, সেখানে একজন সাধারণ লোকের যে সম্মান তাঁহারও সেই সম্মান ছিল। কিন্তু একজন পণ্ডিত যদি আজকাল সভায় উপস্থিত হইতেন, তবে তাঁহার জন্য কি শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। যাহা এদেশের জাতীয় জীবনের উচ্চ আদর্শ ছিল। কিন্তু এখন বিদ্যার আর সে গৌরব নাই, এখন সাধারণ সম্প্রদায় মনে করেন এখনার ধন গৌরবই প্রধান বস্তু অর্জন করিবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যাহা কেবল উচ্চ শ্রেণীর ও ধনী শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ তাহার অধিকাংশ লোকের আয়ত্তের মধ্যে হইয়াছে না। বিদেশী শিক্ষিত লোকদিগের দেখার সঙ্গে এখন কিছু ভাল আসার লক্ষণ দেখিতেছি। অধিকাংশ জাতীয় শিক্ষা প্রণালী এমন ভাবে উন্নত করা আবশ্যক যাহাতে এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্তন হয়।

কিন্তু জাতীয় শিক্ষা প্রণালীর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা। ধর্ম এবং শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন। পূর্বকালের শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রগণ নিজ নিজ অধ্যাপকের নিকট থাকিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে তাহাদের নীতি চরিত্র গঠিত হইত। এখন কুল কলেজে নীতিশিক্ষার জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু জাতীয় ধর্মের শিক্ষা আজকে কেবল নীতিশিক্ষার দ্বারা কোন ফল হয় না। বিশেষতঃ কুল কলেজে যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাতে হিন্দু সন্তানদের নিজ ধর্মে আস্থা হওয়া দূরে থাকুক তাহা অবিশ্বাস করিতে থাকে। আমার আজকাল যে সকল দুর্নীতিপূর্ণ গল্প ও উপন্যাসের ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাহার বিষ সঞ্চারিত করিয়া কত নবীন হৃদয়ের চিত্ত চরিত্র কলুষিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্বকালে শিক্ষার্থীকে প্রথমে অনেক পরিশ্রম করিতে হইত। কুল ঐ সকল কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের মধ্যে পড়িয়া ছাত্রদিগের বুদ্ধিটি খাটা মলিন হইয়া পড়িতেছে। এই সকল দোষ পরিহারের জন্য বর্তমানে, ও সময় অবস্থায় মূলে জাতীয় শিক্ষা প্রচলন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

পূজা।

শ্রীযুক্ত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোজাগরী রাত্রে আজি জোছনার ঝরণা,
আকাশের ভরা চাঁদ ধরার পানেতে,
শুভ্র জ্যোৎস্না করিয়াছে উজল ধরণী,
অমনি করি এস সতীরে হৃদে।
সাজায়ে পূজার ঘট বসিব বিরলে
অমনি পূজে যেন সতীরে চরণ।
অর্ঘ্যের পুষ্প যেন হয় সতীরে,

হাসিছে বিশ্বে সবে মধুর মুখরে,
প্রকৃতি আজি যেন ধরে আনন্দে ভরে
বাণী রবে মুখরিবে অনন্তে ধরিয়া
আকাশে চাঁদের পানে রয়েছে চাহিয়া
সকলি তোমার দীপ্ত করে নীলাম্বর।
তব তুমি বিশ্বপতি করি সবে রক্ষি,
বিশ্বরাণী তব পূজা ও দিব তোমারে

কৃতকৃত্যতা।

[পুনরাবৃত্তি]

[ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চকড়ি চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম্-এ, বি-এল্]

ধনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা

"ধন" বা "বিত্ত" বলিলে কি বুঝিতে হইবে, ইহার প্রকৃতি কীদৃশী তদ্বিষয়ে, তাহাই একণে যত্ন সহকারে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্যই ভূমিকায়ও বেশী সময় লইতে নিতান্ত ইচ্ছা করি না, শুদ্ধ সঙ্গে বিষয়ের বুদ্ধি পরিষ্কার করিয়া লইবার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে লেখক লেখকের পক্ষে জীবিতকালের পথ সঙ্কীর্ণ, প্রায় নিষ্ফল বলিলেও হয়। এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আমাদের এখন বিচরণ, অতি অল্প, অল্পের হাতে হইবে। যদি কখনও সুদিন, সুনীতি ও সুযোগ সহকারে অবসর হয়, তাহা হইলে সুবৃহদ্ভূমীর ইতিবৃত্তিয়ায় সমাজের বিভিন্ন আকার লইয়া লক্ষ্য করিতে পারি। সেই কার্য্য অনেক পরিমাণে বিত্তের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সাহায্য করিবে—তাহা ভিন্ন অবশ্যই চেষ্টা করিব—তাহা ভিন্ন অবশ্যই চেষ্টা করিব—তাহা ভিন্ন অবশ্যই চেষ্টা করিব

"এ সমুদয় বস্তু ইহার ও সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের উপযোগিক মূল্য (exchangeable or exchange value) আছে, তাহাই ধন বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে; অর্থাৎ সমুদয় আবশ্যকীয় ও প্রাকৃতিক দ্রব্যই ধনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, কেবল কোনও প্রকার আবশ্যকতার বা বিনিময়ের যে সব বস্তু আবশ্যকানুরূপ সহজে সুপ্রাপ্য, তাহা ধন বলিয়া পরিগণিত হয় না।"

বৈনিময়িক মূল্য (exchange value) বলিতে, মনোজ্ঞতা কি বাঞ্ছা হয়, উহা উচিত অনুচিতের বিচার অনেক হইতে না—ধনের অর্থগ্রহে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। বিখ্যাত বিদ্যুদ্বিদ্ ষ্টানলি জিভন্স (W. Stanley Jevons) সাহেব বলেন যে, যদি কোন বস্তু কাহারও নয়, উহা উহার বহুল পরিমাণে অনেক আবশ্যকীয় বস্তু দিয়া সংগৃহীত হয়," তাহা হইলে বিনিময় সম্ভাবিত হইতে পারিবে (exchange consists in giving the comparatively superfluous for the comparatively necessary)। এমন "বিনিময়ে" ধন বন্টনের অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"হেনরি" সাহেব "বিনিময়" পরবর্তী অনেক বিষয়ের বিবরণ। তিনি বলেন যে যাহার বিনিময়ে অন্যের পরাজ্ঞোজ্ঞা জন্মিলে, অর্থগ্রহে সুবিধা হইতে পারে।

"What is transferable, limited in supply and useful constitutes wealth," "যে দ্রব্য পরিবর্তনীয় বা বিনিময়োপযোগী, যাহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ এবং যাহা আবশ্যকীয়, তাহাই ধন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।"

যে দ্রব্য বা বস্তুর পরিবর্তে অন্যের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারি, তাহাই বিনিময়োপযোগী। যে দ্রব্য অন্যস্থানে বহু ইচ্ছা তৃপ্ত পাইতে পারি, তাহা ধনের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। অন্যের সরবরাহ অপরিমীম নহে, যাহা বহু ইচ্ছা তৃপ্ত পাইবার উপায় নাই, অর্থাৎ যাহার সীমা আছে, এমন দ্রব্যই ধন বলিয়া গ্রাহ্য। জল ও বায়ু নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য কিন্তু লোকে অন্যত্র অনায়াসে পর্য্যাপ্ত জল ও বায়ু পাইতে পারে, তজ্জন্য জল ও বায়ু ধনমধ্যে পরিগণিত হয় না। কয়লা ও ইহার বিনিময়ে দূরস্থানে যে স্থানে পাওয়া যায়, সে স্থানে ধনের মূল্য নির্দ্দিষ্ট পারে, তজ্জন্য কয়লা ধন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অন্তঃ-সিলেলী সেতু submarine cable, সমস্ত বিশ্বের বাণিজ্য অনেকের মূল্য হইতে পারে এবং ধন বলিয়া পরিগৃহীত হয়। মূল কথা এই, সাধারণতঃ যে দ্রব্যের মূল্য আছে বা পরিবর্তনোপযোগী হয়, তাহাকে বিচারবিবেচনা ধন বলেন না। ধনের অন্য একটী লক্ষণ আছে—তাহার দুষ্প্রাপ্যতা। ধনের আবশ্যকীয়তা বা উপকারদায়িকা শক্তি (utility) থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। যে দ্রব্যের বিনিময়ে লোকে নিজের প্রীতি বা তৃপ্তি সাধন করিতে বা অভাব পূরণ করিতে পারে, তাহাকেই লোকে অত্যন্ত আবশ্যকীয় বা উপকারী দ্রব্য মনে করে। "ন্যাসো সিনিয়র" (Nassau Senior) এমনই প্রকার বিবরণ দিয়াছেন; উহাতেই ধন যাহা হইতে সহজে বুঝিতে পারা যায়, যে দ্রব্য মূলতঃ বা গৌণতঃ প্রীতিজনক বা কষ্টনিবারক তাহাই আবশ্যকীয় কিম্বা উপকারী (directly or indirectly productive of pleasure or preventive of pain)।

বিচারক রিচার্ড টি, ইলাই (Richard T. Ely) সাহেব ধনের প্রকৃতি কি, তৎসম্বন্ধে বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

The truth is, that this term (wealth) cannot be defined satisfactorily unless we specify whether we are speaking from the individual point of view or from the social point of view. From the individual standpoint, wealth means valuable claims to goods; from the social point of view, we shall regard wealth as an aggregate or stock of goods. This excludes personal services from the category of wealth, for they disappear as soon as rendered and in an inventory of existing wealth, personal services would not appear."

এই অবস্থায় কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহাই সাহেবের বক্তব্য এই। "শ্রমিকের এবং মালিকের মধ্যে বিরোধিতা না হইলে অথবা প্রভুর ও ভৃত্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধা না হইলে, ধনিক ও শ্রমিক উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিলে, তবে অর্থ নির্দোষ হইতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তি বা কোনও সমিতি উপর হইতে দেখে, তবে অর্থের সাধারণ মূল্য যাহা তাহা হইতে অতিরিক্ত কিছু আসিতে পারে না। আর মালিকের মনের দিকে লক্ষ্য করিলে, মূলধনও শ্রম সমানই দূষিত হইবে। যে ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছে, তাহা স্পষ্ট হইলেই সেই হইয়া যায়। অথবা কোনও লোকের দুই কথা কখনও বিশ্বাসে স্থান পায় না। এই বলিলে বড় বা ভুল বলা হইবে। লোকে অর্থোপার্জনের জন্য যাহা কিছু করে তাহা সেই হইয়া থাকিলেই, কাজেকাজেই যাহা—তাহা সেই কিছু করে না।" এ কথাটি বোধহয় একটু অস্পষ্ট।

জে, এ, হবসন (J. A. Hobson) সাহেবও এই ভাবে ভাবিয়া চিন্তা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আধুনিক শ্রমিকসমাজে বিরুদ্ধবাদ বলিয়া তাঁহার আপত্তি আছে। তিনি বলেন :—

Common usage in the present day confines the term "wealth" to things capable of being bought and sold, measuring the amount of wealth they represent by the quantity of money they would fetch in the market."

"ধনবিজ্ঞান লোকে সাধারণতঃ যে বলিয়া যে সব জিনিষ ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহাই ধরে এবং ঐরূপ বিক্রয়ের মূল্যসমষ্টির দ্বারা পরিমাণ ঠিক করে।"

এরূপ লোক নিজ ব্যবসা সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, তাহার এই ব্যবসা নিজের কথা ভাবিয়া সে যে কোনও কথা বলিতে পারে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যেখানে প্রকৃতি সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে হইবে, সেই জন্য দৃষ্টিকে সেদিকে ফিরিতে হইবে; নতুবা অবস্থাটি ঘটিবে—বিকলাঙ্গদৃষ্টির হইতে হইবে :

তবে বিরুদ্ধবাদীদের এই সমালোচনার যে সমালোচনা আছে। জন রস্কিনের (John Ruskin) কথা বিশিষ্ট। কারুকলা (fine arts), কবিতা (Histories) এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন। সেই সব প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলে যায়, তিনি কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের এক বাক্যও প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"And therefore, the idea that directions can be given for the gaining of wealth, irrespectively of the consideration of its moral sources, or that any general or technical law of purchase and gain can be set down for national practice, is perhaps the most insolently futile of all that ever beguiled men through their vices."

Unto this last : Ruskin.

"অতএব নৈতিক মূলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অর্থোপার্জনের উপায় নির্দেশ হইতে পারে কিংবা জাতীয় ব্যবহারিক জন্য, সাধারণ বা বিশেষ কিছু নিয়ম স্থির করা যাইতে পারে, ইহাও যদি কেহ মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা বিরাট ভ্রান্ত—সাধারণতঃ লোকের পাপ প্রবৃত্তি যে সব উপায়ে তৃপ্তি ও সন্তোষ পায় তাহার।"

এই কথা বলিয়াই রস্কিন্ সাহেব ক্ষান্ত হন নাই। অর্থের আলোচনায় প্রথমাধিক কিছু পূর্বে, প্রতিনিধি স্থানীয়ভাবে বলিয়াছেন :—

"There is no wealth but life. Life including all its powers of love, of joy, and admiration. That country is the richest which nourishes the greatest number of noble and happy human beings; that man is richest who, having perfected the functions of his own life to the utmost, has also the widest helpful influence, both personal, and by means of his possessions over the lives of others."

Unto this last : Ruskin.

"জীবন বা মৈত্রেয়ি বিনা, প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনও 'ধন' নাই। তেমনি নীতি বিনাও মুক্তির জীবনও অসম্ভব। সেই জন্য মানবজীবনে যেমনই [illegible] উপযোগিতা ও মূল্য [illegible] তেমনি মানব সর্বাঙ্গীন [illegible] সেই জন্যই [illegible] নীতি [illegible] সাধনে সমাজের উন্নতি লাভ করিবার জন্য আমাদের এ সকল অর্থ জ্ঞানের স্বাভাবিক উপকার ও সাহায্য করিতে পারিবে।"

ধনবিজ্ঞান এবং সুখের ও দুঃখ নীতি এবং ধর্মনীতি অবিচ্ছেদে আছে। বিশ্লেষণের এই আদর্শ বিষয়ের জন্য 'অর্থনীতি' শাস্ত্রের অন্যান্য অনুসরণ করিবার ও সম্বন্ধ সর্বত্র আছে।

"ধনবিজ্ঞান" শাস্ত্রের বিষয়ের নীতিগত ও অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্যান্য,- উহাদের সম্বন্ধ করিয়া ব্রোঁ করিয়াছেন। উহার উক্তি নিম্ন প্রকারের হইল :—

"The whole world of phenomena is a unity of intimately connected parts and every breaking off of any section for separate study is of necessity an act of mutilation. But such separate studies are essential to intellectual progress, and the mutilation is not fatal to their use, provided that it is kept in mind, and the subject of the special study is not treated as a completely rounded whole."

The meaning of wealth : Hobson.

"সমস্ত ব্যবহার্য্য অবস্থাপন্নি প্রকারের সম্বন্ধে যায়। যদি কোনও প্রকার পরিবর্তন করিতে বলা যায়, তাহা হইলে অন্যের অসম্ভব ঘটিবে। কিন্তু বিশ্লেষণশক্তির উপকার জন্য এইরূপ বিভিন্নভাবে আলোচনা আবশ্যক। অন্যের উপকারিতার বিশেষ হানি করে না। কিন্তু এ কথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, যে বিষয়টি স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইল, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর নহে।"

অন্যান্যের অন্যান্যের সুবিধা হইতে পারে, বিশেষ যদি বিশ্লেষিত হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানে উপকারিতার মূল্য হয় না। এ কথা বলিতে হইবে। বিজ্ঞান নীতিযুক্ত হইলে, তাহা কি, তাহার পূর্ণবিকাশ সম্ভব হইবে না। সর্বাঙ্গীন প্রয়োজনের এ ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, সমষ্টিভাবে এ বিশ্লেষিত করিতে হইবে, এ প্রকারে মনে রাখা প্রয়োজন হয়। নীতিবর্জনে, যেমন বিজ্ঞানশাস্ত্রে, বিষয়ের যে পূর্ণ লাভ করিতে পারিবে না, ইহাই তাহার সার্বত্র অর্থসম্বন্ধ করুক, সমষ্টি ব্যবহার হয়, তাহাই ব্যবহৃত হইতে পারে না।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মত নীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের বিচ্ছেদ অসম্ভবনীয়। এবং উৎপাদন, বিভাগ ও ব্যবহার (production, distribution and consumption) নীতির, বিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায়। অর্থনীতি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইলে, বিষয়ের যে অংশের, যেমনই অসম্ভব। এ সব বহুল নৈতিক ব্যাপার প্রভাবিত করিবার এ বিষয়ের এমন বিভাগ আছে যাহাতে পরস্পরের প্রতি বিভাগ, উহার: সহজেই পূর্ণবিকাশ পাওয়া যায়। সহজ ও বিভাগ নীতিযুক্ত। অন্যান্য প্রকৃতির অন্তর্ভুক্তি অসম্ভব। অন্যান্য বিভাগের সহজ স্বতন্ত্রভাবে, স্বতন্ত্রভাবে উহার ব্যবহারের সুবিধাজনক। নীতিযুক্তভাবে নীতিবর্জনের। অন্যান্য এমন নীতির অবিচ্ছিন্ন অন্য—নীতি পরিত্যাগ করিয়া এমন ভাবে অবস্থিতি, অন্যান্য উহার মূল্য অবিচ্ছিন্নভাবে সহজেই অসম্ভব।

রস্কিন্ নামের অন্য এক গ্রন্থ নামের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটী সারবতী উক্তি নির্দেশ করিয়াছেন। সেই উক্তিটী আমাদের সমস্ত মনে রাখা উচিত—বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ঐক্য রেখা যায়। উক্তিটী এই :—

"The production of effectual value, therefore, always involves two needs : first, the production of a thing essentially useful ; then the production of the capacity to use it."

(Munera Pulveris . Ruskin)

"প্রকৃত মূলধন্ হয়ের উৎপত্তির পক্ষে দুটি প্রয়োজন অনুযায়ী। প্রথমতঃ সঞ্চয় করা মূলধন্ এবং উৎপাদিত দ্রব্য আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ উক্ত দ্রব্যসমূহের পরিবর্তে উৎপাদিনী শক্তির উহা আবশ্যক।"

অর্থাৎ দ্রব্যের আধার হয়ে, দ্রব্যের সংরক্ষণ, পরিবর্তে শক্তির অর্জনীয়, দ্রব্যের সাধারণ বণিজ্য না জানিলে হয় কথা নহে। দ্রব্যের নীতিসমূহ বীকার না করিলে, এ কথা ভাল করিয়া অনেকেই মনে করিবেন। দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক: বীকার করিলে, দ্রব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সুবোধ্যতায় উঠিবে।

স্নেহলতা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[সত্যঘটনা মূলক সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্, মূলক প্রণীত)

(১০)

আজ অন্নদার বারয়ারি হিয়ার; বীরভূমের এক আদালত; জজ সাহেব একজন প্রবীণ ইংরেজ বিচারক, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও পার্শ্বে বসিয়া আছেন; আসামী ডকে দণ্ডায়মান; আসামী পক্ষে একজন জাদা উকিল নিযুক্ত হইয়াছেন; সরকার পক্ষে সরকারী উকিল; কোর্ট ইন্সপেক্টর, অন্যান্য পুলিস্, প্রহরী ইত্যাদি উপস্থিত আছেন। ফরিয়াদী ব্রাহ্মসমাজী অনেক সাক্ষী আসিয়াছেন, তাহারা পুলিস্ হইতে পলায়ন করে,—Patriotic Life Insurance কোম্পানির কর্ম্মচারী, দালালী, মেসেঞ্জার, সরকার, বিক্রয়, এ সকল সাক্ষীও আসিয়াছেন। ইন্সিওরেন্সের জন্য একটি বিস্তৃত ঘরে বিচিত্র আসে ম্যাজিষ্ট্রেটের তাহারা উপস্থিত করিয়া আছেন। এজাহার লিপিবদ্ধের আবার বাকী; আসামীর পক্ষ, লোক ঘরে না। সকলেই এই অদ্ভুত মোকদ্দমা শ্রবণের আগ্রহে আসিয়াছেন, কোন্ উকিলের কখন সওয়াল আসিয়াই প্রথম করিবেন তাহা বসিয়া আছেন; তাহারা সকলে আজিকার মোকদ্দমার আর উকিলের আসি ঐরিক ফেরার শ্রেণীর পলায়ন হয়ত, সংক্ষেপে বলিয়া নাম্বুদ্ধি মুখুজ্জের সওয়াল আজ কোন্ ব্যারিষ্টারের সঙ্গে ও কখনও সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ও ব্যারিষ্টার হওয়ারমান। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া আছে, কেবল মাঝে মাঝে লোক যাতায়াত শব্দ ও স্থান অধিকারের জন্য একটু অস্ফুটশব্দ; মাঝে মাঝে প্রহরীর গর্জ্জন ও ধমকানো ভিন্ন আর কোন কথা নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পেন্সিল্ লইয়া কি লিখিতেছেন; মিনিট পনের সরকারী উকিল মোকদ্দমার সাক্ষিত বিবরণ প্রকাশ করিলেন, আসামীপক্ষে কিন্তু আদালতে সাক্ষীর জেরা করেন নাই।

সওয়ালের পরদার আবার নাই, ব্যারিষ্টার আসে উকিল যায় আসে হইতেছে; উকিলের সওয়ালেরই ডেপুটির আদালতে জেরা হয় নাই। প্রথমেই ম্যানেজিংএর সাক্ষ্য গৃহীত হইল। তাহারা সকলেই বলিল আসামী তাহাদের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে ও তাহাদের সাক্ষাতে উপবীতের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। আসামীর পক্ষ হইতে বিশেষ কিছু জেরা হইল না। কেবল মাত্র ইহাই জিজ্ঞাসা করিল যে সাক্ষীরা আসামীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন কিনা ও আসামী ব্রাহ্মণের মতন আচরণ করিতেন কিনা। সাক্ষীরা সকলেই বীকার করিল যে আসামীর আচরণ অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় এবং তাহারা আসামীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করিবার এছাড়া, ব্রাহ্মণেতর অন্য কোন কারণ তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। পরে মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের অবগতার্থে লিখিত। যে সকল বিদ্যুদ্ধুলের নাম উল্লেখ করিয়া আপনি বিদায় করিয়াছিলেন তিনি তাহার প্রমাণ করিবেন, পুরোহিতকেও আপনার উচিত পুরস্কার দেওয়া করিয়াছেন এবং পুরোহিত ঠাকুরও আপনার প্রাপ্যাধিকার ত্যাগ করিয়া দিবেন। ইহাদের সকলে হইয়া গেলে কলেজের কেরানী, অভিভাবক, আত্মিয়ের লোক ও পরম বন্ধু ইত্যাদি যে সকল সাক্ষ্য হইল তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া সাহায্য প্রদানার্থে আমরা বিস্তারিত লিখিতেছি। প্রথমেই সরকারী উকিল কলেজের কেরানীর এজাহার লইতেছেন।

স, উ। বেদুন, আপনারা কলেজে সহদেব বসুকে কতদিন হইতে পড়িতে দিতেন?

উত্তর। (রেজেষ্টারী দেখিয়া) উ। সহদেব বসু বেতনভুক ছাত্র ছিল।

স, উ। সে কতদিন কলেজে যায় নাই?

উ। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে।

স, উ। Admission Book দেখিয়া বলুন সে কোন জাতি, বাড়ী কোথায়, তাহার ছেলে, বয়স কত?

উ। তাহার বাড়ী বড়বাজার থানার অন্তর্গত সাধুপুকুর গ্রাম, পিতার নাম ভোলানাথ বসু, ৭ বৎসর বয়স হইতে পড়িতেছে। বয়স চৌদ্দ বৎসর ছয় মাস হইয়াছে।

স, উ। সহদেব বসু কোন scholarship পাইত কি না?

উ। পাইত।

স, উ। পাওয়ার মধ্যে থাকিয়া আপনি তাহাকে ঐ scholarship দিতেন কিনা?

উ। (খাতা দেখিয়া) উ।

স, উ। ঐ খাতা দেখান।

(সাক্ষী খাতা দেখাইল)

স, উ। এখন দেখুন সেই সহদেব বসুকে এই আদালতে দেখিতে পাইতেছেন।

উ। আছে (বালিকা আসামীকে দেখাইয়া দিল)।

আসামীর—উকিলের জেরা—

আ উ। আপনি কতদিন পর্যন্ত সহদেবকে দেখিয়াছেন?

উ। প্রায় এক বৎসর পূর্বে

আ উ। [illegible]

উ। সাত আট বছর

আ উ। এতদিনের পরে যে সকল ছেলে পাশ করিয়া বিদায় হইয়াছে সকলকে আপনি চেনেন কিনা?

উ। না।

আ উ। ইহাকে চিনিবার বিশেষ কারণ কি?

উ। মাসে মাসে scholarship পাইত।

আ উ। কত জন ছেলে scholarship পায়?

উ। সংখ্যায় আছিল।

আ উ। Scholarship পাওয়া বহু ছেলে পাশ করিয়া বিদায় হইয়াছে সকলকে আপনি মনে করিয়া রাখিয়াছেন?

উ। অসম্ভব।

আ উ। আসামীর বয়স কত দেখিয়া বলুন।

উ। ঠিক বলিতে পারি না

আ উ। আন্দাজ করিয়া বলুন।

উ। এমন কেমন করিয়া বলুন যে এই আসামী সহদেব বসুর ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে কি না?

উ। যদি কেহ করিয়া থাকিত তাহার না যে মুন্সেফী সহদেব বসুকে চিনিয়া লয়। আসামী হইতে পারে না, কিন্তু আসামী সহদেব বসুর

আসামীর উকিল আর কোন কথা বলিলেন না।

সরকারী উকিল আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন.

স, উ। সহদেব বসুকে scholarship পাইত বলিয়া ইহাকে চিনিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল? (জোর আপত্তি)

উ। প্রথম দুবার ছেলে scholarship পাইয়াছিল বলিয়া আমরা একটু বেশী করিয়া দেখিয়াছি।

ইহার পরেই রবিবারের এজলাস হইল।

স, উ। আপনি আসামীকে চেনেন?

উ। চিনি।

স, উ। কি ভাবে চেনেন?

উ। আমি উহার গলে এক হাতে পড়িয়াছি।

ম, উ। এখনও পড়াশুনা আর কোন কারণে উহার সহিত দেখা হইত।

উ। হাঁ, সে সময় সময় আমাদের সহিত দেখা করিত।

ম, উ। উহার বাবা কি ও কি জানি?

উ। উহার বাবা সহরের মক্কেল, জানি মহাশয়।

ম, উ। আসামী কি প্রকার, উহার বাবা কি পক্ষে কথা কহিতেন?

উ। না, উহার বাবা পক্ষে কথা কহিতেন বটে। আসামীর উকিলের পক্ষে—

আ উ। আসামীকে কতদিন হইতে জানিতেন?

উ। বহু দিন হইতে জানি।

আ উ। এত অধিক পুরাণ বন্ধু ছেলের সহিত তোমার আলাপের হিল সকলকেই ভেদ?

উ। হাঁ—

আ উ। বন্ধু ছেলেকে হত্যা করিবার ভারাদের বাবা জানে?

উ। সকলের বাবা জানে নাই।

আ উ। উহার বাবা সকল বিষয়ের কাজ কি?

উ। ঐ সময় সময় আমাদের সঙ্গে বেড়াইত।

আ উ। তুমি সন্ধ্যাকালের সময় বেড়াইতে?

উ। আমরা উহাকে না চাহিলেও সে আমাদের সঙ্গ ছাড়িত না।

এই উত্তরে চারিদিক আসামী এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আ উ। বেশ, আসামী যা বন্ধু তোমাদের সঙ্গ ছাড়িত না কিন্তু আমার সঙ্গ তোমাদের ভাল লাগিত না?

উ। সব সময় ভাল লাগিত না।

আ উ। যদি সহরের সকলের মত তোমার মনে আসামী সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমার মুখ হইতে সত্য কথা বাহির হইবে কি না?

উ। আমি আমারীর সহিত তোমার সকল কথা বলিবার ঠিক উত্তর দিতে পারি।

আ উ। আসামীকে কথা বলিবার জন্য তুমি বাধ্য করিতে পার না, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

উ। এক প্রশ্নের উত্তর মুখ হইতে আসে কিন্তু সেরূপ এক প্রশ্নের হয় না।

আ উ। সে আমার বুঝিব, তুমি আর এক কথার উত্তর দাও, তুমিই আসামীকে প্রথম সন্দেহ করিয়া ধরিয়া দিয়াছ?

উ। আমিই প্রথম উহাকে চিনিতে পারি।

আ উ। যদি তুমি করিয়া থাক এখন তাহার জন্য দুঃখী বীকার করিতে প্রস্তুত আছ কিনা?

উ। আমি সকল কথা বলি নাই। আমার আসিবার বিষয়, আমি কেন বলিব?

এইবার সকল ব্যারিষ্টারগণ দণ্ডায়মান হইলেন।

ম উ। আপনি আসামীকে চেনেন?

উ। দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়।

ম, উ। কোথায় দেখিয়াছেন?

উ। বোধ হয় উহাকে আমাদের গ্রামে দেখিয়াছি।

ম, উ। কেমন আসামী আপনাদের গ্রামের যাইবার সকলের পূর্ব সহরের মকল ছিল? (আসামীর উকিলের দোষরূপ আপত্তি।

উ। ঠিক বলিতে পারি না, তখন সেইরূপ বোধ হইতেছে।

ম, উ। কেমন আসামী কি আপনার পূর্ব পক্ষকুমার চট্টোপাধ্যায়?

উ। তখন না।

ম, উ। যদি কেহ বলে যে আসামী আপনার পূর্ব পক্ষ কুমার, তাহা কি সত্য?

উ। সে কথা বোধ বিচার।

আসামীর পক্ষে জেরা—

আ উ। আপনি গ্রামে মকদ্দমা যান?

উ। বৎসরে একবার গ্রীষ্মের ছুটীর সময়।

আ উ। পূজার ছুটিতে যান না?

উ। সে সময় সকলে আসেনা, সেবে আমার উপায় নাই।

আ উ। আপনি সেখে কিনা পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান? কোন ছেলে আপনার বেশিক বেড়ায়?

উ। না, ছেলেরা আপনি চোখে পড়ে।

অ উ। আমারী এইরূপ কতবার চোখে পড়িয়াছে?

উ। তাহা মনে নাই

অ উ। অঙ্কের কথিয়া বলুন।

উ। ১০ বার

অ উ। কতটির মধ্যে—

উ। ৫।৬ বারের মধ্যে। সকল গুলিতেই কখনও সব সময় বাবু আর দেখে মনে নাই।

অ উ। তখন আমারীর কিরূপ চেহারা ছিল?

উ। তাহা মনে নাই।

অ উ। ঠিক এরকমের চেহারা ছিল কি?

উ। না, তথাপি আকারের সাদৃশ্য আছে।

অ উ। আপনার খুব পুরাতন কথার জন্য আপনি তাহারি উপর সন্দেহ করিলেন কি অন্যায় হইয়াছিল?

উ। এখন উহার বিষয়ে আমি আর কিছু বলি।

অ উ। I appeal to court.

আদালত উক্ত সাক্ষীকে উহার বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, আসামীর উকিল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ও নিম্নরূপ উত্তর করিলেন—

উ আমি অনেক ভাবিয়াছিলাম।

অ উ। কিরূপ অনেক? সত্য করে লিখিয়া আমাকে বুঝিতে দিবেন কি?

উ। নিশ্চয়ই দিবার।

অ উ। আপনার আর কোন কথা আছে কি?

উহার পর জেরিস্ দিয়াছিলেন।

উ। না; কি জন্য দিব?

অ উ। সকল কি লিখিয়া জানিবে যে আপনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন?

উ। ছেলের আবার ক্ষমা কি? যে জন্যেরাই ছেলে তাহার জন্য জেরিস্ দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই।

অ উ আপনি সকলকে dismiss করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা?

উ। উহার বিষে আমি কোন বলি

(আরও কত লোকে উহার বিষে আরও বলিলেন।)

উ। একবার বলিয়াছিলাম। সে মুখের কথা মাত্র।

অ উ। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করি না আমার প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে

ক্রমশঃ

বালবিধবা।

(শ্রীমতী কমলা দেবী)

জীব সমাজের উচ্চ অঙ্গ উহার বাহার শাখাপ্রশাখা সৌম্য সম্পদশিরে সেবাসংকল্পে এদিক ওদিক উঠিয়াছে সরে সেবা করিতেছে। প্রাণটী নিয়ত। যে যাহার কাজে ব্যস্ত থাকিয়া জীবন দিবার অবসর করিতেছে। কেহ বা পরহিতব্রতে ছুটিতেছে অবিরাম বিরাম ও শ্রান্তি আরামের দৃষ্টি নাহি করিতেছে কেহ বা আরাম বাসের বাটীর পার্শ্বে অভিজাতদিগের উপযোগী বিলাস ভবিষ্যে পরমাণুতে বাগান করিয়া উপরিস্থ সোপানশ্রেণীকে বিলাসের করিতেছে। কেহ বা আরাম বিলাস বাসিকা বসুন বিলাসাগারে অবসরযোগ করিতেছে। আবার কেহ অতি দুর্দিন আশা করিয়া দিবা নিশাকে সাধনে ব্যয় করিয়া দিতেছে। সকলেই পরিশ্রমকাতর যাঁর প্রকৃতি অলসতা কাজে মানুষ হইয়াছে। একটী অতিথির বাটীর অভ্যন্তরে কিন্তু সাধনার বসিয়া বালবিধবা যারা তাহার

মুখে কোনোদিন উচ্চবাক্য উচ্চারিত হয় নাই। সে-দিন তাহার কোনো কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই। সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছে। সে-ও কাহারো কথায় কান দেয় নাই। সে পূর্ববৎ নিজের কাজ করিয়া গিয়াছে। আজ সে-ও কথা কহিল। সকলে তাহার কথা শুনিল। সে-ও কাহারো কথায় কান দিল না। সে যাহা বলিবার তাহা বলিয়া চলিয়া গেল।

(২)

সন্ধ্যার পর রতিকান্ত বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল, সে আজ কোনো কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। তাহার মুখ ভার, ভ্রূ কুঞ্চিত, ওষ্ঠাধর দৃঢ়সংবদ্ধ। সে আসিয়া তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে কেহ ছিল না। সে একাকী বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে যেন কোথাও কিছু হারাইয়াছে। সে যেন কোথাও কিছু ফেলিয়া আসিয়াছে। সে যেন কোথাও কিছু ভুল করিয়াছে। সে যেন কোথাও কিছু অন্যায় করিয়াছে। সে যেন কোথাও কিছু পাপ করিয়াছে। সে যেন কোথাও কিছু অপরাধ করিয়াছে। সে যেন কোথাও কিছু অপরাধ করিয়াছে।

সে যেন কোথাও কিছু অপরাধ করিয়াছে। সে যেন কোথাও কিছু অপরাধ করিয়াছে। সে যেন কোথাও কিছু অপরাধ করিয়াছে।

বিরল বিদেশীয় কাঁকলীচালে চলিতে লাগিল একদা শীত করিতেছে। তাহাদে পুলকাটিতে বেশ দুই একদীঘল প্রস্তুতি কুসুম তরিমাণ প্রকৃতির ঘরের তাহাদের বিশাল পরিত্র জগতের লৌকিক বিরোধ করিতেছে। যদু ভিন্ন যাদু দুই এক সকালে মানবের মিত্রাজনিত অবসাদ দূর করিয়া সচেতন করিয়া তুলিতেছে। দুরদুরান্ত অবকাশে আর আরও করিয়া একটী ঘরে তলানের উদ্দেশে পথে করিতেছে

ক্রমে প্রাচীকূল ঝকঝকে রঞ্জিত হইয়া আসে এমন করিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রভাত যদু বেশ বাহিরে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইল। মেয়াইয়া ঝিরিয়ার এমন রাত্রি পাড়াইয়া রহিয়া থাকার ইচ্ছা হইল, সে যাই আসিয়া যে কালির বাসির হইতে এক একদিন একটা করিয়া পত্নী পরিমল করিয়া তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিত। নিত্যই প্রাণের ভাঙা মুটীয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সন্ধ্যার বিস্ময় শত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যেদিন মুটীয়ের ছিন্ন অপরিষ্কার সন্ধ্যা পরম করিয়া বিস্তারী যোগ যাপার হইতেই করিতেছে, (বিস্তারী বাড়ির একটী দরজা ছাড়া আশেপাশে বসিবার আর কেহ নাই) বড় বসিয় যে। মেয়েটী বসন যাইতেছে থাকত। মাঝে মাঝে আসিয়া বাপকে দেখিয়া যায়।) তাহার মুটীয় মজুরটী ফোলে করিয়া নিয়ে বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি যাদু করিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার ভয়াকাঙ্ক্ষিনী কলাপী যাওয়ার কথাই যেন ভাবিতেছিল। ফোন দুই বন্ধুর সমান। মাঝি আসিতে বিলম্বিত হচ্ছে। অবীর যেন প্রথম তাহার মনে হইল তাহী বিবাহি পুত্র অপূর্ণ আবেগ যেমন বিদেশে উৎসর্গিত করিয়া দিয়া ঐ যে তাহার বিবাহ সাধী নিঃসঙ্গ পরম বর্ষীয় বাহিরের মুক্তির বিষয়ে, তাহার উৎসর্গ বন্ধে হইয়া মাঝা মাঝি বাসিয়া পড়িবার নিমিত্ত তাহিয়াছে। সন্ধ্যার এই ভাবীকাল দুরু দুরুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়াছিল, পরক্ষণেই অভিমানে উদ্বেলিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আমাকিনি, বিস্তারীকে আমার আনাও নি কেন? আমি এসে দেখা করতাম' যাহা তখন বীরে বীরে ঘোলীর অন্তরে ধরে দুলাইতেছিল। সন্ধ্যা সমস্ত ঘটনাই করিয়া প্রভাতের সিদ্ধ কাঁকরার ঘোষী একটি সুর হইয়া দুলাইতেছে, যাহা যদু ধরে উঠিয়া ছিল, এ যে আমেরিকা কাল নয়, অবি যে আমী, আমেরিকা যেমাই আমার মাতৃভূমি। বিদেশ বড় সম্পদের দেশ হইতে পারে, কিন্তু আমার নিজের মায়ের এ কথা ভুলে চলবে কেন সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার মুখীর ঘরে বলিল, বুঝেছি মাতামিনি, তুমি আমাকে আশেপাশে চাও। আমি যোগার নিকার বালা অবাধ পালিত। আমি যোগার আমী হওয়ার পরে আমি ইচ্ছে করি বিয়ে যোগা। মায়ে মুখ ফিরাইয়া ঘরে বলিল, তা হয়ে দুজন দুরে অবিমায় করো না। সন্ধ্যার ফিরিয়াই বলিল, তা যদি না হয়ে আমাকে, তা হলে আমাকেও দেবের অন্ত ফিরে যেতে হয়। পত্নী ঘরে নিয়ে, সন্ধ্যার ফিরিয়ে বাঁধিয়া বলিল, এমন মিনতি যেমন আছে? আমি তাকার যাদুর মেয়ে আমি মরিয়া ভরসার প্রস্তাব করিল।

সন্ধ্যার যত ও মায়ার প্রাবণের যেমন যে যাত্রা। নিত্যইবের আসন মুছায় ঘরের প্রাণ হইতে আনাচারি লাভ করিল। প্রাণের ঘরোয়া সমে আজি তাহার প্রভা সকলের মায়ার প্রসন্নতা করিতে লাগিল। আর যখনো সন্ধ্যের আজুমনী সকলে এইপ্রকার অবসরে সন্ধ্যে উঠার যাইবার আশঙ্কায় সন্ধ্যে প্রভুর ভাবি করিতে লাগিল, যাহা আমেরের নিজা ফুরিয়ে কাজের মা করিয়া যীরভাবে তাহাকে বাসি করিয়া যাইতে লাগিল সন্ধ্যার কিন্তু সেদিন হইতে কেবল বিষয়ে হইয়া রহিল, তাহাকে দেখিলেই সকল চিন্তারিত মনে হয়। আজকাল আহারাদি বড়ই কম। তাহার ছেলের অবস্থা লক্ষ্য করিবার সময় নাই। পূর্ব হইতেই সন্ধ্যার বিবাহের মত স্থির করিয়াছিল, কেবল নিত্যই অপেক্ষায় ছিল। এখনে সেই নিত্যই তাহার আশার প্রায়। তাই আজকাল সন্ধ্যার বর্তমান ও অবস্থা জানিতে পারিল না।

৩(ঘ)

প্রাণটি দেহের কথিয়া কাঁদিতেছে যে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করিয়া যাইবে। ইহার কারণের কৌতুহল হইয়া বুদ্ধি করিয়া প্রাণটির দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা আলোচিত হইতেছে। সকলের নিজেই মনে অন্তর্দ্বন্দ্বীদের বিষয় চিন্তা নিজের করিতেছে। সকলের আশ্চর্যের, এই যে প্রাণটির দুঃখমোচনের নিজের জন্য নিজের সুখটি দান করিয়া নিজের দেহটিকে ত্যাগ করিতেছে। এই যে ইচ্ছা নিজ দেহ-পরিত্যাগের সকল জীবের প্রাণ ব্যথা করিতেছে। অন্তর্যামী সকলের অন্তরে অন্তরাত্মা প্রাণ দেহ-পরিত্যাগে সম্মতি করিতেছে। বিশ্বনিয়ন্তা দুঃখের জন্য প্রাণে অবশ্যকে পাপি প্রাণে করিয়া নিজেকে বড় জ্ঞান করিতেছে। প্রাণটিকেও তাঁর কারণে দুঃখ দেয়া সম্ভার দান নিজের দেবার উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য অন্তরে নিজের কি প্রাণের সম্ভা জীবাত্মাদের আসেছে নাই? আর বিশ্বনাথের প্রাণের সৃষ্টি মানব যে আমি আমার নিজের মত হউক, বলে করিয়াছেন। আমি কি ঈশ্বরের কারোর দুঃখ প্রকাশিত করিব না? আমি মনে দুঃখ পাইব আমার অর্থ ও সামর্থ্য হইয়া যাবে। তাহাদের অর্থের অভাব তাহাদের জন্য করব। আমার তো নিজেরই অভাব নেই। আমি আমার এই দুঃখ নিজ দান নিজের মত দেহেরকারে বলে করিয়া, নিজিতারে আপনাকে নিজের বলাবে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়ে পারি না. এমন মনের দুঃখ কি আমার নেই? তবে এ মানব জীবনে সার্থকতা কি? এই মানসিক নাশী হইয়া আমাদেরকে অন্তরের দুঃখ দূরের চেষ্টা করিতেছে, আর আমি বিশ্বনিয়ন্তার খোদাবীর দুঃখ পাবে দিয়া নিজের অন্তিম্ দেখার নিজের হইয়া আমাদের নিজের আমার দেহের প্রয়োজন অভাব আমার তাই মোক্ষের কথা নিজের হইয়াছি। কি, এ, পাশ করেই বা কি করিব? ডেপুটী মুন্সেফী হইয়া নিজের আদালত অধিষ্ঠিত হইয়াই বা কি করিব? ব্যারিষ্টার মক্কেল হইয়া মানুষের বিচার করিব? মানুষের বিচার তার আমার হাতে ন্যস্ত হইবে, তাহাদের সম্পদে আসবার চেষ্টা অধিকার তা সার্থকতারে করতে করিয়াছি, যে তাহাদের বিচার করিবার অধিকার দান করিবার ইচ্ছা করিব? যারি যা মানুষ করতে অন্যায়িত হয়, তাহার কি ইচ্ছা করিয়াছি? তাহাদের বিচার করিবার যারী আমার যারা করতে সম্ভব হইবে? তাহারী দান করিয়া তাহাকে হইবে! পরকে দুঃখে মোক্ষ দান হইতে মুক্ত করিয়া মনুষ্যত্ব হইবে। আর এই পরীক্ষা কে? বিশ্বনাথের সকলেই তো ভাল! তবেই হইল পার্থিব হইয়া ভাবের দেয়া করা যায় না. ইহা ভগবানের বিশ্বনাথের বিরোধী। তবে কি এমনি করিয়া বেলার কাটাইয়া দিব? জীবনের উদ্দেশ্য কি খুঁজিতে বিবিব না? তবু যাবার দেহের হাসি আনন্দের বিষয় থাকিব? ইহাই কি জীবনের চরম পরিণতি হইবে? না—তাহা কখনও হইতে দিব না. ঈশ্বরের প্রেম বর্ষিত প্রাণ করিব। সমাজে আত্মবিসর্জন দিব, প্রাণপণে দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিব। উপকারের বাড়াব, বাধিতের সেবা, জীবের অন্ন যুগিয়ে দিব। তবেই তো প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারিব। যেমন নিশার অন্ধকার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ চিন্তার ঘোর অন্ধকারে সমস্তদের মানসপটকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যখন আর কূল পাওয়া যায় না, তখন যে মুক্তমনে হইয়া মুক্তিলাভে প্রস্তুত হয়।

জননী সতীর। সকল বাধার বন্ধ ছেদনের নিজের। বিবাহের মুক্ত। সৈন প্রকৃতির বিরাট বিশ্বনাথ বাধিতে উঠিয়াছে। সমস্তের ধীরে ধীরে অগ্রসরণ করিয়া ধীরে যাইল. ধীর হতে সকল ব্যবস্থা বুঝিয়া ফেলিয়া নিজের উদ্ধারের মুক্তকরে উদ্যোগ জননীকে প্রকাশ করিল। বাহিরে জননী সকল সমস্তের যোগাযোগ ঠিকিত হইবার নিমিত্ত ধীর পদে বাহির হইতে নিজের ধারা বাহিরের মনুষ্য সাথে যাত্রা করিল।

(৩)

উক্ত ঘটনার পর দুই মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রাজধানীর অতি সাধে বাস করিতেছে। কোথায় উপর জননীর আসন কোথায়ন, সে নিয়ে বাহিরীর নিয়ে

লোকোমোটিভ। বাঙ্গালা দেশের সমাজতত্ত্বের কোনও সংবাদ পাই নাই। এমতাবস্থায় আমার সাধনা বাণেরা তাহার মুখ ছবি কল্পনায় চৈত্রী করিয়াছে। তখন বৈশাখের বেলা, মাঠ হাসার ধানের জোলোটায় ধরণ ধরিয়া দুল দুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাহেবের বহুল পাঠ হইতে তুমিই বহুল দুলের গন্ধ মেন শ্রিয়জনের বারতা বলে করিয়া আনিতেছে। দিবস অবিরাম আসিয়া জানালার বাহির হইতে একখানি খামে মোড়া জাপী চিঠি আমার হাতে দিল। আমি চকিত হইয়া উঠিলাম, আমার চিঠি? তুমির হাতে খামখানি দিয়িয়া গেলিয়াই পরিচিত হাতাটি আর দুই হইল, আমি উৎসুকভাবে পড়িতে লাগিলাম।

খাঁড়ি

আনুরাগ্রহ

শ্রীযুক্ত তমালেষু!"

আমাদিদি, মনে আছে কি সে দিনের কথা, যে দিন তুমি আমার আভিমানের পর্ব্বত, উচ্চ বিভিন্ন, আবেগের প্রবল তাড়না, ধরিয়া অর্দ্ধ নিমেষের মুখ নিমাই বাহির যোগমেলা পার্শ্বে তাকিয়া লও নাই? তোমার সেই মেঘ বিজড়িতের ছিদ্র হইতেই আমি আমার পাথের সন্ধান পাইয়াছি। বিধি তুমি আমার পথ প্রদর্শিকা হও, তোমায় কোটি কোটি প্রণাম। তোমাদের মত ধৈর্য্যশালী ধরণীর প্রত্যেকে আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা; পুনঃ অবতরণ হইবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এখানে আমি একটি আনুরাগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং আজিকার বিকিরাতে আমার সেবার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়াছি। তবে দেবী, একবার এই দীন সন্তানের অভিবাদন গ্রহণ করিতে আসিবে কি?

আমি পত্র লিখার ও আমিতে লিখিলাম, আজ একটা কথা মনে আছে মনে হইতেছে।" যদি তুমি বিধবা না হইতে (আর্শীর্বাদ কর) তাহা হইলে কি বাহিরের সংসার এমন উজ্জ্বল মাতৃমূর্ত্তি বিকাশ করিতে পারিত? সেইজন্যই মনে হয় মানবের উপরের সকল কার্য্যের মধ্যেই মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। ইতি

দীন আমা—

সন্তানক।

তখন ঘরে ঘরে ফুলশয্যার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজ করিয়া সন্তানেরা অপেক্ষা করিতেছিল। কেহ প্রত্যাশার ফুলের ফুল ফুটাইতেছিল, কোথাও বুঝি আজ রচিবে উষালী ফুল রাজা দিয়ে রাখিয়া রহিতেছিল।

"আজকে রাত্রে কমল মোর
অভিসারের ঘরে
নিজে পরব ফুলের সাজে
কাঁটার কটকারে।

রাখবে ফুলে ভরা পথ
অপমানের ভার
ছাড়ীর শেষ আলো দেবো
(এর) সেই ফুলাতে ফুটাই মাথা
আবেগের মুক্ত পাখটি নিই
আবরণের ঘরে।"

৺কবি মধুসূদনের প্রতি।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সমাধি ক্ষেত্রে পঠিত

(শ্রীযুক্ত অমলা দেবী)।

এ যশের একমাত্র সাধক সন্তান
উপেক্ষিত তাহিত যে শ্রীমধুসূদন।
দেবি আমরণ তুমি তাহার চরণ
সাধিয়াছে শুধু যার দারিদ্র্য লাঞ্ছন
তুলনা পাইবে কবি' হীন হীন প্রায়
বিক্ত-হস্ত সঙ্গ প্রায় বিশ্ব আনন্দে
দেখিতে পাবি হেন দেখা যুগিলেই
হয় তুমি তত তুমা মাত্র-ভাবে ভুলে।
বিধিমতে মনুজের আদীয় প্রাণনে
দেখিলাম অমরত্ব লভিবে তুবনে

তবিষ্যে বাঙ্গালার সাহিত্যের মাঝ
তবের 'মিল্টন' তুমি বাঙ্গালীর প্রাণ।
ভাবিয়া তখনকার আপন আবাস
তাহারা চিত্তি যোগায়ে অতিথি বিশ্বাস।
বিলাস বর্জিত ঘরে ছাড়ি ঘরবাস
তব কীর্তি তবনাদী গাহে অবিরাম।
"তিলোত্তমা" "মেঘনাদ" আদি বিরচন
যে গিয়াছে অমর তব "বীরাঙ্গনা" সম
পুরাণ চিত্র আজি বিলিয়া সকলে
তোমার সমাধি ক্ষেত্র তবি' অশ্রুজলে

অনুসন্ধান সমিতি। ১৯২৬
(হুগলী জেলা

মেদ অঞ্চলের পরগণা—কায়স্থ ঘরের বহুসংখ্যক ভাঙ্গি—ভূমিবহুল। নাইট সরদার। মেদ ঘরিয়ার জোলের —অধিক ঘরের।

নিম্ন প্রাথমিক সমিতি। ১৯২৫
(হুগলী জেলা)

নারায়ণ চন্দ্র পাল—আরামবাগ এল, পি। পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ—বাসিন্দা ইউ, পি। সতীশচন্দ্র বিশ্বাস—বালিয়া এল, পি। মাইনা চন্দ্র মিত্র—সতীশগ্রাম এল, পি। তারাপদ নাথ নাথ মৈত্রাই—বাসিন্দা এল, পি। অম্বিকা চন্দ্র দাস—নারায়ণপুর এল, পি। ঘটিবাট পাল—তাপখাড়ি—এল, পি। সতীন্দ্র নাথ সাধু হুগলীপুর এল, পি। মহারাজা রাজা- ঘটিবাটী এল, পি। অনাথ নাথ মাজি—ঘোষাবাটী এল, পি। রাধাপদ পাল—পাঁচোরপুর ঘোষ এল, পি। শ্যাম চন্দ্র শুক্ল—বালিয়া এল, পি। রাধাচরণ নাথ নাথ—আমরা বিহীপাড় এল, পি। হিমকড়ি পাল—নিমতা এল, পি। ঘোষ চন্দ্র দাস—তোমাই ইউ, পি। প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়—বিলাড় ঘোষ এল, পি। ভূপেন্দ্র নাথ শুক্ল—ঘনিরপুর এল, পি ম ১। বিজয়কৃষ্ণ হাজী—ইউনিপুর এল, পি। অমাবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়—তাজঘোরিয়া এল, পি। তারাপদ ঘোষ—ঘনশ্যপুর এল, পি, ম ১। তারাপদ চক্রবর্তী ঘোষ ইউ,পি। বিশ্বেশ্বর ঘোষ—সাহীএল, পি। ঘোষ চন্দ্র দাস—পাঁচুরপ ইউ, পি। তারাদাস ঈশ্বর মুখোপাধ্যায়—আঙ্গুর এল, পি ম ১। অমূল্য চন্দ্র বিশ্বাস ঘোষাবপুর এল, পি। রাধাপদ চন্দ্র

সবিনা বিশ্বাসপুকুর ঐীবরক্ষ মুদু—আমাপুর এম, ই স্কুলের কুমার ঘোষ—ফরিদ এম, ই।

অর্দ্ধবার্ষিক পরীক্ষা।

(ঢাকা, ইষ্ট্রাম এবং ফরিদপুরী বিভাগ ১৯১৩

প্রথম বিভাগে।

(মেয়েদলের)

জালালুদ্দিন—ইষ্ট্রাম, বর্ণাল স্কুল। ইসহাক আলি—ঢাকা, বর্ণাল স্কুল। ফাল হকদার—ইষ্ট্রাম, বর্ণাল স্কুল। রাসেদার মহিনী নাথ—ফরপুর, বর্ণাল স্কুল। বর্ণকুমার মজুমদার—ঢাকা, বর্ণাল স্কুল। পাল মহীন চন্দ্র—ফরপুর, বর্ণাল স্কুল। বিনা তারাব আলি—ঐ ফরপুর ম ফেল—ইষ্ট্রাম, বর্ণাল স্কুল।

দ্বি বিভাগে।

(মে ব অনুসারে

আবদুল আজিজ চ ধা, বর্ণাল স্কুল। আবদুল করিম ঐ। আবদারুদ্দিন—ঐ, মহিউদ্দিন খন্দি—ঐ, ফজ বাদবিহারী—ঐ, চন্দ্রকুমী কালীচরণ ঐ, ফাল মাজেদ কুমার—ঐ, আমেদ ম ফেজের ঐ, ফজলাল ফেজের চন্দ্র—ঐ, সরকার সীতা নাথ—ঐ, সেখ আবদুর রহমান—ঐ, আবদুল ঘোষের—ঐ।

ইষ্ট্রাম কেন্দ্র।

আলি আহমেদ—ইষ্ট্রাম বর্ণাল স্কুল। আজম আলি—ঐ, সোলেমান রহমান—ঐ, মাহমুল আহমেদ—ঐ, মজফর আকাদুল্লা—ঐ, মজিদ ফেজেদার—ঐ, ফজলাল মজুমদার কুমার—ঐ, ফেজেদ আলি—ঐ ঐ, বিজয়েশ চন্দ্র—ঐ,

ফরপুর কেন্দ্র।

আবদ কাদেরালী—ফরপুর, বর্ণাল স্কুল। শাম চাদেই কুদ্দিন—ফরপুর-বর্ণাল স্কুল। সরকার ফজলুর—ফরপুর বর্ণাল স্কুল। সেখ ফুজকুদ্দিন—ফরপুর বর্ণাল স্কুল। ইসহাক মোহাম্মদ ফোসেন—ফরপুর বর্ণাল স্কুল। আবদুল গাই দুদ্দিন—ফরপুর বর্ণাল স্কুল।

তৃতীয় বিভাগ।

ঢাকা কেন্দ্র

আবদুল ফজলুল ঢাকা, বর্ণাল স্কুল আবদুল করিম ঢাকা বর্ণাল স্কুল আবেদ আলি—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। ফজিলুর রহি ঐ। চন্দ্রকুমী চন্দ্রনাথ—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। চন্দ্রকুমী প্রসাদ চন্দ্র—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। শাম ফোসেন—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। শাম ফোসেন নাথ—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। জয়নাল আবেদিন—ঐ। মহম্মদ আবদুর রহিম—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। মহম্মদ ফজল ক আলি—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। মজুল হকদার—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। সেখ ফজ আলি—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। নামদুদ্দিন আহমেদ—ঢাকা বর্ণাল স্কুল। নামদুদ্দিন আহমেদ খান—ঐ, ফেজেদার আহমেদ—ঐ, ফোসার আলি ঐ, ওয়াজেদ আলি ঐ

১ম বার্ষিক।

আবদুল মজুদ মুধা ঢাকা, বর্ণাল স্কুল। আজিজুর রহমান—ঐ।

ইষ্ট্রাম কেন্দ্র।

আবদুল করিম—ইষ্ট্রাম বর্ণাল স্কুল। আকবারুদ্দিন আহমেদ—ঐ, আলি আজম—ঐ। আবুবাকি—ঐ ইষ্টাচারী রহিমের ঐ। বীর কুমার—ঐ। চন্দ্রকুমী আমেদ ফোসেন—ঐ। চাঁদ বিশ্বাস—ঐ, চৌধুরী বীরলাল—ঐ। শাম মজুল কুমার—ঐ। শাম মজুমদার ঐ। ফোসেন আলি—ঐ। ওবিদের রহমান—ঐ। ফোসেনার বিশ্বাস—ঐ। মহম্মদ ইদ্রিস—ঐ। মুখার্জি বিমুভূষণ—ঐ। মাধা অধিনী কুমার ঐ। নাবের আলি ঐ। নাথ শামসুন্দর -ঐ। সরকার মহেন্দ্রচন্দ্র—ঐ। মজুমদার মজুমদার—ঐ।

ফরপুর কেন্দ্র।

আবুল ফজলুদ্দিন—ফরপুর, বর্ণাল স্কুল। আবাজ ফোসেনুদ্দিন—ঐ। মজুল আবদুল ফোসেন—ঐ। মজুল মাজেদ ফোসেন -ঐ। মজুল রহিম বক্স—ঐ। মজুল ফিরোজুদ্দিন—ঐ। মজুল ফোয়াদুদ্দিন—ঐ। মহম্মদ আবদুল গনি—ঐ। সিংহ ঈশ্বর- ঐ। মাধ মহেন্দ্র নাথ—ঐ।

সাপ্তাহিক সংবাদ

মুদ্রণ যন্ত্র।—কলিকাতা জেলার পাথরঘাটা গ্রামে একখানা এবটী নবা ইংরাজী মুদ্রণ যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে স্থানের স্থায় সাধারণ ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক মুদ্রিত হইবেছে। এই সাধারণের সহায়তা পাইলে যন্ত্রটী স্থায়ী হইতে পারে।

নাম আক্ষরের ভ্রমের ও সংশোধন প্রার্থনা।—কলীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ ওয়াইজী হোসেন, নাম আক্ষরের ভ্রমসংশোধন করিবার জন্য গাট নিয়োগ আইন করার সময় ব্যবস্থাপক সভায় অধিবেশন সময়ে আবার জন্য একটী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারী এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

বিহারের অস্থায়ী লাট।—পাটনা হইতে প্রকাশিত একটী সংবাদপত্রী উপলক্ষে প্রকাশ যে, বিহার ও উড়িষ্যার অস্থায়ী লাট মনোনয়নের সময় সার চিউক আকবরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বিহার ও উড়িষ্যার অস্থায়ী লাট মনোনীত করিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকার হ্রাস।—১৯১৭ সালে নিযুক্তী আইনানুসারে আমরা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা অধিকার হ্রাস করার অভিপ্রায়ে স্থানীয় এস, ডি, ও, দিগের উপরিস্থ করে। ফলতঃ ইংরাজীর পোষাকে লজ্জিত হিল এবং বলে যে, সে অভিপ্রায় এস, ডি, ও, দিগের উপরিস্থ হয়। গাট সাহেবের মতে, সেই ছাবিবিধ বিভাগে শুধু দেখিবার জন্য যে অধিকার হইয়াছে তাহা আমরা অধিকার এবং গাট-মতে অধিকার হ্রাস করিয়াছে। মুসলমান ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল এবং সাক্ষ্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আমিনুই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বাজার অনুসন্ধান।—১৮ই মার্চ প্রাতঃকালে রাজা সকল অন্ন ও জাতি উন্নয়ে মুদ্রণালয়ের ছাপা পরিবর্ত্তনের জন্য বসিয়া হইয়াছেন। এই উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে খুব লোকসমাগম হইয়াছিল। তবে বর্ত্তমানে অবশ্য যে-সরকারী বলিয়া রাজা যখন বাকিংহাম প্রাসাদে পরিবর্ত্তন করেন তখন কোন জনসমাগম হয় নাই।

---

২৫ হাজার।—মহারাজা মাইসোরের ভূতি শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নরসিংহাচার্য্য যোগাল মহারাজপুরোহিতী উপলক্ষে ভূমিদান পত্রিকা একটী মালিকার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষক মহাশয়কে নিজের জীবন বিপন্ন করিতে হইয়াছিল। আমরা তাঁহার সুখ্যাতির প্রশংসা করি। মুক্তাগাছা বিদ্যালয় তাঁহার কার্য্যের সম্মানের জন্য উপযুক্ত মালিকে ছাই খানা ছুরী বিলাইয়াছেন।

এর কার্ণেজের মৃত্যু।—বিলাতের প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ও দাতা কার্ণেজের মৃত্যুতে সকলে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার দেশী কার্ণেজের নিকট তার পাঠাইয়াছেন। উক্ত টেলিগ্রামে তিনি উত্তর দিয়াছেন যে, মৃত কার্ণেজ যেরূপ যে যৌবনের বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। পার্লামেণ্টের সভ্য ও তাঁহার সহায় মত হইলে তাঁহার মৃত কার্ণেজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাঁহার মৃতি উদ্দেশ্যে সভা ভাপন করা হয়। প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যখন সভায় বলেন যে, মৃত কার্ণেজের মৃত্যুতে পৃথিবীর মুখের একজন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবীরকে বিলাতবাসী হারাইয়াছে। তিনি নিজে তাঁহার জীবন গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা আমাদের এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের, যাহার জন্য তিনি সাহায্য ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ছাত্রদের জন্মদিন।—বোম্বাইয়ের কোন স্কুলে সম্প্রতি প্রকাশ যে, ছাত্রদের পেশার বিষয়ক্রম বৎসর বোম্বা করা হইয়াছে। প্রকাশ যে ছাত্রদের বিষয়ক্রম বৎসরের আশা আছে।

বৌদ্ধের প্রতিযোগিতা।—মিঃ বি, বি, চ্যাটার্জীর উদ্যোগে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে একটী ১০ মাইল বৌদ্ধের প্রতিযোগিতা হয়; এবারও তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবার বি, এস, মিত্র ৭ মিনিটে ১০ মাইল দূরে অধিকার করিয়া প্রথম হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে অন্যান্য প্রতিযোগিগণ অপেক্ষা বালকটী সর্ব্বাপেক্ষা ছিপ ছিপে মিঃ মিত্র বেশ ঠিক ধরণ ধারণ করেই খুব-সবল ছিলেন। মিঃ এস, এস, বসু ১ ঘণ্টা ১ মিনিট ১০ সেকেণ্ডে ও এস, কে, বসু এক ঘণ্টা ৮ মিনিটে উপরোক্ত দূরে অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

তারী বড়লাট লর্ড লিটন।—ব্রাজসাহিত্যিকে প্রথমে বিদ্যোৎসাহিত্য নিজেই পদক প্রদান করিতে হয়। বিলী সাজার হাইকোর্টের মতীন। সুতরাং লর্ড লিটন সাহেবকে পাজাবের প্রথমে বিদ্যোৎসাহিত্য নিজেই পদক প্রদান করিতেন। ইতিপূর্ব্বে এদেশের কত এমেচারই ব্রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন নাই। সুতরাং এই পদক প্রদান ঘটনা এদেশে নূতন।

বেলগাঁই বাসরে।—বেলগাঁই ব্যাঙ্কে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সহায় অভিযোগে মিঃ ব্রাডের তাই লার্ডস এক অভিযোগ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ব্যাঙ্কে বাজার ও সাহেব কোন প্রকার খোঁজ খবর নেন না। তিনি বলেন যে, বোম্বাইয়ে একটী বেলগাঁইয়ের কারখানা আছে, কিন্তু উহার-তাহার হইতে বোম্বাইয়ে কাজ আনিয়ে যে বেলগাঁই আছে, তাহা সাধিবিধি হইতে উহার খোঁজ কাজ আনিয়ে যে খরচ পড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী। এই কারণে ঠিক করেছেনাজিনির কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সাধিবিধি হইতে কাজ আনাইতেছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে বিলাতীয় অবস্থান সময়ে স্থানে একটী আমেরিকান কোম্পানী ৫ কোটী টাকা মূলধন লইয়া একটী বেলগাঁইয়ের কারখানা খুলিয়াছেন এবং বীজাই তাঁহারা বোম্বাই, কলিকাতা ও রেঙ্গুনে কারখানা স্থাপন করিতেছেন। মিঃ লার্ডি বলেন যে, বর্ত্তমানে আমাদের যে সমস্ত বেলী কারখানা আছে, তাহাদের অধিকাংশই আমেরিকান কোম্পানীর টাকায়। ঠিক কোম্পানী জাপানে এইরূপ একটী কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু জাপানী গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই-প্রকার প্রস্তাবিত মিলিত এই কোম্পানী একটীও স্থাপিত হইতেছেন। তাহা ছাড়া কারখানা কোম্পানীদের হইতে এই কোম্পানী বেশী বেতন দিয়া লোক লইয়া যাইতেছেন। মিঃ লার্ডি বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে এই আমেরিকান কোম্পানীর কার্য্যে বাধা দেওয়া উচিত।

কর্ম্মখালি

"Wanted for the Shikarpur H. E. School, Nadia, an English-knowing Kabyatirtha Head Pandit on Rs. 30/- a month. Apply stating age and caste."

"Surendra Mohan Maitra
Head Master,
Shikarpur H. E. School.
(Nadia) ৭৫৩

যাদবপুর কলেজে অবৈতনিক শিক্ষার জিমন্যাষ্টিক ছাত্রদের এম, ই, স্কুলের জন্য একজন বর্ণাঢ্য পাশ শিক্ষক চাই। তিনি যাদবপুর ও আশেপাশে ভিন্ন পাইবেন। স্থানীয় অধ্যাপকের নিকটবর্ত্তী বলিয়া যাদবপুর। বেতন ২৫৲ টাকা হবে। অধ্যাপকাধিপত্য ১৫ই মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে আবেদন করিবেন ইতি। ৭৫৪

ছাত্রদের এম, ই, স্কুল
পোঃ যাদবপুর। যাদবপুর।

আমিন ১৫৲ টাকা বেতনে একজন শিক্ষক
শীঘ্রই আবশ্যক। সম্পাদক,
চাকুলিয়া হাই স্কুল,
পো: অ: চাকুলিয়া, ২৪ পরগণা।
৯৯৬

বর্ধমান জেলা, কাটোয়া পো: ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে, ই স্কুলের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে একজন ম্যাট্রিক পাশ হেড মাষ্টার আবশ্যক। ব্রাহ্মণ অগ্রাধিকার পাইবেন, সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন। ৯৯৩

শ্রীযুক্ত বিমলী বিদ্যালয়ের জন্য আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য কোন বর্ষের উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ও ট্রেনিং-প্রাপ্তি অথবা অন্য অভিজ্ঞ একজন আদর্শবান শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৪০৲। বাসস্থান পাইবেন। সহর অঞ্চলের নিকট সুযোগ ও প্রচুর ছাত্র আছে। ভাল ফলাফল, অভিজ্ঞতার বিবরণ, বয়স, জাতি ও অন্যান্য পরিচয় সহ আবেদন, বিমলী বিদ্যালয়, বিমলী পো: (বাঁকুড়া) এই ঠিকানায় আবেদন করুন।"

শ্রীরাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং,
ষ্টেশনারী বিভাগ।
বিমলী বিদ্যালয়, বিমলী পো: (বাঁকুড়া) ৯৯৮

Wanted a qualified Hd. Master for Poraj M. E. School on salary Rs. 80 P. M. The place is healthy & two miles away from the Railway station. None need apply who will not stick to the post.

Apply to
Hari prasanna Barmon
Secretary Poraj M. E. School
Poraj P. O.
(Burdwan).

WANTED an experienced Matric strong in English or an F.A. or I. A. for the Nimta Special School on a pay of Rs 15/- a month with free board and lodge on tuition. Also an English-knowing V.M. pandit Vernacular master (a passed) for the above School on a pay of Rs 15/- a month with free board and lodge on tuition. He will have an additional income from Rs 5 to Rs 10/- a month on opening a Coaching class. Apply at once with copies of testimonials stating age and caste, to the

Secretary,
Nimta Special School, Nimta P. O (24 Parga)
[07—3 4 57.

মূল্য ফেরৎ। মূল্য ফেরৎ!!

ফুটবল ফুটবল

এডুকেশন গেজেট

৬৮ বর্ষ

শিক্ষা সংস্কারোদ্যম নিষ্ফল জানেছুয়া। অভিপ্রায়োদ্ধারে বিধাতৃ বংশে নির্বিশেষে বৈ।
সর্ব্বের সুধিমঃ সহ সর্ব্বে সহ বিদ্যমান্। সর্ব্বে তন্ত্রানি সন্তন্ত্র যা ভক্তিস্ তুষ্যেদমুষ্যাত্মনঃ ॥
আত্মনঃ যং তথা সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোক্ত পরৈঃ পরৈঃ। ইতি হেয়োপাদেয়বিবেকীহৈঃ কিমপেক্ষ্য আবেদ্যতাং ॥

২৮ খণ্ড] শুক্রবার, ২০শে চৈত্র ১৩৩১, ৩রা এপ্রিল, ১৯২৫ [৫১ সংখ্যা

পরলোকে লর্ড কার্জ্জন।

(ঐরাবতলাল গোস্বামী)

ইংলণ্ডের মহামান্য রাজা এবং পার্লামেণ্ট পরিষদ্ ভারতের আর ইংলণ্ডের নহে। ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুতে যেরূপ শোক প্রকাশ করিতে হয়, লর্ড কার্জ্জনের মৃত্যুতে ভারতের সেইরূপ শোক প্রকাশ করা উচিত। তিনি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তিনি অনেক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাতে যখন যে পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে তিনি সেই কার্য্য আদর্শরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে ইংরেজের অনেক দোষ বীক্ষিতের মহত্ত্বের আবিলে পারে, কিন্তু একথা সকলকেই আজ স্বীকার করিতে হইবে যে লর্ড কার্জ্জন যে ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, যে ভাবের ভাব হইয়া তিনি সকল কার্য্য করিতেন তিনি সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন।

ভারতের যে কয় জন লর্ড ভারতের মৃত্যুতে বিশেষ আঘাত পাইয়াছে। ভারতে যতগুলি রাজপ্রতিনিধি ও বড় লাট আসিয়াছেন, লর্ড কার্জ্জন যে তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কার্য্যকুশল ছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সময়ে ভারতের অনেক গুরুতর কার্য্য হইয়াছিল, তাহার সকলগুলি লর্ড কার্জ্জন না করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ভারতবর্ষের বড় লাট হইয়া আসেন তখন ভারতবাসী অনেক আশা ভরসা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, কারণ তাঁহার পূর্ব্বে ভারতে যতগুলি বড়লাট আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই লর্ড কার্জ্জনের ন্যায় প্রতিভা লইয়া আসেন নাই। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন

যখন কার্জনের সাথে করিয়া ভারতের উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া যান, তখন সকল ভারতবাসীই নিরাশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, কারণ তিনি এ দেশের লোকের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন না থাকায় এ দেশবাসীর কল্যাণার্থে তাঁহার নিকট হইতে যাহা পাইবার আশা করা নিতান্তই ভুল বলিয়া সকলে মনে করিতেন। প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু সকল করিয়া তিনি এই বিশ্বাসের উপনীত হইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষকে যদি শাসন করিতে হয়, তবে ভেদনীতির দ্বারা শাসন করিতে হইবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি বঙ্গ ভঙ্গ ব্যাপারে প্রথমে আমরা করিয়া এক বৎসর ধোঁয়ায় রাজত্বে বেশ বিস্ত বিস্তর করেন। লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগকে নিষ্পত্তির ব্যাপার (settled fact) বলিয়া ঘোষণা করিলেও, পরে কিন্তু এই ভেদো বাঙ্গালীর আন্দোলনের ফলে তাহা unsettled fact এ পরিণত হইয়াছিল, তবে অবশ্য ইহার মধ্যেও যেমন মঙ্গলের উদয় হয়—out of evil cometh good, তেমন সেই অনিষ্টের ভিতরেই রাজনৈতিক মুক্তিসাধনার কতটার সন্ধান আমরা পাই। লর্ড কার্জন মূল বাঙ্গালীকে ভাঙ্গিয়া দেন, এই জন্য তাঁহাকে সমস্ত বাঙ্গালী আজ সশ্রদ্ধচিত্তে ধন্যবাদ দিবে। বস্তুতঃ তিনি বঙ্গ বিভাগ না করিলে নিছক বাঙ্গালী কখনও জাগিত না, আর সেই জাগরণের সাড়া পাইয়া মরাগাঙ্গে, পাকার, মুক্ত প্রদেশের মুসলমানেরা নিজ পরিত্রাণ করিয়া "স্বরাজ" পাইবার জন্য ব্যাকুল হিয়া উঠিত না।

লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে আইনের ব্যাপারে বাঁধিয়া সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঁচাইয়া বাঙ্গালী জাতির নিজ শিক্ষায়তনের মূলের মূলায় নিহিত প্রাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর সে কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মরণকে আমরা অবমাননা ও অবজ্ঞা করিব না। তবে তিনি ভারত সরকারের নানা বিভাগের কার্যকলাপে ক্রমে করিবার জন্য যে অনীহা কমিটী ও কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রকাশ্য না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু ভারতের নিজস্ব তিনি এই সকল কমিটী ও কমিশন নিয়োগে যে পরিমাণ অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কোনো ভাইসরয়ের ভাগ্যে ঘটে নাই।

একটী বিষয়ের জন্য ভারতবাসী লর্ড কার্জনের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি ভারতের পুরাকীর্তিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (Archiological survey of India) তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। তাঁর ইয়াদ্দাশে লর্ড কার্জন স্বয়ং লিখিয়াছিলেন—I never visited any ancient building in India without finding that the Viceroy had been there before me, measuring, verifying, planning out the details of repair and reconstruction, labouring to inspire his local subordinates with his own passionate reverence for the historic past." অর্থাৎ আমি ভারতের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য যেখানেই গিয়াছি সেইখানে দেখিয়াছি যে, লর্ড কার্জন আমার পূর্বেই সেখানে গিয়া প্রাচীন কীর্তিস্থানে পরিদর্শন করিয়া সেই স্থানের আবশ্যকমত সংস্কার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন।

লর্ড কার্জন যে সময়ে ভারতের বড়লাট, তখন লর্ড কার্জন বলেন, ইংরেজ বিচারকের সাহায্য ব্যতীত বিচারের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, লর্ড মিন্টোর মতের, তাহা হইবে না; এই বিষয় লইয়া লর্ড মিন্টোর সহিত লর্ড কার্জনের মতান্তর হয়, উহারই প্রভাব ভারত সচিবকে জানান হয়, তাহার সহিত লর্ড মিন্টোরের প্রস্তাব মন্তব্য করেন, তখন লর্ড কার্জন অগত্যা ভারতের ভাবনী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। লর্ড কার্জনের প্রস্তাব যে ভাবে ছিল তাহা ইংরেজ বিচারের সোয়ার অত্যাচারের কথা ভাবিলেই সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে না। ইংরেজ বিচারের কোন সোয়ার ছেলে নারীর উপর অত্যাচার করিলে সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটের তাহার বিচার করিবার উপায় নাই, যেহেতু অনেক সময়ে সোয়ার

উপযুক্ত মতে পরিচালনা করা। লর্ড কার্জনের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ হইলে খোরাক সাহায্য থাকিবে এবং বেতের মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন একাডেমী সাহায্যে চালানো করিতে পারিবেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড কার্জনের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন।

ভারতের শাসন ব্যাপারে চারিজন ইংরাজ রাজপুরুষ তাঁহাদের পারিচয়ের প্রভাব দেখাইয়াছেন। প্রথম মি: মন্টেগু ও দ্বিতীয় লর্ড কার্জন। তবে মি: মন্টেগু ভারতবর্ষকে যে চোখে দেখিয়াছেন, লর্ড কার্জন তাহা দেখিতেন না। লর্ড কার্জনের অনেক আগে মিঃ বেলী মি: মন্টেগুকে সমালোচনা করিতে হয়। মি: মন্টেগু ভারতবাসীর জন্য অধিকার করিয়াছিলেন, আর লর্ড কার্জন তাহার সাহায্য বিষয়ে নিজের মতামত দেখাইয়াছিলেন—এইটুকুই লর্ড কার্জনের জীবনে প্রণিধানযোগ্য।

জীবন কথা।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী লর্ড কার্জন ইষ্ট-সেক্সের কেডলেস্টন নগরে জেরাডের আলস্টন কার্জন-হিলেন হেডের কার্জনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূরা নাম জর্জ নাথানিয়েল কার্জন। অক্সফোর্ডের বালিয়ল কলেজ হইতে লর্ড কার্জন "এফ্-এ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এডিথ তিনি চিকাগোর একজন ফোড়পতির কন্যা মিস্ লেটি লিটারিয়াকে বিবাহ করেন। ১৯০৫ সালের ১৮ই জুলাই এই সাধ্বী স্ত্রী কন্যা মাধিয়া প্রাণ যান। ১৯১৭ সালে লর্ড কার্জন পুনরায় মিসেস্ ফ্রেড্ এলিসিয়া লিটার নামে আর একজন ধনী মার্কিণ মহিলাকে বিবাহ করেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়ার পোর্টফোলিও লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। ঐ বয়সে তিনি বৃটিশ পার্লিমেণ্ট বিভাগ হইতে পার্লামেন্টে সসম্মানে প্রবেশ করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের সহকারী ভারত সচিব হন, এক বৎসরকাল তিনি এই পদে কাজ করেন। ১৮৯২ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের কার্য্য করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের বড়লাট ও রাজ-প্রতিনিধি হইয়া আসেন। ভারতে আসিবার পূর্বে তাঁহাকে "লর্ড" উপাধি দেওয়া হয়। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের লর্ড কিচেনারের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে তিনি ভারত পর্যবেক্ষণের জন্য বিভাগের সংস্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রেলওয়ে সংস্কার, সীমান্তে শিক্ষা প্রচার, পুলিশ সংস্কার, প্রভৃতি তাঁহার সময়ের কীর্তি। "উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ" তিনিই সৃষ্টি করেন। তাঁহার সময়ে ১৯০১ সালে সীমান্তে মানুষের সংখ্যা উপর অভিযান হয়, লর্ড কার্জন মানুষের সমালোচনা করিয়া সীমান্তে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সীমান্তে একটি সমর বিভাগে পরিণত করেন। ভারতের প্রাচীন কীর্তিসমূহ রক্ষার জন্য তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৪ সালে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে তিনি এই পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় বলেন—"I regard the conservation of ancient monuments in India as one of the primary obligation government." লর্ড কার্জন তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কৃষির পদ্ধতিবিধি দেখিয়া তথের ব্যবস্থার নিমে ভারত উপসাগরে যাইয়া দেশরক্ষার বিটিশ ইঞ্জিনিয়ারে উপনিবিষ্ট করিয়া আসেন। ঐ বৎসরে তিনি হিমালয়ে একটি বিটিশ অভিযান পাঠাইয়া ছিলেন। বিটিশ ইঞ্জিনিয়ারে বর্ষাকালে করেন এবং হিমালয়ের পথে অবতরণের কাজগুলির পথ রোধ করেন। তিনি Imperial cadet corps প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজা-বাজের বিভাগের সহিত যোগ সাধনের ব্যবস্থা করেন। লর্ড কার্জন দক্ষ শাসন করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে ড্রিফ ও ফ্রেম আসার হইলে তিনি তাহা অকপ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও আগ্রার মুক্তা মসজিদ লর্ড কার্জনের অক্ষয় কীর্তি। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগ করেন, ইহাতে সমস্ত বেঙ্গল রাজ্য আন্দোলন উপস্থিত হয়, লর্ড মর্লে এই বঙ্গ বিভাগকে

settled fact নহে, কিন্তু সেই মত ব্রিটিশের মনে এক বিশ্বাস দৃঢ় করে।

ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলে পর কার্জনকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি-সি-এল উপাধি প্রদান করেন। ১৯০১ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর নির্বাচিত হন। ১৯০৮ সালে তাঁহাকে কাম্ব্রিজ, এডিনবরা, ডাব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ও এল-এল ডি উপাধি দেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন কর্তৃক ১২টি ভোটে পরাজিত হইয়া তিনি কার্ডিফের এম-পি ইস্তফা দেন। ১৯১১ সালে তিনি "আর্ল অব কেডলেস্টন" এবং ১৯১৮ সালে মার্কুইস উপাধি পান।

১৯০৫ সালে তিনি লর্ড প্রিভিসিল হন। ১৯১৯ সালে তিনি ওয়েস্টের বিশ্বাসের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সাল হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিসভার সভাপতি ছিলেন। তাহার পর তিনি পররাষ্ট্র সচিব Secretary of state for foreign affairs হন। মিঃ বোনার ল অসুস্থকালে ও মিঃ বল্‌ডুইনের প্রথম অসুস্থকালে তিনি এই পররাষ্ট্র সচিবের পদেই তাহা অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর যখন অনেকেরই প্রবল ইচ্ছা হইল, প্রবিভক্তের পরিবর্তে মিঃ বল্‌ডুইন আবার প্রধান মন্ত্রী হইয়া লর্ড কার্জনকে পররাষ্ট্র সচিব হইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি ঐরূপ প্রস্তাব কার্যতঃ আর গ্রহণ চান না, তাই পরিবর্তে লর্ড প্রিভিসিল হন। ইহাও অতি উচ্চ পদ। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

লর্ড কার্জন পররাষ্ট্র সচিব পদে থাকাকালে তুরস্ক প্রভৃতি বৈদেশিক ব্যাপারে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এজন্য তিনি বহুবিধ অসুখেও ভুগিয়া তুরস্ক ও মিশর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন বেশ ভ্রমণ করিতে বড় ভালবাসিতেন। ভারতে চলিয়া আসিবার পূর্বে তিনি পারস্য, আফগানিস্তান, রাজপুতানা, ডাব, কোরিয়া, জাপান ও অন্যান্য বেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই পূর্বদেশ ভ্রমণকারীর জন্য তাহার পারস্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সাধ্য হইয়াছিল। তিনি তাহার দুটি বই লিখিয়াছিলেন, একখা Russia and central Asia" "Persia and Persian question" "Problem of far east" নামে উল্লেখযোগ্য।

কার্জন যে কাজ ভাল বুঝিতেন তাহা বড় জোর দিয়া করিতে ও করিয়া যাইতেন। তিনি অন্যের চক্ষে দেখিতেন না, নিজে চক্ষে না দেখিয়া কোন কাজই করিতেন না। Some desultory notes on Lord curzon's work in India নামক গ্রন্থে তাঁহার কার্যকুশলতা সম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন—"He (Lord Curzon) is a man of quick judgement and colossal industry. He is of extraordinary talents and has magnificient debating powers. He has no fear and has absolute confidence in himself" অর্থাৎ এই কার্জন অসাধারণ প্রতিভাশালী। তাঁহার মত কেবলবুদ্ধি এবং তর্কশক্তি সাধারণ। তাঁহার আছে তর্ক শক্তি, নিজের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস আছে। লর্ড কার্জনের জীবনে তিনটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল (১) ভারতের বড়লাট হওয়া (২) পররাষ্ট্র সচিব হওয়া (৩) প্রধান মন্ত্রী হওয়া। প্রথম দুইটি উচ্চাশা তাঁহার পরিপূর্তি হইয়াছিল, কিন্তু তিনি "লর্ড" বলিয়া প্রধান মন্ত্রী হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পদ এখন সাধারণ লোকের প্রতিনিধি "পিপ্‌লস্‌ রেপ্রেজেন্টেটিভ" বলিয়াছেন, এই কারণে লর্ড কার্জনকে প্রধান মন্ত্রী করা হয় নাই। তাঁহার পূর্ণ উপাধি ছিল কার্জন অব কেডলেস্টন কার্জন অব্ কে, জি, জি সি এস আই, জি, সি, আই ই, এম্ পি সি এল এবং এল সি সি এল এল ডি ডি সি ডি এল, মার্কুইস্ কার্জন, বারন কার্জন, বারন কার্জনঅব কেডলেস্টন, ভাই কাউন্ট স্কারসডেল, অব কেডলেস্টন। গত ২৩শে মার্চ লর্ড কার্জনের দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে। তাঁহার পর দেহের অন্ত্যেষ্টি সম্বন্ধে প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই বিবাহিলেন। গত ২৫শে মার্চ লর্ড কার্জনের দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সাদ্ধ্যভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। সভা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই শোক প্রকাশক [mourning] পরিচ্ছদ

পরিয়া আসিয়াছিলেন। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশক বাণী সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সেই কারণে তাঁহাদের মধ্যে কি অমর করিয়াছেন, তাহা আজ আর বলিব না, কারণ আজ তিনি মানুষের সমালোচনার অনেক উর্দ্ধে। তবে এইটুকু বলিতে পারি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ হিসাবে তিনি খাঁটি স্বজাতি বৎসল, স্বদেশ হিতৈষী, অকপট বন্ধু, পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভেজস্বী পুরুষ ছিলেন। আর তাঁহার এক বিভাগের কর্ণধার যাহারা হোক না কেন এই বঙ্গ বিভাগের দিন হইতেই বুঝা বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে আপনার সাড়া জাগিয়াছিল। সেই দিন হইতেই বাঙ্গালী রাজনৈতিক মুক্তি লাভের এক সাধনায় ব্রতী হইয়াছিল। এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালী-সমূহ বাঙ্গালী জেলা সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিয়াছেন। আর ভারতবাসীর আজ যদি তাহাদের এই নব জাগরণের জন্য কাহাকেও ধন্যবাদ দিবার থাকে তবে সে লর্ড কার্জ্জন। তাঁহার মুক্ত আত্মার সদ্গতি কামনা করি কিন্তু হিন্দুর কর্ম্ম হইতে আজ এই জন্মে সমস্তের উদ্ভব হইবে।

প্রবাসে বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা।

(ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা)

বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গালীর নিজের সম্পত্তি। বাঙ্গালীর চিন্তাধারা বাঙ্গলার সাহিত্যে স্থায়ী আকার লাভ করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার যেরূপ বিকাশ ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। আর বাঙ্গালী যারা পূর্ব্বে ভাবিয়া আসিতেছিল তাহাই আজ সমস্ত ভারত ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষেত্রে বাঙ্গলা সাহিত্যের সমস্ত ভারতবর্ষে একটী বিশেষ স্থান আছে।

বাঙ্গলা ভাষা কখনও সমস্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে পারে কি না, সে প্রশ্ন এখানে উঠিতেছে না। বরং সেরূপ হিন্দীই সর্ব্বাগ্রে অধিকার, এবং সকলে বলিয়া আসিতেছেন ও বলা করিতেছেন। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে যে বাঙ্গলার এক উচ্চ অধিকার আছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। যে হিন্দী আজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থ বাঙ্গলা পুস্তকের অনুবাদ মাত্র, এবং দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার ছাঁচে গঠিত হইতে যাইতেছে। সে যাহা হউক, বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গলার ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার হইতে পারে, এমন সুযোগই প্রত্যেক হইতে পারে। ইহার একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এজন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। আমরা বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতির ও সাহিত্যসেবীগণ এই বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারেন এবং প্রবাসী বাঙ্গালীগণ ইহা একটী বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারেন।

আমরা প্রকাশ আনন্দিত হইতেছি যে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রতিষ্ঠার) অন্যতম শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, এম, এ, মহাশয় ভাগলপুর কেন্দ্রে বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। এই জন্য তিনি দুইটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—(১) ভাগলপুরের পুস্তকালয়ের সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটী সুব্যবস্থিত সম্বন্ধ স্থাপন করা, এবং (২) সম্ভব হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী বিশেষ 'চেয়ার' স্থাপন করা।

এই উভয় কার্য্যের জন্য বাঙ্গালীর সহানুভূতি ও বাঙ্গালীর

সমস্তগুলিই সমাদরে গৃহীত। এইস্থানের নিকট বৈশাখ মাসে আমরাজার পশ্চিমাংশে উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের সুযোগ্য-সহায়ে এক বিরাট প্রদর্শনী খোলা হয়েছে, এবং তাহাতে সাহায্যিদের অনেকেরই আসা হইয়াছে, সকলেই আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন।

গুরুদাস পুস্তকালয়টী সুন্দর ও সুসজ্জিত হইয়াছে, সমুদয় বিক্রী, খালি, টুল্, আলমারী প্রভৃতি অনেক পুস্তক রাখিবার সাজিয়া আছে। তাহার নিম্ন বাঙ্গালা দেশের পুস্তক দেখানে নাই বলিলেই হয়। কিন্তু বাঙ্গলা বিভিন্ন উক্ত একটী বিশেষ আয়ত্ত স্থান ও নিজস্ব অংশের যথেষ্ট দেখা যায়। আর বাহির হইতে অনেক বিক্রেতা প্রায় সমস্তদিন সকল দূর হইতে সময় সময় ঐ দূরে যান ও তাহার কাল বাহিয়া সমস্ত, হিন্দী প্রভৃতি বিক্রি আসে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি ইহাদের অনেক বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যায়। পুস্তকালয়ের বাহির সুন্দর বিক্রেতার আর দ্বিতীয় নাই। ধনিয়ার অনুকূল আমাদের বিক্রয় একটী স্থায়ী ক্ষেত্র। আর প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে অধিক সময় বাহিরা সমস্তি ইহা একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকারে পরিণত হইয়াছে। এবং উহাতে বিভিন্ন বিষয়ের এক বিশেষ 'ডিগ্রীর' সৃষ্টি হইয়াছে। উপায় হইয়া উঠিলে বাঙ্গলা ভাষার এক একটী বিশেষ অধ্যাপকের পদ আমরা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অনুকূলের প্রায় সমুদয় বিভাগ—প্রাচি, বাড়ী, অর্থালোচনা (ওজন), জিনিসের (ওজন), ছাপাখানা, বন্ধনশালা, ভাণ্ডারঘর, বাসায়নাগার, পুস্তকালয়, পরশালা (লেবরেটরী), পরীক্ষা মন্দির, অভিধিশালা প্রভৃতি—বাকি বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ; এবং তাহাদের প্রায় সকল প্রকারের লোকের উহাতে সহানুভূতি ও সাহায্য করিবার। ইহাদের নিম্ন বাঙ্গালীর ছেলে ছবির বা কলকারখানা ঠিক ঐ স্থানে নাই। বাঙ্গালী আমরা যৌথ ও প্রকাশ সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অগ্রসর হইয়া এই অভাব দূর করুন, ইহা প্রার্থনীয়।

বাঙ্গালার ধনী ও সুধী সম্প্রদায়, সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-পৃষ্ঠপোষক এই বিষয়ে মনোযোগ দান করিবেন, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা। যদি কোনও ব্যক্তি কোনরূপ বিশেষ সাহায্যে ইহার সহায় হন তবে তাঁহাদের নামের স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন (প্রস্তর ফলক বা অন্য কোনরূপ) উক্ত বিভাগে সংরক্ষিত হইবে। এবং যাহার যাহা প্রদেয় তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের পাঁচজনমহাশয় সমস্ত মত গ্রহণ করিবেন। এ বিষয়ের সমস্তপ্রকার পত্র ও) নাম বাঙ্গলার উপযোক্ত অধ্যাপকের সহিত, বর্তমান এপ্রিল মাসের অবসান পর্যন্ত "অনিলকুমার ১৪ নং বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় ও পরে "অনুকূল কার্য্যালয় ধনিয়া" এই ঠিকানায় করিবেন।

কতদিন।

(শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী।)

কতদিন হায় ওগো, হায় আর কবে
বসে আছি তব প্রতীক্ষায়
অমি মোর অসহায়, অভাগা বলিয়ে
এসে নাথ এ অসহায়!

কতদিন ভেবে আছি তব আশাপথ
চেয়ে চেয়ে দৃষ্টি ক্ষীণ হায়!
ফুরায় এ বেলা হয়ে ফুরাইয়ে যায়!
ফেলে দিয়ে আর কত দিন!

কতদিন দুরাইয়ে সময় রহিবে
ভাবিবে এ দীন অভাগায়?
কতদিন হয়ে দূরে দূরে সরে' রয়'
দীনবন্ধু নিবাবে অসহায়!

কৃতকৃত্যতা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

[এযুক্ত পঞ্চকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এম্-এ, বি-এল]

আমার কথা।

এই গ্রন্থে অনেক কথা উত্থাপিত করিব মনে করিয়াছি। যে সব কথা আমাদের যুবকমণ্ডলী জানিলে বা ভাবিলে, জীবিকার্জ্জনের সুবিধা হইবে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পথও নির্ণয় করিতে পারিবে, সেই সব কথারই উল্লেখ করিব। সংক্ষেপে উল্লেখ করিব বলিয়াই, তৎসমুদয় এক প্রবন্ধে সমাধিই করিলাম। কতকিছু সম্প্রদায়ের চিত্তাকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। এই সব কথা যদি 'অল্পাক্ষরা মুক্তাবলী' হইয়া, মহিমায় যুবকদের অন্তরে চিরালোকের উদ্ভাস করে, তাহা হইলে তাঁহাদের মনীষকে নিশ্চিন্ত নিশ্বাসের মত উদ্ভাসিত না হইলে, সুবাস তাঁহে জীবনকে, কর্ম্মচিত্তে ক্ষেত্রে উৎক্ষিপ্ত না হইয়া, চতুর্দিকে সুখের বিস্তার করিতে করিতে, জীবনাদর্শের উত্থান সাধন করিতে করিতে, প্রোজ্জ্বলে মহাসাগরের দিকে—অমৃতের দিকে—অগ্রসর হইতে পারিবেন। এ আশা এখনও আমার জীর্ণ হৃদয়ে উদয় হয়, মনোহরণ ছেদ করিয়া জীবালোক বিকীর্ণ করে।

প্রথমতঃ ইয়োরোপীয়দিগকে কেন বিদেশ আমাদের আদর্শ স্থির করিয়া লওয়া উচিত কিনা, তাহাই বিবেচিত হইবে। ইয়োরোপীয়দিগের যে কতকগুলির সম্বন্ধে হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই: ইয়োরোপের স্বাধীনতা, উদ্যম, প্রবলতা, ধনাদি-প্রেমিকতা, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। একথাকে একজন না থাকিলে কি,হিমালয় আজ সমগ্রতা পৃথিবীর মনীষার? ইয়োরোপের কাছে আমাদের অনেক শিখিবার আছে আমরা বিনয় তাঁহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। যে সব আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ করিলাম, তৎসমুদয় যদি বিশ্বাসীর মতো জীবনে লাভ করে, তাহা হইলে বিশ্বজাতির প্রভাব প্রতিপত্তিতে অবশ্য গ্রহণে ও মুখরিত হইবে। কিন্তু তাহার হইতেছে না। আমরা ইয়োরোপের সংস্পর্শে কেবলই তাঁহাদের দোষগুলি অনুকরণ করিতে শিখিতেছি। তাঁহাদের গুণ আদর্শের হইতে শিখিতেছি। ইয়োরোপীয়েরা এমন ইয়োরোপযোগী বাহীর, আর সকল জাতিকে হেয় মনে করেন। ইয়োরোপীয় জাতির মতো ইহাদের এমন দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রভাব। ইহার ইংলিশম্যানেরা প্রায় সমস্ত ভূমণ্ডল স্বাধীন করিয়া রেখিয়াছেন। সেই সব কারণে ইয়োরোপীয় ভিন্ন, আর কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। "এশিয়াবাসীদের" ইহার উপনিবেশে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই বলিলে হইয়াছে। যেন কৃষ্ণ বর্ণের মতো একটা কৃত্রিম, অসামাজিক সার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার উপনিবেশিকেরা এই স্বার্থের ইষ্ট পড়িয়াছেন, যে জন্য সকলে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, যে, কৃষ্ণাঙ্গদের আমরা স্বদেশে আসিতে দিব না।

কৃষ্ণাঙ্গেরা অসভ্য, মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ, অন্ন বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক, ইহাদের আসিলে দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে, এই সব বিতর্ক কথায় বিশ্ব ব্যাপ্ত মুখরিত করিতেছেন। ইয়োরোপ এখনও "কৃষ্ণাঙ্গ বিল" সম্প্রদায়ের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা বিভিন্নভাবের উল্লেখ করিয়া মতামত অবলম্বন করিতেছেন। ঔপনিবেশিকেরা নিজীব ভিন্ন অন্যান্য উপায়ে কৃষ্ণাঙ্গদের নিষ্কাশন করিতেছেন। "এশিয়াবাসীদের" সম্বন্ধেও তাঁহারা কর্ণপাতও করিতেছেন না। "আমেরিকা"—"নব ভূমণ্ড"- কৃষ্ণাঙ্গদিগকে কিরূপ বিদ্বেষভাব দেখাইতে ছেন। প্রায় চারিশত বৎসর হইল "কলম্বাস" আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, কার্য্যতঃ আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। নিগ্রোরা ইষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, ইংরাজী ভাষাই মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আমেরিকাই যাহাদের জন্মভূমি, তথাপি শ্বেতাঙ্গদের হস্তে এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপর সমভাবে নির্য্যাতিত হইতেছে। নিগ্রোদের সঙ্গে আহার, বিহার, ভ্রমণ, বিশ্রাম,

বিজ্ঞ এবেলাবে বিধিছে—এক বিলাতের পাই বা এক আনার বাব এবের পুরুষ অসম্ভব। এই ত মেয়াদের মৌলিক প্রকৃতি। ইংরেজের মধ্যে বিশিষ্টচিত্তকজনের আমেরিকাবাসী, ঔপনিবেশিক, পালীক, সংক্ষেপতঃ "এসিয়াবাসী" মাত্রেই পক্ষিনিষ্ঠ। শিক্ষিতবর্গ ভারতবর্ষীয়েরা এখন ব্রিটিশ জাতির অন্তর্ভুক্ত, "এসিয়া" বলে বাস, তাহারা যে স্বাধীনতা চাহে তাহা এক বিভিন্নজাতীয়। সম্প্রতি ব্রাহ্মিন মেসের প্রাক্‌নিধিরা সাক্ষ্যকে বিচার করিয়া দিব করিয়াছেন, "এসিয়াবাসী মাত্রেই", আমেরিকায় দীর্ঘবাসিতি করিলেও সৌজন্য (citizenship) লাভ করিতে পারিবে না। ইহার বিচারে ইয়োরোপে কি ইয়োরোপীয় উপনিবেশসমূহে, কেহ বিচার করেন নাই—করিবেনা বা কেন? ঐ সব উপনিবেশে "এসিয়াবাসীদের" নিবাসন আমরা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। মেয়াদের সাধারণ বিধিমে —ইং. ১৮৮৪ হয়, তাহারা সকল পৃথিবী কেবল তাহাদের বাসের জন্য করিতে চাহুক। পত্রিকাগুলা যে সব লোক এসব বৃত্তান্ত বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারা, মেয়াদের মুক্তাবস্থি-মেয়াদ পরিধি রাখিবে, যত দিন তাহাদের বাসস্থানে জীবনাধিপত্য করিবে যাহা—মেয়াদকে তেমনি চিরকাল থাকিবে। এইটি আমরা কুত্রাপি দেখিয়াছি কি না জানিনা। তাহার ও পক্ষের যে কৈফিয়ৎ তাহা, ইয়োরোপীয়দিগের নিবাসস্থানপরিধির সঙ্গে তুলনা হে না, পাঠকের নিকটিনে সুখে আমি অবশ্যই বলিতে হইবে। অন্যতঃ স্বাধীনী ব্রাহ্মণগণ লোকে এ কথা তাহাদের বলিবে। মেয়াদ করিয়াছি, এসিয়ার কুমিবিদেরা যেন ইয়োরোপের বা ইয়োরোপীয়দের অনুকরণে এইটি বাধার না দেন। বিলুপ্ত আমেরিকাকাল "বহুবিধে কুটুম্বিত্ব" এই ভাবটি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। সকলেই অল্প বিস্তর স্বার্থপর, এমত বীকার্য। কিন্তু বিলুপ্ত মনে স্বার্থপরতার ও পরার্থপরতার আমাদের যে বিভেদক রীতি রেখা আছে, তাহা যেন দিন দিন ক্ষীণতর হইয়া আইসে, ভগবানের যেন সে বিষয়ে চেষ্টাবতী থাকে। ইংরাজদের সহীর্ণচিত্ততা, স্বার্থান্ধতা যেন আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত না হয়। স্বার্থপরতার সঙ্গে পরার্থপরতার সঙ্গম, আমাদের মন্ত্র বিধান। ইহা পুরুষ সাধন করিয়া সাধন করিয়া, নিজের ইষ্টসাধন করা আমাদের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ। ইয়োরোপীয়দের পক্ষে নিজের ইষ্টসাধন অন্যায়ের পরার্থ অনিষ্ট হইতেছে বুঝিলেও নিবৃত্তি নাই। এ কথা সত্য, যে একজনের ইচ্ছিত লক্ষে অন্যের অনর্থক পৌড়নাদে অনুচিত; কিন্তু এ অনর্থক অনিষ্টের মূলে নৈসর্গিক নিয়মের বল। সেইজন্য তত দোষাবহ নহে। ইহা বা সমস্ত পুরুষ মনের অনিষ্টসাধন নিবারণ নিমিত্ত নিয়ম হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইয়োরোপীয় সভ্যতার স্বার্থনিষ্ঠির এত পরার্থনাশ তত নিন্দনীয় নহে। এইজন্য আমাদের অনুকরণীয়।

এখন দেখিতে পাই সমস্তাদের ছুতা অনেকেই ইয়োরাদের অনুকরণ, বিলাস, বেশভূষা, আহার ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। যেন করিতেছেন, তাহাতে দিব করিতে পারিতেছি না। সকল দেশেই প্রচলিত আহার ব্যবহারের একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। যে সব আহার ব্যবহারে যেন পুরাকাল হইতে আসিতেছে, তাহারও বিশেষ উপযোগিতা আছে। সেই উপযোগিতার কথা আমাদের বিশেষ করিয়া বিচার অনুচিত। যেন, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের রীতি নীতি যদি অল্প অল্প পরিবর্তন করিতে হয়, তাহাতে ক্ষতি আপত্তি হইবে না। কিন্তু আমূল পরিবর্তনে অনেকের আপত্তি হইবে এবং হওয়াও উচিত। বলবতীয় বিচার করিয়া। ইংলণ্ড ও আমেরিকা এখন পৃথিবীর প্রধান বলবান। বিশ্ব বলবানের পক্ষে সেই সব দেশের আচার, ব্যবহার বেশভূষার অনুকরণ চেষ্টা, পরাক্রান্ত জাতির হাসোদ্রেক করিতে পারে। ইংরাজী শিক্ষিতের আদরের ইহার অর্থ বলে নাই। তথাপি আমরা বলবানী ইংরেজিক শিক্ষিতের আদরের উদাহরণ করিতেছেন। আমরা আমরা বিশ্ব ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। এখন কৃতজ্ঞিসম্প্রদায়ের পক্ষে, ইংরাজের বিশেষ আদরণীয় অনুকরণ করা প্রকারান্তরে উচিত। কিন্তু অশন, ভূষণ, বেশ, পরাজীয়া (gambling)

বিলাস তীব্রবিষবৎ পরিবর্জনীয়। ইহাতে, যাহার আছি বলিয়া, যাহা করের একেবারেই মনোরম বা প্রেয়স্কর, এ কথা এখন আমাদের মনে না আসায়।

যদি আমদানুযায়িক বিশ্বজাতির মধ্যে আত্মীয়তাবের সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। আমরা একাধিক আত্মীয় পাই। যেরূপ অবস্থাতি দেখিতেছি, তাহাতে আমাদের যে বিশ্বের সহিত সম্মিলিত হইবে, সে আশা সুদূরপরাহত। এই জন্য কেবল বিশ্বের সাথেই উল্লেখ করিলাম। বিশ্বের মধ্যে যদি পরস্পরের প্রতি প্রেমের সহানুভূতি থাকে, যদি একটু আত্মীয় ভাব উদিত হয়, তাহা হইলে অনেকটা দুরবের ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। তখন আত্মীয়তাবের কথা উপাপন করিয়েছি। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, লোক কিন্তু বিপরীত দিকে প্রধাবিত। আত্মীয়তাসূত্রে দুই কীট প্রবেশ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদি কাহাকে কোনও রাজকীয় বা পরিচালিক কার্য্যালয়ে যাইতে হয়, অমনস্কারীদের অনুত বিলাস দেখিয়া তাহাকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হইবে। এই সব সাধারণ লোক ইংরাজদের চিরন্তন ও যথার্থীয়ের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মধ্যে স্থির করিয়া রহিয়াছেন। যদি যথার্থীয়ের নিকট কখনও উপকার বা সহানুভূতি কেহ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে একটু বাধাপ্রদান বা অসন্তোষ ব্যতীত আর কিছুই পাইবেন না। এ ভাবটি একটু পরিবর্ত্তিত হইলে, দুর্ভিক্ষপীড়িত, কলবিদ্যালয়ে, ব্যবসাবাণিজ্যে দীর্ঘিবার্জ্জনে, কিছিৎ সুবিধা হইবে। বস্তুতঃ, আত্মীয়তার নিকটই হইয়া সাহায্যোদ্যমের চেষ্টা করিতে পারে। এইরূপ মনে হয়, একটু আত্মীয়তার প্রস্ফুট হইলে দেশের সমূহ মঙ্গল। সে দিকে সকলেরই দৃষ্টিপাত করা আশু উচিত। সুবিধার বিষয় অভাব হইয়াছে, বিশেষণবিহরণে উপলব্ধি করিতে হইবে। সুখে যে যাহা বলুন, বাস্তবিক দেশীয় লোকের মন উপরের চলিয়াছে—আত্মীয়তার বিরুদ্ধে। বিদ্বেষের পূর্ণলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এই দুর্দিনে আমিদার ও মুসলমান সাধারণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু সভার বাগবেগে ইদানীং পরস্পরি-বাদের উদয় উদ্ভাবিত হইতেছে। বিরুদ্ধবুদ্ধি আমি মুসলমান আমিদার বিদ্বেষেরই চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আশঙ্কাবের স্থান বিরল। তবে, মনে হয়, যে আমি বিদ্বেষ বহুর মাথা উৎপীড়ন, মাথা অত্যাচার বহু বহুর-প্রবল ভীষিত আছে, সে আমি এ ঘোর বিপদ হইতেও রক্ষা পাইতে পারে। ইহার জৈবশক্তি (vitality) অসাধারণ।

এখন বিবাহ যুবকদের বিবাহ করা উচিত কিনা, এবং যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে কত বয়সে, এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগী, ঋষি ও দৈবীয় প্রজাপতি, আমাদের পরিত্রাতা। পূর্ণী নীরাই আমি বলা। বুঝিতে দেখিতে পাই "সর্ব্বীমূলং খলু মূলম্"—সেই কথাই প্রকৃত। আমাদের সমাজে যথোপযুক্ত বয়সে বিবাহ না পাইলে, বিবাহ করিব না, এইরূপ দৃঢ়তর মত করিলে চলিবে না। শাস্ত্রকারেরা বিবাহের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যে বয়সে মানুষ কার্য্যক্ষম, উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারিবে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহারা ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

"ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎকন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।"

"ত্রিংশবর্ষের যুবক মনোরঞ্জিনী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে কিম্বা চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবক অষ্টবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ধর্ম্মলাভের আশঙ্কা থাকিলে সত্বরই বিবাহ করিতে পারে।"

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে ত্রিংশবর্ষীয় বা চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয় যুবক অসীমক্ষমা হইয়া অধোপার্জ্জন করিতে পারিবে এমন বোধ হয়। যাহারা পারিবে না, তাহারা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে পারে।

বিরুদ্ধবুদ্ধির অবলম্বন বৃদ্ধি পাইলে, লোকের অত্যাচার বাড়িবে, অবলম্বনবৃদ্ধি যত শীঘ্র হয়, আয়ুবৃদ্ধি তত শীঘ্র হয় না, ইত্যাদি যুক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "মালথস্" সাহেব এই যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। অনেক মেধাবী লোকে তাঁহার মত সাদরে

করা হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহার মত অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়াছেন। "হেনরি জর্জ" এমন বিখ্যাত লিখিয়াছেন, তিনি "ম্যালথাসের" মত একটিমাত্র যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। আমার মনে হয়, তাঁহার মত উপেক্ষণীয় নহে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যে খাদ্যাভাব ঘটে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য কৃষিকার্যে অনেকদূর এগুতে পারে। আমেরিকা ছাড়া তিনটি মহাদেশ বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইবে—কিন্তু আমেরিকা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। আমরা এই বিষয়টি বিজ্ঞ লিখিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন, আমাদের পৃথিবী মানব বসবাসের পক্ষে কতটুকু। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের (geologist) মতে তৌষারিক যুগ (glacial period) হইতে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত এই দীর্ঘকালে কোটি কোটি বৎসর, কিন্তি-পৃষ্ঠ এখন বাসযোগ্য হইয়া উঠে নাই। পৃথিবীর পরি-মাণের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, ইহাকে আরও বহুগুণ লোক অনায়াসে প্রতিপালন করিতে পারে। "হেনরি জর্জ" এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন:—

(Compared with its capacities to support human life, the earth as a whole is yet most sparsely populated). এই উক্তি যে অসত্য বা অযৌক্তিক তাহা মনে হয় না। বিশ্বের অবস্থা উপর হইতে বিচার করিলে। বিভিন্ন মহাদেশের যে অবস্থা আজ দেখা যায়, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। "হেনরি জর্জ" সাহেব প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি লইয়া দেখাইয়াছেন, যে মহাদেশের আবাদযোগ্য ভূমি বেশী আছে। অবশ্য যে অযৌক্তিক অসঙ্গত সমাজের যুগ যুগ ধরে আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার ভাল সামাজিক বিধানের (social injustice) অসঙ্গত ব্যবস্থাই তাহার মূল কারণ। একথা বিশ্বাস করিলেও বলিতে হয় প্রকৃতি যখন যাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছে, এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, প্রকৃতির উপর সমস্ত দোষারোপ করা বিজ্ঞের অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। বর্তমানের সামা-জিক বিধানের দিকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি পড়িলে, অযৌক্তিক দোষের হাত হইতে অনেকখানি নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে।

আমাদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশে জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় আমাদের জনসংখ্যা ৩৪ কোটি মাত্র—বর্গমাইলে (square mile) ১৩১ জন মাত্র। "ইউরোপ", "মেসো-পিয়া", "আফ্রিকা", প্রভৃতি স্থানে বর্গমাইলে জনসংখ্যা, যেখানে বর্গমাইলে, ৩০০ শতের অধিক। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে এখন আমাদের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। আমাদের উপযুক্ত বৃদ্ধি হইলে যে অবস্থার হইবে, তাহাতেই আমরা পৃথিবী আমাদের অধিবাসীর অনায়াসে হইবে। তবে সেদিন যে অনেক দেরী থাকবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মোরাক" (Mr. Bowac) সাহেব কি বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলে অনেকখানি বৃদ্ধির কথা বলা হইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন:—

In America, Africa, Asia and Oceanica there is room for many times our present population, even under our present very slovenly, wasteful and imperfect methods of production. Even when every foot of cultivated land is occupied, we have still the sea as a source of subsistence. The potentialities of marine culture seem endless."

"এখন আমাদের অযৌক্তিক ও বিশ্বাস বিশৃঙ্খলা, অপব্যয়কর ও অসম্পূর্ণ। অমেরিকা আফ্রিকা, এশিয়া ও মহাদেশ (Oceanica) অর্থাৎ—সমুদ্র, সমুদ্রের বর্তমান জনসংখ্যা বহুগুণ লোকের আবাসস্থলের উপায় আছে। যদি পৃথিবীর সমস্ত কৃষিকার্যোপযোগী ভূমি অধিকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলেও অনেকটা আছে। সমুদ্রের অফুরন্ত সম্পদ, তখন যে মানুষের আহার সংগ্রহ হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।"

এই সব অবস্থাগুলি আমাদের সমাজে একটি

বিষয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ হইবে, তাহাদের বিবাহাদি হওয়াই শ্রেয়ঃ।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখও প্রয়োজন মনে করি। বিশ্বকর্ম্মবিদ্যালয়ের মূল, বাহ্যিক ধন, ভূমি, শ্রম ও মূলধনের (land, labour and capital) সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু এখনকার, আর একটী বস্তু তাহা অপেক্ষাও মূলধনস্বরূপ মনে করা উচিত। বিবেক শক্তি-চালনা Exercise of intellect। বাস্তবিক, মনের ভূয়সী বৃদ্ধি না হইলে কি কোনও প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় বিবেকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা হইতে যে ব্যক্তিদের উন্নত মস্তক ও সুগোল হইয়া উঠে, তাহা সহজেই নির্ণেয়। আমাদের দীনদেশে ভূয়সি মূলধনসম্পন্ন যদি ব্যক্তিদের জন্য বিশেষশিক্ষালয়ে সন্নিবেশ হয়েন, তাহা হইলে কোন উচ্চ আশাকাঙ্ক্ষার মধ্য স্থলর নিরাকৃত হইবে। বিবেকবুদ্ধি (Intellect) অন্য সময়ে বুঝিব, এখানে, আবশ্যকীয় পথ্য দ্রব্য উপস্থিত করত সময় হইতে লইবে।

এখানে আমার বক্তব্য শেষ হইল। মনে যে সব চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা, সহিষ্ণুতা, ধারণা প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত হইতে পারিলে, বিভিন্ন বিভাগে, উচ্চপদের যোগ্য মুবকদের অভাব আর হইবে না। এই "কথামালিকা" সুনীতির প্রবাহে যেন সতত প্লাবিত হয়; আমাদের ভি জাতীয় অধঃপতনের মূলে সুনীতি। এই বলেই প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। তবে শেষ কথা এই:

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে বিজনাত্মনঃ।
একাকী চিন্তনাদ্যোগী যি যাতি পরমাং গতিং॥"

৬ষ্ঠ অধ্যায়, মনুসংহিতা।

যে কোন বস্তুর, নিত্য চিন্তাই আত্মোন্নতির মূল।

স্নেহলতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লক্ষপ্রতিষ্ঠ মূলক সাময়িক উপন্যাস]

(শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি এল্, মুন্সেফ প্রণীত।)

উ। যে একবার মাত্র বলিয়াছিলাম, তাহার পর তাহার জন্য কত কাঁদিয়াছি।

আ উ। কেন, সহসা তাহাকে বলিতেছেন আর আপনার স্নেহ পাত্র এত যত্ন ও এতরূপ স্নেহের কি না?

উ। না।

আ উ। তাহার অর্থ?

উ। অনেকটা ভিন্ন।

আ উ। আর কোন অন্তরায় ছিল না?

উ। সে কি রকম?

সরকারী উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন।

প উ। আপনার স্নেহকে পাইয়া আপনি আবার তাহাকে প্রেম করেন?

উ। নিশ্চয়ই; তাহার জন্য আমাদের একরূপ যুদ্ধ হয়।

ইহার পর সরকারী উকিল বলিলেন আর দুইজন মুসলমান সাক্ষী আছে তাহারা বন্দির পক্ষ সমর্থন করিয়া বলে সত্য বটে কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রদান করেন

উপস্থিত করিলেন তাহার আসামীর কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহা সরকারী উকিলের দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমেই Life Insurance আফিসের বাবুটী সাক্ষী আসিলেন।

স উ। আপনি আসামীকে চেনেন?

উ। হাঁ, তিনি আমাদের আফিসের একজন এজেণ্ট।

স উ। ইহার নাম আপনারা কি জানেন?

উ। পঞ্চম কুমার চট্টোপাধ্যায়।

স উ। আপনাদের আফিসে চুকিবার আগে ইহাকে আপনারা চিনিতেন কি?

উ। না, কি করিয়া চিনিব?

স উ। ইহার নাম অন্য নাম হইতেও পারে?

উ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

এইবার জেরা:—

আ উ। যে মকদ্দমে করিয়াছিল, সেই মকদ্দমের কথাই বারিষ্টর বলুন।

উ। সেই মকদ্দমা বারিষ্টর করিয়াছেন।

আ উ। কোন জাতীয় লোক আফিসে লইবেন এরূপ কোন নিয়ম নাই?

উ। যে জাতীয় লোক হউক না কেন ইচ্ছা করিলেই মকদ্দমা করিতে পারিত।

আ উ। মকদ্দমা আনিতে পারিলে আপনারা কি চাকুরী দিতেন না?

উ। সে কথার উত্তর আমি দিতে পারিব না, তবে টাকা ডিপজিট দিলে চাকুরীর আর বাধা কি?

এইবার হাইকোর্টের সরকারী সাক্ষী দিতে উঠিলেন।

স উ। আসামীকে আপনি চেনেন?

উ। ঠিক চিনিতে পারিয়াছি না।

স উ। কেমন আপনার ছেলে এই আসামী কিনা?

উ। সেরূপ বোধ হয় না।

স উ। আপনার গ্রামের এই সাক্ষী পঞ্চম চট্টোপাধ্যায়কে চেনেন?

উ। চিনি।

স উ। তাঁহার ছেলে পঞ্চমকে চেনেন?

উ। হাঁ।

স উ। দেখুন এই আসামী কি সেই পঞ্চম?

উ। ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

স উ। কিরূপ বোধ হয়?

উ। বাল্যকালের ছেলে আর আমার ছেলে একরকম দেখায়ে; এই আসামী কা'র ছেলে আমি ঠিক বলিতে পারছি না। কিন্তু এ আমার ছেলের মত নয়।

এইবার জেরা—

আ উ। আপনার ছেলে সহদেবের বয়স কত?

উ। বৎসর বয়স হবে।

আ উ। যখন আপনি সহদেবকে শেষ দেখেছিলেন তখন তাহার চেহারা কি এইরূপ ছিল?

উ। না তখন বাল্যকাল কাটে নাই।

আ উ। আপনি ছেলের বিষয় লিখে পাঠিয়েছেন না?

উ। আমি পুরুষ ছেলে ঠিক করেছিলাম; আমার অভাব কিসের? আমি কত ছেলে আনতে পারি।

আ উ। আপনি সহদেবকে কোন চিঠিপত্র লিখিয়া বা কাউকে দিয়া দেশের বাড়ীতে লিখিয়া দিয়াছেন?

উ। না, যাহাকে আমি একটি কথাও বলি নাই, সে যে কেন বাড়ী যায় না কিছু জানি না; কেহ যদি আমার ছেলে ফিরাইয়া দিতে পারে আমি তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিব।

এখন সওয়ালটী ছেলে ফিরাইয়া পাওয়া লইয়া। যখন সাক্ষীর সময় কেস হাইকোর্টের পুরিষী বলিল "কেস যদি ছেলেকে চিনতে পার তবে হাকিমকে বলে ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে এস; তুমি যদি তাকে না আনতে পার তা হলে আমি আর এ গ্রাম মাড়াব না।" হাইকোর্ট বলিলেন "যেমি যদি তাকে আনতে পারি, তোর ছেলেকে চিনতে পারলে কি আর তা'কে আনতে পারব না?" সুতরাং হাইকোর্ট সহদেবকে চিনেও চিনিলেন না। সে দিন অনেকগুলি সাক্ষী শেষ হইয়া দিন শেষ হইল। পরদিন কেবলমাত্র লোক কয়টি থাকিল। জজ সাহেব বলিয়া দিয়াছেন আগামী কল্য আদালত গৃহে কোন লোক থাকিবে না, কেবল আসামীর উকিল ও সরকারী উকিল থাকিবেন।

(২১)

পরদিন আমাদের কুলে যাবে লোক কেহই নাই। প্রথমেই কুমুদিনীর এজাহার হইল।

সরকারী উকিল বলিলেন এ সাক্ষী তাহার কোন প্রয়োজন নাই তথাপি তুবিচারের সাহায্যের জন্য তাহাকে সাক্ষ্য দিতেছেন।

স উ। আপনি আসামীকে চেনেন?

উ। বয় বছর বয়স হইতে দেখিতেছি।

স উ। ইনি আপনার কন্যা ছেলেনাকে বিবাহ করিয়াছেন?

উ। হাঁ, কিন্তু কুমতিতা হয় নাই।

স উ। আপনি এখন সমাজে একঘরে হয়ে আছেন?

উ। আজ্ঞা হাঁ—

স উ। কেন?

উ। আমার ভাই বন্ধু ও ছেলে টাকার, তাই আমার গ্রামের লোকে আমাকে একঘরে করেছে।

স উ। আসামী কি পরিচয় দিয়াছিল?

উ। পদ্মবাবুর ছেলে বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

এইবার জেরা—

আ উ। পদ্ম বাবুর ছেলে না হইলে কি বিয়ে দিতেন না?

উ। কেন দিব না? ভাল পাত্র হইলেই দিতে দিতাম, টাকার লোভে দিতে দিতাম না।

আ উ। সত্য বাবু বলে আপনার আর কোন আপত্তি নাই?

উ। যাক, আমার জাত থাকলে এখন বাকি; বাবুদের ঘরের ছেলে হলেই আর আমার আপত্তি কি?

"এইবার বিমলার এজাহার

স উ। আপনার সহিত পদ্মবাবুর পুত্র পদ্মকুমারের বিবাহের কথা হইয়াছিল?

বিমলা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছেন। যে পদ্মের নাম শুনিলে তাঁহার হৃদয়ের এখনও কাঁপিতে থাকে আজ তাঁহার নামে কি বলিয়া আসামীকে সাজা দিবেন। বিমলা কোন উত্তর দিতে পারিতেছেন না। প্রথমে সরকারী উকিল ও পরে জজ সাহেব অতি মিষ্ট ভাষায় বিমলাকে বলিলেন তাহার লজ্জা করা উচিত নয়, ইহাতে কোন দোষ নাই। অনেক বুঝাবার পর বিমলা উত্তর করিলেন "হাঁ।"

আ উ। আপনি কি পদ্মকে দেখিয়াছিলেন?

এইবার বিমলা সরোষে পড়িলেন; এতদিন যারা তাহাকে বলে নাই তাহারা প্রকাশ করিতে হইবে। বিমলার গণ্ডদেশ লালবর্ণ হইয়া উঠিল, সরকারী উকিল আবার বলিলেন "ইহাতে দোষ কি? পাত্র ক'নে দেখিতে গেলে কনেও পাত্র দেখিতে পায়, তাহাতে লজ্জার কথাত কিছুই নাই।" অমনি আসামীর উকিল বলিয়া উঠিলেন "This is giving plain hint to the witness; I strongly object to the procedure of the Public Prosecutor" জজ সাহেব প্রধান বিচারক তিনি এখানে অনেক ভাল আছেন, তিনি বলিলেন "the shyness of the girl must be overcome." সরকারী উকিল তখন আরও বিস্তারভাবে বিমলাকে বুঝাইলেন এবং বিমলা আর একটি "হাঁ" উত্তর দিলেন। আবার সরকারী উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন "বেশ এই আসামী কি সেই পদ্ম—?" বিমলা বিবাহের পরদিনই ঘোমটা খুলিয়া সহদেবকে দেখিয়াছিলেন; আর একবার আসামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "না"।

সরকারী উকিলের জিজ্ঞাসা শেষ হইল; এইবার জেরা—

আ উ। আপনি কতবার পদ্মকে দেখিয়াছেন?

আনেক বুঝাবার পর বিমলা উত্তর করিলেন "একবার"

আ উ। সে কতদিন পূর্ব্বে?

বিমলা কিছুক্ষণ পরে উত্তর করিলেন "পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে।"

আ উ। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র দেখিয়া আপনি মনে রাখিতে পারেন?

সরকারী উকিল বোধহয় আপত্তি করিলেন; তিনি বলিলেন "I shall answer my friend's questions in proper time; he should remember that he is treating upon delicate ground and should not trifle with a girl's affections." আসামীর

উইল উহা পড়িলেন "I know my business," এবং সাক্ষ্য আদালতীয় উইলের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করার এ গ্রন্থ অগ্রাহ্য করিয়া ও আদালতীয় উইল গ্রাহ্য করিয়া রায় দিলেন।

মকদ্দমায় উইল যার সাক্ষী ছিলেন না ; যেসময়ে এজাহার লেখা হয়েছে তখন উইল হয় নাই। মকদ্দমী উইলে, আদালত অবমাননার ও জজ সাহেবকে উৎকোচ দিবার চেষ্টা করিবার অভিযোগ করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই—স্পষ্টাক্ষর পরিচয়ে বিবাহ করা অস্বীকার করা হয় নাই। আদালতীয় উইলের কোরে একথা একরূপ জানিয়া লওয়া হইয়াছে। অথচ কোন সাক্ষীর আদালতীয় কি পরিচয় প্রদান হইয়াছে। মকদ্দমী পিতা এজাহারে বিবাহ হইয়াছে যে আদালতী তাহার ছেলে নহে। বিবাহ করিয়াছেন যে আদালতী পক্ষের নহে। আবার বিবাহ বন্ধু বলিয়াছিলেন যে পাঁচবৎসর পূর্ব্বে মকদ্দমার কথা উঠিবার কি করিয়া জানা যাইতে, কিন্তু তাঁহার মুখে একথা শোভা পায় না। অতি বিশ্বাসের মৃত্যু একথার বেশিকে চিরকাল মনে থাকে এমন কিছুই আদালতীয় উইলের জানা যায়। মকদ্দমার পিতা এমন করিয়া বন্ধিত পারিলেন না যে আদালতী পক্ষের ; যে বিবাহ ছেলেকে বাড়ীতে লন্ড এমন ছিলেন না। অতএব দেখা যেতে যে আদালতী পক্ষের নহে। অতএব উইল জাল সাব্যস্তের তাহাতে সন্দেহ নাই ; প্রোবেটের জন্যের পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছেন যে আদালতী পক্ষের নহে, ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু পড়িয়াছেন. তিনি উইল লিখিয়াছেন যে আদালতী পক্ষের উকিল। পক্ষবন্ধু বলিয়াছেন যেসময়ে আদালতী পক্ষের নহেন ; তিনি উইল লেখা করে কি বলিতে পারেন ? অতএব উইল সপ্রমাণের প্রমাণ হইল যে আদালতী পক্ষের নহে এবং যে পক্ষের নহেন। উইল কুলা প্রমাণের আবশ্যক নাই। এজন্য মিলনাথ ব্রাহ্মণসভা আপিলুয়া হইয়াছেন ; মেসময়ে অবিকল সম্পূর্ণ অবস্থায়—উইল স্থগিত থাকিবে বলিয়া উইল।"

আদালতীয় উইল বহুত্ব করিবার প্রমাণ এই—মকদ্দমী উইলে যে বহুত্ব করিবার প্রমাণ তাহা এই যে আদালতী প্রমাণ করিবে হইবে যে আদালতী কোন আপি, কিন্তু তাঁহার একথা সম্পূর্ণ ভুল, মকদ্দমী পক্ষকে সপ্রমাণ প্রমাণ করিবে হইবে যে আদালতী পক্ষের নহে। আদালতী যে প্রমাণ দিবে তাহার প্রমাণ কোরে পক্ষবন্ধু, বিবাহ ও উইলকার। পক্ষবন্ধু এমন কোরে উইল জানেই। তাহাকে disinherit করিতে চান ; এমন কি আদালতী পক্ষের বলিয়া সাব্যস্ত হন—তাহা হইলে যে আদালতী তাঁহার অংশ পাইবে সেই আদালতী তিনি একেবারে তাহাকে অস্বীকার করিতে চাহেন। আদালতী অবশ্য তাঁর প্রমাণকারীদের জানুয়ার কথা তুলিয়াছেন। প্রমাণকারী আদালতীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে দিবে না, অন্যান্য বলিয়াছিল যে তাঁহাকে আদালতী করিবে। স্ত্রী যদি স্বামীর অস্বীকার করিতে আর তাহাতেই বিবাহ অসিদ্ধ পুরাতে বেশিয়া তিনিকে এ আর বেশী কথা কি ? বিবাহ একথা যাহা তাহাকে বেশিয়াছেন, তাহাতে যেখানে লক্ষ্মীবরমে মাঝের বাড়ি যায় বেশিয়াছিলেন ; তাহারই বলে এখন আর একজন মনুষ্যকে অস্বীকার করিতে হইবে। আর ইতিহাস হইতে একটি ভুল করিয়া বেশিয়াছেন ছিনি তাহা আর স্বীকার করিতে চাহেন না। আমরা কাইসরের সাথে বাস করি যে পক্ষ ও পক্ষের একটি ভুলকথা করিয়াছেন একটি ভুল হওয়া সম্ভবপর নহে। পক্ষবন্ধুর স্বীকার করিয়াছেন যে উইলের পরের বর্ণ অক্ষরটি এক। অক্ষরের কোরীর একজন ছিনিয়া যাবা অক্ষর, তাঁহার সাক্ষের কোন মূল্য নাই। ছিনি-বলিয়াছেন সাক্ষরের ৪৫ বৎসর সহিত্রের বিবাহ তাহাই বলিয়াছেন ; আমরা আদালতীকে জেরিতেছি তাহার বয়স ৩৯।৪০ এর কম নহে। সুতরাং আদালতী যে সময়ের সময় সময়ে তাহাকে আর কিছু বয়স সম্ভব নাই। কুমুদিনী দাসী স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার মুখার হইলেই তাঁহার আর কোন আপত্তি নাই, মুখার পক্ষে মুখার হইল আর ৩৯ এই যে কোন তারতম্যমুখার হইলেই এ মোকদ্দমা টিকে না। বিবাহিত তাহার সাক্ষিগণ তাহার কি ? সাক্ষ্যের প্রতীয় অবস্থা তাহা, তাহার সাথ

মৃত্যুর পরে বিল্‌ করিয়াছিলেন, সুতরাং কি অল্প সময়ের এই অল্প কার্য্য করিবেন; Life Insurance কোম্পানির নিকট যে সকলেই করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে ইনি পরীক্ষা। ইহাঁর আয়ুর নিকট সকলের আয়ুরের মত মৃত্যুকাল ইহাঁহতে অনেক দূর বলিয়াই কি আমরা আশা করি? নিশ্চয়ই পরম যদি আসিয়া উপস্থিত হইত তাহা হইলে মৃত্যু যাইত ইহাঁ পরম সহজে। যদি কেহ সন্দেহ করে যে আসামী পরম হইতেও হইতে পারে না তাহার সম্বন্ধে যদি কতিপয় সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদান করিতে না পারেন তাহা হইলে আসামীর মুক্তি দেওয়া উচিত।"

এইবার অন্য সাহেব আসেসরদিগকে বুঝাইলেন যে তাঁহাদের যদি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে যে আসামী সকলের সকল না হইয়া পরম কিম্বা অন্য প্রকার হইতে পারে তাহা হইলে আসামীর খালাস দেওয়া উচিত। আসামী কেন মিথ্যামিথি প্রমাণ সৃষ্টি করিবে এবং ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আসেসরগণ একবার পরামর্শ করিতে উঠিয়া গেলেন।

উকিল বাবুদের বক্তৃতা ও জজ সাহেবের উক্তি শুনিয়া উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী বলাবলি করিতে লাগিল আসামী বোধ হয় খালাস পায়—সকলেই মুখে ঘোর বিপক্ষের চিহ্ন আসামী দিগেরই উঠিল, পক্ষপুমারকে সাজা পাইতেছে না এই দুঃখে যদি আসামী প্রমাণের অভাবে মুক্তি পায় তাহা হইলে অধিকাংশের নীরা থাকিবে না। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অবিনাশ এখন আমাদের পাশে আসিয়াছেন, তিনিও সকলের সহিত ঐ আলোচনা করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছে এমন যদি পক্ষপুমার আসিয়া উপস্থিত হইতেন; পুলিসে তাঁহার উপস্থিতির জন্য যোগাপত্র দাখিল করিয়াছেন তাহা দেখিয়া যদি তিনি উপস্থিত হইতেন তবে সকল দিক রক্ষা হয়। আসেসর মহোদয়গণ বড় বিলম্ব করিতেছেন; ঠিক এই সময়ে সাক্ষীর ঘরে একজন উঠিয়া বলিল "বাবুই পক্ষজ কুমার"।

"সুন্দর মেয়েটি," উপস্থিত ও জজ সাহেবসহ সকলের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সকলের মৌনিক ধ্যান, এ সকল কাহি কোন কৌশল করিয়াছে বিপক্ষের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। এমন সুন্দরী যদি বিপক্ষের তাহার জন্য কোনরূপ মোকদ্দমা হয় না। কেন সুকুমার কি ছবি আই? তাহার কি স্বামীর প্রতি স্নেহ ছিল না? আমার বোধহয়—আমার মোকদ্দমা জয় করাই সে স্বামীস্নেহের বাধা মনে করিয়া প্রাণ অনুরূপ করিয়া। সে আর বলবতকে মুখে বলিয় বলিয়াছে স্নেহে আমাদের মধ্যে একটা মাত্র আছে। সুন্দর সুন্দর আর একজন সুন্দরীর কথাই আমরা বর্ণন করিতে পারিব এই আশঙ্কাই আমাদের মনে পুনরায় সঞ্চার করে। যদি কোন অপূর্ব্বসুন্দরী বিধবা হইয়া যেন আমাদের চক্ষে পড়িয়া যান, এই সুন্দর মুখ আর যেমন ঘনীর মত সাদৃশ্য করিয়া প্রেমসাগরে ডুবাইতে পারিবে ইহাই সকলের মনে উদয় হইতেছে। পক্ষজ মুখ হইতে বাহির হইয়া এতক্ষণে প্রায়ক্ষ বিপক্ষ ঘোর ঘনের ও মোকদ্দমার বিরুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছে এবং সমাপন করিলেন। সরকারপক্ষ পক্ষজকুমারের পাশে দোঁড়ি ও ঘির হইয়াছে দেখিয়া তিনি মোকদ্দমার দিন দিইয়াছে আসিয়াছেন ও মোকদ্দমার কথা সাহেবের মুখে শুনিয়াছেন। অদ্য তিনি আমাদের এক পার্শ্বে বসিয়া সব শুনিতেছেন, কে কে সাক্ষী দিয়াছে তাহার বিবরণ করিতেছেন। সরকারী উকিলের মুখের নিকট সাক্ষীরা কি কি বলিয়াছে ও মোকদ্দমার অবস্থা কি ও কতক্ষণের আশা কিরূপ তাহাও জানিয়াছেন। যখন তাঁহার মোকদ্দমা বেশের দিকে যায়, পক্ষজকুমার এইরূপ আশিয়া সকল দিক রক্ষা হয় তখন তিনি মোকদ্দমা আমাদের মুখে শ্রবণ করিয়া দুই একটী কথা বিবরণ করিবার সাক্ষীর কাটগড়ায় দিয়া উঠিলেন। আসামীর উকিল বলিয়া উঠিলেন—"I object to this interruption; this is a novel procedure; he should be asked to come down." সরকারী উকিল বলিলেন "We are all here for justice, if real Pankaj kumar appears my friend should have no ground for complaint." আসামীর উকিল বলিলেন "My client will be prejudiced if

new evidence be admitted at this stage; moreover I do not admit that this man is Pankaj kumar, son of Sarat Babu. সরকারী পুলিশ সাক্ষ্য দিয়া একেবারে চলিয়া যায় নাই, তবে তিনি আর আদালতে আসেন নাই, তিনি কলিকাতা ফিরিবার জন্য ট্রেণ্ডীর হইয়া সবেমাত্র ঘোড়ায় উঠিতেছেন। জজ সাহেব সরকারী উকিলকে বলিলেন "You must prove the identity of the witness before his deposition can be taken." সরকারী উকিল বলিলেন 'হুজুর, সরকারী লোকের এই সময়েই আছেন. তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে একটু সময় লাগিবে।' আসামীর উকিল বোকার আপত্তি করিতে লাগিলেন। পুনরায় জজ সাহেব বলিলেন "Will not that girl be able to identify him?" সরকারী উকিল বলিলেন 'হুজুর এ সাক্ষী যে সরকারীর লোক ফরিয়াদে ইহাকে সেই বালিকা পাঠকদের সঙ্গে একবার ঘরে দেখিয়া চিনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ. যাহা হউক আমি তাহাকেই আনিতেছি।"

ক্রমশঃ

দুই বৃদ্ধের তীর্থযাত্রা

(আইরিশ কিংবদন্তির একটি গল্প অবলম্বনে)

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।

(১)

দুইটী প্রতিবেশী বৃদ্ধে বড়ই ভাব। একটী দুরন্ত খাটিয়া দুইটী বেশ দুই পয়সা করিয়াছে। নাম একিং ডাবলিন, অপরটীর তত সচ্ছল অবস্থা নয় তবে অন্যের অপেক্ষা ভাল বলিয়া, একরকম করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। নাম ইসাইয়া ব্রোজ্।

একিং বাড়ীর বাহির হইতে ভাল বাসেন না. গৃহিণী প্রফুল্লিত ও মুখরা। তিনি যাহাকে ভয় বলে করেন না, এমন কি যম বা তাহাকেও দুই পয়সা ব্যবহার করেন না। তাহাতে একটী মস্ত কথা জীবনে বলেন নাই। তিনি প্রতিবেশীর গৃহিণী প্রায়শঃকালে দুইবার বেশ করিয়াছিলেন। যখন পরস্পরে ঘরের ছিলেন ঘাড়া পরে কোনও অসাধুতার পরিচয় ছিল না। তাঁহার সন্তানের অনেকগুলি প্রতিপালন। দুইটী ছেলে, একটী বিবাহিতা মেয়ে। সব একসঙ্গেই থাকেন। তাঁহার গৃহিণী ছেলেটী, সমস্ত লোক হইতে উঠিয়ে বসা, পুত্রে বিরক্ত করিতে সর্বদা। যদিও বাড়ীর কোটা পার হইয়াছেন। বাড়ি একটু সাদা হইয়াছে. তবে কিন্তু চলে তত পাকে নাই।

আর ইসাইয়া তত ধনীও নহেন তত গরীবও নহেন। আগে গুদামের কাজ করিতেন, তাহাতে একটু নাম ডাক ছিল। এখন কতকটা বৃদ্ধ প্রায় হওয়ায় বাড়ীতেই থাকিতেন এবং মধুমক্ষিকা পুষিয়া মধুর চাষ করিতেন। একটী ছেলে কর্মোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছেন। আর একটী ছেলে বাড়ীতেই থাকে। ইসাইয়ার স্ত্রী মারা গিয়াছেন, তিনি সাধী প্রকৃতির। সত্য কথা বলিতে কি তাঁহার কখনও কখনও একটু পান দোষ ছিল। বড় প্রকাশ করিতেন। সন্তানেও একটু অনুরাগ ছিল। তবে তিনি সাহিত্যিক লোক। পরিবারস্থ আত্মীয়ের সহিত ও প্রতিবেশীগণের সহিত বেশ জমাট ছিল। বেশ্‌তে একটু বেশী ভক্তি ছিল। গৃহিণীর বিশেষ দুষ্টির এরা সেই ইসাইয়ার মত বুদ্ধ ইসাইয়ার মাথায় টাক ও ছিল। এই দুই বৃদ্ধ আজিন হইল একদা পণ করিয়া ছিলেন, তাঁহারা ইস্রায়েল বেথলেহেমের তীর্থ একত্র

সময় করিবেন। ইহার একটির প্রায় সময় পাওয়া যায়। সকল সময়ই তাঁহার হাতে কাজ। একটা বড় কাজ হাতে লইয়া শেষ করিতে না করিতে আর একটা বড় কাজ আসিয়া পড়ে। প্রথমটি বিশুদ্ধ সোনার বিষয়ে আলোচনা করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। তাহার কমিটি পুরস্কার পুনর্বিচারের ভারও প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন। তাহাতে এবারেও নূতন কিছু সিদ্ধান্তে আসাতে যাদুর থাকিলেন।

এক দুইটি দিন, পুরস্কার বণ্টনের ভারটি তাঁহার উপর রহিয়া গেল কিছুতেই অবসোলকন করিতে পারিলেন।

ইলাইসা সিদ্ধান্ত করিলেন, আজ আমরা যে পথ অতিক্রম করিলাম, তাহার একটির পরিচালনা করতে হবে। একটি তালিকা দুইটা বন্ধুর করিয়া, তাহা কিছুক্ষণ অনেক চিন্তা করিয়া, পরিশেষে বলিলেন, আমাদের আর একটু অপেক্ষা করতেই হবে। এ রহস্যটা আমার মনে বড়ই ধরিয়াছে। এই যে ঘটি ঠোঙা রহিল, ইহার একটি কাল (প্রায় ১৮০৲) পাওয়া যায়, কিন্তু এ যাবৎ কিসের পড়ে গেছে। মোর হয় যেন আরও কিছু দরকার হবে। আমরা ঠাঁই আসুক, তখনকার কিছু হয় যেন, সেই সময় দুজনে মিলিয়া তীর্থ যাত্রার বহির্গত হব। ইলাইসা উত্তর করিলেন, যেন পথিক বর্তমান কালটা আর মুলতুবী রাখা উচিত নয়। আমার ইচ্ছা যেন আমরা শীঘ্রই যাত্রা করি। বহুকাল তীর্থযাত্রার বড়ই উপযোগী। একি বলিলেন, সময় উপযোগী বটে, কিন্তু ঘটি যেন না ঘরে ফেলে পারি না। ইলাইসা তখনকার প্রতি উত্তরে বলিলেন, ওটা আর ভাবনা তখন তার নিয়ে চল। তোমার ছেলেরা যেন দেখতে পারে। একি ধর্মিলেন, তা কি করে হতে পারে আমার বড় ছেলে বিবাহের উপযুক্ত হয়। তখনও তখনও তার পায়ের মাংসটা অঁচড়ান বহিয়া যায়। ইলাইসা হাসা বাড়িয়া বলিল, যে প্রতিবেশি! আমরা ঘরে যেন ছেলেরাই যেন আমার দেখিবে, তা এখন যেন তাহারা হয় তার আমার করুক। একি বলিলেন, ইহা ভাই তা ঠিক, তবে আমি যে কাজটা আরম্ভ করেছি তা শেষ করতে যাব। ইলাইসা বলিলেন তাহার কাজের শেষ নাই। ইহা অসম্ভব

বুঝলে? একি একটু বিরক্তির হইলেন। পরে বলিলেন, যখনই তাহার আমার ঘরসা করেছি, তখন যেন তীর্থযাত্রা করা যায় না। অন্তত: এমন কাজ হাতে থাকা চাই। ইলাইসা হাসা করিয়া বলিলেন, তবু আমাদের দুটি বন্ধুকে বন্ধুর দুটি বন্ধু নিয়া পরলা তোমার। আমার যে কিছু নেই, কিন্তু তুমি কিন্তু ঠিক তা জেনে পরল দুই যাবে। বন্ধুর মন একটু নরম হইয়াছে দেখিয়া ইলাইসা পুনরায় বলিলেন যেন আমাদিগকে তাড়িয়ে তবে চলবে না, তবে যখন তোমরা তীর্থ পর্যটন অন্তে ঘরে আসবে যাবে তখন ১ম। বলেছি ত ইলাসের আমরা তোমে না, আমি একটি একটি হ'তে কিছু কাজ করতে, পরে না হয় আর দুটি তোমার প্রতিবেশীকে যেন করা যাবে। শোন একটি আমি কত করছ।

(২)

ইলাইসার কথায় একিরও মন কিছিয়া গিয়াছে। প্রভাত না হইতে হইতেই একি ইলাইসার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। তার অনেক আগে একি বলিলেন, ইলাইসা আজ তুমি ঠিক বলেছ, তবে আমরা যাত্রা করি, তীর্থ যখন তখনকার কাজে। এখনও পরীক্ষা আরো দুই তীর্থযাত্রার এই তো অবসান।

সপ্তাহ পরে, দুইটি বৃদ্ধ যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। একিরের হাতে অনেক টাকা ছিল। একে অনেক ছিল, আর দুঃখ কষ্ট দূরে সমাজ করতে তত্ত্ব দিয়া গেলেন। ইলাইসা অনেক সোনার বিক্রয় করিয়া ৭০ টি রুবল (প্রায় ১০০৲) পাইলেন আর ৩০ খিনটি রুবল (প্রায় ৪৫৲) আত্মীয় স্বজন প্রকৃতির নিকট হইতে সংগ্রহ করিলেন। ইলাইসার স্ত্রী নিজের অলঙ্কারগুলির জন্য যাহা অনাবশ্যক বলিয়াছিলেন তাহা স্বামীকে দিয়া দিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে হার খানি করিয়া সমস্তই বন্ধুকে দিয়া দিল।

একিরও তাঁহার ছেলে পুত্রকে তাঁহার অনুপস্থিতি কালীন কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিলেন। তখন এত কম পরিমাণে খাদ কাটিতে হইবে, অমিত লাভ তোমার বাড়ি তোমাই

হইবে, তুমি নির্ধারণ দেখ তাহাকে কি কি কাজ করিতে হইবে, তাহা বিশেষরূপে বলিয়া দিবেন। তাহার পর কখন কিরূপে তাঁহার আদেশের প্রয়োজন হয় বলিয়া দিবেন। সকলকে ডাকাইয়া তাঁহার ঠাঁই এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন, তবে আমি যে ঘরটি মেরামত করিয়াছি, তাহা যেন আমাদের অন্যান্য মেরামতের সহিত মিলিয়া না যায়। আর যদি অতিরিক্ত অনুমতিপত্রের কোন বিশেষ কাগজের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সকল উপস্থিত ব্যক্তি হইতে প্রতিযোগী লওয়া হইবে। তাহাতে যেন বিলম্বের কারণ না হয়। কলাফলের জন্য একটি বাক্সের মুখে আমিলেন না। কেবল বলিলেন, যে কাজ করে তাহাকে সে কাজে কাজ দেওয়া হইবে। আমি আর কি বলব। সকলেই মনে মনে ঈশ্বরের নাম লইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কাহারো কাহারো কার্য্য শেষ হইয়া গেল। নূতন ছুতার মিস্ত্রি এবং রাজমিস্ত্রি একত্র এক এক জন করিয়া অতিরিক্ত কুলি সঙ্গে লইলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার বাটীর সকল প্রকার ত্রুটি সংশোধন করিতে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ইমারতের মধ্য অংশের পরিপূর্ণ, গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মধ্যে মধ্যে মুখের কথা বিক্রয় হইতেন। কেবল এই ছিল—বড় মেয়ে ও ভগ্নীরা কেমন করিয়া আছেন, আর বাহারের বয়স কত বাড়া না বলে, কারো কারো বয়স কমাইয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ করিয়া যেন লাভিয়ে দিবার আশা করিতে লাগিলেন। মুখরোচক কথাবার্তার নাম করিতে লাগিলেন এবং পুরাতন ব্যবসায়ীদিগের জীবনী আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তবে কাজ কথা বন্ধ করে তাহা করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ কৌতুক কলকলে যেখানে সেখানে আসিয়াছিলেন, তাই কিঞ্চিৎ বিরত হইয়াছিলেন। তবে একটুকুতে যেন পরিশ্রমের নিবৃত্তি হইতে বিলম্ব লাগে। যাহা যাহা একটু এদিক ওদিক হইয়াছিল, তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। বেলিক খুব যেন কাজ করিতে ভালবাসে না বলে পাঁ কাজে এক একটা ভুল থাকে, তাহা ও বলা যায় না। তবে ইমারতের কর্ম্ম এমনি আর ও কিছু ছিল না। বাড়ীর ভিতরে যে অংশ করিয়াছি সে বাড়ীর কি হইল? আমি যা বলে এসেছি, তাহাতো কি হাই হয়েছে? আমার যেমন যেমন আদেশ হয়েছে তা তাহার সকলই দেখিতেছি, তাহার মধ্যে কোন কোন ছোকরা কি আমার অধিক উপকার করিয়াছে? এমন কি কখনও কখনও মনে করিতেন আমার ভিতরে গিয়ে তাদের কাছে বলে আসব না কি? পরে নিজেই নিজের চিত্তের ধারণা বিফল করিতেন।

(৩)

আজ পাঁচ সপ্তাহ হইল কার্য্য সকলকে চলিয়াছে। ছুতারের ঘুরা মোড়াইও সম্পূর্ণ হয়ে আছে হইয়াছে। খুব ভালো মানুষ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রয়োজনে মাঝে এক জোড়া করিয়া নূতন ঘুরা দিতে হইল। এতদিন ঈশ্বরের অনুগ্রহে মাসিকপত্র ও আর সমস্ত করিয়াছিলাম। আজিকালকার পাঁচ ঘুরি পিছে, স্ত্রীলোকদিগের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য ঘোমটা ব্যবহার করিতে হয়। তাই তখনে মাঝের বাড়ীর প্রতিবিধান ইমারতে যে করিতে পারিল, সেই আমাদের প্রতিযোগীতা প্রকৃত আমাদের সহায়ে করিয়া দিল। শুধু তাহাই নয় কিন্তু আমাদের কেহ কেহ তাঁহাদের মাঝের ভিতর করিয়া দিল, যাহাতে তাঁহারা দুই তারি দিন থাকিতে পারেন।

এইরূপে দুইটি ঘর প্রায় পাঁচদিন মাঝে বিলম্বের অধিকার করিল। কিন্তু তাহাতে, এমন প্রয়োগে আসিয়া পড়িলেন, যেখানে ঘরগুলির কাজ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন বিলম্বের মাসিমার কিছু আর দিতে হয় না। এমন কি অর্থাভাবের মাঝের সময় কম বড়ই দুরূহ হইয়া পড়িল। লোকে বলিত ঘর বসতের সম্পূর্ণ অবস্থা হইয়াছিল। যাহারা পরী তাহাদের সর্বস্ব ফেরত করিতে হইয়াছে। অবশিষ্টগণ আমার ও পরীবর্গের কতক স্থান আগে করিয়া ঘুরে চলিয়া গিয়াছে, আর যাহারা ঘুরাগে করিতে পারে নাই, তাহারা ভিক্ষায়, পুরাণাগে, অভিক্রমে কালযাপন করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা ঘুরে থাকিয়া থাকিতে হইত।

দিনের পর দিন যায় তাঁহারা এতদিন মাসিকাগে

একটী ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া সাহেব সেই কটী ক্রয় করিলেন। রাত্রে বিশ্রাম করিয়া আবার ভোরে উঠিয়া চলিতে লাগিলেন, আট মাইল চলিবার পর একটী নদীর ধারে পৌঁছিলেন। নদীর তীরে উপবেশন করিয়া, জলাহারে ক্ষুধা দূর করিয়া সাহেব একটী সিগারেট ধরাইয়া করিলেন। তারপর পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইলাইসা মনের চিন্তা হইতে বেশী দূর গেলেন। তাহাকে এখনি যাত্রা করিতে বলিলেন, তাই তোমার এই দু আনাটা দেন আর ইলাইসা হাত বাড়িয়া বলিলেন, আমার এতদ্বারা এতে কি আর যায়? তাঁহারা দুজনে যাত্রা করিয়া চলিলেন। ৮ মাইল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটী বৃহৎ পল্লীগ্রামে পৌঁছিলেন। তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। ইলাইসা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। বৃদ্ধা বিধবার বাড়ীতে অন্ন একটু আশ্রয় করিতে লাগিলেন, সাহেব পথে চলিতে লাগিলেন ইলাইসা গৌরবের করিয়া বলিলেন, তাই আমি একটু ভালো ছেলে বেশি, তুমি এখানে, আমি পিছনে তোমার মাথার ঘড়ি। এই বলিয়া ইলাইসা একটী ক্ষুদ্র ঘরের দিকে ফিরিল।

অন্ধকারে ছোট। এত শুধু কাল তিন পল্লীগ্রাম কথা। কাল ও কথা হাতটী ধুইবার জন্য। তবে তাহারা নূতন পল্লীগ্রামে না যেখানে আসে বলিয়া পড়িয়াছে। একাধিকবার চাল ছাড়া করিতে হইবে। ইহাদের ভিন্ন দিয়ে প্রবেশ যায়।

ইলাইসা ঘরের মধ্যে এক বৃদ্ধা দেখিলেন, বৃদ্ধা বিধবা-বাড়ীর মাটীর মাটীতে বসিয়া আছেন, সাহেব উপর মাটী ফেলিয়া একটী কে ঘরিয়াছে যে ঘরে বাড়ীর ঘরের মধ্যে খুব দূরে উপর বসিয়া পড়িয়াছে। ইলাইসা তাহার নিকট গেলেন, এবং চরিলেন, কে ও? [illegible] মাটীর আসনে বসিলেন কোনটী বোধ। বৃদ্ধা নির্বাক। তিনি সাহেবের কাছে দুঃখের কথা ইলাইসা ঘুরিয়ের মতো একটী বিশ্রী ফলফলাদি করিলেন। সমস্ত কথা শেষ হইলে ইলাইসা বিস্ময়ে কে আছেন তার এ ঘরে বাড়ীর কোনও উত্তর নাই। তাহার নিজের একটী অনুমান দিয়া, সমস্ত উপর হয় ঠক করিলেন। কোনও উত্তর নাই। আবার ঘিরে কোনও দুই একটী কথা বলিয়া কোনও উত্তর নাই। সাহেবের সেবাপরায়ণা কোনও কিছু কোনও উত্তর নাই। ইলাইসা নিরাশার অভিমানেই কাতর। এই দুটীর সাধীর না আসায় সমস্ত যাইবার অনুমতি করিয়াছেন এমন সময় দূরের মাঠ দিয়ে একটী মনুষ্যের ছায়া কে আসি তুলিতে পাইলেন ইলাইসা বলিলেন, নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধাবাসী গৃহের পরিবারের কোনও বিশেষ হইয়াছে। আমার উচিত দুটীকে ভিতর দিয়া যেতে। ইতিমধ্যে ইলাইসা দুটীকে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

স্মৃতির উপসংহার।

(শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ)

বিশ্বের কার্য্যের অনুরোধে কত সন্তান পূর্ব্বে করিবের জন্য আসিতেছে। অনন্তাকাশের পরিমাণের এত পরিবর্ত্তন হয় কি করিয়াছে। পূর্ব্বের আসিতেছে ও আসিতেছে আসিতেছে। উঃ কি প্রকৃতি! আর সেই বাল্মী ইন্দ্রিয়ের, পুরাতনীদিগের অকাতর অর্থদান, বধির-বাণীর কটুভাষণ নাই। আর বলিবামাত্র কত

ভাব, মন্দির ঘারে ও অভ্যন্তরে পয়সা দিবার স্থানে স্থানে ভীড় দেখা যাই। "পয়সা পয়সা" উচ্চরব শ্রুত হয় না; মন্দির-ঘারে ও মন্দির-মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্মচারী নিযুক্তভাব কিছুই দৃষ্ট হয় না; পূজার্থীদিগের সমক্ষে যে ছোট 'বোর্ড্টি' পড়া যায় তাহা নাই। যে স্থানে বিবাদিনি "দেখি দেখি" রব শুনা যাইত, আজ, কি জানি ভাবার কারণ, সেই স্থানে "শব্দ শব্দ" রব শুনিলাম। যে গ্রামে অষ্টাদশ, নিজীব সজ্জাবাহকাদী পাণ্ডাদের ছায় ঘোর, ঘুরিয়া বেড়াইত; সেই তারকেশ্বরে আজ বেশ্বুই সমাগমের দেখিলাম। যেখা অসংখ্যি ভাগুক্ত যাত্রীর ছায় শুদ্ধ কৃষ্ণ বিশ্বাস ইতস্তঃ বিচরণ করিত, তথায় নিজীব বেশধারী পাণ্ডাদিগের অনস্তিত্বেরে সকলের বিস্ময় জন্মিয়াছে। ভীতির পরিবর্তে শান্তি, আশার পরিবর্তে সন্তোষ, ঘৃণার পরিবর্তে শ্রদ্ধাভক্তি দেখিলাম। শান্তিময় নিয়মে প্রত্যেক ব্যক্তি—মন্দিরের মধ্যে, ফিরিতে, পথে, ঘাটে, গাড়ি—নির্দ্দিষ্ট শান্তি বিরাজিত। স্বার্থান্বেষী সাধুদিগের স্বার্থত্যাগ, পবিত্র তীর্থের পবিত্রতা যেন পরস্পরে বর্দ্ধিত করিয়া সকলে 'স্বর্গের জন্য' ঘোষণা করিতেছে। পরস্পরে মর্ত্তভূমিকে স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছে। সাধু তারকেশ্বরের স্থানে, সাধুদিগের ভাবে, মহতের মহত্বে, তারকেশ্বর আজ প্রকৃত তীর্থ—ভক্তি-সুধা-সান্ত্বিপূর্ণ স্থান হইয়া স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। যদি পুণ্যক্ষেত্রে দেখতে, যদি মহাতীর্থ দর্শনের বহু সঞ্চয়, যদি স্বার্থত্যাগী ধার্মিক দেখিবার ইচ্ছা হয়; এ তীর্থে একবার ঈশ্বর বিশ্বস্ত বাহীর ব্যবসায়ী স্বার্থত্যাগী, ধার্মিক সাধু দেখিবে। যাবার পূজারীর দর্শনপ্রার্থনার শ্রীযুক্ত ঈশান বাবু ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় তাহার সাধু ভিন্নের উদ্যোগী। ঈশান বাবু ও সত্যেন্দ্রকে দেখিলে মনে হয় পরোপকারই ইঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, পরসেবাকার্য্যই ইঁহাদের ধ্যান, পরসেবাই ইঁহাদের জপ, এবং কর্ত্তব্যপালনই ইঁহাদের ইষ্টদেব সেবা। যে স্থানেই তাঁহাদের দেখিলাম সে স্থানেই স্বার্থত্যাগকে দেখিলাম; অথবা যথার্থ মহাত্মাদিগের নিম্ন আসনে তুলিলাম যথার্থ ঈশ্বরকে সন্তানরূপে দেখিলাম। তাঁহাদের উচ্চতর মুখে "মা, মা" ও "ভাই, ভাই" রব শুনা যাইত। মাতাকে তাঁহারা 'মা মা' ভাবে ও পুরুষ যাত্রীদিগকে 'ভাই ভাই' ভাবে আহ্বান করিতেন। যাত্রীদিগের ঘোষ, প্রান্তি দূর করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি হয় রাত্রি ৭টা দিয়া যখন ঈশানপুরে ফুর সিগারেটটি হইয়া যখ: আসে করিয়া উঠিল, তখন সাধু ঈশান সে হতভাগাকে কোনও স্থান দেয়া নাই বলিয়া তাহাকে তার জন্য নিজ সাধু ঈশান সকল করিলেন। যত ঈশানবাবু! সাধু ঈশানকে বলে সেদিন আপনাকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। তাগী মহাত্মার এইরূপ। যেদিনে আমাদের তারকেশ্বরে যে যেরূপ মনস্কামনা নিয়ে যাইতেছে, সাধু মহাশয় তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। একজন নিম্ন বলিল 'আমার এই আবদার', মহাশয় হইল এ। সাধু সে ব্যক্তির অবাধ রোদন করিলেন। অপর কেহ নিম্ন বলিল—"আমি নিম্ন নিরপুত্র রহি, এখানে মহিলা থাকিব, নিম্ন যাহাতে অবিলম্বে পূজা করিতে পারি তজ্জন্য আমার মহিলা নিম্নবিহারী নিম্নবিহারে পূজা করিতে দিন।" মহাত্মা ঈশানবাবু এ আবার মোচন করিলেন—যাত্রীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণতে যাত্রীকে প্রায় তাহার ইচ্ছামত পূজা করিতে দিলেন। পূর্ণ ঘোষ ও ঘোষের ঘোষণাবীর এ মহিলা নিম্ন পূজা, সকল যাত্রীর পূজা প্রায় করেন নাই। আজ তথায় আসিয়া তারকেশ্বর আর যে তারকেশ্বর নাই, আজ ইহা সাধুদিগের, ত্যাগী জনের স্থান। যাত্রার ঘোষ আজ সকলের প্রাণ বন্ধ; 'আয়েশী চলনসই (আয়েশী)' প্রকৃতই যাত্রার চলনের অনুরূপ। অধিনায়কের প্রাণ নাই।—'ঘোষ যায় মুড়ু-ভাব' হওয়ায় অনেক কমে গেছে। এ পরিবর্ত্তন কি স্থানের কি করিয়াছে—পূর্ব্বের ঈ: সৌ—সেই স্থানকে স্বর্গ করিয়াছে। এখানে যাত্রী যত নির্দ্ধি সকলেই আসিয়া যাবাকে পূজা করিতেছে, যাত্রীর ঘাটি এ ঘুণাবিবর্জ্জিতকে পূজা করিতেছে।

শিক্ষা-সংক্রান্ত

অন্নদাপ্রসাদ লাহা বিদ্যুৎ জ্ঞানদায়ী সভা।

১২১৩ সালের উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদলের পুরস্কার বিতরণার্থ মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র শ্রীযুক্ত রাজিলাল চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সভাপতি হইয়া নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন :—

(ছাত্রগণ)

ঐ। পণ্ডিত পুরাপ্রসাদ শতকীর্ত্ত ছাত্রবৃত্তি ১৫ মাসোহার মাসিক দেয় অভিলাষী। মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত কুচবিহারাধিপতি প্রদত্ত স্বর্ণ পদক ও মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সকাশম মুখোপাধ্যায় মহাশয় "সুবর্ণমেডেলী" রৌপ্য পদক ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার মহারাজা কুচবিহারাধিপতি প্রদত্ত নগদ ৪০, সকাশ টাকা।

(বেহার বর্ণন)

১। পণ্ডিত নাথ বেদান্তচার্য্য বেদান্তবৃত্তি, বিদ্যাভূষণাধি বর্ত্তমান। মহামান্য মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহারাজাধিপতি প্রদত্ত স্বর্ণপদক।

(অলঙ্কার)

৩। ধরেশ চন্দ্র স্মৃতিরত্ন, মধ্যমীন। রাজর্ষি গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী প্রদত্ত রৌপ্য পদক।

৪। সুধাসুধার স্মৃতিরত্ন বক্তিয়া শ্রেণী। অভিধান শ্রীযুক্ত রাজাপ্রসন্ন ঘোষাল "বিদ্যাবারী" রৌপ্যপদক।

(সাংখ্য দর্শন)

৫। সুরেন্দ্র নাথ সাংখ্যতীর্থ মধ্যমীন। রাজর্ষি গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী প্রদত্ত রৌপ্য পদক।

(পুরাণ)

গোপেন্দ্র ভূষণ পুরাণরত্ন মধ্যমীন। শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী প্রদত্ত "ঐ.বৎ" রৌপ্য পদক।

(ন্যায়)

১। হরীকেশ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কাব্যোত্তম, মধ্যমীন বাহাদুরী। রাজর্ষি গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী প্রদত্ত রৌপ্য পদক।

২। বৈদ্যের নাথ কাব্যতীর্থ কাব্যোত্তম। মধ্যমীন। মহারাজ প্রদত্ত রৌপ্য পদক।

৩। যদুসূদন ন্যায়রত্ন বেদান্তবাগীশ। অভিধান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মৈত্রমজুমদার প্রদত্ত "ন্যায়রত্ন" রৌপ্য পদক।

(ব্যাকরণ)

১০। অন্নদাচরণ ব্যাকরণতীর্থ কৈলা বর্দ্ধমান। মহারাজ পরিচয় বিদ্যাবারিধি বিদ্যাবারিধি মুখোপাধ্যায় রৌপ্য পদক।

ব্যাকরণের পদ বা.বৎসরের অভিধান ব্যাকরণ এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মিত্র প্রদত্ত "ব্যাকরণী" রৌপ্য পদক।

শ্রীমহিমুদ্দিন স্মৃতিরত্ন সম্পাদক।

১০-৩-১২

ভারত সাহিত্য পরিষদ- পরিচালনী পরীক্ষার জন্য আবেদন পত্র লওয়া হইতেছে। প্রশ্ন পত্রের উত্তর আবশ্যক যে কোন ভাষায় দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ বিবরণ ও পাঠ্যতালিকা নিম্নে এক আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে আবশ্যক। শ্রীযুক্ত চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ, সম্পাদক ভারত সাহিত্য পরিষদ, ৭৮ নং বেনিয়াটোলা, প্রয়াগ (এলাহাবাদ)

কর্ম্মখালি

"Wanted for the Shikarpur H. E. School, Nadia, an English-knowing Kabyatirtha Head Pandit on Rs. 30/- a month. Apply stating age and caste."

Surendra Mohan Maitra
Head Master,
Shikarpur H. E. School
996—3-4-25. (Nadia)

"মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে একজন কবিতীর্থ পণ্ডিতের আবশ্যক।

সম্পাদক,
চাকুলিয়া বঙ্গ হাই বিদ্যালয়,
৯৯৯—৩-৪-২৫ পোঃ আঃ চাকুলিয়া, ২৪ পঃ।

WANTED an experienced Matric strong in English or an F.A. or I.A. for the Nimta Special School on a pay of Rs 15/- a month with free board and lodge on tuition. Also an English-knowing V.M. pandit (Vernacular mastership passed) for the above School on a pay of Rs 15/- a month with free board and lodge on tuition. He will have an additional income from Re 1/- to Re 1/- a month on opening a Coaching class. Apply at once with copies of testimonials stating age and caste. to the

Secretary,
Nimta Special School, Nimta P. O.(24-Pargs)
997—3-4-25.

"সহকারী প্রধানশিক্ষক আবশ্যক। সহকারী সম্পাদক। বঙ্গভাষা প্রধানশিক্ষক আবশ্যক। গ্রাম—কাশাইডাঙ্গা, পোঃ—সোনাঝুরী। (বাঁকুড়া)। ১০০১

"একটী সজ্জন বৈদ্য বালক দুই তিনি আনুমানিক পড়িয়া নিজ করিতে চাহেন ও আমার, বিনা পয়সায় তাদের থাকিতে পারিবেন ও কিছু অতিরিক্ত আদায় আছে এরূপ ছেলের আবশ্যক, আহার, পরিধেয় ও এবং বাসস্থান পাইবেন যদি কবিরাজী পড়ে কিছু আদায় থাকে যাহা হউক বড় মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। আবেদনকারী তাঁহার নিবাস ও সব পরিচয় সহিতপত্র আবেদন পত্র লিখিয়া জানাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র আবেদন করুন—

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কবিরাজ, আয়ুর্বেদবিশারদ।
ডুমরিয়া, শ্রীরামপুর—হুগলী। ৯৯৬

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশপাট থানার অধীন ঘুলাই হাইস্কুল এক একজন বৈদ্যবংশীয় পাস ছেড় পণ্ডিতের আবশ্যক, মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা মোকামী ও বাসস্থান পাইবেন, কিন্তু টিকানা আবেদন করুন।

ছেড় মাষ্টার, কেশপাট মিঃ, মেদিনীপুর।
পোঃ কেশপাট। জেঃ—মেদিনীপুর।

যাহাই হউক সাধারণ বিজ্ঞাপনের মত কেবল পৌষ কবির অথবা পৌষ কবিতার আকারেই ইহাকে আমরা মুদ্রিত করিব। ইহার বেশি কিছুতেই করিতে পারিব না, বেশির ১৯-১৫ মিঃ লিখিয়া ইহাকে পাঠাইবেন না।

ইতিহাস ও ভূগোল (২য় পুস্তক)।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু, বি এল।

মেঃ—ইণ্ডিয়ান। কেঃ—হাওড়া।

১১১

"WANTED a Third year Normal passed Drill and Drawing master on a monthly pay of Rs. 20/- for the Matiaburj H.E. School. An experienced man and one ready to join at once preferred. Apply at once to the Hon. Secretary of the School, Garden Reach P.O. Calcutta." 1005

কি চান ?

এমন একখানা মাসিক—যাহে ছাপা, কাগজ ও চিত্রাদির অনেক কিছু আছে, আর কিছুতে পারুল পুরস্কার আছে, আমরা তাহা নাই ইহাতে আছে—তবে আপনি কাজই (বেহালেরদের একমাত্র মাসিক) আজীবন গ্রাহকের চাঁদা মূল্য ১৫০ মাত্র।

আপনার বাংলার গার্হস্থ্য ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা আছে? বেলা যায় বিনামূল্যে আমি আপনাকে তাহার ইতিহাস লিখিয়া দিব। কোন ২৫৫ বংশের আমি আপনার ভাগ্যে ইতিহাস লিখিয়াছি। ২৫৫ পৃষ্ঠার পূর্ণ ইতিহাস ৫৲; অর্ধেক ৪৲ লিখি পেজ ৪৲...

বিনীত আমাদের "বাঙ্গালী" ক্ষেত্রমোহন।

ফুটবল ফুটবল

আমাদের এই ইংরাজী ফাইনাল হইতে ফুটবল ঘটিতের আমরা বিলাতী বিক্রয়ে শেষ হইয়া থাকে—বিলাতী আমরা ফুটবল আমাদের। আমরা যে ঘটি আমরা ও সেইজন্য ফুটবল হয়। (চাহিয়া ও ফোন নং) ১৯৯ নং ... ৯৯, ... ৯৯, ... ৯৯,

আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘ

৬২।১নং বিডন ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

শোণিতাকৃত।

দেহীর বলের মূলে প্রকৃত অনুষ্ঠোপম লালসা।

এই বাহা উদ্ভিদের একমাত্র উপাদান, তিন আমাদের দেহী আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘের বিজ্ঞানাচার্য্যগণ মানব দেহের অধিক মূলের সন্ধান ও সহ মূলের সন্ধান করিয়া দেহের পুষ্টি আনিতে ক্ষমতা হইয়াছেন। ইহা নিশ্চিত দেহের সাধারণ দেহ, অগ্নিমান্দ্য দেহ, পুরাতন মাথাধরা দেহ ও রোগ, পাঁচড় প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগ সমূলে বিনষ্ট করিবে এবং ইহাতে অকাল রোগ ও বৃদ্ধাবস্থা দূরে আসিতে পারিবে না। ইহা খাইলে মৃত্যু হইবে, ইহাতে সকল ঋতুতেই সমানভাবে দেহ রক্ষা করিতে পারিবে, ইহা সেবনকালীন কোন প্রকার বাধাবাধি নিয়ম নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲, ৩ শিশি ২৲, মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ মূল্য ⁄১ সের ৮৲, অর্দ্ধসের ৪৲, ¼ সিকি সেরের ২৲, ½ সিকি সেরের এক ডবি ৸৲, অর্দ্ধসিকি ১ডবি ১৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

বিশুদ্ধ মুষলীপাক ১সের ৮ডবি ১২৲, ½সের ৬৲, ¼সের ৩৲, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ১ডবি ৸৲, অর্দ্ধ ডবি ৸৲, সিকি ডবি ১৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

দেহ, রক্তের, অগ্নিমান্দ্য ও বাতব্যাধির একমাত্র মহৌষধ।

"শুক্রবৃদ্ধি"

যৌবনের চাঞ্চল্য যেই প্রত্যেকেরই মনে হইয়া থাকে, যাই বলিয়া চিরদিন যৌবন যোগের মহৎ যোগ করিয়া দেহ ও মনের পুষ্টি নষ্ট করিবেন কেন? ভোগ করতে কি না হয়? হয়ান না হইয়া আমাদের "শুক্রবৃদ্ধি" সাধনার করুন—দেহিদের দেখে একবার অনুভব করিবেন, চক্ষু থাকিতে অন্ধ না হইয়া আমাদের ঔষধ সেবন করুন—ইহার প্রাণে আপনার করার হইবে। মূল্য ১৫ ঘটী ১ কৌটা ৩৲, এক টাকা, ৩ কৌটা ৪৲, মাশুল স্বতন্ত্র।

ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য ও যন্ত্রবিকারের একমাত্র পরীক্ষিত মহৌষধ

"স্ফূর্ত্তিবৃদ্ধি"

বাঙ্গালার অনেকানেকবিচারী এই পীড়ায় প্রবাস করেন। তাঁহারা এই বারিদ্রের হইয়া আমার অন্ধকারময় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শেষ অনুরোধ তাঁহারা আমাদের অতি পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত ঔষধাদি সেবন করিয়া অচিরে প্রাণে তৃপ্তিলাভ করুন। ইহাতে অম্লাম্বাস ও বাতুরোগ নষ্ট করিয়া পরীক্ষার ক্ষেত্র, কান্তি বৃদ্ধি করিবে। মূল্য এক কৌটা ১৲, তিন কৌটা ২৷৷০, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কুঞ্চিত কেশের কেশ তৈল

বিজ্ঞানকুন্তলেশী

এই তৈল ব্যবহারে চুলের অস্বাভাবিকতা, কেশ উঠা, টাকপড়া, কেশের রুক্ষতা নষ্ট করিয়া কেশকে কুঞ্চিত ঘন ও মৃদু করে, অধিক ঔষধি ব্যবহার করা বা আবশ্যকমতে প্রস্তুতি যে কোন প্রকার শিরঃপীড়া হইতে না কেন অচিরাৎ দূর করিয়া মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের প্রকৃত থাকে। মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা, ৩ শিশি ২৷৷০, মাশুল স্বতন্ত্র।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাইবেন। পত্র লিখিবার ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—

কবিরাজ বি. কে. বিশ্বাস, "আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘ", ৬২।১নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এডুকেশন গেজেট

৮৮ বর্ষ

সর্ব্বত্র সমবেতোঽহং বিবিধা জ্ঞানচক্ষুষা। প্রতিগ্রামাদাত্মো বিত্তং স্বকর্ম্মে বিনিযোজয়ে।
সর্ব্বেষাং সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।
আত্মনো বৎ যথা নিত্যং তথ জ্ঞানেন পশ্যেৎ পশ্যেৎ। ইতি শেষোঽবিধিবীতৈষা ক্রিয়তে জ্ঞানবত্তয়া।

৫৭ খণ্ড] শুক্রবার, ২৭শে চৈত্র ১৩৩১, ১০ই এপ্রিল, ১৯২৫ [৫২ সংখ্যা

বেদে ভক্তির কথা আছে কি না?

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রণেতাদি গ্রন্থ প্রণেতা পুলনার শ্রীযুক্ত বিনয় বিহারী ঘোষালমহাশয়ের উপহার।]

বেদে যে কথা আছে, জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করিলেই প্রকৃতভাবে আছে। যাঁহারা বলেন, বেদে ভক্তির নামই নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। বেদের মন্ত্রগুলির অর্থ যথাযথ ভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে, তাহারা ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। একটী মন্ত্র* বেদ, প্রার্থনা করিতেছেন,—হে অগ্নি! (পরমাত্মা) আমি তোমাকে কি করিয়া প্রাপ্ত হইব? আমি ত আর তোমার উপরে দেখিনা, আমি কেবল প্রতিদিন তোমাকে 'আমা আমা' বলিয়া ডাকিব, অর্থাৎ আমি পূর্ণভাবে তোমারই শরণাগত হইব, তুমি আমাকে চলাই দিবার জন্য বলা করিও। [মন্ত্র প্রকাশ করে আছে, তাহার সায়ণের ভাষ্য পাঠ প্রকাশ, মূল ভাষ্য এক প্রকার—ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধ। যার যে, সে ভগবানের ভোগ্য। এই ভোক্তা-ভোগ্য ভাব যখন পূর্ণরূপ ধারণ করে, তখনই 'আমা আমা' হয়] বেদের আর একটী মন্ত্রে বেদ কি বলিতেছেন—সাধক বলিতেছেন

---

* ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ঐ অং।

* শ্রীযুক্ত প্রভা বিনোদ মুখোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত।

আমি আর কিছুই করিতে পারিব না, তুমি আপনি আমার নিকটে আসিয়া আমাকে কৃপা কর, হে বিশ্বনাথ! (বিশ্ব যিনি ঈশ্বর, সকলের প্রিয়; পতি যেমন পত্নীর ঈশ্বর, যেমনি তুমি বিশ্বের ঈশ্বর) যে যেমন ভাবে নিকট যায় (ভাব যোর নিকট যায় না), কেহ যেমন আশায় নিকটে যায় (আশা তোমার নিকটে যায় না), যে যেমন আপনিই বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে অধিকার করায় (তুমি তোর নিকট যাও না), পতি যেমন জায়ার নিকটে যায় (জায়া পতির নিকটে যায় না)—সেইপ্রকার, হে বিশ্বনাথ! তুমি আমার নিকটে আইস, আমি শক্তিহীন, আমি রুগ্ন, আমি তোমার নিকটে যাইতে পারিব না ("আমি ইহ জন্মে দুর্বিষহযাতনা ভোগের ভয়ে তুমিও ভুলিয়া বিশ্বনাথ!"—ভারত সাহিত্য ৮ম ১৩৪৯)

আমার বেদ,

"তব যোহ যাং। মনুষ্যেভ্য যাং। ব্রহ্মণেভ্য আত্মেভ্য যাং। যাহে যোর প্রজা মাসোহি সো আয়ং। কুত্র তুমা হুবাম। যাহে যোর প্রাণাস্তাং মুঞ্চোমি ?"

—ঋগ্বেদ মন্ত্র।

[যাজ্ঞবল্ক্য এবম্বিধে ইহার ভাষ্য' এইরূপ লিখিয়াছেন;—

ভাষ্য'।

হে ঈশ! হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, হে বিভু! হে পরমেশ্বরলক্ষণ-ব্রাহ্মণোপের বন্ধু! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও। ব্রহ্ম যিনি, বিভু যিনি, যিনি সৎ, যিনি চিৎ, যিনিই আনন্দ; ব্রহ্ম ও বিভু পৃথক্ শব্দই বলে; ব্রহ্ম ও বিভু এই শব্দদ্বয় দ্বারা অখণ্ডিত এক পরমেশ্বরেই আমি আহ্বান করিতেছি। প্রভুপরমেশ্বর! যদি তুমি কৃপাপূর্বক আমাকে তোমার চরণে গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে পাইতে পারি, নতুবা এ শক্তিহীন বিহনে তোমাকে পাইবে? সাধন ভজন দ্বারা তোমার চরণে লাভ করা শক্তিমানের দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু শক্তিহীনের? আমার প্রায় শক্তিহীনের তাহা দ্বারা নয়, বিশ্বনাথ! তোমার এ অধম সন্তান, তাই একমাত্র প্রার্থনা করিতেছে, তুমি কৃপা করিয়া ইহাকে প্রাপ্ত হও। চরণে স্থান দিবে না কেন? আমার এরূপ প্রার্থনা অসঙ্গত কেন? এরূপ প্রার্থনা করিতে আমি অনধিকারী কেন? চরণে স্থান দিতে হইবে, আমার এ প্রার্থনা পূরিয়ে হইবে। কেন হইবে তাহা বলিতেছি। হে দেব! হে জগদ্বিধাতা পরিত্র বরেণ্যাম পরমাত্মন্! হে বিশ্বনাথ, পরমপিতঃ! দেবস্বরূপাদি তোমার যে সকল প্রজা (সন্ততি) আছে, আমিও তাহাদের একজন, কিন্তু পিতা! আমি শক্তিহীন, আমি রুগ্ন, অতএব আমি তোমার করুণাযোগ্য—তোমার দয়ার পাত্র। যুক্তিযোগে (যুক্তি) বলিয়া দেওয়াইব কি দিয়া তাহা করেন? অজ্ঞান শিশু-সন্তান, মাতাপিতার অন্তে কি আপনি উঠিতে পারে? কি হয়, কি অভাব, কি দিবে, কি আহার, অন্যের মুখে কি তাহা বুঝিতে পারে! আমি তোমার শক্তিহীন অজ্ঞান সন্তান, তাই আমাকে চরণে স্থান দিতে হইবে, তাই আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। এরূপ প্রার্থনা করিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, নিশ্চয়ই আছে। পুরাণাদি পরমযোগীরা বলিয়াছেন, 'আপেরয় ছেলে ও ছেলেকে মারে, সন্তানে এই বিধির শ্রেষ্ঠীর প্রজা আছে'; শ্রুতি এইখানে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথার্থ! আমি শক্তিহীন,—সাধন-ভজন বিধির অজ্ঞান সন্তান, তাই আমি বাপেরয় ছেলে। হে, সন্তান-দুঃখহর পরমেশ্বর! আমার সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দেও, আমাকে অভয়পদ দান করিয়া দেও, অমৃতময়! তোমার অমৃত জনে লইয়া চল। বিশ্বপিতা! পাপী হইলেও যখন আমি তোমার সন্তান—তোমার অজ্ঞ, তখন তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে কিরূপে? পরমাত্মন্! যদি 'আমার' বলিবার আমার কি আছে! মাহিলপক্ষে তোমার সন্তানীতে এতদিন 'আমার' 'আমার' ভাব করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে ঘুরিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে বড় করিয়া আছি। যেদিন তোমার কৃপায়, তোমার অজ্ঞ সন্তানদের উপদেশ পাইয়া বুঝিয়াছি, যাহা কিছু 'আমার' বলিয়া বুঝিতাম, সে সকলই তোমার। মন আমার নয়, প্রাণ আমার নয়, ইন্দ্রিয় আমার নয়, দেহ আমার

জন্য, তুমিই বর্ণাবর্ণ বা শব্দ পুরাণ আমার নহে, এ সকলই তোমার, হে তোমার, প্রাণ তোমার, ইন্দ্রিয় তোমার, দেহ তোমার, অতএব বর্ণাবর্ণ-শব্দ-পুরাণ তোমার। 'আমার' বলিবার তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। বিশ্বজনক! আমিই যখন তোমার তখন আমার 'আমার' বলিবার আমার অন্য সম্বন্ধ কি থাকিতে পারে? পরিত্রাণায়! আমার কিছুই নাই, যাহা কিছু সব—যাহা কিছু বিশ্বাস, সে সকলই তোমার। "তুমিই বিশ্বের স্বামী, তুমিই বিশ্বের নিধি, তুমি সর্ব্বময়," এই জানাজলি অঞ্জলিত করিয়া তবীয় তুষ্টিতে আহুতি দিব, 'আমার—আমার' এই দুষ্টধিকে তখনই করিব, দেহ ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রাণ, বর্ণাবর্ণ সকলই তোমাকে নিবেদিত দিব, তোমার সামগ্রী তোমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া মুক্তের ন্যায় তোমার অনুভবে চরম সুখে বিলীন হইব;—

"অন্যা অন্যং প্রজাপতেঃ প্রজা অন্যং নেই যাথা"

—শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা।

অন্যের সাধের ধন হইব, অন্যের জন্য মরিব, তোমার তোমার মনে উঠিয়া বিশ্বিতের জন্য বিলাপ আর বিলাপিত করিব।"

অন্যান্য মন্ত্রও আলোচনা করিলেও বুঝা যাইবে, সেই উক্তিমাত্রই পূর্ণতমেই উপনিষৎ হইয়াছে। এমনটি দেখিতে পাওয়া যেমন সহজ, তেমন প্রত্যাশা, যদি সেই ঋষির মতো কেহ উহার কোন সন্ধান দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার উপর প্রসাদ হইবে। অপরা ঋষির বিদ্যার প্রসাদ।

আত্মোদ্ধারার্থই লোকে উপদেশ করিয়া থাকে। উপদেশ উক্তিমূলিক; অনুভাব দিয়া উপদেশ হয় না। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন:—'উতয়ঃ উতয়ঃ নন্দতি' ইত্যাদি; 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি'। অতএব (অপর সকলের) প্রথমে একই ছিলেন; এক যখন বহু হন, তখই সমস্তের বিবিধ ছই রূপ হইলেন,—প্রেমের এই আত্মবিকাশই সৃষ্টির প্রতিপাদক।

মূক বধির বিদ্যালয়।

শ্রীযোগী কুমার মুখোপাধ্যায়,
শিক্ষক, মূকবধির বিদ্যালয়।

এই মূক বধির বিদ্যালয় ১৮৯০ সালে স্থাপিত হয়। আমি অতি সৈশবে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এখানে শিক্ষালাভ করিয়া আজ ১০ বৎসর যাবৎ এখানে শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছি। আমরা দুই সহোদর ছাত্র এখানে থাকিয়া লেখাপড়া ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়া আজ অর্থোপার্জ্জন করিতেছি এবং নিজের ও পরিবারের অবস্থা-সোধন করিতেছি এবং বর্ত্তমানে প্রায় ১০০ বালক ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। যদি এই বিদ্যালয় স্থাপিত না হইত, তাহা হইলে আমরা বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তিহীন হইয়া পশুজীবন যাপন করিতাম। সুতরাং যাঁহারা এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহার অর্থসাহায্য ও দানশক্তির জন্য ইহা ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন, যাঁহারা আমাদের বন্ধু, প্রাতঃস্মরণীয় ও চিরবরণীয়। স্বর্গীয় মিঃ C. W. Bolton, C. S.C.I. E. এই কর্ম্মক্ষেত্রের অন্যতম; আজ এই মহান্ ব্যক্তির পুণ্যস্মৃতির জন্য উপস্থিত হইয়া আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি। এই মহান্ ব্যক্তি স্বর্গীয় মহারাণীর প্রধান সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

...ন্ত পরিচিত হন ; এবং তিনিই আমাদের বর্ত্তমান শ্রেণিশিক্ষক। ...ই সময়ে আমাদের বিদ্যালয় অন্যান্যস্থানের তুলনায় অনেক দূরে অবস্থিত ছিল ; এজন্যই তাঁহার ছোট প্রভূ ...র্ঘ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন। তাঁহার উদ্যমে এই শিক্ষায়তনে ৪র্থ বিভাগ ...ণিত হয় এবং ১৯০৭ সালের ৮ই এপ্রিল এই বিদ্যালয় বিদ্যালয় সূত্রে তিনি স্থাপিত হন ; আমার মনে ...ছবার ১০ বৎসর, কিন্তু সৌভাগ্যের বশে আমার এখনও ...র্ত্তমান বা মনোযোগে অর্পিত আছে ; আমাদের দুঃখপূর্ণ ...ছোটলাট তিনি স্থাপন করিতে উপস্থিত ; অন্যান্য ...মোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি সভাপতি উপস্থিত ; সেই সময় যোগীন বাবুদের মিস অরুণিমা তাহার আমাদের বিদ্যা সম্বন্ধে যে যত্নতঃ বিবাহিতের, তাহা এখনও আমাদের মনে উদিত হইতেছে। তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ; আর আমরা তাঁহার ভালবাসার বন্দোবস্ত করিতেছি। আমি এই সভায় ছোটলাট বাহাদুরকে অভিনন্দন করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর আমাদের শ্রেণিশিক্ষকের কার্য্য করিয়া ১৯০৩ সালে কার্য্য হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশ ইংলণ্ডে গমন করেন ; আমাদের দুঃখই তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই। ১৯১৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি আমাদিগকে এবং আমাদের স্কুলকে এতই ভালবাসিতেন যে বিলাতে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে দেখিবার জন্য সাধীয় বিদ্যালয়ে আসিয়াছিলেন। সেই সময় আমরা কেহ কাঁদিয়া ফিরে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া এখনও আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। আমরা ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ সেই সময়ে তাঁহাকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এখন উহা আমি পাই নাই, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, যে বিদ্যালয় সূত্র তাঁহারই যত্নে হয় তাহা সেই বিদ্যালয় সূত্রের বিদ্যালয়ে তিনি দেখিতে পাইতে পারেন নাই ; সুখবিধির বালকগণের জন্য যে বিপুল বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণে তিনি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন সেই বিদ্যালয় গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন সময়ে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। যাহা হউক যতদিন এই বিদ্যালয় থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম ইহার সহিত জড়িত থাকিবে। আমি আজ সশ্রদ্ধান্তঃকরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি।

কুমারী দ' আরব্লের
দৈনিকআলেখ্য।

[ফরাসী ভাষার কৃত কুমারী উপন্যাসের অনুবাদ]

[রায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম্-এ, বি-এল]

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ ২০ আগষ্ট।

আমার জন্মদিন উপলক্ষে আজ উৎসব। এখন আমি পঞ্চদশবর্ষীয়া। আর পাঁচ বৎসর পরে আমার বিবাহিত হই পূর্ণ হইবে। তাই পঞ্জিকায় করিয়া রাখিয়াছে। জ্যেষ্ঠা জননী আমার বাস্ত, কারণ আমার অন্যান্য কামনার আজ আমাদের বাটীতে নাচওয়ালীর বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রথমবারে যা বিয়ারের (মোসাহেব) দুবে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছি ; এখনিতে পরিত্রাণ করিলাম। সমস্ত দিন এখানে আসিয়াছি। সোমরো পথা প্রথমাবধি (১৮৫৪) প্রত্যেকই আমাকে

এক একটি উপহার দিয়াছেন। তিনিদের তব নিজের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি দেখিয়া, তাঁহারা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলা "ডেরোনিকা" অধিক দুঃখিত হইলেন। তিনি অনেক বলিয়া আমার সঙ্গে যেতাঁর সম্পূর্ণ যোগাড়যন্ত্র করিলেন এবং সেবার আশ্বিনের একটি কৃষ্ণ তারা (তেরো) প্রেরণ করিলেন।

"প্রিয় কবি! এতেই তোমার মঙ্গল হবে" এই কথা বলিয়া বলিতে কৃষ্ণবর্ণ দিয়া চুম্বনটি আমার কপালে বসিয়া দিলেন।

আর বলিলেন "আমার তোমের সময় তিনটি বাজি দিয়াছে; যখন তোমার আনন্দের হবে, তোমিকেও সাক্ষাৎ দিবে। আমাদের জন্য তিনি বহুকালের উপর প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ভালবাসি। তোমার জন্যের মধুরতা, ও যেখানেই থাকি, আমি জানি। তিনিই তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন এবং আশীর্ব্বাদও করিবেন।"

আমি যখন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন তিনি "ডেরোনিকা", বাড়ুবিবাই আমার মস্তিষ্ক তাঁহার বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিবার সময় আমি নিজের অজ্ঞাতসারে করিলাম। অন্যান্যদের জন্য বিদায়ই সন্তোষজনক নিতা অপেক্ষা করিয়াছিলেন; আমরা উভয়ে সেই অট্টালিকা হইতে একত্রে চলিয়া আসিলাম। কতদিন পরে নিজাকে দেখিয়া এত আনন্দ হইল, যে বাটী প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই আমি আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমাকে কাঁদিতে দেখিতে পাইয়া নিতা অত্যন্ত উৎসুক; তেমন মৃদুমন্দভাবে হাসিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন "ওঃ, তুমি খুব ভাল ও সুন্দর হইয়াছ, তোমার মা তোমাকে চিনিতে পারিবেন না"

আমি বলিলাম "মাতা, তুমি তবে আমাকে খুব ভালো দেখিতেছ?" "হাঁ ব্রোনিকে! খুব ভালো দেখিতেছি।"

"তুমি আমার বিষয় কথার দুই বলিতেছ। আমার গায় দুই একটু বেশী হইয়াছে! তুমারী "লেবেন" বলিয়াছেন, আমি উহা বিশ্বাস করি। সে বিষয়ে খুব সৌভাগী।"

নিতা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "তোমার কবিতা বলে আছি।"

"হাঁ, কবি তুমি, ঐ কথা বলিয়াছেন।"

"তোমাদের বিবাহে তবে "তুমারী" করিয়া সত্য?" অর্থাৎ

"ইংলণ্ডবাসীরা তুমারী বলে কিন্তু একটি তুমারী করিবার সম্ভাবনাযুক্ত আছে। তিনি আমাকে পরিত্যাগ দিয়াছিলেন।"

"যা ভাল; তুমি কি এই ডেরোনী তুমারীর কথা বলিতেছিলে?

আমি বলিয়া উঠিলাম—"যাক তুমি তুমারী "লেবেনের" উপর করিতেছ? যে কয়টী তুমারী ও তোমার। তার আমার সেই দাদা সহজে এখানে চুম। কিন্তু আর তোমে আমি তোমার "ডেরোনিকে" ভালবাসি এবং তার কথাই বলিতে চাই। তার মত, আমার মনে হয়, তুমারী লেবেনের অপেক্ষা অল্প, যদিও তার বয়স সম্ভবতঃ অধিক হইতে পারে। কেন, যারা, তুমারী "লেবেন" আমার অজ্ঞাত ও অপরিচিত দেখিয়া কখনও মুগ্ধকর, কখনও উৎসাহবর্দ্ধক হাসিত। প্রথম যাকে সম্ভাষ করিতে হইবে আমি অনেক কথা মুখস্থ করিতে পারিতাম না—যে আমাকে করিতে পারিত না। তোমার "ডেরোনিক" কিন্তু আমাকে সাহায্য করিত; কি ভাল কি করিয়া বলিতে হয়, বলিয়া দিত। তবে প্রথম যাকে, তোমার ও তার জন্য মনে এত ভয় ছিল, যে নিজ কুদ্র কণ্ঠে বলিতে তেমন উৎসাহিত ও উৎসাহ উৎসাহ করিতাম। তোমার ডেরোনিক, মনোযোগ দিয়া, আমার প্রতি অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। তার হাত ও মা উৎসাহ দিয়া দিয়াছে। তাঁহাদের কথা আমার কাছে প্রায়ই বলিত। যৌবনের প্রারম্ভে তার আইরেন মৃত্যু হয়, তাঁহার কথাও বলিত। সমুদ্রিক তোমে অধিকার তার এক শিশুর মুখের কথাও শুনিয়াছি। যাহাকে তোমে সকলেই ভালবাসে। তোমাদিনের ভয় নাই। তার কিছু নয়, "ডেরোনিক" আমাদের প্রেম হয়।"

এই ভাবে আমরা উভয়ে কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলাম। কথা প্রসঙ্গে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইব।

মেয়েটী যা আমার যাবতীয় অপেক্ষা করিবেন। ইহা-পরে তাহারা উঠানকে আলিঙ্গন করিবে।

"ও মা আমার মেয়েটী এসেছে!"

"আমার মণি!"

দুইটী বিলাপের পর, পিতা আমাকে লইয়া অন্যান্য ছুটে ও সুখী। তার পরে আমাকে স্বচ্ছন্দভাবে দেখিয়া, তিনি আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বলিলেন এবং ভোজন করিয়া স্বচ্ছন্দ করিতে নিষেধও করিলেন।

তিনি আরও বলিলেন "তোমার জন্য এই উৎসব।"

কিন্তু তখন আমার প্রকৃত করিবার জন্য মা ও আমি, উভয়ে, পাকশালায় গিলাম। সেখানে স্বচ্ছন্দভাবে পাইয়া লইয়া মন্ত্র হইল। আজ স্বচ্ছন্দভাবে আমাদের বাটীতে অনেক স্বচ্ছন্দভাবের সমাবেশ হইবে। "মন্ত্র-মৈত্র পৌরাণিক" ও সুখ হইয়া আসিবেন। তাঁহার ভোজ্য পূর্ব "অন্নপূর্ণ" নিমন্ত্রণ করিবেন; আর সকাল সময় "বেলিয়া" আমাকে বলিয়াছিল, তিনি বস্তুসূত্রের মত দেখিতে সুন্দর। মাসাধিক হইতেই আমাদের বসুন্ধরা বাটী সংস্কারের করিত হইল, যে সময়ে আমি প্রবাসবাসে যাই, সেই সময় হইতে আমাদের আর সংস্কার হয় নাই। দৈনন্দিন দৃষ্টি অধিক দিন থাকে না।

প্রবাসবাসের জন্য তাহা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বেশ সুখের গৃহ হইল। সাজসজ্জারও সময় সময়ই।

কিছুক্ষণ পরে মা আসিয়া দেখিলেন আমি উপস্থিতে আইনীয়ার (table) পার্শ্বে বসিয়া আছি।

তিনি বলিলেন "মা, কি করছ?" এই বলিয়া আমার কেশরাশির মধ্যে হস্ত সঞ্চালন করিলেন।

"আর সময় নষ্ট করো না। সন্ধ্যাবেলা, আসিবেই, তোমার চুল ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিব তুমি ভাবিবে।"

আমার চুল কেশরাশি তিনি দুই হস্তে উত্তোলন করিলেন। তখনই কেশরাশির প্রাচুর্য দেখিয়া, হস্তে অর্থের উদয় হইল; আমার মাথা চুম্বন করিলেন।

"আমাকে তোমার সুন্দর দেখায় সেই চেষ্টা কর। তোমার পিতা তোমাকে নীল ফিতায় (blue ribbons) সজ্জিত দেখিতে ভালবাসেন।"

"—আর মাতা মহাশয় সমাগত দেখিতেও ভালবাসেন। বটে কি না?

হাঁ, মেয়েটি!

ইহার পর মাতা আমাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই স্থান পরিচয় সাঙ্গ হইল। এই স্থানেই আরম্ভ হইবার।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের, ২১শে আষাঢ়

আজকার সন্ধ্যার সময় আমার কি সুখেই গিয়াছে! সকলেই আমার সম্মান করিতে করিয়াছেন; সকলেই "সাদরে" মহিলা পানে করিয়া, আমার শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, এই ভাবেরই প্রকাশ করিয়াছেন। আমুল সকল কথাই বলা উচিত। আমি যখন ভোজনাগারে প্রবেশ করিলাম, তখন, দেখিলাম "ভোজনকারী" ও তাঁহার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাহারা মাতার সঙ্গে কথাবার্তা করিতেছেন। পিতা আমার কর্ণে মৃদুস্বরে বলিলেন যে, যে পুষ্পের মাল আমি মাথায় করি, সেই পুষ্পের মাল আমাকে সুন্দর দেখাইতেছে। আমাকে দেখিয়া "ভোজনে"রা সাদরে আমার অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "মা ছোট মেয়েটীর বিয়ে চাহিয়া দেখ। বড় হইয়াছে না?

সুন্দরী "ইউজেনি গোসাকেন" আমার বয়সে বিবাহ সুন্দরী। আমার অপেক্ষা তাঁহার বয়স অধিক। তাঁহার বয়ঃক্রম ষোল বর্ষ, বড়জোর ১৭বর্ষ। দীর্ঘাকৃতি—কেশরাশি আকর্ষিক, বেশভূষা—বস্তুকোশলি জোতির্ময়" ফিরিটীর বহু শোভা পাইতেছিল। বস্ত্রসুষম নীলাভ, সাদরে। নাসিকা দীর্ঘ, ললাট প্রশস্ত, গণ্ডের প্রভেদ, "বদন-পদ্ম" কি সুন্দরিনিই ও সুন্দর। সর্বদা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যে হাসা দেখা যাইত। পিতা বলেন যে তাঁহার সুমিষ্ট বচনগুলি কেবলমাত্র তাঁহার জন্য তিনি সেই বিদ্যাবিনী। কিন্তু আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। "স্বাদিবার ইচ্ছা না হইলে, কেহ হাসিতে পারে না। পিতা কিন্তু প্রায়ই এই বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেন।

ক্রমশ

হিন্দু-ধর্ম্ম সঙ্ঘ জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জনগণের সমাজ-কেন্দ্র।

"গোষ্ঠীর" আবশ্যকতা।

(শ্রীবিনয় কুমার সরকার)

বর্ত্তমানে যৌন সম্বন্ধের ব্যবস্থা করা হিন্দু সমাজ-রক্ষকদের এক পরিচয়। ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব বিলোপিবার অভিপ্রায় কেহও প্রাচীন ভারতের গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই অভিপ্রায় এক কথায় "সামাজিক" প্রতিষ্ঠান বলা চলে। সামাজিক যেন যেনের ব্যবস্থাগুলির আলোচনা করিলেই হিন্দু সমাজের সামগ্রস্যকরার ভাব পরিষ্কার পাওয়া যাইবে। পরিবার এবং সমাজ এই দুই কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠানের শক্তিযোগ বর্ত্তমান।

ব্যবসায়ের "কারখানা" জন্য যেমন ও যে জনগণের পরিচয় পাই আমাদের সমাজ গড়িবার কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকেরা বলাবলি "গোষ্ঠী" বলের পরিচয়। আমোদপ্রমোদ গানবাজনা ইত্যাদি এই সকল গোষ্ঠীর প্রাণ-স্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত, শুশ্রূষা শিল্প ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান-চর্চ্চাও গোষ্ঠী-জীবনের এক লক্ষণ। রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চাও বাদ পড়িয়া যায়। "মুহূর্ত্তার্জ্জন" ইত্যাদি বাইক যে যে আড্ডায় সমালোচিত হয় সেই সকল আড্ডার ইতিহাস "কৌটিল্যদর্শনে" বর্ত্তমান আছে বলা যায়।

বর্ত্তমান জীবন ও "বাণিজ্যিক" বিভাগের পরিচয় সঙ্ঘে গোষ্ঠীদের অর্থাৎ "ইয়ারের দলের যথেচ্ছাচারিতা" এক আজব ব্যাপার বলিয়া অনেকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইয়োরোপেরিয়ান যাহাকে "ক্লাব" বলে গোষ্ঠী মানে আমাদের আড্ডাগুলা। আমাদের আড্ডাগুলি ভাল। ভাল বলিয়া বলাবলি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগসাধন যোগ দেওয়া হিন্দু সমাজের গড়নের অভিপ্রায় বলিয়া এইগুলি সৃষ্টি পাইতেছে।

ব্যবসায়ের কোন্ সূত্রের বা কোন্ সূত্রের লোক ঠিক জানা যায় না। দৃষ্টান্তের জন্য এখন বলার এদিকে ওদিকে "কারখানার" সমবেত-ভাবে জেনে হইয়া যাচ্ছে।

ভারতের "সঙ্ঘ" শক্তি।

(১)

বর্ত্তমান জীবন যাপন হিন্দু সমাজে যেমনভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। তখনও ভিন্ন ভিন্ন নামের পরিচয় ছিল। অথচ প্রত্যেক নামের পশ্চাতে এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী থাকিত। বর্ত্তমানকালে লোকেরা যিনি যে নামেরই অনুষ্ঠান বিশেষ এবং পার্থক্য বুঝে ঠাওরাইয়া উঠা সহজ নয়। তবে সহজভাবে বলে হিন্দু সমাজের সামাজিক জীবন কেন্দ্রীভূত থাকিত। এই কথা হইতে হিন্দুজাতির প্রতিষ্ঠানিক অবয়ব বর্ত্তমানে প্রকাশিত হয়।

পরবর্ত্তী কালে যে যাকি বৃহৎ নামে লেখা হইয়াছে। আমরা নামের অর্থের যা জানিয়া সেই গৌরব (দ্র সূত্র ৮২০-৪৪৩) অনেক জীবনের আরোহণের সাক্ষির সাক্ষির হইয়াছিলেন। এইরূপ একটা বল গড়িয়া তোলা আমাদের গৌরবের জীবনের অনাহত কাজ। সেই কর্ম-কেন্দ্র "সঙ্ঘ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

অন্যান্য বলের পরিচায়ক প্রতিশব্দের মতন "সঙ্ঘ" ও একটা পারিভাষিক শব্দ। পাণিনি (৪৩, ৪২; ৪৩, ১১৪-১১৬) "সঙ্ঘ" শব্দের আলোচনা করিয়াছেন। পাণিনি পরবর্ত্তী-গৌতমের আলোচনার লোক কি পরেকার লোক অথবা সমসাময়িক সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মোটের উপর বলিতে পারি যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম

*"হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

যা ও সন্তর বছরাতীত সকল মানব প্রতিষ্ঠান বিশ্ব নবরাত্রীর সমাজে স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

যোগ্য যে-কোন সামাজিক কর্মকেন্দ্র সকল ব্যক্তি পরিচিত হইত। জীবন-সংগ্রামে হতোদ্যম মানুষ নারীর কাছে ছুটিয়া যাইত। আজকালকার দিনে সাধারণ মানুষের বিবাহে যাহাকে "অর্থোপার্জন" বলে সমাজে তাহার প্রতিপত্তি বিবেচনা করিতেছি। "অর্থোপার্জন" যোগ্যতার প্রতিষ্ঠান।

প্রাচীন গ্রীসের এইরূপ অনেক কেন্দ্রীয় সামাজিক জীবন "সোসিয়ি" নামে পরিচিত হইত। "সোসিয়ি" শব্দে প্রত্নতত্ত্বের অবসর-যাপন কেন্দ্র, যেখা নগর বা পল্লী-বুদ্ধিজীবি হইবে। কিন্তু সাধারণ হিসাবে সোসিয়িকে অবসরটী বা অবসর সমবায়ী বিনোদনা করা চলিতে পারে।

(২)

পাশ্চিমীয় আলোচনায় বিশ্ব নবরাত্রীর যে সমাজ দেখিতে পাই তাহাতে সকল নারীরাজ্যের সমাজে কর ছিল প্রত্যহ বল প্রতিষ্ঠ। "পুর্ব" নামক প্রতিষ্ঠান ছিল এমপ্রকার বল। নারীমাত্রই লোক এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল নবরাত্রীর "পুরি," রাজধানী বা সাধারণ সাধারণি এবং বিচিত্র। ইহারা কাহাদের লইয়া কিরূপ গঠন? আদিম এবং গ্রাম সম্পত্তির অর্থাৎ সাধারণ প্রত্যহ সাধারণিক সেবকের ও যাজ্ঞা পরার সকলে সকলে ইহাদি করা ছিল "পুর্ব" নামক বল গঠনের উদ্দেশ্য।

এই "পুর্ব" তাহা হইলে কি ছিল? পাশ্চিমীয় আলোচনায় যদি কোন অবসর পুর্ব গঠনের কেন্দ্র বলিয়া প্রচারিত থাকিত তাহা হইলে সহজ বলিয়া পালা যাইত যে পুর্ব স্ত্রী বা সকল ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। অর্থাৎ গ্রীক ইয়োরোপের "সোসিয়ি" আর মোসাম ইয়োরোপের "সুপ্রিমিপিয়ুম" যা, পাশ্চিমি তাহাদের পুর্ব কেন্দ্র বা; কিন্তু পাশ্চিমির আলোচনা এই হিসাবে অসম্পূর্ণ; তাহাতে নবরাত্রীর ঠিক কোন ধরনের সেবাকেন্দ্রের কেন্দ্রকে পুর্ব বলিয়া ধরিতে হইবে তাহার কোন সমাধান নাই। তবে নবরাত্রী তাহার বিবরণীতে "পুর্ব" নামটী বলে।

পাশ্চিমির তাহাতে "আকরের সকল ছিল। এই সকলের ও সকল "আকার লোকের কর্ম কেন্দ্রীভূত হইত। ইহাদের ব্যবস্থা ছিল "ইংরেজি" কথা। অর্থাৎ তাহারি থাকিত, সুটনাটের উপর জীবন যাপন করা এবং সকলের হইলে যেন সকলের লোকের সেবাতে হইবা এমনকে একজনে পাঠাইবে যোগ দেওয়া ছিল রাজ্যের কাজ।

রাজ সাধারণ জীবন কাটানোই এক শ্রেষ্ঠত্ব ধর্ম। মধ্যযুগের ভাষাবিদে "বিশ্বাস" এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে "মাইন," বোঝা, বীর ইত্যাদি নামে ভাতারদের প্রতিষ্ঠা ছিল। তাহারি আর সুটনাটি ছিল—সাধারণের সেবা। সমাজে তাহাদের ইজ্জতের কম ছিল না।

আধুনিক সভ্যতা বীর মেয়ে পৌরুষ নামক এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক সাধিনী নিয়ে করিয়াছেন। বিশেষের ব্যবসার নামক ভাতারীদেরই ছিল। পুরুষের ভাবের বলিয়া চক্রের "আবশ্যক" পাশ্চিমি আইনের মাত্র সমাজে নরনারীর ধর্ম করিয়াছে।

তৃতীয় এক সকল পাশ্চিমি সাহিত্যে দেখিতে পাই। "আত্মজীবী অর্থাৎ মন্ত্রাই ব্যবসায়ী লোকের মন যাহারা জীবন যাপন করিত, ইয়োরিককে ঝাঁড়ু নামক ভাতারের সাধিনি বিবেচনা করা হয় নাই। সাধারণ হিসাবে ইংরিদিকে করিয়ের মন না সকল বলিয়া ধরিতেছি। অবশ্য জাতি যা ধর্মগ্রন্থের ভাষ্য হইতে সাধারণিকে করিয় মন পাশ্চিমির "আত্মজীবী হয়েছে ঠিক নয়। তাসিতুস বিশ্ব আর্যাণ সমাজের এই ধরনের দোষ দেখা যায়।

(৩)

পাশ্চা গৌরব যে "সঙ্ক" তাহার করিয়া যায় তাহার ভাল যা মন্দ বুঝিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। পাশ্চি তাহার রচিত "বিবাহ" সাহিত্যে তাহার সুস্পষ্টরি বিবরণ আছে।

"বিবাহ" শব্দের অর্থ বিদ্যা, পাশ্চা বা পুরুষ। পাশ্চা গৌরবের মত অনুসারে যে সকল লোক "ঐশ্বরিবাদ" করিত তাহাদের নিকট মানুষ যে সকল "ধর্মে বিশ্ব যেই সব বিবাহ সাহিত্যের সাধিনি। তাহা করিত ধর্মাবলী, পাপপুণ্য, ধর্ম নামক, বেদবেদী ইত্যাদির মধ্য নিয়ে সাহিত্যের আলোচনা বিষয় নয়। সাধারণিক ধর্মবেত্তা

যা প্রতিষ্ঠার কোন প্রণালীর ঠাওরাতে চাইলে সেই সকল কথাই বিষয় সাহিত্যের প্রাণ। শাস্ত্র প্রণালী বিষয়ক সাহিত্য বিশেষে আমি "শিক্ষার" বিষয় ব্যবহারীর অবশ্যই উপযুক্ত সৃষ্টি।

বিষয় সাহিত্য সকলের পূর্ণ পূর্ণ চতুর্থ ব্যবহারীর সম্মিলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য মৌলিকের প্রেমে কেবল নিয়মে প্রাচীনতাকে জীবন যাপন করিয়া তাহার বিষয় আলোচনা এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদের জন্য রাখিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"অর্থশাস্ত্রের" "সমন্ধ"।

সমস্ত বাঙ্ময়ালা ব্যবহারীর কেন্দ্র দেখানে আমার অনেক ছিল। কৌটিলোর "অর্থশাস্ত্র" যে সমাজে পরিচয় সেই সমাজে একান্তিক ধর্মের জীবনের সাক্ষ্য পাই।

এমন "ধর্মশাস্ত্রের" চর্চা করিয়া জীবন যাপন করিত। এই সমাজে ছাত্র, শিল্প, বালিকা ইত্যাদি অধিক ক্ষেত্রসমূহের কেন্দ্র বিবেচনা করা যাইতে পারে। "শাস্ত্র" চর্চা করা পণ্ডিতের কাজ, কিন্তু কৌটিলোর এই সমস্ত লোক হয় পণ্ডিতের জন্য নয়। তাহার নিজের ও পরিবারের সকলে বুঝিতে হইবে।

কৌটিল্য সাহিত্যে আরও একদল অধিক শ্রেণী মাত্রে পরিচিত। কামন্দক, শুক্রাচার্য ইত্যাদি প্রত্যেকে এই সকল সমন্ধে বাঁটি। ইহাদিগকে পাশ্চিমের "আধুনিকী" বিবেচনা করিলে ভুল হইবে না।

অন্য একদলের সমন্ধে জীবন সম্বন্ধে "অর্থশাস্ত্রে" উল্লেখ আছে। এই সমস্ত লোকেরা "বার্তাশাস্ত্রের" ভোগে জীবন যাপন করিত। "বার্তা" এই উপাধিটি জীবিকার উপায়-বিশেষ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, কৃষিজ ইত্যাদি জাতীয় লোক এইরূপ সমন্ধে অন্তর্ভুক্তকারী। তাহা হইলে এই সমন্ধে "অধ্যয়ী" সমাজের জীবন কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সম্ভব। কেননা কৃষকের পক্ষের এক-তৃতীয়াংশে রাজা কেহই নয়, আবার আর এক হিসাবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই গঠনাত্মক ধর্মের ভোগে ও প্রোডিউসী নির্মাণিত হইয়া রাজা উপাধি পাইতে অধিকারী।

বস্তুতঃ এই সমস্ত সমন্ধগুলির সাহিত্য বিষয় ব্যবহারীর পাশ্চাত্য ধরনের পরিচয়। বিষয়ে সমস্ত আলোচনা করা যাইবে এক পরিচ্ছেদে।

কৌটিলোর "অর্থশাস্ত্র" কোন মূলের রচনা বা সমস্ত অথবা প্রাচীন ভাষারীর রূপের ফলে এই গ্রন্থের আলোচনা ও সমালোচনা।

এই বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে, বিশেষতঃ জার্মানিতে অনেক তর্কবিতর্ক চলিতেছে। "অর্থশাস্ত্রের" প্রাচীনতা বা সমস্ত সম্বন্ধে যৌথসাহী চরমপন্থের অবাধ। বিরোধী পণ্ডিতেরা বিরুদ্ধে যুক্তি আনে একাধিক। জনসাধারণ পণ্ডিত আলোচনার মধ্যে সেই যুক্তি আলোচনা কোন স্থান নাই। অর্থাৎ যদি "অর্থশাস্ত্রকে" পূর্ণ পূর্ণ তৃতীয় চতুর্থ সমাজীয় সমন্ধ বা সমস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

অনেকদিন সময়ে বিরোধী এইরূপ ছিলেন যোগি। জার্মানীর ডিরেক্টর হেল আমার গ্রন্থের সঙ্গে "অর্থশাস্ত্রের" তুলনা আলোচনা যোগি। বলেন যে, পূর্ণ পূর্ণ তৃতীয় চতুর্থ সমাজীয় সমন্ধ কৌটিলোর গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

হেলি যে সমস্ত সমন্ধে তুলিয়াছেন তাহার উপর আর এক সমন্ধ হইতে অন্ত তর্কগুলি হলের আলিয়া তুলিয়াছে। জেকো যোগ্যতার আলোচনা পণ্ডিত হার্টেল "মেগাস্থেনিস কৌটিলা নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (ভিয়েনা, ১৯১১)। মেগাস্থেনিস ছিলেন গ্রীক সমন্ধে এলিস

---

* ১৯০৯ সালে ইহার পূর্ব হইতে অন্তর্ভুক্তির "গ্রেকট্ উন্ড পলিটি" অর্থাৎ "আর্থ ও রাজনীতি" বা "অর্থ ও নীতি" নামক গ্রন্থে যোগি বিষয় পাশ্চাত্য সাহিত্য বহু তর্ক করিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। পরে ১৯০৯ সালে "অর্থশাস্ত্রের" আবিষ্কার অর্থাৎ যোগি এই গ্রন্থের সমালোচনায় বিরুদ্ধ আসেন। ইহার সমস্ত জার্মানির "অর্থনৈতিক ফেডেরেশনে" বা প্রাচ্যের পরিষদের পরিচালনা বাহির হইয়াছে। অধিকন্তু "আন্তর্জাতিক তুলনামূলক আইন বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে (১৯১১) এই বাক্তি সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] ঐক্য [illegible] [illegible] [illegible]

অসমীয়া হিন্দু মহিলা।

পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ব্যবহার—আসাম ও [illegible] মহিলার বেশ [illegible]

[illegible] যে পরিচ্ছদ পরিধান করেন তাহাকে "মেখেলা" এবং বক্ষ হইতে কোমর পর্য্যন্ত [illegible] ঢাকা থাকে তাহাকে "চাদর" বলে। [illegible] মেখেলার উপরে চাদর [illegible] এই দুইটি পরিচ্ছদ ব্যতীত "কাঁচলি" বলে, [illegible] এই [illegible] অঞ্চলের হিন্দুরা ও [illegible] "কাঁচলি" ও [illegible] (আবশ্যক হইলে) [illegible] পরিধান করেন, ধনি, মাহুরি, [illegible] কুকুরি [illegible] মাহুরে আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পরিধান করিয়া থাকেন। [illegible] ও [illegible] মাহুরে [illegible] পরিধানের একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। [illegible] অঞ্চলে [illegible] "কাঁচলি" এবং মাহুরীতে "চিঙ্গী" বলে। আসাম ও [illegible] আসামের প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদিগের [illegible] সহিত সাধারণতঃ [illegible] "মেখলা" [illegible] "চাদর" পরিধান করিতে [illegible] [illegible] হইতে আসামের ও [illegible] [illegible] অঞ্চলের [illegible] ও [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

উপরে আছড়েকি পরিধান করিত থাকেন এবং তাহাদিগের মধ্যে কোমরে বাঁধিবার জন্য "ঘুনী বাঁধন" প্রচলন নাই। ঘুনী বাঁধন গুলি সাধারণতঃ তাঁত আবুল তৈয়ার হয়। পরিধান বাঁধন গুলি সরু ও উহা কোমরে মধ্যে ফিরিয়া থাকে। এই সকল অঞ্চলের বাসীন্দা কেহ কেহ কোমরে তরঙ্গনী, গলায় পুলপাতা, মিছরী, হার, বাজুবন্দি ও বাহুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আজকাল কণ্ঠি, হার, বাহুলী ও নেপুরের ব্যবহার অধিকাংশ মহিলা সমাজে অন্তর্হিত হয়—আর কিছুকাল পরে কেহ উহা পরিধানে করিবে বলিয়া মনে হয় না। বাহুলির পরিবর্তে তাঁহাদের মধ্যে হাতে বালা হইয়াছে। তবে কোন কোন সম্ভ্রান্ত পুরুষের গৃহে উহার প্রচলন আছে। বর্তমানে অধিকাংশ অধীন মহিলা বালা ও তাহার পরিবর্তে "অনন্ত" ব্যবহার করিতেছেন। পূর্বে তাঁহারা ছই তিন কোড়া "তাগা" ব্যবহার করিতেন। আজকালের ছিট ও বড়পেড়ে অঞ্চলের মহিলারা "শুরিয়া" ব্যবহার করেন না। তাঁহারা উহার পরিবর্তে "কমিজ" ব্যবহার করেন। এই "কমিজ"কে চলিত কথায় "জোমা" বলা হয়। "জোমাগুলি" অর্ধবিস্তিত। জোমা, কমল, হার, বাজুবন্দি ও নেপুর এই পাঁচটী অলঙ্কার যে অধীনীদিগের নিজস্ব নয়, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই প্রকারের গহনা গুলি আমরা (বিশেষ ভাবে) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে ব্যবহার হইতে দেখিয়াছি। পাশী সাড়ী, পার্শীবাকড়ী প্রভৃতি যে কয়েকটী বিলাতীয় পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার অধীন মহিলা সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের একটীও কোন অধীনা পল্লীতে এখনও স্থান পায় নাই। আমাদের পরম-বন্ধু যে সকল অধীনা ভগিনী বাস করেন, এবং তাঁহাদিগের সংসর্গে যাঁহারা কেবল তাঁহারাই অনেক সময় ঐ গুলি "পাড়ী" পরিধান করিয়া থাকেন।

স্নেহলতা।

[পূর্বানুবৃত্তি]

[সমস্যামূলক সামাজিক উপন্যাস]

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, সুলেখকপ্রবীর)

মুকুন্দিনী স্নেহলতা ও বিমলাকে লইয়া এক নিভৃত কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। নিকটে গজানন পাণ্ডার ছিলেন; আবার চাপরাসী আসিয়া দূর হইতে বিমলার প্রয়োজনের কথা জানাইলেন; মুকুন্দিনী, স্নেহলতা ও বিমলা উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গজাননও যাইতেছেন, এমন সময় সরকারী উকিল তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন; তিনি বলিলেন delicate question উঠিবে এখন স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কাহারই থাকা ভাল।" গজানন প্রথমে চাপরাসীকে মারিতে উঠিল, তার পর উকিল বিস্তর বুঝাইল। পরে কাটরা হইতে বাহির হইয়া বাঁকে হাঁটাইয়া আসেন; বিমলাকে একেবারে কাটরাতেই তোলা হইল, কিন্তু আমায় সাক্ষ্য দিতে হইতেছে—তাই তিনি গেলেন না। কাটরায় মুকুন্দিনী হলধর সেরেস্তার পর সরকারী উকিল তাঁহাকে পশ্চাতের দিকে চাহিতে বলিলেন। বিমলা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে প্রথম পাঁচুলার বেলতলা ও মুকুন্দের দিকে চাহিয়াছিলেন; অমনিই সেই দৃষ্টি। বিমলাকে চিনিতে বাকি রহিল না; মুকুন্দিনী তাঁহার হাতে ধরিয়া তুলিয়া দেন; এই সময় তাঁহার মুখ সম্পূর্ণরূপে

হয়ে বসিয়াছেন, বিনোদ দুষ্টু ছেলে দুষ্টুমি করিতেছে দেখিয়া তাহাকে ধমক দিলেন। বিনোদ কাঁদিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে অস্বীকার করিল। পরে যদি বিদ্যালয়ে যায়, তাহা হইলে সেখানে সে কি বিদ্যা শিক্ষা করিবে, তাহা লইয়া তাহার অভিভাবক মহাশয়ের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। বিনোদ যাহাতে বিদ্যালয়ে যায় তাহার জন্য তাহার পিতা অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হইল না। বিনোদ বলিল, "আমি বিদ্যালয়ে যাইব না, আমি বাড়ীতে থাকিয়া পড়িব।" তখন তাহার পিতা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি বাড়ীতে থাকিয়া পড়িবে, আমি তোমার শিক্ষকের সহিত বিষয় পরামর্শ করিব।" বিনোদ তখন বলিল, "আমি যে কি শিখিতে চাই, তাহা আমার শিক্ষক মহাশয় জানেন।" তখন তাহার পিতা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যাহাতে শিখিতে পার, তাহা আমি তোমার শিক্ষককে বলিয়া দিব।" পরদিন প্রাতে বিনোদের পিতা বাড়ীর চাকরকে দিয়া বিনোদের শিক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিক্ষক মহাশয় আসিলে তাঁহাকে বিনোদের পড়ার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। শিক্ষক মহাশয় বিনোদকে ডাকিয়া তাহার পড়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বিনোদ

সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। তাহারা যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতে পারে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাহারা অনেক সময়ে পুরোহিত দ্বারা বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিবেন "কেন?" অধিক সুবিধা হইবে বলিয়া। পুরোহিত দ্বারা বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিলে যে সকল বিষয়ের আবশ্যক, তাহা পুরোহিত ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। তাহারা বিবাহের সময় যে সকল মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা অন্য কেহ জানে না। সুতরাং পুরোহিত ভিন্ন অন্য কেহ বিবাহ দিতে পারে না। পুরোহিত দ্বারা বিবাহ দিলে বিবাহ-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। পুরোহিত দ্বারা বিবাহ দিলে বিবাহ-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এই জন্য অনেক সময়ে পুরোহিত দ্বারা বিবাহ দিয়া থাকে।

অধিক

অবিনাশ। যদি বিবাহ কিছু না হয়—তাহা হইলে সম্প্রদানের ফল নাই। কন্যাদানের ফল সকল হইলেই বিবাহ হইতে পারে।

মহা। নবকুমারের অধিক অন্যায় যে করিয়াছে তাহার বিবাহ হওয়া উচিত নহে।

অবিনাশ। অন্য কোন সম্বন্ধ হয় নাই। সম্বন্ধের কথা বিলুপ্ত হইয়াছে মাত্র করিয়া স্বামী বলিয়া ডাকা হয়। ইহা এমন কি গুরুতর অন্যায় যে পাপে ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই যদি বিধু থাকে হয়—তাহা হইলে সেই সঙ্গে বিধু থাকা হইতে পারিত।"

এই বলিয়া অবিনাশ উঠিয়া গেলেন। তিনি একবার ঘটকচূড়ামণি মহাশয়দিগের নিকট গেলেন, তাঁহারা মহামহোপাধ্যায়ের ব্যবস্থা দেখিয়া তাহার উপর কিছুই করিতে চাহিলেন না। অবিনাশ ইচ্ছা হইল একবার নবকীর্তনে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া আর সেখানে হাত দিতে চাহিলেন না। তিনি স্থির করিলেন কোন বিশিষ্ট লোকের সহায়তা লইয়া তবে নবকীর্তন যাইবেন এবং সে ব্যবস্থা শীঘ্রই স্থির করিলেন।

ব্যবস্থার বিষয়ে হরিদাস বৈরাগীর পর কুন্দনন্দিনীর কি হইল আমরা এখনও দেখিয়া আসি নাই। পূর্বে বিবরণে কুন্দনন্দিনীর বিষয়ে হইতে বাকি যায়। কিন্তু তিনি সকলের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিলেন। গ্রামের আর আর সকলেই তাঁহার নিকট আসিলেন, বসিলেন, কথাবার্তা কহিলেন, কিন্তু এই দোষযুক্তা হইয়া তাঁহারা কেহ আর তাঁহার বাড়ী যাওয়া-আসা করেন না; কেহ কেহ আসিয়া উপদেশ দিয়া গেলেন যিনি কেহ তাঁহাকে বাড়ীতে আনিয়াছেন; তাঁহার আসিয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন; সকল তাঁহার কেহ যাইতে আসে না; আসিবার মধ্যে কিন্তু পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই স্ত্রীলোক; যাহারা কলসী কাঁকে, ঘোমটা টানিয়া, ছুতা খোঁজে আসে; গ্রামে কুন্দনন্দিনীর চেলে, ছুতা নিমিত্তই, সকলে কুন্দনন্দিনী। তিনি ঠাকুরদেবতার আসিয়া পরামর্শ পাঠাইবার কথা লিখিয়াছেন, বিধান উপায় পাঠাইয়া দিয়াছেন; সকলে ব্রহ্মচারিণীর মতের বাড়ী কুন্দনন্দিনী ছেলে যায় করিয়া খেলেন, সাড়াশব্দে যে এই পুর তাহা তাহার ছেলে যায় সকলেই জানিত, যে সময় বাড়ী না পাইলেন তাহা, কাহারও কাছে আসিয়া ছেলেটীর ছেলে, ছেলেটীর তাহা, ছেলেটীর বাড়ী আসিয়া কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সকলে ছেলে। কুন্দনন্দিনী ছেলে কথা কহিতে ছেলেন; ছেলেরা তাহা শুনিতে যায় ছেলে করিয়া দিলেন। সে দিনটি যে অবিনাশ গিয়াছিলেন। কুন্দনন্দিনী অবিনাশকে ছেলে যায়। কুন্দনন্দিনী অবিনাশ ও নবকুমারের কথা ছেলে যায়ে; তিনি অবিনাশ যায়ে কিছুক্ষণ ছেলে করিয়া ছেলে। অবিনাশ ও ছেলে যায় করিয়া ছেলে যায়ে ছেলে ছেলে ছেল

সেই ব্যবস্থার জন্য নবীন ব্যস্ত হইয়াছেন। অবিনাশ এক-দিন মহাশয় সন্ধিক্ষণ সাধারণ হইল নবীনের ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

নবীন অবিনাশের সঙ্গে ও নবীনের বাড়ি গেল। যে পাড়ায় বৃদ্ধি ও বিবাহের বাড়ি যাইবে তাহা সেখানে একদিন থাকিয়া অনুসন্ধান করিয়া আসে। তাহাতে এত বড় অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে না। যে পাড়ায় যখন ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা নেমন্তন্নে উপস্থিত হইয়াছেন সেখানে সেইরূপ বিদায়ের সময়ে নেমন্তন্নের উপায় নির্দিষ্ট। নবীনের মত পণ্ডিত ব্যক্তিদের আগমনের কারণের অনুসন্ধানে সময় দিলে যে বিদায় অধিক; গ্রামস্থিতদের পুরস্কার অন্যায় বিদায় হইতে পারে। নিমিত্ত মাত্র অবস্থিতে নবীন বাড়ি ফিরিলেন ও সেই প্রবীণ ঐতিহাসিকের নিকট যাইতে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন "কাল যত লোক আসে সকলে, আমরা এলেই কি কাজ হবে? এক আধজনের চিঠী যে কেউ যায় তাদের কাছে?"

নিমিত্ত বাবু বলিলেন "কেন? এখন আপনি একদিন গ্রামের লোকের নিমন্ত্রণ করুন তবে"। ঐতিহাসিক বলিলেন "এখন বাড়ী বাড়ী গিয়ে লোকের খোসামোদ করতে হয় যার খোসামোদ করিতে পারে তারা হইলেন আসিবে খোসামোদ করা নিজ হইল।" নিমিত্তবাবু বুঝিলেন ও পূজার ছুটিতে কিছু করিবার মনস্থ করিয়া রহিলেন।

(২১)

এবার আমার কথা বলিতে বলিতে কুসুমিনীর পরীক্ষা কিছু ফলাফল হইয়া পড়িল। ছুটিতে বিলম্ব নাই; বোধহয় একদিন মাত্র সেখানে অবস্থান হয়। কুসুমিনী বাড়িয়া হইলেন, প্রথম মন আসিতে লাগিল। বাড়ীতে মনের ও ভোগের। মনে পড়ল নাই যে চিঠিখানা হয় ত ছাপার খোসামোদ করিয়া আনে হয়; কুসুমিনী অনেকগুলি কিছুমাত্র চিঠিয়া বসেন; একটু সুযোগ করিলেই তার খাঁপ আর বিদায় ভোগে হয় আসে, মনে তাহার উপলব্ধি হইল; অধিকে তার মনে চলিতেছে; চাহিয়া পরস্পরের কথাই প্রকাশ করে, আমিই ভোগ হয় সন্দেহটা কিছু-দিন কুসুমিনী আসিলে ভাল হয়। সেই মনে হয়ে মন, সেন মনে হয়, খারাপ হইলই, নিশ্চয়ই চাঁদের মনে পড়ে; তিনি বাড়ীর কর্তা তিনি ভোগীর বেলা কে আনিবে, ডাক্তার কে আনিবে, ডাক্তার কে ডাকিবে, পত্নী কে ভোগাবে ঠিক করিয়াই যান. পরদিন নিশ্চয় চাঁদ করে ইতীন উপর দিয়া ভোক করিল ভাবিয়ে লাগলাম নাই। তিনি বুঝিয়া তিনি ভাবিয়াছেন সব ভোগেই মনে পড়ে, তাঁহার লালসের কালই বা কে করে, তাঁহার বা কে, আর ভোগীরও চলবাই বা কে করে? এদিকে সন্তোষের জন্য চল চল করিতেছে, কিন্তু তাহার মনে সন্দেহ নাই সন্তোষ তীরে যায় কে? পত্র দুইটা আছে কিন্তু দুইমাস বিলম্ব-ভাবের তীব্র আঘাতে পরের ভোগা ভোগ যায়, ভোগনী কুসুমিনী ভোগা পত্রাদি চলাইয়া যায়।

পত্র আসে যে আসিতেছেন,বলিয়া তবুও স্থানাভাব হইবার কথা; যাহার পত্র নাই সে মনে করিতেছে পত্রাদি হইলেই পূজা আসিবে আর যে পূজা আসিবার সে ভাবিতেছে কে ভোগ আসিবে,কে পূজার উদ্যোগ করিবে, আর গ্রামের লোকের সময় কাটান দেখা যাইবে। কুসুমিনী ভোগার ও আর পত্রব্যবহারের ভোগের ভুল হয় না, তাই সকলের ব্যবহার অনেক করিবার একটা উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। সকলের আসিবার বাকী একটা পূজার ছুটি করিয়া রাখিয়াছেন যে তাহারই জন্য ভোগে পরস্পরের আগমনে বাধিয়া থাকে। মনের ভোগ আসিলে চাকুরি না দেয় নাই সেজন্য ভোগকালে ছাড়িয়া হইবে হইবে না এই ছুটিতেই আলোচিত।

কিন্তু ছুটি পর্যন্ত পঁহুছিতে পারিলে হয়। কুসুমিনী অধিক বাবুর পত্র পাইয়া ভোগ করিয়া বলিয়া আছেন যে ছুটীতে আসিলে তাঁহাদের একটা ঘটি হইতে পারে। বৈদ্য নাই, পত্র নাই, তাঁহার জন্য তিন দিন করিতে থাকিল হইবার পর পত্র তবে বাড়ি বাড়ি হইল। সেজন্য ভোগ-পথে উত্তরে ভরসা করিতেছেন: পাড়ার যেন সন্তোষ করিয়া বেড়াইতে আসিবে কুসুমিনী ভোগকে ভোগ হয় করিয়া মনের জন্য ছুটি ছুটিবাইবে, পত্নী আসিতে মনে, নূতন মন, এখনোকে ছুটিবাইব আসিবে যেন? এদিকে মনস্থির হয়, আসি আসিব ও মন হইলেও মনে মনে-

সহায়ক হয় নাই। যে সময় ভোলানাথ ও সরোজের মধ্যে যে সময় যে কারণে দুরে জল যেন ঠিক থাকে না। সরোজই তার ব্যবহারে সবিনয় স্বীকার করে এবং এমন ভাবে চালাইয়া ভবতারণ হইয়াছেন। সরোজিনীর যে আশিয়া চালাইয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে যেন "জল, জল" বলিয়া চীৎকার করিয়াছে, তখনই সরোজ জলের ঘটিটি করিয়াছে, তুলসিনী ঠাকুরে তেমন করিয়া পারিতেন না; তখন অতি ধীর স্বরে তুলসিনী সরোজিনীর কাছে বলিলেন, "দিদি, তোমাকে একটু জল দে যাই।"

সরোজিনীর যা অভিনয় তুলিয়া হইল ঠিক বিপরীত। আমাকে কি বলতে হইবে? আমি তোমার ঘরে তুলিয়া আসবার জন্য বড়ই পাগল হয়েছি।" যে কথা অভিনয় তুলসিনী তোর করিয়া ঠিক বলিলেন ও পরে আসিয়া জল আনিবার জন্য অন্তরে গেলেন, কিন্তু তখন অন্তরাল থেকিয়া পড়িয়া গেলেন, তোর ও মনের "আমি কি বলি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সরোজিনী "মুখে তোমার জল দে" বলিয়া আবার তাহাকে উপরে দিয়া সরিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

অশ্বত্থামা।

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ।

এই পরিত্র তুলসী তোমে সাধু বাবাজী আমার ভক্তি সহজে পরিমাণে তৃপ্তি পাইয়াছে। তুলসীতলার কথাগুলি তার মনে তৃপ্তির সুখের রেখা দিয়াছে। যাকে মানের মাটিকের যে ছড়াছড়ি হইয়াছে তারা ভাল করে কিন্তু হিন্দুধর্মী বহুদেবীর আরাধী প্রকৃতিবিদের সাধারণ প্রচার এবং তত্ত্বজ্ঞানের কথাগুলি, শাস্ত্রজ্ঞ প্রচার করাটা অতি সহজ এবং তাহাই সকল আমাদের. সাধু বাবাজী আমার নিকিত সর্বধর্মের বাঙালীই মুখকে সাধারণ মানুষ মনুষ্যত্বের ভাবে পাইয়া যে কতটা উপকৃত হইয়াছেন তাহা মুখে বুঝিবার জন্য কোন প্রমাণ করিতে হয় না। সর্বধর্মের এবং সকলেরই বাঙালীরই মধ্যে পূর্ণ তুলি ভারতবর্ষে অন্যপ্রান্তি, যৌথজন বিহার করিয়া উপলব্ধি হইয়াছে। আমার দেশে অন্যান্যদের এবং অন্যান্যদের আবিষ্কার, তোর করিয়া আনিয়া পূর্ণজনের তুলতিত ভাবে পাইয়া বাচার জন্য সহজযুক্ত এই তুলিকেরে আনিতে পারলে যে তার পূর্ণের ফল তাহা সাধারণের অন্তর তেমের অন্তরে সর্বপ্রকার অন্যায়ের ও সমাজের সমাধানে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহারই নিকিত তুলিয়ের অনেকজন (অনেক

বিষয়ে তার প্রথম বয়স), তুলিয়ই এবং ৭৮ বছর হইল তাহাতে তেমের অতি হইবে না। উহারও হয় এমনের সমস্তকে অন্তর ফল তোর করিয়া তুলসীরই আনিবেন। বাঙালীর সমস্তের আরাধনের প্রকৃতি তারিয়াছে ইহা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়? আমিকের প্রথা উপনীত প্রথম প্রকৃতি তত্ত্ব আমিকে একটু ধনাদি তুলিয় হইবে কিন্তু "আমার" উহা করিলে কবীন্দ্রদের এই উপনীত তত্ত্বে লইয়া যাইবে। আমার সহিত একটু মন মিলিয় থাকে, কিন্তু তখনই তেমিকে উক্ত অধিকারী বলিয়াই মনে। মিত্রের মাতৃহীন যখন "মা" মাতৃহীন "মাই" মনের মাই। কিন্তু তোর অর্থের অপেক্ষা তত্ত্ব সমাধার্ত হইয়াছিলেন? যাহাদের "সাধু" "ভক্ত", "মানুষ" নাম পাইবার অধিকার অর্জন করিয়াছে, তাঁহাদের আহারের অধিক, রাজন, বৈষ প্রভৃতি তত্ত্ব "মাই" আকাঙ্ক্ষা বিহ্বল। আমিকর্ণ তোর আসিয়া মনকে বিবাহ যায়, সমাধারে যায়। তুলসী ও তুলসী মনে তত্ত্ব হইত। এমনে বিলিয় মনের দাস তত্ত্ব। তোর তাই; প্রাণপণি তুলসিয়ের করিয়া তোর; এবং "আমাদের"—এই মানের আকাঙ্ক্ষা বলিয়াই মানুষ

করিয়া যায়। অত্র ফেরে "সাহেব" অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐ সময় প্রবাসের পথ নানা বৈচিত্র্যে মুখর হইয়া উঠিত। পুরুষদের পুরী অত্যন্ত বিপদ। এমন আশঙ্কা সর্বদাই থাকে। এমন "আছর রাজপথে" হয়ত কিছু ক্ষণ পরেই দেখা হইল ও পাশ দিয়াছে—হয়তবা।

আমি মোহাম্মদের যে অংশগুলি এই প্রবন্ধের জন্য নির্বাচন করিয়াছি তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য। একটী প্রসঙ্গ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। (এই অংশে ছাপা ১৩৭৩ ঐ সংখ্যক)। ইহাতে মোহাম্মদের যে চরিত্র ফুটিয়াছে তাহা অনবদ্য। প্রথমটী পাঠকগণকে প্রেমের জন্য পুরুষকারের পরিচয় দিবে। অন্যান্য এ প্রেমের আসল রূপ ধরিতে না পারিয়া কুল কলঙ্কের ভয়ে সংযোচিত হইলে ঘটে না বলিয়া যাহা লইয়া কুতর্কের ঝড় অনেকে তুলিবার চেষ্টা করিবেন। সেখানে আমাদের মনে সমস্যা জাগিবে।

অবশ্যই প্রথম স্থান। উহার বিস্তারে বলিবার কিছু নাই। ইহার আরম্ভের পরিচয়ে উহার ধারা এবার ফুটিয়া উঠিবে। ৩—পাঠক নিশ্চিত "মিলিক" চোরিফের বিলাপ শুনেন—ঘটে। প্রেমের বিন্দু-চৈতন্য যখন লক্ষে উহার মনে বিরহের তৈল সিঞ্চন করিয়াছে। অন্য অবস্থায়—বহুবাসী হয়ত চোর উহার ঐ অন্যায়াচরণের জন্য পরিহাসে করিতেন। উহার অন্তরালে মনে তাহার শুরু কিছু নাই। "সখ্যঃ শৃঙ্গারসো রসঃ"।

অবশ্যের এরূপ ছবি কেন রচিয়াছি—তাহা ধৃষ্টিতার ভয় অনেকটি ধরে ধরা দিল। অনুবাদীর উপায় —বাঙ্গালা ভাষাভাষীর এবং অবাঙ্গালীর উপায়ে সমস্ত মহাভারত এক শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বনে প্রেমিক পরিচয়ের জন্য কিছু কিছু প্রেমপ্রধান অংশের ছবি আমি আঁকিতে চেষ্টা করিব, এবং অবশ্যই সকলে সকল কথাগুলি এখন বলিতে প্রস্তুত হইলাম। প্রথমে ত বলা চাই যে অবশ্যের সম্বন্ধে আমরা কি কি জানিতে পারিয়াছি।

(১) অবশ্য চারি ভগিনী ছিল। সকল অপেক্ষা ছোট ছিলেন। প্রেমের ঈশ্বর তাহার সম্পর্কে তীব্র হইতে তীব্রতর করিবার জন্য "আনন্দী" নামে একজনকে প্রেরণ করেন। তখনী অবশ্যই ঈশ্বরের কৃপা লাভে কিছু অধিক অগ্রসর হইয়া থাকিবেন। ইহাদের রূপ ও বর্ণনা। মৃগনাভি অপেক্ষা কালো উহাদের দেহের তুলনা পাইয়া পাওয়া যায়। নখাগ্র যেন সবের মুকুর মুছিয়া নিখুঁত করিয়াছিলেন। (আদি পর্ব ১৩৩ অধ্যায়)।

(২) বিবাহের পরবর্তীকালে অবশ্যের পিতার মনে অত্যন্ত দেখা দিয়াছিলেন। মুনাফী অন্তরালে দেখিয়া অশ্বি অবশ্যকে ভোগবিলাস হইতে তাহা ফেরে না করা যায় না। উহাতেই ভোগবিলাসের জন্ম হয়। অন্তর্বিপ্লবিদের অন্তরালে অবশ্যই অবশ্যের অধিকার নাম দিয়া ভোগের আয়োজন করেন। (ঐ)

(৩) এ ভোগ অধিক পরিমাণে পুরুষের পুত্র জন্মের অবশ্যই অবশ্যে ভোগ করিতেন। বিভূতিকাল পরে জন্ম দিয়া বিলাসের আয়োজন করিলেন। (ঐ)

(৪) ভোগ তৃপ্তিতে বিরহ ঘটিলেন। ঐ বাসিনী অবশ্যপুত্র অধিগ্রহণবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রের ছিলেন। এবার তাঁর ভোগাচারের অবশ্যায় নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র অধিগ্রহণের উচ্চপ্রেম অবশ্যে তাঁর জন্মি ঘটিল। ঐ জন্মি প্রবলাত্মার এই ভৈরবাণী হইল, "এই পুত্র অধিগ্রহণের অন্য রেখার জন্য মহীন জন্মি যাতু বিপ্লবকল প্রতিকলিত করিল, অতএব ইহার নাম অবশ্যই হইবে। অন্যত্র ভোগ পুরুষকে পরম পরিচয়ে হইলেন। (ঐ)

(৫) ভোগ পরবর্তীকালে নিকট হইতে প্রেমের অবশ্যই সম্বন্ধে বিশ্লেষণকল প্রার্থনা করিলে তাহা পাইয়াছিলেন।

(৬) ভরতের পরিত্র ভোগাচারে ঘরে অধিকারের নিকট অবশ্যই পরিত্যক্তেন। তাই সময় ভরত দীর্ঘ ভোগকে ভালবাসার আবেগে বলিয়া ভেবেন (ঐ), তিনি বিদ্যার প্রিয়তম পুত্র; যখন তিনি পিতৃরাজ্যে ত্যাগ হইলেন তখন তাঁহার বাসনীয় ভোগ সম্পত্তি ভোগের হইবে। (আদি পর্ব ১৩৬ অধ্যায়)।

(৭) যখন অবশ্যের পুত্র বাহাতে চাহিয়াছিল। বিপুল ভোগ একটী বাসীয় ভেটার পরিচয় বেড়াইলেন। পাইলে

সাময়িক সংবাদ

বাহিরের প্রীষ্মাবকাশের অবসরে মহর্ষির বিধবা কন্যা কুমারী অর্ণবা দেবী মৃত্যু হওয়ায় ভারতীয় আকাশ বাণীর বিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ হিসাবে এই বাণীর বিশেষ বিবরণ। কুমারী অর্ণবা দেবী ৪ বৎসর বয়সে ভারতে ফিরিয়া এসে পরলোক গমন করিয়াছেন। ৪ বৎসর বয়সে ভারতে ফিরিয়া এসে পরলোক গমন করিয়াছেন।

সমালোচনা

বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থার বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু অতীতের জ্ঞান লাভেই যে ঐ আলোচনার পরিসমাপ্তি তাহা নহে বর্তমানের উপর বিভিন্ন প্রভাবশীলতাও আছে। আধুনিক যুগের অবস্থার সহিত তুলনামূলক বিচার হইলে অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করিলে ঐ দুই বিভিন্ন যুগের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে; তুলনামূলক বিচার হইলে আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির সহিত আমাদের অবস্থার প্রভেদ কোথায় তাহা সমস্যার সমাধান করা সহজ হইবে। তাহাতে আমাদের বর্তমান জীবন আমার অতীতের ছাপেই সেঁচিয়াছে হইয়া উঠে সেই জন্য আমাদের জীবনের প্রতি বিভিন্ন সমস্যাই প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা হইতে বহু ভাবের প্রেরণা পাইবে। অবশ্য অতীতকে যুগ অতীত বিবেচনা না করিয়া ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করাই ভুল। এইজন্য ভিন্সেন্ট স্মিথের যে কথাগুলি "প্রবিশনারেশন" :

"The future of a country is determined to a large extent by its past."

প্রাচীন ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অনেকের মতে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু মূলক প্রকাশিত হইয়াছে। সে বিষয়ে প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা খুব কমই হইয়াছে। এই কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিভাগ উপেক্ষণীয় বিষয় রহিয়া। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক আলোচনা ও সমস্যার সমাধান করিতে পৃথিবীর সকল দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী লাগিয়া আছেন। আমাদের মুক্তপুরুষগণ কি ভাবে তাঁহাদের সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবলম্বিত বিজ্ঞান কিরূপ ছিল এ সকল জানা প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা যতটা অবশ্য হওয়া সম্ভব নহে।

কিন্তু বিশেষভাবে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। তবে আমরা যেন কেহ বিভিন্ন যুগের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। যেমন Zimmer Macdonnel এবং Keith-এর বৈদিক সাহিত্য, Fick, Dr. and Mrs. Rhys Davids-এর জাতক এবং Hopkins-এর মহাভারত হইতে আলোচনাই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস বোধহয় কেহ করেন নাই। তাই ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁহার Buddhist India-এ স্থানে বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রকৃতির বর্ণ এবং কর্ম, সাহিত্য এবং কাব্য সম্বন্ধে আলোচনার যে পরিপূর্ণ আছে যে, আমরা ইহার সহিত তুলনা করিয়া প্রাচীন যুগ সম্বন্ধের সৌরভ জীবনসম্ভার অবস্থা আলোচনার জন্য কিছুই এখনও বিশেষ কিছু নাই।" কিন্তু এখনও প্রাচীন ভারতবর্ষের চিত্র অঙ্কন করিতে একেবারে চেষ্টা হয় নাই। এ কথা তিনি ১৯০৭ সালে বলেন। তাহার পূর্ব বৎসর বিশেষ তাঁহার Royal Asiatic Society-র পত্রিকায় প্রবন্ধটির তাহার এক প্রবন্ধে বলেন, "প্রাচীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভার হয়ত ইতিহাসের।" এখন ইতিহাসে অনেক বড় বড় লোক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

১৯২১ সালে মহা আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আমাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Economic Condition of Ancient India সম্বন্ধে গবেষণা করিতে বলেন। তিনি এখন করিয়া পর স্বনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

তাহার পর বিগত বর্ষের মাঘের শেষে এ বিষয়ে ইংরেজী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। একটি সমালোচনা পুস্তক আমাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের।

এই আমার দেশবাসীর বিশ্ববিদ্যালয় - অনুরাগ

---

* Economic Life in Ancient India. A systematic survey, by Maganlal A. Buch, Professor of Philosophy Baroda College. Price Rs 15.

ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক। তাঁহার মতে ১৯১৮-১৯ সালে অধিকাংশ বিদেশীয়ের ধারণাকে নিজে বদলাইতে হইয়াছিল।

প্রত্নতত্ত্বে আদি প্রাচীনের যুগ হইতে ধর্মপালের কাল (৭৭৫-৮১৭ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত আরতবর্ষের আদিম অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। আদত সময় বলিতে তিনি এই বিশাল সময় তিনি-তিনটিকে যুগ বা কালে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) পুরাতন প্রস্তরের যুগ (Palaeolithic Age), নূতন প্রস্তরের যুগ (Neolithic Age) (৩) ব্রোঞ্জের যুগ (Bronze Age), (৪) লৌহ বৈদিকযুগ (৫) মৌর্য যুগ, (৬) শৈব যুগ, (৭) শৌর্য যুগ, (৮) গুপ্তযুগ, (৯) হর্ষবর্ধনের যুগ। এর মধ্যে প্রত্যেক ভিন্ন যুগের বিষয় বিস্তারেই লিখিত এবং উহা একত্র ভিন্ন উপায় নাই। প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগের কালনির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন নাই। তা করিতে তাহাই করিয়াছেন যুগ ৩৩০ খৃষ্টাব্দে পরাজয়ের ইতিহাস ও বিস্তারিত যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা হইতে যে, প্রাচীনকীর্তির নির্দেশ লইয়া ইতিহাস তাহার মধ্যে এ যাবৎ পাওয়া পদ্ধতিগুলি যে ভাবে যাচাইয়ে সমাধান বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে।[১] আজ ভিন্নদেশ যুদ্ধের যুগ নির্ণয়ের প্রত্নতত্ত্বের যুগ নির্ণয় করিতে হইলে ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সাহায্য লইতে হয়।

সাধারণতঃ পরবর্তীকে পৌরাণ যুগের প্রাক্তনের অর্থাৎ খৃষ্টি পূর্ব ৩য় পরাব্দী পর্যন্ত কাল ব্রাহ্মণ যুগ বলিয়া প্রত্নতত্ত্বে অনেকেরা নামিয়া, ব্রাহ্মণ, আচার্যগণ, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যান প্রভৃতিকে এই পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। আচার্যেরা এর উদ্ভব করিয়া প্রত্নতত্ত্বে যুগ বিভাগ খৃষ্টি পূর্ব পঞ্চমশতাব্দির পূর্বে ঘটিত এবং পরবর্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় শতাব্দীর সংযোজিত অংশ বলেন। এই সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় উদ্ভব তথা ব্রাহ্মণ হইতে প্রাক্ত অবধি পরিচয় একত্র কি ভাবের প্রত্নতত্ত্বে বিভাগ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে? এর আগে এইসব প্রত্নতত্ত্বই যা কি অবধান করিয়া অবশ্য আচার্যদের পরবর্তীকালে সংযোজিত অংশ হে আছে এবং মূল অংশ কি আকারে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যায়। তার আচার্যদের যে প্রাচীন অংশ এখনো এবং আচার্যদের তথা যে অনুকূলের মূলের সন্ধান পরিচয়ই এই সব বিষয়ের সমস্যে তথ্যে আসে যাহা অনেকে এই সময়ে বর্ণিত বিষয় পুরাবৃত্তি, তাহা ঐতিহাসিকের পরিচয় সাধন যায়—আচার্যদের ইতিহাস প্রভৃতির বিষয়ের সহিত তাহা কি অধিক সম্পর্ক? আচার্যদের প্রত্নতত্ত্বে বাহ্য ও অর্থনীতি সমাজ বিদ্যা বলে এবং অনুকূলের পূর্বে তাহার পূর্বিতিহাসে ঐতিহাসিক এমন কি সাধারণের বাহ্যতত্ত্বের তত্ত্বের বলিয়াছে সমাজ নিজস্বার, অবশ্য তাহার অধিকাংশ বর্তী প্রত্নতত্ত্বের সহিত সম্পর্ক এবং এবং মূলে সমস্যা প্রতিকর্মে বলিয়া মনে হয় না।

লেখকের Age of Gautama Buddha ৩০০ খৃঃ পূঃ আগত বুদ্ধিতে পারিবার না। সাধারণতঃ প্রত্নতত্ত্ব ৩১ খৃঃ খ্রীঃ অব্দে রাজত্বারোহণ করেন এবং ৩৮৬ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁর মৌর্য সম্রাট বুদ্ধত্বলাভ ও নির্বাণ পূর্বাহ্নে নিরাময়নিবাসে এবং খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর প্রথমে অনেক খৃষ্টীয় ব্যাপ্ত আছে। ঠিক কে কবে হইতে না ঠিক, বৈদ্যনাথই আচার্যদের সময়ে যে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী বলে ধরা যাইতে পারে। এখনো এই ৩৩৭ বৎসরকে মৌর্যযুগ এবং বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকের অর্থনীতি, রাজনিবাসন অনেকের এই যুগের ধরা সমস্ত করিয়াছেন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের উদ্ভবে মৌর্যযুগের (অথবা মৌর্য পূর্ব যুগের বর্তমান হইবে) যে বিষয় এখনো হয়েছে আছে।

এখনো ঐতিহাসিকগণের মিলিত কোন কোন তথ্য মৌর্যযুগের যুগ, কোথায় আসার সেই কথাই মৌর্যযুগ ও অনুকূলাবযুগ নির্ণয়বিধি করিয়াছেন। মৌর্য যুগের যুগ ৩১১ খৃঃ পূঃ অব্দে ঠিকিয়ে আছেন এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজারোহণ ঐতিহাসে অনেক একমত হলে সকল ঐতিহাসে মনে হয় না।

যুগবদের পর হইতে অনেক যুগ আরও ৩৯ এবং

...ধর্ম সম্বন্ধে অনুকূলে ...

...অশোকের প্রচেষ্টায় ...ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

...অধ্যাপক মহাশয়ের এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অধ্যয়নের পক্ষে তিনটি বিষয়ের জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। যথা, ভাষা, ধর্ম ও দর্শন, পুরাতত্ত্ব এবং অনুসন্ধান। প্রথমতঃ, বেদ ও বেদের ভাষা সম্বন্ধে কিছু না জানিলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না। ইহাদের জন্য প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র প্রাচীন ভাষার একটি অধ্যাপক থাকা বিশেষ আবশ্যক। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল বিষয় বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার মধ্যে কোন বিষয় বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইলে, অনুগ্রহপূর্বক তাহা জানাইলে বাধিত হইব। বাকী তালিকার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথমতঃ বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। এই দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি ভাল অধ্যাপক থাকা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক যোগাড় করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা একরূপ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। এ বিষয়ে এখন শুধু প্রাচীনের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আজকালকার অনেকেরই বাহির পড়িতে যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা উচিত। বেদজ্ঞানী অধ্যাপক মহাশয়ের উচিত নিজে চারজনকে যে কোন প্রদেশের লোকের কাছে পাঠাইয়া পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহাদিগকে শিখিয়া লইবার ব্যবস্থা করা।

...বিষয়ে ইংরাজিতে ... ভাল পুস্তক নাই। ... আছে। ... index and bibliographical ... দিন।

...ভারতের ইতিহাস ও ইহার ... ভাষা ও ধর্ম সম্বন্ধে ... পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের "Ancient Indian History and Culture" এর ন্যায়, ... প্রাচীন ভারতের ... ইতিহাস পড়াইবার ... অধ্যাপক মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রাচীনকালের ভারতীয় ... বিষয়ে ... আলোচনা করা উচিত। ... পুরাতত্ত্ব ... অধ্যাপক ... প্রত্নতত্ত্ব ... বিষয়ে ... পরিচয় ... ইহার ... প্রাচীন ... ভাল ... ইহার ... অনুসন্ধান ... ভারতের ... ইতিহাস ... অধ্যাপক ... ভারতের ... ইতিহাস ... ভারতের ... ইতিহাস ... ভারতের ... ইতিহাস

WANTED a Graduate Head master for LAWNAN M.E. School near Chinsurah Ry. station on the [illegible] Board and lodging free on private tuition. Salgopoe or Brahmin preferable. Apply stating age, native home, past services etc to

K. Biswas
Secretary
10, Ganganarain Dutt Lane,
Calcutta. 1006

মূল্য ফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

[illegible] মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে। [illegible] ১। [illegible] ২। [illegible] ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] ৭। [illegible] ৮। [illegible] ৯। [illegible] ১০। [illegible] ১১। [illegible] ১২। [illegible] ১৩। [illegible] ১৪। [illegible] ১৫। [illegible] ১৬। [illegible] ১৭। [illegible] ১৮। [illegible] ১৯। [illegible] ২০। [illegible] ২১। [illegible] ২২। [illegible] ২৩। [illegible] ২৪। [illegible] ২৫। [illegible] ২৬। [illegible] ২৭। [illegible] ২৮। [illegible] ২৯। [illegible] ৩০। [illegible] ৩১। [illegible] ৩২। [illegible] ৩৩। [illegible] ৩৪। [illegible] ৩৫। [illegible] ৩৬। [illegible] ৩৭। [illegible] ৩৮। [illegible] ৩৯। [illegible] ৪০। [illegible] ৪১। [illegible] ৪২। [illegible] ৪৩। [illegible] ৪৪। [illegible] ৪৫। [illegible] ৪৬। [illegible] ৪৭। [illegible] ৪৮। [illegible] ৪৯। [illegible] ৫০। [illegible] ৫১। [illegible] ৫২। [illegible] ৫৩। [illegible] ৫৪। [illegible] ৫৫। [illegible] ৫৬। [illegible] ৫৭। [illegible] ৫৮। [illegible] ৫৯। [illegible] ৬০। [illegible] ৬১। [illegible] ৬২। [illegible] ৬৩। [illegible] ৬৪। [illegible] ৬৫। [illegible] ৬৬। [illegible] ৬৭। [illegible] ৬৮। [illegible] ৬৯। [illegible] ৭০। [illegible] ৭১। [illegible] ৭২। [illegible] ৭৩। [illegible] ৭৪। [illegible] ৭৫। [illegible] ৭৬। [illegible] ৭৭। [illegible] ৭৮। [illegible] ৭৯। [illegible] ৮০। [illegible] ৮১। [illegible] ৮২। [illegible] ৮৩। [illegible] ৮৪। [illegible] ৮৫। [illegible] ৮৬। [illegible] ৮৭। [illegible] ৮৮। [illegible] ৮৯। [illegible] ৯০। [illegible] ৯১। [illegible] ৯২। [illegible] ৯৩। [illegible] ৯৪। [illegible] ৯৫। [illegible] ৯৬। [illegible] ৯৭। [illegible] ৯৮। [illegible] ৯৯। [illegible] ১০০। [illegible] ১০১। [illegible] ১০২। [illegible] ১০৩। [illegible] ১০৪। [illegible] ১০৫। [illegible] ১০৬। [illegible] ১০৭। [illegible] ১০৮। [illegible] ১০৯। [illegible] ১১০। [illegible] ১১১। [illegible] ১১২। [illegible] ১১৩। [illegible] ১১৪। [illegible] ১১৫। [illegible] ১১৬। [illegible] ১১৭। [illegible] ১১৮। [illegible] ১১৯। [illegible] ১২০। [illegible] ১২১। [illegible] ১২২। [illegible] ১২৩। [illegible] ১২৪। [illegible] ১২৫। [illegible] ১২৬। [illegible] ১২৭। [illegible] ১২৮। [illegible] ১২৯। [illegible] ১৩০। [illegible] ১৩১। [illegible] ১৩২। [illegible] ১৩৩। [illegible] ১৩৪। [illegible] ১৩৫। [illegible] ১৩৬। [illegible] ১৩৭। [illegible] ১৩৮। [illegible] ১৩৯। [illegible] ১৪০। [illegible] ১৪১। [illegible] ১৪২। [illegible] ১৪৩। [illegible] ১৪৪। [illegible] ১৪৫। [illegible] ১৪৬। [illegible] ১৪৭। [illegible] ১৪৮। [illegible] ১৪৯। [illegible] ১৫০। [illegible] ১৫১। [illegible] ১৫২। [illegible] ১৫৩। [illegible] ১৫৪। [illegible] ১৫৫। [illegible] ১৫৬। [illegible] ১৫৭। [illegible] ১৫৮। [illegible] ১৫৯। [illegible] ১৬০। [illegible] ১৬১। [illegible] ১৬২। [illegible] ১৬৩। [illegible] ১৬৪। [illegible] ১৬৫। [illegible] ১৬৬। [illegible] ১৬৭। [illegible] ১৬৮। [illegible] ১৬৯। [illegible] ১৭০। [illegible] ১৭১। [illegible] ১৭২। [illegible] ১৭৩। [illegible] ১৭৪। [illegible] ১৭৫। [illegible] ১৭৬। [illegible] ১৭৭। [illegible] ১৭৮। [illegible] ১৭৯। [illegible] ১৮০। [illegible] ১৮১। [illegible] ১৮২। [illegible] ১৮৩। [illegible] ১৮৪। [illegible] ১৮৫। [illegible] ১৮৬। [illegible] ১৮৭। [illegible] ১৮৮। [illegible] ১৮৯। [illegible] ১৯০। [illegible] ১৯১। [illegible] ১৯২। [illegible] ১৯৩। [illegible] ১৯৪। [illegible] ১৯৫। [illegible] ১৯৬। [illegible] ১৯৭। [illegible] ১৯৮। [illegible] ১৯৯। [illegible] ২০০। [illegible] ২০১। [illegible] ২০২। [illegible] ২০৩। [illegible] ২০৪। [illegible] ২০৫। [illegible] ২০৬। [illegible] ২০৭। [illegible] ২০৮। [illegible] ২০৯। [illegible] ২১০। [illegible] ২১১। [illegible] ২১২। [illegible] ২১৩। [illegible] ২১৪। [illegible] ২১৫। [illegible] ২১৬। [illegible] ২১৭। [illegible] ২১৮। [illegible] ২১৯। [illegible] ২২০। [illegible] ২২১। [illegible] ২২২। [illegible] ২২৩। [illegible] ২২৪। [illegible] ২২৫। [illegible] ২২৬। [illegible] ২২৭। [illegible] ২২৮। [illegible] ২২৯। [illegible] ২৩০। [illegible] ২৩১। [illegible] ২৩২। [illegible] ২৩৩। [illegible] ২৩৪। [illegible] ২৩৫। [illegible] ২৩৬। [illegible] ২৩৭। [illegible] ২৩৮। [illegible] ২৩৯। [illegible] ২৪০। [illegible] ২৪১। [illegible] ২৪২। [illegible] ২৪৩। [illegible] ২৪৪। [illegible] ২৪৫। [illegible] ২৪৬। [illegible] ২৪৭। [illegible] ২৪৮। [illegible] ২৪৯। [illegible] ২৫০। [illegible] ২৫১। [illegible] ২৫২। [illegible] ২৫৩। [illegible] ২৫৪। [illegible] ২৫৫। [illegible] ২৫৬। [illegible] ২৫৭। [illegible] ২৫৮। [illegible] ২৫৯। [illegible] ২৬০। [illegible] ২৬১। [illegible] ২৬২। [illegible] ২৬৩। [illegible] ২৬৪। [illegible] ২৬৫। [illegible] ২৬৬। [illegible] ২৬৭। [illegible] ২৬৮। [illegible] ২৬৯। [illegible] ২৭০। [illegible] ২৭১। [illegible] ২৭২। [illegible] ২৭৩। [illegible] ২৭৪। [illegible] ২৭৫। [illegible] ২৭৬। [illegible] ২৭৭। [illegible] ২৭৮। [illegible] ২৭৯। [illegible] ২৮০। [illegible] ২৮১। [illegible] ২৮২। [illegible] ২৮৩। [illegible] ২৮৪। [illegible] ২৮৫। [illegible] ২৮৬। [illegible] ২৮৭। [illegible] ২৮৮। [illegible] ২৮৯। [illegible] ২৯০। [illegible] ২৯১। [illegible] ২৯২। [illegible] ২৯৩। [illegible] ২৯৪। [illegible] ২৯৫। [illegible] ২৯৬। [illegible] ২৯৭। [illegible] ২৯৮। [illegible] ২৯৯। [illegible] ৩০০। [illegible] ৩০১। [illegible] ৩০২। [illegible] ৩০৩। [illegible] ৩০৪। [illegible] ৩০৫। [illegible] ৩০৬। [illegible] ৩০৭। [illegible] ৩০৮। [illegible] ৩০৯। [illegible] ৩১০। [illegible] ৩১১। [illegible] ৩১২। [illegible] ৩১৩। [illegible] ৩১৪। [illegible] ৩১৫। [illegible] ৩১৬। [illegible] ৩১৭। [illegible] ৩১৮। [illegible] ৩১৯। [illegible] ৩২০। [illegible] ৩২১। [illegible] ৩২২। [illegible] ৩২৩। [illegible] ৩২৪। [illegible] ৩২৫। [illegible] ৩২৬। [illegible] ৩২৭। [illegible] ৩২৮। [illegible] ৩২৯। [illegible] ৩৩০। [illegible] ৩৩১। [illegible] ৩৩২। [illegible] ৩৩৩। [illegible] ৩৩৪। [illegible] ৩৩৫। [illegible] ৩৩৬। [illegible] ৩৩৭। [illegible] ৩৩৮। [illegible] ৩৩৯। [illegible] ৩৪০। [illegible] ৩৪১। [illegible] ৩৪২। [illegible] ৩৪৩। [illegible] ৩৪৪। [illegible] ৩৪৫। [illegible] ৩৪৬। [illegible] ৩৪৭। [illegible] ৩৪৮। [illegible] ৩৪৯। [illegible] ৩৫০। [illegible] ৩৫১। [illegible] ৩৫২। [illegible] ৩৫৩। [illegible] ৩৫৪। [illegible] ৩৫৫। [illegible] ৩৫৬। [illegible] ৩৫৭। [illegible] ৩৫৮। [illegible] ৩৫৯। [illegible] ৩৬০। [illegible] ৩৬১। [illegible] ৩৬২। [illegible] ৩৬৩। [illegible] ৩৬৪। [illegible] ৩৬৫। [illegible] ৩৬৬। [illegible] ৩৬৭। [illegible] ৩৬৮। [illegible] ৩৬৯। [illegible] ৩৭০। [illegible] ৩৭১। [illegible] ৩৭২। [illegible] ৩৭৩। [illegible] ৩৭৪। [illegible] ৩৭৫। [illegible] ৩৭৬। [illegible] ৩৭৭। [illegible] ৩৭৮। [illegible] ৩৭৯। [illegible] ৩৮০। [illegible] ৩৮১। [illegible] ৩৮২। [illegible] ৩৮৩। [illegible] ৩৮৪। [illegible] ৩৮৫। [illegible] ৩৮৬। [illegible] ৩৮৭। [illegible] ৩৮৮। [illegible] ৩৮৯। [illegible] ৩৯০। [illegible] ৩৯১। [illegible] ৩৯২। [illegible] ৩৯৩। [illegible] ৩৯৪। [illegible] ৩৯৫। [illegible] ৩৯৬। [illegible] ৩৯৭। [illegible] ৩৯৮। [illegible] ৩৯৯। [illegible] ৪০০। [illegible] ৪০১। [illegible] ৪০২। [illegible] ৪০৩। [illegible] ৪০৪। [illegible] ৪০৫। [illegible] ৪০৬। [illegible] ৪০৭। [illegible] ৪০৮। [illegible] ৪০৯। [illegible] ৪১০। [illegible] ৪১১। [illegible] ৪১২। [illegible] ৪১৩। [illegible] ৪১৪। [illegible] ৪১৫। [illegible] ৪১৬। [illegible] ৪১৭। [illegible] ৪১৮। [illegible] ৪১৯। [illegible] ৪২০। [illegible] ৪২১। [illegible] ৪২২। [illegible] ৪২৩। [illegible] ৪২৪। [illegible] ৪২৫। [illegible] ৪২৬। [illegible] ৪২৭। [illegible] ৪২৮। [illegible] ৪২৯। [illegible] ৪৩০। [illegible] ৪৩১। [illegible] ৪৩২। [illegible] ৪৩৩। [illegible] ৪৩৪। [illegible] ৪৩৫। [illegible] ৪৩৬। [illegible] ৪৩৭। [illegible] ৪৩৮। [illegible] ৪৩৯। [illegible] ৪৪০। [illegible] ৪৪১। [illegible] ৪৪২। [illegible] ৪৪৩। [illegible] ৪৪৪। [illegible] ৪৪৫। [illegible] ৪৪৬। [illegible] ৪৪৭। [illegible] ৪৪৮। [illegible] ৪৪৯। [illegible] ৪৫০। [illegible] ৪৫১। [illegible] ৪৫২। [illegible] ৪৫৩। [illegible] ৪৫৪। [illegible] ৪৫৫। [illegible] ৪৫৬। [illegible] ৪৫৭। [illegible] ৪৫৮। [illegible] ৪৫৯। [illegible] ৪৬০। [illegible] ৪৬১। [illegible] ৪৬২। [illegible] ৪৬৩। [illegible] ৪৬৪। [illegible] ৪৬৫। [illegible] ৪৬৬। [illegible] ৪৬৭। [illegible] ৪৬৮। [illegible] ৪৬৯। [illegible] ৪৭০। [illegible] ৪৭১। [illegible] ৪৭২। [illegible] ৪৭৩। [illegible] ৪৭৪। [illegible] ৪৭৫। [illegible] ৪৭৬। [illegible] ৪৭৭। [illegible] ৪৭৮। [illegible] ৪৭৯। [illegible] ৪৮০। [illegible] ৪৮১। [illegible] ৪৮২। [illegible] ৪৮৩। [illegible] ৪৮৪। [illegible] ৪৮৫। [illegible] ৪৮৬। [illegible] ৪৮৭। [illegible] ৪৮৮। [illegible] ৪৮৯। [illegible] ৪৯০। [illegible] ৪৯১। [illegible] ৪৯২। [illegible] ৪৯৩। [illegible] ৪৯৪। [illegible] ৪৯৫। [illegible] ৪৯৬। [illegible] ৪৯৭। [illegible] ৪৯৮। [illegible] ৪৯৯। [illegible] ৫০০। [illegible] ৫০১। [illegible] ৫০২। [illegible] ৫০৩। [illegible] ৫০৪। [illegible] ৫০৫। [illegible] ৫০৬। [illegible] ৫০৭। [illegible] ৫০৮। [illegible] ৫০৯। [illegible] ৫১০। [illegible] ৫১১। [illegible] ৫১২। [illegible] ৫১৩। [illegible] ৫১৪। [illegible] ৫১৫। [illegible] ৫১৬। [illegible] ৫১৭। [illegible] ৫১৮। [illegible] ৫১৯। [illegible] ৫২০। [illegible] ৫২১। [illegible] ৫২২। [illegible] ৫২৩। [illegible] ৫২৪। [illegible] ৫২৫। [illegible] ৫২৬। [illegible] ৫২৭। [illegible] ৫২৮। [illegible] ৫২৯। [illegible] ৫৩০। [illegible] ৫৩১। [illegible] ৫৩২। [illegible] ৫৩৩। [illegible] ৫৩৪। [illegible] ৫৩৫। [illegible] ৫৩৬। [illegible] ৫৩৭। [illegible] ৫৩৮। [illegible] ৫৩৯। [illegible] ৫৪০। [illegible] ৫৪১। [illegible] ৫৪২। [illegible] ৫৪৩। [illegible] ৫৪৪। [illegible] ৫৪৫। [illegible] ৫৪৬। [illegible] ৫৪৭। [illegible] ৫৪৮। [illegible] ৫৪৯। [illegible] ৫৫০। [illegible] ৫৫১। [illegible] ৫৫২। [illegible] ৫৫৩। [illegible] ৫৫৪। [illegible] ৫৫৫। [illegible] ৫৫৬। [illegible] ৫৫৭। [illegible] ৫৫৮। [illegible] ৫৫৯। [illegible] ৫৬০। [illegible] ৫৬১। [illegible] ৫৬২। [illegible] ৫৬৩। [illegible] ৫৬৪। [illegible] ৫৬৫। [illegible] ৫৬৬। [illegible] ৫৬৭। [illegible] ৫৬৮। [illegible] ৫৬৯। [illegible] ৫৭০। [illegible] ৫৭১। [illegible] ৫৭২। [illegible] ৫৭৩। [illegible] ৫৭৪। [illegible] ৫৭৫। [illegible] ৫৭৬। [illegible] ৫৭৭। [illegible] ৫৭৮। [illegible] ৫৭৯। [illegible] ৫৮০। [illegible] ৫৮১। [illegible] ৫৮২। [illegible] ৫৮৩। [illegible] ৫৮৪। [illegible] ৫৮৫। [illegible] ৫৮৬। [illegible] ৫৮৭। [illegible] ৫৮৮। [illegible] ৫৮৯। [illegible] ৫৯০। [illegible] ৫৯১। [illegible] ৫৯২। [illegible] ৫৯৩। [illegible] ৫৯৪। [illegible] ৫৯৫। [illegible] ৫৯৬। [illegible] ৫৯৭। [illegible] ৫৯৮। [illegible] ৫৯৯। [illegible] ৬০০। [illegible] ৬০১। [illegible] ৬০২। [illegible] ৬০৩। [illegible] ৬০৪। [illegible] ৬০৫। [illegible] ৬০৬। [illegible] ৬০৭। [illegible] ৬০৮। [illegible] ৬০৯। [illegible] ৬১০। [illegible] ৬১১। [illegible] ৬১২। [illegible] ৬১৩। [illegible] ৬১৪। [illegible] ৬১৫। [illegible] ৬১৬। [illegible] ৬১৭। [illegible] ৬১৮। [illegible] ৬১৯। [illegible] ৬২০। [illegible] ৬২১। [illegible] ৬২২। [illegible] ৬২৩। [illegible] ৬২৪। [illegible] ৬২৫। [illegible] ৬২৬। [illegible] ৬২৭। [illegible] ৬২৮। [illegible] ৬২৯। [illegible] ৬৩০। [illegible] ৬৩১। [illegible] ৬৩২। [illegible] ৬৩৩। [illegible] ৬৩৪। [illegible] ৬৩৫। [illegible] ৬৩৬। [illegible] ৬৩৭। [illegible] ৬৩৮। [illegible] ৬৩৯। [illegible] ৬৪০। [illegible] ৬৪১। [illegible] ৬৪২। [illegible] ৬৪৩। [illegible] ৬৪৪। [illegible] ৬৪৫। [illegible] ৬৪৬। [illegible] ৬৪৭। [illegible] ৬৪৮। [illegible] ৬৪৯। [illegible] ৬৫০। [illegible] ৬৫১। [illegible] ৬৫২। [illegible] ৬৫৩। [illegible] ৬৫৪। [illegible] ৬৫৫। [illegible] ৬৫৬। [illegible] ৬৫৭। [illegible] ৬৫৮। [illegible] ৬৫৯। [illegible] ৬৬০। [illegible] ৬৬১। [illegible] ৬৬২। [illegible] ৬৬৩। [illegible] ৬৬৪। [illegible] ৬৬৫। [illegible] ৬৬৬। [illegible] ৬৬৭। [illegible] ৬৬৮। [illegible] ৬৬৯। [illegible] ৬৭০। [illegible] ৬৭১। [illegible] ৬৭২। [illegible] ৬৭৩। [illegible] ৬৭৪। [illegible] ৬৭৫। [illegible] ৬৭৬। [illegible] ৬৭৭। [illegible] ৬৭৮। [illegible] ৬৭৯। [illegible] ৬৮০। [illegible] ৬৮১। [illegible] ৬৮২। [illegible] ৬৮৩। [illegible] ৬৮৪। [illegible] ৬৮৫। [illegible] ৬৮৬। [illegible] ৬৮৭। [illegible] ৬৮৮। [illegible] ৬৮৯। [illegible] ৬৯০। [illegible] ৬৯১। [illegible] ৬৯২। [illegible] ৬৯৩। [illegible] ৬৯৪। [illegible] ৬৯৫। [illegible] ৬৯৬। [illegible] ৬৯৭। [illegible] ৬৯৮। [illegible] ৬৯৯। [illegible] ৭০০। [illegible] ৭০১। [illegible] ৭০২। [illegible] ৭০৩। [illegible] ৭০৪। [illegible] ৭০৫। [illegible] ৭০৬। [illegible] ৭০৭। [illegible] ৭০৮। [illegible] ৭০৯। [illegible] ৭১০। [illegible] ৭১১। [illegible] ৭১২। [illegible] ৭১৩। [illegible] ৭১৪। [illegible] ৭১৫। [illegible] ৭১৬। [illegible] ৭১৭। [illegible] ৭১৮। [illegible] ৭১৯। [illegible] ৭২০। [illegible] ৭২১। [illegible] ৭২২। [illegible] ৭২৩। [illegible] ৭২৪। [illegible] ৭২৫। [illegible] ৭২৬। [illegible] ৭২৭। [illegible] ৭২৮। [illegible] ৭২৯। [illegible] ৭৩০। [illegible] ৭৩১। [illegible] ৭৩২। [illegible] ৭৩৩। [illegible] ৭৩৪। [illegible] ৭৩৫। [illegible] ৭৩৬। [illegible] ৭৩৭। [illegible] ৭৩৮। [illegible] ৭৩৯। [illegible] ৭৪০। [illegible] ৭৪১। [illegible] ৭৪২। [illegible] ৭৪৩। [illegible] ৭৪৪। [illegible] ৭৪৫। [illegible] ৭৪৬। [illegible] ৭৪৭। [illegible] ৭৪৮। [illegible] ৭৪৯। [illegible] ৭৫০। [illegible] ৭৫১। [illegible] ৭৫২। [illegible] ৭৫৩। [illegible] ৭৫৪। [illegible] ৭৫৫। [illegible] ৭৫৬। [illegible] ৭৫৭। [illegible] ৭৫৮। [illegible] ৭৫৯। [illegible] ৭৬০। [illegible] ৭৬১। [illegible] ৭৬২। [illegible] ৭৬৩। [illegible] ৭৬৪। [illegible] ৭৬৫। [illegible] ৭৬৬। [illegible] ৭৬৭। [illegible] ৭৬৮। [illegible] ৭৬৯। [illegible] ৭৭০। [illegible] ৭৭১। [illegible] ৭৭২। [illegible] ৭৭৩। [illegible] ৭৭৪। [illegible] ৭৭৫। [illegible] ৭৭৬। [illegible] ৭৭৭। [illegible] ৭৭৮। [illegible] ৭৭৯। [illegible] ৭৮০। [illegible] ৭৮১। [illegible] ৭৮২। [illegible] ৭৮৩। [illegible] ৭৮৪। [illegible] ৭৮৫। [illegible] ৭৮৬। [illegible] ৭৮৭। [illegible] ৭৮৮। [illegible] ৭৮৯। [illegible] ৭৯০। [illegible] ৭৯১। [illegible] ৭৯২। [illegible] ৭৯৩। [illegible] ৭৯৪। [illegible] ৭৯৫। [illegible] ৭৯৬। [illegible] ৭৯৭। [illegible] ৭৯৮। [illegible] ৭৯৯। [illegible] ৮০০। [illegible] ৮০১। [illegible] ৮০২। [illegible] ৮০৩। [illegible] ৮০৪। [illegible] ৮০৫। [illegible] ৮০৬। [illegible] ৮০৭। [illegible] ৮০৮। [illegible] ৮০৯। [illegible] ৮১০। [illegible] ৮১১। [illegible] ৮১২। [illegible] ৮১৩। [illegible] ৮১৪। [illegible] ৮১৫। [illegible] ৮১৬। [illegible] ৮১৭। [illegible] ৮১৮। [illegible] ৮১৯। [illegible] ৮২০। [illegible] ৮২১। [illegible] ৮২২। [illegible] ৮২৩। [illegible] ৮২৪। [illegible] ৮২৫। [illegible] ৮২৬। [illegible] ৮২৭। [illegible] ৮২৮। [illegible] ৮২৯। [illegible] ৮৩০। [illegible] ৮৩১। [illegible] ৮৩২। [illegible] ৮৩৩। [illegible] ৮৩৪। [illegible] ৮৩৫। [illegible] ৮৩৬। [illegible] ৮৩৭। [illegible] ৮৩৮। [illegible] ৮৩৯। [illegible] ৮৪০। [illegible] ৮৪১। [illegible] ৮৪২। [illegible] ৮৪৩। [illegible] ৮৪৪। [illegible] ৮৪৫। [illegible] ৮৪৬। [illegible] ৮৪৭। [illegible] ৮৪৮। [illegible] ৮৪৯। [illegible] ৮৫০। [illegible] ৮৫১। [illegible] ৮৫২। [illegible] ৮৫৩। [illegible] ৮৫৪। [illegible] ৮৫৫। [illegible] ৮৫৬। [illegible] ৮৫৭। [illegible] ৮৫৮। [illegible] ৮৫৯। [illegible] ৮৬০। [illegible] ৮৬১। [illegible] ৮৬২। [illegible] ৮৬৩। [illegible] ৮৬৪। [illegible] ৮৬৫। [illegible] ৮৬৬। [illegible] ৮৬৭। [illegible] ৮৬৮। [illegible] ৮৬৯। [illegible] ৮৭০। [illegible] ৮৭১। [illegible] ৮৭২। [illegible] ৮৭৩। [illegible] ৮৭৪। [illegible] ৮৭৫। [illegible] ৮৭৬। [illegible] ৮৭৭। [illegible] ৮৭৮। [illegible] ৮৭৯। [illegible] ৮৮০। [illegible] ৮৮১। [illegible] ৮৮২। [illegible] ৮৮৩। [illegible] ৮৮৪। [illegible] ৮৮৫। [illegible] ৮৮৬। [illegible] ৮৮৭। [illegible] ৮৮৮। [illegible] ৮৮৯। [illegible] ৮৯০। [illegible] ৮৯১। [illegible] ৮৯২। [illegible] ৮৯৩। [illegible] ৮৯৪। [illegible] ৮৯৫। [illegible] ৮৯৬। [illegible] ৮৯৭। [illegible] ৮৯৮। [illegible] ৮৯৯। [illegible] ৯০০। [illegible] ৯০১। [illegible] ৯০২। [illegible] ৯০৩। [illegible] ৯০৪। [illegible] ৯০৫। [illegible] ৯০৬। [illegible] ৯০৭। [illegible] ৯০৮। [illegible] ৯০৯। [illegible] ৯১০। [illegible] ৯১১। [illegible] ৯১২। [illegible] ৯১৩। [illegible] ৯১৪। [illegible] ৯১৫। [illegible] ৯১৬। [illegible] ৯১৭। [illegible] ৯১৮। [illegible] ৯১৯। [illegible] ৯২০। [illegible] ৯২১। [illegible] ৯২২। [illegible] ৯২৩। [illegible] ৯২৪। [illegible] ৯২৫। [illegible] ৯২৬। [illegible] ৯২৭। [illegible] ৯২৮। [illegible] ৯২৯। [illegible] ৯৩০। [illegible] ৯৩১। [illegible] ৯৩২। [illegible] ৯৩৩। [illegible] ৯৩৪। [illegible] ৯৩৫। [illegible] ৯৩৬। [illegible] ৯৩৭। [illegible] ৯৩৮। [illegible] ৯৩৯। [illegible] ৯৪০। [illegible] ৯৪১। [illegible] ৯৪২। [illegible] ৯৪৩। [illegible] ৯৪৪। [illegible] ৯৪৫। [illegible] ৯৪৬। [illegible] ৯৪৭। [illegible] ৯৪৮। [illegible] ৯৪৯। [illegible] ৯৫০। [illegible] ৯৫১। [illegible] ৯৫২। [illegible] ৯৫৩। [illegible] ৯৫৪। [illegible] ৯৫৫। [illegible] ৯৫৬। [illegible] ৯৫৭। [illegible] ৯৫৮। [illegible] ৯৫৯। [illegible] ৯৬০। [illegible] ৯৬১। [illegible] ৯৬২। [illegible] ৯৬৩। [illegible] ৯৬৪। [illegible] ৯৬৫। [illegible] ৯৬৬। [illegible] ৯৬৭। [illegible] ৯৬৮। [illegible] ৯৬৯। [illegible] ৯৭০। [illegible] ৯৭১। [illegible] ৯৭২। [illegible] ৯৭৩। [illegible] ৯৭৪। [illegible] ৯৭৫। [illegible] ৯৭৬। [illegible] ৯৭৭। [illegible] ৯৭৮। [illegible] ৯৭৯। [illegible] ৯৮০। [illegible] ৯৮১। [illegible] ৯৮২। [illegible] ৯৮৩। [illegible] ৯৮৪। [illegible] ৯৮৫। [illegible] ৯৮৬। [illegible] ৯৮৭। [illegible] ৯৮৮। [illegible] ৯৮৯। [illegible] ৯৯০। [illegible] ৯৯১। [illegible] ৯৯২। [illegible] ৯৯৩। [illegible] ৯৯৪। [illegible] ৯৯৫। [illegible] ৯৯৬। [illegible] ৯৯৭। [illegible] ৯৯৮। [illegible] ৯৯৯। [illegible] ১০০০।

কি চান?

[illegible] ১। [illegible] ২। [illegible] ৩। [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] ৬। [illegible] ৭। [illegible] ৮। [illegible] ৯। [illegible] ১০। [illegible] ১১। [illegible] ১২। [illegible] ১৩। [illegible] ১৪। [illegible] ১৫। [illegible] ১৬। [illegible] ১৭। [illegible] ১৮। [illegible] ১৯। [illegible] ২০। [illegible] ২১। [illegible] ২২। [illegible] ২৩। [illegible] ২৪। [illegible] ২৫। [illegible] ২৬। [illegible] ২৭। [illegible] ২৮। [illegible] ২৯। [illegible] ৩০। [illegible] ৩১। [illegible] ৩২। [illegible] ৩৩। [illegible] ৩৪। [illegible] ৩৫। [illegible] ৩৬। [illegible] ৩৭। [illegible] ৩৮। [illegible] ৩৯। [illegible] ৪০। [illegible] ৪১। [illegible] ৪২। [illegible] ৪৩। [illegible] ৪৪। [illegible] ৪৫। [illegible] ৪৬। [illegible] ৪৭। [illegible] ৪৮। [illegible] ৪৯। [illegible] ৫০। [illegible] ৫১। [illegible] ৫২। [illegible] ৫৩। [illegible] ৫৪। [illegible] ৫৫। [illegible] ৫৬। [illegible] ৫৭। [illegible] ৫৮। [illegible] ৫৯। [illegible] ৬০। [illegible] ৬১। [illegible] ৬২। [illegible] ৬৩। [illegible] ৬৪। [illegible] ৬৫। [illegible] ৬৬। [illegible] ৬৭। [illegible] ৬৮। [illegible] ৬৯। [illegible] ৭০। [illegible] ৭১। [illegible] ৭২। [illegible] ৭৩। [illegible] ৭৪। [illegible] ৭৫। [illegible] ৭৬। [illegible] ৭৭। [illegible] ৭৮। [illegible] ৭৯। [illegible] ৮০। [illegible] ৮১। [illegible] ৮২। [illegible] ৮৩। [illegible] ৮৪। [illegible] ৮৫। [illegible] ৮৬। [illegible] ৮৭। [illegible] ৮৮। [illegible] ৮৯। [illegible] ৯০। [illegible] ৯১। [illegible] ৯২। [illegible] ৯৩। [illegible] ৯৪। [illegible] ৯৫। [illegible] ৯৬। [illegible] ৯৭। [illegible] ৯৮। [illegible] ৯৯। [illegible] ১০০। [illegible] ১০১। [illegible] ১০২। [illegible] ১০৩। [illegible] ১০৪। [illegible] ১০৫। [illegible] ১০৬। [illegible] ১০৭। [illegible] ১০৮। [illegible] ১০৯। [illegible] ১১০। [illegible] ১১১। [illegible] ১১২। [illegible] ১১৩। [illegible] ১১৪। [illegible] ১১৫। [illegible] ১১৬। [illegible] ১১৭। [illegible] ১১৮। [illegible] ১১৯। [illegible] ১২০। [illegible] ১২১। [illegible] ১২২। [illegible] ১২৩। [illegible] ১২৪। [illegible] ১২৫। [illegible] ১২৬। [illegible] ১২৭। [illegible] ১২৮। [illegible] ১২৯। [illegible] ১৩০। [illegible] ১৩১। [illegible] ১৩২। [illegible] ১৩৩। [illegible] ১৩৪। [illegible] ১৩৫। [illegible] ১৩৬। [illegible] ১৩৭। [illegible] ১৩৮। [illegible] ১৩৯। [illegible] ১৪০। [illegible] ১৪১। [illegible] ১৪২। [illegible] ১৪৩। [illegible] ১৪৪। [illegible] ১৪৫। [illegible] ১৪৬। [illegible] ১৪৭। [illegible] ১৪৮। [illegible] ১৪৯। [illegible] ১৫০। [illegible] ১৫১। [illegible] ১৫২। [illegible] ১৫৩। [illegible] ১৫৪। [illegible] ১৫৫। [illegible] ১৫৬। [illegible] ১৫৭। [illegible] ১৫৮। [illegible] ১৫৯। [illegible] ১৬০। [illegible] ১৬১। [illegible] ১৬২। [illegible] ১৬৩। [illegible] ১৬৪। [illegible] ১৬৫। [illegible] ১৬৬। [illegible] ১৬৭। [illegible] ১৬৮। [illegible] ১৬৯। [illegible] ১৭০। [illegible] ১৭১। [illegible] ১৭২। [illegible] ১৭৩। [illegible] ১৭৪। [illegible] ১৭৫। [illegible] ১৭৬। [illegible] ১৭৭। [illegible] ১৭৮। [illegible] ১৭৯। [illegible] ১৮০। [illegible] ১৮১। [illegible] ১৮২। [illegible] ১৮৩। [illegible] ১৮৪। [illegible] ১৮৫। [illegible] ১৮৬। [illegible] ১৮৭। [illegible] ১৮৮। [illegible] ১৮৯। [illegible] ১৯০। [illegible] ১৯১। [illegible] ১৯২। [illegible] ১৯৩। [illegible] ১৯৪। [illegible] ১৯৫। [illegible] ১৯৬। [illegible] ১৯৭। [illegible] ১৯৮। [illegible] ১৯৯। [illegible] ২০০। [illegible] ২০১। [illegible] ২০২। [illegible] ২০৩। [illegible] ২০৪। [illegible] ২০৫। [illegible] ২০৬। [illegible] ২০৭। [illegible] ২০৮। [illegible] ২০৯। [illegible] ২১০। [illegible] ২১১। [illegible] ২১২। [illegible] ২১৩। [illegible] ২১৪। [illegible] ২১৫। [illegible] ২১৬। [illegible] ২১৭। [illegible] ২১৮। [illegible] ২১৯। [illegible] ২২০। [illegible] ২২১। [illegible] ২২২। [illegible] ২২৩। [illegible] ২২৪। [illegible] ২২৫। [illegible] ২২৬। [illegible] ২২৭। [illegible] ২২৮। [illegible] ২২৯। [illegible] ২৩০। [illegible] ২৩১। [illegible] ২৩২। [illegible] ২৩৩। [illegible] ২৩৪। [illegible] ২৩৫। [illegible] ২৩৬। [illegible] ২৩৭। [illegible] ২৩৮। [illegible] ২৩৯। [illegible] ২৪০। [illegible] ২৪১। [illegible] ২৪২। [illegible] ২৪৩। [illegible] ২৪৪। [illegible] ২৪৫। [illegible] ২৪৬। [illegible] ২৪৭। [illegible] ২৪৮। [illegible] ২৪৯। [illegible] ২৫০। [illegible] ২৫১। [illegible] ২৫২। [illegible] ২৫৩। [illegible] ২৫৪। [illegible] ২৫৫। [illegible] ২৫৬। [illegible] ২৫৭। [illegible] ২৫৮। [illegible] ২৫৯। [illegible] ২৬০। [illegible] ২৬১। [illegible] ২৬২। [illegible] ২৬৩। [illegible] ২৬৪। [illegible] ২৬৫। [illegible] ২৬৬। [illegible] ২৬৭। [illegible] ২৬৮। [illegible] ২৬৯। [illegible] ২৭০। [illegible] ২৭১। [illegible] ২৭২। [illegible] ২৭৩। [illegible] ২৭৪। [illegible] ২৭৫। [illegible] ২৭৬। [illegible] ২৭৭। [illegible] ২৭৮। [illegible] ২৭৯। [illegible] ২৮০। [illegible] ২৮১। [illegible] ২৮২। [illegible] ২৮৩। [illegible] ২৮৪। [illegible] ২৮৫। [illegible] ২৮৬। [illegible] ২৮৭। [illegible] ২৮৮। [illegible] ২৮৯। [illegible] ২৯০। [illegible] ২৯১। [illegible] ২৯২। [illegible] ২৯৩। [illegible] ২৯৪। [illegible] ২৯৫। [illegible] ২৯৬। [illegible] ২৯৭। [illegible] ২৯৮। [illegible] ২৯৯। [illegible] ৩০০। [illegible] ৩০১। [illegible] ৩০২। [illegible] ৩০৩। [illegible] ৩০৪। [illegible] ৩০৫। [illegible] ৩০৬। [illegible] ৩০৭। [illegible] ৩০৮। [illegible] ৩০৯। [illegible] ৩১০। [illegible] ৩১১। [illegible] ৩১২। [illegible] ৩১৩। [illegible] ৩১৪। [illegible] ৩১৫। [illegible] ৩১৬। [illegible] ৩১৭। [illegible] ৩১৮। [illegible] ৩১৯। [illegible] ৩২০। [illegible] ৩২১। [illegible] ৩২২। [illegible] ৩২৩। [illegible] ৩২৪। [illegible] ৩২৫। [illegible] ৩২৬। [illegible] ৩২৭। [illegible] ৩২৮। [illegible] ৩২৯। [illegible] ৩৩০। [illegible] ৩৩১। [illegible] ৩৩২। [illegible] ৩৩৩। [illegible] ৩৩৪। [illegible] ৩৩৫। [illegible] ৩৩৬। [illegible] ৩৩৭। [illegible] ৩৩৮। [illegible] ৩৩৯। [illegible] ৩৪০। [illegible] ৩৪১